Contents

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

(বঙ্গানুবাদ)

তৃতীয় খণ্ড

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

تحقيق سنن ابن ماجة

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

৩য় খণ্ড (২৮৮২-৪৩৪১)

(বঙ্গানুবাদ)

আল-হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ
ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

৩য় খণ্ড

(বঙ্গানুবাদ)

(২৮৮২-৪৩৪১)

আল-হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৪, রামাদান ১৪৩৫ হিজরী

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-90228-3-1

মূল্য: ৭৪০ (সাতশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স, ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা।

Tahqiq Sunan Ibnu Majah by : Imam Abu Abdullah Ibn Yazeed Ibn Abdullah Ibn Majah Al-Qazvini (Rahimahullah). Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Website : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp@gmail.com. Price : 740 Taka Bangladeshi. 60 Saudi Riyals. 15 US $

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় গুণগান আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে। যিনি মানুষের জন্য হিদায়াতের জন্য দু'প্রকারের ওয়াহয়ী প্রেরণ করেছেন। যার হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

নিশ্চয় আমি যিক্র (ওয়াহয়ীয়ে মাতলু ও ওয়াহয়ীয়ে গায়র মাতলু) অবতীর্ণ করেছি আর তার হিফাযত আমিই করব। (সূরা আল হিজর : ৯ আয়াত)

অনেকেই যিক্র দ্বারা শুধু ওয়াহয়ীয়ে মাতলু আল-কুরআনকেই উদ্দেশ্য করে থাকেন। কিন্তু সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, যিক্র দ্বারা উভয়টাকে বোঝানো হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

রসূল নিজ প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না, তাঁর উক্তি কেবল ওয়াহয়ী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।

(সূরা আন নাজম : ৩-৪ আয়াত)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর বহু দিনের চিন্তার প্রতিফলন অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পাদিত হলো, আল হামদু লিল্লাহ। তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ এটিকে গতানুগতিক ধারার চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে সুবিজ্ঞ পাঠক মহলের করকমলে তুলে ধরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দেশে বিদেশে অবস্থিত গবেষকগণ তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কোন স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে সহজেই অনুমান করতে পারবেন। বিশেষ করে হাদীসের সনদ, তাখরীজ, রাবীর জারহ তা'দীল সম্পর্কিত প্রামাণিক আলোচনা, পরিসংখ্যান, সর্বোপরি আরবী বর্ণমালার নতুন উচ্চারণ নীতিমালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্টগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করে পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এ বিশেষ কাজ সম্পাদনে সর্বপ্রথম যার নিকট চির কৃতজ্ঞ তিনি হলে সউদী মন্ত্রণালয় নিয়োগপ্রাপ্ত দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী শায়ক আকমাল হুসাইন বিন বদীউজ্জামান। অত্র গ্রন্থটির সম্পাদনায় আরো যার অবদানকে খাটো করে দেখার মোটেও সুযোগ নেই তিনি হলেন, তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর প্রতিষ্ঠাতো অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল খাবীর (গোদাগাড়ী) ও শায়খ আল আমীন বিন ইউসুফ হাফিযাহুমাল্লাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এটিকে চূড়ান্ত রূপদানের ব্যাপারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া এ বৃহৎ প্রকল্প বায়স্তবায়নে যারা প্রেরণা যুগিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা সকলকে এর উত্তম জাযা' দিন। আমীন।

এ কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রইল এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদেরকে অবিহত করুন। ইন শা' আল্লাহ আপনাদের সুপরামর্শ সুবিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রকাশনার ক্ষেত্রে তা পাথেয় হয়ে থাকবে।

সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকট দুআ'র আবেদন রইল, যেন আপনাদের প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্য মৌলিক হাদীসগ্রন্থ; যেমন, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈসহ যুগের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো সমৃদ্ধ আকারে প্রকাশ করতে পারে। আমাদের গবেষণা বিভাগ যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ইন শা' আল্লাহ অচিরেই এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে।

হে আল্লাহ! এ কাজটির ওয়াসিলায় তোমার নিকট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মাগফিরাত ও দয়া কামনা করছি। আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল কর। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ওয়ালিয়্যুল্লাহ

পরিচালক, তাওহীদ পাবলিকেশন্স

Contents

তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ এর মুহাক্বিক্বৃন্দ

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী (জন্ম: ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী।)	আবূ বাকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার (২১৫-২৯২ হিজরী)
মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী (মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী)	আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ আবূ আহমাদ আল জুরজানী (মৃত্যু: ৩৬৫ হিজরী)
আলী বিন আমর বিন আহমাদ, আবুল হাসান আদ দারাকুতনী (মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী)	আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আস্ববাহানী (মৃত্যু: ৪৩০)
আহমাদ বিন আলী বিন স্বাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩)	আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বিন আলী, আবূ বাকর বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮)
মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উস্বমান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরী)	আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মুআয বিন মা'বাদ আত তামীমী (মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরী)
আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী)	আল মুবারাক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযারী (মৃত্যু: ৬০৬ হিজরী)
আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (মৃত্যু: ৬২৮ হিজরী)	আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বিন সালিম আল-আসদী আল-কূফী (মৃত্যু: ১৯৪ হিজরী)
আবূ হাফস্ব উমার বিন শাহীন	আবূ জা'ফার আল-উকায়লী
আবূ বিশর আদ দাওলাবী	আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী
আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী	আবূ যুরআহ আর রাযী
আবূ হাতিম আর রাযী	আবূ দাউদ আস সাজিসতানী
আবূ ঈসা আত তিরমিযী	আহমাদ বিন হাম্বাল
আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী	আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী
আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্বরী	আলী ইবনুল মাদীনী
আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস	আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী
আবদুর রহমান বিন মাহদী	আল-আজালী
আল-মিযযী	ইমাম দারাকুতনী
ইমাম যাহাবী	ইয়াহইয়া বিন মাঈন
ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী	ইসহাক বিন রহওয়ায়
ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান	ইবনু হাজার আল-আসকালানী
ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান	ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ
নূরুদ্দীন আল-হায়স্বামী	মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ
মাকহূল আশ শামী	মুহাম্মাদ বিন সা'দ
মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী	মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম
মাসলামাহ বিন কাসিম	সুফইয়ান আস্ব স্বাওরী
সুলায়মান বিন দাউদ আত তায়ালাসী	সুলায়মান বিন মূসা
যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী	

তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী

১ হাদীসের প্রাণ হচ্ছে সনদ। ইন শা' আল্লাহ তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে মৌলিক হাদীসগ্রন্থগুলোর আরবীর পাশাপাশি বাংলায় পূর্ণ সনদ সহকারেই ধারাবাহিকভাবে হাদীসগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবে এ গ্রন্থেও আরবীর পাশাপাশি বাংলায় পূর্ণ সনদসহ প্রকাশ করা হলো। পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে রাবীর উপনাম ও উপাধী বা প্রসিদ্ধ নাম বন্ধনীর মধ্যে যোগ করা হয়েছে। কোন রাবীতে সমস্যা থাকলে সনদের নামের পাশেই বন্ধনীর মাধ্যমে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো অত্যন্ত দুর্বল রাবী সেগুলোর নামের নিচে আন্ডারলাইন করে দেয়া আছে। কোন হাদীসের একাধিক সনদ থাকলে তার সবগুলোই আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। সে সকল হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে অথচ হাদীসটির মতন সহীহ সেগুলোর কতগুলো শাওয়াহিদ হাদীস আছে কিংবা কোন কিতাবে আছে তা হাদীস নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ পাঠক দুর্বল রাবী থাকা সত্ত্বেও শাওয়াহিদ এর ভিত্তিতে হাদীস সহীহ হওয়াটা সহজেই বুঝতে পারে।

৩। প্রতিটি খণ্ডের শেষে হাদীস বর্ণনাকারী দুর্বল রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। রাবী নম্বরসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির মধ্যে রাবীর পূর্ণ নাম, উপনাম, জন্মস্থান, বাসস্থান, রাবীর স্তর, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, কতজনের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট থেকে কতজন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার জারাহ তা'দীল বা দোষগুণ সম্পর্কে কতজন মুহাক্কিক পর্যালোচনা করেছেন সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে ৩৩১ জন, ২য় খণ্ডে ২৩৯ জন ও ৩য় খণ্ডে ২৭৩ জন রাবী রয়েছে।

৬। রাবীদের জারাহ তা'দীল বা দোষগুণ বর্ণনাকারী শতাধিক মুহাক্কিকের নামের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। প্রতিটি হাদীসকে মূলতঃ ৯টি হাদীস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুয়াত্তা' মালিক, মুসনাদ আহমাদ ও দারিমী)-এর আলোকে তাখরীজ করা হয়েছে। পাশাপাশি শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বেশ কয়েকটি গ্রন্থসহ প্রায় ৬০টি গ্রন্থের তাখরীজ সংযোজন করা হয়েছে।

৫। প্রতিটি হাদীসের শেষে যে নম্বরগুলো দেয়া হয়েছে তাতে পাঠক ও গবেষকবৃন্দ একই বিষয়ের উপর কোথায় কতটি হাদীস আছে তা সহজে জানতে পারবেন। মূল হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক মিল থাকা হাদীসগুলোর নাম্বার উল্লেখ করেছি। কোন হাদীসগ্রন্থে এক বিষয়ের একাধিক হাদীস থাকলে তার অধিকাংশ পুনরাবৃত্তি নম্বর উল্লেখ করা হয়েছ।

৬। দঈফ হাদীসগুলোকে চারিদিকে সিঙ্গেল বর্ডার দিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (তবে সুনান ইবনু মাজাহ-এর ১ম খণ্ডে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা ছুটে গেছে। ইন শা' আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা ঠিক করা হবে।) আর প্রতিটি দঈফ বা দুর্বল রাবী চিহ্নিত করে মুহাদ্দিসগণের ১ থেকে প্রায় ২০টি পর্যন্ত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। হাদীসের নম্বরের ক্ষেত্রে বুখারীর নম্বর ফাতহুল রাবীর সঙ্গে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ ফুওয়াদ আব্দুল বাকীর নম্বরের সঙ্গে, তিরমিযীর নম্বর আহমাদ শাকিরের নম্বরের সঙ্গে, আবূ দাউদ মুহাম্মাদ মাহিউদ্দীন আব্দুল হামীদের নম্বরের সঙ্গে, মুয়াত্তা' মালিক তার নিজস্ব নম্বরের সঙ্গে, নাসাঈ'র নম্বর আবূ গুদ্দার নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়েছে।

৮। বাংলা সূচীপত্রের পাশাপাশি আরবী সূচীও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। আরবী নামের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ রোধকল্পে প্রায় প্রতিটি আরবী শব্দ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে একটি সহজ বানানরীতির মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন আয়েশা এর পরিবর্তে আয়িশাহ, জুম্মা এর পরিবর্তে জুমুআহ, লায়স এর পরিবর্তে লায়স্র, নামাজ এর পরিবর্তে স্বলাত, আবূ তালিব এর পরিবর্তে আবূ ত্বালিব, সালেহ এর পরিবর্তে স্বালিহ, হাফেয এর পরিবর্তে হাফিয, কুরআন এর পরিবর্তে কুরআন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচলিত বানানে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যা "সুনান ইবনু মাজাহ'র কিছু পরিসংখ্যান" এর শেষাংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

১০। সুনান ইবনু মাজাহ'র যত জায়গায় কুরআনের আয়াত এসেছে এমনকি আয়াতের একটি শব্দ আসলেও সেটির সুরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে

১১। ইন শা' আল্লাহ সমৃদ্ধশালী অধ্যায়ভিত্তিক সূচী নির্দেশিকাসহ প্রতিটি খণ্ডে থাকবে সংক্ষিপ্ত পর্বভিত্তিক বিশেষ সূচী নির্দেশিকা। এতে কোন পর্বে কতটি অধ্যায় ও কতটি হাদীস্র রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানা যাবে।

১২। হাদীস্রে কুদসী চিহ্নিত করে হাদীস্রের নম্বর উল্লেখ।

১৩। মুতাওয়াতির, ১৪। মারফূ', ১৫। মাওকূফ ও ১৬। মাকতূ' হাদীস্র নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সে হাদীস্রগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

১৭। প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরবর্তী খণ্ডের কিতাব/পর্বভিত্তিক সূচী নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮। নাবী রাসূল ও ফিরিশতাগণের নাম কতবার এসেছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ অন্য নাবীগণের নাম কতবার এসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। সুনান ইবনু মাজাহ্-এ বিভিন্ন স্থানের নাম, ২০। বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠির নাম কতবার এসেছে তাদের নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২১। সুনান ইবনু মাজাহ্-এ যে সকল স্থানে ইরসাল ও ইনকিতা' হয়েছে তার হাদীস্র নম্বর, ইরসাল ও ইনকিতা'কারী রাবীর নাম সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২২. সুনান ইবনু মাজাহ্-এ কবিতার চরণ কতটি ও কোথায় কোথায় এসেছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩। সুনান ইবনু মাজাহ-এ ইমাম ইবনু মাজাহ ও তার ছাত্রদের বক্তব্য যত স্থানে এসেছে তা পর্বভিত্তিক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

Contents

ইমাম ইবনু মাজাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হাদীস্র সংকলনের ইতিহাসে যে কয়জন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস্র এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষ করে কুতুবুস সিত্তাহ (৬টি হাদীস্রগ্রন্থ) বা কুতুবুত তিসআহ (৯টি) হাদীস্রগ্রন্থ এর মধ্যে, তাদের মধ্যে ইমাম ইবনু মাজাহ অন্যতম। হাদীস্র সংকলনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

নামঃ আল-ইমামুল মুহাদ্দিস্র আল হাফিযুস্র স্রিকাহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন মাজাহ আর রিবঈ আল কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

জন্ম ও জন্মস্থানঃ ইমাম ইবনু মাজাহ ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্র উপকূলবর্তী আযারবায়যান প্রদেশের কাযবীন শহরে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। [যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৮]

শিক্ষাজীবনঃ আব্বাসীয় যুগে বিশেষতঃ খালীফাহ মামূনের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় উৎকর্ষ সাধিত হয়, সে সময় ইমাম ইবনু মাজাহ তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। হিজরী তৃতীয় শতকের শুরু হতেই কাযবীন শহরটি হাদীস্র চর্চায় ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে। যে সকল মুহাদ্দিস এ শহরে আগমন ও বসবাস করে একে ধন্য ও প্রসিদ্ধ করেছিলেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন স্রাকিব, হাফিয আলী বিন মুহাম্মাদ আত তানাফাসী। [মৃ. ২৩৩ হি.] আবূ হাজার আমর বিন রাফিঈ আল-বাজালী [মৃ. ২৩৭ হি.] ইসমাঈল বিন তাওবাহ আবূ সাহল কাযবীনী [মৃ. ২৪৭ হি.] হারূন বিন মূসা আত তামীমী [মৃ. ২৪৮ হি.] ও মুহাম্মাদ বিন আবী খালিদ আল-কাযবীনী প্রমুখ। ইমাম ইবনু মাজাহ বাল্যকালেই উল্লিখিত মুহাদ্দিস্রগণের নিকট থেকে হাদীস্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। [যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৮]

হাদীস্র অন্বেষণে দেশ ভ্রমণঃ ইমাম ইবনু মাজাহ ২১-২২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বদেশেই হাদীস্র শিক্ষা লাভ করেন। ২৩০ হিজরী সনে হাদীস্রের উচ্চতর শিক্ষ লাভের আশায় বিদেশ পরিভ্রমণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, কূফা, বাসরাহ, বাগদাদ, মক্কা, মাদিনাহ, সিরিয়া, মিস্র, খুরাসান ও রায় বলখ প্রভৃতি দেশের হাদীস্র চর্চার বৃহৎ কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস্রগণের নিকট থেকে হাদীস্র অধ্যায়ন করেন। [তাহযীবুত তাহযীব খ. ৯, পৃ. ৬৩০; আফিয়াতুল আয়্যান খ. ৪ পৃ. ৬১৪]

শিক্ষক মণ্ডলিঃ ইমাম ইবনু মাজাহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতঃ তৎকালীন যুগের অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস্রবিদের নিকট থেকে হাদীস্র শিক্ষালাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ বাকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, আবূ সা'দ আবদুল্লাহ আল-সাদা, আবূ মূসা বিন মূসা বিন হিব্বান তামীমী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস সাগানী, মুহাম্মাদ বিন মামূন আল-খায়্যাত, হাম্মাদ বিন ইয়া'কূব প্রমুখ। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ. ১৩, পৃ. ২৭৭-২৭৮; মু'জামুল বুলদান খ.৭, পৃ. ৮০]

ছাত্রবৃন্দঃ তৎকালীন যুগের অনেক জ্ঞান পিপাসু ইমাম ইবনু মাজাহ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। তন্মধ্যে আলী বিন সাঈদ, সুলায়মান বিন ইয়াযীদ, ইবরাহীম বিন দীনার, আহমাদ বিন ইবরাহীম কাযবীনী, আহমাদ বিন রূহ শায়বানী, ইসহাক বিন মুহাম্মাদ, জা'ফার বিন ইদ্রিস, হুসায়ন বিন আলী, ইবনুল কাত্তান, মুহাম্মাদ বিন ঈসা আস্র সফফা প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ খ. ১১, পৃ. ৫২; তাহযীবুত তাহযীব খ. ৯, পৃ. ৬৩১]

রচনাবলীঃ ইমাম ইবনু মাজাহ তার ৬৪ বছর জীবনের ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাহর স্মৃতিপটে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১.আস সুনানঃ এটি হাদীস্র শাস্ত্রে তার অনবদ্য কীর্তি, যা কুতুবুস সিত্তাহর অন্তর্গত এক বিরাট হাদীস্র সংকলন।

২. আত তাফসীরঃ তিনি হাদীস্রের ভিত্তিতে আল-কুরআনের একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিয ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৩. আত তারীখঃ ইমাম ইবনু মাজাহর অপর অনন্য সৃষ্টি হলো ইতহাস গ্রন্থ।

মৃত্যুঃ আব্বাসীয়া খালীফাহ মু'তামিদ বিল্লাহ এর খিলাফাতকালে ইমাম ইবনু মাজাহ ২৭৩ হিজরির ২২ শে রমাদান সোমবার মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৮৮৬ খ্রি. ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ বিন আলী কাহরুমান এবং ইবরাহীম বিন দীনার তাকে গোসল করান। তার ভাই আবূ বাকর জানাযার স্বলাত পড়ান। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ.১৩; পৃ. ২৭৯]

সতর্কবাণী!

সম্মানিত পাঠক! সুনান ইবনু মাজাহ'র হাদীসের পাঠ শুরু করার আগে আপনি নিম্নলিখিত কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করুন।

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ওয়াহয়ীয়ে মাতলূ অর্থাৎ জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক পঠিত হয়ে তাঁর মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেয়া হয়েছে। আর সহীহ হাদীস হল গায়র মাতলূ অর্থাৎ যা পঠিত হয়নি বরং আল্লাহ তাআলা সরাসরি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরে সংস্থাপিত করেছেন। কুরআনও ওয়াহয়ী, সহীহ হাদীসও ওয়াহয়ী। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (٤)}

আল্লাহর রাসূল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর কথা হল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়। (সূরা আন-নাজম ৫৩/৩-৪)

{وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا}

আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশর ৫৯/৭)

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا (٣٦)}

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (সূরা আল-আহযাব ৩৩/৩৬)

{وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا}

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা আল-জ্বিন ৭২/২৩)

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (٦٥)}

কিন্তু না, তোমার রব্বের কসম! তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা তাদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত না করে এবং তুমি যে ফয়সালা প্রদান কর তা দ্বিধাহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করে না নেয়। (সূরা আন-নিসা ৪/৬৫)

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖٓ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٦٣)}

সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হয়ে পড়ে। (সূরা আন-নূর ২৪/৬৩)

যারা সহীহ হাদীস বিরোধী টীকা সংযোজন করে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে পাঠকদেরকে সহীহ হাদীস না মানার জন্য আহ্বান জানায় তারা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হতে পারে কি না এ বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বিচার্য।

"ওমুক মতে এই, ওমুক মতে এই"- এসব কথা বলে মুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? মুসলিমগণ একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে বাধ্য, ওমুক তমুকের মত মানতে বাধ্য নয়।

অতএব, আসুন! আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি আমাল করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

সুনান ইবনু মাজার কিছু পরিসংখ্যান

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ১৬৯ স্থানে কুরআনের আয়াত ব্যবহৃত হয়েছে

তন্মধ্যে ভূমিকা পর্বে ২১ বার, পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ৩ বার, স্বলাত পর্বে ২ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ২ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ২২ বার, জানাযাহ পর্বে ৬ বার, স্বিয়াম পর্বে ২ বার, যাকাত পর্বে ৫ বার, বিবাহ পর্বে ৮ বার, তালাক পর্বে ৫ বার, কাফ্‌ফারাসমূহ পর্বে ১ বার, ব্যবসা-বাণিজ্য পর্বে ১ বার, বিচার ও বিধান পর্বে ৫ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওসিয়াত পর্বে ৩ বার, ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ২ বার, জিহাদ পর্বে ৮ বার, হজ্জ পর্বে ১১ বার, যবেহ করা পর্বে ২ বার, চিকিৎসা পর্বে ৬ বার, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্বে ১ বার, শিষ্টাচার পর্বে ৫ বার, দুআ' পর্বে ৩ বার, স্বপ্নের ব্যাখ্যা পর্বে ১ বার, কলহ-বিপর্যয় পর্বে ১২ বার, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি পর্বে ৩০ বার।

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ২৬টি কুদসী হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

১৪০৩, ১৫৯৭, ১৬৩৮, ২৭০৭, ২৭১০, ২৮০০, ২৮০১, ৩৪৭০, ৩৭৮৪, ৩৭৯২, ৩৭৯৪, ৩৮০১, ৩৮২১, ৩৮২২, ৩৮২৩, ৪১০৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪২০২, ৪২৫৭, ৪২৭৫, ৪২৯৯, ৪৩০০, ৪৩২৮, ৪৩৩৬, ৪৩৩৯

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ৩৫৪টি মুতাওয়াতির হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

৬, ৭, ৯, ১০, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৪,
৪৫, ৪৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৬, ১১৫, ১২১, ২৩৩,
২৩৪, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৬, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০,
৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮,
৪১৯, ৪২০, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮,
৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪,
৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫৪৩, ৫৪৪,
৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬,
৫৫৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৭, ৬০৪, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০,
৬৮১, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৫৮,
৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৭৪,
৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫,
৯০৯, ৯১৪, ৯১৬, ১০১৪, ১০১৫, ১০২২, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪৭, ১০৪৮,
১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৮৮,
১০৯৭, ১০৯৮, ১১১০, ১১১১, ১১৮০, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২২৭, ১২২৮, ১২৩৮, ১২৩৯,
১২৪৮, ১২৫০, ১২৬৩, ১২৬৯, ১২৭০, ১২৭১, ১৩৫২, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৫৭, ১৩৬৩,
১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪০৬, ১৪০৯, ১৪১০, ১৪১৩, ১৪১৪, ১৪১৫,
১৪১৭, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১, ১৫২৭, ১৫২৮, ১৫২৯, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৩২, ১৫৩৩,

১৫৫৩, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬০৫, ১৬০৬, ১৬১৫, ১৬৫২, ১৬৫৪, ১৬৫৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, ১৬৮৩, ১৬৮৪, ১৬৮৫, ১৬৯২, ১৬৯৭, ১৬৯৮, ১৭১৯, ১৭২০, ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৭৩৭, ১৭৩৮, ১৯০৯, ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৮০, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২১৬৭, ২১৭৫, ২১৭৬, ২১৭৭, ২২১৫, ২২১৬, ২২১৭, ২২৬৫, ২২৬৬, ২২৬৭, ২২৬৮, ২২৬৯, ২৩০৫, ২৩১৪, ২৩৬২, ২৪৪৯, ২৫৫১, ২৫৫৩, ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৬, ২৫৫৭, ২৫৫৮, ২৫৫৯, ২৫৬৫, ২৫৬৬, ২৫৮০, ২৫৮১, ২৫৮২, ২৭৫৫, ২৭৫৬, ২৭৫৭, ২৭৭৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭, ২৭৮৮, ২৮৩৩, ২৮৩৪, ২৯৬৮, ২৯৬৯, ২৯৭১, ২৯৭৩, ২৯৭৪, ২৯৭৫, ২৯৯১, ২৯৯২, ২৯৯৩, ২৯৯৪, ২৯৯৫, ৩১১৫, ৩৩৮৩, ৩৩৮৬, ৩৩৮৭, ৩৩৮৮, ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৩, ৩৩৯৪, ৩৪০১, ৩৪৭১, ৩৪৭২, ৩৪৭৩, ৩৪৭৪, ৩৪৭৫, ৩৬৪২, ৩৬৪৩, ৩৬৫৪, ৩৯০০, ৩৯০১, ৩৯০২, ৩৯০৩, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯৩৩, ৩৯৩৬, ৩৯৪২, ৩৯৪৩, ৩৯৫৯, ৪০৪০, ৪০৪১, ৪০৪৭, ৪০৫০, ৪০৫১, ৪০৫২, ৪০৭১, ৪০৭২, ৪০৭৫, ৪০৭৮, ৪১৮৪, ৪১৯৪, ৪২৮৬, ৪৩০১, ৪৩০২, ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৭, ৪৩১০, ৪৩১১, ৪৩১৫, ৪৩১৭

নিম্নোক্ত নম্বরসমূহের ৭৯ টি হাদীস্র ব্যতীত ইবনু মাজাহ'য় বর্ণিত সবগুলো হাদীস্রই মারফূ'

৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩, ৭৩, ৭৪, ১০৬, ১২০, ১২৪, ১৩১, ১৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৬২, ২৬২, ২৯১, ৩২০, ৩৩৭, ৪৫০, ৫৬৫, ৫৯৫, ৬৩০, ৬৪৭, ৭৬০, ৭৮৫, ৮৩৪, ৮৪৩, ৮৪৮, ৯০৬, ৯৫৮, ১০৮২, ১০৯৯, ১১০২, ১১৮৩, ১৩১৭, ১৩৯৩, ১৪০৩, ১৪৫০, ১৪৫৭, ১৪৫৮, ১৪৬৪, ১৫১০, ১৫৯৭, ১৬১২, ১৬৩২, ১৬৩৮, ১৬৬৯, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৭৮, ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৭৪, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০৩০, ২০৭৩, ২১১৩, ২২৭৬, ২২৮৮, ২৩৫০, ২৩৬৫, ২৩৯৩, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৫২৬, ২৫৪১

ইবনু মাজাহ'য় মোট ৮২টি মাওকূফ হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ১০৬, ১২০, ১২৪, ১৩১, ১৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ২৬২, ২৯১, ৫৬৫, ৬৩০, ৬৪৭, ৭৬০, ৭৮৫, ৮৪৩, ৯০৬, ৯৫৭, ১০৮২, ১০৯৯, ১১০২, ১১৮৩, ১৩১৭, ১৩৯৩, ১৪৫৭, ১৪৬৪, ১৫১০, ১৬১২, ১৬৩০, ১৬৩২, ১৬৬৯, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৭৮, ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৭৪, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০৩০, ২০৭৩, ২১১৩, ২২৭৬, ২২৮৮, ২৩৫০, ২৩৬৫, ২৩৯৩, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৫২৬, ২৬৯৬, ২৭২৭, ২৭৯৩, ২৮০৭, ২৮২৮, ২৮২৯, ২৮৩৫, ২৮৪৭, ২৯৩৯, ২৯৮৫, ৩০১৮, ৩১৪৮, ৩১৭৩, ৩১৯৭, ৩২২০, ৩৩২৪, ৩৭৫৪, ৪১৯২

ইবনু মাজাহ'য় মাত্র ১টি মাকতূ' হাদীস্র রয়েছে যার নম্বর হলো ১৪৫০

নবী, রাসূল ও ফিরিশ্‌তা

মুহাম্মাদ (ﷺ) : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম এসেছে ১৩৫ বার। তন্মধ্যে ইবনু আবদুল মুত্তালিব নামে ১ বার, আবূল কাসিম নামে ৬ বার এবং মুহাম্মাদ নামে ১২৮ বার।

অন্যান্য নবীগণঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের নাম এসেছে ১৬৯ বারঃ তন্মধ্যে আদম (আলাইহিস সালাম) ৪৮ বার, আয়্যূব (আলাইহিস সালাম) ২ বার, ইবরাহীম ৩৫ বার, ইসহাক ১ বার, ইসমাঈল ৫ বার, দাঊদ ৭ বার, যাকারিয়্যা ১ বার, সুলায়মান ২ বার, ঈসা ২৩ বার, লূত ৫ বার, মূসা ২৭ বার, নূহ ৩ বার, হারূন ২ বার, হূদ ১ বার, ইয়া'কূব ১ বার, য়ূসুফ ৪ বার, য়ূনুস ২ বার।

ফিরিশ্‌তাগণঃ ফিরিশ্‌তাগণের নাম এসেছে ৩৮ বার। তন্মধ্যে ইসরাফীল ১ বার, জিবরীল ৩৫ বার এবং মীকাঈল ২ বার।

স্থান, গোত্র বা গোষ্ঠী ও অন্যান্য

স্থানসমূহঃ বিভিন্ন স্থানের নাম এসেছে ৭৪৩ বার। তন্মধ্যে আবতাহ ৩ বার, উবনা ২, আবওয়া ২, উহুদ ৩৩, আয়লাহ ২, বাদিয়াহ ২, বাহরায়ন ৫, বুহায়রাতুত তাবারিয়্যাহ ২, বাদর ১৪, বাস্‌রাহ ২, বাতহা' ৩, বাতনিল ওয়াদী ৪, বাকী' ১২, বুওয়ানাহ ২, বুওয়ায়রাহ ২, আল-বায়ত ৪০, বায়তুল মাকদিস ১৪, বায়দা' ২, তাবূক ৬, তিহামাহ ২,স্রানিয়্যাহ ২, স্রানিয়্যাতুল ওয়াদা' ২, জুহফাহ ৪, জাষীরাতুল আরাব ২, জি'রানাহ ২, আল-জামরাহ ৩, জামরাতুল আকাবাহ ৪, জামইন ৯, হিজর ৬, হুদায়বিয়াহ ৬, হাররাহ ২, হারাম ৩, হিমস্র ২, হুনায়ন ৫, খানদাক ২, খায়বার ২৫, যুল হুলায়ফাহ ৬, যামযাম ৬, সারিফা ২, শাম ১৬, স্রাফা ১৬, তায়িফ ৭, আদান ৩, ইরাক ৮, আরাফাত ৭, আরাফাহ ২৮, আকাবাহ ১১, আওয়ালী ২, কুবা' ২, কারন ২, কাষবীন ২, কুসতানতীনিয়্যাহ ৩, কা'বাহ ২০, কূফাহ ৭, মুহাস্‌স্রাব ২, মাদীনাহ ৮৯, মারওয়াহ ১৬, মুষদালিফাহ ৯, আল-মাসজিদুল আকস্রা ৪, আল-মাসজিদুল হারাম ৯, মাসজিদুন নাবী ৩, মাসজিদু রাসূলিল্লাহ ৩, মাসজিদু কুবা' ৪, মাসজিদী ৭, আল-মাশআরুল হারাম ২, মিস্র ৪, আল-মাকাম ৪, মাকামু ইবরাহীম ১১, মাক্কাহ ৬৪, মিনা ২৪, নাবাওয়াহ ২, নাজদ ৪, নামিরাহ ৩, হাজার ৩, আল-ওয়াদী ৩, ইয়ালামলাম ২, ইয়ামান ১৩ বার এবং আমবার, বি'র যু আরওয়ান, বি'র গারস, বুস্‌রা, বাতনে আরাফাহ, বাতনে মুহাসসির, বাগদাদ, বানাওয়াহ, বাওয়াষীজ, বাওলা', বায়তুল্লাহ, বায়সান, স্রাবীর, স্রানিয়্যাতুল আযাখির, স্রানিয়্যাতুল সুফলা, স্রানিয়্যাতুল উলয়্যা, স্রানিয়্যাতুল হারশা, জাবিয়াহ, জামরাতুল উলা, জামরাতুস্র স্রানিয়াহ, জামরাতুল কুবরা, জাওফ, জাওফু মুরাদ, হিজাষ, হিরা', হাররাতু বানী বায়াদাহ, হাষওয়ারাহ, হাফইয়া', খুরাসান, খায়ফ, দিমাশ্‌ক, দায়লাম, যাতু ইরক, রাবাযাহ, রাক্কাহ, শিরাজুল হাররাহ, স্রিরার, স্রানআ', স্রাহবা', তূর, যুরায়বুল আহমার, উযায়ব, আরজ, উসফান, আকীক, আম্মান, উমান, আমওয়াস, আয়নু যুগার, গাবাহ, ফুর', কাদিসিয়্যাহ, কুদায়দ, আল-লুদ্দ, লাফত, মা'রিব, মুহাসসির, মাদীনাতু রাসূলিল্লাহ, মাররুয যাহরান, মারওয়া, মাসজিদু বায়ত, মাসজিদু হুরদান, মাসজিদু দিমাশ্‌ক, মাসজিদু যুল হুলায়ফাহ, আল-মানারাতুল বায়দা', মানহার, আল-মাহ্‌ইয়াআহ, নাজরান, নাকীউল খাদামাত, হাযম, ওয়াদী মুহাসসির, ওয়াদী নামিরাহ, ওয়াদ্দান, ইয়াস্রিব, ইয়ামামাহ, য়ুনা ইত্যাদি স্থানসমূহ ১ বার করে এসেছে।

গোত্র বা গোষ্ঠী: বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীর নাম এসেছে মোট ৩৫৪ বার। তন্মধ্যে আসলামিয়্যীন ২, আস্হাবুন নাবী বা আস্হাবুর রাসূল ১৭, আস্হাবি মুহাম্মাদ ২, বানী আস্ফার ৩, আল-আনস্বার ৬০, আহলুস্ সুফ্ফাহ ২, আহলিল কিতাব ১৪, আহলি ফারিস ২, বানী ইসরাঈল ৯, বানী তামীম ২, খাস্আম ৩, আল-খাওয়ারিজ ৩, রূম ৯, বানী যুরায়ক ৪, বানু সালামাহ ৪, বানী আমির ২, বানী আবদুল আশহাল ৬, বানী আবদুদ দার ২, বানী আবদুল মুত্তালিব ৩, আল-আরাব ১৭, উরায়নাহ ২, ফারিস ৩, বানী ফাযারাহ ৪, কুরায়শ ১৭, কুরায়যাহ ৩, বানী কিনানাহ ২, বানী লায়স্ ৫, মা'জূজ ৯, মাজূস ৩, মুযায়নাহ ২, মুদার ২, বানী আল-মুত্তালিব ৩, মুহাজিরীন ১৩, বানী নাজ্জার ২, নাসারা ৯, বানু নাদর বিন কিনানাহ ২, বানী নাদীর ৩, বানী হাশিম ৬, হুযায়ল ৩, হাওয়াযিন ২, ওয়াফদু স্াকীফ ২, ইয়া'জূজ ৯, ইয়াহূদ ৩৩ এবং আযদ, বানী আসাদ, আশজা', আশআরিয়্যীন, আস্হাবুস্ সুফ্ফাহ, আহলুস্ স্বালীব, বালী, তুরক, স্া'লাবিয়্যীন, স্াকীফ, বানী জুশাম, জুমাহিয়্যীন, জামমিয়্যাহ, জাহান্নামিয়্যীন, বানী হারিস্ বিন খাযরাজ, হাবাশাহ, হারূরিয়্যাহ, বানী খাতমাহ, খিনদাফ, রাক্বিয়্যীন, রামলিয়্যীন, বানী যুহরাহ, বানী সাইদাহ, বানী সালিম, বানী সা'দ, বানী সা'দ বিন বাকর, বানী সুলায়ম, বানী সূয়াহ, সুদা', আদ, বানী আমির বিন সা'স্াআহ, বানী আমির বিন লুওয়াই, আবদুল কায়স, বানী আবদুল্লাহ বিন কা'ব, বানী কিলাল, বানী আবদু মানাফ, বালইজলান, আজাম, বানী আদী, উমারিয়্যীন, বানী গুবার, বানী ফিহ্র, ফাহ্ম, বানী লুওয়াই, বানী মালিক, বানী মুদলিজ, মিস্রিয়্যীন, বানু মা'মার, বালমুগীরাহ, বানী নাওফাল, বানী হিশাম বিন মুগীরাহ, ওয়াফদু কিনদাহ, ইয়াহূদ বানী যুরায়ক ১ বার করে এসেছে।

পুরুষ লোকের নাম এসেছে মোট ১৭৫০ বার।

মহিলার নাম এসেছে মোট ২২৮ বার।

বিভিন্ন যুদ্ধের নাম এসেছে ৭ বার। তন্মধ্যে তাবূক ৫ বার এবং খায়বার ২ বার।

বিভিন্ন প্রকার হাদীস্ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

ইবনু মাজাহ'য় ৩৫৪১টি হাদীস্ মুত্তাস্বিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আর মুত্তাস্বিল নয় এমন হাদীস্রের সংখ্যা ৪৫৬।

স্বহীহ মুসলিমে ৫টি স্থানে মুআল্লাক হাদীস্ বর্ণিত হয়েছে।

ইরসাল: ইবনু মাজাহ'য় ৯ স্থানে ইরসাল সংঘটিত হয়েছে- যথা:

ক্রম	হাদীস্ নং	যে রাবীর পর ইরসাল সংঘটিত হয়েছে
১	১০১৫	সা'দ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ
২	১১৩৬	স্াবিত
৩	১৭৪৪	মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম

Contents

৪ ও ৫	২৪৯৭	সাঈদ বিন মুসায়্যাব এর পরে দু'টি
৬	২৫৪৯	শিবল বিন হামিদ
৭	২৫৬৫	শিবল বিন হামিদ
৮	২৮৯৫	উম্মুদ দারদা'
৯	৩১০৭	আলকামাহ বিন নাদলাহ

ইনকিতা': ইবনু মাজাহ'য় ৮৮ স্থানে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে- যথা:

ক্রম	হাদীস নং	যে রাবীর পর ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে
১.	১৯	আওন বিন আবদুল্লাহ
২.	১৭৩	আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান)
৩.	২৫৮	খালিদ বিন দুরায়ক
৪.	৩২৮	আবূ সাঈদ হিমইয়ারী
৫.	৩৩৯	মিনহাল বিন আমর
৬.	৪৪১	আবূ জা'ফার (মুহাম্মাদ বিন আলী)
৭.	৫২৭	আমর বিন শুআয়ব
৮.	৬৭০	ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়স
৯.	৭৩৫	উসমান বিন আবদুল্লাহ বিন সুরাকাহ বিন মু'তামির
১০.	৭৫৭	মুসলিম বিন আবূ মারয়াম ইয়াসার
১১.	৭৭১	ফাতিমাহ বিনত হুসায়ন বিন আলী
১২.	৭৯৫	যাবরকান বিন আমর আদ-দামরী
১৩.	৮৪৪	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
১৪.	৮৪৫	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
১৫.	৮৯০	আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ
১৬.	৮৯৯	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
১৭.	৯৫৩	হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-উরানী
১৮.	১১৭০	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
১৯.	১২৮২	উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ
২০.	১৩৭৫	আসিম বিন আমর
২১.	১৩৮৯	ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর

Contents

৫০.	২৩৮৪	খিলাস বিন আমর
৫১.	২৪০৪	য়ূনুস বিন উবায়দ
৫২.	২৪৬৩	তাউস বিন কায়সান
৫৩.	২৪৮৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৫৪.	২৪৮৮	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৫৫.	২৫৭৫	মূসা বিন ইয়াসার
৫৬.	২৫৯৮	আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল
৫৭.	২৬৩৭	উকবাহ বিন সুহবান
৫৮.	২৬৪২	সাঈদ বিন মুসায়্যাব
৫৯.	২৬৪৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৬০.	২৬৪৬	আমর বিন শুআয়ব
৬১.	২৬৬৪	ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন
৬২.	২৬৭৫	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৬৩.	২৭২৭	মুররাহ বিন শারাহীল
৬৪.	২৭৫২	আবদুল্লাহ বিন মাওহাব
৬৫, ৬৬ ও ৬৭	২৭৬১	হাসান বিন ইয়াসার এর পরে তিনটি সনদে
৬৮.	২৭৬৬	মুসআব বিন স্নাবিত
৬৯.	২৭৬৯	আমর বিন আবদুল আযীয
৭০.	২৮১৬	আসিম বিন বাহদালাহ আবূ নুজূদ
৭১.	৩২৫২	সুলায়মান বিন মূসা
৭২.	৩৩৫৭	দাহহাক বিন মুযাহিম
৭৩.	৩৫১৯	আবূ বাকর বিন আমর বিন হাযম
৭৪.	৩৫৩০	আবদুল্লাহ বিন বিশ্‌র
৭৫.	৩৫৬৩	খালিদ বিন মা'দান
৭৬.	৩৫৬৪	মাহফুয বিন আলকামাহ
৭৭.	৩৫৬৮	শুরায়হ বিন উবায়দ আল-হাদরামী
৭৮.	৩৬৬৭	আলী বিন রাবাহ বিন কায়সার

Contents

৭৯.	৩৭০৮	আবদুল্লাহ বিন নুজায়
৮০.	৩৭৫১	হাবীব বিন আবী স্বাবিত
৮১.	৩৭৫২	হাবীব বিন আবী স্বাবিত
৮২.	৩৮৭৭	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)
৮৩.	৩৯২৫	আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান
৮৪.	৩৯৪৫	হারিস বিন সা'দ আল-ইয়ামানী
৮৫.	৪০০৬	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)
৮৬.	৪১৪৮	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)
৮৭.	৪১৯৮	আবদুর রহমান বিন সাঈদ আল-হামদানী
৮৮.	৪২৫০	আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)

সুনান ইবনু মাজায়'য় কবিতার চরণ এসেছে ১২ বার

তন্মধ্যে আযান ও তার সুন্নাত পর্বে ৩ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ১ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ১ বার, বিবাহ পর্বে ২ বার, জিহাদ পর্বে ৩ বার, চিকিৎসা পর্বে ১ বার ও শিষ্টাচার পর্বে ১ বার এসেছে।

সুনান ইবনু মাজায়'য় ইমাম ইবনু মাজাহ'র নিজস্ব বক্তব্য এসেছে ৩৭ বার

তন্মধ্যে পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ৪ বার, স্বলাত পর্বে ১ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ১ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ৪ বার, জানাযাহ পর্বে ১ বার, সিয়াম পর্বে ১ বার, বিবাহ পর্বে ৩ বার, তালাক পর্বে ১ বার, ব্যবসা-বাণিজ্য ৪ বার, বিচার ও বিধান পর্বে ২ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ১ বার, জিহাদ পর্বে ২ বার, হজ্জ পর্বে ২ বার, যবেহ করা পর্বে ২ বার, শিকার পর্বে ১ বার, আহার ও তার শিষ্টাচার পর্বে ২ বার, পানীয় ও পানপাত্র পর্বে ২ বার, চিকিৎসা পর্বে ২ বার।

সুনান ইবনু মাজায়'য় ইমাম ইবনু মাজাহ'র বিভিন্ন ছাত্রের বক্তব্য এসেছে ৫২ বার

তন্মধ্যে মুকাদ্দামাহয় এসেছে ১১ বার, পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ২৫ বার, স্বলাত পর্বে ২ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ২ বার, স্বিয়াম পর্বে ২ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ১ বার, জিহাদ পর্বে ১ বার, চিকিৎসা পর্বে ১ বার, দুআ' পর্বে ১ বার, কলহ-বিপর্যয় ৩ বার, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি ২ বার।

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টায় নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেন নি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে য় ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স্র لَيْث। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব় হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষরে সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أعمش) আ'মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مؤمن) মু'মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (') ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আস্লির ক্ষেত্রে (ا) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

দা দি দু	ضَ ضِ ضُ
তা তি তু	طَ طِ طُ
যা যি যু	ظَ ظِ ظُ
আ ঈ উ	عَ عِ عُ
গা গি গু	غَ غِ غُ
ফা ফি ফু	فَ فِ فُ
কা কি কু	قَ قِ قُ
কা কি কু	كَ كِ كُ
লা লি লু	لَ لِ لُ
মা মি মু	مَ مِ مُ
না নি নু	نَ نِ نُ
ওয়া বি় বু়	وَ وِ وُ
হা হি হু	هَ هِ هُ
ইয়া ই য়ু	يَ يِ يُ
'	ءْ

আ ই উ	أَ إِ أُ
বা বি বু	بَ بِ بُ
তা তি তু	تَ تِ تُ
স্রা স্রি স্রু	ثَ ثِ ثُ
জা জি জু	جَ جِ جُ
হা হি হু	حَ حِ حُ
খা খি খু	خَ خِ خُ
দা দি দু	دَ دِ دُ
যা যি যু	ذَ ذِ ذُ
রা রি রু	رَ رِ رُ
যা যি যু	زَ زِ زُ
সা সি সু	سَ سِ سُ
শা শি শু	شَ شِ شُ
স্রা স্রি স্রু	صَ صِ صُ
'	عْ

৩য় খণ্ডের পর্বভিত্তিক সূচীপত্র

২৮৮২নং হাদীস থেকে ৪৩৪১নং হাদীস পর্যন্ত মোট ১৪৬০টি হাদীস

Contents

অধ্যায়ভিত্তিক সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

তাহ্কীক

সুনান ইবনু মা'জাহ

৩য় খণ্ড

(২৮৮২-৪৩৪১নং)

(٣١) كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

পর্ব (১৯) : হাজ্জ

١/١٩. بَاب الْخُرُوْجِ إِلَى الْحَجِّ

১৯/১. অধ্যায় : হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া

٢٨٨٢/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضٰى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوْعَ إِلَى أَهْلِهِ» .

٢٨٨٢/٢ (١)- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১/২৮৮২। হিশাম বিন আম্মার ও আবূ মুসআব আয যুহরী ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মালিক বিন আনাস আবূ বাক্র বিন আবদুর রহমান এর মাওলা সুমায়্যা আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সফর শাস্তিরই একটি টুকরা। তা তোমাদের যে কোন ব্যক্তির ঘুম ও পানাহারকে বাধাগ্রস্ত করে। তোমাদের যে কেউ সফরে নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৪টি সানাদের ৩টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৮৮২(১)। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ ইবন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) সুহায়ল (বিন আবূ সালিহ) তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হিফয শক্তি দুর্বল হয়েছিলো) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২৮৮২]

২৮৮২. সহীহুল বুখারী ১৮০৪, মুসলিম ১৯২৭, আহমাদ ৭১৮৪, ৯৪৪৭, ১০০৬৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৩৫, দারিমী ২৬৭০। রাওদুন নাদীর ৭৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।

٢٨٨٣/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ».

৩/২৮৮৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' ইসমাঈল আবূ ইসরাঈল ফুদায়ল বিন আমর সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাদল (ইবনুল আব্বাস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হাজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।[২৮৮৩]

٢/١٩. بَاب فَرْضِ الْحَجِّ

১৯/২. অধ্যায় : হাজ্জ ফারদ হওয়ার বিবরণ

٢٨٨٤/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا } قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْحَجُّ فِيْ كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوْا أَفِيْ كُلِّ عَامٍ فَقَالَ «لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }».

১/২৮৮৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ মানসূর বিন ওয়ারদান (মাকবূল) আলী বিন আবদুল আ'লা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুল আ'লা) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূল বাখতারী আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ) ঃ "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য " (সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭), তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হাজ্জ ফারদ? তিনি নিরুত্তর থাকলেন। পুনরায় তারা বলেন, প্রতি বছরই কি? তিনি বলেন, না। কিন্তু আমি যদি বলতাম, হাঁ, তবে তদ্রূপই ওয়াজিব হতো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে... " (সুরা মাইদাহ ঃ ১০১)।[২৮৮৪]

ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটির ১৩৮টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি জাল, ১১টি খুবই দুর্বল, ৪৮টি দুর্বল, ৬৩টি হাসান, ১৫টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিম ৭১৫, দারিমী ২৬৭০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৩৫, আহমাদ ৭১৮৪, ৯৪৪৭, ১০০৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭০৮, আল-ফাওয়াইদ ১১৩৫, ১১৩৬. শারহুস সুন্নাহ ২৬৮৭, ২৬৮৮।

২৮৮৩. আবূ দাউদ ১৭৩২ আহমাদ ১৮৩৬, ১৯৭৪, ২৯৬৬, ৩৩৩০, দারিমী ১৭৮৪। মিশকাত ৯৯০, ইরওয়া' ৯৯০, সহীহ আবূ দাউদ ১৫২২। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান।

২৮৮৪. তিরমিযী ৮১৪। ইরওয়া' ৪/১৫০। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢٨٨٥/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْحَجُّ فِيْ كُلِّ عَامٍ قَالَ «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا عُذِّبْتُمْ» .

২/২৮৮৫। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [মুহাম্মাদ বিন আবূ উবায়দাহ] [তার পিতা (আবূ উবায়দাহ)] [আ'মাশ] [আবূ সুফইয়ান] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, স্বাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হাজ্জ ফারদ? তিনি বলেন ঃ আমি যদি বলি হাঁ, তবে তা অবশ্যই ওয়াজিব (ফারদ) হতো। আর যদি তা ওয়াজিব হতো তবে তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়তে। আর তোমরা যদি তা আদায় করতে না পারতে তবে তোমাদের শাস্তি দেয়া হতো।[২৮৮৫]

٢٨٨٦/٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ اسْتَطَاعَ فَتَطَوُّعٌ» .

৩/২৮৮৬। [ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [সুফইয়ান বিন হুসায়ন] [যুহরী] [আবূ সিনান] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] থেকে বর্ণিত, আল-আকরা' বিন হাসিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি বলেন ঃ বরং একবার মাত্র। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা নফল।[২৮৮৬]

٣/١٩. بَاب فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

১৯/৩. অধ্যায় : হাজ্জ ও 'উমরার ফাদীলাত

٢٨٨٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ» .

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন আবদুল আ'লা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম বুখারী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৯৯, ২০/৪৯৬ নং পৃষ্ঠা)

২. আবদুল আ'লা সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৬৮৪, ১৯/১৫৭ নং পৃষ্ঠা)

২৮৮৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৪/১৫১, মিশকাত ২৫২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮৬. নাসায়ী ২৬২০, আবূ দাউদ ১৭২১, আহমাদ ২৩০৪, ২৬৩৭, ৩৫০০ ৩৪১০, দারিমী ১৭৮৮। ইরওয়া' ১৪৯-১৫০, সহীহ আবূ দাউদ ১৫১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٢٨٨٧ (١)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/২৮৮৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ আসিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমির তার পিতা (আমির বিন রাবীআহ) উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা ধারাবাহিকভাবে হাজ্জ ও উমরাহ আদায় করো। কেননা এ দু'টি ধারাবাহিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র ও গুনাহ দূরীভূত করে, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৮৮৭(১)। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ মুহাম্মাদ বিন বিশর উবাইদুল্লাহ বিন উমার আসিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমির তার পিতা (আমির বিন রাবীআহ) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২৮৮৭]

٣/٢٨٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

৩/২৮৮৮। আবূ মুসআব মালিক বিন আনাস আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান এর মাওলা সুমায়্যা আবূ সালিহ আস-সাম্মান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহ মাঝখানের সময়ের জন্য কাফ্‌ফারাস্বরূপ এবং জান্নাতই হলো মাবরূর (ত্রুটিমুক্ত) হাজ্জের প্রতিদান।[২৮৮৮]

٤/٢٨٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

২৮৮৭. আহমাদ ১৬৮। মিশকাত ২৫২৪, ২৫২১৫, সহীহাহ ১২০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয় এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করাও যাবে না দালীল হিসেবেও গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৪, ১৩/৫০০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আসিম বিন উবায়দুল্লাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। উক্ত হাদীসটির ৮৮টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ২৪টি খুবই দুর্বল, ২৩টি দুর্বল, ১৭টি হাসান, ২৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ৮১০, আহমাদ ১৬৮, ৩৬৬০, ১৫২৬৭, ১৫২৭০, ১৫২৭১, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৮৭৯৬, মু'জামুল আওসাত ৩৮১৪, ৪৯৭৭, ৪৯৯৭, ৫৫২৯, শারহুস সুন্নাহ ১৮৪৩।

২৮৮৮. সহীহুল বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯, তিরমিযী ৯৩৩, নাসায়ী ২৬২২, ২৬২৩, ২৬২৯, আহমাদ ৭৩০৭, ৯৬২৪, ৯৬৩২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৭৬, দারিমী ১৭৯৫। সহীহাহ ৩/১৯৭, ১৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/২৮৮৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' মিসআর ও সুফইয়ান মানসূর আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ করেছে এবং তাতে অশালীন কথাবার্তা বা আচরণ করেনি, সে এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যেমন তার মা তাকে (নিষ্পাপ) প্রসব করেছে।[২৮৮৯]

١٩/٤. بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

১৯/৪. অধ্যায় : যানবাহনে চড়ে হাজ্জ আদায় করা

٢٨٩٠/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لَا تُسَاوِي ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ».

১/২৮৯০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' রাবী' বিন স্বাবীহ (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ইয়াযীদ বিন আবান (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) (উটের পিঠে) একটি পুরাতন জিন ও পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় হাজ্জ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! এ এমন হাজ্জ, যাতে কোন প্রদর্শনেচ্ছা বা প্রচারেচ্ছা নেই।[২৮৯০]

٢٨٩١/٢- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ «أَيُّ وَادٍ هَذَا قَالُوا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عليه السلام فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لَفْتٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا».

২৮৮৯. স্বহীহুল বুখারী ১৫২১, মুসলিম ১৩৫০, তিরমিযী ৮১১, নাসায়ী ২৬২৭, আহমাদ ৭০৯৬, ৭৩৩৪, ৯০৫৬, ৯৯০৪, ১০০৩৭, দারিমী ১৭৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৮৯০. স্বহীহুল বুখারী ১৫১৭। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৫, স্বহীহাহ ২৬১৭, মুখতাসরুশ শামাইল ২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী রাবী' বিন স্বাবীহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি ব্যক্তি হিসেবে স্বালিহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই তিনি একজন স্বালিহ ব্যক্তি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৮৬৫, ৯/৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাক্‌র আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি স্বহীহ কিন্তু রাবী' বিন স্বাবীহ ও তার উসতায ইয়াযীদ বিন আবান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে , ১৭টি দুর্বল,১১ টি হাসান, ৩টি স্বহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মু'জামুল আওসাত ১৩৭৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ ১৬০৩৭, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৬৬২।

২/২৮৯১। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ ইবনু আবূ আদী দাঊদ বিন আবূ হিন্দ আবূল আলিয়াহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝপথে ছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করাকালে তিনি বলেন : এটা কোন্ উপত্যকা? সাহাবীগণ বলেন, আল-আযরাক উপত্যকা। তিনি বলেন : আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি নিজের দু' আংগুল কর্ণদ্বয়ে স্থাপন করে তাঁর দীর্ঘ কেশের কিছুটা বর্ণনা দেন, যা রাবী দাউদ পূর্ণ মনে রাখতে পারেননি। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে করতে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এ উপত্যকা অতিক্রম করেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পথ অতিক্রম করে একটি টিলার উপর আসলাম। তিনি বলেন : এটা কোন্ টিলা? সাহাবীগণ বলেন, এটা হারশা অথবা লিফাত (লাফ্‌ত) নামীয় টিলা। তিনি বলেন : আমি যেন ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-কে একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রীর উপর পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, যার নাসারন্ধ্রের রমি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তিনি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এ উপত্যকা অতিক্রম করেন।[২৮৯১]

٥/١٩. بَاب فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

১৯/৫. অধ্যায় : হাজ্জীগণের দুআ'র ফাদীলাত

٢٨٩٢/١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ» .

১/২৮৯২। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী সালিহ বিন আবদুল্লাহ বিন সালিহ (মাজহুল বা অপরিচিত) ইয়া'কূব বিন ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (مجهول الحال) আবূ সালিহ আস-সাম্মান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হাজ্জযাত্রীগণ ও উমরার যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধিদল। তারা তাঁর নিকট দুআ' করলে তিনি তাদের দুআ' কবুল করেন এবং তাঁর নিকট মাফ চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।[২৮৯২]

٢٨٩٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ» .

২/২৮৯৩। মুহাম্মাদ বিন তারীফ ইমরান বিন উইয়ায়নাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মুজাহিদ ইবনু উমার

২৮৯১. সহীহুল বুখারী ১৫৫৫, মুসলিম ১৬৬, আহমাদ ১৮৫৭, ২৪৯৭। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৯২. নাসায়ী ২৬২৫, ৩০৭০। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০৮, ১০৯, মিশকাত ৩৫৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. সালিহ বিন আবদুল্লাহ বিন সালিহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮২২, ১৩/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

২. ইয়া'কূব বিন ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নয়। যুবায়র বিন বাক্কার বলেন, তিনি ফাদল এর দ্বারা পরিচিত ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১০৭, ৩২/৩৭৪ নং পৃষ্ঠা)

Contents

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহর পথের সৈনিক, হাজ্জযাত্রী ও উমরা যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর নিকট দুআ' করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদের দান করেন।[২৮৯৩]

٢٨٩٤/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا أُخَيَّ «أَشْرِكْنَا فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا».

৩/২৮৯৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', সুফইয়ান, আসিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল), সালিহ, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উমরা আদায় করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন এবং বলেন ঃ "হে আমার ছোট ভাই! তোমার দুআ'র মধ্যে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের ভুলে যেও না"।[২৮৯৪]

٢٨٩٥/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ تُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ «دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ».

৪/২৮৯৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান, আবুয যুবায়র, স্বফওয়ান বিন আবদুল্লাহ বিন স্বফওয়ান, আবূ দারদা' ও উম্মু দারদা'

২৮৯৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০৮, সহীহাহ ১৮২০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইমরান বিন উইয়ায়নাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রে সন্দেহ ও ভুল রয়েছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিস্‌রী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪৯৮, ২২/৩৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২৮৯৪. তিরমিযী ৩৫৬২, আবূ দাউদ ১৪৯৮। দঈফ আবূ দাউদ ২৬৪, মিশকাত২২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আস্রিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয় এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করাও যাবে না দালীল হিসেবেও গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৪, ১৩/৫০০ নং পৃষ্ঠা)

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) (স্বফওয়ান) বলেন, আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কন্যা তার বিবাহ বন্ধনে ছিল। তিনি তার নিকট এলেন এবং সেখানে উম্ম দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেও উপস্থিত পেলেন, কিন্তু আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে পাননি। উম্মু দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বছর হাজ্জ করতে চাও? স্বফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তুমি আমাদের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর নিকট দুআ' করো। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ' করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফেরেশতা তার দুআ'র সময় আমীন বলতে থাকেন। যখনই সে তার কল্যাণ কামনা করে দুআ' করে, তখন ফেরেশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ। রাবী বলেন, অতঃপর আমি বাজারের দিকে গেলাম এবং আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র সাক্ষাত পেলাম। তিনিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুরূপ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেন।[২৮৯৫]

٦/١٩. بَاب مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ

১৯/৬. অধ্যায় : কিসে হাজ্জ ফারদ হয়

٢٨٩٦/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيْدَ الْمَكِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ وَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْحَجُّ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ» قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بِالْعَجِّ الْعَجِيْجَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ.

১/২৮৯৬। হিশাম বিন আম্মার > মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ > ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-মাক্কী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) > মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফার আল-মাখযূমী > ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) > আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ > ওয়াকী' > ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-মাক্কী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) > মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফার আল-মাখযূমী > ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হাজ্জ ফরদ হয়? তিনি বলেন ঃ পাথেয় ও বাহন থাকলে। সে (পুনরায়) বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জী কে? তিনি বলেন ঃ যার (ইহরামের কারণে) এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জ কী? তিনি বলেন ঃ উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করা। ওয়াকী' (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতে "আল-'আজ্জ" অর্থ "তালবিয়া পাঠ" এবং "আস-সাজ্জু" অর্থ "পশু কোরবানী করা"।[২৮৯৬]

২৮৯৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৩৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৯৬. তিরমিযী ৮১৩। ইরওয়া' ৯৮৮, সহীহাহ ১৫০০, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-মাক্কী আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান ইবনুল আশআস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সহজ সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি।

٢٨٩٧/٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِيْهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِيْ قَوْلَهُ { مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا }».

২/২৮৯৭। ‹সুওয়ায়দ বিন সাঈদ›‹হিশাম বিন সুলায়মান আল-কুরাশী (তিনি সত্যবাদী তবে ইবনু জুরায়জ এর হাদীস্র ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)›‹ইবনু জুরায়জ›‹ইবনু আতা' (দঈফ বা দুর্বল)›‹ইকরিমাহ›‹ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)› রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পাথেয় ও বাহন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭) (-এর তাৎপর্য এটাই)।[২৮৯৭]

١٩/٧. بَاب الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

১৯/৭. অধ্যায় : যে মহিলা সাথে অভিভাবক ব্যতীত হাজ্জ করে

٢٨٩٨/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيْهَا أَوْ أَخِيْهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِيْ مَحْرَمٍ».

১/২৮৯৮। ‹আলী বিন মুহাম্মাদ›‹ওয়াকী'›‹আল-আ'মাশ›‹আবূ সালিহ›‹আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)› তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাথে তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সফর না করে।[২৮৯৮]

٢٨٩٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُوْ حُرْمَةٍ».

২/২৮৯৯। ‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ›‹শাবাবাহ›‹ইবনু আবূ যি'ব›‹সাঈদ আল-মাকবূরী›‹আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)› নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ২৬৭, ২/২৪২)

২৮৯৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৯৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হিশাম বিন সুলায়মান আল-কুরাশী সম্পর্কে বলেন, তিনি ইবনু জুরায়জ ছাড়া অন্যদের হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। **তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৭৯, ৩০/২১১ নং পৃষ্ঠা)

২. ইবনু আতা' সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৭৪৭, ৩৪/৪৬২ নং পৃষ্ঠা)

২৮৯৮. মুসলিম ৮২৭, ১৩৪০, তিরমিযী ১১৬৯, আ১৭২৬, আহমাদ ২৭৬৩৭, ২৭৬৪২, ১১১২৩, ১১১৯৮, ২৭৯৫০, ১১২৩২, ১১২৮৪, ২৭৯৪৮, দারিমী ২৬৭৮। রাওদুন নাদীর ৬৬৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৫১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তার জন্য এক দিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।[২৮৯৯]

٢٩٠٠/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِيْ حَاجَّةٌ قَالَ «فَارْجِعْ مَعَهَا».

৩/২৯০০। হিশাম বিন আম্মার, শুআয়ব বিন ইসহাক, ইবনু জুরায়জ, আমর বিন দীনার, ইবনু আব্বাস এর মাওলা আবূ মা'বাদ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী হাজ্জে যাওয়ার সংকল্প করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে তার সাথে হাজ্জে যাও।[২৯০০]

١٩/٨. بَاب الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ

১৯/৮. অধ্যায় : মহিলাদের জিহাদ হলো হাজ্জ

١/٢٩٠١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ».

১/২৯০১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে), হাবীব বিন আবূ আমরাহ, আয়িশাহ বিনতু তালহাহ, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফারদ, তবে তাতে অস্ত্রবাজি নাই। তা হচ্ছে হাজ্জ ও উমরা।[২৯০১]

٢/٢٩٠٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ».

২৮৯৯. সহীহুল বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯, তিরমিযী ১১৭০, আবূ দাউদ ১৭২৩, আহমাদ ৭১৮১, ৭৩৬৬, ৭২৮৪, ৯১৮৫, ৯৩৪৭, ৯৪৪৮, ১০০২৯, ১০১৯৭, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৩৩। সহীহ আবূ দাউদ ১৫১৬, ১৫১৭, ইরওয়া' ৫৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯০০. সহীহুল বুখারী ১৮৬২, মুসলিম ১৩৪১, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১। ইরওয়া' ৯৮১, মিশকাত ২৫৩৪, রাওদুন নাদীর ১০১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯০১. সহীহুল বুখারী ১৫২০, ২৮৭৫, নাসায়ী ২৬২৮। ইরওয়া' ৯৮১, মিশকাত ২৫৩৪, রাওদুন নাদীর ১০১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২/২৯০২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' কাসিম ইবনুল ফাদল আল-হুদ্দানী আবূ জা'ফার উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে কোন দুর্বল ব্যক্তির জিহাদ হলো হাজ্জ।[২৯০২]

٩/١٩. بَاب الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ

১৯/৯. অধ্যায় : মৃতের পক্ষ থেকে হাজ্জ করা

٢٩٠٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

১/২৯০৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবদাহ বিন সুলায়মান সাঈদ (বিন কাতাদাহ আযরাহ সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি"। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ শুবরুমা কে? সে বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বলেন ঃ তুমি কি কখনও হাজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে এই হাজ্জ তোমার নিজের পক্ষ থেকে করো, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো।[২৯০৩]

٢٩٠٤/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحُجُّ عَنْ أَبِيْ قَالَ «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا».

২/২৯০৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা আস-সনআনী আবদুর রায্‌যাক সুফইয়ান আস্‌-স্রাওরী সুলায়মান আশ-শায়বানী ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো। তুমি যদি তার জন্য কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি করতে না পারো, তবে অন্তত তার জন্য অকল্যাণ ও পাপ বৃদ্ধি করো না।[২৯০৪]

٢٩٠٥/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِنْ الْفُرْعِ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيْهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ».

৩/২৯০৫। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম উস্‌মান বিন আতা' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আতা') (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্‌ বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও সন্দেহ

২৯০২. আহমাদ ২৬০৪৫, ২৬১৩৪। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০৭, দঈফাহ ৩৫১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৯০৩. আবূ দাউদ ১৮১১। ইরওয়া' ৯৯৪, মিশকাত ২৫২৯, রাওদুন নাদীর ৪১৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯০৪. হাদীস্‌টি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ।

করেন) আবুল গাওস্র বিন হুস্রায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার পিতার উপর ফরজ হওয়া হাজ্জ সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি মারা গেছেন কিন্তু হাজ্জ করতে পারেননি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন ঃ মানতের সিয়ামও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।[২৯০৫]

١٠/١٩. بَاب الْحَجِّ عَنْ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

১৯/১০. অধ্যায় : জীবিত ব্যক্তি হাজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করা

٢٩٠٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ».

১/২৯০৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ নু'মান বিন সালিহ আমর বিন আওস আবূ রাযীন আল-উকায়লী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি হাজ্জ অথবা উমরা করতে বা বাহনে উপবিষ্ট থাকতে অক্ষম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ ও উমরা আদায় করো।[২৯০৬]

٢٩٠٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ

২৯০৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. উসমান বিন আতা' আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে হাদীস বানিয়ে বর্ণার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে মুনকাররূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীসের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৪৬, ১৯/৪৪১ নং পৃষ্ঠা)। ২. আতা' বিন আবূ মুসলিম সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস ভুলে যেতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৪১, ২০/১০৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু উসমান বিন আতা' ও আতা' বিন আবূ মুসলিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৮৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে , ১টি জাল, ৪২টি খুবই দুর্বল, ১৪৫টি দুর্বল, ১৮৭টি হাসান, ৩১১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৫১৩, ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ২৭৬১, ৪৩৯৯, ৬২২৮, ৬৬৯৮, ৬৬৯৯, ৬৯৫৯, ৭৩১৫, মুসলিম ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১৩৩৬, ১৬৩৯, তিরমিযী ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ১৫৪৬, আবূ দাউদ ১৮০৯, ১৮১০, দারিমী ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৩৭, ২৩৩২, আহমাদ ১৮৯৩, ১৮৯৬, ২০০৬, ২১৪১, ২১৯০, ২৩৩২।

২৯০৬. তিরমিযী ৯৩০, নাসায়ী ২৬৩৭, আবূ দাউদ ১৮১০, আহমাদ ১৫৭৫১, ১৫৭৫৭, ১৫৭৬৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৮৮, মিশকাত ২৫২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ» .

২/২৯০৭। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন আয়্যাশ বিন আবূ রাবীআহ আল-মাখযূমী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাকীম বিন হাকীম বিন আব্বাদ বিন হুনায়ফ আল-আনসারী নাফি' বিন জুবায়র আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খাস্রআম গোত্রের এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ এবং অচল হয়ে পড়েছেন। বান্দাদের উপর আল্লাহর ফরদকৃত হাজ্জ তার উপরও ফরদ হয়েছে, কিন্তু তিনি তা আদায় করতে সক্ষম নন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হাঁ।[২৯০৭]

٢٩٠٨/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ» .

৩/২৯০৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন কুরায়ব (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (কুরায়ব বিন আবূ মুসলিম) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাকে হুস্রায়ন বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর হাজ্জ ফারদ হয়েছে, কিন্তু তিনি হাজ্জ করতে সক্ষম নন- যদি না তাকে হাওদার সাথে বেঁধে দেয়া হয়। তিনি মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো।[২৯০৮]

২৯০৭. সহীহুল বুখারী ১৫১৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ৪৩৯৯, ৬২২৮, মুসলিম ১৩৩৪, ১৩৩৫, তিরমিযী ২৯৮, নাসায়ী ২৬৩৪, ২৬৩৫, ২৬৪১, ২৬৪২, আহমাদ ১৮১৫, ১৮২৫, ১৮৯৩, ২২৬৬, ৩০৩৩, ৩২২৮, ৩৩৬৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৮০৬, দারিমী ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন আয়্যাশ বিন আবূ রাবীআহ আল-মাখযূমী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন, অন্যত্র বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৮৭, ১৭/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

২৯০৮. নাসায়ী ৫৩৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

Contents

٢٩٠٩/٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيْهِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرْكَبَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكِ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ» .

৪/২৯০৯। ∝[আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী]X[আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম]X[আল-আওযাঈ]X[যুহরী]X[সুলায়মান বিন ইয়াসার]X[ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]X[তার ভাই আল-ফাদল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ কুরবানীর দিন ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সওয়ারীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন খাষআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হাজ্জ আমার পিতার উপরও তার বৃদ্ধ বয়সে ফারদ হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনে চড়তে সক্ষম নন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। কেননা তোমার পিতার কোন ঋণ থাকলে তাও তোমাকেই পরিশোধ করতে হতো।[২৯০৯]

١١/١٩. بَاب حَجِّ الصَّبِيِّ

১৯/১১. অধ্যায় : শিশুদের হাজ্জ

٢٩١٠/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» .

১/২৯১০। ∝[আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন তারীফ]X[আবূ মুআবিয়াহ]X[মুহাম্মাদ বিন সূকাহ]X[মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির]X[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন, হাজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হাজ্জ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে সওয়াব হবে তোমার।[২৯১০]

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন কুরায়ব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার দুর্বলতা সহকারে তার হাদীস লিখা যায়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৫৭২, ২৬/৩৩৬ নং পৃষ্ঠা)

২৯০৯. সহীহুল বুখারী ১৫১৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ৪৩৯৯, ৬২২৮, মুসলিম ১৩৩৪, ১৩৩৫, তিরমিযী ২৯৮, নাসায়ী ২৬৩৪, ২৬৩৫, ২৬৪১, ২৬৪২, আহমাদ ১৮১৫, ১৮২৫, ১৮৯৩, ২২৬৬, ৩০৩৩, ৩২২৮, ৩৩৬৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৮০৬, দারিমী ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৩৫। ইরওয়া' ৯৯২, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯১০. তিরমিযী ২৯৪। হুজ্জাতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৯৪, ইরওয়া' ৯৮৫, সহীহ আবূ দাউদ ১৫২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٢/١٩. بَاب النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

১৯/১২. অধ্যায় : হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে

١/٢٩١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ» .

১/২৯১১। উসমান বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান উবায়দুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ) আয়িশাহ তিনি বলেন, শাজারা (যুল-হুলায়ফা) নামক স্থানে উমায়স কন্যা আসমা' এর নিফাস হলো। রাসূলুল্লাহ আবূ বাক্‌র -কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন।[২৯১১]

٢/٢٩١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُوْ بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا «أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ» .

২/২৯১২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) সুলায়মান বিন বিলাল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাসিম বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর) আবূ বাক্‌র তিনি রাসূলুল্লাহ এর সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উমায়স-কন্যা আসমা' (রা)-ও ছিলেন। তিনি শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর-কে প্রসব করলেন। আবূ বাক্‌র নবী এর নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করার পর হাজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং লোকেদের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালনের নির্দেশ দেন, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।[২৯১২]

٣/٢٩١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُهِلَّ».

২৯১১. মুসলিম ১২১৯, আবূ দাউদ ১৭৪৩, দারিমী ১৮০৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯১২. নাসায়ী ২৬৬৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩/ ২৯১৩। ⟪আলী বিন মুহাম্মাদ⟫⟪ইয়াহইয়া বিন আদাম⟫⟪সুফইয়ান⟫⟪জা'ফার বিন মুহাম্মাদ⟫⟪তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব)⟫⟪জাবির (রাঃ)⟫ তিনি বলেন, আসমা বিনতু উমাইস (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি নবী ﷺ এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠালেন । নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন গোসল করে একটি কাপড় জড়িয়ে নেন ও ইহরাম বাঁধেন।[২৯১৩]

١٣/١٩. بَاب مَوَاقِيْتِ أَهْلِ الْآفَاقِ

১৯/১৩. অধ্যায় : বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মীকাত

١/٢٩١٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

১/২৯১৪। ⟪আব মুস্‌আব⟫⟪মালিক বিন আনাস⟫⟪নাফি'⟫⟪ইবনু উমার (রাঃ)⟫ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ আল-জুহ্‌ফা থেকে, নাজ্‌দবাসীগণ 'কারন' নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এই তিনটি মীকাতের বর্ণনা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট শুনেছি। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।[২৯১৪]

٢/٢٩١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ».

২/২৯১৫। ⟪আলী বিন মুহাম্মাদ⟫⟪ওয়াকী'⟫⟪ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ (তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে)⟫⟪আবুয যুবায়র⟫⟪জাবির (রাঃ)⟫ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বলেন ঃ মদীনাবাসীগণের মীকাত যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত আল-জুহ্‌ফা,

---

২৯১৩. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাঊদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। হুজ্জাতুন নাবী ﷺ ৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯১৪. সহীহুল বুখারী ১৩৩. ১৫২২, ১৫২৫, ১৫২৮, ৭৩৪৪, মুসলিম ১১৮২, তিরমিযী ৮৩১, নাসায়ী ২৬৫১, ২৬৫২, ২৬৫৫, আবূ দাঊদ ১৭৩৭, আহমাদ ৪৪৪১, ৪৫৫১, ৪৫৭০, ৫০৫০, ৫০৬৮, ৫১৫০, ৫৩০১, ৫৫১৭, ৬১০৫, ৬৩৫৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৩২, ৭৩৪, দারিমী ১৭৯০। সহীহ আবূ দাঊদ ১৫২৬, ইরওয়া' ৪/১৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ইয়ামানবাসীদের মীকাত ইয়ালামলাম, নাজ্‌দবাসীদের মীকাত 'কারন', প্রাচ্যের লোকেদের মীকাত যাতু ইরক। অতঃপর তিনি দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের অন্তরসমূহ ঈমানের দিকে ধাবিত করুন।[২৯১৫]

١٤/١٩. بَاب الْإِحْرَامِ

১৯/১৪. অধ্যায় : ইহরাম বাঁধা

١/٢٩١٦- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ».

১/২৯১৬। মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন স্বীয় পদদ্বয় বাহনের পাদানিতে রাখেন এবং তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন তিনি যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকটে ইহরাম বাঁধেন।[২৯১৬]

٢/٢٩١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ

২৯১৫. মুসলিম ১১৮৩। ইরওয়া' ৪/১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী <u>ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ</u> সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান ইবনুল আশআস্ব বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সহজ সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল আমি তার থেকে কোন হাদীস্ব বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ২৬৭, ২/২৪২) উক্ত হাদীস্বটি সহীহ কিন্তু <u>ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ</u> এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ৪৬০টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে ৮টি জাল, ৪২টি খুবই দুর্বল, ১২৮টি দুর্বল, ১৩০ টি হাসান, ১৫২টি সহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৩৩, ১৫২২, ১৫২৪, ১৫২৫, ১৫২৬, ১৫২৮, ১৫২৯, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৮৪৫, ৭৩৪৪, মুসলিম ১১৮২, ১১৮৪, তিরমিযী ৮৩১, ৮৩২, আবূ দাউদ ১৭৩৭, ১৭৩৯, ১৭৪০, ১৭৪২, দারিমী ১৭৯০, ১৭৯২, আহমাদ ২২৪০, ২২৭২, ৩০৫৬, ৩১৩৮, ৪৪৪১, ১৪২০৫।

২৯১৬. সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৪৯২, ১৫১৪, ১৫৩২, ১৫৩৩, ১৫৩৬, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ২৩৩২, ২৩৩৬, ২৭৬৫, মুসলিম ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১২২৭, ১২৫৭, ১৩৪৬, তিরমিযী ৮১৮, নাসায়ী ১১৮, ২৬৫৯, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৭৫৭, ২৭৫৮, ২৭৫৯, ২৭৬০, আবূ দাউদ ১৬৭১, ১৬৭২, ২০৪৪, আহমাদ ৪৪৪১, ৪৮০৪, ৪৮২৭, ৪৯২৭, ৫৩১৫, ৫৫৬৯, ৫৮৫৮, ৫৮৮৬, ৫৯৬৮, ৬১৭০, ৬১৯৬, ৬২২১, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪০, ৭৪১, ৯২৩, দারিমী ১৯২৯। ইরওয়া' ৪/২১৬, রাওদুন নাদীর ৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআইব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

مَالِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ».

২/২৯১৭। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ও উমার বিন আবদুল ওয়াহিদ, আল-আওযাঈ, আয়্যূব বিন মূসা, আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন উমায়র, স্বাবিত আল-বুনানী, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আশ-শাজারা (যুল-হুলায়ফা) নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উষ্ট্রীর পায়ের নিকটে ছিলাম। উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি বলেন ঃ "লাব্বায়কাবি-উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিম-মাআন" (আমি তোমার দরবারে একসাথে হাজ্জ ও উমরার সংকল্প নিয়ে হাযির হচ্ছি)। এটা বিদায় হাজ্জের ঘটনা।[২৯১৭]

١٥/١٩. بَاب التَّلْبِيَةِ

১৯/১৫. অধ্যায় : তালবিয়া

٢٩١٨/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ «لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ» قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

১/২৯১৮। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, আবূ উসামাহ ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ বিন উমার, নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তালবিয়া শিখেছি। তিনি বলেন ঃ "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা লাব্বায়কা, লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা। ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান-নিয়'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা ("হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার নিকট হাযির হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই")। রাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে যোগ করতেন ঃ "লাব্বায়াকা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা ওয়াল-খায়রু ফী ইয়াদায়কা, লাব্বায়কা ওয়ার-রাগবাউ ইলায়কা ওয়াল-আমালু" ("তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তোমার নিকট হাযির হয়েছি, তোমার নিকট হাযির আছি, তোমার খেদমতে সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই নির্দেশে")।[২৯১৮]

٢٩١٩/٢- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ».

২৯১৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ।

২৯১৮. সহীহুল বুখারী ১৫৪০, ১৫৪৯, ৫৯১৫, মুসলিম ১১৮৪, তিরমিযী ৮২৫, ৮২৬, নাসায়ী ২৭৪৭, ২৭৪৯, ২৭৫০, আবূ দাউদ ১৮১২, আহমাদ ৪৪৪৩, ৪৮০৬, ৪৮৭৭, ৪৯৭৭, ৪৯৯৯, ৫০৫১, ৫০৬৭, ৫১৩২, ৫৪৫১, ৫৪৮৪, ৫৯৮৫, ৬১১১, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৩৮, দারিমী ১৮০৪। রাওদুন নাদীর ৫৪০, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৯১৯। যায়দ বিন আখযাম মুআম্মাল বিন ইসমাঈল (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) সুফইয়ান জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ ঃ "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান-নিয়'মাতা লাকা ওয়াল-মুল্কা লা শারীকা লাকা"।[২৯১৯]

٢٩٢٠/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ تَلْبِيَتِهِ «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ».

৩/২৯২০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ সালামাহ আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর তালবিয়ায় বলেন ঃ "লাব্বায়কা ইলাহাল্-হাক্ক লাব্বায়কা"।[২৯২০]

٢٩٢١/٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا».

৪/২৯২১। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীষ বর্ণনায় ভুল করেন) উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ আল-আনসারী আবূ হাযিম সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তিই তালবিয়া পাঠ করে, সাথে সাথে তার ডান ও বাম দিকের পাথর, গাছপালা অথবা মাটি, এমনকি দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত উভয় দিকের সবকিছু তালবিয়া পাঠ করে।[২৯২১]

২৯১৯. বুখারী ১৫৪৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুআম্মাল (বিন ইসমাঈল) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন তিনি সিকাহ। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন তিনি সিকাহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও সন্দেহ করেন। ইবনু কানি' বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৩১৯, ২৯/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

২৯২০. নাসায়ী ২৭৫২। রাওদুন নাদীর ৫৪০, সহীহাহ ২১৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২১. তিরমিযী ৮২৮। মিশকাত ২৫৫০, রাওদুন নাদীর ২/১১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

١٦/١٩. بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

১৯/১৬. অধ্যায় : উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা

٢٩٢٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ».

১/২৯২২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর, আবদুল মালিক বিন আবূ বাক্র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস বিন হিশাম, খাল্লাদ ইবনুস সাইব, তার পিতা (সাইব বিন খাল্লাদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ দেই।[২৯২২]

٢٩٢٣/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ لَبِيْدٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ».

২/২৯২৩। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', সুফইয়ান (বিন সাঈদ), আবদুল্লাহ বিন আবূ লাবীদ, আল-মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ইরসাল করেন), খাল্লাদ ইবনুস সাইব, যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনি আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন, তারা যেন উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কারণ তা হাজ্জের অন্যতম নির্দশন।[২৯২৩]

٢٩٢٤/٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ «الْعَجُّ وَالثَّجُّ».

২৯২২. তিরমিযী ৮২৯, নাসায়ী ২৭৫৩, আবূ দাউদ ১৮১৪, আহমাদ ১৬১২২, ১৬১৩১, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৪৪, দারিমী ১৮০৯। মিশকাত ২৫৪৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২৩. আহমাদ ২১১৭০। সহীহাহ ৮৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতাব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বরেন, আমভাবে তার হাদীস মুরসাল। তিনি সাহল বিন সা'দ, আনাস বিন মালিক ও সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ব্যতীত অন্য সাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি। তিনি তাদের কাছাকাছি সময়ুগের ছিলেন, তিনি তার 'মারাসীল' গ্রন্থে বলেন, তিনি ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ইরসাল করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে সিকাহ বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয় কার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া সত্তেও তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ইরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০০৬, ২৮/৮১ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৯২৪। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইবনু আবূ ফুদায়ক দহহাক বিন উস্রমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির আবদুর রহমান বিন ইয়ারবূ' আবূ বাক্র স্রিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা এবং কোরবানীর দিন কোরবানী করা।[২৯২৪]

١٧/١٩. بَاب الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

১৯/১৭. অধ্যায় : ইহরামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফাদীলাত

١/٢٩٢٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلّٰهِ يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوْبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

১/২৯২৫। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী আবদুল্লাহ বিন নাফি', আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ও মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ (তিনি সথ্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আস্রিম বিন উমার বিন হাফস্র (দঈফ বা দুর্বল) আস্রিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে কোন ইহরামধারী ব্যক্তি কোরবানীর দিন আল্লাহর উদ্দেশে কোরবানী করে এবং মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহরাশিসহ অস্ত যায়। তখন সে তার জন্মদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।[২৯২৫]

২৯২৪. তিরমিযী ৮২৭, দারিমী ১৭৯৭। স্রহীহাহ ১৫০০, তাখরীজুর মুখতার ৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. দহাহাক বিন উস্রমান সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজসিতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৯২২, ১৩/২৭২ নং পৃষ্ঠা)

২৯২৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৯, দঈফাহ ৫০১৮, দঈফ আল-জামি' ৫২১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তাকে স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন।

২. আস্রিম বিন উমার বিন হাফস্র সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র

١٨/١٩. بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

১৯/১৮. অধ্যায় : ইহরাম বস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধি ব্যবহার

١/٢٩٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ «طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ».

১/২৯২৬। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ] [আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম] [তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ)] [আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা] [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স্র বিন সা'দ] [আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম] [তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ)] [আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই এবং ইহরাম খোলার সময় তাওয়াফে ইফাযা করার পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই। সুফিয়ানের বর্ণনায় "আমার এই দু' হাত দিয়ে" কথাটুকুও উল্লেখ আছে।[২৯২৬]

٢/٢٩٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّي».

২/২৯২৭। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [আল-আ'মাশ] [আবুদ দুহা] [মাসরূক] [আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা] তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি, তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন।[২৯২৭]

বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল জারূদ বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। হারূন বিন মূসা বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৭, ১৩/৫১৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আস্রিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করাও যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বলতার দিক থেকে প্রসিদ্ধ। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবূ আস্রিম তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৪, ১৩/৫০০ নং পৃষ্ঠা)

২৯২৬. স্বহীহুল বুখারী ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৭৫৪, ৫৯১৮, ৫৯২২, ৫৯২৩, ৫৯২৮, ৫৯৩০, মুসলিম ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, তিরমিযী ৯১৭, নাসায়ী ৪১৭, ৪৩১, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬, ২৬৮৭, ২৬৮৮, ২৬৮৯, ২৬৯০, ২৬৯১, ২৬৯২, ২৬৯৩, ২৬৯৪, ২৬৯৫, ২৬৯৬, ২৬৯৭, ২৬৯৮, ২৬৯৯, ২৭০০, ২৭০৫, আবূ দাউদ ১৭৪৫, ১৭৪৬, আহমাদ ২৩৫৯১, ২৩৬১৪, ২৪২৪০, ২৪১৩, ২৪৪৪৫, ২৪৪৬২, ২৪৭৫৯, ২৪৮৭৪, ২৪৮৯৩, ২৪৯৪৮, ২৪৯৯৫, ২৫০৫৮, ২৫০৭৪, ২৫১১৩, ২৫১৯৫, ২৫২২৪, ২৫২৪৭, ২৭৬৫৬, ২৫২৮৯, ২৫৩৪৬, ২৫৪০৬, ২৫৪০২, ২৫৪৭৫, ২৫৪৮৬, ২৫৫৪৭, ২৫৫৪৯, ২৫৫৯৮, ২৫৬৩০, ২৬৮৮, ২৫৭৪০, ২৫৭৭১, ২৫৮৬৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৭২৭, দারিমী ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩। ইরওয়া' ১০৪৭, রাওদুন নাদীর ৭৬৮, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৫৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৯২৭. স্বহীহুল বুখারী ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৭৫৪, ৫৯১৮, ৫৯২২, ৫৯২৩, ৫৯২৮, ৫৯৩০, মুসলিম ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, তিরমিযী ৯১৭, নাসায়ী ৪১৭, ৪৩১, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬, ২৬৮৭, ২৬৮৮, ২৬৮৯, ২৬৯০,

٢٩٢٨/٣- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَأَنِّي أَرَى وَبِيْصَ الطِّيبِ فِيْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

৩/২৯২৮। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) শারীক আবূ ইসহাক আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সিঁথিতে তিন দিন পরেও সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি ছিলেন ইহরাম অবস্থায়।[২৯২৮]

١٩/١٩. بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ

১৯/১৯. অধ্যায় : ইহরাম অবস্থায় যেরূপ কাপড় পরিধান করবে

٢٩٢٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرْسُ».

১/২৯২৯। আবূ মুসআব মালিক বিন আনাস নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলো, ইহরামধারী ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সে জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং মোজা পরবে না। কিন্তু তার জুতা না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে, তবে পায়ের গোছা বরাবর মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলবে। সে জাফরান অথবা সুগন্ধি ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করবে না।[২৯২৯]

২৬৯১, ২৬৯২, ২৬৯৩, ২৬৯৪, ২৬৯৫, ২৬৯৬, ২৬৯৭, ২৬৯৮, ২৬৯৯, ২৭০০, ২৭০৫, আবূ দাউদ ১৭৪৫, ১৭৪৬, আহমাদ ২৩৫৯১, ২৩৬১৪, ২৪২৪০, ২৪১৩, ২৪৪৪৫, ২৪৪৬২, ২৪৭৫৯, ২৪৮৭৪, ২৪৮৯৩, ২৪৯৪৮, ২৪৯৯৫, ২৫০৫৮, ২৫০৭৪, ২৫১১৩, ২৫১৯৫, ২৫২২৪, ২৫২৪৭, ২৭৬৫৬, ২৫২৮৯, ২৫৩৪৬, ২৫৪০৬, ২৫৪০২, ২৫৪৭৫, ২৫৪৮৬, ২৫৫৪৭, ২৫৫৪৯, ২৫৫৯৮, ২৫৬৩০, ২৬৮৮, ২৫৭৪০, ২৫৭৭১, ২৫৮৬৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৭২৭, দারিমী ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩। আস সহীহ ১৫৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২৮. সহীহুল বুখারী ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৭৫৪, ৫৯১৮, ৫৯২২, ৫৯২৩, ৫৯২৮, ৫৯৩০, মুসলিম ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, তিরমিযী ৯১৭, নাসায়ী ৪১৭, ৪৩১, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬, ২৬৮৭, ২৬৮৮, ২৬৮৯, ২৬৯০, ২৬৯১, ২৬৯২, ২৬৯৩, ২৬৯৪, ২৬৯৫, ২৬৯৬, ২৬৯৭, ২৬৯৮, ২৬৯৯, ২৭০০, ২৭০৫, আবূ দাউদ ১৭৪৫, ১৭৪৬, আহমাদ ২৩৫৯১, ২৩৬১৪, ২৪২৪০, ২৪১৩, ২৪৪৪৫, ২৪৪৬২, ২৪৭৫৯, ২৪৮৭৪, ২৪৮৯৩, ২৪৯৪৮, ২৪৯৯৫, ২৫০৫৮, ২৫০৭৪, ২৫১১৩, ২৫১৯৫, ২৫২২৪, ২৫২৪৭, ২৭৬৫৬, ২৫২৮৯, ২৫৩৪৬, ২৫৪০৬, ২৫৪০২, ২৫৪৭৫, ২৫৪৮৬, ২৫৫৪৭, ২৫৫৪৯, ২৫৫৯৮, ২৫৬৩০, ২৬৮৮, ২৫৭৪০, ২৫৭৭১, ২৫৮৬৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৭২৭, দারিমী ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

২৯২৯. সহীহুল বুখারী ১৩৪, ৩৬৬, ১৫৪২, ১৮৩৮, ১৮৪২, ৫৭৯৪, ৫৮০৩, ৫৮০৫, ৫৮০৬, ৫৮৪৭, ৫৮৫২, ১১৭৭, তিরমিযী ১১৩৩, নাসায়ী ২৬৬৬,২৬৭৭, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৪, ২৬৭৫, ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৬৭৮, ২৬৮০, ২৬৮১, আবূ দাউদ ১৮২৩, আহমাদ ৪৪৬৮, ৪৫২৬, ৪৮২০, ৪৮৫৩, ৪৮৮১, ৫০৫৫, ৫০৮৭, ৫২৮৬, ৫৩০৩, ৫৩১৪, ৫৪০৪, ৫৪০৮, ৫৪৪৯, ৫৫০৩, ৫৮৭১, ৫৯৬৭, ৬২০৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১৬, ৭১৭, দারিমী ১৭৯৮, ১৮০০। ইরওয়া' ১০১২, সহীহ আবূ দাউদ ১৬০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٩٣٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ».

২/২৯৩০। আবূ মুস্‌আব, মালিক বিন আনাস, আবদুল্লাহ বিন দীনার, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরামধারী ব্যক্তিকে কুম কুম অথবা ওয়ারস ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।[২৯৩০]

١٩/٢٠. بَاب السَّرَاوِيْلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ

১৯/২০. অধ্যায় : কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহরিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে

٢٩٣١/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» وقَالَ هِشَامٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ إِلَّا أَنْ يَفْقِدَ.

১/২৯৩১। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ সাব্বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আমর বিন দীনার, জাবির বিন যায়দ আবুশ শা'সা', ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি ঃ যে (মুহরিম) ব্যক্তি কাপড় সংগ্রহ করতে পারেনি সে পাজামা পরতে পারে এবং যে ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে পারেনি সে মোজা পরতে পারে। হিশামের বর্ণনায় আছে ঃ 'কাপড় না পেলে সে পাজামা পরিধান করবে '।[২৯৩১]

٢٩٣٢/٢- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ».

২/২৯৩২। আবূ মুস্‌আব, মালিক বিন আনাস, নাফি' ও আবদুল্লাহ বিন দীনার, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরিধান করবে। সে যেন গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে নেয়।[২৯৩২]

২৯৩০. সহীহুল বুখারী ১৩৪, ৩৬৬, ১৫৪২, ১৮৩৮, ১৮৪২, ৫৭৯৪, ৫৮০৩, ৫৮০৫, ৫৮০৬, ৫৮৪৭, ৫৮৫২, ১১৭৭, তিরমিযী ১১৩৩, নাসায়ী ২৬৬৬,২৬৭৭, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৪, ২৬৭৫, ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৬৭৮, ২৬৮০, ২৬৮১, আবূ দাউদ ১৮২৩, আহমাদ ৪৪৬৮, ৪৫২৬, ৪৮২০, ৪৮৫৩, ৪৮৮১, ৫০৫৫, ৫০৮৭, ৫২৮৬, ৫৩০৩, ৫৩১৪, ৫৪০৪, ৫৪০৮, ৫৪৪৯, ৫৫০৩, ৫৮৭১, ৫৯৬৭, ৬২০৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১৬, ৭১৭, দারিমী ১৭৯৮, ১৮০০। ইরওয়া' ১০১২, সহীহ আবূ দাউদ ১৬০০। ইরওয়া' ৪/১৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৩১. সহীহুল বুখারী ১৭৪০, ১৮৪১, ১৮৪৩, ৫৮০৪, ৫৮৫৩, মুসলিম ১১৭৮, তিরমিযী ৮৩৪, নাসায়ী ২৬৭১, ২৬৭২, আবূ দাউদ ১৮২৯, আহমাদ ১৮৯১, ১৯২০, ২০১৬, ২৫২২, ২৫৭৮, ৩১০৫, দারিমী ১৭৯৯। ইরওয়া' ১০১৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৬০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৩২. সহীহুল বুখারী ১৩৪, ৩৬৬, ১৫৪২, ১৮৩৮, ১৮৪২, ৫৭৯৪, ৫৮০৩, ৫৮০৫, ৫৮০৬, ৫৮৪৭, ৫৮৫২, ১১৭৭, তিরমিযী ১১৩৩, নাসায়ী ২৬৬৬,২৬৭৭, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৪, ২৬৭৫, ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৬৭৮, ২৬৮০, ২৬৮১, আবূ দাউদ ১৮২৩, আহমাদ ৪৪৬৮, ৪৫২৬, ৪৮২০, ৪৮৫৩, ৪৮৮১, ৫০৫৫, ৫০৮৭, ৫২৮৬, ৫৩০৩, ৫৩১৪, ৫৪০৪,

٢١/١٩. بَاب التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَامِ

১৯/২১. অধ্যায় : ইহরাম অবস্থায় যেসব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত

٢٩٣٣/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ فَطَلَعَ الْغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ بَعِيْرُكَ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ مَعَكَ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «انْظُرُوْا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ».

১/২৯৩৩। ◇ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র তার পিতা (আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কন্যা আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ◇ তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আল-আরজ নামক স্থানে পৌঁছে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পাশে বসলেন এবং আমি আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র পাশে বসলাম। ইত্যবসরে গোলাম আসলো কিন্তু তার সাথে উট ছিলো না। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট কোথায়? সে বললো, গত রাতে তা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তোমার সাথে একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তিনি তাকে মারতে শুরু করলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ দেখো! এই ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কী করছে ?[২৯৩৩]

٢٢/١٩. بَاب الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

১৯/২২. অধ্যায় : ইহরামধারী ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারে

٢٩٣٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُوْ أَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِيْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ «فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ».

৫৪০৮, ৫৪৪৯, ৫৫০৩, ৫৮৭১, ৫৯৬৭, ৬২০৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১৬, ৭১৭, দারিমী ১৭৯৮, ১৮০০। ইরওয়া' ১০১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৩৩. আবূ দাউদ ১৮১৮। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১/২৯৩৪। আবূ মুস্‌আব মালিক যায়দ বিন আসলাম ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন) আবূ আয়্যুব (খালিদ বিন যায়দ) আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) (আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন) বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এবং আল-মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আল-আবওয়া নামক স্থানে একটি বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, ইহরামধারী ব্যক্তি নিজ মাথা ধৌত করতে পারবে। আর আল-মিসওয়ার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, সে নিজ মাথা ধৌত করতে পারবে না। অতএব বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আমাকে আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-র নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। আমি গন্তব্যে পৌঁছে দেখি যে, তিনি দু'টি খুঁটির মাঝখানে কাপড় দ্বারা পর্দা টেনে গোসল করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন। বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, আবূ আইউব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তার হস্তদ্বয় পর্দার কাপড়ের উপর রেখে তা মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করলেন এবং আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, পানি ঢালো। লোকটি তার গোসলে সাহায্য করছিল। সে তার মাথায় পানি ঢেলে দিলো। তিনি স্বহস্তে তার গোটা মাথা মর্দন করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এভাবে (মাথা ধৌত) করতে দেখেছি।[২৯৩৪]

٢٣/١٩. بَاب الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

১৯/২৩. অধ্যায় : ইহরামধারী স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় ঝুলানো

٢٩٣٥/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا».

٢٩٣٥/٢ (١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১/২৯৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মাহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। কোন কাফেলা আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা নিজেদের মাথার সামনে দিয়ে (মুখমণ্ডলে) কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। তারা আমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর আবার তা মুখমণ্ডল থেকে তুলে ফেলতাম।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের একটি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৯৩৫(১)। 'আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)[২৯৩৫]

২৯৩৪. সহীহুল বুখারী ১৮৪০, মুসলিম ১২০৫, নাসায়ী ২৬৬৫, আবূ দাউদ ১৮৪০, আহমাদ ২৩০১৮, ২৩০৩২, ২৩০৬৬, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১২, দারিমী ১৮৯৩। ইরওয়া' ১০১৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৬১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৩৫. সহীহুল বুখারী ১৮৩৩, আহমাদ ২৩৫০১। ইরওয়া' ১০২৬৩, মিশকাত ২৬৯০, দঈফ আবূ দাউদ ৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢٤/١٩. بَاب الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ
১৯/২৪. অধ্যায় : হাজ্জে শর্ত আরোপ করা

٢٩٣٦/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ لَا أَدْرِيْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ «مَا يَمْنَعُكِ يَا عَمَّتَاهُ مِنْ الْحَجِّ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيْمَةٌ وَأَنَا أَخَافُ الْحَبْسَ قَالَ فَأَحْرِمِيْ وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ».

১/২৯৩৬। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)] [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [উসমান বিন হাকীম] [আবূ বাক্‌র বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (তার সম্পর্কে কিছু বিষয় অজ্ঞাত/অপরিচিত)] [তার দাদী আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অথবা নানী সু'দায় বিনতু আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল মুত্তালিব কন্যা দুবাআ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে ফুফুজান! কোন্ জিনিস আপনাকে হাজ্জ থেকে বিরত রাখছে ? তিনি বলেন, আমি একজন অসুস্থ মহিলা। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে পারবো না। তিনি বলেন ঃ আপনি ইহরাম বাঁধুন এবং এই শর্ত আরোপ করুন, "যেখানে আমি বাধাগ্রস্ত হবো, সেখানেই ইহরামমুক্ত হবো"।[২৯৩৬]

٢٩٣٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ «أَمَا تُرِيْدِيْنَ الْحَجَّ الْعَامَ قُلْتُ إِنِّي لَعَلِيْلَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ حُجِّي وَقُوْلِيْ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

২/২৯৩৭। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) ও ওয়কী'] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়া ইবনুয যুবায়র)] [দুবাআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট উপস্থিত হলেন, আমি তখন রোগগ্রস্ত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আপনি কি এ বছর হাজ্জে যাওয়ার সংকল্প করছেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৩৬. আহমাদ ২৬৪১৩। ইরওয়া' ৪/১৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

অসুস্থ। তিনি বলেন ঃ আপনি হাজ্জের নিয়াত করুন এবং বলুন, "আপনি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবেন সেখানে ইহরাম খুলে ফেলবো "।[২৯৩৭]

٢٩٣٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أُهِلُّ قَالَ «أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

৩/২৯৩৮। ০[আবূ বিশর বাক্র বিন খালাফ][আবূ আসিম][ইবনু জুরায়জ][আবুয যুবায়র][তাঊস ও ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ তিনি বলেন, যুবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা দুবাআ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি রোগগ্রস্ত এবং আমি হাজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। অতএব আমি কিভাবে ইহরাম বাঁধবো? তিনি বলেন ঃ আপনি ইহরাম বাঁধুন এবং এই শর্ত রাখুন, "আপনি (আল্লাহ) যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহরাম খোলার স্থান "।[২৯৩৮]

١٩/٢٥. بَاب دُخُوْلِ الْحَرَمِ

১৯/২৫. অধ্যায় : হারাম এলাকায় প্রবেশ

٢٩٣٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُوْنَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً.

১/২৯৩৯। ০[আবূ কুরায়ব][ইসমাঈল বিন সাবীহ][মুবারাক বিন হাস্সান আবূ আবদুল্লাহ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)][আতা' বিন আবূ রাবাহ][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ তিনি বলেন, আম্বিয়া-ই কিরাম (আলাইহিস সালাম) হেরেমের এলাকায় পদব্রজে ও নগ্নপদে প্রবেশ করতেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ হাজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান নগ্নপদে ও পদব্রজে সমাপন করতেন।[২৯৩৯]

২৯৩৭. আহমাদ ২৬৪৯০, ২৬৮১২। ইরওয়া' ৪/১৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৩৮. মুসলিম ১২০৮, তিরমিযী ৯৪১, নাসায়ী ২৭৬৫, ২৭৬৬, ২৭৬৭, আবূ দাউদ ১৭৭৬, আহমাদ ৩১০৭, ৩২৯২, দারিমী ১৮১১। ইরওয়া' ৪/১৮৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৩৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুবারাক বিন হাস্সান আবূ আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও আহমাদ বিন আবূ খায়সামাহ বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৬২, ২৭/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

١٩/٢٦. بَاب دُخُوْلِ مَكَّةَ

১৯/২৬. অধ্যায় : মক্কায় প্রবেশ

١/٢٩٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى».

১/২৯৪০। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার, নাফি', ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উচ্চভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং বের হতেন তখন নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।[২৯৪০]

٢/٢٩٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا».

২/২৯৪১। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', (আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্ বিন আসিম বিন উমার) আল-উমারী, নাফি', ইবনু উমার (রাঃ) নবী (সাঃ) দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করেন।[২৯৪১]

٣/٢٩٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِيْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ» قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

৩/২৯৪২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবদুর রায্যাক, মা'মার (বিন রাশিদ), যুহরী, আলী ইবনুল হুসায়ন, উমার বিন উসমান, উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আগামী কাল কোথায় অবতরণ করবো? এটা তাঁর (বিদায়) হাজ্জের সময়কার কথা। তিনি বলেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য একটি বাড়িও অবশিষ্ট রেখেছে? তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমরা আগামীকাল বনূ কিনানার ঘাঁটিতে (অর্থাৎ মুহাসসাবে) অবতরণ করবো যেখানে কুরায়শগণ কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল। অর্থাৎ বনূ কিনানাহ কুরায়শদের নিকট থেকে বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তারা শেষোক্ত গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করবে না। মা'মার (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) বলেছেন, আল-খায়ফ অর্থ উপত্যকা।[২৯৪২]

২৯৪০. সহীহুল বুখারী ১৫৭৫, ১৫৭৬, মুসলিম ১২৫৭, নাসায়ী ২৮৬৫, আবূ দাউদ ১৮৬৬, আহমাদ ৪৬১১, ৪৭১১, ৪৮২৮, ৫৬০৮, ৬২৪৮, ৬৪২৬, দারিমী ১৯২৮। সহীহ আবূ দাউদ ১৬২৯, ১৬৩০, ১৬৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪১. সহীহুল বুখারী ১৫৩৩, ১৫৭৪, ১৬৯৯, মুসলিম ১২৫৯, তিরমিযী ৮৫৪, নাসায়ী ২৮৬২, আবূ দাউদ ১৮৬৫, আহমাদ ৪৬৮২, ৫২০৮, দারিমী ১৯২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪২. সহীহুল বুখারী ১৫৮৮, ৩০৫৮, ৪২৮৩, মুসলিম ১৩৫১, আবূ দাউদ ২০১০, ২৯১০। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩/٢٧. بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ

১৯/২৭. অধ্যায় : হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

١/٢٩٤٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ «إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ».

১/২৯৪৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, আসিম আল-আহওয়াল, আবদুল্লাহ বিন সারজিস, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (আবদুল্লাহ বিন সারজিস) বলেন, আমি আল-উসায়লিহ্ অর্থাৎ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখলাম যে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমা দিচ্ছেন আর বলছেন, আমি অবশ্যি তোমাকে চুম্বন করছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি ক্ষতিও করতে পারো না এবং উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুমা দিতাম না।[২৯৪৩]

٢/٢٩٤٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ».

২/২৯৪৪। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, আবদুর রহমান ইবনুর রাযী, ইবনু খুসায়ম, সাঈদ বিন জুবায়র, বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে, তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সে এমন লোকের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে যে তাকে সত্যতার সাথে চুমা দিয়েছে।[২৯৪৪]

٣/٢٩٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِيْ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِيْ طَوِيْلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِيْ فَقَالَ يَا عُمَرُ «هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ».

৩/২৯৪৫। আলী বিন মুহাম্মাদ, ইয়া'লা, মুহাম্মাদ বিন আওন (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাথরের দিকে মুখ করলেন, অতঃপর তার উপর নিজের দু' ঠোঁট স্থাপন করে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন

২৯৪৩. সহীহুল বুখারী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসলিম ১২৭০, ১২৭১, তিরমিযী ৮৬০, নাসায়ী ১৫৫৮, ২৯৩৬, ২৯৩৭, ২৯৩৮, আবূ দাউদ ১৮৭৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, ২২৭, ২৫৫, ২৭৬, ৩২৭, ৩৬৩, ৩৮২, ৩৮৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৬৪, ১৮৬৫। রাওদুন নাদীর ৭২৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪৪. তিরমিযী ৯৬১, আহমাদ ২২১৬, ২৩৯৪, ২৬৩৮, ২৭৯৩, ৩৫০১, দারিমী ১৮৩৯। মিশকাত ২৫৭৮, আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৭৩৫, ২৭৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও কাঁদলেন। তিনি বলেন ঃ হে উমার! এটাই অশ্রু প্রবাহিত করার উপযুক্ত স্থান।[২৯৪৫]

٢٩٤٦/٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ».

৪/২৯৪৬। ❖[আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী][আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব][যূনুস][ইবনু শিহাব][সালিম বিন আবদুল্লাহ][তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহর কোন রুকনে চুমা খেতেন না, কেবলমাত্র রুকনুল আসওয়াদ (কালো পাথর) এবং এর নিকটের জুমাহ গোত্রের দিককার কোণে (রুকনে ইয়ামানীতে) চুমা খেতেন।[২৯৪৬]

٢٨/١٩. بَاب مَنْ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

১৯/২৮. অধ্যায় : লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেয়া

٢٩٤٧/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ «طَافَ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيْهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا وَأَنَا أَنْظُرُهُ».

১/২৯৪৭। ❖[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][যূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে)][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ইবনুয যুবায়র][উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ সাওর][শায়বাহ'র কন্যা সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বছর যখন নিশ্চিত (নিরাপদ) হলেন তখন তিনি স্বীয় উটে আরোহণ করে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং নিজের হাতের লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেন। অতঃপর তিনি কাবার অভ্যন্তরভাবে প্রবেশ করেন এবং তথায় কাঠের তৈরী একটি কবুতর দেখতে

২৯৪৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১১১১, দঈফ আল-জামি' ৬০৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আওন সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি যা বর্ণনা করেন তা আমভাবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র পরিত্যাজ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫২৮, ২৬/২৪০ নং পৃষ্ঠা)

২৯৪৬. সহীহুল বুখারী ৩৯৬, ১২০৩, মুসলিম ১২২৭, ১২৬১, ১২৬৭, ১২৬৮, নাসায়ী ২৭৩২, ২৯৪২, ২৯৪৬, ২৯৪৮, ২৯৫১, আবূ দাউদ ১৮০৫, ১৮৭৬, ১৮৯১, আহমাদ ৪৯৬৩, ৫২১৬, ৫৭২৬, ৫৯০৭, ৬০১১, ৬৩৯৭, ৬৪২৭, ৮১৭, দারিমী ১৮৪২। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

পান। তিনি তা ভেঙ্গে ফেলেন, অতঃপর তিনি কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে তা বাইরে নিক্ষেপ করেন। আমি তা দেখছিলাম।[২৯৪৭]

٢/٢٩٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ».

২/২৯৪৮। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী (সাঃ) বিদায় হাজ্জে একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ করেন এবং একটি লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) রুকনকে চুমা দেন।[২৯৪৮]

٣/٢٩٤٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ خَرَّبُوْذَ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ».

৩/২৯৪৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মা'রূফ বিন খাররাবূয আল-মাক্কী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ তুফায়ল আমির বিন ওয়াসিলাহ (রাঃ) হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ফাদল বিন মূসা মা'রূফ বিন খাররাবূয আল-মাক্কী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ তুফায়ল আমির বিন ওয়াসিলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, নিজের লাঠির সাহায্যে রুকন স্পর্শ করেন এবং লাঠিতে চুমা দেন।[২৯৪৯]

২৯৪৭. আবূ দাউদ ১৮৭৮। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৪৮. সহীহুল বুখারী ১৬০৮, ১৬১৩, ১৬৩২, ৫২৯৩, মুসলিম ১২৭২, তিরমিযী ৮৬৫, নাসায়ী ৭১৩, ২৯৫৪, আবূ দাউদ ১৮৭৭, ১৮৮১, আহমাদ ১৮৪৪, ২১১৯, ২২২৮, ২৭৬৮, দারিমী ১৮৪৫। আস সহীহ ১৬৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪৯. মুসলিম ১২৭৫, আবূ দাউদ ১৮৭৯, আহমাদ ১৩২৮৬। ইরওয়া' ১১১৪, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মা'রূফ বিন খাররাবূয আল-মাক্কী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হিদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সন্দেহের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৮৬, ২৮/২৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবূ আসিম বলেন,তিনি সিকাহ। ইবনু

١٩/٢٩. بَاب الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

১৯/২৯. অধ্যায় : বাইতুল্লাহর চারপাশে তাওয়াফের সময় রমল করা

١/٢٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ رَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ».

১/২৯৫০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ⇐ আহমাদ বিন বাশীর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ⇐ উবায়দুল্লাহ বিন উমার ⇐ নাফি' ⇐ ইবনু উমার (রাঃ) ⇐ আলী বিন মুহাম্মাদ ⇐ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ ⇐ উবায়দুল্লাহ বিন উমার ⇐ নাফি' ⇐ ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শুরু করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে (তাওয়াফে) রামল করতেন (বাহু দুলিয়ে বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করতেন) এবং চার চক্করে সাধারণভাবে হেঁটে তাওয়াফ করতেন- হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত। ইবনু উমার (রাঃ)-ও তাই করতেন।[২৯৫০]

٢/٢٩٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا».

২/২৯৫১। আলী বিন মুহাম্মাদ ⇐ আবুল হুসায়ন আল-উকায়লী (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) ⇐ মালিক বিন আনাস ⇐ জা'ফার বিন মুহাম্মাদ ⇐ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) ⇐ জাবির (রাঃ) নবী (সাঃ) হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার রামল করতেন এবং চারবার সাধারণগতিতে তাওয়াফ করতেন।[২৯৫১]

ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৫৪, ৩০/১৫৮ নং পৃষ্ঠা)

২৯৫০. সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৩৯৬, ৪৯২, ১৫৪১, ১৫৭৩, ১৫৭৪, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬২৪, ১৬৪৪, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৯২, ১৭৯৪, ২৭০২, মুসলিম ১১৮৬, ১১৮৭, ১২২৭, ১২২৮, ১২৩৪, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬৮, ১২৫৭, তিরমিযী ৮১৮, ৮২৪, ৮৬১, ৮৬৪, নাসায়ী ২৭৩২, ২৭৫৭, ২৭৫৮, ২৯৩০, ২৯৪০, ২৯৪১, ২৯৪২, ২৯৪৩, ২৯৪৬, ২৯৬০, ২৯৬৬, ২৯৭৬, আবূ দাউদ ১৭৭১, ১৭৭২, ১৭০৫, ১৮৬৫, ১৮৯১, ১৮৯৩, ১৯০৪, ৪০৬৪, ৪২১০, আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৫৭১, ৪৬০৪, ৪৬১৬, ৫২২৯, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬, ৫৩৭৮, ৫৪২১, ৫৭০৩, ৫৭২৬, ৫৮৬০, ৫৯০৭, ৬০১১, ৬২০২, ৬৩৯২, ৬৪২২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১৪, ৭৪০, ৭৪২, ৮১৭, ৯২৩, দারিমী ১৮৩৮, ১৮৪২, ১৯২৭, ১৯৩১। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৫২, ১৬৫৪ **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আহমাদ বিন বাশীর সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআইব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। উসমান বিন সা'দ আদ দারিমী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৪, ১/২৭৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৫১. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭, মুসলিম ২১২৭, ২১৩০, ২১৩১, ২১৩২, ২১৩৩, ২১৩৪, ২১৩৬, ২১৩৭, ২১৩৮, ২১৩৯, ২২১৫, ২২১৬, ২২৩৪, ২২৪৪, ২২৮৯, তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬, নাসাঈ ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩,

٣/٢٩٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ «فِيْمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَايْمُ اللهِ مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

৩/২৯৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ জা'ফার বিন আওন হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেন করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) যায়দ বিন আসলাম তার পিতা (উমার (রাঃ) এর 'মাওলা' আসলাম) বলেন, আমি উমার (রাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ এখন এই দু' রামলের মধ্যে কী ফায়দা আছে? এখন তো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কুফর ও তার অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যেসব আমল করেছি তার কিছুই ত্যাগ করবো না।[২৯৫২]

٤/٢٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ حِيْنَ أَرَادُوْا دُخُوْلَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ «إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلَيَرَوُنَّكُمْ جُلْدًا فَلَمَّا دَخَلُوْا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوْا الرُّكْنَ وَرَمَلُوْا وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ رَمَلُوْا حَتَّى بَلَغُوْا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ».

৪/২৯৫৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্‌যাক মা'মার ইবনু খুসায়ম আবুত তুফায়ল (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) হুদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বছরের উমরা পালনকালে মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের সম্প্রদায় আগামী কাল তোমাদের দেখতে পাবে। অতএব তারা যেন তোমাদের সতেজ ও চালাক-চতুর দেখতে পায়। তারা মসজিদে প্রবেশ করে রুকন (পাথর) চুম্বন করেন এবং রামল করেন। তখন নবী (সাঃ) তাদের

২৭৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১, ২৭৬২, ২৭৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২, ২৯৬৩, ২৯৬৯, ২৯৭০, ২৯৭১, ২৯৭২, ২৯৭৩, ২৯৭৪, ২৯৭৫, ২৯৮১, ২৯৮২, ২৯৮৩, ২৯৮৪, ২৯৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১, ৩০২২, ৩০৫৩, ৩০৫৪, ৩০৭৪, ৩০৭৫, ৩০৭৬, ৪৪১৯, আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ১৭৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯, আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০০, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১, মালিক ৮১৬, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৪০, দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। রাওদুন নাদীর ২১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবুল হুসায়ন আল-উকায়লী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

২৯৫২. আবূ দাউদ ১৮৮৭, আহমাদ ৩১৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

সাথে ছিলেন। তারা রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে হাজরে আওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হন। তারা পুনরায় রামল করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছান, অতঃপর রুকনুল-আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে চলেন। তারা তিনবার রামল করেন ও চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটেন।[২৯৫৩]

٣٠/١٩. بَاب الِاضْطِبَاعِ

১৯/৩০. অধ্যায় : ইদতিবা' (বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর পরিধান)

١/٢٩٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ مُضْطَبِعًا قَالَ قَبِيصَةُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ».

১/২৯৫৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ও কাবীসাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন) সুফইয়ান ইবনু জুরায়জ আবদুল হামীদ (সফওয়ান) ইবনু ইয়া'লা বিন উমায়্যাহ তার পিতা (ইয়া'লা বিন উমায়্যাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ডান কাঁধ খোলা রেখে এবং বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় কোণ একত্রে লটকিয়ে তাওয়াফ করেন। কাবীসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার বর্ণনায় বলেন, তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর।[২৯৫৪]

٣١/١٩. بَاب الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ

১৯/৩১. অধ্যায় : হাতীমও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত

١/٢٩٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الْحِجْرِ فَقَالَ «هُوَ مِنْ الْبَيْتِ قُلْتُ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ فَقَالَ عَجَزَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّمٍ قَالَ ذَلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ لِيُدْخِلُوهُ مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ هَلْ أُغَيِّرُهُ فَأُدْخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ».

১/২৯৫৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা শায়বান আশআস্র বিন আবুশ শা'স্রা' আল-আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হিজর (হাতীম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তা বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, তাকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন্ জিনিস তাদের বাধা দিলো? তিনি বলেন ঃ অর্থাভাব তাদের অপারগ করে দিয়েছিল। আমি বললাম, তার দরজা এতো উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কী যে, তাতে

২৯৫৩. সহীহুল বুখারী ১৬০২, ১৬৪৯, ৪২৫৬, ৪২৫৭, মুসলিম ১২৬৪, ১২৬৫, ১২৬৬, তিরমিযী ৮৬৩, নাসায়ী ২৯৭৯, আবূ দাউদ ১৮৮৯, ১৮৯০, আহমাদ ২৬৮১, ২৬৮৩, ২৭৮৩। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪৮, ১৬৫০, ১৬৫১। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

২৯৫৪. তিরমিযী ৮৫৯, আবূ দাউদ ১৮৮৩, আহমাদ ১৭৪৯২, ১৭৪৯৫, ১৭৫০৪, দারিমী ১৮৪৩। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাবীসাহ বিন উকবাহ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন,তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৮৪৩, ২৩/৪৮১ নং পৃষ্ঠা)

সিঁড়ি ব্যতীত উঠা যায় না? তিনি বলেন ঃ তা তোমার সম্প্রদায়ের কাণ্ড। তাদের মর্জি হলে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারতো, আর যাদেরকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশে বাধা দিতো। তোমার সম্প্রদায়ের কুফরী ত্যাগের যুগ যদি অতি নিকট না হতো এবং (কাবা ঘর ভাংগার কারণে) তাদের মধ্যে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো, তাহলে তুমি দেখতে পেতে, আমি কিভাবে তা পরিবর্তন করতাম! তা থেকে যা বাদ দেয়া হয়েছিল আমি পুনরায় তা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর স্থাপন করতাম।[২৯৫৫]

١٩/٣٢. بَاب فَضْلِ الطَّوَافِ

১৯/৩২. অধ্যায় : তাওয়াফের ফাদীলাত

١/٢٩٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ».

১/২৯৫৬। আলী বিন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব আতা' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলো এবং দু' রাক'আত নামায পড়লো, তা একটি ক্রীতদাসকে দাসত্বমুক্ত করার সমতুল্য।[২৯৫৬]

٢/٢٩٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِيْ سَوِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ الرُّكْنِ الْيَمَانِيْ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «وُكِلَ بِهِ سَبْعُوْنَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوْا آمِيْنَ فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِيْ هَذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرَةُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِيْ تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ».

২৯৫৫. সহীহুল বুখারী ১২৬, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৫৮৫, ১৫৮৬, ৩৩৬৮, ৪৪৮৪, ৭২৪৩, মুসলিম ১৩৩৩, তিরমিযী ৮৭৫. ৮৭৬, নাসায়ী ২৯০০, ২৯০১, ২৯০২, ২৯০৩, ২৯১০, ২৯১২, আবূ দাউদ ২০২৮, আহমাদ ৩৭৭৬, ২৪১৮৮, ২৪৩০৬, ২৪৯১০, ২৪৯৩৫, ২৪৪৯৮, ২৫৫৬৯, ২৫৬২০, ২৫৭২৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৩, দারিমী ১৮৬৮, ১৮৬৯। ইরওয়া' ১১০৬, সহীহাহ ৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৫৬. তিরমিযী ৯৫৯। সহীহাহ ২৭২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২/২৯৫৭। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হুমায়দ বিন আবূ সাবিয়্যাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) আতা' বিন আবূ রাবাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (হুমায়দ) বলেন, আমি ইবনু হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আতা' বিন আবূ রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আতা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন ফেরেশতা মোতায়েন আছেন। অতএব যে ব্যক্তি বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফ্ওয়া, ওয়াল-আফিয়াতা ফিদ-দুন্য়া ওয়াল-আখিরাতে রব্বানা আতিনা ফিদ-দুন্য়া হাসানাতান ওয়াফিল-আখিরাতে হাসানাতান ওয়াকিনা আযাবান-নার," তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন। ("হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখেরাতের। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন")।

আতা' বিন আবূ রাবাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজরে আসওয়াদ) পৌঁছলে ইবনু হিশাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কী জানতে পেরেছেন ? আতা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ "যে কেউ তার সামনা-সামনি হলো, সে যেন দয়াময় আল্লাহর হাতের সামনাসামনি হলো "। ইবনু হিশাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ মুহাম্মদ! তাওয়াফ সম্পর্কে কী এসেছে ? আতা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমার নিকট আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদীস্র বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং কোন কথা না বলে নিম্নোক্ত দুআ' পড়ে, "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুল্লিাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ ", তার দশটি গুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফরত অবস্থায় কথা বলে, সে তার পদদ্বয় কেবল রহমাতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, যেমন কারো পদদ্বয় পানিতে ডুবে থাকে।[২৯৫৭]

١٩/٣٣. بَاب الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

১৯/৩৩. অধ্যায় : তাওয়াফ শেষে দু' রাক'আত নামায পড়া

١/٢٩٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ

২৯৫৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ২৫৯০, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১২১, দঈফ আল-জামি' ৫৬৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. হুমায়দ বিন আবূ সাবিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী ও আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫২৯, ৭/৩৭৩ নং পৃষ্ঠা)

حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيْ حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ» قَالَ ابْن مَاجَـةَ هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.

১/২৯৫৮। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ উসামাহ][ইবনু জুরায়জ][কাস্বীর বিন কাস্বীর ইবনুল মুত্তালিব বিন আবূ ওয়াদাআহ আস-সাহমী][তার পিতা (কাস্বীর ইবনুল মুত্তালিব বিন আবূ ওয়াদাআহ আস-সাহমী) (মাকবূল)][আল-মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি যে, তিনি সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলেন এবং মাতাফের প্রান্তে দু' রাক'আত স্বলাত আদায় করলেন। তাঁর ও তাওয়াফের মাঝে আর কেউ ছিলো না। ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ আলায়হি) বলেন, এটা (সুতরাবিহীন অবস্থায় স্বলাত আদায় করা) কেবল মক্কার জন্য নির্দিষ্ট।[২৯৫৮]

٢٩٥٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

২/২৯৫৯। ∝[আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ][ওয়াকী'][মুহাম্মাদ বিন স্বাবিত আল-আবদী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব গ্রহণে শিথিল)][আমর বিন দীনার][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মক্কায়) পৌঁছে সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, অতঃপর দু' রাক'আত স্বলাত আদায় করেন। (ওয়াকী' বলেন, অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমের নিকটে), অতঃপর স্বাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হন।[২৯৫৯]

٢٩٦٠/٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ «لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا مَقَامُ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ { وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى }».

২৯৫৮. নাসায়ী ৭৫৮, ২৯৫৯, আবূ দাউদ ২০১৬, আহমাদ ২৬৬৯৯। দঈফাহ ৯২৮, হুজ্জাতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। মুসনাদ আহমাদ ২৭২৪১ নং হাদীসে উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল ও ইদতিরাব বলেছেন। উক্ত হাদীসের সানাদের মাঝে ইনকিতা' রয়েছে তাহলোঃ কাস্বীর তার পিতা থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। তাছাড়া তার পিতাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ তাওস্বীক করেননি। (সুনান ইবনু মাজাহ আল-আরনাওয়াত ৪/১৮৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৫৯. বুখারী ১৬৬, ৩৯৬, ৪৯২, ১৫৪১, ১৫৭৩, ১৫৭৪, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬২৪, ১৬২৭, ১৬৪৪, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৯২, ১৭৯৪, ২৭০২, মুসলিম ২০৩৩, ২০৩৭, ২১৫৯, ২১৬০, ২১৭২, ২২০৬, ২২০৭, ২২০৯, ২২১০, ২২১২, ২২২৫, ২৩৯৭, তিরমিযী ৮১৮, ৮২৪, ৮৬১, ৮৬৪, নাসাঈ ২৭৩২, ২৭৫৭, ২৭৫৮, ২৯৩০, ২৯৪০, ২৯৪১, ২৯৪২, ২৯৪৩, ২৯৪৬, ২৯৬০, ২৯৬৬, ২৯৭৬, আবূ দাউদ ১৭৭১, ১৭৭২, ১৮০৫, ১৮৬৫, ১৮৯১, ১৮৯৩, ১৯০৪, ৪০৬৪, ৪২১০, আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৫৭১, ৪৬০৪, ৪৬১৪, ৪৮২৯, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬, ৫৩৭৮, ৫৪২১, ৫৭০৩, ৫৭২৬, ৫৮৬০, ৫৯০৭, ৬০১১, ৬২০২, ৬৩৯৭, ৬৪২৭, মালিক ৭১৪, ৭৪০, ৭৪২, ৮১৭, ৯২৩, দারিমী ১৮৩৮, ১৮৪১, ১৮৪২, ১৯২৭, ১৯৩১। রাওদুন নাদীর ৫২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন স্বাবিত আল-আবদী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাতে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেনও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বলেন, তিনি স্বিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১০৪, ২৪/৫৫৪ নং পৃষ্ঠা)

قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ هَكَذَا قَرَأَهَا { وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى } قَالَ نَعَمْ.

৩/২৯৬০। আল-আব্বাস বিন উস্মান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম মালিক বিন আনাস জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে এলেন। তখন উমার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো আমাদের পিতা (পুর্ব পুরুষ) ইবরাহীম -এর স্থান, যে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে স্বলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো " (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। ওয়ালীদ বলেন, আমি ইমাম মালিক -কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে পাঠ করেছেন ঃ "ওয়াত্তাখিযূ মিম-মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা " ? তিনি বলেন, হাঁ।[২৯৬০]

٣٤/١٩. بَاب الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا

১৯/৩৪. অধ্যায় : অসুস্থ ব্যক্তির বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা

١/٢٩٦١– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرِضَتْ «فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَطُوْفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ قَالَ ابْن مَاجَةَ هَذَا حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ».

১/২৯৬১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআল্লা বিন মানসূর মালিক বিন আনাস মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন নাওফাল উরওয়াহ যায়নাব উম্মু সালামাহ ইসহাক বিন মানসূর ও আহমাদ বিন সিনান আবদুর রহমান বিন মাহদী মালিক বিন আনাস মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন নাওফাল উরওয়াহ যায়নাব উম্মু সালামাহ তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ তাকে লোকেদের পেছনে পেছনে জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করার নির্দেশ

২৯৬০. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাঊদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্ত্বা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-আব্বাস বিন উস্মান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

দেন। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি "ওয়াত-তূর ওয়া কিতাবিম-মাসতূর " সূরা তিলাওয়াত করেন। ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এটা আবূ বাক্‌র বর্ণিত হাদীস্র।[২৯৬১]

١٩/٣٥. بَاب الْمُلْتَزَمِ

১৯/৩৫. অধ্যায় : মুলতাযাম-এর বর্ণনা

٢٩٦٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ «أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ».

১/২৯৬২। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আবদুর রায্যাক] [আল-মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ (দঈফ বা দুর্বল, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)] [আমর বিন শুআয়ব] [তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)] [দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] (শুআয়ব) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আমরা সাতবার তাওয়াফ শেষে কা'বার পশ্চাতে নামায পড়লাম। অতঃপর আমি বললাম, আমরা কি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবো না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মাঝ বরাবর দাঁড়ান, অতঃপর তার নিজের বুক, হস্তদ্বয় ও গাল তার সাথে লাগান এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এরূপ করতে দেখেছি।[২৯৬২]

١٩/٣٦. بَاب الْحَائِضِ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ

১৯/৩৬. অধ্যায় : ঋতুবতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করবে।

২৯৬১. সহীহুল বুখারী ৪৬৪, ১৬১৯, ১৬২৬, ১৬৩৩, ৪৮৫৩, মুসলিম ১২৭৬, নাসায়ী ২৯২৫, ২৯২৬, ২৯২৭, আবূ দাউদ ১৮৮২, আহমাদ ২৫৯৪৬, ২৬১৭৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৩২। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬২. আবূ দাউদ ১৮৯৯। সহীহাহ ২১৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, পূর্ব ইমামগণ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সাহনূন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও মুহাম্মাদ বিন আম্মার তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৭৩, ২৭/২০৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আল-মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৬টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৪টি খুবই দুর্বল, ৭টি দুর্বল, ১টি হাসান, ১৪টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ১৮৯৯, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯০৪৩, শুআবুল ঈমান ৪০৫৮।

١/٢٩٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ».

১/২৯৬৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হাজ্জ আদায় করা। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে অথবা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কী হয়েছে, তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন ঃ এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি হাজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করো, শুধুমাত্র বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো না। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কোরবানী করেন।[২৯৬৩]

١٩/٣٧. بَاب الْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ

১৯/৩৭. অধ্যায় : ইফরাদ হাজ্জ

١/٢٩٦٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ».

১/২৯৬৪। হিশাম বিন আম্মার ও আবূ মুস্‌আব মালিক বিন আনাস আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইফরাদ হাজ্জ করেন।[২৯৬৪]

٢/٢٩٦٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيْمًا فِيْ حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ».

২৯৬৩. সহীহুল বুখারী ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ১৫১৮, ১৫৫৬, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬২, ১৬৩৮, ১৬৪৩, ১৬৫০, ১৭০৯, ১৭২০, ১৭৬২, ১৭৮৩, ১৭৮৬, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ২০১৭, ২৯৫২, ২৯৮৪, ৪৩৯৫, ৪৪০৮, ৫৫৪৮, ৫৫৫৯, ৭২২৯, ১২১১, ১২১২, ১২২৮, ১২৭৭, তিরমিযী ৯৩৪, ৯৪৫, ২৯৬৫, নাসায়ী ২৪২, ২৯০, ২৪৮, ২৬৫০, ২৭১৭, ২৭১৮, ২৭৪১, ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৮০৩, ২৮০৪, ২৯৯০, ২৯৯১, আবূ দাউদ ৭৫০, ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৮২, আহমাদ ২৩৫৫৬, ২৩৫৭৩, ২৩৫৮৯, ২৪০৪৪, ২৪৩৫৫, ২৪৩৮৫, ২৪৭৭৯, ২৪৭৮৮, ২৪৯১৩, ২৫০৫০, ২৫৩১০, ২৫৫৩৪, ২৫৫৫৪, ২৭৬৫৪, ২৫৮১২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৬, ৮৯৬, ৯৪০, ৯৪১, দারিমী ১৪৬, ১৯০৪। ইরওয়া' ১৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬৪. মুসলিম ১২১১, তিরমিযী ৮২০, নাসায়ী ২৭১৫, ২৭১৬, আবূ দাউদ ১৭৭৭, আহমাদ ২৩৫৫৭, ২৫৫৩২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৭, দারিমী ১৮১২। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৮-১৫৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৯৬৫। ❖⟦আবূ মুস্‌আব⟧⟦মালিক বিন আনাস⟧⟦আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন নাওফাল⟧⟦উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র⟧⟦উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟧❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইফরাদ হাজ্জ করেন।[২৯৬৫]

٢٩٦٦/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ».

৩/২৯৬৬। ❖⟦হিশাম বিন আম্মার⟧⟦আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ও হাতিম বিন ইসমাঈল⟧⟦জা'ফার বিন মুহাম্মাদ⟧⟦তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব)⟧⟦জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟧❖ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইফরাদ হাজ্জ করেছেন।[২৯৬৬]

٢٩٦٧/٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ «أَفْرَدُوْا الْحَجَّ».

৪/২৯৬৭। ❖⟦হিশাম বিন আম্মার⟧⟦কাসিম বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আহমাদ বিন হাম্বাল তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন)⟧⟦মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির⟧⟦জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟧❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইফরাদ হাজ্জ করেন।[২৯৬৭]

২৯৬৫. মুসলিম ১২১১, তিরমিযী ৮২০, নাসায়ী ২৭১৫, ২৭১৬, আবূ দাউদ ১৭৭৭, আহমাদ ২৩৫৫৭, ২৫৫৩২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৭, দারিমী ১৮১২। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৮-১৫৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬৬. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২৯৬৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, আমি তার থেকে হাদীস্র কখনোই গ্রহণ করিনি ও তার থেকে গ্রহণ করার ইচ্ছাও করিনি। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনা করতেন মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আহমাদ বিন

٣٨/١٩. بَاب مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

১৯/৩৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি একই ইহরামে হাজ্জ ও 'উমরা (কিরান হাজ্জ) আদায় করে

١/٢٩٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً».

২৯৬৮/১। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী আবদুল আ'লা বিন আবদুল আ'লা ইয়াহইয়া বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "আমি 'উমরা ও হাজ্জের উদ্দেশে হাজির "।[২৯৬৮]

٢/٢٩٦٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ».

২/২৯৬৯। নাস্‌র বিন আলী আবদুল ওয়াহ্‌হাব হুমায়দ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ "আমি উমরা ও হাজ্জের উদ্দেশে আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি "।[২৯৬৯]

٣/٢٩٧٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُوْلُ «كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِيْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَا لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهِ فَكَأَنَّمَا حَمَلَا عَلَيَّ جَبَلًا بِكَلِمَتِهِمَا فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَامَهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هِشَامٌ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ شَقِيْقٌ فَكَثِيْرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ نَسْأَلُهُ عَنْهُ».

٤/٢٩٧٠ (١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَخَالِيْ يَعْلَى قَالُوْا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَسْلَمْتُ فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৭৯৮, ২৩/৩৭৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৬৮. সহীহুল বুখারী ১৫৫১, ১৫৫৮, ১৭১৫, ৪৩৫৪, ১২৩২, ১২৫১, তিরমিযী ৮২১, ৯৫৬, নাসায়ী ২৭২৯, ২৭৩০, ২৭৩১, আবূ দাউদ ১৭৯৫, ১৭৯২, আহমাদ ১৩৩৯৫, ১৩৪১৯, দারিমী ১৯২৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৭৫, ১৫৭৬। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৭৮৩, ৩১/১৯৯ নং পৃষ্ঠা)

২৯৬৯. সহীহুল বুখারী ১৫৫১, ১৫৫৮, ১৭১৫, ৪৩৫৪, ১২৩২, ১২৫১, তিরমিযী ৮২১, ৯৫৬, নাসায়ী ২৭২৯, ২৭৩০, ২৭৩১, আবূ দাউদ ১৭৯৫, ১৭৯২, আহমাদ ১৩৩৯৫, ১৩৪১৯, দারিমী ১৯২৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৭৫, ১৫৭৬। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩/২৯৭০। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার] [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ] [আবদাহ বিন আবূ লুবাবাহ] [আবূ ওয়াইল শাকীক বিন সালামাহ] [সুবায় বিন মা'বাদ] [উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)] (সুবায় বিন মা'বাদ) বলেন, আমি ছিলাম একজন নাসারা (খৃস্টান); অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি। আমি হাজ্জ ও উমরার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধলাম। সালমান বিন রবী'আ ও যায়েদ বিন সূহান (রাঃ) উভয়ে আমাকে কাদিসিয়ায় হাজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেন। তখন তারা বলেন, এ ব্যক্তি তো তার উটের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। তাদের এ মন্তব্য যেন আমার বুকের উপর একটি পাহাড় নিক্ষেপ করলো। তাই আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করলাম। তিনি তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে তিরস্কার করলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছো, তুমি নবী (সাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছো। হিশাম (রহঃ) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, শাকীক (রহঃ) বলেছেন, আমি ও মাসরূক অনেকবার (সুবাই ইবন মা'বাদের নিকট) গিয়েছি এবং এ হাদীস্র সম্পর্কে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছি।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৫টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর ৩টি সানাদ হলো:]

৪/২৯৭০(১)। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী', আবূ মুআবিয়াহ ও ইয়া'লা] [আল-আ'মাশ] [শাকীক] [সুবায় বিন মা'বাদ] [উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)] (সুবায়) বলেন, যুবক বয়সে আমি খৃস্টান ছিলাম, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি এবং ইবাদত-বন্দেগী করার চেষ্টা করি। আমি একই সাথে হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলাম ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[২৯৭০]

٥/٢٩٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ».

৫/২৯৭১। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ মুআবিয়াহ] [হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন)] [হাসান বিন সা'দ] [ইবনু আব্বাস (রাঃ)] [বলেন, আবূ তালহাহ (রাঃ)] আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একই ইহরামে হাজ্জ ও উমরা আদায় করেন (কিরান হাজ্জ করেন)।[২৯৭১]

٣٩/١٩. بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

১৯/৩৯. অধ্যায় : কিরান হাজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ

١/٢٩٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِيْنَ قَدِمُوْا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا».

২৯৭০. নাসায়ী ২৭১৯, ২৭২১, আবূ দাঊদ ২৭৯৮। ইরওয়া' ৯৮৩, রাওদুন নাদীর ৩৮, তাখরীজুর মুখতার ১২৮-১৩০, সহীহ আবূ দাঊদ ১৫৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭১. আহমাদ ১৫৯১১, ১৫৯১৯। সহীহ আবূ দাঊদ ১৫৭৫, ১৫৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

১/২৯৭২। ‹[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র]‹[ইয়াহইয়া বিন ইয়া'লা বিন হারিস্র আল-মুহারিবী]‹[আবূ গায়লান বিন জামি']‹[লায়স্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন)]‹[আতা' ও তাউস ও মুজাহিদ]‹[জাবির বিন আবদুল্লাহ, ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)]› থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় পৌঁছে হাজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য একবার (সাত চক্র) মাত্র তাওয়াফ করেন।[২৯৭২]

٢/٢٩٧٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافًا وَاحِدًا».

২/২৯৭৩। ‹[হান্নাদ ইবনুস সারী]‹[আবস্তার ইবনুল কাসিম]‹[আশআস্র (দঈফ বা দুর্বল)]‹[আবুয যুবায়র]‹[জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]› নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্জ ও উমরার উদ্দেশে এক তাওয়াফ করেন।[২৯৭৩]

٣/٢٩٧٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

২৯৭২. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাঊদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। সহীহ আবূ দাঊদ ১৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

২৯৭৩. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাঊদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। সহীহ আবূ দাঊদ ১৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আশআস্র (বিন স্রাওয়ার) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৪, ৩/২৬৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু আশআস্র (বিন স্রাওয়ার) এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৯৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৭৩২, মুসলিম ১২১২, ১২১৩, তিরমিযী ৯৪৮, আবূ দাঊদ ১৮৯৭, দারিমী ১৮৪৪, আহমাদ ২২২৪, ৪৯৪৪, ১৪৬৬৭, ২৪৪১০, স্রহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৫৭৭, ২৫৭৮, দারাকুতনী ২৫৬৯, ২৫৭০, ২৫৭২, ২৫৯০, ২৫৯১, ২৫৯৩, ২৫৯৫, ২৫৯৬, ২৫৯৯, ২৬০১, ২৬০২, ২৬০৩, মু'জামুল আওসাত ৫৫৮০, ৮০৭৮।

৩/২৯৭৪। হিশাম বিন আম্মার মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি কিরান হাজ্জের ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) আগমন করেন। তিনি সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং স্বাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপই করেছেন।[২৯৭৪]

٢٩٧٥/٤- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا».

৪/২৯৭৫। মুহরিয বিন সালামাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধলে এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। সে হাজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারে না। সে হাজ্জ ও উমরা থেকে একই সাথে ইহরামমুক্ত হবে।[২৯৭৫]

١٩/٤٠. بَاب التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

১৯/৪০. অধ্যায় : উমরাহসহ তামাত্তু হাজ্জের বর্ণনা

٢٩٧٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِيْ دُحَيْمًا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ «أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ» وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ.

২৯৭৪. সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৩৯৬, ৪৯২, ১৫৪১, ১৫৭৩, ১৫৭৪, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬২৪, ১৬৪৪, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৯২, ১৭৯৪, ২৭০২, মুসলিম ১১৮৬, ১১৮৭, ১২২৭, ১২২৮, ১২৩৪, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬৮, ১২৫৭, তিরমিযী ৮১৮, ৮২৪, ৮৬১, ৮৬৪, নাসায়ী ২৭৩২, ২৭৫৭, ২৭৫৮, ২৯৩০, ২৯৪০, ২৯৪১, ২৯৪২, ২৯৪৩, ২৯৪৬, ২৯৬০, ২৯৬৬, ২৯৭৬, আবূ দাউদ ১৭৭১, ১৭৭২, ১৭০৫, ১৮৬৫, ১৮৯১, ১৮৯৩, ১৯০৪, ৪০৬৪, ৪২১০, আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৫৭১, ৪৬০৪, ৪৬১৪, ৪৮২৯, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬, ৫৩৭৮, ৫৪২১, ৫৭০৩, ৫৭২৬, ৫৮৬০, ৫৯০৭, ৬০১১, ৬২০২, ৬৩৯৭, ৬৪২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১৪, ৭৪০, ৭৪২, ৮১৭, ৯২৩, দারিমী ১৮৩৮, ১৮৪২, ১৯২৭, ১৯৩১। রাওদুন নাদীর ৫৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯২৫, ২৭/৫০৮ নং পৃষ্ঠা)

২৯৭৫. তিরমিযী ৯৪৮, আহমাদ ৫৩২৭, দারিমী ১৮৪৪। রাওদুন নাদীর ৫৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১/২৯৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আল-আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল-আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে বলতে শুনেছি ঃ আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট একজন দূত এসে বলেন, এই বরকতময় উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুন ঃ উমরা ও হাজ্জের (ইহরাম)। হাদীসের মূল পাঠ দুহায়ম-এর বর্ণনা অনুযায়ী।[২৯৭৬]

٢٩٧٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيْبًا فِيْ هَذَا الْوَادِيْ فَقَالَ «أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

২/২৯৭৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মিসআর আবদুল মালিক বিন মায়সারাহ তাঊস সুরাকাহ বিন জু'শুম (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণদানের উদ্দেশে এই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে বলেন ঃ জেনে রাখো! কিয়ামত পর্যন্ত হাজ্জের সাথে উমরা আদায় করা যেতে পারে।[২৯৭৭]

٢٩٧٨/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيْدَ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيْهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ إِنِّيْ أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَدْ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ قَالَ فِيْ ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُوْلَ».

৩/২৯৭৮। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ জুরায়রী আবুল আলা' ইয়াযীদ ইবনুশ শিখ্‌খীর তার ভাই মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর বলেন, ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আমাকে বলেন, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট একটি হাদীস্র বর্ণনা করবো। আশা করি আল্লাহ তাআলা আজকের দিনের পর থেকে এ হাদী দ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের একদল সদস্য যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যে উমরা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে বাধা দেননি এবং তা রহিতকারী কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে এক ব্যক্তি (উমার ইবনুল খাত্তাব) এ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছামত যা বলার তাই বলেন।[২৯৭৮]

২৯৭৬. সহীহুল বুখারী ১৫৩৪, ২৩৩৭, ৭৩৪৩, আবূ দাউদ ১৮০০, আহমাদ ১৬৪। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১৪৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১২, ২৬/৪৬০ নং পৃষ্ঠা)

২৯৭৭. নাসায়ী ২৮০৬, ২৭০৭, আহমাদ ১৭০২, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭৮. সহীহুল বুখারী ১৫৭২, ৪৫১৮, মুসলিম ১২২৬, সহীহাহ ১৫৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٩٧٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ «كَانَ يُفْتِيْ بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوْا بِهِنَّ مُعْرِسِيْنَ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُوْنَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوْسُهُمْ».

২/২৯৭৯। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার⟩⟨মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟩⟨শু'বাহ⟩⟨হাকাম⟩⟨উমারাহ বিন উমায়র⟩⟨ইবরাহীম বিন আবূ মূসা⟩⟨আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩⟨উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ ⟨নাস্‌র বিন আলী আল-জাহ্‌দমী⟩⟨আমার পিতা (আলী বিন নাস্‌র আল-জাহ্‌দমী)⟩⟨শু'বাহ⟩⟨হাকাম⟩⟨উমারাহ বিন উমায়র⟩⟨ইবরাহীম বিন আবূ মূসা⟩⟨আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩⟨উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ (আবূ মূসা আল-আশআরী) তিনি তামাত্তু হাজ্জের অনুকূলে ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি আপনার কতক ফতোয়া দেয়া ছেড়ে দিন বা ত্যাগ করুন। আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে আমীরুল মুমিনীন (উমার) হাজ্জের ব্যাপারে নতুন হুকুম জারী করেছেন। অবশেষে আমি (আবূ মূসা) তার সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি অবশ্যই জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ তামাত্তু হাজ্জ করেছেন। কিন্তু আমার নিকট এটা খুবই খারাপ লাগে যে, লোকেরা গাছের নীচে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর মাথার চুল থেকে পানি পতিত অবস্থায় হাজ্জে যাবে।[২৯৭৯]

٤١/١٩. بَاب فَسْخِ الْحَجِّ

১৬/৪১. অধ্যায় : হাজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা

٢٩٨٠/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيْرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ».

১/২৯৮০। ⟨আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী⟩⟨আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম⟩⟨আল-আওযাঈ⟩⟨আতা'⟩⟨জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, আমরা কেবল হাজ্জের নিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ইহরাম বাঁধলাম, এর সাথে উমরার নিয়াত করিনি। যিলহাজ্জ মাসের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার

২৯৭৯. সহীহুল বুখারী ১৫৫৯, ১৭২৪, ১৭৯৫, ৪৩৪৬, ৪৩৯৭, মুসলিম ১২২১, ১২২২, নাসায়ী ২৭৩৫, ২৭৩৮, ২৭৪২, আহমাদ ২৭৫, ৩৫৩, ১৯০১১, ১৯০৪০, ১৯১৭২, দারিমী ১৮১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মাকে সাঈ সমাপ্ত করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইহরাম (ভঙ্গ করে) উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন এবং স্ত্রীদের সাথে মেলামেশার অনুমতি দেন। আমরা আরয করলাম, আমাদের লজ্জাস্থান থেকে বীর্য নির্গত হওয়ার পরপরই আরাফাতের দিকে অগ্রসর হবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সৎকর্মশীল ও সর্বাধিক সত্যবাদী। আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম। সুরাকা বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করেন, এ সুযোগ কি আমাদের এ বছরের জন্য, না চিরকালের জন্য? তিনি বলেন ঃ না, বরং চিরকালের জন্য।[২৯৮০]

٢/٢٩٨١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتّٰى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ».

২/২৯৮১। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াযীদ বিন হারূন][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][আমরাহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন বাকি থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে রওয়ানা হলাম হাজ্জ করাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা গন্তব্যে (মক্কায়) বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেন ঃ যার সাথে কোরবানীর পশু নেই সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। অতএব যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেন। কোরবানীর দিন আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে আসা হলো এবং বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন।[২৯৮১]

٣/٢٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ «اجْعَلُوْا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوْا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا فَرَدُّوْا

২৯৮০. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩২৮৩; নাসাঈ ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯০৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

২৯৮১. সহীহুল বুখারী ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ১৫১৮, ১৫৫৬, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬২, ১৬৩৮, ১৬৪৩, ১৬৫০, ১৭০৯, ১৭২০, ১৭৬২, ১৭৮৩, ১৭৮৬, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ২৩১৭, ২৯৫২, ২৯৮৪, ৪৩৯৫, ৪৪০৮, ৫৫৪৮, ৫৫৫৯, ৭২২৯, ১২১১, ১২১২, ১২২৮, ১২৭৭, তিরমিযী ৯৩৪, ৯৪৫, ২৯৬৫, নাসায়ী ২৪২, ২৯০, ২৪৮, ২৬৫০, ২৭১৭, ২৭১৮, ২৭৪১, ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৮০৩, ২৮০৪, ২৯৯০, ২৯৯১, আবূ দাউদ ৭৫০, ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৮২, আহমাদ ২৩৫৫৬, ২৩৫৭৩, ২৩৫৮৯, ২৪০৪৪, ২৪৩৫৫, ২৪৩৮৫, ২৪৭৭৯, ২৪৭৮৮, ২৪৯১৩, ২৫০৫০, ২৫৩১০, ২৫৫৩৪, ২৫৫৫৪, ২৫৬৫৪, ২৫৮১২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৬, ৮৯৬, ৯৪০, ৯৪১, দারিমী ১৪৬, ১৯০৪। ইরওয়া' ১১৫৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ فَرَأَتْ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ قَالَ وَمَا لِيْ لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا فَلَا أُتْبَعُ».

৩/২৯৮২। ∞[মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ][আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ][আবূ ইসহাক][আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ)]∞ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ রওয়ানা হলেন। আমরা হাজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের হাজ্জকে উমরায় পরিণত করো। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো হাজ্জের নিয়াতে ইহরাম বেঁধেছি, তা কিরূপে উমরায় পরিবর্তিত করবো? তিনি বলেন ঃ লক্ষ্য করো,আমি তোমাদের যা নির্দেশ করি তা কর। তারা তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং এই অবস্থায় আয়িশাহ (রাঃ)-র নিকট যান। তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বলেন, আপনাকে কে অসন্তুষ্ট করেছে, আল্লাহ তাকে অসন্তুষ্ট করুন? তিনি বলেন ঃ আমি কিভাবে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি, আমি কোন কাজের হুকুম করি, অথচ তা মান্য করা হবে না?[২৯৮২]

٤/٢٩٨٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحْرِمِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَتْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِيْ هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ فَلَبِسْتُ ثِيَابِيْ وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُوْمِيْ عَنِّيْ فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ».

৪/২৯৮৩। ∞[বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর][আবূ আসিম][ইবনু জুরায়জ][মানসূর বিন আবদুর রহমান][তার মাতা সাফিয়্যাহ][আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ)]∞ তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে তারা যেন ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যাদের সাথে কোরবানীর পশু নেই তারা যেন ইহরাম ভঙ্গ করে। রাবী বলেন, আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকায় আমিও ইহরাম ভঙ্গ করলাম, কিন্তু (আমার স্বামী) যুবাইর (রাঃ)-র সাথে কোরবানীর পশু থাকায় তিনি ইহরাম ভঙ্গ করতে পারেননি। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র প'রে যুবাইর (রাঃ)-র নিকট আসলে তিনি বলেন, তুমি আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, আপনি কি আশঙ্কা করছেন যে, আমি আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়বো?[২৯৮৩]

٤٢/١٩. بَاب مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

১৯৪২. অধ্যায় : যারা বলেন, হাজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা সহাবায়ে কিরামের মধ্যে সীমিত (খাস) ছিল

২৯৮২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৭৫৩, দঈফ আল-জামি' ৬১৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ জা'ফার আন নাহহাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন মুদাল্লিস তথা হাদীস বর্ণনায় তাদলীসকারী। আবূ আমর ইবনুস সালাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৪০০, ২২/১০২ নং পৃষ্ঠা) তাছাড়া তিনি বারা' বিন আযিব থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

২৯৮৩. মুসলিম ১২৩৬, নাসায়ী ২৯৯২, আহমাদ ২৬৪২১, ২৬৪২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١/٢٩٨٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «بَلْ لَنَا خَاصَّةً».

১/২৯৮৪। আবূ মুস্‌আব আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দরাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহমান আল-হারিস্ব বিন বিলাল ইবনুল হারিস্ব (মাকবূল) তার পিতা (বিলাল ইবনুল হারিস্ব) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করে উমরা করার সুযোগ কি কেবল আমাদের পর্যন্তই সীমিত, না সাধারণভাবে সব লোকের জন্য উন্মুক্ত? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ বরং আমাদের জন্যই সীমিত।[২৯৮৪]

٢/٢٩٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً.

২/২৯৮৫। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ ইবরাহীম আত-তায়মী তার পিতা (ইয়াযীদ বিন শারীক বিন তারিক) আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হাজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করার সুযোগ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের মধ্যে সীমিত ছিল।[২৯৮৫]

١٩/٤٣. بَاب السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

১৯/৪৩. অধ্যায় : স্বাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা (দৌড়ানো)

١/٢٩٨٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ «{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِيْ نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوْا إِذَا أَهَلُّوْا أَهَلُّوْا لِمَنَاةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَهَا اللهُ فَلَعَمْرِيْ مَا أَتَمَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».

২৯৮৪. নাসায়ী ২৮০৮, ১৮০৮, আহমাদ ১৫৪২৬, দারিমী ১৮৫৫। দঈফ আবূ দাউদ ৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-হারিস্ব বিন বিলাল ইবনুল হারিস্ব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহমান তার থেকে এককভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার সানাদটি মা'রূফ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১০১১, ৫/২১৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৮৫. মুসলিম ১২২৪, নাসায়ী ২৮০৯, ২৮১০, ২৮১১, ২৮১২, আবূ দাউদ ২৮৭। রাওদুন নাদীর ৯৪৯, ৯৫০, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৮৬ **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৯৮৬। ∻[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ উসামাহ][হিশাম বিন উরওয়াহ][আমার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)][আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা]∻ (হিশাম বিন উরওয়াহ) বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললাম, আমি যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে তা আমার জন্য দূষণীয় মনে করি না। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কাবা ঘরের হাজ্জ অথবা উমরাহ সম্পন্ন করে, এই দু'টির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই " (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তুমি যেরূপ বুঝেছ যদি তাই হতো তবে এভাবে বলা হতো ঃ "তবে এ দু'টির মধ্যে সাঈ না করলে তার কোন গুনাহ নেই "। উপরোক্ত আয়াত আনসার সম্প্রদায়ের কতক লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা যখন ইহরাম বাঁধতো (জাহিলী যুগে) মানাত দেবতার উদ্দেশে বাঁধতো। তাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) তাদের জন্য হালাল ছিলো না। তারা (ইসলামোত্তর যুগে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হাজ্জ করতে এসে বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করলে তখন আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। (আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,) আমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি হাজ্জ করতে এসে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না মহান আল্লাহ তার হাজ্জ পূর্ণ করবেন না।[২৯৮৬]

٢٩٨٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ «لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا».

২/২৯৮৭। ∻[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী][বুদায়ল বিন মায়সারাহ][সাফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ][শায়বার উম্মু ওয়ালাদ]∻ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেন ঃ আল-আবতাহ্ উপত্যকা অতিক্রম করতে হবে।[২৯৮৭]

٢٩٨٨/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْعَى وَإِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ».

৩/২৯৮৮। ∻[আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ][ওয়াকী'][আমার পিতা (জাররাহ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)][কাসীর বিন জুমহান (মাকবূল)][ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু]∻ তিনি বলেন, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে দৌড়াই তবে তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাঈ করতে দেখেছি। আমি যদি তা হেঁটে অতিক্রম করি তবে তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তা হেঁটে অতিক্রম করতে দেখেছি। আমি তো একজন অতি বৃদ্ধ।[২৯৮৮]

২৯৮৬. সহীহুল বুখারী ১৬৪৩, ১৭৯০, ৪৪৮৫, ৪৮৬১, মুসলিম ১২৭৭, তিরমিযী ২৯৬৫, নাসায়ী ২৯৬৭, ২৯৬৮, আবূ দাউদ ২৯০১, আহমাদ ২৪৫৮৮, ২৪৭৭০, ২৫৩৭৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৩৮। ইরওয়া' ১০৭১, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৮৭. নাসায়ী ২৯৮০। সহীহাহ ২৪৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৮৮. সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৩৯৬, ৪৯২, ১৫৪১, ১৫৭৩, ১৫৭৪, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬২৪, ১৬৪৪, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৯২, ১৭৯৪, ২৭০২, মুসলিম ১১৮৬, ১১৮৭, ১২২৭, ১২২৮, ১২৩৪, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬৮, ১২৫৭, তিরমিযী

١٩/٤٤. بَاب الْعُمْرَةِ

১৯/৪৪. অধ্যায় : উমরার বর্ণনা

١/٢٩٨٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ إِسْحَقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ».

১/২৯৮৯। হিশাম বিন আম্মার হাসান বিন ইয়াহইয়া আল-খুশানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) উমার বিন কায়স (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) তালহাহা বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) তার চাচা ইসহাক বিন তালহাহ (মাকবূল) তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ হাজ্জ হলো জিহাদ এবং উমরা হলো নফল।[২৯৮৯]

٢/٢٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيْبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ.

৮১৮, ৮২৪, ৮৬১, ৮৬৪, নাসায়ী ২৭৩২, ২৭৫৭, ২৭৫৮, ২৯৩০, ২৯৪০, ২৯৪১, ২৯৪২, ২৯৪৩, ২৯৪৬, ২৯৬০, ২৯৬৬, ২৯৭৬, আবূ দাঊদ ১৭৭১, ১৭৭২, ১৭০৫, ১৮৬৫, ১৮৯১, ১৮৯৩, ১৯০৪, ৪০৬৪, ৪২১০, আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৫৭১, ৪৬০৪, ৪৬১৪, ৪৮২৯, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬, ৫৩৭৮, ৫৪২১, ৫৭০৩, ৫৭২৬, ৫৮৬০, ৫৯০৭, ৬০১১, ৬২০২, ৬৩৯৭, ৬৪২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭১৪, ৭৪০, ৭৪২, ৮১৭, ৯২৩, দারিমী ১৮৩৮, ১৮৪২, ১৯২৭, ১৯৩১। আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৭৭০-২৭৭২, সহীহ আবূ দাঊদ ১৬৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী জাররাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন,তিনি সত্যবাদী। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা ছিলো। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯১০, ৪/৫১৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২৯৮৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২০০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাসান বিন ইয়াহইয়া আল-খুশানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি কখনো কখনো হাদীস্র বর্ণনায় কিছু ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ দিমাশকী বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১২৮৩, ৬/৩৩৯ নং পৃষ্ঠা) ২. উমার বিন কায়স সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আদ দিমাশকী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪২৯৭, ২১/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সলিহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৯৮৪, ১৩/৪৪১ নং পৃষ্ঠা)

২/২৯৯০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইয়া'লা ইসমাঈল আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে ছিলাম। তিনি উমরা করা কালে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন, আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করি, তিনি সলাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করি। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে আড়াল করে রাখতাম যাতে কেউ তাঁর কোনরূপ ক্ষতি করার সুযোগ না পায়।[২৯৯০]

١٩/٤٥. بَاب الْعُمْرَةِ فِيْ رَمَضَانَ

১৯/৪৫. অধ্যায় : রমাদান মাসের উমরা

١/٢٩٩١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

১/২৯৯১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান বায়ান ও জাবির (বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল, রাফিদী) আশ-শা'বী ওয়াহব বিন খানবাশ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ রমাদান মাসের উমরা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) হাজ্জের সমতুল্য।[২৯৯১]

٢/٢٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الزَّعَافِرِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

২/২৯৯২। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান দাঊদ বিন ইয়াযীদ আয যাআফিরী (দঈফ বা দুর্বল) আশ-শা'বী হারিম বিন খানবাশ (রাঃ) আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' দাঊদ বিন ইয়াযীদ আয যাআফিরী (দঈফ বা দুর্বল) আশ-শা'বী হারিম বিন খানবাশ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ রমাদান মাসের উমরা হাজ্জের সমতুল্য।[২৯৯২]

২৯৯০. সহীহুল বুখারী ১৬০০, ১৭৯২, ৪১৮৮, ৪২৫৫, আবূ দাউদ ১৯০২, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৯১৭, দারিমী ১৯২২। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৯১. আহমাদ ১৭১৪৬, ১৭২০৮। ইরওয়া' ৮৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু জাবির এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮টি খুবই দুর্বল, ৫৩টি দুর্বল, ৪৯টি হাসান, ১৫০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৭৮২, ১৮৬২, মুসলিম ১২৫৮, তিরমিযী ৯৩৯, আবূ দাউদ ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০, দারিমী ১৮৫৯, ১৮৬০, আহমাদ ৭৭৭, ২০২৬, ২৮০৪, ১৪৩৮১, ১৭১৪৬, ২৬৫৬৪, মু'জামুল আওসাত ৩৭০, ৩৯৪৪, ৪৪২৮।

২৯৯২. আহমাদ ১৭১৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ বিন ইয়াযীদ আয যাআফিরী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল**

٢٩٩٣/٣- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

৩/২৯৯৩। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম বিন উসমান (তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে) আবূ ইসহাক আল-আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আবূ মা'কিল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ রমাদান মাসের একটি উমরা একটি হাজ্জের সমতুল্য।[২৯৯৩]

٢٩٩٤/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

৪/২৯৯৪। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন) আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ রমদানের একটি উমরা একটি হাজ্জের সমতুল্য।[২৯৯৪]

٢٩٩٥/٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

কামালঃ রাবী নং ১৭৯১, ৮/৪৬৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু দাঊদ বিন ইয়াযীধ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮টি খুবই দুর্বল, ৫৩টি দুর্বল, ৪৯টি হাসান, ১৫০টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৭৮২, ১৮৬২, মুসলিম ১২৫৮, তিরমিযী ৯৩৯, আবূ দাঊদ ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০, দারিমী ১৮৫৯, ১৮৬০, আহমাদ ৭৭৭, ২০২৬, ২৮০৪, ১৪৩৮১, ১৭১৪৬, ২৬৫৬৪, মু'জামুল আওসাত ৩৭০, ৩৯৪৪, ৪৪২৮।

২৯৯৩. আহমাদ ২৬৫৬৫। সহীহ আবূ দাঊদ ১৭৩৫, ১৭৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবরাহীম বিন উসমান সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ বাক্র আল-বাহযীকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। আবূ দাঊদ উস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২১২, ২/১৪৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস ও ইবরাহীম বিন উসমান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১৮টি খুবই দুর্বল, ৫৩টি দুর্বল, ৪৯টি হাসান, ১৫০টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৭৮২, ১৮৬২, মুসলিম ১২৫৮, তিরমিযী ৯৩৯, আবূ দাঊদ ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০, দারিমী ১৮৫৯, ১৮৬০, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৭৭, আহমাদ ২০২৬, ২৮০৪, ১৪৩৮১, ১৪৪৬৮, ১৪৮৪৬, ১৫৯৭১, ১৭১৪৮, সহীহ ইবনুর খুযায়মাহ ২২২৫, ২৮৭৮, ২৮৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৯৯, ৩৭০০, মু'জামুল আওসাত ৩৭০, ৩৯৪৪, ৪৪২৮, ৮১৫৬।

২৯৯৪. সহীহুল বুখারী ১৭৮২, ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬, আবূ দাঊদ ১২৫৬, ১৯৯০, আহমাদ ২০২৬, দারিমী ১৮৫৯। ইরওয়া' ১৫৮৭, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১১৪, সহীহ আবূ দাঊদ ১৭৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৫/২৯৯৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আহমাদ বিন আবদুল মালিক বিন ওয়াকিদ উবায়দুল্লাহ বিন আমর আবদুল কারীম আতা' জাবির (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ রমদান মাসের উমরা হাজ্জের সমতুল্য।[২৯৯৫]

٤٦/١٩. بَاب الْعُمْرَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ

১৯/৪৬. অধ্যায় : যিলকাদ মাসের উমরা

١/٢٩٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ».

১/২৯৯৬। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আতা' ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল যিলকাদ মাসেই উমরা করেছেন।[২৯৯৬]

٢/٢٩٩٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ».

২/২৯৯৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আল-আ'মাশ মুজাহিদ হাবীব উরওয়াহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যিলকাদ মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে উমরা করেননি।[২৯৯৭]

٤٧/١٩. بَاب الْعُمْرَةِ فِيْ رَجَبٍ

১৯/৪৭. অধ্যায় : রজব মাসের উমরা

١/٢٩٩٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ رَجَبٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ «مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ».

১/২৯৯৮। আবূ কুরায়ব ইয়াহইয়া বিন আদাম আবূ বাক্র বিন আয়্যাশ আল-আ'মাশ হাবীব বিন আবূ সাবিত উরওয়াহ ইবনু উমার (রাঃ) ও আয়িশাহ (রাঃ) (উরওয়াহ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন্ মাসে উমরা করেছেন ? তিনি বলেন, রজব মাসে। তখন আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

২৯৯৫. আহমাদ ১৪৩৮১, ১৪৮৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৯৬. তিরমিযী ৮১৬, আহমাদ ২২১২। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

২৯৯৭. আহমাদ ২৫৩৮২। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আর তিনি যখনই উমরা করেছেন, বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথে ছিলেন (কিন্তু তিনি ভুলবশত রজব মাসে বলেছেন)।[২৯৯৮]

١٩/٤٨. بَاب الْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ

১৯/৪৮. অধ্যায় : তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা

١/٢٩٩٩– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ أَوْسٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ «أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ».

১/২৯৯৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ ইসহাক আশ শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি' সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আমর বিন দীনার আমর বিন আওস আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নিজের জন্তুযানে করে নিয়ে যান এবং তানঈম নামক স্থান থেকে তার উমরা করার ব্যবস্থা করেন।[২৯৯৯]

٢/٣٠٠٠– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ نُوَافِيْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِيْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِيْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِيْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِيْ وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ».

২/৩০০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বিদায় হাজ্জে রওয়ানা হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতে চায় সে তা করতে পারে। আমি যদি সাথে কোরবানীর পশু না আনতাম তবে অবশ্যই উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, কাফেলার কতক উমরার উদ্দেশ্যে এবং কতক হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলো। যারা উমরার নিয়াতে ইহরাম বাঁধে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলাম। আরাফাত দিবস নিকটবর্তী হলে আমি হায়েযগ্রস্ত হলাম এবং তখনও উমরার ইহরাম

২৯৯৮. সহীহুল বুখারী ১৭৭৬, মুসলিম ১২৫৫, তিরমিযী ৯৩৬, ৯৩৭, আবূ দাউদ ১৯৯২, আহমাদ ৫৩৬০, ৫৩৯৩, ৬০৯১, ৬২৫৯, ৬৩৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৯৯. সহীহুল বুখারী ১৭৮৪, ২৯৮৫, মুসলিম ১২১২, তিরমিযী ৯৩৪, আবূ দাউদ ২৯৯৫, আহমাদ ১৭০৭, ১৭১১, দারিমী ১৮৬২, ১৭৬৩। ইরওয়া' ১০৯০, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

খুলিনি। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি উমরা ত্যাগ করো, মাথার চুলের বাঁধন খুলে ফেলো, তাতে চিরুনী করো এবং হাজ্জের ইহরাম বাঁধো। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাই করলাম। যখন হাসবার রাত (যিলহাজ্জ মাসের ১২তম রাত) এলো এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের হাজ্জ পূর্ণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে পাঠালেন। তিনি আমাকে তাঁর উটের পিঠে পেছন দিকে তুলে নিয়ে তানঈম রওনা হলেন। সেখানে আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ করে দিলেন এবং এজন্য আমাদের উপর না কোরবানী, না সদাকা, আর না রোযা বাধ্যতামূলক হয়েছিল।[৩০০০]

٤٩/١٩. بَاب مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

১৯/৪৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে

٣٠٠١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ».

১/৩০০১। [আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুল আ'লা বিন আবদুল আ'লা] [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)] [সুলায়মান বিন সুহায়ম] [উম্মু হাকীম বিনতু উমায়্যাহ (মাকবূলাহ)] [উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করা হয়।[৩০০১]

٣٠٠٢/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ».

৩০০০. সহীহুল বুখারী ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ১৫১৮, ১৫৫৬, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬২, ১৬৩৮, ১৬৪৩, ১৬৫০, ১৭০৯, ১৭২০, ১৭৬২, ১৭৮৩, ১৭৮৬, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ২৩১৭, ২৯৫২, ২৯৮৪, ৪৩৯৫, ৪৪০৮, ৫৫৪৮, ৫৫৫৯, ৭২২৯, ১২১১, ১২১২, ১২২৮, ১২৭৭, তিরমিযী ৯৩৪, ৯৪৫, ২৯৬৫, নাসায়ী ২৪২, ২৯০, ২৪৮, ২৬৫০, ২৭১৭, ২৭১৮, ২৭৪১, ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৮০৩, ২৮০৪, ২৯৯০, ২৯৯১, আবূ দাউদ ৭৫০, ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৮২, আহমাদ ২৩৫৫৬, ২৩৫৭৩, ২৩৫৮৯, ২৪০৪৪, ২৪৩৫৫, ২৪৩৮৫, ২৪৭৭৯, ২৪৭৮৮, ২৪৯১৩, ২৫০৫০, ২৫৩১০, ২৫৫৩৪, ২৫৫৫৪, ২৭৬৫৪, ২৫৮১২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৬, ৮৯৬, ৯৪০, ৯৪১, দারিমী ১৪৬, ১৯০৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০০১. আবূ দাউদ ১৭৪১। মিশকাত ৩৫৩২, দঈফাহ ২১১, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৯, ১২০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. উম্মু হাকীম বিনতু উমায়্যাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূলাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। তিনি সানাদ ও মাতানে ইদতিরাব করতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৮২০, ৩৫/১৫৭ নং পৃষ্ঠা)

২/৩০০২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আহমাদ বিন খালিদ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইয়াহইয়া বিন আবূ সুফইয়ান (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) তার মাতা উম্মু হাকীম বিনতু উমায়্যাহ (মাকবূলাহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে তাতে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, অতএব আমি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।[৩০০২]

١٩/٥٠. بَاب كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

১৯/৫০. অধ্যায় : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতটি উমরা করেছেন ?

١/٣٠٠٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ».

১/৩০০৩। আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ দাঊদ বিন আবদুর রহমান আমর বিন দীনার ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারবার উমরা করেছেন ঃ হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের কাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানা থেকে এবং চতুর্থটি তার বিদায় হাজ্জের সাথে উমারা।[৩০০৩]

١٩/٥١. بَاب الْخُرُوْجِ إِلَى مِنًى

১৯/৫১. অধ্যায় : মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া

١/٣٠٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَعِيْلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «صَلَّى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ».

৩০০২. আবূ দাউদ ১৭৪১। মিশকাত ৩৫৩২, দঈফাহ ২১১, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১১৯, ১২০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াহইয়া বিন আবূ সুফইয়ান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি শায়খ হিসেবে প্রশিদ্ধ নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮৩৭, ৩১/৩৫৯ নং পৃষ্ঠা)

৩০০৩. তিরমিযী ৮১৬, আহমাদ ১৯৯৩, ২২১২, ২৯৪৯, দারিমী ২৮৫৮। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩০০৪। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ][আবূ মুআবিয়াহ][ইসমাঈল (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল)][আতা'][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সলাত আদায় করেন, অতঃপর ভোরবেলা আরাফাতে রওয়ানা হন।[৩০০৪]

٣٠٠٥/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».

২/৩০০৫। ◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্যাক][আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্ (দঈফ বা দুর্বল)][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন; অতঃপর সঙ্গীদের অবহিত করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাই করতেন।[৩০০৫]

١٩/٥٢. بَاب النُّزُوْلِ بِمِنًى

১৯/৫২. অধ্যায় : মিনায় অবস্থান

٣٠٠٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَبْنِيْ لَكَ بِمِنًى بَيْتًا قَالَ «لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

১/৩০০৬। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ওয়াকী'][ইসরায়ীল][ইবরাহীম বিন মুহাজির (তিনি সত্যবাদী তবে হিফয শক্তি দুর্বল)][ইউসুফ বিন মাহাক][তার মাতা (মুসায়কাহ) (মাকবূলাহ)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি ঘর বানিয়ে দিবো না? তিনি বলেন ঃ না, যারা আগে পৌঁছে যাবে মিনা তাদের ঠিকানা।[৩০০৬]

৩০০৪. তিরমিযী ৮৭৯, ৮৮০, আবূ দাউদ ১৯১১, আহমাদ ২৩০৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, আমরা তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করিনা। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৩, ৩/১৯৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইসমাঈল বিন মুসলিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৪৮০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৭টি জাল, ৬৩টি খুবই দুর্বল, ১৮৮টি দুর্বল, ১০৫টি হাসান, ১১৭টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৬৭৪, ১৬৮২, ৪৪১৪, মুসলিম ১২৮৮, ১২৯০, তিরমিযী ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮৭, আবূ দাউদ ১৯১১, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৪, দারিমী ১৫১৬, ১৫১৮, ১৮৭১, ১৮৮৩, ১৮৮৪, আহমাদ ২৩০৬, ২৫৩০, ২৬৯৬, ৩৬৩০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৫২১, ২৬৩১, ২৬৩৯, ২৬৬৫, ২৬৭৪।

৩০০৫. মুওয়াত্তা' মালিক ৯১২। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন উমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০০৬. তিরমিযী ৮৮১, আবূ দাউদ ২০১৯, আহমাদ ২৫০১৪, ২৫১৯০, দারিমী ১৯৩৭। দঈফ আবূ দাউদ ৩৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম বিন মুহাজির সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফয শক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ

٣٠٠٧/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ قَالَ «لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ».

২/৩০০৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' ইসরায়ীল ইবরাহীম বিন মুহাজির (তিনি সত্যবাদী তবে হিফয শক্তি দুর্বল) ইউসুফ বিন মাহাক তার মাতা (মুসায়কাহ) (মাকবূলাহ) আয়িশাহ বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বানাবো না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে ? তিনি বলেন ঃ না, মিনায় যারা আগে পৌঁছবে, তা তাদের ঠিকানা।[৩০০৭]

١٩/٥٣. بَاب الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ

১৯/৫৩. অধ্যায় : ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাত্রা

٣٠٠٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا وَرُبَّمَا قَالَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ».

১/৩০০৮। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মুহাম্মাদ বিন উকবাহ মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর আনাস তিনি বলেন, আমরা আজকের (৯ যিলহাজ্জ) ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ এর সাথে মিনা থেকে আরাফাতে রওয়ানা হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতো এবং কতক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) উচ্চারণ করতো। এদের কেউই এজন্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেননি। অথবা তিনি এ কথা বলেছেন যে, না এরা ওদের ত্রুটি নির্দেশ করেছে, আর না ওরা এদের ত্রুটি ধরেছে।[৩০০৮]

বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন,তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫০, ২/২১১ নং পৃষ্ঠা) ২. মুসায়কাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তার আদালাত ও জারাহ সম্পর্কে আমার জানা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৯৩১, ৩৫/৩০৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০০৭. তিরমিযী ৮৮১, আবূ দাউদ ২০১৯, আহমাদ ২৫০১৪, ২৫১৯০, দারিমী ১৯৩৭। দঈফ আবূ দাউদ ৩৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম বিন মুহাজির সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফয শক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন,তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫০, ২/২১১ নং পৃষ্ঠা) ২. মুসায়কাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তার আদালাত ও জারাহ সম্পর্কে আমার জানা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৯৩১, ৩৫/৩০৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০০৮. সহীহুল বুখারী ৯৭০, ১৬৫৯, মুসলিম ১২৮৫, নাসায়ী ৩০০০, ৩০০১, আহমাদ ১১৬৫৯, ১৩১০৯, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৫৩, দারিমী ১৮৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩/٥٤. بَاب الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ

১৯/৫৪. অধ্যায় : আরাফাতে অবতরণের স্থান

٣٠٠٩/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ أَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزِغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَالُوا نَعَمْ فَلَمَّا قَالُوا قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ» قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي رَاحَ.

১/৩০০৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' নাফি' বিন উমার আল-জুমাহী সাঈদ বিন হাস্সান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে 'নামিরা' উপত্যকায় অবতরণ করেছিলেন। রাবী বলেন, হাজ্জাজ বিন যুবায়ের (রাঃ) কে হত্যা করার পর বিন উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করে পাঠায় যে, আজকের এ দিনের কোন সময় নবী (সাঃ) (খোতবা দিতে মাঠের কেন্দ্রস্থলে) রওয়ানা হতেন ? তিনি বলেন, সেই সময় উপস্থিত হলে স্বয়ং আমরাই রওয়ানা হবো। অতএব তিনি কখন রওয়ানা হন তা লক্ষ্য করার জন্য হাজ্জাজ একজন লোক পাঠায়। বিন উমার (রাঃ) যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে ? লোকেরা বললো, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, হাঁ। তারা যখন বললো, সূর্য ঢলেছে তখন তিনি রওয়ানা হলেন।[৩০০৯]

١٩/٥٥. بَاب الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

১৯/৫৫. অধ্যায় : আরাফাতে অবস্থানস্থল

٣٠١٠/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ «هَذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» .

৩০০৯. আবূ দাউদ ১৯১৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন হাস্সান সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার মাঝে জারাহ আছে কিনা তা আমার জানা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৫০, ১০/৩৮৪ নং পৃষ্ঠা)

১/৩০১০। ∝[আলী বিন মুহাম্মাদ]⟩[ইয়াহইয়া বিন আদাম]⟩[সুফইয়ান]⟩[আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]⟩[যায়দ বিন আলী]⟩[তার পিতা (আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব)]⟩[উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি']⟩[আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাতে অবস্থান করেন এবং বলেন ঃ এটাই অবস্থানস্থল, গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল।[৩০১০]

٣٠١١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا فِيْ مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ إِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُوْلُ «كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ».

২/৩০১১। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]⟩[সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ]⟩[আমর বিন দীনার]⟩[আমর বিন আবদুল্লাহ বিন সফওয়ান]⟩[ইয়াযীদ বিন শায়বান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ বলেন, আমরা এক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু আরাফাত থেকে তা দূরে মনে হলো। ইতোমধ্যে বিন মিরবা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের নিকট আসেন এবং বলেন, অমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। কারণ তোমরা আজকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরসূরি।[৩০১১]

٣٠١٢/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ».

৩/৩০১২। ∝[হিশাম বিন আম্মার]⟩[কাসিম বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আহমাদ তার মিথ্যার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন)]⟩[মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির]⟩[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সমগ্র আরাফাতই অবস্থানস্থল, বাতনে আরাফাত থেকে উঠে যাও। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও (সেখানে অবস্থান করো না)। সমস্ত মিনাই কুরবানীর স্থান, কিন্তু জামরাতুল আকাবার পশ্চাদভাগ নয়।[৩০১২]

৩০১০. তিরমিযী ৮৮৫, আবূ দাউদ ১৯৩৫, আহমাদ ১৩৫১। হিজাবুল মারআহ ২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহান বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

৩০১১. তিরমিযী ৪৪৩, আবূ দাউদ ১৯১৯, আহমাদ ১৬৭৮২। মিশকাত ২৫৯৫, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১২৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০১২. আবূ দাউদ ১৯৩৬, ১৯৩৭, দারিমী ১৮৭৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৬৫, ১৯২, ১৬৯৩, মিশকাত ২৫৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** (إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ) অর্থাৎ কিন্তু জামরাতুল আকাবার পশ্চাদভাগ নয়; কথাটি ব্যতীত সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন তিনি দুর্বল ও মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৯৮, ২৩/৩৭৫ নং পৃষ্ঠা)

١٩/٥٦. بَاب الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

১৯/৫৬. অধ্যায় : আরাফাতের দুআ'

٣٠١٣/١- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ «أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنْ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لِأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ».

১/৩০১৩। আয়্যূব বিন মুহাম্মাদ আল-হাশিমী আবদুল কাহির ইবনুস সারী আস-সুলামী (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন কিনানাহ বিন আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (কিনানাহ বিন আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী) (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দুআ' করেন। জবাবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাঁকে জানানো হয় ঃ আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম, স্বৈরাচারী যালেম ব্যতীত। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর নির্যাতিতের প্রতিশোধ নিবো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হে প্রভু! আপনি ইচ্ছা করলে নির্যাতিত ব্যক্তিকে জান্নাত দান করতে এবং যালেমকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন জবাব পাওয়া গেলো না। ভোরবেলা তিনি মুযদালিফায় পুনরায় উপরোক্ত দুআ' করেন। এবার তাঁর আবেদন কবুল হলো। রাবী বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দের হাসি দিলেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি এ (হাজ্জের) সময় কখনও হাসেননি, আজ কোন্ জিনিস আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর দুশমন ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, মহামহিম আল্লাহ আমার দুআ' কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করেছেন, তখন সে গুড়া মাটি তুলে নিজের মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ, হায় ধ্বংস। আমি ওর যে অস্থিরতা দেখেছি তা আমাকে হাসিয়েছে।[৩০১৩]

৩০১৩. আবূ দাউদ ৫২৩৪, আহমাদ ১৫৭৭। মিশকাত ২৬০৩, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল্লাহ বিন কিনায়াহ বিন আব্বাস বিন মিরদান আস-সুলামী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৫, ১৫/৪৭৮ নং পৃষ্ঠা) ২. কিনানাহ বিন আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন

٢/٣٠١٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ أَبُوْ جَعْفَرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

২/৩০১৪। হারূন বিন সাঈদ আল-মিস্‌রী আবূ জা'ফার আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব মাখরামাহ বিন বুকায়র তার পিতা (বুকায়র) য়ূনুস বিন ইউসুফ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরাফাতের দিন জাহান্নাম থেকে যতো অধিক সংখ্যক বান্দাকে নাজাত দেন, অন্য কোন দিন এতো অধিক বান্দাকে নাজাত দেন না। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ এ দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন ঃ তারা কী চায়?[৩০১৪]

١٩/٥٧. بَاب مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

১৯/৫৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজরের পূর্বে আরাফাতে আসে

١/٣٠١٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ قَالَ «الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْ بِهِنَّ».

٢/٣٠١٥ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَا أُرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيْثًا أَشْرَفَ مِنْهُ.

১/৩০১৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান বুকায়র বিন আতা' আবদুর রহমান বিন ইয়া'মার আদ-দীলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (বুকায়র) বলেন, আমি আবদুর রহমান বিন ইয়া'মার আদ-দীলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আরাফাতে উপস্থিতকালে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। নাজদ এলাকার কতক লোক তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জ কিভাবে সম্পন্ন হয়? তিনি বলেন ঃ "আরাফাতে অবস্থান হচ্ছে হাজ্জ "। অতএব যে ব্যক্তি

তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৯৯৮, ২৪/২২৬ নং পৃষ্ঠা)

৩০১৪. মুসলিম ১৩৪৮, নাসায়ী ৩০০৩। সহীহাহ ২৫৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মুজদালিফার রাতে ফজর স্বলাতের পূর্বেই আরাফাতে এসে পৌছলো তার হাজ্জ পূর্ণ হলো। মিনায় তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ যুলহিজ্জা) অবস্থান করতে হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দু' দিন অবস্থানের পর চলে আসে, তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। অতঃপর তিনি কোন ব্যক্তিকে নিজ বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিলেন এবং সে উচ্চৈঃস্বরে একথা ঘোষণা করতে থাকলো।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৩টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩০১৫(১)। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রাযযাক স্রাওরী বুকায়র বিন আতা' আবদুর রহমান বিন ইয়া'মার আদ-দীলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি আরাফাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলাম। তখন নাজদের একদল লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো ... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, আমি স্রাওরীর কোন রিওয়ায়াত এ হাদীসের তুলনায় অধিক উত্তম পাইনি।[৩০১৫]

٣٠١٦/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِيْ وَأَتْعَبْتُ نَفْسِيْ وَاللهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِيْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضٰى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ».

৩/৩০১৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ আমির আশ-শা'বী উরওয়া বিন মুদাররিস আত-তায়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে হাজ্জ করেন। লোকেরা যখন মুযদালিফায় ছিল তখন তিনি পৌছেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার উষ্ট্রীকে শীর্ণকায় করে ফেলেছি (দীর্ঘ সফরে) এবং নিজেও কষ্টক্লেশ করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোন টিলা ত্যাগ করিনি যার উপর অবস্থান করিনি। আমার হাজ্জ হয়েছে কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সাথে নামাযে শরীক হয়েছে এবং আরাফাতে অবস্থানের পর রাতে অথবা দিনে প্রত্যাবর্তন করেছে সে নিজের ময়লা-মালিন্য (নখ-চুল ইত্যাদি) দূর করেছে এবং তার হাজ্জ পূর্ণ হয়েছে।[৩০১৬]

٥٨/١٩. بَاب الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

১৯/৫৮. অধ্যায় : আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

٣٠١٧/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَسِيْرُ حِيْنَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ وَكِيْعٌ وَالنَّصُّ يَعْنِيْ فَوْقَ الْعَنَقِ».

৩০১৫. তিরমিযী ৮৮৯, নাসায়ী ৩০৪৪, আবূ দাউদ ১৯৪৯, আহমাদ ১৮২৯৬, ১৮২৯৮, ১৮৪৭৫, দারিমী ১৮৮৭। ইরওয়া' ১০৬৪, মিশকাত ২৭১৪, সহীহ আবূ দাউদ ১৭০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০১৬. তিরমিযী ৮৯১, নাসায়ী ৩০৩৯, ৩০৪০, ৩০৪১, ৩০৪২, ৩০৪৩, আবূ দাউদ ১৯৫০, আহমাদ ১৫৭৭৫, ১৭৮৩৬, ১৭৮৪০, দারিমী ১৮৮৮। ইরওয়া' ১০৬৬, রাওদুন নাদীর ৬৭১, সহীহ আবূ দাউদ ১৭০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩০১৭। ‹আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ› ‹ওয়াকী‘› ‹হিশাম বিন উরওয়াহ› ‹তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয্ যুবায়র)› ‹উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কিভাবে পথ অতিক্রম করতেন? তিনি বলেন, তিনি জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। উন্মুক্ত জায়গা পেলে তিনি দ্রুত চলতেন। ওয়াকী‘ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, অর্থাৎ প্রথমোক্ত গতিবেগের তুলনায় অধিক দ্রুত বেগে (চলতেন)।[৩০১৭]

٣٠١٨/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ قُرَيْشٌ نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ }.

২/৩০১৮। ‹মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া› ‹আবদুর রায্যাক› ‹আস্-স্রাওরী› ‹হিশাম বিন উরওয়াহ› ‹তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয্ যুবায়র)› ‹আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)› তিনি বলেন, কুরায়শগণ বললো, আমরা তো বায়তুল্লাহর অধিবাসী। তাই আমরা হারামের বাইরে যাই না (আরাফাত হারামের সীমার বাইরে হওয়াতে তারা আরাফাতে যেতো না)। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ "অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৯)।[৩০১৮]

٥٩/١٩. بَاب النُّزُوْلِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

১৯/৫৯. অধ্যায় : প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিফার মাঝে যাত্রাবিরতি করা

٣٠١٩/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَفَضْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِيْ يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ قُلْتُ الصَّلَاةَ قَالَ «الصَّلَاةُ أَمَامُكَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ».

১/৩০১৯। ‹মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার› ‹আবদুর রহমান বিন মাহদী› ‹সুফইয়ান (বিন সাঈদ)› ‹ইবরাহীম বিন উকবাহ› ‹কুরায়ব› ‹উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে (আরাফাত থেকে) প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন তিনি সেই উপত্যকায় পৌঁছলেন যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাত্রাবিরতি করে, তখন সেখানে যাত্রাবিরতি দিয়ে পেশাব করেন, অতঃপর উযু করেন। আমি বললাম, (মাগরিবের) নামায পড়ে নিন। তিনি বলেন ঃ আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায পড়বো। তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলে আযান ও ইকামাত দেয়া হলো এবং মাগরিবের স্বলাত আদায় করলেন। অতঃপর কেউ জন্তুযানের পালান না খুলতেই দিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এশার স্বলাত আদায় করলেন।[৩০১৯]

৩০১৭. স্বহীহুল বুখারী ১৬৬৬, ২৯৯৯, ৪৪১৩, মুসলিম ১২৮৬, নাসায়ী ৩০২৩, ৩০৫১, আবূ দাউদ ১৯২৩, আহমাদ ২১২৭৬, ২১৩২৬, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৯৩, ১৮৮০। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩০১৮. স্বহীহুল বুখারী ১৬৬৫, ৪৫২০, মুসলিম ১২১৯, তিরমিযী ৮৮৪, নাসায়ী ৩০১২, আবূ দাউদ ১৯১০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩০১৯. স্বহীহুল বুখারী ১৩৯, ১৮১, ১৬৬৭, ১৬৭০, ১৬৭২, মুসলিম ১২৮০, নাসায়ী ৬০৯, ৩০২৪, ৩০২৫, ৩০৩১, আবূ দাউদ ১৯২১, ১৯২৫, আহমাদ ২১২৩৫, ২১২৪২, ২১২৪৯, ২১২৫৪, ২১২৮৩, ২১২৯৬, ২১৩০৫, ২১৩২৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৯০৪, দারিমী ১৮৮০, ১৮৮১। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

١٩/٦٠. بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

১৯/৬০. অধ্যায় : মুযদালিফায় দু' ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে পড়া

٣٠٢٠/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ».

১/৩০২০। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স্ব বিন সা'দ] [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ] [আদী বিন স্বাবিত আল-আনস্বারী] [আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-খাতমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [তিনি আবূ আয়্যূব (খালিদ বিন যায়দ) আল-আনস্বারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] কে বলতে শুনেছেন, আমি বিদায় হাজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায পড়েছি।[৩০২০]

٣٠٢١/٢- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ «الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ».

২/৩০২১। [মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী] [আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন)] [উবায়দুল্লাহ] [সালিম] [তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফায় মাগরিবের স্বলাত আদায় করলেন। আমরা যখন উটগুলো বসাচ্ছিলাম তখন তিনি বলেন ঃ (এশার) স্বলাতের ইকামাত হচ্ছে।[৩০২১]

١٩/٦١. بَاب الْوُقُوْفِ بِجَمْعٍ

১৯/৬১. অধ্যায় : মুযদালিফায় অবস্থান

٣٠٢٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفِيْضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ وَكَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ».

৩০২০. সহীহুল বুখারী ১৬৭৪, ৪৪১৪, মুসলিম ১২৮৭, নাসায়ী ৬০৫, ৩০২৬, আহমাদ ২৩০৩৭, ২৩০৫০, ২৩০৫৪, ২৩০৬০, মুওয়াত্তা' মালিক ৯১৫, দারিমী ১৫১৬, ১৮৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২১. সহীহুল বুখারী ১০৯২, ১১০৮, ১১০৯, ১৬৬৮, ১৬৭৩, ১৬৭৫, ১৮০৫, ৩০০০ মুসলিম ৭০৩, ১২৮৮, ১২৮৯, তিরমিযী ৮৮৭, নাসায়ী ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৩০২৮, ৩০২৯, ৩০৩০, ৩০২৮, আবূ দাউদ ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩, আহমাদ ৪৪৪৬, ৪৪৫৮, ৪৬৬২, ৪৮৭৫, ৫১৬৪, ৫২৬৫, ৫৪৭১, ৫৪৮২, ৫৫১৩, ৬০৪৭, ৬৩৬৩, ৬৪৩৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৯১৩, ৯১৬, দারিমী ১৫১৮, ১৮৮৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৬৮২, ১৬৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১/৩০২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন) আবূ ইসহাক আমর বিন মায়মুন বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-এর সাথে হাজ্জ করেছি। আমরা যখন মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলতো, হে স্রাবীর (মুযদালিফার একটি পাহাড়)! উজ্জ্বল হও, আমরা প্রত্যাবর্তন করবো। তারা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (মুযদালিফা থেকে) প্রত্যাবর্তন করতো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিপরীত আমল করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (মিনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করেন।[৩০২২]

٣٠٢٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَقَالَ «لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا».

২/৩০২৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্র স্রাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী আস্র-স্রাওরী আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে ধীরেসুস্থে (মুযদালিফা থেকে) রওয়ানা করেন এবং লোকেদেরও শান্তভাবে রওয়ানা হতে বলেন। (মিনায় পৌঁছার পর) তিনি তাদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ক্ষুদ্র কাঁকর নিক্ষেপ করে। তিনি নিজে (মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত) ওয়াদী মুহাসসির দ্রুত অতিক্রম করেন এবং বলেন ঃ আমার উম্মাত যেন হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখে নেয়। কারণ এ বছরের পর হয়তো আমি তাদের সাথে আর মিলিত হতে পারবো না।[৩০২৩]

٣٠٢٤/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ يَا بِلَالُ أَسْكِتِ النَّاسَ أَوْ أَنْصِتِ النَّاسَ

৩০২২. স্রহীহুল বুখারী ১৬৮৪, ৩৮৩৮, তিরমিযী ৪৯৬, নাসায়ী ৩০৪৭, আবূ দাউদ ১৯৩৮, আহমাদ ৮৫, ২০০, ২৭৭, ২৯৭, ৩৬০, ৩৮৭, দারিমী ১৮৯০। স্রহীহ আবূ দাউদ ১৬৯৪, হিজাবুল মারআহ ৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আ র-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩০২৩. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। ইরওয়া' ১০৭৪, স্রহীহ আবূ দাউদ ১৬৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

Contents

ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِيْ جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ادْفَعُوْا بِاسْمِ اللهِ» .

৩/৩০২৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' ইবনু আবূ রাওওয়াদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আবূ সালামাহ আল-হিমস্রী (মাজহুল বা অপরিচিত) বিলাল বিন রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুযদালিফার দিন ভোরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন ঃ হে বিলাল! লোকেদের চুপ করতে বলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই মুযদালিফায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের উত্তম লোকেদের ওয়াসীলায় তোমাদের গুনাহগারদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি যা প্রার্থনা করেছে তিনি তাকে তা দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো।[৩০২৪]

٦٢/١٩. بَاب مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

১৯/৬২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায়

٣٠٢٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سُفْيَانُ فِيْهِ وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيْهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

১/৩০২৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মিসআর ও সুফইয়ান সালামাহ বিন কুহায়ল হাসান আল-উরানী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের অল্প বয়স্কদেরকে আমাদের গাধাগুলোয় চড়িয়ে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের উরুর উপর হাল্কা আঘাত করে বলতেন ঃ আমার কচিকাঁচা! সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না। সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ কাঁকর নিক্ষেপ করতো কি না জানি না।[৩০২৫]

৩০২৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বহীহাহ ১৬২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু আবূ রাওওয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার দিক থেকে তিনি পরিচিত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও মুরজিয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৪৭, ১৮/১৩৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ সালামাহ আল-হিমস্রী সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৪১১, ৩৩/৩৭৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু ইবনু আবূ রাওওয়াদ ও আবূ সালামাহ আল-হিমস্রী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে , ৩টি খুবই দুর্বল, ৫টি দুর্বল, ৪টি হাসান, ৩টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৮৮৩১, মা'রিফাতুস সাহাবাহ ৩০৩৭।

৩০২৫. ইবনু মাজাহ ৩০২৬, স্বহীহুল বুখারী ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৮৫৬, মুসলিম ১২৯৩, ১২৯৪, তিরমিযী ৮৯২, ৮৯৩, নাসায়ী ৩০৩২, ৩০৩৩, ৩০৩৪, ৩০৪৮, আবূ দাউদ ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১। ইরওয়া' ৪/২৭৬, মিশকাত ২৬১৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৯৬, ১৬৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٣٠٢٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كُنْتُ فِيْمَنْ قَدِمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ».

২/৩০২৬। ∻[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][সুফইয়ান][আমর][আতা'][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারে যেসব দুর্বল লোকেদের (মুযদালিফা থেকে মিনায়) আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[৩০২৬]

٣٠٢٧/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ «كَانَتْ امْرَأَةً ثَبْطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا».

৩/৩০২৭। ∻[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][সুফইয়ান][আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম][তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকার)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∻ নিশ্চয় সাওদা বিনতু যামআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্থূলকায় ছিলেন। তিনি মুযদালিফা থেকে লোকেদের রওনা হওয়ার আগেই চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[৩০২৭]

٦٣/١٩. بَاب قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

১৯/৬৩. অধ্যায় : জামরায় নিক্ষেপের কঙ্করের আকার

٣٠٢٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ».

১/৩০২৮। ∻[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আলী বিন মুসহির][ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল)][সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস (মাকবূল)][তার মাতা (উম্মু জুনদুব) (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∻ বলেন, কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন তিনি বলেছেন ঃ হে লোকসকল! যখন তোমরা জামরায় (কংকর) নিক্ষেপ করতে যাবে তখন সেখানে ক্ষুদ্র আকারের কংকর নিক্ষেপ করবে।[৩০২৮]

٣٠٢٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ «الْقُطْ لِيْ حَصًى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ

৩০২৬. সহীহুল বুখারী ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৮৫৬, মুসলিম ১২৯৩, ১২৯৪, তিরমিযী ৮৯২, ৮৯৩, নাসায়ী ৩০৩২, ৩০৩৩, ৩০৩৪, ৩০৪৮, আবূ দাউদ ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১। ইরওয়া' ৪/২৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২৭. সহীহুল বুখারী ১৬৮০, ১৬৮১, মুসলিম ১২৯০, নাসায়ী ৩০৩৭, ৩০৪৯, আবূ দাউদ ২৩৪৯৫, ২৪১১৪, ২৪১৫২, ২৪৪৯৬, ২৪৭৮৬, ২৫২৬০, দারিমী ১৮৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২৮. আবূ দাউদ ১৯৬৬, আহমাদ ১৫৬৫৭, ২৬৫৯০। সহীহ আবূ দাউদ ১৭১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِيْ كَفِّهِ وَيَقُوْلُ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوْا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» .

২/৩০২৯। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ আওফ যিয়াদ ইবনুল হুসায়ন আবুল আলিয়াহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামরাতুল আকাবার ভোরে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন ঃ আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করে লও। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। তা ছিল আকারে ক্ষুদ্র। তিনি তা নিজের হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন ঃ এই আকারের ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করবে। তিনি পুনরায় বলেন ঃ দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকেদেরকে দীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে।[৩০২৯]

١٩/٦٤. بَاب مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

১৯/৬৪. অধ্যায় : যেখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয়

١/٣٠٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِيْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ».

১/৩০৩০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-মাসঊদী (তিনি সত্যবাদী তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) জামি' বিন শাদ্দাদ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামরাতুল আকাবায় পৌঁছে উপত্যকার নিম্নভূমিতে কাবাকে সামনে রেখে এবং জামরাতুল 'আকাবাকে ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন, অতঃপর বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! যে মহান ব্যক্তির উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল তিনি এখান থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।[৩০৩০]

٢/٣٠٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ» .

৩০২৯. নাসায়ী ৩০৫৯আহমাদ ১৮৫৪। সহীহাহ ১২৮৩, যিলাল ৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৩০. সহীহুল বুখারী ১৭৪৭, ১৭৪৮, ১৭৪৯, ১৭৫০, মুসলিম ১২৯৬, তিরমিযী ৯০১, নাসায়ী ৩০৭০, ৩০৭১, ৩০৭২, ৩০৭৩, আবূ দাঊদ ১৯৭৪, আহমাদ ৩৫৩৮, ৩৯৯২, ৪০৫১, ৪৩৪৬, ৪৩৫৭। আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৮৮০, সহীহ আবূ দাঊদ ১৭২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-মাসউদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে মৃত্যুর পুর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

٣/٣٠٣١ (١)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

২/৩০৩১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দ'ঈফ বা দুর্বল) সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস (মাকবূল) তার মাতা (উম্মু জুনদুব) রাযিয়াল্লাহু আনহা তিনি বলেন, আমি কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন, অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৩/৩১৩১(১)। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দ'ঈফ বা দুর্বল) সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস (মাকবূল) তার মাতা (উম্মু জুনদুব) রাযিয়াল্লাহু আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩০৩১]

١٩/٦٥. بَاب إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

১৯/৬৫. অধ্যায় : জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না

١/٣٠٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».

১/৩০৩২। উসমান বিন আবূ শায়বাহ তালহাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) য়ূনুস বিন ইয়াযীদ আয যুহরী সালিম ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর সেখানে আর অবস্থান করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এরূপ করেন।[৩০৩২]

٢/٣٠٣٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَمَى جَمْرَ الْعَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ».

৩০৩১. আবূ দাঊদ ১৯৬৬, আহমাদ ১৫৬৫৭, ২৬৫৯০। সহীহ আবূ দাঊদ ১৭১৫-১৭১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে স্রিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩২. সহীহুল বুখারী ১৭৫১, ১৭৫৩, নাসায়ী ৩০৮৩, আহমাদ ৬৩৬৮, দারিমী ১৯০৩। সহীহাহ ২০৭৩, সহীহ আবূ দাঊদ ১৭২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী তালহাহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। উসমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৯৮৫, ১৩/৪৪৪ নং পৃষ্ঠা)

২/৩০৩৩। ∞[সুওয়ায়দ বিন সাঈদ][আলী বিন মুসহির][হাজ্জাজ][হাকাম বিন উতবাহ][মিকসাম][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে চলে যেতেন, অবস্থান করতেন না।[৩০৩৩]

١٩/٦٦. بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا

১৯/৬৬. অধ্যায় : আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা

٣٠٣٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ».

১/৩০৩৪। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন)][হাকাম][মিকসাম][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন।[৩০৩৪]

٣٠٣٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ».

২/৩০৩৫। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ওয়াকী'][আয়মান বিন নাবিল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][কুদামাহ বিন আবদুল্লাহ আল-আমিরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোরবানীর দিন লাল-সাদা মিশ্র বর্ণের একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এতে না ছিল আঘাত, না ছিল হাঁকানো, না এদিক, না ওদিক।[৩০৩৫]

١٩/٦٧. بَاب تَأْخِيْرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

১৯/৬৭. অধ্যায় : ওজরবশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা

৩০৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২০৭৩, সহীহ আবূ দাঊদ ১৭২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৩৪. তিরমিযী ৮৯৯, আহমাদ ২০৫৭, ২২৫৩। সহীহ আবূ দাঊদ ১৭১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৫. তিরমিযী ৯০৩, নাসায়ী ৩০৬১, আহমাদ ১৪৯৮৫, দারিমী ১৯০১। মিশকাত ২৬২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আয়মান বিন নাবিল সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। সুফইয়ান আস্র স্রাওরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। মুহাম্মাদ বিন আম্মার তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মক্কায় সত্যবাদী ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৯, ৩/৪৪৭ নং পৃষ্ঠা)

١/٣٠٣٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا».

১/৩০৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর আবদুল মালিক বিন আবূ বাকর আবুল বাদ্দাহ বিন আসিম তার পিতা (আসিম বিন আদী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উট চারকদের একদিন কাঁকর নিক্ষেপ করার ও একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৩০৩৬]

٢/٣٠٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُوْنَهُ فِيْ أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ».

২/৩০৩৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্‌যাক মালিক বিন আনাস মালিক বিন আনাস আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর তার পিতা (আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম) আবুল বাদ্দাহ বিন আসিম আসিম বিন আদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহমাদ বিন সিনান আবদুর রহমান বিন মাহদী মালিক বিন আনাস আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর তার পিতা (আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম) আবুল বাদ্দাহ বিন আসিম আসিম বিন আদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উট চারকদের মিনায় অথবা তার বাইরে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যেন তারা কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে। এরপর কোরবানীর পরে দু' দিনের কংকর একসাথে নিক্ষেপ করবে। তারা ঐ দু' দিনের যে কোন একদিন তা নিক্ষেপ করবে। ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ বিন আবূ বাক্‌র বলেছেন, প্রথম দিন (কোরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করবে, অতঃপর প্রস্থানের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।[৩০৩৭]

١٩/٦٨. بَاب الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ

১৯/৬৮. অধ্যায় : শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ

١/٣٠٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ».

৩০৩৬. মাজাহ ৩০৩৭, তিরমিযী ৯৫৪, ৯৫৫, নাসায়ী ৩০৬৮, ৩০৬৯, আবূ দাউদ ১৯৭৫, ১৯৭৬, আহমাদ ২৩২৬২, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৩৫, দারিমী ১৮৯৭। ইরওয়া' ১০৮০, সহীহ আবূ দাউদ ১৭২৪, ১৭২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৩৭. তিরমিযী ৯৫৪, ৯৫৫, নাসায়ী ৩০৬৮, ৩০৬৯, আবূ দাউদ ১৯৭৫, ১৯৭৬, আহমাদ ২৩২৬২, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৩৫, দারিমী ১৮৯৭ ইরওয়া' ১০৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩০৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আশআস্ (দঈফ বা দুর্বল) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হাজ্জ করলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।[৩০৩৮]

١٩/٦٩. بَاب مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

১৯/৬৯. অধ্যায় : হাজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?

٣٠٣٩/١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

১/৩০৩৯। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর হামযাহ ইবনুল হারিস্ বিন উমায়র তার পিতা (হারিস্ বিন উমায়র) আয়্যূব সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রেখেছেন যতক্ষণ না জামরাতুল আকাবায় (কোরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করেছেন।[৩০৩৯]

٣٠٤٠/٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ «فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ».

২/৩০৪০। হান্নাদ ইবনুস সারী আবুল আহওয়াস্ খুসায়ফ (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ফাদল বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একই বাহনে তাঁর পিছনে সওয়ার ছিলাম। আমি তাঁকে অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল 'আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি যখন তা নিক্ষেপ করেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেছেন।[৩০৪০]

৩০৩৮. তিরমিযী ৯২৭। হুজ্জাতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃষ্ঠা নং ৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আশআস্ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্ দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৪, ৩/২৬৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৯. নাসায়ী ৩০৫৬, ১৯৮৭। ইরওয়া' ৪/২৯৬, রাওদুন নাদীর ৮৩৪, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৪০. সহীহুল বুখারী ১৫৪৪, ১৬৭০,১৬৮৫, ১৬৮৭, মুসলিম ১২৮১, ১২৮২, তিরমিযী ৯১৮, নাসায়ী ৩০২০, ৩০৫২, ৩০৫৫, ৩০৭৯, ৩০৮০, ৩০৮১, ৩০৮২, আবূ দাউদ ১৮১৫, আহমাদ ১৭৯৪, ১৮০১, ১৮১১, ১৮২৪, ১৮৩৪,দারিমী ১৯০২। ইরওয়া' ১০৯৮, রাওদুন নাদীর ৮৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী খুসায়ফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি যখন স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্ বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস্ গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হিফযের দুর্বলতা সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, তার হাদীস্ দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৯৩, ৮/২৫৭ নং পৃষ্ঠা)

١٩/٧٠. بَاب مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

১৯/৭০. অধ্যায় : জামরাতুল 'আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয়

٣٠٤١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَوَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيْبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا».

১/৩০৪১। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][সুফইয়ান][সালামাহ বিন কুহায়ল][হাসান আল-উরানী][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ ❖[আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও ওয়াকী' ও আবদুর রহমান বিন মাহদী][সুফইয়ান][সালামাহ বিন কুহায়ল][হাসান আল-উরানী][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীসংগ ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে বিন আব্বাস! সুগন্ধিও? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিজ মাথায় কস্তুরী মাখতে দেখেছি (কংকর নিক্ষেপের পরে)। তা সুগন্ধি কি নয়?[৩০৪১]

٣٠٤٢/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِيْ مُحَمَّدٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِإِحْلَالِهِ حِيْنَ أَحَلَّ».

২/৩০৪২। ❖[আলী বিন মুহাম্মাদ][আমার খালু মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ ও আবূ উসামাহ][উবায়দুল্লাহ][কাসিম বিন মুহাম্মাদ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইহরাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং যখন তিনি ইহরাম খুলেছেন তখনও।[৩০৪২]

١٩/٧١. بَاب الْحَلْقِ

১৯/৭১. অধ্যায় : মাথা কামানো

٣٠٤٣/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ».

৩০৪১. নাসায়ী ৩০৮৪, আহমাদ ২০৯১, ৩১৯৪। সহীহাহ ২৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৪২. সহীহুল বুখারী ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৭৫৪, ৫৯১৮, ৫৯২২, ৫৯২৩, ৫৯২৮, ৫৯৩০, মুসলিম ২০৪০-২০৫৮, তিরমিযী ৯১৭, নাসায়ী ৪১৭, ৪৩১, ২৬৮৪-২৭০৫, আবূ দাউদ ১৭৪৫, ১৭৪৬, আহমাদ ২৩৫৯১, ২৩৬১৪, ২৪২৪০, ২৪২৬০, ২৪৪১৩, ২৪৪৪৫, ২৪৪৬২, ২৪৭৫৯, ২৪৮৭৪, ২৪৮৯৩, ২৪৯৪৮, ২৪৯৯৫, ২৫০৫৮, ২৫০৭৪, ২৫১১৩, ২৫১৯৫, ২৫২২৪, ২৫২৪৭, ২৭৬৫৬, ২৫২৮৯, ২৫৩৪৬, ২৫৪০২, ২৫৪৭৫, ২৫৪৮৬, ২৫৫৪৭, ২৫৫৪৯, ২৫৫৯৮, ২৫৬৩০, ২৫৬৮৮, ২৫৭৪০, ২৫৭৭১, ২৫৮৬৪, মালিক ৭২৭, দারিমী ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩। ইরওয়া' ১০৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩০৪৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) উমারাহ ইবনুল কা'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা নিজেদের মাথার চুল ছাঁটিয়েছে? তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ ! যারা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা নিজেদের মাথার চুল ছাঁটিয়েছে তাদের জন্যও। তিনি বলেন ঃ যারা চুল ছাঁটিয়েছে তাদের জন্যও।[৩০৪৩]

٢/٣٠٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ».

২/৩০৪৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী আদ-দিমাশকী আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছাঁটিয়েছে তাদের প্রতিও। তিনি বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছাঁটিয়েছে তাদের জন্যও (অনুরূপ দুআ' করুন)। তিনি বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছাঁটিয়েছ তাদের প্রতিও। তিনি বলেন ঃ যারা চুল ছাঁটিয়েছে তাদের প্রতিও[৩০৪৪]

٣/٣٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةً قَالَ «إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا».

৩/৩০৪৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র য়ূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইবনু আবূ নাজীহ মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে আপনি তাদের জন্য তিনবার, আর যারা চুল ছাঁটিয়েছে তাদের জন্য একবার মাত্র দুআ' করেছেন, এর কারণ কী? তিনি

৩০৪৩. সহীহুল বুখারী ১৭২৮, মুসলিম ১৩০২, আহমাদ ৭১১৮, ৯০৭৭। ইরওয়া' ৪/২৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪৪. সহীহুল বুখারী ১৭২৭, মুসলিম ১৩০১, তিরমিযী ৯১৩, আবূ দাউদ ১৯৭৯, আহমাদ ৪৬৪৩, ৪৮৭৯, ৫৪৮৩, ৫৯৬৯, ৬১৯৮, ৬২৩৩, ৬৩৪৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৯০১, দারিমী ১৯০৬। ইরওয়া' ১০৮৪, সহীহ আবূ দাউদ ১৭২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলেন ঃ যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তারা সন্দেহ করেনি (অর্থাৎ উত্তম কাজ সন্দেহমুক্তভাবে সমাধা করেছে)।[৩০৪৫]

۱۹/۷۲. بَاب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

১৯/৭২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজ মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ করে

۱/۳۰٤٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ «إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَا أَحِلُّ حَتّٰى أَنْحَرَ».

১/৩০৪৬। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ উসামাহ] [উবায়দুল্লাহ বিন উমার] [নাফি‘] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-র স্ত্রী হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা ইহরামমুক্ত হয়েছে, আর আপনি এখনও উমরার ইহরাম থেকে মুক্ত হননি, এর কারণ কী? তিনি বলেনঃ আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করে নিয়েছি এবং সাথে কোরবানীর পশু এনেছি। তাই কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরামমুক্ত হতে পারি না।[৩০৪৬]

۲/۳۰٤۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «يُهِلُّ مُلَبِّدًا».

২/৩০৪৭। [আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী] [আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব] [য়ূনুস] [ইবনু শিহাব] [সালিম] [তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ অবস্থায় লাব্বাইক ধ্বনি করেছেন।[৩০৪৭]

۱۹/۷۳. بَاب الذَّبْحِ

১৯/৭৩. অধ্যায় : কোরবানীর বর্ণনা

۱/۳۰٤۸- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ».

৩০৪৫. আবূ দাউদ ৩৩০১। ইরওয়া' ৪/২৮৫, ২৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪৬. সহীহুল বুখারী ১৫৬৬, ১৬৯৭, ১৭২৫, ৪৩৯৮, ৫৯১৬, মুসলিম ১২২৯, নাসায়ী ২৬৮২, ২৭৮১, আবূ দাউদ ১৮০৬, আহমাদ ২৫৮৯৩, ২৫৮৯৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৯৭। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৪৭. সহীহুল বুখারী ১৫৪০, ৫৯১৪, ৫৯১৫, নাসায়ী ২৬৮৩, আবূ দাউদ ১৭৪৭, আহমাদ ৫৯৮৫, ৬১১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩০৪৮। 〈আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ〉〈ওয়াকী'〉〈উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)〉〈আতা'〉〈জাবির (রাঃ)〉 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন মিনার সমস্ত এলাকাই কোরবানীর স্থান, মক্কার প্রতিটি প্রশস্ত সড়কই রাস্তা এবং কোরবানীর স্থান, আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানস্থল এবং মুযদালিফার সমস্ত এলাকাও অবস্থানস্থল।[৩০৪৮]

٧٤/١٩. بَاب مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

১৯/৭৪. অধ্যায় : হাজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রপশ্চাত করা

٣٠٤٩/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِيْ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا «لَا حَرَجَ».

১/৩০৪৯। 〈আলী বিন মুহম্মাদ〉〈সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ〉〈আয়্যুব〉〈ইকরিমাহ〉〈ইবনু আব্বাস (রাঃ)〉 তিনি বলেন, হাজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্র-পশ্চাত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দু' হাতের ইশারায় বলেন ঃ কোন ক্ষতি নেই।[৩০৪৯]

٣٠٥٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُوْلُ «لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ» فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ « لَا حَرَجَ» قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ «لَا حَرَجَ».

২/৩০৫০। 〈আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ〉〈ইয়াযীদ বিন যুরায়'〉〈খালিদ আল-হায্‌যা'〉〈ইকরিমাহ〉〈ইবনু আব্বাস (রাঃ)〉 তিনি বলেন, মিনার দিবসে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ কোন দোষ নেই, কোন ক্ষতি নেই। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, কোরবানীর পূর্বে আমি মাথা মুণ্ডন করিয়েছি। তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই। আরেকজন বললো, আমি সন্ধ্যায় কাঁকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন ঃ কোন ক্ষতি নেই।[৩০৫০]

٣٠٥١/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ «لَا حَرَجَ».

৩/৩০৫১। 〈আলী বিন মুহাম্মাদ〉〈সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ〉〈যুহরী〉〈ঈসা বিন তালহাহ〉〈আবদুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)〉 নবী (সাঃ) এর নিকট মাসআলা জানতে চাওয়া হলো যে, কোন ব্যক্তি

৩০৪৮. আবূ দাউদ ১৯৩৬, ১৯৩৭, দারিমী ১৮৭৯। রাওদুন নাদীর ৪৬৮, সহীহাহ ২৪৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪৯. সহীহুল বুখারী ৮৪, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ৬৬৬৬, মুসলিম ১৩০৭, নাসায়ী ৩০৬৭, আবূ দাউদ ১৯৮৩। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৫০. সহীহুল বুখারী ৮৪, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ৬৬৬৬, মুসলিম ১৩০৭, নাসায়ী ৩০৬৭, আবূ দাউদ ১৯৮৩। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মাথা মুণ্ডনের পূর্বে কোরবানী করেছে অথবা কোন ব্যক্তি কোরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাতে কোন দোষ নেই।[৩০৫১]

٣٠٥٢/٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَعَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ «لَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ».

৪/৩০৫২। ❖হারূন বিন সাঈদ আল-মিসরী, আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব, উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আতা' বিন আবূ রাবাহ, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ❖ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরবানীর দিন লোকেদের উদ্দেশে মিনায় বসলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেয়েছি। তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করেছি। তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই। সেদিন কোন অনুষ্ঠান কোন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে সম্পন্ন করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ কোন দোষ নেই।[৩০৫২]

١٩/٧٥. بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ

১৯/৭৫. অধ্যায় : তাশরীকের দিনসমূহে (১১-১২-১৩ যিলহাজ্জ) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা

٣٠٥٣/١- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ».

১/৩০৫৩। ❖হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিসরী, আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব, ইবনু জুরায়জ, আবুয যুবায়র, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ❖ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জামরাতুল আকাবায় পূর্বাহ্নে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি এরপরের (দিনগুলোতে) পাথর নিক্ষেপ করেন অপরাহ্নে।[৩০৫৩]

٣٠٥٤/٢- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ أَبُوْ شَيْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ».

২/৩০৫৪। ❖জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল), ইবরাহীম বিন উসমান বিন আবূ শায়বাহ (তার মিথ্যার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), হাকাম, মিকসাম, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩০৫১. সহীহুল বুখারী ৮৩, ১২৪, ১৭৩৬, ১৭৩৮, ৬৬৬৫, মুসলিম ১৩০৬, তিরমিযী ৯১৬, আবূ দাউদ ২০১৪, আহমাদ ৬৪৪৮, ৬৪৫৩, ৬৭৬১, ৬৮৪৮, ৬৯১৮, ৬৯৯৩, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৫৯, দারিমী ১৯০৭, ১৯০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৫২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০৫৩. মুসলিম ১২৯৯, তিরমিযী ৮৯৪, নাসায়ী ৩০৬২, ৩০৬৩, আবূ দাউদ ১৯৭১, আহমাদ ১৩৯৪৪, ১৪০০৯, ১৪২৬১, দারিমী ১৮৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

(অপরাহ্নে) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করতেন, কাঁকর নিক্ষেপের পর তাঁর নামায পড়ার সময় হয়ে যেতো।[৩০৫৪]

١٩/٧٦. بَاب الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

১৯/৭৬. অধ্যায় : কোরবানীর দিনের ভাষণ

١/٣٠٥٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوْا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَيَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْ بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا أَلَا وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» .

১/৩০৫৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হান্নাদ ইবনুস সারী আবুল আহ্‌ওয়াস্ব শাবীব বিন গারকাদাহ সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহ্‌ওয়াস্ব (মাকবূল) তার পিতা (আমর ইবনুল আহ্‌ওয়াস্ব) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিদায় হাজ্জে বলতে শুনেছি ঃ হে লোকসকল! কোন্ দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি তিনবার এ কথা বলেন। তারা বলেন, হাজ্জের বড় দিন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য (তাতে হস্তক্ষেপ করা) হারাম, যেভাবে তোমাদের এ দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম। সাবধান! কেউ অপরাধ করলে সেজন্য তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। জেনে রাখো ! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের জন্য ইবাদত পাওয়া থেকে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে

৩০৫৪. তিরমিযী ৮৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুযতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবরাহীম বিন উসমান বিন আবূ শায়বাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস মানুষেরা বর্জন করেছে। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম যাহাবী তার হাদীস বর্জন করেছেন। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। নূরুদ্দীন আল-হায়সামী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১২, ২/১৪৭)

করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য করো এবং তাতে সে খুশি হয়ে যায়। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল রক্তের (হত্যার) দাবি রহিত হলো। এসব দাবির মধ্যে আমি সর্ব প্রথম আল-হারিস্র বিন আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি রহিত করছি, সে লাইস গোত্রে প্রতিপালিত হওয়াকালে হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত সূদের দাবি রহিত হলো। তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবে, তোমরাও জুলুম করবে না এবং জুলুমের শিকারও হবে না। শোনো হে আমার উম্মাত! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। একথাও তিনি তিনবার বলেন।[৩০৫৫]

٢/٣٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ».

২/৩০৫৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবদুস সালাম (দঈফ বা দুর্বল) যুহরী মুহাম্মাদ বিন জুবায়র বিন মুতইম তার পিতা (জুবায়র বিন মুতইম) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনার মসজিদুল খায়ফ-এ দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শোনে, অতঃপর তা (অন্যদের নিকট) পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক মূলত জ্ঞানী নয়। কোন কোন জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বয়ে নিয়ে যায়, সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনটি বিষয়ে মুমিন ব্যক্তির অন্তর প্রতারণা করতে পারে না। ঃ (১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) জন্য 'আমল (কাজ) করা, (২) মুসলিম শাসকবর্গকে সদুপদেশ প্রদানে এবং (৩) মুসলিম জামা'আতের (সমাজের) সাথে সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে। কারণ মুসলমানদের দু'আ' তাদেরকে পেছন দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।[৩০৫৬]

৩০৫৫. তিরমিযী ২১৫৯, ৩০৮৭, আবূ দাউদ ৩৩৩৪। ইরওয়া' ৫/২৭৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৭০০ (এর অনুরূপ)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৫৬. আহমাদ ১৬২৯৬, ১৬৩১২, দারিমী ২২৭। যিলাল ১০৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুস সালাম বিন আবুল জানূব সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন,তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪১৬, ১৮/৬৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ও আবদুস সালাম বিন আবুল জানূব এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৯৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ৩৩টি খুবই দুর্বল, ১১৪টি দুর্বল, ৬৭টি হাসান, ৭৮টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২৬৫৬, ২৬৫৭, ২৬৫৮, আবূ দাউদ ৩৬৬০, দারিমী ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০।

٣٠٥٧/٣- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوْا هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تُسَوِّدُوْا وَجْهِيْ أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ».

৩/৩০৫৭। ইসমাঈল বিন তাওবাহ যাফির বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) আবূ সিনান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন মুররাহ মুররাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাতের ময়দানে তাঁর কানকাটা উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় বলেন ঃ তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন, এটা কোন্ মাস এবং এটা কোন্ শহর? তারা বলেন, এটা (মক্কা) সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি আরো বলেন ঃ সাবধান! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমনি তোমাদের এই মাসের সম্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। শুনে রাখো! আমি তোমাদের আগেই হাওযে কাওসারে উপস্থিত থাকবো। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গৌরব করবো। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিপ্ত না করো। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে পারবো, আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী! তিনি বলবেন ঃ তোমার পরে এরা কী বিদআতী কাজ করেছে, তা তুমি জানো না।[৩০৫৭]

٣٠٥٨/٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ حَجَّ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوْا هَذَا بَلَدُ اللهِ الْحَرَامُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوْا شَهْرُ اللهِ الْحَرَامُ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ

৩০৫৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যাফির বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তার দুর্বলতার সাথে তার থেকে হাদীস্র লিখা যায়। আবুল হাসান ইবনুল মুনাদী বলেন, আমি তার হাদীস্র বর্জন করেছি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯৪৭, ৯/২৬৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ সিনান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৯৪, ১০/৪৯২ নং পৃষ্ঠা)

فِيْ هَذَا الشَّهْرِ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ».

৪/৩০৫৮। হিশাম বিন আম্মার, সাদাকাহ বিন খালিদ, হিশাম ইবনুল গায, নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বছর হাজ্জ করেন, সেই বছর কোরবানীর দিন জামরাসমূহের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আজ কোন্ দিন? সাহাবীগণ বললেন, কোরবানীর দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ শহর? তারা বললেন, এটা আল্লাহর সম্মানিত শহর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ মাস? তারা বললেন, আল্লাহর সম্মানিত মাস। তিনি বলেন ঃ এটি হাজ্জের বড় দিন। তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মান-সম্ভ্রম (প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ) তোমাদের জন্য হারাম, যেমন এই শহরের হুরমাত (সম্মান) এই মাসে এবং এই দিনে। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? তারা বলেন, হাঁ। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন ঃ হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। অতঃপর তিনি লোকেদের বিদায় দেন। তখন তারা বলেন, এটা বিদায় হাজ্জ[৩০৫৮]

١٩/٧٧. بَاب زِيَارَةِ الْبَيْتِ

১৯/৭৭. অধ্যায় : বাইতুল্লাহ যিয়ারত

٣٠٥٩/١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ طَاوُسٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ».

১/৩০৫৯। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, সুফইয়ান, মুহাম্মাদ বিন তারিক, তাউস ও আবুয যুবায়র, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্ব করেন।[৩০৫৯]

٣٠٦٠/٢- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِيْ أَفَاضَ فِيْهِ قَالَ عَطَاءٌ وَلَا رَمَلَ فِيْهِ».

২/৩০৬০। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া, ইবনু ওয়াহব, ইবনু জুরায়জ, আতা', আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্করে রমল (বাহু দুলিয়ে বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ) করেননি। আতা' (রহেমাহুল্লাহ আলায়হি) বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করতে হয় না।[৩০৬০]

١٩/٧٨. بَاب الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

১৯/৭৮. অধ্যায় : যমযমের পানি পান করা

٣٠٦١/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ

৩০৫৮. আবূ দাউদ ১৯৪৫। সহীহ আবূ দাউদ ১৭০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৫৯. তিরমিযী ৯২০, আবূ দাউদ ২০০০, আহমাদ ২৬০৭, ২৮১১, ২৫২৭১। ইরওয়া' ৪/২৬৪, ২৬৫, দঈফ আবূ দাউদ ৩৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** শায।

৩০৬০. আবূ দাউদ ২০০১। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِيْ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ إِنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ زَمْزَمَ».

১/৩০৬১। আলী বিন মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা উসমান ইবনুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্‌র (মাকবূল) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো, যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজনমত পান করেছো? সে বললো, তা কিরূপে? তিনি বলেন, তুমি তা থেকে পান করার সময় কিবলামুখী হবে, আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পানশেষে তুমি মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করে না।[৩০৬১]

٣٠٦٢/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».

২/৩০৬২। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনুল মুআম্মাল (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ যমযমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।[৩০৬২]

٧٩/١٩. بَاب دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

১৯/৭৯. অধ্যায় : কা'বা ঘরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা

٣٠٦٣/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ

৩০৬১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১১২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্‌র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে তার নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি ইবনু উমার থেকে ও তার থেকে আমর বিন দীনার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার থেকে দুইজন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউ তাকে স্বিকাহ বলেনি। সানাদের বাকি রাবীগুলো স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৩৯১, ২৫/৫৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৬২. আহমাদ ১৪৪৩৫, ১৪৫৭৮। ইরওয়া' ১১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ ইবনুল মুআম্মাল সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার অনেক হাদীস্র আছে যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৫৯৯, ১৬/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটির ৪৮টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে , ৮টি খুবই দুর্বল, ১৯টি দুর্বল, ৯টি হাসান, ১২টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ১৪৪৩৫, ১৪৫৭৮, দারাকুতনী ২৭১৩, মু'জামুল আওসাত ৮৪৯, ৩৮১৫, ৯০২৭, শুআবুল ঈমান ৪১২৭, ৪১২৮।

شَيْبَةَ فَأَغْلَقُوْهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوْا سَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ «صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِيْ أَنْ لَا أَكُوْنَ سَأَلْتُهُ كَمْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১/৩০৬৩। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী উমার বিন আবদুল ওয়াহিদ আল-আওযাঈ হাস্‌সান বিন আতিয়্যাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বিলাল বিন রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (ইবনু উমার) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসমান বিন শায়বাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা বেরিয়ে এলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন্ স্থানে নামায পড়েছেন? তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি ভিতরে প্রবেশ করে ডান দিকের দু' স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেন। অতঃপর আমি নিজেকে তিরস্কার করলাম যে, আমি কেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতো রাক'আত নামায পড়েছেন।[৩০৬৩]

٢/٣٠٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِيْ وَأَنْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِيْنٌ فَقَالَ «إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِي».

২/৩০৬৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইসমাঈল বিন আবদুল মালিক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) ইবনু আবূ মুলায়কাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট থেকে আনন্দিত চোখে ও উৎফুল্ল চিত্তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ন অবস্থায় ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট থেকে চক্ষু শীতল অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন, অথচ দুশ্চিন্তাযুক্ত অবস্থায় ফিরে এলেন! তিনি বলেন ঃ আমি কা'বা ঘরে প্রবেশ করার পর ভাবলাম, আমি যদি এটা না করতাম! আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমার পরে আমার উম্মাতের কষ্ট হবে।[৩০৬৪]

١٩/٨٠. بَاب الْبَيْتُوْتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيْ مِنًى

১৯/৮০. অধ্যায় : মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান

৩০৬৩. সহীহুল বুখারী ৩৯৭, ৪৬৮, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ১১৭১, ১৫৯৮, ১৫৯৯, ২৯৮৮, ৪৪০০, মুসলিম ১৩২৯, তিরমিযী ৮৭৪, নাসায়ী ৬৯২, ৭৪৯, ২৯০৫, ২৯০৬, ২৯০৭, ২৯০৮, আবূ দাউদ ২০২৩, আহমাদ ৪৮৭৩, ৫১৫৪, ৫৮৯১, ৫৯৮৩, ৬১৯৫, ২৩৩৭৭, ২৩৩৮৮, ২৩৪০২, মুওয়াত্তা' মালিক ৯১০, দারিমী ১৮৬৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৬৪-১৭৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৬৪. তিরমিযী ৮৭৩, আবূ দাউদ ২০২৯। দঈফাহ ৩৩৪৬, দঈফ আবূ দাউদ ৩৪৭, দঈফ আল-জামি' আস স্বগীর ২০৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আবদুল মালিক সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনুল জারূদ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৪, ৩/১৪১ নং পৃষ্ঠা)

٣٠٦٥/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ».

১/৩০৬৫। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিনার দিনগুলোর রাত মক্কায় কাটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ হাজ্জীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[৩০৬৫]

٣٠٦٦/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمْ يُرَخِّصْ النَّبِيُّ ﷺ لِأَحَدٍ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ».

২/৩০৬৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও হান্নাদ ইবনুস সারী আবূ মুআবিয়াহ ইসমাঈল বিন মুসলিম (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত আর কাউকে মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেননি। কারণ তার উপর পানি সরবরাহের দায়িত্ব অর্পিত ছিল।[৩০৬৬]

٨١/١٩. بَاب نُزُوْلِ الْمُحَصَّبِ

১৯/৮১. অধ্যায় : মুহাস্সাবে যাত্রা বিরতি

٣٠٦٧/١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنَّ نُزُوْلَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيَكُوْنَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ».

১/৩০৬৭। হান্নাদ ইবনুস সারী ইবনু আবূ যাইদাহ ও আবদাহ, ওয়াকী' ও আবূ মুআবিয়াহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ও আবূ মুআবিয়াহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ হাফস বিন গিয়াস্র হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, 'আল-আবতাহ্' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে এজন্য যাত্রাবিরতি করেন যাতে (মদীনার উদ্দেশ্যে তাঁর রওয়ানা করা সহজ হয়।[৩০৬৭]

৩০৬৫. সহীহুল বুখারী ১৬৩৪, ১৭৪৫, মুসলিম ১৩১৫, আবূ দাউদ ১৯৫৯, আহমাদ ৪৬৭৭, ৪৭১৭, ৪৮১২, ৫৫৮১, দারিমী ১৯৪৩। ইরওয়া' ১০৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৬৬. সহীহুল বুখারী ১৬৩৬, আহমাদ ১৮৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, আমরা তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করিনা। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৪৮৩, ৩/১৯৮ নং পৃষ্ঠা)

৩০৬৭. সহীহুল বুখারী ১৭৬৫, মুসলিম ১৩১১, তিরমিযী ৯২৩, আবূ দাউদ ২০০৮, আহমাদ ২৩৬২৩, ২৫০৪৭, ২৫১৯২, ২৫৩৫৭, ২৫৩৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٠٦٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «ادَّلَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ ادِّلَاجًا».

২/৩০৬৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)] [আম্মার বিন রুযায়ক] [আল-আ'মাশ] [ইবরাহীম] [আল-আসওয়াদ] [আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলা বাতহা নামক স্থান থেকে মদীনার উদ্দেশে রওনা হন।[৩০৬৮]

٣٠٦٩/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ «يَنْزِلُوْنَ بِالْأَبْطَحِ».

৩/৩০৬৯। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আবদুর রায্‌যাক] [উবায়দুল্লাহ] [নাফি'] [ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর, উমার ও উষমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাতহা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন।[৩০৬৯]

٨٢/١٩. بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

১৯/৮২. অধ্যায় : বিদায়ী তাওয়াফ

٣٠٧٠/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ كُلَّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

১/৩০৭০। [হিশাম বিন আম্মার] [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ] [সুলায়মান বিন তাউস] [ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে সব দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ শেষবারের মত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ যেন প্রস্থান না করে।[৩০৭০]

٣٠٧١/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

২/৩০৭১। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ (তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে)] [তাউস] [ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু] তিনি বলেন, শেষবারের মত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে (মক্কা থেকে) প্রস্থান করতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।[৩০৭১]

৩০৬৮. আহমাদ ২৩৯৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩০৬৯. সহীহুল বুখারী ১৭৬৯, মুসলিম ১৩১০, তিরমিযী ৯২১, আবূ দাউদ ২০১২, ২০১৩, আহমাদ ৪৮০৪, ৫৭২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭০. সহীহুল বুখারী ১৭৫৫, মুসলিম ১৩২৭, ১৩২৮, আবূ দাউদ ২০০২, আহমাদ ১৯৩৭, দারিমী ১৯৩২। রাওদুন নাদীর ৫৫৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩/٨٣. بَاب الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ

১৯/৮৩. অধ্যায় : ঋতুবতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে

١/٣٠٧٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ».

১/৩০৭২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব আবূ সালামাহ ও উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, তাওয়াফে ইফাদা করার পর সাফিয়্যা বিনতু হুয়ায় (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঋতুবতী হলেন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানালাম। তিনি বলেন, সে কি আমাদের আটকে রাখবে? আমি বললাম, তিনি তাওয়াফে ইফাযা করেছেন, অতঃপর ঋতুবতী হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তাহলে রওয়ানা হতে পারো।[৩০৭২]

٢/٣٠٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ «عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلَا إِذَنْ مُرُوْهَا فَلْتَنْفِرْ».

২/৩০৭৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ ইবরাহীম আল-আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

৩০৭১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৫৫৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান ইবনুল আশআস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সহজ সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৭, ২/২৪২) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ এর কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল। হাদীসটির ১৬৮টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ১৩টি খুবই দুর্বল, ৪৭টি দুর্বল, ৩৮টি হাসান, ৬৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৭৫৪, মুসলিম ১২১১, তিরমিযী ৯৪৪, ৯৪৬, আবূ দাউদ ২০০২, ২০০৪, দারিমী ১৯৩২, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৪৬, আহমাদ ১৯৩৭, ৩১৩০, ১০৫০১৪, ১৫০১৫, ১৫০১৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৮০৮, ২৮০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, দারাকুতনী ২৬৬৪, ২৭৬০, শারহুস সুন্নাহ ১৯৭১।

৩০৭২. সহীহুল বুখারী ৩২৮, ১৫৬১, ১৭৩৩, ১৭৫৭, ১৭৬২, ১৭৭২, ৪৪০১, ৫৩২৯, ৬১৫৭, ৭২২৯, মুসলিম ১২১১, তিরমিযী ৯৪৩, নাসায়ী ৩৯১, আবূ দাউদ ২০০৩, আহমাদ ২৩৫৮১, ২৩৫৮৯, ২৪০০৪, ২৪০৩৭, ২৪১৫৩, ২৪৩৮৫, ২৪৭৮১, ২৪৮৯৭, ২৪৯১৪, ২৪৯৯১, ২৫০৭৫, ২৫১৩৪, ২৫১৯৩, ২৫২৪৯, ২৫৩৪৭,২৫৪১৩, ২৫৬২৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৪৩, ৯৪৫, দারিমী ৯৪২, ১৯১৭। ইরওয়া' ১০৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা বললাম, সে ঋতুবতী হয়েছে। তিনি বলেন ঃ বন্ধ্যা, ন্যাড়া, সে তো আমাদের আটকে ফেলেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছেন। তিনি বলেন ঃ তাহলে অসুবিধা নেই। তোমরা তাকে রওনা হতে বলো।[৩০৭৩]

٨٤/١٩. بَاب حَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

১৯/৮৪. অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জ

٣٠٧٤/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِيْ فَحَلَّ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ حَلَّ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِيْ نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِك وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِيْ يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِيْ إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ { وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى }.

فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِيْ يَقُوْلُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ }.

৩০৭৩. সহীহুল বুখারী ৩২৮, ১৫৬১, ১৭৩৩, ১৭৫৭, ১৭৬২, ১৭৭২, ৪৪০১, ৫৩২৯, ৬১৫৭, ৭২২৯, মুসলিম ১২১১, তিরমিযী ৯৪৩, নাসায়ী ৩৯১, আবূ দাউদ ২০০৩, আহমাদ ২৩৫৮১, ২৩৫৮৯, ২৪০০৪, ২৪০৩৭, ২৪১৫৩, ২৪৩৮৫, ২৪৭৮১, ২৪৮৯৭, ২৪৯১৪, ২৪৯৯১, ২৫০৭৫, ২৫১৩৪, ২৫১৯৩, ২৫২৪৯, ২৫৩৪৭,২৫৪১৩, ২৫৬২৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৪৩, ৯৪৫, দারিমী ৯৪২, ১৯১৭। ইরওয়া' ৪/২৬১। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللهَ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِيْ بَطْنِ الْوَادِيْ حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا يَعْنِيْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ قَالَ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتْ أَمَرَنِيْ أَبِيْ بِهَذَا فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِيْ صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِيْ ذَكَرَتْ عَنْهُ وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتُ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُكَ ﷺ قَالَ فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِيْ أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْمَدِيْنَةِ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَتَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوْ الْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوْا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنِّي فَمَا

أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلًا حَتَّى تَصْعَدَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعَرِ أَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِيْ تُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهِ وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ».

১/৩০৭৪। হিশাম বিন আম্মার, হাতিম বিন ইসমাঈল, জা'ফার বিন মুহাম্মাদ, তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) বলেন, আমরা জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গেলাম। আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের পরিচয় জানতে চান। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, আমি আলী ইবনুল হুসাইনের পুত্র মুহাম্মাদ। অতএব তিনি (স্নেহভরে) আমার দিকে তার হাত বাড়ালেন এবং তা আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি প্রথমে আমার পরিচ্ছদের উপর দিকের বোতাম, অতঃপর নিচের বোতাম খুললেন, অতঃপর তার হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। তিনি বলেন, তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতোমধ্যে স্বলাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্তভাগ নিজ কাঁধের উপর রাখতেন, তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেতো। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে স্বলাত আদায় করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এর (বিদায়) হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্বহস্তে নয় (৯) সংখ্যার প্রতি ইংগিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং (এ সময়কালের মধ্যে) হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকেদের মধ্যে ঘোষণা করালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (এ বছর) হাজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী। অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলে আসমা বিনতু উমাইস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কী করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি গোসল করো, এক খণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধো এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে (ইহরামের দু' রাক'আত) স্বলাত আদায় করলেন, অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে 'বায়দা' নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন আমি (জাবির) সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম, লোকে লোকারণ্য, কতক সওয়ারীতে এবং কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নিয়'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা" (আমি তোমার দরবারে হাজির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাজির, আমি তোমার দরবারে হাজির। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নাই)।

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করলো যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। লোকেরা তাঁর তালবিয়ার সাথে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে, কিন্তু তিনি তাদের বাধা দেননি। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত তালবিয়াই পাঠ করেন।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা হাজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়াত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছলে তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন, অতঃপর (সাতবার কাবা ঘর) তাওয়াফ করলেন, (প্রথম) তিনবার দ্রুত গতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে স্বলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো " (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দুই রাক'আত স্বলাত আদায় করলেন)। (জা'ফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি দু' রাক্আত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়েছেন।

অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহ ফিরে এলেন এবং হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে স্বাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন ঃ "নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদের্শন সমূহের অন্যতম " (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮) এবং (আরও বললেন) আল্লাহ তাআলা যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করবো। অতএব তিনি স্বাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তার এতোটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহর একত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করলেন এবং এ দুআ' পড়েন

ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল-মুলক ওয়া লাহুল-হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়েন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহু " (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন)।

তিনি এ দুআ' তিনবার পড়লেন এবং মাঝখানে অনুরূপ আরো কিছু দুআ' পড়লেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যাবত না তাঁর পা মোবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকলো। তিনি দৌড়ে চললেন যাবত না উপত্যকার মধ্যভাগ অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শেষ তাওয়াফে তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে (লোকেদের সম্বোধন করে) বললেন ঃ যদি আমি আগে বুঝতে পারতাম যে, আমার কী করা উচিত তাহলে আমি সাথে করে কোরবানীর পশু আনতাম না এবং (হাজ্জের) ইহ্রামকে উমরায় পরিবর্তিত করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। তখন নবী (ﷺ) এবং যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করলেন। এ সময় সুরাকা বিন মালিক বিন জুশুম (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন ঃ উমরা হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো, না, বরং সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রাঃ) নবী (ﷺ) এর জন্য কোরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহ্রাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রাঃ) কেও তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙীন কাপড় পরিহিত ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রাঃ) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রাবী বলেন) এরপর আলী (রাঃ) ইরাকে অবস্থানকালে বলতেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হলাম ফাতিমার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায়, সে যা করেছে সে সম্পর্কে মাসআলা জানার জন্য। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তার এ কাজ অপছন্দ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ ফাতিমা ঠিকই করেছে, ঠিকই বলেছে! তুমি হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রাঃ) বলেন, আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ! আমি ইহ্রাম বাঁধলাম যে নিয়াতে ইহ্রাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ আমার সাথে কোরবানীর পশু আছে, অতএব তুমি (আলী) ইহ্রাম খুলো না।

জাবির (রাঃ) বলেন, 'আলী (রাঃ) ইয়ামেন থেকে যে পশুপাল নিয়ে আসেন এবং নবী (ﷺ) নিজের সাথে করে যে পশুগুলো নিয়ে এসেছিলেন এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় একশত। নবী (ﷺ) এবং যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করে। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) শুরু হলে লোকেরা পুনরায় ইহ্রাম বাঁধলো এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলো। আর নবী (ﷺ) সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিল যে, নবী (ﷺ) মাশআরুল হারাম নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যেমন কুরাইশগণ জাহিলী যুগে এখানে অবস্থান করতো (মানহানি হওয়ার আশঙ্কায় তারা সাধারণের সাথে

একত্রে আরাফাতে অবস্থান করতো না)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন যাবত না আরাফাতে পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন।

অবশেষে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রী সাজানোর নির্দেশ দিলে তা সাজানো হলো। অতঃপর তিনি উপত্যকার মাঝখানে আসেন এবং লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"তোমাদের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেভাবে এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম"।

"সাবধান! জাহিলী যুগের সকল জিনিস (অপ-সংস্কৃতি) রহিত হলো। আমাদের (বংশের) রক্তের দাবির মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রবীআ ইবনুল হারিসের রক্তের দাবি রহিত করলাম।" সে সাদ গোত্রে শিশু অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়াকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল।

"জাহিলী যুগের সূদও রহিত করা হলো। আমাদের বংশের প্রাপ্য সূদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র প্রাপ্য সমুদয় সূদ রহিত করলাম।"

"তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে এমন কোন লোককে যেতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা অনুরূপ কাজ করে তবে তাদেরকে হাল্কাভাবে মারপিট করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের পোশাক ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।"

"আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

"তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কী বলবে ? উপস্থিত জনতা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন"। অতঃপর তিনি নিজের তর্জনি (শাহাদত আঙ্গুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করেন এবং জনতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন (তিনবার)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে আল মাওকিফ (অবস্থানস্থল)-এ এলেন, নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তুপের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে হাঁটার পথ নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর বাহনের পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে এর মাথা জিনপোষ স্পর্শ করলো (এবং তা অগ্রযাত্রা শুরু করলো)। তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বলেন ঃ "হে জনমণ্ডলী! শান্তভাবে, শান্তভাবে (ধীরে সুস্থে মধ্যম গতিতে) অগ্রসর হও।" যখনই তিনি বালুর স্তূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাসারন্ধ্রের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন, যাতে তা উপর দিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে এক আযানে ও দু' ইকামতে মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করলেন। এই দু' সলাতের মাঝখানে অন্য কোন সলাত আদায় করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে ঘুমালেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হলো। অতঃপর উষা পরিস্কার হয়ে গেলে তিনি

আযান ও ইকামাতসহ ফজরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল-হারাম' নামক স্থানে আসেন। এখানে তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর মহত্ব বর্ণনা করলেন, কলেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। আকাশ যথেষ্ট পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা হলেন এবং ফাযল বিন আব্বাসকে সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসালেন।

সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন অগ্রসর হলেন তখন (পাশাপাশি) একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাযল তাদের দিকে তাকাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের হাত অন্যদিক থেকে ফাযলের চেহারার উপর রাখলেন। সে আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। এভাবে তিনি 'বাতনে মুহাসসির' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সাওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুততর করলেন। তিনি মধ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরায় গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। অতঃপর যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল তা আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যবেহ করতে বললেন এবং তিনি তা কোরবানী করলেন। তিনি নিজ পশুতে 'আলীকেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হলো। তাঁরা উভয়ে এই গোশত থেকে আহার করলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (নিজ গোত্র) বনূ আবদুল মুত্তালিবে এলেন। তারা লোকেদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! পানি তোলো। আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করবে, তাহলে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।[৩০৭৪]

٣٠٧٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا».

৩০৭৪. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। ইরওয়া' ১১২০. সহীহ আবূ দাউদ ১৬৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩০৭৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর আল-আবদী মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতিব আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের কতক একসাথে হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধে, কতক শুধু হাজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং কতক শুধু উমরার ইহরাম বাঁধে। যারা একসাথে হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তাদের জন্য হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহরামের ফলে) কোন (সাময়িক) নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। অনুরূপ যারা শুধুমাত্র হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল তাদের জন্যও হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহরামের ফলে) কোন (সাময়িক) নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। আর যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তাদের জন্য বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ ও স্নাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার পর (ইহরামের কারণে) যা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেলো, হাজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত।[৩০৭৫]

٣٠٧٦/٣- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ «حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنْ الْمَدِيْنَةِ وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةَ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِيْ جَهْلٍ فِيْ أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ قِيْلَ لَهُ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ».

৩/৩০৭৬। কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী আবদুল্লাহ বিন দাউদ সুফইয়ান (বিন সাঈদ) জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী আবদুল্লাহ বিন দাউদ সুফইয়ান ইবনু আবূ লায়লা হাকাম মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার হাজ্জ করেছেন ঃ হিজরতের পূর্বে দু' বার এবং হিজরতের পর মদীনা থেকে একবার (যা বিদায় হাজ্জ নামে প্রসিদ্ধ)। শেষোক্তটি তিনি কিরান হাজ্জ করেছেন অর্থাৎ একত্রে হাজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধেন। এ হাজ্জে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতোটি কোরবানীর পশু এনেছিলেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) যতোটি পশু এনেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল একশত। এর মধ্যে একটি উট ছিল আবূ জাহলের,

---

৩০৭৫. সহীহুল বুখারী ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ১৫১৮, ১৫৫৬, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬২, ১৬৩৮, ১৬৪৩, ১৬৫০, ১৭০৯, ১৭২০, ১৭৬২, ১৭৮৩, ১৭৮৬, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ২৩১৭, ২৯৫২, ২৯৮৪, ৪৩৯৫, ৪৪০৮, ৫৫৪৮, ৫৫৫৯, ৭২২৯, ১২১১, ১২১২, ১২২৮, ১২৭৭, তিরমিযী ৯৩৪, ৯৪৫, ২৯৬৫, নাসায়ী ২৪২, ২৯০, ২৪৮, ২৬৫০, ২৭১৭, ২৭১৮, ২৭৪১, ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৮০৩, ২৮০৪, ২৯৯০, ২৯৯১, আবূ দাউদ ৭৫০, ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৮২, আহমাদ ২৩৫৫৬, ২৩৫৭৩, ২৩৫৮৯, ২৪০৪৪, ২৪৩৫৫, ২৪৩৮৫, ২৪৭৭৯, ২৪৭৮৮, ২৪৯১৩, ২৫০৫০, ২৫৩১০, ২৫৫৩৪, ২৫৫৫৪, ২৭৬৫৪, ২৫৮১২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৬, ৮৯৬, ৯৪০, ৯৪১, দারিমী ১৪৬, ১৯০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

এর নাসারন্ধ্রে রূপার লাগাম আঁটা ছিল। নবী (ﷺ) স্বহস্তে ৬৩টি এবং 'আলী (রাঃ) অবশিষ্টগুলি কোরবানী করেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ হাদীস্ব কে তার নিকট বর্ণনা করেছেন ? তিনি বলেন, জাফর সাদিক, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি জাবির (রাঃ)-র সূত্রে। অন্যদিকে বিন আবূ লাইলা, তিনি আল-হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে, তিনি বিন আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে।[৩০৭৬]

٨٥/١٩. بَاب الْمُحْصِرِ

১৯/৮৫. অধ্যায় : হাজ্জের উদ্দেশে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হলে

٣٠٧٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِيْ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ.

১/৩০৭৭। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও ইবনু উলায়্যাহ] [হাজ্জাজ বিন আবূ উস্‌মান] [ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর] [ইকরামাহ] [আল-হাজ্জাজ বিন আমর আল-আনসারী (রাঃ)] বলেন, আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ঃ যার হাড় ভেঙ্গে গেলো অথবা যে লেংড়া হয়ে গেলো (ইহরাম বাঁধার পর), সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেলো। সে পুনর্বার হাজ্জ করবে। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও ইবনু উলায়্যাহ] [হাজ্জাজ বিন আবূ উস্‌মান] [ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর] [ইকরামাহ] [ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] (ইকরিমাহ বলেন), আমি এ হাদীস্ব বিন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-র নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি (হাজ্জাজ) সত্য বলেছেন।[৩০৭৭]

٣٠٧٨/٢- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَوَجَدْتُهُ فِيْ جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ.

৩০৭৬. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। হুজ্জাতুন নাবী (ﷺ) ৬৭-৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭৭. তিরমিযী ৯৪০, নাসায়ী ২৮৬০, ২৮৬১, আবূ দাউদ ১৮৬২, আহমাদ ১৫৩০৪, দারিমী ১৮৯৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৬২৭, ১৬২৮, মিশকাত ২৭১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩০৭৮। ❖[সালামাহ বিন শাবীব][আবদুর রায্যাক][মা'মার][ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর][ইকরিমাহ][আবদুল্লাহ বিন রাফি'][উম্মু সালামাহ এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ বিন রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)][বলেন, আমি আল-হাজ্জাজ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖-এর নিকট ইহরামধারী ব্যক্তির বাধাগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে গেলে বা সে পঙ্গু হয়ে গেলে বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা বাধাগ্রস্ত হলে সে হালাল হয়ে যাবে। তাকে পরবর্তী বছর হাজ্জ করতে হবে। ❖[সালামাহ বিন শাবীব][আবদুর রায্যাক][মা'মার][ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ (ইকরিমাহ) বলেন, আমি এ হাদীস ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আবদুর রাযযাক বলেন, আমি এ হাদীস হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈর কিতাবে লিপিবদ্ধ পেয়েছি। আমি তা নিয়ে মামার-এর নিকট এলে তিনি আমার সামনে তা পাঠ করেন অথবা আমি তার সামনে তা পাঠ করি।[৩০৭৮]

٨٦/١٩. بَاب فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ

১৯/৮৬. অধ্যায় : বাধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্‌য়া

٣٠٧٩/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } قَالَ كَعْبٌ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَ بِيْ أَذًى مِنْ رَأْسِيْ فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِيْ فَقَالَ «مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } قَالَ فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ».

১/৩০৭৯। ❖[মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][আবদুর রহমান ইবনুল আস্বাহানী][আবদুল্লাহ বিন মা'কিল][কা'ব বিন উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি মসজিদের মধ্যে কা'ব বিন উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। আমি তার নিকট নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (অনুবাদ) ঃ "তবে রোযা অথবা সদাকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদ্‌য়া দিবে" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)। কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আমার মাথায় অসুখ ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। উকুন আমার মুখমণ্ডলে ছড়িয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে যে কষ্ট ভোগ করতে দেখছি তেমনটি আর কখনও দেখিনি। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তবে রোযা অথবা সদাকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদ্‌য়া দিবে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তিন দিন রোযা রাখতে হবে, আর সদাকার ক্ষেত্রে ছয়জন মিসকীনকে

৩০৭৮. তিরমিযী ৯৪০, নাসায়ী ২৮৬০, ২৮৬১, আবূ দাউদ ১৮৬২, আহমাদ ১৫৩০৪, দারিমী ১৮৯৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৬২৭, ১৬২৮, মিশকাত ২৭১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে, মাথাপিছু অর্ধ সা' (এক কেজি দু'শ পঞ্চাশ গ্রাম) এবং কোরবানীর ক্ষেত্রে একটি বকরী।[৩০৭৯]

٣٠٨٠/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ «أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ آذَانِي الْقَمْلُ أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِيْ وَأَصُوْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِيْ مَا أَنْسُكُ».

২/৩০৮০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আবদুল্লাহ বিন নাফি' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন কা'ব কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ) তিনি বলেন, উকুন আমাকে কষ্ট দিতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন এবং তিন দিন রোযা রাখতে অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাতে বলেন। তিনি জানতেন যে, আমার নিকট কোরবানী করার মত কিছু ছিলো না।[৩০৮০]

٨٧/١٩. بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

১৯/৮৭. অধ্যায় : ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো

٣٠٨١/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ».

১/৩০৮১। মুহাম্মাদ ইবনুস সব্বাহ সুফইয়ান ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় ও রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।[৩০৮১]

৩০৭৯. মাজাহ ৩০৮০, সহীহুল বুখারী ১৮১৪, ১৮১৫, ১৮১৬, ১৮১৮, ৪১৫৯, ৪১৯০, ৪১৯১, ৪৫১৭, ৫৬৬৫, ৫৭০৩, ৬৭০৮, মুসলিম ১২০১, তিরমিযী ৯৫৩, ২৯৭৩, ২৯৭৪, নাসায়ী ২৮৫১, ২৮৫২, আবূ দাউদ ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮, ১৮৫৯, ১৮৬০, আহমাদ ১৭৬৩৫, ১৭৬৪৩, ১৭৬৫৪, ১৭৬৬৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬। ইরওয়া' ৪/২৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৮০. মাজাহ ৩০৮০, সহীহুল বুখারী ১৮১৪, ১৮১৫, ১৮১৬, ১৮১৮, ৪১৫৯, ৪১৯০, ৪১৯১, ৪৫১৭, ৫৬৬৫, ৫৭০৩, ৬৭০৮, মুসলিম ১২০১, তিরমিযী ৯৫৩, ২৯৭৩, ২৯৭৪, নাসায়ী ২৮৫১, ২৮৫২, আবূ দাউদ ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮, ১৮৫৯, ১৮৬০, আহমাদ ১৭৬৩৫, ১৭৬৪৩, ১৭৬৫৪, ১৭৬৬৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬। ইরওয়া' ৪/২৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮১. বুখারী ১৮৩৫, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০৩, ২২৭৮, ২২৭৯, ৫৬৯১, ৫৬৯৪, ৫৬৯৫, ৫৬৯৯, ৫৭০১, মুসলিম ২০৮৭, ২৯৫৪, ২৯৫৫, ৪০৯১, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৮৩৯, নাসায়ী ২৮৪৫, ২৮৪৬, ২৮৪৭, আবূ দাউদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ২৩৭২, ২৩৭৩, আহমাদ ১৮৫২, ১৯২২, ১৯৪৪, ২১০৯, ২১৮৭, ২২২৯, ২২৪৩, ২২৪৯, ২৩৩৩, ২৩৫১, ২৫৩২, ২৫৮৪, ২৬৫৪, ২৭১১, ২৭৮৫৩, ২৮৮৩, ৩০৬৫, ৩০৬৮, ৩২০১, ৩২২৩, ৩২৭২, ৩৫১৩, ৩৫৩৭, দারিমী ১৮১৯, ১৮২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে

٢/٣٠٨٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ».

২/৩০৮২। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর মুহাম্মাদ বিন আবুদ দয়ফ (তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত) ইবনু খুসায়ম আবুয যুবায়র জাবির (রাঃ) একটি কঠিন ব্যথার কারণে নবী (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।[৩০৮২]

١٩/٨٨. بَاب مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

১৯/৮৮. অধ্যায় : ইহরামধারী ব্যক্তি কী ধরনের তৈল মাখতে পারে

١/٣٠٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ».

১/৩০৮৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ ফারকাদ আস-সাবখী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু উমার (রাঃ) নবী (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় ঘ্রাণহীন যায়তুনের তৈল মাথায় মাখতেন।[৩০৮৩]

আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস রয়েধে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০২, ২১০৩, ২২১০, ২২৫৭৭, ২২৭৮, ২২৭৯, ২২৮০, ২২৮১, ৫৬৯১, ৫৬৯৫, ৫৬৯৯, ৫৭০১, মুসলিম ১২০২, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮০, ২২০৯, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৮৩৯, ১২৭৮, আবূ দাউদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৩৭, ২৩৭২, ২৩৭৩, ৩৪২৩, ৩৪২৪, ৩৮৬৩, ৩৮৬৭, দারিমী ১৮১৯, ১৮২০, ১৮২১, ১৮২২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৮৪, ১৮২১, আহমাদ ৬৯৪, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৯, ১৮৫২, ১৩৫৯১।

৩০৮২. আহমাদ ১৪৪৯২। সহীহ আবূ দাউদ ১৬১০, ১৬১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবুদ-দায়ফ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৩০৫, ২৫/৪০৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইবনু আবুদ-দায়ফ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে , টি খুবই দুর্বল, টি দুর্বল, টি হাসান, টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস রয়েধে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০২, ২১০৩, ২২১০, ২২৫৭৭, ২২৭৮, ২২৭৯, ২২৮০, ২২৮১, ৫৬৯১, ৫৬৯৫, ৫৬৯৯, ৫৭০১, মুসলিম ১২০২, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮০, ২২০৯, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৮৩৯, ১২৭৮, আবূ দাউদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৩৭, ২৩৭২, ২৩৭৩, ৩৪২৩, ৩৪২৪, ৩৮৬৩, ৩৮৬৭, দারিমী ১৮১৯, ১৮২০, ১৮২১, ১৮২২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৮৪, ১৮২১, আহমাদ ৬৯৪, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৯, ১৮৫২, ১৩৫৯১।

৩০৮৩. সহীহুল বুখারী ১৫৩৮, তিরমিযী ৯৬২, আহমাদ ৪৭৬৮, ৪৮১৪, ৫২২০, ৬০৫৩, ৬২৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ফারকাদ আস-সাবখী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার

٨٩/١٩. بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ

১৯/৮৯. অধ্যায় : কেউ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে

٣٠٨٤/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ.

٣٠٨٤/٢ (١)- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১/৩০৮৪। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [আমর বিন দীনার] [সাঈদ বিন জুবায়র] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] এক ইহরামধারী ব্যক্তিকে তার জন্তুযান নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে সে মারা যায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার পরনের বস্ত্রদ্বয় দিয়ে তাকে কাফন দাও এবং তার মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩০৮৪(১)। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [শু'বাহ] [আবূ বিশর] [সাঈদ বিন জুবায়র] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেন, তার জন্তুযান তার ঘাড় মটকে দেয়। রাসূলুল্লাহ আরও বলেন ঃ তাকে সুগন্ধি মাখিও না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।[৩০৮৪]

٩٠/١٩. بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ

১৯/৯০. অধ্যায় : কেউ ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে তার কাফ্ফারা

٣٠٨٥/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ».

১/৩০৮৫। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [জারীর বিন হাযিম] [আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন উমায়র] [আবদুর রহমান বিন আবূ আম্মার] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরামধারী ব্যক্তি কর্তৃক হায়েনা শিকারের কাফ্ফারা একটি ভেড়া নির্ধারণ করেছেন এবং হায়েনাকেও শিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩০৮৫]

আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল ও হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৭১৫, ২৩/১৬৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮৪. সহীহুল বুখারী ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭, ১২৬৮, মুসলিম ১২০৬, তিরমিযী ৯৫১, নাসায়ী ১৯০৪, ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৫৬, ২৮৫৭, ২৮৫৮, আবূ দাউদ ৩২৩৮, ৩২৪১, আহমাদ ১৮৫৩, ১৯১৭, ২৩৯০, ২৫৮৬, ৩০২২, ৩০৩৬, ৩২২০, দারিমী ১৮৫২। ইরওয়া' ১০১৬, আহকামুল জানাইয ১২, ১৩, রাওদুন নাদীর ৩৯১, ৩৯২। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩০৮৫. মাজাহ ৩২৩৬, তিরমিযী ৮৫১, ১৭৯১, নাসায়ী ২৮৩৬, ৪৩২৩, আবূ দাউদ ২৮০১, আহমাদ ১৩৭৫১, ১৪০১৬, ১৪০৪০, দারিমী ১৯৪১, ১৯৪২। আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২২৪৮, ইরওয়া' ১০৫০। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

٢/٣٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ».

২/৩০৮৬। মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-কাত্তান আল-ওয়াসিতী, ইয়াযীদ বিন মাওহাব, মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আল-ফাযারী, আলী বিন আবদুল আযীয (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), হুসায়ন আল-মুআল্লিম, আবুল মুহাযযিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি পাখির ডিম আত্মসাৎ করলে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (কাফফারা স্বরূপ)।[৩০৮৬]

١٩/٩١. بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

১৯/৯১. অধ্যায় : ইহরামধারী ব্যক্তি যে সব প্রাণী হত্যা করতে পারে

١/٣٠٨٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَأَةُ».

১/৩০৮৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, শু'বাহ, কাতাদাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আয়িশাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণী আছে যা হারামের বাইরে ও ভেতরে হত্যা করা বৈধ ঃ সাপ, বুকে বা পিঠে সাদা চিহ্নযুক্ত কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।[৩০৮৭]

٢/٣٠٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ قَالَ فِيْ قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ».

৩০৮৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১০৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন আবদুল আযীয সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তার হাদীস উল্লেখ করে বলেন, তার এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, মানুষ তার হাদীস বর্জন করেছে। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন ও তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১০৩, ২১/৫৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবুল মুহাযযিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্কিাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৫৫, ৩৪/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮৭. সহীহুল বুখারী ১৭২৯, ৩৩১৪, ১১৯৮, তিরমিযী ৮৩৭, নাসায়ী ২৮২৯, ২৮৮১, ২৮৮২, ২৮৮৭, ২৮৮৮, ২৮৯০, ২৮৯১,আহমাদ ২৩৫৩২, ২৪০৪৮, ২৪১৪০, ২৪৩৯০, ২৪৭৮২, ২৫১৫০, ২৫২২৫, ২৫৪১৫, ২৫৬০১, ২৫৬৯১, ২৫৭১২, দারিমী ১৮১৭। ইরওয়া' ৪/২২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩০৮৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [উবায়দুল্লাহ] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এমন পাঁচটি প্রাণী আছে যা কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না ঃ বিছা, কাক, চিল, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।[৩০৮৮]

٣٠٨٩/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَـنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ قِيْلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ قَالَ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيْلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ».

৩/৩০৮৯। [আবূ কুরায়ব] [মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)] [ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল)] [ইবনু আবূ নুআয়ম] [আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারে ঃ সাপ, বিছা, আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী, পাগলা কুকুর ও ক্ষতিকর ইঁদুর। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, ইঁদুরকে ক্ষতিকর বলা হলো কেন? তিনি বলেন, কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য জেগেছিলেন এবং সে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য জ্বলন্ত সলিতা নিয়েছিল।[৩০৮৯]

٨٢/١٩. بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ

১৯/৯২. অধ্যায় : ইহরামধারী ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ

٣٠٩٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْـنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِيْ وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ»».

৩০৮৮. সহীহুল বুখারী ১৮২৮, ৩৩১৫, মুসলিম ১১৯৯, নাসায়ী ২৮২৮, ২৮৩০, ২৮৩২, ২৮৩৩, ২৮৩৪, ২৮৩৫, ২৮৯০, আবূ দাউদ ২৮৪৬, আহমাদ ৪৫২৯, ৪৮৬১, ৪৯১৮, ৫০৭২, ২৭৭৯০, ৫১১১, ৫১৩৮, ৫৩০২, ৫৪৫২, ৫৫১৬, ৬১৯৩, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, দারিমী ১৮১৬। ইরওয়া' ৪/২২৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৬১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৮৯. তিরমিযী ৮৩৮, আবূ দাউদ ১৮৪৮, আহমাদ ১০৬০৭, ১১৩৪৬। ইরওয়া' ৪/২২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

১/৩০৯০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইবনু শিহাব আয যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব আয যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, স্বা'ব বিন জাসসামাহ (রাঃ) আমাদের অবহিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আল-আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান এলাকায় ছিলাম। আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশত পেশ করলাম। তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। তিনি আমার চেহারায় অনুতাপের লক্ষণ দেখে বলেন ঃ আমরা অন্য কোন কারণে তা ফেরত দেইনি, বরং আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি (তাই তা ফেরত দিয়েছি)।[৩০৯০]

٣٠٩١/٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلْهُ».

২/৩০৯১। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ইমরান বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা (মাকবূল) তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা) (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আবদুল কারীম (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু আব্বাস 'আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) এর সামনে শিকারকৃত প্রাণীর গোশত পেশ করা হলো। তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে তা আহার করেননি।[৩০৯১]

٩٣/١٩. بَاب الرُّخْصَةِ فِيْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

১৯/৯৩. অধ্যায় : ইহরামধারী ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার না করা হলে সে তার গোশত খেতে পারে

٣٠٩٢/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِيْ الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ».

৩০৯০. সহীহুল বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩, ২৫৯৬, মুসলিম ১১৯৩, তিরমিযী ৮৪৯, নাসায়ী ২৮১৯, ২৮২০, ২৮২৩, আহমাদ ১৫৯৮৭, ১৫৯৮৮, ১৬২২১, ১৬২৩৫, ১৭৮১৬, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৯৩, দারিমী ১৮২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯১. আহমাদ ৮৩২। সহীহ আবূ দাউদ ১৬২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল কারীম সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ১৮/২৫৯) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল কারীম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ২টি জাল, ৪টি খুবই দুর্বল, ২০টি দুর্বল, ৮টি হাসান, ২৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩, ২৫৯৬, মুসলিম ১১৯৬, তিরমিযী ৮৪৯, আবূ দাউদ ১৮৪৯, ১৮৫০, দারিমী ১৮২৮, ১৮৩০, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৯৩, আহমাদ ৮৩২, ২৫২৬, ৩৪০৭, ১৫৯৮৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৪৭৩, ২৪৭৫।

১/৩০৯২। হিশাম বিন আম্মার হুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী ঈসা বিন তালহাহ তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একটি (শিকারকৃত) বন্য গাধা প্রদান করে তা তার সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দেন। তখন তারা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।[৩০৯২]

٣٠٩٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِيْنَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ».

২/৩০৯৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ তার পিতা (আবূ কাতাদাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে রওয়ানা হলাম। তাঁর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আমি বাঁধিনি। আমি একটি গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং তা শিকার করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করলাম। আমি আরও উল্লেখ করলাম যে, আমি তখনও ইহরাম বাঁধিনি এবং তা আপনার জন্য শিকার করেছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের এ গোশত খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি তাঁর জন্য এটা শিকার করেছি বলায় তিনি তা আহার করলেন না।[৩০৯৩]

١٩/٩٤. بَاب تَقْلِيْدِ الْبُدْنِ

১৯/৯৪. অধ্যায় : কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো

٣٠٩٤/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُهْدِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ».

১/৩০৯৪। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ও আমরাহ বিনতু আবদুর রহমান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে (মক্কায়) কোরবানীর পশু পাঠাতেন। আমি তাঁর কোরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস বর্জন করতেন না, যা ইহরামধারী ব্যক্তি বর্জন করে থাকে।[৩০৯৪]

৩০৯২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি ত্রুটি যুক্ত ও মাতানের মাঝে ভুল রয়েছে, এক্ষেত্রে নাসায়ীর রেওয়ায়াতটি সঠিক।

৩০৯৩. সহীহুল বুখারী ১৮২১, ১৮২২, ১৮২৩, ১৮২৪, ২৫৭০, ২৮৫৪, ২৯১৪, ৪১৪৯, ৫৪০৭, ৫৪৯১, ৫৪৯২, মুসলিম ১১৯৬, তিরমিযী ৮৪৭, নাসায়ী ২৮১৬, ২৮২৪, ২৮২৫, ২৮২৬, আবূ দাউদ ২৮৫২, আহমাদ ২২২০, ২২০৬১, ২২০৬৮, ২২০৮৪, ২২০৯৭, ২২১০৬, ২২১১৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৮৬, ৭৮৮, দারিমী ১৮২৬, ১৮২৭। ইরওয়া' ৪/২১৪, ২১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯৪. সহীহুল বুখারী ১৬৯৬, ১৬৯৭, ১৬৯৯, ১৭০০, ১৭০১, ১৭০২, ১৭০৩, ১৭০৪, ১৭০৫, ২৩১৭, ৫৫৬৬, মুসলিম ১৩২১, তিরমিযী ৯০৮, ৯০৯, নাসায়ী ২৭৭৫, ২৭৭৬, ২৭৭৭, ২৭৭৮, ২৭৭৯, ২৭৮০, ২৭৮৩, ২৭৮৪, ২৭৮৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭,

٣٠٩٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيْمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ».

২/৩০৯৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আসওয়াদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম এবং তিনি তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তা পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তিনি (সেখানে) অবস্থান করতেন। আর তিনি এমন কোন বস্তু বর্জন করতেন না যা ইহরামধারী ব্যক্তি বর্জন করে থাকে।[৩০৯৫]

١٩/٩٥. بَاب تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

১৯/৯৫. অধ্যায় : মেষ-বকরীর গলায় মালা পরানো

٣٠٩٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَهْدَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا».

১/৩০৯৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরবানীর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ্‌য় মেষ-বকরী পাঠান এবং তার গলায় মালা পরান।[৩০৯৬]

١٩/٩٦. بَاب إِشْعَارِ الْبُدْنِ

১৯/৯৬. অধ্যায় : উটের কুঁজ ফেড়ে দেয়া

২৭৮৮, ২৭৮৯, ২৭৯০, ২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৫, ২৭৯৬, ২৭৯৭, আবূ দাউদ ১৭৫৫, ১৭৫৭, ১৭৫৮,১৭৫৯, আহমাদ ২৩৫৪৮, ২৩৫৬৪, ২৩৯৭১, ২৪০০৩,২৪০৩৬, ২৪০৮২, ২৪১৮৯, ২৪২৬০, ২৪৪৩৫, ২৪৮৮৩, ২৪৯৩৭, ২৪৯৭০, ২৪৯৮৯, ২৫০৩৭, ২৫০৪৯, ২৫১১৩, ২৫২০৮, ২৫২৪৭, ২৫২৮৯, ২৫৩০৪, ২৫৩৪৪, ২৫৩৪৬, ২৫৩৫৯, ২৫৪৬০, ২৫৪৭৮, ২৫৬২৩, ২৫৭২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৬২, দারিমী ১৯১১, ১৯৩৫, ১৯৩৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯৫. সহীহুল বুখারী ১৬৯৬, ১৬৯৭, ১৬৯৯, ১৭০০, ১৭০১, ১৭০২, ১৭০৩, ১৭০৪, ১৭০৫, ২৩১৭, ৫৫৬৬, মুসলিম ১৩২১, তিরমিযী ৯০৮, ৯০৯, নাসায়ী ২৭৭৫, ২৭৭৬, ২৭৭৭, ২৭৭৮, ২৭৭৯, ২৭৮০, ২৭৮৩, ২৭৮৪, ২৭৮৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭, ২৭৮৮, ২৭৮৯, ২৭৯০, ২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৫, ২৭৯৬, ২৭৯৭, আবূ দাউদ ১৭৫৫, ১৭৫৭, ১৭৫৮,১৭৫৯, আহমাদ ২৩৫৪৮, ২৩৫৬৪, ২৩৯৭১, ২৪০০৩,২৪০৩৬, ২৪০৮২, ২৪১৮৯, ২৪২৬০, ২৪৪৩৫, ২৪৮৮৩, ২৪৯৩৭, ২৪৯৭০, ২৪৯৮৯, ২৫০৩৭, ২৫০৪৯, ২৫১১৩, ২৫২০৮, ২৫২৪৭, ২৫২৮৯, ২৫৩০৪, ২৫৩৪৪, ২৫৩৪৬, ২৫৩৫৯, ২৫৪৬০, ২৫৪৭৮, ২৫৬২৩, ২৫৭২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৬২, দারিমী ১৯১১, ১৯৩৫, ১৯৩৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯৬. সহীহুল বুখারী ১৬৯৬, ১৬৯৭, ১৬৯৯, ১৭০০, ১৭০১, ১৭০২, ১৭০৩, ১৭০৪, ১৭০৫, ২৩১৭, ৫৫৬৬, মুসলিম ১৩২১, তিরমিযী ৯০৮, ৯০৯, নাসায়ী ২৭৭৫, ২৭৭৬, ২৭৭৭, ২৭৭৮, ২৭৭৯, ২৭৮০, ২৭৮৩, ২৭৮৪, ২৭৮৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭, ২৭৮৮, ২৭৮৯, ২৭৯০, ২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৫, ২৭৯৬, ২৭৯৭, আবূ দাউদ ১৭৫৫, ১৭৫৭, ১৭৫৮,১৭৫৯, আহমাদ ২৩৫৪৮, ২৩৫৬৪, ২৩৯৭১, ২৪০০৩,২৪০৩৬, ২৪০৮২, ২৪১৮৯, ২৪২৬০, ২৪৪৩৫, ২৪৮৮৩, ২৪৯৩৭, ২৪৯৭০, ২৪৯৮৯, ২৫০৩৭, ২৫০৪৯, ২৫১১৩, ২৫২০৮, ২৫২৪৭, ২৫২৮৯, ২৫৩০৪, ২৫৩৪৪, ২৫৩৪৬, ২৫৩৫৯, ২৫৪৬০, ২৫৪৭৮, ২৫৬২৩, ২৫৭২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৬২, দারিমী ১৯১১, ১৯৩৫, ১৯৩৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٠٩٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَالَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ».

১/৩০৯৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী কাতাদাহ আবূ হাসসান আল-আ'রাজ (তিনি সত্যবাদী তবে তার খাওয়ারিজী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোরবানীর উটের কুঁজ ডান পাশ দিয়ে ফেড়ে দেন এবং তা থেকে রক্ত পরিষ্কার করেন। 'আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার বর্ণনায় বলেন, এটা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে। আর তিনি একজোড়া জুতার মালা পরিয়ে দেন।[৩০৯৭]

٣٠٩٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَفْلَحَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَلَّدَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ».

২/৩০৯৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাম্মাদ বিন খালিদ আফলাহ কাসিম আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, কুঁজ ফেড়ে দেন এবং তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এমন কোন কিছু পরিহার করেননি যা ইহরামধারী ব্যক্তি পরিহার করে।[৩০৯৮]

١٩/٩٧. بَاب مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

১৯/৯৭. অধ্যায় : কোরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো

٣٠٩٩/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ «أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُوْدَهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ».

১/৩০৯৯। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল কারীম মুজাহিদ ইবনু আবূ লায়লা আলী বিন আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন

৩০৯৭. সহীহুল বুখারী ১৫৪৫, মুসলিম ১২৪৩, তিরমিযী ৯০৬, নাসায়ী ২৭৭৩, ২৭৭৪, ২৭৮২, ২৭৯১, আবূ দাউদ ১৭৫২, আহমাদ ১৮৫৮, ২২৯৬, ২৫২৪, ৩১৩৯, ৩১৯৬, ৩২৩৪, ৩৫১৫, দারিমী ১৯১২। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল হাসান আল-আ'রাজ সম্পর্কে আবূ উবায়দ আল-আজিরী বলেন, তিনি খাওয়ারিজদের সাথে বের হয়েগেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার খাওয়ারিজী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। কাতাদাহ বিন দাআমাহ বলেন, তিনি হারূরী ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৩১০, ৩৩/২৪২ নং পৃষ্ঠা)

৩০৯৮. সহীহুল বুখারী ১৬৯৬, ১৬৯৭, ১৬৯৯, ১৭০০, ১৭০১, ১৭০২, ১৭০৩, ১৭০৪, ১৭০৫, ২৩১৭, ৫৫৬৬, মুসলিম ১৩২১, তিরমিযী ৯০৮, ৯০৯, নাসায়ী ২৭৭৫, ২৭৭৬, ২৭৭৭, ২৭৭৮, ২৭৭৯, ২৭৮০, ২৭৮৩, ২৭৮৪, ২৭৮৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭, ২৭৮৮, ২৭৮৯, ২৭৯০, ২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৫, ২৭৯৬, ২৭৯৭, আবূ দাউদ ১৭৫৫, ১৭৫৭, ১৭৫৮,১৭৫৯, আহমাদ ২৩৫৪৮, ২৩৫৬৪, ২৩৯৭১, ২৪০০৩,২৪০৩৬, ২৪০৮২, ২৪১৮৯, ২৪২৬০, ২৪৪৩৫, ২৪৮৮৩, ২৪৯৩৭, ২৪৯৭০, ২৪৯৮৯, ২৫০৩৭, ২৫০৪৯, ২৫১১৩, ২৫২০৮, ২৫২৪৭, ২৫২৮৯, ২৫৩০৪, ২৫৩৪৪, ২৫৩৪৬, ২৫৩৫৯, ২৫৪৬০, ২৫৪৭৮, ২৫৬২৩, ২৫৭২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৬২, দারিমী ১৯১১, ১৯৩৫, ১৯৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তাঁর কোরবানীর পশু দেখাশুনা করি, ঝুল ও চামড়া (দরিদ্রদের মধ্যে) বণ্টন করি এবং কসাইকে যেন তা থেকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু না দেই। তিনি বলেন ঃ তাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে দিবো।[৩০৯৯]

۱۹/۹۸. بَاب الْهَدْيِ مِنْ الْإِنَاثِ وَالذُّكُوْرِ

১৯/৯৮. অধ্যায় : মর্দা ও মাদী উভয় ধরনের পশুই কোরবানী দেয়া যায়

۳۱۰۰/۱- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَهْدَى فِيْ بُدْنِهِ جَمَلًا لِأَبِيْ جَهْلٍ بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ».

১/৩১০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) হাকাম মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরবানীর জন্য যে পশু পাঠান তার মধ্যে আবূ জাহলের একটি উটও ছিল এবং এর নাসারন্ধ্রের দড়ি ছিল রূপার তৈরী।[৩১০০]

۳۱۰۱/۲- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ فِيْ بُدْنِهِ جَمَلٌ».

২/৩১০১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াস বিন সালামাহ তার পিতা (সালামাহ বিন আমর) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোরবানীর পশুর মধ্যে একটি উটও ছিল।[৩১০১]

۱۹/۹۹. بَاب الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُوْنِ الْمِيْقَاتِ

১৯/৯৯. অধ্যায় : মীকাত অতিক্রম করেও কোরবানীর পশু নেয়া যায়

۳۱۰۲/۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ».

৩০৯৯. সহীহুল বুখারী ১৭০৭, ১৭১৬, ১৭১৭, ১৭১৮, ২২৯৯, মুসলিম ১৩১৭, আবূ দাউদ ১৭৬৯, আহমাদ ১২১৩, ১৩২৭, দারিমী ১৯৪০। ইরওয়া' ১১৬১, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০০. আবূ দাউদ ১৭৪৯, আহমাদ ২০৮০, ২৩৫৮, ২৪৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

৩১০১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বায্যার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ২৯/১০৪) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মূসা বিন উবায়দাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২০৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে , ১২টি খুবই দুর্বল, ২৫টি দুর্বল, ২৯টি হাসান, ১৩৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ৮১৫, আবূ দাউদ ১৭৪৯, ১৭৬৪, ১৭৯৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৪৭, ৮৯৮, আহমাদ ২০৮০, ২৩৫৮, ২৪২৪, ২৪৬২, ২৮৭৫, ১৪১৩৯, ১৪৭৫৩, মু'জামুল আওসাত ১০৪০, ৬৩০৭, ৯১৯৭।

১/৩১০২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) সুফইয়ান উবায়দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুদায়দ নামক স্থান থেকে তাঁর কোরবানীর পশু ক্রয় করেন।[৩১০২]

١٩/١٠٠. بَاب رُكُوْبِ الْبُدْنِ

১৯/১০০. অধ্যায় : কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা

١/٣١٠٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ».

১/৩১০৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান আস-সাওরী আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন ঃ এর পিঠে চড়ে যাও। সে বললো, এটা কোরবানীর পশু। তিনি বলেন ঃ তুমি তার পিঠে চড়ে যাও। তোমার জন্য আফসোস।[৩১০৩]

٢/٣١٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ عُنُقِهَا نَعْلٌ».

২/৩১০৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে দিয়ে একটি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন ঃ এর পিঠে চড়ে যাও। লোকটি বললো, এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন ঃ তুমি এর পিঠে চড়ো। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে উটের পিঠে চড়ে যেতে দেখেছি। এর গলায় একটি জুতা বাঁধা ছিল।[৩১০৪]

١٩/١٠١. بَاب فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

১৯/১০১. অধ্যায় : কোরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে

١/٣١٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ

৩১০২. তিরমিযী ৯০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল, হাদীসটি ইবনু উমার থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, [সহীহ হলোঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বড় হজ্জের সময় তার হাদীকে (কুরবানীর পশুকে) যুল হুলায়ফাহ থেকে তাড়িয়ে নিতেন]।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি হুজ্জাহ ছিলেন না, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৩, ৩২৫৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১০৩. সহীহুল বুখারী ১৬৮৯, ১৭০৬, ২৭৫৫, ৬১৬০, মুসলিম ১৩২২, নাসায়ী ২৭৯৯, আবূ দাউদ ১৭৬০, আহমাদ ৭৩০৩, ৭৪০৪, ৭৬৭৯, ২৭৩৩৯, ৯৬৬৩, ৯৭৭৭, ৯৮৩৬, ৯৮৭৩, ৯৯৪২, ১০১৮৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৮৪৮। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০৪. সহীহুল বুখারী ১৬৯০, ২৭৫৪, ৬১৫৯, মুসলিম ১৩২৩, তিরমিযী ৯১১, নাসায়ী ২৮০০, ২৮০১, আহমাদ ১১৫৪৮, ১১৬২৯, ১২৩০০, ১২৩২৪, ১২৩৬৩, ১২৪৮১, ১২৬৭৭, ১৩০০২, ১৩০৪৪, ১৩২২০, ১৩৩৩৯, ১৩৪৯৭, ১৩৫১৯, ১৩৬৮৪, দারিমী ১৯১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

يَقُوْلُ «إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

১/৩১০৫। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][মুহাম্মাদ বিন বিশর আল-আবদী][সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ][কাতাদাহ][সিনান বিন সালামাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)][যুআইব আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কোরবানীর পশু নিয়ে (মক্কায়) পাঠাতেন, অতঃপর বলতেন ঃ এগুলোর মধ্যে কোন পশু অচল হয়ে পড়লে এবং তুমি তার মৃত্যুর আশঙ্কা করলে সেটি যবেহ করবে, অতঃপর তার রক্তের মধ্যে তার গলার জুতা ফেলে রাখবে, অতঃপর তার পাছার উপর ক্ষতচিহ্ন করবে। তবে তার গোশত তুমিও খাবে না এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও কেউ খাবে না।[৩১০৫]

٢/٣١٠٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ عَمْرٌو فِيْ حَدِيْثِهِ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ قَالَ «انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِيْ دَمِهِ ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوْهُ».

২/৩১০৬। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ][ওয়াকী'][হিশাম বিন উরওয়াহ][তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)][নাজিয়াহ আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ থেকে বর্ণিত। (আমরের বর্ণনামতে তিনি ছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোরবানীর উটের রক্ষণাবেক্ষণকারী) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো উট অচল হয়ে পড়লে আমি কী করবো? তিনি বলেন ঃ সেটি যবেহ করবে এবং তার গলার জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে, অতঃপর তার পাছার উপর ক্ষতচিহ্ন করবে এবং লোকেদের জন্য তা ফেলে রাখবে, তারা তা আহার করবে।[৩১০৬]

١٩/١٠٢. بَاب أَجْرِ بُيُوْتِ مَكَّةَ

১৯/১০২. অধ্যায় : মক্কা শরীফের বাড়িঘর ভাড়া দেয়া

١/٣١٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ «تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَائِبَ مَنْ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنْ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ».

১/৩১০৭। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ঈসা বিন যূনুস][আমর বিন সাঈদ বিন আবূ হুসায়ন][উসমান বিন আবূ সুলায়মান][আলকামা বিন নাদলাহ (মাকবূল) (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত মক্কার বাড়িঘর 'আস-

৩১০৫. মুসলিম ১৩২৬, আহমাদ ১৭৫১৩। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০৬. তিরমিযী ৯১০, আবূ দাউদ ১৭৬২, আহমাদ ১৮৪৬৫, দারিমী ১৯০৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সাওয়াইব' নামে পরিচিত ছিল। কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হলে সে তাতে (তিন ঘরে) বসবাস করতো এবং কারো (নিজের জন্য) প্রয়োজন না হলে সে তা অন্যকে বসবাসের জন্য খালি করে দিতো।[৩১০৭]

١٩/١٠٣. بَاب فَضْلِ مَكَّةَ

১৯/১০৩. অধ্যায় : মক্কার ফাদীলাত

٣١٠٨/١- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ قَالَ لَهُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ يَقُوْلُ «وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ».

১/৩১০৮। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী > লায়স বিন সা'দ > উকায়ল > মুহাম্মাদ বিন মুসলিম > আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ > আবদুল্লাহ বিন আদী ইবনুল হামরা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় আল-জাযওয়ারা নামক স্থানে বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তুমি (মক্কা) আল্লাহর গোটা যমীনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার সমস্ত যমীনের মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহর শপথ! তোমার থেকে আমাকে উচ্ছেদ না করা হলে আমি (তোমায় ত্যাগ করে) চলে যেতাম না।[৩১০৮]

٣١٠٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يَأْخُذُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْبُيُوْتِ وَالْقُبُوْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ».

২/৩১০৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র > য়ূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) > মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) > আবান বিন স্বালিহ > হাসান বিন মুসলিম বিন ইয়ান্নাক > স্বাফিয়্যা বিনতু শায়বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ হে জনগণ! আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। অতএব তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। তার বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, এখানকার শিকারের পিছু ধাওয়া করা যাবে না, এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস তুলে নেয়া যাবে না, কেবল সেই ব্যক্তি তা তুলতে পারবে যে তার ঘোষণা দিবে। আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, কিন্তু ইযখির

৩১০৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। হাদীটি আলকামাহ বিন নাদলাহ এর জাহালাতের কারণে হাদীস্রটি দুর্বল। তার হাদীস্র মুরসাল।

৩১০৮. তিরমিযী ২৯২৫, আহমাদ ১৮২৪০, দারিমী ২৫১০। মিশকাত ২৭২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ঘাস (বৈধ করা হোক)। কারণ তা ঘরবাড়ি তৈরী ও কবরে রাখার জন্য (প্রয়োজন হয়)। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ইযখির ঘাস ব্যতীত।[৩১০৯]

٣١١٠/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ هَلَكُوْا».

৩/৩১১০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ও ইবনু ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুর রহমান বিন সাবিত আয়্যাশ বিন আবূ রবীআহ আল-মাখযূমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এই উম্মাত যত দিন এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে, ততো দিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা তা বিনষ্ট করবে, তখন ধ্বংস হবে।[৩১১০]

١٩/١٠٤. بَاب فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ

১৯/১০৪. অধ্যায় : মদীনার ফাদীলাত

٣١١١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

৩১০৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৪/২৪৯, মুখতাসারুল বুখারী ১/৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১১০. আহমাদ ১৮৫৭০। মিশকাত ২৭২৭, দঈফ আল-জামি' ৬২১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

১/৩১১১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার খুবায়ব বিন আবদুর রহমান বিন হাফস্ব বিন আস্বিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ঈমান মদীনার দিকে গুটিয়ে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে।[৩১১১]

٣١١٢/٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا».

২/৩১১২। বাকর বিন খালাফ মুআয বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আমার পিতা (হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ) আয়ূ্যব নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন তাই করে। কারণ যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার পক্ষে সাক্ষী হবো।[৩১১২]

٣١١٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «اللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيْمَ اللّٰهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» قَالَ أَبُو مَرْوَانَ لَابَتَيْهَا حَرَّتَيِ الْمَدِيْنَةِ.

৩/৩১১৩। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান আল-উস্‌মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হে আল্লাহ ! ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তোমার বন্ধু ও নবী। তুমি মক্কাকে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর যবানীতে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করেছো। হে আল্লাহ! আমিও তোমার বান্দা ও নবী। অতএব আমি মদীনাকে, তার দু প্রস্তরময় জমীনের মধ্যস্থল হারাম ঘোষণা করছি। আবূ মারওয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'লাবাতাইহা' শব্দের অর্থ মদীনার দু' প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমি।[৩১১৩]

৩১১১. স্বহীহুল বুখারী ১৮৭৬, মুসলিম ১৪৭, আহমাদ ৭৭৮৭, ৯১৭৫, ১০০৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩১১২. তিরমিযী ৩৯১৭। আত তা'লীকুর রাগীব ২/১৪২, দিফা' আনিল হাদীস্র ১০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআয বিন হিশাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার একটি মাজলিসের ১৭টি হাদীস্র ব্যতীত তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৩৮, ২৮/১৩৯ নং পৃষ্ঠা)

৩১১৩. মুসলিম ১৩৭৩, তিরমিযী ৩৪৫৪, আহমাদ ৮১৭৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান আল-উস্‌মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্বিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

٣١١٤/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

৪/৩১১৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে গলিয়ে দিবেন, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।[৩১১৪]

٣١١٥/٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِكْنَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ».

৫/৩১১৫। হান্নাদ ইবনুস সারী আবদাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন মিকনাফ (মাজহুল বা অপরিচিত) বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ উহুদ একটি পাহাড়, সে আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। তা জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় দোযখের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।[৩১১৫]

١٩/١٠٥. بَاب مَالِ الْكَعْبَةِ

১৯/১০৫. অধ্যায় : কাবা ঘরের অভ্যন্তরের সম্পদ

٣١١٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ «بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَلَكَ هَذِهِ قُلْتُ لَا وَلَوْ كَانَتْ لِيْ لَمْ آتِكَ بِهَا قَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِيْ جَلَسْتَ فِيْهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ مَا أَنْتَ

৩১১৪. মুসলিম ১৩৮৬, ১৩৮৭, আহমাদ ৭৬৯৭, ৮০২৮, ৮১৭৩, ৮৪৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩১১৫. সহীহুল বুখারী ২৮৮৯, ২৮৯৩, ৩৩৬৭, মুসলিম ১৩৯৩, তিরমিযী ৩৯২২, আহমাদ ১২০১৩, ১২১০১, ১৩১১৩, ১৩১৩৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৪৫। দঈফাহ ১৮২০, দঈফ আল-জামি' ১৩৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন মিকনাফ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫৯১, ১৬/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

فَاعِلٌ قَالَ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ قُلْتُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ».

১/৩১১৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আল-মুহারিবী, আশ-শায়বানী, ওয়াসিল আল-আহদাব, শাকীক, শায়বাহ বিন উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (শাকীক) বলেন, এক ব্যক্তি আমার মাধ্যমে বাইতুল্লায় হাদিয়াস্বরূপ কতকগুলি দিরহাম পাঠায়। আমি বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শাইবাকে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। আমি দিরহামগুলো তাকে দিলাম। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এগুলো কি তোমার দিরহাম? আমি বললাম, না। এগুলো আমার হলে তা নিয়ে তোমার নিকট আসতাম না। সে বললো, যদি তুমি এ কথা বলো তবে শোনো, তুমি যে স্থানে বসে আছো, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এখানে বসেছেন, অতঃপর বলেছেন, আমি কাবার সম্পদ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হবো না। আমি বললাম, আপনি তা করবেন না। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তা করবো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একথা কেন বললে? আমি বললাম, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পদের স্থান দেখেছেন এবং আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও। তাঁদের উভয়ের আপনার চেয়ে মালের অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁরা এ সম্পদ স্থানচ্যুত করেননি। একথা শুনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উঠে দাঁড়ান এবং বের হয়ে চলে যান।[৩১১৬]

١٩/١٠٦. بَاب صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

১৯/১০৬. অধ্যায় : মক্কায় রমাদান মাসের রোযা রাখা

٣١١٧/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً».

১/৩১১৭। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী, আবদুর রহীম বিন যায়দ আল-আম্মী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), তার পিতা (যায়দ আল-আম্মী) (দঈফ বা দুর্বল), সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় রমাদান মাস পেলো, রোযা রাখলো এবং যথাসাধ্য (রাতে) ইবাদত করলো, আল্লাহ তাআলা তাকে অন্য স্থানের তুলনায় এক লক্ষ রমাদান মাসের সওয়াব দান করবেন এবং প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একটি গোলাম এবং প্রতিটি রাতের পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব (তার আমলনামায়) লিখে দিবেন, প্রতিটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ সওয়াব, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকী (পুণ্য) এবং প্রতিটি রাতের জন্য একটি পূণ্য দান করবেন।[৩১১৭]

৩১১৬. সহীহুল বুখারী ১৫৯৪, ৭২৭৫, আবূ দাউদ ২০৩১, আহমাদ ১৪৯৫৮। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১১৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ২/৬৫, দঈফাহ ২৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

١٩/١٠٧. بَاب الطَّوَافِ فِيْ مَطَرٍ

১৯/১০৭. অধ্যায় : বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করা

٣١١٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ طُفْنَا مَعَ أَبِيْ عِقَالٍ فِيْ مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ أَتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ «ائْتَنِفُوْا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فِيْ مَطَرٍ».

১/৩১১৮। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী দাঊদ বিন আজলান (দঈফ বা দুর্বল) আবূ ইকাল (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) (দাঊদ বিন আজলান) বলেন, আমরা আবূ ইকালের সাথে বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম এবং তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এলাম। তখন আবূ ইকাল বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-র সাথে বৃষ্টির মধ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে (ইবরাহীম) এসে দু' রাক'আত নামায পড়েছি। অতঃপর আনাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আমাদের বলেন, এখন নতুনভাবে নিজেদের আমলের হিসাব রাখো। তোমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এরূপই বলেছেন এবং আমরা তাঁর সাথে বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফ করেছি।[৩১১৮]

١٩/١٠٨. بَاب الْحَجُّ مَاشِيًا

১৯/১০৮. অধ্যায় : পদব্রজে হাজ্জ করা

٣١١٩/١- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيْبٍ الزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ «ارْبُطُوْا أَوْسَاطَكُمْ بِأُزُرِكُمْ وَمَشَى خِلْطَ الْهَرْوَلَةِ».

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহীম বিন যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪০৬, ১৮/৩৪ নং পৃষ্ঠা) ২. যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার 'মাওদুআত' গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১০২, ১০/৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩১১৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ বিন আজলান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ সাঈদ বিন আমর ও আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি আবূ ইকাল থেকে একাধিক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৭৭৪, ৮/৪১৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ ইকাল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬১৮, ৩০/৩৩৪ নং পৃষ্ঠা)

১/৩১১৯। ইসমাঈল বিন হাফস্র আল-আয়লী ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) হামাযাহ বিন হাবীব আয-যায়্যাত (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) হুমরান বিন আ'ইয়ান (দঈফ বা দুর্বল, তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবুত তুফায়ল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্বাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গিয়ে হাজ্জ করেন এবং তিনি বলেন ঃ নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও।" তিনি কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন।[৩১১৯]

৩১১৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৫৩৫, দঈফাহ ২৭৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি হুজ্জাহ ছিলেন না, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৩, ৩২৫৫ নং পৃষ্ঠা) ২. হামাযাহ বিন হাবীব আয-যায়্যাত সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫০১, ৭/৩১৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. হুমরান বিন আ'ইয়ান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শিয়া মতাবলম্বী। আহমাদ বিন শায়বাহ আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৪৯৭, ৭/৩০৬)

(٢٠) كِتَاب الْأَضَاحِيِّ

পর্ব (২০) : কোরবানী

٢٠/١. بَاب أَضَاحِيِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

২০/১. অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোরবানী

١/٣١٢٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

১/৩১২০। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহ্‌দমী, আমার পিতা (আলী বিন নাস্‌র বিন আলী আল-জাহ্‌দমী), শু'বাহ, কাতাদাহ, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, শু'বাহ, কাতাদাহ, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' শিংবিশিষ্ট দু'টি ধুসর বর্ণের মেষ কোরবানী করেছিলেন। তিনি (যবেহ করার সময়) বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলেছিলেন। আমি তাঁকে নিজের পা সেটির পাঁজরের উপর রেখে চেপে ধরে স্বহস্তে তা কোরবানী করতে দেখেছি।[৩১২০]

٢/٣١٢١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجَّهَهُمَا «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».

২/৩১২১। হিশাম বিন আম্মার, ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব, আবূ আয়্যাশ আয যুরাকী (মাকবূল), জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের দিন দু'টি মেষ যবেহ করেন। তিনি পশু দু'টিকে কিবলামুখী করেন বলেন ঃ "ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না স্বালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি

৩১২০. সহীহুল বুখারী ১৫৫১, ১৭১২, ৫৫৪৯, ৫৫৫৩, ৫৫৫৪, ৫৫৫৮, ৫৫৬১, ৫৫৬৪, ৫৫৬৫, ৭৩৯৯, মুসলিম ১৯৬২, ১৯৬৬, তিরমিযী ১৪৯৪, নাসায়ী ৪৩৮৫, ৪৩৮৬, ৪৩৮৭, ৪৩৮৮, ৪৪১৫, ৪৪১৬, ৪৪১৭, ৪৪১৮, আবূ দাউদ ২৭৯৩, ২৭৯৪, আহমাদ ১১৫৭৩, ১১৭৩৭, ১১৭৬১, ১২৩২৫, ১২৪১৯, ১২৪৮২, ১২৫৫৬, ১২৭৯০, ১২৮২২, ১২৯১০, ১৩২৬৯, ১৩৩০২, ১৩৪১৯, ১৩৪৬৪, ১৩৫৬০, ১৩৫৮৩, দারিমী ১৯৪৫। ইরওয়া' ১১৩৭, ২৫৩৬, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।"

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" (সূরা আনআম ঃ ৭৯)। "বলো, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম" (সূরা আনআম ঃ ১৬২-৩)। হে আল্লাহ! তোমার নিকট থেকেই প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎসর্গিত। অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে কবুল করো "।[৩১২১]

٣١٢٢/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ».

৩/৩১২২। ∾[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্যাক][সুফইয়ান আস্-সাওরী][আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল)][আবূ সালামাহ][আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু]∾ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধুসর বর্ণের ও খাসি করা মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি নিজ উম্মাতের যারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন।[৩১২২]

٢/٢٠. بَاب الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا

২০/২. অধ্যায় : কোরবানী ওয়াজিব কি না?

৩১২১. তিরমিযী ১৫২১, আবূ দাউদ ২৭৯৫, ২৮১০, আহমাদ ১৪৪২৩, ১৪৪৭৭, ১৪৬০৪, দারিমী ১৯৪৬। মিশকাত ১৪৬১, দঈফ আবূ দাউদ ৪৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১২২. আহমাদ ২৫৩১৫, ২৫৩৫৮। ইরওয়া' ১১৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫৪৩, ১৬/৭৮ নং পৃষ্ঠা)

١/٣١٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».

১/৩১২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) আবদুল্লাহ বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।[৩১২৩]

٢/٣١٢٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».

٣/٣١٢٤ (١)- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

২/৩১২৪। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইবনু আওন মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট কোরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা ওয়াজিব কি না? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরবানী করেছেন, তাঁর পরে মুসলমানরাও কুরবানী করেছে এবং এ সুন্নাত অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৩/৩১২৪(১) হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আইয়্যাশ হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন) জাবালাহ বিন সুহায়ম বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম .... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।[৩১২৪]

৩১২৩. আহমাদ ৮০৭৪। তাখরীজু মুশকিলাতুল ফিকর ১০২, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন আয়্যাশ সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিস্রী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭২, ১৫/৪১০ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৪. তিরমিযী ১৫০৬। মিশকাত ১৪৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র

٣١٢٥/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوْ رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وَقُوْفًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيْرَةً أَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هِيَ الَّتِيْ يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ».

৪/৩১২৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআয বিন মুআয ইবনু আওন আবূ রামলাহ (তার পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) মিখনাফ বিন সুলায়ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কোরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জানো আতীরা কী? তা হলো, যাকে তোমরা রাজাবিয়া বলো।[৩১২৫]

٣/٢٠. بَاب ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

২০/৩. অধ্যায় : কোরবানীর স্রাওয়াব

٣١٢٦/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا».

১/৩১২৬। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আবদুল্লাহ বিন নাফি' আবুল মুস্রান্না (দঈফ বা দুর্বল) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোরবানীর দিন আদম সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না যা মহামহিম আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। কোরবানীর পশুগুলো কিয়ামতের দিন এদের শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই (কোরবানী) মহান আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দ সহকারে কোরবানী করো।[৩১২৬]

আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৫. তিরমিযী ১৫১৮, নাসায়ী ৪২২৪, আবূ দাঊদ ২৭৮৮, আহমাদ ১৭৪৩২। সহীহ আবূ দাঊদ ২৪৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ রামলাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৬৬, ১৪/৮৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৬. তিরমিযী ১৪৯৩। মিশকাত ১৪৭০, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবুল মুস্রান্না সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬০২, ৩৪/২৫২ নং পৃষ্ঠা)

٣١٢٧/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا عَائِذُ اللهِ عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ «سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ».

২/৩১২৭। ❮মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী❯❮আদাম বিন আবূ ইয়াস❯❮সাল্লাম বিন মিসকীন❯❮আইযুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল)❯❮আবূ দাঊদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন)❯❮যায়দ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কোরবানী কী? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর সুন্নাত (ঐতিহ্য)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কী (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে পুণ্য হবে (এদের পশম তো অনেক বেশি)? তিনি বলেন, লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।[৩১২৭]

٢٠/٤. بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

২০/৪. অধ্যায় : কোরবানী করার জন্য উত্তম পশু।

٣١٢٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ «ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَأْكُلُ فِيْ سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ».

১/৩১২৮। ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র❯❮হাফস বিন গিয়াস❯❮জা'ফার বিন মুহাম্মাদ❯❮তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব)❯❮আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিং-বিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট এবং মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের একটি মেষ কোরবানী করেন।[৩১২৮]

٣١٢٩/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِيْ سَعِيْدٍ الزُّرَقِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى شِرَاءِ

৩১২৭. আহমাদ ১৮৭৯৭। মিশকাত ১৪৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আইযুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৬৯, ১৪/৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ দাঊদ ইবনুল হারিস সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৬৬, ৩০/১০ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৮. তিরমিযী ১৪৯৬, নাসায়ী ৪৩৯০, আবূ দাঊদ ২৭৯৬। মিশকাত ১৭৬৬, সহীহ আবূ দাঊদ ২৪৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

الضَّحَايَا قَالَ يُوْنُسُ فَأَشَارَ أَبُوْ سَعِيْدٍ إِلَى «كَبْشٍ أَدْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَّضِعِ فِيْ جِسْمِهِ فَقَالَ لِي اشْتَرِ لِيْ هَذَا كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

২/৩১২৯। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব সাঈদ বিন আবদুল আযীয ইউনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস আবূ সাঈদ আয যুরাকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (য়ূনুস বিন মায়সারাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী আবূ সাঈদ আয যুরাকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে কোরবানীর পশু ক্রয় করতে গেলাম। য়ূনুস আরো বলেন, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি সামান্য কালো বর্ণের মেষের দিকে ইশারা করেন, যা খুব উঁচুও ছিলো না, বেঁটেও ছিলো না। তিনি আমাকে বলেন, এই মেষটি আমার জন্য ক্রয় করো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেষের সাথে এর একটা সাদৃশ্য আছে।[৩১২৯]

٣١٣٠/٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَائِذٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ».

৩/৩১৩০। আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবূ আইয (দঈফ বা দুর্বল) সুলায়ম বিন আমির আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ উত্তম কাফন একজোড়া কাপড় (লুংগি ও চাদর) এবং উত্তম কোরবানী হলো শিং-বিশিষ্ট মেষ।[৩১৩০]

٥/٢٠. بَاب عَنْ كَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

২০/৫. অধ্যায় : উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়?

٣١٣١/١- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُوْرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ».

১/৩১৩১। হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আল-ফাদল বিন মূসা হুসায়ন বিন ওয়াকিদ ইলবা' বিন আহমার ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। ইতোমধ্যে

৩১২৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৩০. তিরমিযী ১৫১৭। মিশকাত ১৬৪২, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ আইয সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়ী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৬৫, ২০/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

কোরবানীর ঈদ এসে গেলো। আমরা একটি উট দশজনে এবং একটি গরু সাতজনে শরীক হয়ে কোরবানী করলাম।[৩১৩১]

٣١٣٢/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».

২/৩১৩২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবদুর রায্যাক, মালিক বিন আনাস, আবুয যুবায়র, জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়া নামক স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছি।[৩১৩২]

٣١٣٣/٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ».

৩/৩১৩৩। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, আল-আওযাঈ, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, আবূ সালামাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে সকল স্ত্রী উমরা (অর্থাৎ তামাত্তো হাজ্জ) করেন, তিনি তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি গাভী কোরবানী করেন।[৩১৩৩]

٣١٣٤/٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلَّتْ «الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ».

৪/৩১৩৪। হান্নাদ ইবনুস সারী, আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ, আমর বিন মায়মূন, আবূ হাদির আল-আযদী, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে একবার উটের স্বল্পতা দেখা দিলে তিনি লোকেদেরকে গরু কোরবানী করার নির্দেশ দেন।[৩১৩৪]

٣١٣٥/٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً».

৫/৩১৩৫। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী আবূ তাহির, ইবনু ওয়াহব, য়ূনুস, ইবনু শিহাব, আমরাহ, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে একটি মাত্র গরু কোরবানী করেন।[৩১৩৫]

৩১৩১. তিরমিযী ৯০৫, নাসায়ী ৪৩৯২। মিশকাত ১৪৬৯, রাওদুন নাদীর ৬১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবূ আসিম বলেন,তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৫৪, ৩০/১৫৮ নং পৃষ্ঠা)

৩১৩২. মুসলিম ১৩১৮, তিরমিযী ৯০৪, ১৫০২, নাসায়ী ৪৩৮৩, আবূ দাউদ ২৮০৭, ২৮০৮, ২৮০৯, আহমাদ ১৩৭১৩, ১৩৯৮৯, ১৪৩৯৪, ১৪৪৯৮,১৪৫০৬, ১৪৬২১, ১৪৮৩৫, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৪৯, দারিমী ১৯৫৫, ১৯৫৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৯৮-২৫০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৩৩. আবূ দাউদ ১৭৫১। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৩৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আবূ দাউদ এর ৩২৫ (এর অনুরূপ)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٦/٢٠. بَاب كَمْ تُجْزِئُ مِنْ الْغَنَمِ عَنْ الْبَدَنَةِ

২০/৬. অধ্যায় : কতোটি বকরী একটি উটের সমান হতে পারে?

٣١٣٦/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ».

১/৩১৩৬। [মুহাম্মাদ বিন মা'মার] [মুহাম্মাদ বিন বাক্র আল-বুরসানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)] [ইবনু জুরায়জ] [আতা' আল-খুরাসানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন)] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] এক ব্যক্তি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমার উপর একটি উট কোরবানী করা অপরিহার্য এবং তা ক্রয়ের সামর্থ্যও আমার আছে কিন্তু তা পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় আমি ক্রয় করতে পারছি না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সাতটি ছাগল ক্রয় করে তা যবেহ করার নির্দেশ দেন।[৩১৩৬]

٣١٣٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُوْرَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُوْرَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ».

২/৩১৩৭। [আবূ কুরায়ব] [আল-মুহারিবী ও আবদুর রহীম] [সুফইয়ান আস্র-স্রাওরী] [সাঈদ বিন মাসরূক] [সাঈদ বিন মাসরূক] [আবায়াহ বিন রিফাআহ] [রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [আবূ কুরায়ব] [হুসায়ন বিন আলী] [যাইদাহ] [সাঈদ বিন মাসরূক] [আবায়াহ বিন রিফাআহ] [রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তিহামার যুল-হুলাইফায় ছিলাম। আমরা (যুদ্ধে)

৩১৩৫. সহীহুল বুখারী ২৯৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ১৫১৮, ১৫৫৬, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬২, ১৬৩৮, ১৬৪৩, ১৬৫০, ১৭০৯, ১৭২০, ১৭৬২, ১৭৮৩, ১৭৮৬, ১৭৮৭, ১৭৮৮, ২০১৭, ২৯৫২, ২৯৮৪, ৪৩৯৫, ৪৪০৮, ৫৫৪৮, ৫৫৫৯, ৭২২৯, ১২১১, ১২১২, ১২২৮, ১২৭৭, তিরমিযী ৯৩৪, ৯৪৫, ২৯৬৫, নাসায়ী ২৪২, ২৯০, ২৪৮, ২৬৫০, ২৭১৭, ২৭১৮, ২৭৪১, ২৭৬৩, ২৭৬৪, ২৮০৩, ২৮০৪, ২৯৯০, ২৯৯১, আবূ দাউদ ৭৫০, ১৭৭৮, ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৮২, আহমাদ ২৩৫৫৬, ২৩৫৭৩, ২৩৫৮৯, ২৪০৪৪, ২৪৩৫৫, ২৪৩৮৫, ২৪৭৭৯, ২৪৭৮৮, ২৪৯১৩, ২৫০৫০, ২৫৩১০, ২৫৫৩৪, ২৫৫৫৪, ২৭৬৫৪, ২৫৮১২, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪৬, ৮৯৬, ৯৪০, ৯৪১, দারিমী ১৪৬, ১৯০৪। সহীহ আবূ দাউদ ১৫৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৩৬. আহমাদ ২৮৩৫। ইরওয়া' ১০৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন বাক্র আল-বুরসানী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৯২, ২৪/৫৩০ নং পৃষ্ঠা) ২. আতা' আল-খুরাসানী সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র ভুলে যেতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৪১, ২০/১০৬ নং পৃষ্ঠা)

Contents

উট ও মেষ-বকরী লাভ করি। লোকেরা (তা বণ্টনে) তাড়াহুড়া করছিল এবং তা বণ্টনের পূর্বেই আমরা চুলায় (গোশতের) হাঁড়ি তুলে দিয়েছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এলেন এবং গোশতের হাঁড়িগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তা উল্টে ফেলে দেয়া হয় (কারণ বণ্টনের পূর্বে গনীমতের সম্পদ ব্যবহার অবৈধ)। অতঃপর একটি উট দশটি মেষের সমান ধরা হলো।[৩১৩৭]

٧/٢٠. بَاب مَا تُجْزِئُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ

২০/৭. অধ্যায় : যে ধরনের পশু কোরবানী করা উচিত

٣١٣٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».

১/৩১৩৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ, লায়স বিন সা'দ, ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব, আবুল খায়র, উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এক পাল বকরী দিলেন এবং তিনি সেগুলো কোরবানীর জন্য তার সংগীদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এক বছর বয়সের একটি ছাগল (বণ্টনের পর) অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানান। তিনি বলেন ঃ এটা তুমি কোরবানী করো।[৩১৩৮]

٣١٣٩/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً».

২/৩১৩৯। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী, আনাস বিন ইয়াদ, মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়াহইয়া, উম্মু মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়াহইয়া (মাকবূলাহ), উম্মু বিলাল বিনতু হিলাল, তার পিতা হিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ছয় মাস বয়সের ভেড়া দিয়ে কোরবানী করা জায়েয।[৩১৩৯]

٣١٤٠/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتْ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ».

৩১৩৭. সহীহুল বুখারী ২৪৮৮, ২৫০৭, ৩০৭৫, ৫৪৯৮, ৫৫৪৩, মুসলিম ১৯৬৮, নাসায়ী ৪২৯৭, আবূ দাউদ ২৮২১, আহমাদ ১৫৩৮৬, ১৬৮১০। সহীহ আবূ দাউদ ২৫১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৩৮. সহীহুল বুখারী ২৩০০, ২৫০০, ৫৫৪৭, ৫৫৫৫, মুসলিম ১৯৬৫, তিরমিযী ১৫০০, নাসায়ী ৪৩৭৯, ৪৩৮০, ৪৩৮১, আহমাদ ১৬৮৫৩, ১৬৮৯৫, ১৬৯২৯, ১৬৯৮১, দারিমী ১৯৫৩, ১৯৫৪। ইরওয়া' ৪/৩৫৭, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৩৯. আহমাদ ২৬৫৩২। দঈফাহ ৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী উম্মু মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুলাহ বা অপরিচিত। ঠিক তেমনভাবে উম্মু বিলাল থেকে উম্মু মুহাম্মাদ ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি। এজন্য ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে বলেছেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮০৩১, ৩৫/৩৯৫ নং পৃষ্ঠা)

৩/৩১৪০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রয্যাক আস্ত্র-স্বাওরী আসিম বিন কুলায়ব (তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া মতাবলম্বী) তার পিতা (কুলায়ব বিন শিহাব) মুজাশি' বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (কুলায়ব) বলেন, আমরা সুলায়ম গোত্রের মুজাশি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। মেষ-বকরীর স্বল্পতা দেখা দিলে তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ এক বছর বয়সের বকরী দ্বারা যে কাজ হয় (কোরবানীর ক্ষেত্রে) ছয় মাস বয়সের মেষ দ্বারাও তা হতে পারে।[৩১৪০]

٣١٤١/٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

৪/৩১৪১। হারূন বিন হায়্যান আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ যুহায়র আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা (কোরবানীতে) মুসিন্না ছাড়া যবেহ করো না। কিন্তু তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হলে ছয় মাস বয়সের মেষ-ভেড়া যবেহ করো।[৩১৪১]

٨/٢٠. بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

২০/৮. অধ্যায় : যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরূহ

٣١٤٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ».

১/৩১৪২। মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আবূ ইসহাক শুরায়হ বিন নু'মান আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কানের অগ্রভাগ অথবা পশ্চাদভাগ (মূলের দিক) কর্তিত অথবা ফাটা অথবা ছিদ্রযুক্ত অথবা অঙ্গ কর্তিত পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৪২]

٣١٤٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ».

৩১৪০. নাসায়ী ৪৩৮৩, ৪৩৮৪, আবূ দাঊদ ২৭৯৯। দঈফাহ ১/৯০, ইরওয়া' ১১৪৬, মিশকাত ১১৬৭, সহীহ আবূ দাঊদ ২৪৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৪১. মুসলিম ১৯৬৩, নাসায়ী ৪৩৭৮, আবূ দাঊদ ২৭৯৭, আহমাদ ১৩৯৩৮, ১৪০৯৩। দঈফাহ ১/৯১-৯৩, ইরওয়া' ১১৪৫, দঈফ আল-জামি' ৬২০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের সানাদটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। তবে সানাদের আবুয যুবায়র ব্যতীত সকলেই সিকাহ। তিনি হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করতেন। তিনি তাদলীস করা সত্ত্বেও আন আন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন।

৩১৪২. তিরমিযী ১৪৯৮, ১৫০৩, ১৫০৪, নাসায়ী ৪৩৭২, ৪৩৭৩, ৪৩৭৪, ৪৩৭৫, ৪৩৭৬,আবূ দাঊদ ২৮০৪, আহমাদ ৭৩৪, ৮২৮, ৮৫৩, ১০২৪, ১০৬৪, ১১০৯, ১২৭৮, ১৩১১, দারিমী ১৯৫১। ইরওয়া' ৪/৩৬৩, মিশকাত ১/৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের সানাদটি ইনকেতা' হওয়ার কারণে দুর্বল। কারণ আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) তিনি শুরাই বিন নু'মান থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি।

২/৩১৪৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ওয়াকী' সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ সালামাহ্ বিন কুহায়ল হুজায়্যাহ বিন আদী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (কোরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১৪৩]

٣١٤٤/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيْدِ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوْزَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِيْ بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِيْ أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ أَرْبَعٌ «لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِيْ لَا تُنْقِي» قَالَ فَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.

৩/৩১৪৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, আবদুর রহমান, আবূ দাঊদ, ইবনু আবূ আদী ও আবুল ওয়ালীদ শু'বাহ্ সুলায়মান বিন আবদুর রহমান উবায়দ বিন ফায়রূয বলেন, আমি বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ধরনের পশু কোরবানী করতে অপছন্দ অথবা নিষেধ করেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের বলুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাতের ইশারায় বলেন, এরূপ, আর আমার হাত তাঁর হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র। চার প্রকারের পশু কোরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি ক্রটিযুক্ত কানবিশিষ্ট পশু কোরবানী করা অপছন্দ করি। বারাআ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ করো তা পরিহার করো, কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম করো না।[৩১৪৪]

٣١٤٥/٤- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ».

৪/৩১৪৫। হুমায়দ বিন মাসআদাহ্ খালিদ ইবনুল হারিস্র সাঈদ কাতাদাহ্ জুরায়্যা বিন কুলায়ব (মাকবূল) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিং ভাংগা ও কান কাটা পশু কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৪৫]

৩১৪৩. তিরমিযী ১৪৯৮, ১৫০৩, ১৫০৪, নাসায়ী ৪৩৭২, ৪৩৭৩, ৪৩৭৪, ৪৩৭৫, ৪৩৭৬,আবূ দাঊদ ২৮০৪, আহমাদ ৭৩৪, ৮২৮, ৮৫৩, ১০২৪, ১০৬৪, ১১০৯, ১২৭৮, ১৩১১, দারিমী ১৯৫১। ইরওয়া' ৪/৩৬২, ৩৬৪, মিশকাত ১/৪৬০, আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৯১৫, তাখরীজুর মুখতার ৩৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হুজায়্যাহ বিন আদী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১৪১, ৫/৪৮৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৪৪. তিরমিযী ১৪৯৭, নাসায়ী ৪৩৬৯, ৪৩৭০, ৪৩৭১, আবূ দাঊদ ২৮০২, আহমাদ ১৮০৩৯, ১৮০৭১, ১৮১৯২, ১৮২০০, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৪১, দারিমী ১৯৪৯, ১৯৫০। ইরওয়া' ১১৪৮, মিশকাত ১৪৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৪৫. তিরমিযী ১৫০৪, নাসায়ী ৪৩৭৭, আবূ দাঊদ ২৮০৫, আহমাদ ১০৬৯, ১১৬১, ১২৯৫। ইরওয়া' ১১৪৯, মিশকাত ১৪৬৪, আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৯১৩, তাখরীজুর মুখতার ৩৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢٠/٩. بَاب مَنْ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيْحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

২০/৯. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করার পর তা বিপদগ্রস্ত হলে

١/٣١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ».

১/৩১৪৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়হইয়া ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক আবূ বাকর আবদুর রায্যাক আস্র-স্রাওরী জাবির বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন কারাযাহ আল-আনস্রারী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা কোরবানীর উদ্দেশে একটি মেষ খরিদ করলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তার নিতম্ব অথবা কান কেটে নিয়ে গেলো। আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদেরকে তা কোরবানী করার অনুমতি দেন।[৩১৪৬]

٢٠/١٠. بَاب مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

২০/১০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটিমাত্র বকরী কোরবানী করে

١/٣١٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيْكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «كَانَ الرَّجُلُ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى».

১/৩১৪৭। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ইবনু আবূ ফুদায়ক আদ-দহ্হাক বিন উস্রমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উমারাহ বিন আবদুল্লাহ বিন স্রায়্যাদ আতা' ইয়াসার বলেন, আমি আবূ আইউব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আপনাদের কোরবানী কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কোরবানী করতো। তা থেকে তারাও আহার করতো

৩১৪৬. আহমাদ ১০৮৮১, ১১৪১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন কারাযাহ আল-আনস্রারী সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি আবূ সাঈদ থেকে ও তার থেকে জাবির আল-জু'ফী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে জা'ফার আল-জু'ফী ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৬২, ২৬/৩১৫ নং পৃষ্ঠা)

এবং (অন্যদেরও) আহার করাতো। পরবর্তী কালে লোকেরা কোরবানীকে অহমিকা প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।[৩১৪৭]

٣١٤٨/٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَنِيْ أَهْلِيْ عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنْ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيْرَانُنَا.

২/৩১৪৮। ইসহাক বিন মানসূর আবদুর রহমান বিন মাহদী ও মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সুফইয়ান আস্স-স্সাওরী বায়ান (বিন বিশর) আশ-শা'বী আবূ সারীহাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক সুফইয়ান আস্স-স্সাওরী বায়ান (বিন বিশর) আশ-শা'বী আবূ সারীহাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি এতো দিন যে সুন্নাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে তার বিপরীত করতে বাধ্য করলো। অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি বকরী কোরবানী করা হতো। এখন আমরা তদ্রূপ করলে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলে।[৩১৪৮]

١١/٢٠. بَاب مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

২০/১১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি কোরবানী করতে চায় সে যেন যিলহাজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত তার নখ ও চুল না কাটে

٣١٤٩/١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا».

১/৩১৪৯। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুর রহমান বিন হুমায়দ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও শরীরের কোন অংশ স্পর্শ না করে (না কাটে)।[৩১৪৯]

٣١٥٠/٢- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ أَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ

৩১৪৭. তিরমিযী ১৫০৫। ইরওয়া' ১১৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আদ-দহ্হাক বিন উসমান সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন তিনি সত্যবাদী তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করতেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৯২২, ১৩/২৭২ নং পৃষ্ঠা)

৩১৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ।

৩১৪৯. মুসলিম ১৯৭৭, তিরমিযী ১৫২৩, নাসায়ী ৪৩৬১, ৪৩৬২, ৪৩৬৪, আবূ দাউদ ২৭৯১, আহমাদ ২৫৯৩৫, দারিমী ১৯৪৭, ১৯৪৮। ইরওয়া' ১১৬৩, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفْرًا».

২/৩১৫০। হাতিম বিন বাক্র আদ-দবী আবূ আমর (মাকবূল) মুহাম্মাদ বিন বাক্র আল-বুরসানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) শু'বাহ মালিক বিন আনাস আমর বিন মুসলিম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম (মাকবূল) আবূ কুতায়বাহ ও ইয়াহইয়া বিন কাস্রীর শু'বাহ মালিক বিন আনাস আমর বিন মুসলিম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখে এবং কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।[৩১৫০]

١٢/٢٠. بَاب النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

২০/১২. অধ্যায় : ঈদের স্বলাতের পূর্বে কোরবানী করা নিষিদ্ধ

٣١٥١/١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِيْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ».

১/৩১৫১। উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ আয়্যূব মুহাম্মাদ বিন সীরীন আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তি কোরবানীর দিন ঈদের স্বলাতের পূর্বে কোরবানী করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পুনর্বার কোরবানী করার নির্দেশ দেন।[৩১৫১]

٣١٥٢/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَبَحَ أُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ».

২/৩১৫২। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আল-আসওয়াদ বিন কায়স জুনদুব আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আসওয়াদ) তাকে বলতে শুনেছেন, আমি ঈদুল আদহায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। কতক লোক ঈদের স্বলাতের পূর্বেই কোরবানী করলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈদের স্বলাতের পূর্বে কোরবানী করেছে সে যেন পুনর্বার কোরবানী করে। আর যে ব্যক্তি এখনও কোরবানী করেনি সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।[৩১৫২]

৩১৫০. মুসলিম ১৯৭৭, তিরমিযী ১৫২৩, নাসায়ী ৪৩৬১, ৪৩৬২, ৪৩৬৪, আবূ দাউদ ২৭৯১, আহমাদ ২৫৯৩৫, দারিমী ১৯৪৭, ১৯৪৮। ইরওয়া' ১১৬৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ২৪৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন বাক্র আল-বুরসানী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৯২, ২৪/৫৩০ নং পৃষ্ঠা)

৩১৫১. স্বহীহুল বুখারী ৯৮৪, ৫৫৪৬, ৫৫৪৯, ৫৫৬১, মুসলিম ১৯৬২ নাসায়ী ৪৩৯৬, আহমাদ ১১৭১০, ১১৭৬১। ইরওয়া' ১১৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩১৫২. স্বহীহুল বুখারী ৯৮৫, ৫৫০০, ৫৫৬২, ৬৬৭৪, ৭৪০০, মুসলিম ১৯৬০, নাসায়ী ৪৩৬৮, ৪৩৯৮, আহমাদ ১৮৩২১, ১৮৩২৮। ইরওয়া' ৪/৩৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٣١٥٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ».

৩/৩১৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আব্বাদ বিন তামীম, উইয়ায়মির বিন আশকার (রাঃ) তিনি ঈদের স্বলাতের পূর্বে যবেহ করেন। তিনি বিষয়টি নবী (সাঃ) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি পুনরায় কোরবানী করো।[৩১৫৩]

٣١٥٤/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُوْ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُوْرِ الْأَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيْحَ قُتَارٍ فَقَالَ «مَنْ هَذَا الَّذِيْ ذَبَحَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ لِأُطْعِمَ أَهْلِيْ وَجِيْرَانِيْ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ فَقَالَ لَا وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا عِنْدِيْ إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

৪/৩১৫৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবদুল আ'লা, খালিদ আল-হায্যা', আবূ কিলাবাহ, আবূ যায়দ আল-আনসারী (রাঃ) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবূ মূসা, আবদুস সমাদ বিন আবদুল ওয়ারিস্, আমার পিতা (আবদুল ওয়ারিস্), খালিদ আল-হায্যা', আবূ কিলাবাহ, আমর বিন বুজদান (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না), আবূ যায়দ আল-আনসারী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক আনসারীর ঘরের নিকট দিয়ে যেতে ভূনা গোশতের ঘ্রাণ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কোন্ ব্যক্তি কোরবানী করেছে ? আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গোশত খাওয়ানোর জন্য ঈদের নামায পড়ার পূর্বেই কোরবানী করেছি। তিনি তাকে পুনর্বার (স্বলাতের পর) কোরবানী করার নির্দেশ দেন। সে বললো, না, আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই! আমার নিকট ছয় মাস বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলেন ঃ সেটিই (স্বলাতের পর) যবেহ করো। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য ছয় মাসের বাচ্চা যথেষ্ট হবে না।[৩১৫৪]

৩১৫৩. আহমাদ ১৫৩৩৫, ১৮৫২২, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৪৫। ইরওয়া' ৪/৩৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্বালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৫৪. আহমাদ ২০২১০, ২২৩৭৯। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন বুজদান সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাকে চিনিনা। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার

١٣/٢٠. بَاب مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

২০/১৩. অধ্যায় : কোরবানীর পশু স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম

٣١٥٥/١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا .

১/৩১৫৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর কোরবানীর পশুর পাঁজরের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে স্বহস্তে কোরবানী করতে দেখেছি।[৩১৫৫]

٣١٥٦/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ طَرِيْقِ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ».

২/৩১৫৬। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ) (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) (মাকবূল) দাদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুআযযিন (সা'দ বিন আইয) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুরায়ক গোত্রের রাস্তার পাশে একটি চাকু দিয়ে নিজের কোরবানী পশু গলার কাছ দিয়ে স্বহস্তে যবেহ করেছেন।[৩১৫৬]

١٤/٢٠. بَاب جُلُوْدِ الْأَضَاحِيِّ

২০/১৪. অধ্যায় : কোরবানীর পশুর চামড়া

আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৩৩০, ২১/৫৪৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আমর বিন বুজদান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫৪৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১২টি জাল, ৭২টি খুবই দুর্বল, ১৯৮টি দুর্বল, ১২১টি হাসান, ১৪০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৯৫১, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৬৫, ৯৬৮, ৯৭৬, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ২৩০০, ২৫০০, ৫৫০০, ৫৫৪৫, ৫৫৪৬, ৫৫৪৭, ৫৫৪৯, ৫৫৫৫, ৫৫৫৬, ৫৫৫৭, ৫৫৬০, ৫৫৬১, ৫৫৬২, ৫৫৬৩, ৬৬৭৩, ৬৬৭৪, ৭৪০০, মুসলিম ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৭, তিরমিযী ১৫০০, ১৫০৮, আবূ দাউদ ২৭৯৮, ২৮০০,দারিমী ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৩, মুআত্তা মালিক ১০৪৪, ১০৪৫, আহমাদ ৬৫৬০, ১০৮৮১, ১১৪১১।

৩১৫৫. সহীহুল বুখারী ১৫৫১, ১৭১২, ৫৫৪৯, ৫৫৫৩, ৫৫৫৪, ৫৫৫৮, ৫৫৬১, ৫৫৬৪, ৫৫৬৫, ৭৩৯৯, মুসলিম ১৯৬২, ১৯৬৬, তিরমিযী ১৪৯৪, নাসায়ী ৪৩৮৫, ৪৩৮৬, ৪৩৮৭, ৪৩৮৮, ৪৪১৫, ৪৪১৬, ৪৪১৭, ৪৪১৮, আবূ দাউদ ২৭৯৩, ২৭৯৪, আহমাদ ১১৫৭৩, ১১৭৩৭, ১১৭৬১, ১২৩২৫, ১২৪১৯, ১২৪৮২, ১২৫৫৬, ১২৭৯০, ১২৮২২, ১২৯১০, ১৩২৬৯, ১৩৩০২, ১৩৪১৯, ১৩৪৬৪, ১৩৫৬০, ১৩৫৮৩, দারিমী ১৯৪৫। (হাদীসটি ৩১২০ নং এর সংক্ষিপ্তরূপ) **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৫৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআযযিন সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮২৮, ১৭/১৩২ নং পৃষ্ঠা) ২. সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২২২, ১০/২৯২ নং পৃষ্ঠা)

Contents

١/٣١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِيْنِ».

১/৩১৫৭। ⟩ মুহাম্মাদ বিন মা'মার ⟩ মুহাম্মাদ বিন বাক্‌র আল-বুরসানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ⟩ ইবনু জুরায়জ ⟩ হাসান বিন মুসলিম ⟩ মুজাহিদ ⟩ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা ⟩ আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) ⟩ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর (কোরবানীর) উটের গোশত, চামড়া ও ঝুল (জালর) সবকিছু দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন।[৩১৫৭]

١٥/٢٠. بَاب الْأَكْلِ مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ

২০/১৫. অধ্যায় : কোরবানীর গোশত আহার করা

١/٣١٥٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُوْرٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَأَكَلُوْا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ».

১/৩১৫৮। ⟩ হিশাম বিন আম্মার ⟩ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ⟩ জা'ফার বিন মুহাম্মাদ ⟩ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) ⟩ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) ⟩ রাসূলুল্লাহ ﷺ সবগুলো (কোরবানীর) উটের কিছু অংশ একত্র করে তা একটি হাঁড়িতে পাকানোর নির্দেশ দেন। লোকেরা এই গোশত ও ঝোল আহার করে।[৩১৫৮]

١٦/٢٠. بَاب ادِّخَارِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا

২০/১৬. অধ্যায় : কোরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা

١/٣١٥٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْهَا».

৩১৫৭. বুখারী ১৭০৭, ১৭১৬, ১৭১৭, ১৭১৮, ২২৯৯, মুসলিম ২৩২০, ২৩২১, আবূ দাউদ ১৭৬৯, আহমাদ ১২১৩, ১৩২৭, দারিমী ১৯৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন বাক্‌র আল-বুরসানী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৯২, ২৪/৫৩০ নং পৃষ্ঠা)

৩১৫৮. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা' মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩১৫৯। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⇒ ওয়াকী' ⇒ সুফইয়ান ⇒ আবদুর রহমান বিন আবিস ⇒ তার পিতা (আবিস বিন রাবীআহ) ⇒ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ⇒ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্ভিক্ষজনিত কারণে লোকেদেরকে কোরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে আবার জমা করে রাখার অনুমতি দেন।[৩১৫৯]

٣١٦٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا».

২/৩১৬০। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⇒ আবদুল আ'লা বিন আবদুল আ'লা ⇒ খালিদ আল-হায্‌যা' ⇒ আবুল মালীহ ⇒ নুবায়শাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⇒ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক আহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা আহার করো এবং জমা করো রাখো।[৩১৬০]

١٧/٢٠. بَاب الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

২০/১৭. অধ্যায় : ঈদের মাঠে কোরবানী করা

٣١٦١/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى».

২/৩১৬১। ∞ মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ⇒ আবূ বাক্‌র আল-হানাফী ⇒ উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ⇒ নাফি' ⇒ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⇒ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের মাঠে কোরবানীর পশু যবেহ করতেন।[৩১৬১]

৩১৫৯. মুসলিম ১৯৭১, তিরমিযী ১৫১১, নাসায়ী ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৪৪৩৩, আবূ দাঊদ ২৮১২, আহমাদ ২৩৭২৮, ২৪৪৪১, ২৪৬৯২, ২৫২২৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৪৭, দারিমী ১৯৫৯। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬০. নাসায়ী ৪২৩০, আবূ দাঊদ ২৮১৩, আহমাদ ২০১৯৮, ২০২০২, দারিমী ১৯৫৮। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬১. সহীহুল বুখারী ৯৮২, ১৭১০, ৫৫৫১, ৫৫৫২, নাসায়ী ১৫৮৯, ৪৩৬৬, আবূ দাঊদ ২৮১১, আহমাদ ৫৮৪২। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

(٢١) كِتَاب الذَّبَائِح

পর্ব (২১) : যবেহ করা

١/٢١. بَاب الْعَقِيْقَةِ

২১/১. অধ্যায় : আকীকা

١/٣١٦٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

১/৩১৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আবদুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ, তার পিতা (আবূ ইয়াযীদ), সিবা' বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উম্মু কুরয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী (আকীকাস্বরূপ যবেহ করা) যথেষ্ট।[৩১৬২]

٢/٣١٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً».

২/৩১৬৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আফ্‌ফান, হাম্মাদ বিন সালামাহ, আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন খুসায়ম, ইউসুফ বিন মাহাক, হাফসাহ বিনতু আবদুর রহমান, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী দিয়ে আকীকা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১৬৩]

٣/٣١٦٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى».

৩/৩১৬৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, হিশাম বিন হাস্‌সান, হাফসাহ বিনতু সীরীন, সালমান বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করতে হবে অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (পশু যবেহ করো) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।[৩১৬৪]

৩১৬২. তিরমিযী ১৫১৬, নাসায়ী ৪২১৫, ৪২১৬, ৪২১৭, ৪২১৮, আবূ দাউদ ২৮৩৪, ২৮৩৫, ২৮৩৬, দারিমী ১৯৬৬। ইরওয়া' ৪/৩৯০, ৩৯১, সহীহ আবূ দাউদ ২৫২৩-২৫২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৩. তিরমিযী ১৫১৩। ইরওয়া' ১১৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৪. সহীহুল বুখারী ৫৪৭১, তিরমিযী ১৫১৫, নাসায়ী ৪২১৪, আবূ দাউদ ২৮৩৯, আহমাদ ২৭৫৪২, ১৫৭৯৭, ১৭৪১৫, ১৭৪২৯, দারিমী ১৯৬৭। ইরওয়া' ১১৭১, সহীহ আবূ দাউদ ২৫২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١٦٥/٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».

৪/৩১৬৫। হিশাম বিন আম্মার, শুআয়ব বিন ইসহাক, সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ, কাতাদাহ, হাসান (বিন আবুল হাসান), সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, তার মাথা কামাতে হয় এবং নাম রাখতে হয়।[৩১৬৫]

٣١٦٦/٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ».

৫/৩১৬৬। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব, আমর ইবনুল হারিস্র, আয়্যূব বিন মূসা, ইয়াযীদ বিন আবদ আল-মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ আলায়হি) (مجهول الحال) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে (আকীকা করতে হবে) এবং তার মাথা পশুর রক্তে রঞ্জিত করা যাবে না।[৩১৬৬]

٢/٢١. بَاب الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيْرَةِ

২১/২. অধ্যায় : ফারা'আ ও 'আতীরা

٣١٦٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا

৩১৬৫. সহীহুল বুখারী ৫৪৭২, তিরমিযী ১৫৪৪, নাসায়ী ৪২২০, আবূ দাউদ ২৮৩৭, ২৮৩৮, আহমাদ ১৯৫৭৯, ২৭৭০৯, ১৯৬৭৬, ১৯৭৪৩, দারিমী ১৯৬৯। ইরওয়া' ১১৬৫, মিশকাত ৪১৫৩, সহীহ আবূ দাউদ ২৫২১৭, ২৫২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৪/৩৮৮, ৩৮৯, সহীহাহ ২৪৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বণর্নায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবদ আল-মুযানী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায়নি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০২৬, ৩২/২০০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবদ আল-মুযানী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। সানাদে ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব যদিও দুর্বল তবে তার মুতাবি' রয়েছে। হাদীস্রটির ২২৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ১৭টি খুবই দুর্বল, ১২৬টি দুর্বল, ৭২টি হাসান, ১৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৫১৩, ১৫১৬, আবূ দাউদ ২৮৩৪, ২৮৩৫, ২৮৩৬, ২৮৪২, দারিমী ১৯৬৬, ১৯৬৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৮২, আহমাদ ৬৬৯৮, ৬৭৮৩, ২২৬২৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৭৯৫৩, ৭৯৫৪, ৭৯৫৫।

قَالَ «اذْبَحُوْا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوْا لِلّٰهِ وَأَطْعِمُوْا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ قَالَ فِيْ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتّٰى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ أُرَهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ».

১/৩১৬৭। ৺[আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ] [ইয়াযীদ বিন যুরায়'] [খালিদ আল-হায্‌যা'] [আবুল মালীহ্] [নুবায়শাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ডাক দিয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কী হুকুম করেন? তিনি বলেন ঃ তোমরা যে কোন মাসে মহামহিম আল্লাহর জন্য পশু যবেহ করো, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করো এবং (দরিদ্রদের) আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে ফারা'আ করতাম। এখন এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কী বলেন ? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি চরে বেড়ানো পশুতে ফারাআ রয়েছে, তাকে তোমরা ইচ্ছা অনুযায়ী আহার করাও এবং যখন ভারবোঝা বহনের উপযুক্ত হবে তখন তা যবেহ করে তার গোশত পথিকদের মধ্যে দান-খয়রাত করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর।[৩১৬৭]

٣١٦٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيْرَةَ قَالَ هِشَامٌ فِيْ حَدِيْثِهِ وَالْفَرَعَةُ أَوَّلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيْرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِيْ رَجَبٍ».

২/৩১৬৮। ৺[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার] [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ] [যুহরী] [সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব] [আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] নবী (সাঃ) বলেন ঃ এখন আর ফারা'আ নাই, আতীরাও নাই। হিশাম (রাঃ) তার বর্ণনায় বলেন, ফারা'আ হলো উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। আর আতীরা হলো কোন পরিবারের লোকেরা রজব মাসে যে বকরী যবেহ করে তা।[৩১৬৮]

٣١٦٩/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيْرَةَ» قَالَ ابْن مَاجَةَ هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ.

৩/৩১৬৯। ৺[মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী] [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ] [যায়দ বিন আসলাম] [তার পিতা (আসলাম)] [ইবনু উমার (রাঃ)] নবী (সাঃ) বলেন ঃ এখন আর ফারাআও নাই, আতীরাও নাই। ইবনু মাজাহ (রহঃ) বলেন, এটা কেবলমাত্র আল-'আদানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্।[৩১৬৯]

٣/٢١. بَاب إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذَّبْحَ

২১/৩. অধ্যায় : যবেহ করার সময় তোমরা উত্তমরূপে যবেহ করো

৩১৬৭. নাসায়ী ৪২২৮, ৪২২৯, ৪২৩০, ৪২৩১, ৪২৩২, আবূ দাউদ ২৮৩০, আহমাদ ২০১৯৮, ২০২০২। ইরওয়া' ৪/৪১২, সহীহ আবূ দাউদ ২৫১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৮. সহীহুল বুখারী ৫৪৭৩, ৫৪৭৪, মুসলিম ১৯৭৬, তিরমিযী ১৫১২, নাসায়ী ৪২২২, ৪২২৩, আবূ দাউদ ২৮৩১, আহমাদ ৭০৯৫, ৭২১৫, ৭৬৯৩, ৯৯৮৩, দারিমী ১৯৬৪। ইরওয়া' ১১৮০, আস সহীহ ২৫২০, ২৫২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৯. তিরমিযী ৯৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١٧٠/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ».

১/৩১৭০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুল ওয়াহ্হাব খালিদ আল-হায্যা' আবূ কিলাবাহ আবুল আশআস শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা (যুদ্ধ) করো, তা উত্তম পন্থায় করো, যখন যবেহ করো, তাও উত্তম পন্থায় করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ চাকু ধারালো করে নেয় এবং নিজের যবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়।[৩১৭০]

٣١٧١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا فَقَالَ «دَعْ أُذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا».

২/৩১৭১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ উকবাহ বিন খালিদ মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী (منكر الحديث) আমার পিতা (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী) আবূ সাঈদ আল- খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচিছলেন। লোকটি তখন একটি বকরীর কান ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ তুমি এর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধরো।[৩১৭১]

٣١٧٢/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أَخِيْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِيْ قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيْلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ».

٣١٧٢/٤ (١)- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

৩১৭০. মুসলিম ১৯৫৫, তিরমিযী ১৪০৯, নাসায়ী ৪৪০৫, ৪৪১১, ৪৪১২, ৪৪১৩, ৪৪১৪, আবূ দাউদ ২৮১৫, আহমাদ ১৬৬৬৪, ১৬৬৭৯, ১৬৬৮৯, দারিমী ১৯৭০। ইরওয়া' ২২৩১, রাওদুন নাদীর ৩৫৫, সহীহ আবূ দাউদ ২৫০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৯৬, ২৯/১৩৯ নং পৃষ্ঠা)

৩/৩১৭২। মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) কুররাহ বিন হায়ওয়ায়ীল যুহরী সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির অগোচরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যবেহ করার সময় যেন দ্রুত যবেহ করে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৪/৩১৭২ (১) জাফর বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আবুল আসওয়াদ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমার নবী সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৩১৭২]

٢١/٤. بَاب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

২১/৪. অধ্যায় : যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা

١/٣١٧٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ } قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَلَا تَأْكُلُوْا وَمَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ }.

১/৩১৭৩। আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' ইসরায়ীল সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস তিনি "শয়তানেরা নিজেদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়" (সূরা আনআম ঃ ২১) শীর্ষক আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন, শয়তানেরা বলে যে, যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা ভক্ষণ করো না এবং যা আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা খাও। অতএব মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ "যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না" (সূরা আনআম ঃ ১২১)।[৩১৭৩]

৩১৭২. আহমাদ ৫৮৩০। গায়াতুল মারাম ৩৯, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. জা'ফার বিন মুসাফির সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৫৫, ৫/১০৮ নং পৃষ্ঠা)

৩১৭৩. নাসায়ী ৪৪৩৭, আবূ দাউদ ২৮১৭, ২৮১৮, ২৮১৯। সহীহ আবূ দাউদ ২৫০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

٣١٧٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِيْ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ «سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوْا وَكَانُوْا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ».

২/৩১৭৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ একদল লোক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কতক লোক আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। জানি না, (তা যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে কি না? তিনি বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো এবং তা খাও। এটা ছিল তাদের কুফর পরিত্যাগের নিকটবর্তী কালের বিষয়।[৩১৭৪]

٥/٢١. بَاب مَا يُذَكَّى بِهِ

২১/৫. অধ্যায় : যে অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা যায়

٣١٧٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَنِيْ بِأَكْلِهِمَا».

১/৩১৭৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবুল আহওয়াস আসিম আশ-শা'বী মুহাম্মাদ বিন সয়ফী বলেন, আমি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে দু'টি খরগোশ যবেহ করে তা নিয়ে নবী এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে তা আহারের নির্দেশ দিলেন।[৩১৭৫]

٣١٧٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِيْ شَاةٍ فَذَبَحُوْهَا بِمَرْوَةٍ «فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ أَكْلِهَا».

২/৩১৭৬। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ গুনদার শু'বাহ হাদির বিন মুহাজির সুলায়মান বিন ইয়াসার যায়দ বিন সাবিত একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরীকে কামড় দিলে লোকেরা তা ধারালো সাদা পাথর দ্বারা যবেহ করে। রাসূলুল্লাহ তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।[৩১৭৬]

٣١٧٧/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَصِيْدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّيْنًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ «أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

৩/৩১৭৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) মুররী বিন কাতারী

৩১৭৪. সহীহুল বুখারী ২০৫৭, ৫৫০৭, ৭৩৯৮, নাসায়ী ৪৪৩৬, আবূ দাউদ ২৮২৯, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৫৪, দারিমী ১৯৭৬। গায়াতুল মারাম ৩৭, সহীহ আবূ দাউদ ২৫১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ ২৫১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭৬. নাসায়ী ৪৪০০, ৪৪০৭। সহীহ আবূ দাউদ ২৫১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(মাকবূল)আদী বিন হাতিম (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা শিকার ধরে থাকি এবং কখনও আমাদের সাথে ধারালো পাথর বা ধারালো লাঠি ব্যতীত ছুরি থাকে না। তিনি বলেন ঃ যা দিয়ে পারো রক্ত প্রবাহিত করো এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম লও।[৩১৭৭]

٣١٧٨/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَكُوْنُ فِي الْمَغَازِيْ فَلَا يَكُوْنُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ».

৪/৩১৭৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উমার বিন উবায়দ আত-তনাফিসী সাঈদ বিন মাসরূক আবায়াহ বিন রিফাআহ দাদা রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালে আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। তিনি বলেন ঃ দাঁত ও নখ ব্যতীত যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায় (তা দিয়ে যবেহ করো) এবং তা যবেহকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করো, অতঃপর খাও। কারণ দাঁত হলো হাড় এবং নখ হলো হাবশাবাসীদের ছুরি।[৩১৭৮]

٦/٢١. بَاب السَّلْخِ

২১/৬. অধ্যায় : চামড়া ছাড়ানো

٣١٧٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ «فَأَدْخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».

১/৩১৭৯। আবূ কুরায়ব মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ হিলাল বিন মায়মূন আল-জুহানী আতা' বিন ইয়াযীদ আল-লায়সী আতা' আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেন ঃ তুমি সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিবো। রাসূলুল্লাহ চামড়া ও গোশতের মাঝখান দিয়ে নিজের হাত ঢুকালেন, এমনকি বগল পর্যন্ত তাঁর হাত অন্তর্হিত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে বৎস! এভাবে

৩১৭৭. নাসায়ী ৪৩০৪, ৪৪০১, আবূ দাউদ ২৮২৪, আহমাদ ১৭৭৮১। ইরওয়া' ৮/১৬৬, গায়াতুল মারাম ৩৪, সহীহ আবূ দাউদ ২৫১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৭৮. সহীহুল বুখারী ২৪৮৮, মুসলিম ১৯৬৮, তিরমিযী ১৪৯১, নাসায়ী ৪৪০৩, ৪৪০৪, ৪৪০৯, ৪৪১০, আবূ দাউদ ২৮২১, আহমাদ ১৬৮১০, ১৬৮৩২। উক্ত হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ হাদীস ৩১৮৩ নং হাদীসে। ইরওয়া' ২৫২২, সহীহ আবূ দাউদ ২৫১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

চামড়া ছাড়াও। অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকেদের সাথে স্বলাত আদায় করলেন, কিন্তু উযু করেননি।[৩১৭৯]

٢١/٧. بَاب النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

২১/৭. অধ্যায় : দুগ্ধবতী পশু যবেহ করা নিষেধ

٣١٨٠/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ».

১/৩১৮০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ খালাফ বিন খালীফাহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য পশু যবেহ করতে ছুরি নিলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেন ঃ সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবেহ করো না।[৩১৮০]

٣١٨١/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ أَوْ قَالَ ذَاتَ الدَّرِّ».

২/৩১৮১। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মুহারিবী ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) তার পিতা (উবায়দুল্লাহ) (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আবূ বাক্র বিন আবূ কুহাফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ও উমার (রাঃ) কে বলেন ঃ তোমরা উভয়ে আমাদের সাথে আল-ওয়াকিফীর নিকট চলো। রাবী বলেন, আমরা চাঁদনি রাতে রওয়ানা হলাম এবং শেষে (আল-ওয়াকিফীর) বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। আল-ওয়াকিফী বলেন, সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর তিনি একটি

৩১৭৯. আবূ দাউদ ১৮৫। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৮, ১৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮০. মুসলিম ২০৩৮, তিরমিযী ২৩৬৯। দঈফাহ ৪৭১৯ নং হাদীসের অনুরূপ। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী খালাফ বিন খালীফাহ সম্পর্কে উক্ত হাদীসের রাবী খালফ বিন খালীফাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। তিনি কিছু রেওয়ায়াতে ভুল করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৭০৭, ৮/২৮৪ নং পৃষ্ঠা)

২. ইয়াযীদ বিন কায়সান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৪১, ৩২/২৩০ নং পৃষ্ঠা)

ছুরিসহ মেষ পালের মধ্যে চক্কর দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন ঃ সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবেহ করো না।[৩১৮১]

٨/٢١. بَاب ذَبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ

২১/৮. অধ্যায় : স্ত্রীলোকের যবেহকৃত পশুর বিধান

٣١٨٢/١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا».

১/৩১৮২। হান্নাদ ইবনুস সারী, আবদাহ বিন সুলায়মান, আবদুল্লাহ, নাফি', ইবনু কা'ব বিন মালিক, তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক স্ত্রীলোক ধারালো পাথরের সাহায্যে একটি বকরী যবেহ করলো। তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানানো হলে তিনি তা দূষণীয় মনে করেননি।[৩১৮২]

٩/٢١. بَاب ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

২১/৯. অধ্যায় : পলায়নপর পশু যবেহ করার বর্ণনা।

٣١٨٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ أَحْسَبُهُ قَالَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هَكَذَا».

১/৩১৮৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, উমার বিন উবায়দ, সাঈদ বিন মাসরূক, আবায়াহ বিন রিফাআহ, তার দাদা রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা এক সফরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। একটি উট পলায়নে তৎপর হলে এক ব্যক্তি সেটিকে লক্ষ করে তীর নিক্ষেপ করলো। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনটি জংলী পশুর ন্যায় বন্য হয়ে যায়। অতএব তোমরা অন্যভাবে কাবু করতে না পারলে একে এভাবেই কাবু করবে।[৩১৮৩]

٣١٨٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ «لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ».

৩১৮১. মুসলিম ২০৩৮, তিরমিযী ২৩৬৯। দঈফাহ ৪৭১৯ নং হাদীসের অনুরূপ। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার কিছু হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে গায়র স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮৭৬, ৩১/৪৪৯ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮২. সহীহুল বুখারী ২৩০৪, ৫৫০১, ৫৫০২, ৫৫০৪, ৫৫০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮৩. সহীহুল বুখারী ২৪৮৮, ২৪০৭, ৩০৭৫, ৫৪৯৮, ৫৫০৩, ৫৫৪৩, ৫৫৪৪, মুসলিম ১৯৬৮, তিরমিযী ১৪৯২, নাসায়ী ৪২৯৭, ৪৪০৯, ৪৪১০আবূ দাউদ ২৮২১, আহমাদ ১৫৩৭৯, ১৫৬৮৬, ১৬৮১০, ১৬৮৩২, দারিমী ১৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩১৮৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সলামাহ আবুল উশরা' (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (মালিক বিন কাহ্‌তাম) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগের মাঝখান ছাড়া কি যবেহ হয় না? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তার উরুতে বর্শা ঢুকিয়ে দিতে পারো তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[৩১৮৪]

١٠/٢١. بَاب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنْ الْمُثْلَةِ

২১/১০. অধ্যায় : কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ

٣١٨٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ».

১/৩১৮৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ উকবাহ বিন খালিদ মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী (منكر الحديث) তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৮৫]

٣١٨٦/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ».

২/৩১৮৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ হিশাম বিন যায়দ বিন আনাস বিন মালিক আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।[৩১৮৬]

٣١٨٧/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا».

৩১৮৪. তিরমিযী ১৪৮১, নাসায়ী ৪৪০১, আবূ দাউদ ২৮২৫, আহমাদ ১৮৪৬৮, দারিমী ১৯৭২। ইরওয়া' ২৫৩৫, দঈফ আবূ দাউদ ৪৯০। **তাহ্‌কীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল উশরা' সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত গ্রাম্য লোক। আল-মিয্‌যী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৫১৪, ৩৪/৮৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহ্‌কীক আলবানীঃ** সানাদটি খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৯৬, ২৯/১৩৯ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮৬. সহীহুল বুখারী ৫৫১৩, মুসলিম ১৯৫৬, নাসায়ী ৪৪৩৯, আবূ দাউদ ২৮১৬, আহমাদ ১১৭৫১, ১২৩৩৫, ১২৪৫১, ১২৫৭০। সহীহ আবূ দাউদ ২৫০৭। **তাহ্‌কীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৩১৮৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কোন জীবন্ত প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিও না।[৩১৮৭]

٣١٨٨/٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا».

৪/৩১৮৮। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৮৮]

٢١/١١. بَاب النَّهْيِ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلَّالَةِ

২১/১১. অধ্যায় : বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত (হালাল) পশু-পাখি খাওয়া নিষেধ

٣١٨٩/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا».

১/৩১৮৯। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইবনু আবূ যাইদাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিয়োগ রয়েছে) ইবনু আবূ নাজীহ মুজাহিদ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষ্ঠা ভক্ষণে অভ্যস্ত পশুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৮৯]

٢١/١٢. بَاب لُحُوْمِ الْخَيْلِ

২১/১২. অধ্যায় : ঘোড়ার গোশত

٣١٩٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ «نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

৩১৮৭. মুসলিম ১৯৫৭, তিরমিযী ১৪৭৫, নাসায়ী ৪৪৪৩, ৪৪৪৪, আহমাদ ১৮৬৬, ২৪৭০, ২৪৭৬, ২৫২৮, ২৫৮১, ২৭০০, ৩১৪৫, ৩২০৫। গায়াতুল মারাম ৩৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্ত্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ত্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮৮. মুসলিম ১৯৫৯, আহমাদ ১৪০১৪, ১৪০৩৯, ১৪২৩৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৫০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮৯. তিরমিযী ১৮২৪, আবূ দাউদ ৩৭৮৫, ৩৭৮৭। ইরওয়া' ২৫০৩, ২৫০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্ত্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্ত্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

১/৩১৯০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ ফাতিমাহ বিনতুল মুনযির আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে একটি ঘোড়া যবেহ করে তার গোশত খেয়েছি।[৩১৯০]

٣١٩١/٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ».

২/৩১৯১। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর আবূ আসিম ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালে আমরা ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশত খেয়েছি।[৩১৯১]

٢١/١٣. بَاب لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ

২১/১৩. অধ্যায় : বন্য গাধার গোশত

٣١٩٢/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْمَدِيْنَةِ فَنَحَرْنَاهَا وَإِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِيْ إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنْ «اكْفَئُوْا الْقُدُوْرَ وَلَا تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَأَكْفَأْنَاهَا فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيْمًا قَالَ تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَتَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ».

১/৩১৯২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালে আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হই। আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। লোকেরা মদীনার (শহরের) বাইরে কিছু গাধা পেলো। আমরা তা যবেহ করলাম। আমাদের হাঁড়িতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল। ইতোমধ্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘোষক ঘোষণা করলো যে, গোশতের পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দাও এবং গাধার গোশত থেকে মোটেও খেও না। অতএব আমরা পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তা চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন ? রাবী বলেন, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা কি বিষ্ঠা খাওয়ার কারণে হারাম করেছেন ?[৩১৯২]

৩১৯০. সহীহুল বুখারী ৫৫১০, ৫৫১১, ৫৫১২, ৫৫১৯, মুসলিম ১৯৪২, নাসায়ী ৪৪০৬, ৪৪২০, ৪৪২১, আহমাদ ২৬৩৭৯,২৬৩৯০, ২৬৩৭০, ২৬৪৩৮, দারিমী ১৯৯২। ইরওয়া' ২৪৯৩, সহীহাহ ৩৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৯১. সহীহুল বুখারী ৪২১৯, ৫৫২০, ৫৫২৪, মুসলিম ১৯৪১, তিরমিযী ১৭৯৩, নাসায়ী ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৪৩৩৯, ৪৩৩০, ৪৩৪৩, আবূ দাউদ ৩৭৮৮, ৩৭৮৯, ৩৮০৮, আহমাদ ১৪০৪১, ১৪৪২৬, ১৪৪৭৪, ১৪৪৮৬, ১৪৭১৫, দারিমী ১৯৯৩। ইরওয়া' ৮/১৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৯২. সহীহুল বুখারী ৩১৫৫, ৪২২০, ৪২২২, ৪২২৫, ৫৫২৬, মুসলিম ১৯৩৭, ১৯৩৮, নাসায়ী ৪৩৩৯, আহমাদ ১৮৬৩৭, ১৮৬৪৮, ১৮৬৫৯, ১৮৯২৫। রাওদুন নাদীর ৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١٩٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ».

২/৩১৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) মুআবিয়াহ বিন স্নালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাসান বিন জাবির (মাকবূল) আল-মিকদাম বিন মা'দীকারিব আল-কিন্দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতগুলো জিনিস হারাম ঘোষণা করেন, তার মধ্যে গৃহপালিত গাধার কথাও উল্লেখ করেন।[৩১৯৩]

٣١٩٤/٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيْجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ».

৩/৩১৯৪। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির আসিম আশ-শা'বী বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা গোশত ও রান্না করা গোশত সব ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী কালে তিনি আর তা (খাওয়ার) হুকুম দেননি।[৩১৯৪]

٣١٩٥/٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ فَأَمْسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوْا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَامَ تُوقِدُوْنَ قَالُوْا عَلَى لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ «أَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَوْ نُهَرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ ذَاكَ».

৪/৩১৯৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আল-মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করতেন) ইয়াযীদ বিন আবূ উবায়দ সালামা ইবনুল আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে খায়বারের যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যা হলে লোকেরা চুলায় আগুন ধরালো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কী রান্না করছো? তারা বলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি বলেন, হাঁড়িতে যা আছে তা ফেলে দাও এবং হাঁড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলো। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হাঁড়ির মধ্যে যা আছে আমরা কি তা ফেলে দিয়ে হাঁড়ি ধুয়ে নিতে পারি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আচ্ছা! তাই করো।[৩১৯৫]

৩১৯৩. আহমাদ ১৬৭৪২। রাওদুন নাদীর ৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. মুআবিয়াহ বিন স্নালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৫৮, ২৮/১৮৬ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯৪. মুসলিম ১৯৩৭, নাসায়ী ৪৩৩৮, আহমাদ ১৮৬৩৭, ১৮৬৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৯৫. সহীহুল বুখারী ২৪৭৭, ৪১৯৬, ৬১৪৮, মুসলিম ১৮০২, আহমাদ ১৬০৭৮, ১৬০৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١٩٦/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ نَادَى «إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ».

৫/৩১৯৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার আয়্যুব ইবনু সীরীন আনাস মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘোষক ঘোষণা করলেন ঃ নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক।[৩১৯৬]

٢١/١٤. بَاب لُحُوْمِ الْبِغَالِ

২১/১৪. অধ্যায় : খচ্চরের গোশত

٣١٩٧/١- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ قُلْتُ فَالْبِغَالُ قَالَ لَا.

১/৩১৯৭। আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুল কারীম আল-জাযারী আতা' জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক স্রাওরী ও মা'মার আবদুল কারীম আল-জাযারী আতা' জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশত আহার করতাম। আমি (আতা) বললাম, খচ্চরের গোশত? তিনি বলেন, না।[৩১৯৭]

٣١٩٨/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ».

২/৩১৯৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রাফ্ফা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকিয়্যাহ স্রাওর বিন ইয়াযীদ স্রালিহ বিন ইয়াহইয়া ইবনুল মিকদাম বিন মা'দীকারিব (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) তার পিতা (ইয়াহইয়া ইবনুল মিকদাম) (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) দাদা (মিকদাম বিন মা'দীকারিব) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬১৩৫, ২৮/৩৮১ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯৬. সহীহুল বুখারী ২৯৯১, ৪১৯৮, ৪১৯৯, ৫৫২৮, মুসলিম ১৯৪০, নাসায়ী ৬৯, ৪৩৪০, আহমাদ ১১৬৭৬, ১১৭৩০, ১১৮০৭, ১২২৬০, দারিমী ১৯৯১। ইরওয়া' ২৪৮৯, রাওদুন নাদীর ৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৯৭. সহীহুল বুখারী ৪২১৯, ৫৫২০, ৫৫২৪, মুসলিম ১৯৪১, তিরমিযী ১৭৯৩, নাসায়ী ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৪৩২৯, ৪৩৩০, ৪৩৪৩, আবূ দাউদ ৩৭৮৮, ৩৭৮৯, ৩৮০৮, আহমাদ ১৪০৪১, ১৪৪২৬, ১৪৪৭৪, ১৪৪৮৬, ১৪৭১৫, দারিমী ১৯৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ।

রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার গোশত, খচ্চরের গোশত ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[৩১৯৮]

١٥/٢١. بَاب ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

২১/১৫. অধ্যায় : পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবেহ-ই যথেষ্ট

٣١٩٩/١– حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ «كُلُوْهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ.

১/৩১৯৯। আবূ কুরায়ব, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ও আবদাহ বিন সুলায়মান, মুজালিদ (বিন সাঈদ) (তিনি নির্ভরযোগ্য নন), আবুল ওয়াদ্দাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পারো। কেননা তার মায়ের যবেহ তার যবেহ-এর জন্য যথেষ্ট।[৩১৯৯]

৩১৯৮. নাসায়ী ৪৩৩১, ৪৩৩২, আবূ দাউদ ৩৭৯০। দঈফাহ ১১৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. সালিহ বিন ইয়াহইয়া ইবনুল মিকদাম বিন মা'দীকারিব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮৪৪, ১৩/১০৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াহইয়া ইবনুল মিকদাম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯২৮, ১৩/৫৭০ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯৯. তিরমিযী ১৪৭৬, আবূ দাউদ ২৮২৭। রাওদুন নাদীর ৫১৪, ৫১৫, সহীহ আবূ দাউদ ২৫১৬, ইরওয়া' ২৫৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রের সানদটি মুজালিদ বিন সাঈদ এর কারণে দুর্বল। হাদীস্রটির ১৫৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ১১টি খুবই দুর্বল, ৭৪টি দুর্বল,৩৫ টি হাসান, ৩৮টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৪৭৬, আবূ দাউদ ২৮২৭, ২৮২৮, দারিমী ১৯৭৯, আহমাদ ১০৮৬৭, ১০৯৫০, ১১০২২, ১১১০৩, দারাকুতনী ৪৬৮৬, ৪৬৯০, ৪৬৯১, ৪৬৯২, ৪৬৯৩, ৪৬৯৪, ৪৬৯৫, ৪৬৯৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৮৬৪৯, ৮৬৫০, মু'জামুল আওসাত ৩৬০৬, ৩৭১১, ৬৭২১, ৭৮৫৬, ৮০৯৯, ৮২৩৪, ৯৪৫৩, শারহুস সুন্নাহ ২৭৮৯।

(٢٢) كِتَاب الصَّيْدِ

পর্ব (২২) : শিকার

١/٢٢. بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

২২/১. অধ্যায় : শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর নিধন সম্পর্কে

١/٣٢٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ «قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ».

১/৩২০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ শু'বাহ আবুত তায়্যাহ মুতাররিফ আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর নিধনের নির্দেশ দেন,অতঃপর বলেন : লোকেদের কুকুরের কী প্রয়োজন? অতঃপর তিনি তাদের শিকারী কুকুর রাখার অনুমতি দেন।[৩২০০]

٢/٣٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ «قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِيْ كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِيْنِ» قَالَ بُنْدَارٌ الْعِيْنُ حِيْطَانُ الْمَدِيْنَةِ.

২/৩২০১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার উসমান বিন উমার শু'বাহ আবুত তায়্যাহ মুতাররিফ আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আবুত তায়্যাহ মুতাররিফ আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেন : লোকেদের কুকুরের কী প্রয়োজন? এরপর তিনি তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগান পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পোষার অনুমতি দেন। বুনদার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আল-ঈন' হলো মদীনার বাগানসমূহ।[৩২০১]

٣/٣٢٠٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ».

৩/৩২০২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মালিক বিন আনাস নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন।[৩২০২]

৩২০০. মুসলিম ২৮০, নাসায়ী ৬৭, ৩৩৬, ৩৩৭, আবূ দাউদ ৭৪, আহমাদ ১৬৩৫০, ২০০৩৯, দারিমী ২০০৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৫। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

৩২০১. মুসলিম ২৮০, নাসায়ী ৬৭, ৩৩৬, ৩৩৭, আবূ দাউদ ৭৪, আহমাদ ১৬৩৫০, ২০০৩৯, দারিমী ২০০৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৫। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

৩২০২. সহীহুল বুখারী ৩৩২৩, ৫৪৮১, মুসলিম ১৫৭০, তিরমিযী ১৪৮৮, নাসায়ী ৪২৭৭, ৪২৭৮, ৪২৭৯, আহমাদ ৪৭৩০, ৫৭৪১, ৫৮৮৯, ৬১৩৬, ৬২৯৯, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮০৯, দারিমী ২০০৭। ইরওয়া' ২৫৪৯। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

٣٢٠٣/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

৪/৩২০৩। আবূ তাহির, ইবনু ওয়াহব, য়ূনুস, ইবনু শিহাব, সালিম, তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উচ্চ কণ্ঠে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিতে শুনেছি। শিকারী কুকুর অথবা পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা হতো (তাঁর যুগে)[৩২০৩]

٢/٢٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

২২/২. অধ্যায় : শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ

٣٢٠٤/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

১/৩২০৪। হিশাম বিন আম্মার, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, আল-আওযাঈ, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, আবূ সালামাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত অথবা পশুপাল পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষে সে তার সৎকর্ম থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস করে।[৩২০৪]

٣٢٠٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيْمَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ».

২/৩২০৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আহমাদ বিন আবদুল্লাহ, আবূ শিহাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), য়ূনুস বিন উবায়দ, হাসান, আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি না হতো তবে আমি তা নির্মূল করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এর মধ্যে কালোগুলো হত্যা করো। যে সম্প্রদায় পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, শিকারী কুকুর ও কৃষিখামার পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পোষে তাদের সৎকর্মের সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত করে হ্রাস পায়।[৩২০৫]

৩২০৩. সহীহুল বুখারী ৩৩২৩, ৫৪৮১, মুসলিম ১৫৭০, তিরমিযী ১৪৮৮, নাসায়ী ৪২৭৭, ৪২৭৮, ৪২৭৯, আহমাদ ৪৭৩০, ৫৭৪১, ৫৮৮৯, ৬১৩৬, ৬২৯৯, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮০৯, দারিমী ২০০৭। ইরওয়া' ৮/১৮১, ১৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২০৪. সহীহুল বুখারী ২৩২২, ৩৩২৪, মুসলিম ১৫৭৫, তিরমিযী ১৪৮৮, ১৪৯০, নাসায়ী ৪২৮৯, ৪২৯০, ৪২৯১, আবূ দাউদ ২৭৪৪, আহমাদ ৯২০৯। গায়াতুল মারাম ১৪৭, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২০৫. মুসলিম ৪২২, নাসায়ী ৬৭, ৩৩৬, ৩৩৭, আবূ দাউদ ৭৪, আহমাদ ১৬৩৫০, ২০০৩৯, দারিমী ২০০৬। গায়াতুল মারাম ১৪৮, আস সহীহ ২৫৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٢٠٦/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِيْ عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ فَقِيْلَ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ».

৩/৩২০৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মালিক বিন আনাস ইয়াযীদ বিন খুসায়ফাহ সাইব বিন ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সুফইয়ান বিন আবূ যুহায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা মেষপাল পাহারায় প্রয়োজন হয় না, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়। সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি সরাসরি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ, এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।[৩২০৬]

٣/٢٢. بَاب صَيْدِ الْكَلْبِ

২২/৩. অধ্যায় : কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার

٣٢٠٧/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَأَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَأَصِيْدُ بِكَلْبِي الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِيْ أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ শিহাব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবূ হাফস উমার বিন শাহিন বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী ও আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার হিফয নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৭৪৪, ১৬/৪৮৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২০৬. সহীহুল বুখারী ২৩২৩, ৩৩২৫, মুসলিম ১৫৭৬, নাসায়ী ৪২৮৫, আহমাদ ২১৪০৬, ২১৪১১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮০৭, দারিমী ২০০৫। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

১/৩২০৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না দহ্হাক বিন মাখলাদ হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ রাবীআহ বিন ইয়াযীদ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আবূ সা'লাবাহ আল-খুশানী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবের (ইহূদী-খৃস্টান) এলাকায় বসবাস করি। আমরা কখনো তাদের পাত্রে আহার করি। এখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। আমি তা আমার ধনুক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যেও শিকার করি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি যে বলছো- তোমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বসবাস করো, একান্ত নিরুপায় না হলে তাদের পাত্রে আহার করো না। যদি তোমরা একান্ত নিরুপায় হয়ে যাও, তবে তাদের পাত্র ধৌত করার পর তাতে আহার করো। আর তুমি যে শিকারের কথা বললে তাতে তুমি তীরের সাহায্যে যে শিকার করো তার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো এবং খাও। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধরো তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করো এবং খাও। আর-তুমি প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধরো তা যবেহ করতে পারলে খাও।[৩২০৭]

٣٢٠٨/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ فَلَا تَأْكُلْ» قَالَ ابْن مَاجَةَ سَمِعْتُهُ يَعْنِيْ عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِيْنَ حِجَّةً أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ.

২/৩২০৮। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) বায়ান বিন বিশর আশ-শা'বী আদী বিন হাতিম (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞেস করে বললাম, আমরা এই কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরে থাকি। তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকলে সে তোমার জন্য যা শিকার করে তা খাও, তা সে হত্যা করে ফেললেও, কিন্তু (তা থেকে) কুকুর খেয়ে ফেললে (তা খেও না)। যদি কুকুর (তা থেকে) খেয়ে থাকে তবে তুমি তা ভক্ষণ করো না। কারণ আমার সন্দেহ হয় যে, সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর সাথে অন্য কুকর থাকলে তুমি তা আহার করো না। ইবনু মাজাহ (রহি.) বলেন, আমি আলী ইবনুল মুনযিরকে বলতে শুনেছি, আমি আটান্ন বার হাজ্জ করেছি এবং এর অধিকাংশ বার পদব্রজে।[৩২০৮]

৩২০৭. সহীহুল বুখারী ৫৪৭৮, ৫৪৮৮, ৫৪৯৬, মুসলিম ১৯৩০, ১৯৩১, তিরমিযী ১৪৬৪, ১৭৯৭, নাসায়ী ৪২৬৬, আবূ দাউদ ২৮৫২, ২৮৫৫, ২৮৫৬, ৩৮৩৯, আহমাদ ১৭২৭৭, ১৭২৯৩, দারিমী ২৪৯৯। ইরওয়া' ৩৭, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৪৪-২৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২০৮. সহীহুল বুখারী ১৭৫, ২০৫৪, ২০৭৫, ৫৪৭৬, ৫৪৭৭, ৫৪৮৩, ৫৪৮৫, ৫৪৮৬, ৫৪৮৭, ৭৩৯৭, মুসলিম ১৯২৯, তিরমিযী ১৪৬৫, ১৪৭০, নাসায়ী ৪২৬৩, ৪২৬৪, ৪২৬৫, ৪২৬৭, ৪২৬৮, ৪২৬৯, ৪২৭০, ৪২৭২, ৪২৭৩, ৪২৭৪, ৪২৭৫, আবূ দাউদ ২৮৪৮, ২৮৪৭, ২৮৪৯, ২৮৫১, ২৮৫৪, আহমাদ ১৭৭৮১, ১৭৭৯৪, ১৭৭৯৮, ১৮৮৭৯, ১৮৮৯৩, ১৮৯০১, দারিমী ২০০২। ইরওয়া' ২৫৫১, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৭-২৫৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤/٢٢. بَاب صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ

২২/৪. অধ্যায় : অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও ঘোর কালো কুকুরের শিকার

١/٣٢٠٩- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِيْ بَزَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِي الْمَجُوْسَ».

১/৩২০৯। [আমর বিন আবদুল্লাহ][ওয়াকী‘][শারীক][হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন)][কাসিম বিন আবূ বায্যাহ][সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমাদেরকে অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও পাখির ধৃত শিকার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩২০৯]

٢/٣٢١٠- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ «سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَيْطَانٌ».

২/৩২১০। [আমর বিন আবদুল্লাহ][ওয়াকী‘][সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ][হুমায়দ বিন হিলাল][আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত][আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ঘোর কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তা শয়তান।[৩২১০]

٥/٢٢. بَاب صَيْدِ الْقَوْسِ

২২/৫. অধ্যায় : ধনুকের শিকার

١/٣٢١١- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ».

১/৩২১১। [আবূ উমায়র ঈসা বিন মুহম্মাদ আন-নাহ্হাস ও ঈসা বিন য়ূনুস আর-রামলী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)][দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন)][আল-আওযাঈ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব][আবূ স্রা'লাবাহ আল-খুশানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা ধনুকের সাহায্যে ধৃত শিকার খাও।[৩২১১]

উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২০৯. তিরমিযী ১৪৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩২১০. মুসলিম ৫১০, তিরমিযী ৩৩৮, নাসায়ী ৭৫০, আবূ দাউদ ৭০২, আহমাদ ২০৮১৬, ২০৮৩৫, ২০৮৭০, ২০৯১৪, ২০৯২০, দারিমী ১৪১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২১১. সহীহুল বুখারী ৫৪৭৮, ৫৪৮৮, ৫৪৯৬, মুসলিম ১৯৩০, ১৯৩১, তিরমিযী ১৪৬৪, ১৭৯৭, নাসায়ী ৪২৬৬, আবূ দাউদ ২৮৫২, ২৮৫৫, ২৮৫৬, ৩৮৩৯, আহমাদ ১৭২৭৭, ১৭২৯৩, দারিমী ২৪৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٣٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِيْ قَالَ «إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُلْ مَا خَزَقْتَ».

২/৩২১২। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), মুজালিদ বিন সাঈদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নন) আমির আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন,আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তীরন্দাজ সম্প্রদায়। তিনি বলেন ঃ তুমি তীর নিক্ষেপ করলে এবং তা শিকারে বিদ্ধ হলে তা খাও।[৩২১২]

٢٢/٦. بَاب الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيْلَةً

২২/৬. অধ্যায় : এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে

١/٣٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ شَيْئًا غَيْرَهُ فَكُلْهُ».

১/৩২১৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার আসিম আশ-শা'বী আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ঈসা বিন য়ূনুস সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৬৭২, ২৩/৬০ নং পৃষ্ঠা) ২. দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিসরী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা)

৩২১২. সহীহুল বুখারী ২০৫৪, ৫৪৭৫, ৫৪৭৬, ৫৪৭৭, ৫৪৮৫, ৫৪৮৬, ৭৩৯৭, মুসলিম ১৯২৯, তিরমিযী ১৪৬৫, ১৪৬৯, ১৪৭১, নাসায়ী ৪২৬৪, ৪২৬৫, ৪২৬৭, ৪২৭৪, আবূ দাউদ ২৮৪৭, ২৮৪৯, ২৮৫৪, আহমাদ ১৭৭৮১, ১৭৭৯৪, ১৭৭৯৮, ১৮৮৭৯, ৭৮৮৯৩, ১৮৯০১, দারিমী ২০০২। ইরওয়া' ২৫৪৮। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবালম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মুজালিদ বিন সাঈদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৪২১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৪৩টি খুবই দুর্বল, ১০১টি দুর্বল, ৬৪টি হাসান, ২১৩টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৭৫, ২০৫৪, ৫৪৭৫, ৫৪৭৬, ৫৪৭৭, ৫৪৮৩, ৫৪৮৫, ৫৪৮৬, ৫৪৮৭, ৫৪৯৭, মুসলিম ১৯২৯, ১৯৩১, ১৯৩২, তিরমিযী ১৪৬৪, ১৪৬৫, ১৪৬৭, ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১, ৩৯৮৩, ১৭৯৭, আবূ দাউদ ২৮৪৭, ২৮৪৮, ২৮৪৯, ২৮৪৯-২৮৫৭, ২৮৬১, দারিমী ২০০২, ২০০৯, আহমাদ ২০৫০, ৬৬৮৬, ১৬৯৭৬, ১৬৯৭৭।

করি, অতঃপর তা এক রাত পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে। তিনি বলেন ঃ তুমি শিকারের সাথে তোমার তীর পেলে এবং অন্য কিছু না পেলে তা খাও।[৩২১৩]

٢٢/٧. بَاب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

২২/৭. অধ্যায় : পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার

٣٢١٤/١- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ».

১/৩২১৪। [আমর বিন আবদুল্লাহ] [ওয়াকী'] [যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ] [আমির] [আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)] [মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)] [যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ] [আমির] [আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পালক ও সূক্ষ্মাগ্রবিহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ তীরের অগ্রভাগের আঘাতে যে শিকার ধরতে পারো তা খাও এবং তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে যে শিকার ধরো তা মৃত (তা খাওয়া যাবে না)।[৩২১৪]

٣٢١٥/٢- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ».

২/৩২১৫। [আমর বিন আবদুল্লাহ] [ওয়াকী'] [তার পিতা (জাররাহ বিন মালীহ বিন আদী) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)] [মানসূর] [ইবরাহীম] [হাম্মাম ইবনুল হারিস্র আন্-নাখঈ] [আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তীর বা লাঠির পার্শ্বদেশের আঘাতে ধৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার শিকার খেও না, কিন্তু যদি তা শিকারের দেহ ভেদ করে (তবে খাবে)[৩২১৫]

৩২১৩. সহীহুল বুখারী ২০৫৪, ৫৪৭৫, ৫৪৭৬, ৫৪৭৭, ৫৪৮৫, ৫৪৮৬, ৭৩৯৭, মুসলিম ১৯২৯, তিরমিযী ১৪৬৫, ১৪৬৯, ১৪৭১, নাসায়ী ৪২৬৪, ৪২৬৫, ৪২৬৭, ৪২৭৪, আবূ দাউদ ২৮৪৭, ২৮৪৯, ২৮৫৪, আহমাদ ১৭৭৮১, ১৭৭৯৪, ১৭৭৯৮, ১৮৮৭৯, ৭৮৮৯৩, ১৮৯০১, দারিমী ২০০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২১৪. সহীহুল বুখারী ২০৫৪, ৫৪৭৫, ৫৪৭৬, ৫৪৭৭, ৫৪৮৫, ৫৪৮৬, ৭৩৯৭, মুসলিম ১৯২৯, তিরমিযী ১৪৬৫, ১৪৬৯, ১৪৭১, নাসায়ী ৪২৬৪, ৪২৬৫, ৪২৬৭, ৪২৭৪, আবূ দাউদ ২৮৪৭, ২৮৪৯, ২৮৫৪, আহমাদ ১৭৭৮১, ১৭৭৯৪, ১৭৭৯৮, ১৮৮৭৯, ৭৮৮৯৩, ১৮৯০১, দারিমী ২০০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবালম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৫. সহীহুল বুখারী ২০৫৪, ৫৪৭৫, ৫৪৭৬, ৫৪৭৭, ৫৪৮৫, ৫৪৮৬, ৭৩৯৭, মুসলিম ১৯২৯, তিরমিযী ১৪৬৫, ১৪৬৯, ১৪৭১, নাসায়ী ৪২৬৪, ৪২৬৫, ৪২৬৭, ৪২৭৪, আবূ দাউদ ২৮৪৭, ২৮৪৯, ২৮৫৪, আহমাদ ১৭৭৮১, ১৭৭৯৪, ১৭৭৯৮, ১৮৮৭৯, ৭৮৮৯৩, ১৮৯০১, দারিমী ২০০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٨/٢٢. بَاب مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

২২/৮. অধ্যায় : জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য

١/٣٢١٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ».

১/৩২১৬। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মা'ন বিন ঈসা হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) যায়দ বিন আসলাম ইবনু উমার (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জীবিত প্রাণীর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য।[৩২১৬]

٢/٣٢١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُجِبُّوْنَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُوْنَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ أَلَا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ».

২/৩২১৭। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ বাক্‌র আল-হুযালী (متروك الحديث) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) তামীম আদ-দারী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শেষ যুগে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা উটের কুঁজ এবং মেষের লেজের (প্রান্তভাগের চর্বিযুক্ত মোটা) অংশ (খাওয়ার জন্য) কেটে বিচ্ছিন্ন করবে। সাবধান! জীবন্ত প্রাণীর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছন্ন করা হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য (তা খাওয়া নিষিদ্ধ)।[৩২১৭]

উক্ত হাদীস্রের রাবী জাররাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন,তিনি সত্যবাদী। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা ছিলো। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৯১০, ৪/৫১৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ৪১, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন. তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ৪৪ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ বাক্‌র আল-হুযালী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ

٢٢/٩. بَاب صَيْدِ الْحِيْتَانِ وَالْجَرَادِ

২২/৯. অধ্যায় : মাছ ও টিড্ডি শিকার

٣٢١٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ».

১/৩২১৮। আবূ মুস্‌আব, আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল), তার পিতা (আসলাম), আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাদের জন্য দু'টি মৃত জীব হালাল করা হয়েছে ঃ মাছ ও টিড্ডি (এক প্রকারের বড় জাতের ফড়িং)[৩২১৮]

٣٢١٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ «أَكْثَرُ جُنُوْدِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

২/৩২১৯। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ ও নাস্‌র বিন আলী, যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া বিন উমারাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আবুল আওওয়াম (মাকবূল), আবূ উস্‌মান আন-নাহদী, সালমান (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট টিড্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার বিরাট বাহিনী। আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না।[৩২১৯]

٣٢٢٠/٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدٍ الْبَقَّالِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ «كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ».

আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৬৮, ৩৩/১৫৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৮. আহমাদ ৫৬৯০। মিশকাত ৪১৩২, সহীহাহ ১১১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার ভাই তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮২০, ১৭/১১৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১০টি খুবই দুর্বল, ৯টি দুর্বল, ৮টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ৫৬৯০, দারাকুতনী ৪৬৮৭, শারহুস সুন্নাহ ২৮০৩।

৩২১৯. আবূ দাউদ ৩৮১৩। দঈফাহ ১৫৩৩, দঈফ আল-জামি' ১০৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া বিন উমারাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার কথা গুলো ভালো। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০০১, ৯/৩৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবুল আওওয়াম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইবনু হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যহাবী বলেন, তার জারাহ সম্পর্কে আমার জানা নেই তবে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুয যিবরিকান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বায়হাকী তার দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

Contents

৩/৩২২০। আহমাদ বিন মানী' সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবূ সাঈদ আল-বাক্কাল (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ থরে থরে সাজিয়ে টিড্ডি উপঢৌকন পাঠাতেন।[৩২২০]

٣٢٢١/٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ «اللّٰهُمَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ وَاقْتُلْ صِغَارَهُ وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَدْعُوْ عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ» قَالَ هَاشِمٌ قَالَ زِيَادٌ فَحَدَّثَنِيْ مَنْ رَأَى الْحُوْتَ يَنْثُرُهُ.

৪/৩২২১। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল হাশিম ইবনুল কাসিম যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন উলাসাহ মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (متروك الحديث) তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) জাবির ও আনাস বিন মালিক (রাঃ) নবী (সাঃ) টিড্ডির ব্যাপারে বদদোয়া করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস করো, ছোটগুলো হত্যা করো, এর ডিমগুলো নষ্ট করে তার মূলোৎপাটন করো এবং আমাদের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষতিসাধন থেকে এবং আমাদের জীবিকা থেকে তার মুখ বন্ধ করে দাও। নিশ্চয় তুমিই দুআ' শ্রবণকারী"। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর একদল সৈনিকের মূলোৎপাটনের জন্য আপনি কিরূপে বদদোয়া করলেন? তিনি বলেন ঃ সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিড্ডি নির্গত হয়। হাশিম (রাঃ) বলেন, যিয়াদ বলেছেন (রাঃ) এমন এক ব্যক্তি আমাদের তা বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিড্ডি নির্গত করতে দেখেছেন।[৩২২১]

٣٢٢٢/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كُلُوْهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ».

৩২২০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ আল-বাক্কাল সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস শ্রবণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি সিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৫১, ১১/৫২ নং পৃষ্ঠা)

৩২২১. তিরমিযী ১৮২৩। দঈফাহ ১১২। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না তিনি দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৯৬, ২৯/১৩৯ নং পৃষ্ঠা)

৫/৩২২২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ আবুল মুহায্যিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, আমরা নবী এর সাথে হাজ্জ অথবা উমরা করতে রওয়ানা হলাম। আমাদের সামনে একপাল টিড্ডি অথবা এক প্রকারের টিড্ডি উপস্থিত হলো। আমরা আমাদের চাবুক ও জুতা দিয়ে তা মারতে লাগলাম। তখন নবী বলেন ঃ তা খাও, কারণ তা সামুদ্রিক বা জলজ শিকার।[৩২২২]

١٠/٢٢. بَاب مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

২২/১০. অধ্যায় : যে প্রাণী হত্যা করা নিষেধ

١/٣٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ».

১/৩২২৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও আবদুর রহমান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব আবূ আমির আল-আকাদী ইবরাহীম ইবনুল ফাদল (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) সাঈদ আল-মাকবুরী আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সুরাদ পাখি, বেঙ, পিপীলিকা ও হুদহুদ পাখি হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[৩২২৩]

٢/٣٢٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ».

২/৩২২৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ ইবনু আব্বাস তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ চার ধরনের প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন ঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও সুরাদ পাখি।[৩২২৪]

৩২২২. তিরমিযী ৮৫০, আবূ দাউদ ১৮৫৩, ১৮৫৪, আহমাদ ৭৯৯৯, ৮৫৪৭, ৮৬৫৪, ৯০২৩। ইরওয়া' ১০২২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মুহায্যিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৫৫, ৩৪/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২২৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮/১৪৩, রাওদুন নাদীর ৫৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম ইবনুল ফাদল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪, ২/১৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইবরাহীম ইবনুল ফাদল এর কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল। হাদীসটির ৪৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ১৩টি খুবই দুর্বল, ২৮টি দুর্বল, ২টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ৫২৬৭, দারিমী ১৯৯৯, আহমাদ ৩০৫৭, ৩২৩২।

৩২২৪. আবূ দাউদ ৫২৬৭, আহমাদ ৩০৫৭, ৩২৩২, দারিমী ১৯৯৯। ইরওয়া' ২৪৯০, রাওদুন নাদীর ৫৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ

٣٢٢٥/٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ « إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ».

٣٢٢٥/٤ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَرَصَتْ.

৩/৩২২৫। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ্ ও আহমাদ বিন ঈসা আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইউনুস ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেন ঃ নবীগণের মধ্যকার এক নবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করলো। তিনি পিপীলিকাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা জ্বালিয়ে দেয়া হলো। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন ঃ একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে, আর তুমি আল্লাহর গুণগানে রত তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করলে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৬টি সানাদের ৪টি বর্ণিত হয়েছে, অপর ২টি সানাদ হলো:]

৪/৩২২৫(১)। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ সালেহ লায়স ইউনুস ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) [৩২২৫]

٢٢/١١. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْخَذْفِ

২২/১১. অধ্যায় : কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ

٣٢٢٦/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا».

১/৩২২৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ আয়্যূব সাঈদ বিন জুবায়র আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) এর এক নিকটাত্মীয় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে বারণ করেন এবং বলেন, নবী (সাঃ) কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তার সাহায্যে শিকারও ধরা যায় না, শত্রুকেও আঘাত হানা যায় না, কিন্তু তা দাঁত ভাংগে ও চোখ নষ্ট করে।" রাবী বলেন, সে পুনরায় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে হাদীসটি শুনাচ্ছি যে, নবী (সাঃ) তা নিষেধ করেছেন, আর তুমি পুনরায় তা নিক্ষেপ করছো! আমি কখনও তোমার সাথে কথা বলবো না।[৩২২৬]

৩২২৫. সহীহুল বুখারী ৩০১৯, ৩৩১৯, মুসলিম ২২৪১, নাসায়ী ৪৩৫৮, ৪৩৫৯, আবূ দাউদ ৫২৬৫, ৫২৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২৬. সহীহুল বুখারী ৪৮৪২, ৫৪৭৯, ৬২২০, মুসলিম ১৯৫৪, নাসায়ী ৪৮১৫, আবূ দাউদ ৫২৭০, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০, দারিমী ৪৩৯, ৪৪০। রাওদুন নাদীর ৬৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٢٢٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ «إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا تَنْكِي الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ».

২/৩২২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ, শু'বাহ, কাতাদাহ, উকবাহ বিন সুহবান, আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, শু'বাহ, কাতাদাহ, উকবাহ বিন সুহবান, আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তা শিকারও হত্যা করতে পারে না, শত্রুকেও আঘাত হানতে পারে না, কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভাঙ্গে।[৩২২৭]

٢٢/١٢. قَتْلِ الْوَزَغِ

২২/১২. অধ্যায় : নিধন

٣٢٢٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

১/৩২২৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আবদুল হামীদ বিন জুবায়র, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, উম্মু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৩২২৮]

٣٢٢٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا أَدْنَى مِنْ الْأُوْلَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الَّذِيْ ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ».

২/৩২২৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব, আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার, সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়), তার পিতা (আবূ সালিহ), আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ পুণ্য। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে তার জন্য এই এই পরিমাণ পুণ্য (কিন্তু প্রথম আঘাতের তুলনায় কম)। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এই এই পরিমাণ পুণ্য (কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের তুলনায় কম)।[৩২২৯]

৩২২৭. সহীহুল বুখারী ৪৮৪২, ৫৪৭৯, ৬২২০, মুসলিম ১৯৫৪, নাসায়ী ৪৮১৫, আবূ দাঊদ ৫২৭০, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০, দারিমী ৪৩৯, ৪৪০। রাওদুন নাদীর ৬৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২৮. সহীহুল বুখারী ৩৩০৭, ৩৩৫৯, মুসলিম ২২৩৭, নাসায়ী ২৮৮৫, আহমাদ ২৬৮১৯, ২৭০৭২, দারিমী ২০০০। সহীহাহ ১৫৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২৯. মুসলিম ২২৪০, তিরমিযী ১৮৮২, আবূ দাউদ ৫২৬৩, আহমাদ ৮৪৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣/٣٢٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ «الْفُوَيْسِقَةُ».

৩/৩২৩০। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ্ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইউনুস ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গিরগিটি সম্পর্কে বলেন ঃ তা ক্ষতিকর প্রাণী।[৩২৩০]

٤/٣٢٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِيْ بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوْعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَصْنَعِيْنَ بِهَذَا قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَخْبَرَنَا «أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِ».

৪/৩২৩১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইউনুস বিন মুহাম্মাদ জারীর বিন হাযিম নাফি' ফাকিহা ইবনুল মুগীরার মুক্তদাসী সাইবাহ (মাকবূলাহ) তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট প্রবেশ করে তার ঘরে একটি বর্শা রক্ষিত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনারা এটা দিয়ে কী করেন? তিনি বলেন, আমরা এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের অবহিত করেছেন যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিলো না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, গিরগিটি ব্যতীত। সে বরং আগুনে ফুঁ দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৩২৩১]

٢٢/١٣. كُلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

২২/১৩. অধ্যায় : শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম

١/٣٢٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.

১/৩২৩২। মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আবূ স্বা'লাবাহ আল-খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এ হাদীস্র শুনতে পাইনি।[৩২৩২]

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৩০. সহীহুল বুখারী ১৮৩১, মুসলিম ২২৩৯, নাসায়ী ২৮৮৬, আহমাদ ২৪০৪৭, ২৪৬৮৯, ২৫৮০০, ২৫৮৫০ **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৩১. আহমাদ ২৪০১৩, ২৪২৫৯, ২৫২৯৯। সহীহাহ ১৫৮১, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৩২. সহীহুল বুখারী ৫৫২৭, ৫৫৩০, ৫৭৮১, মুসলিম ১৯৩২, তিরমিযী ১৪৭৭, ১৫৬০, নাসায়ী ৪৩২৫, ৪৩২৬, ৪৩৪২, আবূ দাউদ ২৮০২, আহমাদ ১৭২৭৭, ১৭২৮৪, ১৭২৯৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৭৫, দারিমী ১৯৮০, ১৯৮১। ইরওয়া' ২৪৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٢٣٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَكْلُ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ».

২/৩২৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) মালিক বিন আনাস ইসমাঈল বিন আবূ হাকীম আবীদাহ বিন সুফইয়ান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আহমাদ বিন সিনান ও ইসহাক বিন মানসূর আবদুর রহমান বিন মাহদী মালিক বিন আনাস ইসমাঈল বিন আবূ হাকীম আবীদাহ বিন সুফইয়ান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।[৩২৩৩]

٣٢٣٤/٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ».

৩/৩২৩৪। বাকর বিন খালাফ ইবনু আবূ আদী সাঈদ আলী বিন হাকাম মায়মূন বিন মিহরান সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার যুদ্ধের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু এবং নখরযুক্ত যে কোন শিকারী পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩২৩৪]

٢٢/١٤. بَاب الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

২২/১৪. অধ্যায় : বাঘ ও খেঁকশিয়াল

٣٢٣٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ أَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُوْلُ فِي الثَّعْلَبِ قَالَ «وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَقُوْلُ فِي الذِّئْبِ قَالَ وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ؟».

৩২৩৩. মুসলিম ১৯৩৩, তিরমিযী ১৪৭৯, নাসায়ী ৪৩২৪, আহমাদ ৭১৮৩, ৮৫৭১, ৯১৪১, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৭৬। ইরওয়া' ৮/১৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আব্‌ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২৩৪. মুসলিম ১৯৩৪, নাসায়ী ৪৩৪৮, আবূ দাউদ ৩৮০৩, ৩৮০৫, আহমাদ ২১৯৩, ২৭৪২, ৩০১৫, ৩০৬০, ৩১৩১, ৩৫৩৪, দারিমী ১৯৮২। ইরওয়া' ২৪৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩২৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন ওয়াদিহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারিক (দঈফ বা দুর্বল) আবূ হিব্বান বিন জাযই তার ভাই খুযায়মাহ বিন জাযই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট যমীনের কীট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। আপনি খেঁকশিয়াল সম্পর্কে কী বলেন? তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করেন ঃ কে খেঁকশিয়াল খায়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নেকড়ে বাঘ সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বলেন ঃ যার মধ্যে কোন ভালো গুণ আছে সেরূপ কোন ব্যক্তি কি তা খেতে পারে?[৩২৩৫]

١٥/٢٢. بَاب الضَّبُعِ

২২/১৫. অধ্যায় : দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু)

٣٢٣٦/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ «الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ».

১/৩২৩৬। হিশাম বিন আম্মার ও মাহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন উমায়র আবদুর রহমান বিন আবূ আম্মার বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট 'দাবুই' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা শিকার কিনা? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, আমি কি তা খেতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।[৩২৩৬]

٣٢٣٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَقُوْلُ فِي الضَّبُعِ قَالَ «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟».

৩২৩৫. তিরমিযী ১৭৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারিক সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ১৮/২৫৯)

৩২৩৬. তিরমিযী ৮৫১, ১৭৯১, নাসায়ী ২৮৩৬, ৪৩২৩, আবূ দাউদ ৩৮০১, আহমাদ ১৩৭৫১, ১৪০১৬, ১৪০৪০, দারিমী ১৯৪১, ১৯৪২। ইরওয়া' ১০৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩২৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ইয়াহ্ইয়া বিন ওয়াদিহ্ ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারিক (দঈফ বা দুর্বল) হিব্বান বিন জায্ই খুযায়মাহ বিন জায্ই বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'দাবু' সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন ঃ কোন্ লোক দাবু আহার করে?[৩২৩৭]

٢٢/١٦. بَاب الضَّبِّ

২২/১৬. অধ্যায় : গুইসাপ

٣٢٣٨/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ».

১/৩২৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) হুসায়ন যায়দ বিন ওয়াহব সাবিত বিন ইয়াযীদ আল-আনসারী বলেন, আমরা নবী এর সাথে ছিলাম। লোকেরা গুইসাপ ধরে তা ভুনা করে আহার করলো। আমিও একটি গুইসাপ ধরে তা ভুনা করে নবী এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি একটি কাঠ তুলে নিয়ে তা দিয়ে সেটির আংগুল গণনা করতে লাগলেন,অতঃপর বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়ের চেহারা বিকৃত হয়ে পৃথিবীর জন্তুতে পরিণত হয়। আমি জানি না,এটাই সেই প্রাণী কিনা। আমি বললাম, লোকেরা তা ভুনা করে খেয়েছে। আমি জানি না, এটাই সেই প্রাণী কিনা। আমি বললাম, লোকেরা তা ভুনা করে খেয়েছে। কিন্তু তিনি তা আহারও করেননি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি।[৩২৩৮]

৩২৩৭. তিরমিযী ১৭৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারিক সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ১৮/২৫৯)

৩২৩৮. নাসায়ী ৪৩২০, ৪৩২১, ৪৩২২, আবূ দাউদ ৩৭৯৫, আহমাদ ১৭৪৬৯, দারিমী ২০১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

٣٢٣٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يُحَرِّمْ الضَّبَّ وَلَكِنْ قَذِرَهُ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِيْ لَأَكَلْتُهُ».

٣٢٣٩/٣ (١)- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২/৩২৩৯। আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম, ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ, সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ, কাতাদাহ, সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুইসাপ হারাম করেননি, কিন্তু তা অপছন্দ করেছেন। এটা পশুপালের রাখালদের খাদ্য। আল্লাহ তাআলা এই প্রাণীর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেন। আমার নিকট থাকলে আমি তা অবশ্যই আহার করতাম।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৩/৩২৩৯(১)। আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া বিন খালাফ, আবদুল আ'লা, সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ, কাতাদাহ, সুলায়মান, জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)[৩২৩৯]

٣٢٤٠/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَادَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ قَالَ «بَلَغَنِيْ أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ».

৪/৩২৪০। আবূ কুরায়ব, আবদুর রহীম বিন সুলায়মান, দাঊদ বিন আবূ হিন্দ, আবূ নাদরাহ, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামায শেষে ফিরছিলেন তখন আহলে সুফ্ফার মধ্যকার এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর গুইসাপ পাওয়া যায়। এই প্রাণী সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? তিনি বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিগত রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি তা খাওয়ার নির্দেশও দেননি এবং তা খেতে নিষেধও করেননি।[৩২৪০]

٣٢٤١/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ

৩২৩৯. মুসলিম ১৯৫০, আহমাদ ১৪২৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের সকল রাবী স্রিকাহ তবে সানাদের মাঝে ইনকিতা' রয়েছে। ইবনু মাঈন, আহমাদ ও ইমাম বুখারী বলেন, কাতাদাহ বিন দাআমাহ (রহিমাহুল্লাহ) সালমান আল-ইয়াশকূরী থেকে হাদীস্রটি শ্রবণ করেননি। তবে এই হাদীস্রটি আবুয যুবায়র, জাবির বিন আবদুল্লাহ, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা স্বহীহ।

৩২৪০. মুসলিম ১৯৯১, আহমাদ ১০৬৩০, ১০৭৬০, ১১২০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ قَالَ «لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ قَالَ فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ».

৫/৩২৪১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রাফ্ফা আল-হিমস্রী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন হারব মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ আয যুবায়দী যুহরী আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য ভুনা গুইসাপ এনে তাঁর সামনে পরিবেশন করা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, এটা গুইসাপের গোশত। তিনি নিজের হাত তুলে নিলেন। খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, গুইসাপ কি হারাম? তিনি বলেন, না, কিন্তু তা আমার এলাকার প্রাণী নয়। তাই এটাতে আমার রুচি হয় না। খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং আহার করলেন। আর রাসূলুল্লাহ তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।[৩২৪১]

٣٢٤٢/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا أُحَرِّمُ يَعْنِي الضَّبَّ».

৬/৩২৪২। মুহাম্মাদ ইবনুস মুস্রাফ্ফা আল-হিমস্রী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল্লাহ বিন দীনার ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি গুইসাপ হারাম বলি না।[৩২৪২]

٢٢/١٧. بَاب الْأَرْنَبِ

২২/১৭. অধ্যায় : খরগোশ

٣٢٤٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَنْفَجْنَا أَرْنَبًا فَسَعَوْا عَلَيْهَا فَلَغَبُوْا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِعَجُزِهَا وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا».

৩২৪১. সহীহুল বুখারী ৫৩৫১, ৫৪০০, ৫৪৩৭, মুসলিম ১৯৪৬, নাসায়ী ৪৩১৬, ৪৩১৭, আবূ দাউদ ৩৭৯৪, আহমাদ ১৬৩৭১, ২৬২৭৪, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮০৫, দারিমী ২০১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রাফ্ফা আল-হিমস্রী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২৪২. সহীহুল বুখারী ৫৫৩৬, ৭২৬৭, মুসলিম ১৯৪৩, ১৯৪৪, তিরমিযী ১৭৯০, নাসায়ী ৪৩১৪, ৪৩১৫, আহমাদ ৪৫৪৮, ৪৫৫৯,৫০৩৮, ৫২৩৩, ৫২৫৮, ৫৪১৭, ৫৫০৫, ৫৫৪০, ৬১৭৮, ৬৪২৯, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮০৬ দারিমী ২০১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রাফ্ফা আল-হিমস্রী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

১/৩২৪৩। ∞[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও আবদুর রহমান বিন মাহদী][শু'বাহ][হিশাম বিন যায়দ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, আমরা "মারজা-জাহরান (ওয়াদী ফাতিমাহ) এলাকা অতিক্রমকালে একটি খরগোশকে উত্তেজিত করে বের করলাম। লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অতঃপর আমি তার পিছু ধাওয়া করে তা ধরে ফেললাম এবং তা নিয়ে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র নিকট আসলাম। তিনি তা যবেহ করলেন। অতঃপর তার নিতম্ব ও উরুর গোশত নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন।[৩২৪৩]

٣٢٤٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيْدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ قَالَ «كُلْ».

২/৩২৪৪। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াযীদ বিন হারূন][দাঊদ বিন আবূ হিন্দ][আশ-শা'বী][মুহাম্মাদ বিন সফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি দু'টি খরখোশ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই খরগোশ দু'ট ধরেছি কিন্তু এমন কোন লৌহাস্ত্র পেলাম না, যা দিয়ে তা যবেহ করতে পারতাম। তাই আমি একটি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে তা যবেহ করেছি। আমি কি তা আহার করতে পারি? তিনি বলেন ঃ আহার করো।[৩২৪৪]

٣٢٤٥/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ أَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُوْلُ فِي الضَّبِّ قَالَ «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِيْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَقُوْلُ فِي الْأَرْنَبِ قَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ قُلْتُ فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى».

৩/৩২৪৫। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াহইয়া বিন ওয়াদিহ][ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)][আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারিক (দঈফ বা দুর্বল)][হিব্বান বিন জাযই][খুযায়মাহ বিন জাযই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মাটির গর্ভে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। গুইসাপ সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বলেন ঃ আমি নিজে তা খাই না এবং হারামও করি না। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিস আপনি হারাম করবেন না তা কি আমি আহার করতে পারি, আর আপনিই বা কেন তা আহার করেন না? তিনি বলেন, কোন এক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের গঠন

৩২৪৩. সহীহুল বুখারী ২৫৭২, ৫৪৮৯, ৫৫৩৫, মুসলিম ১৯৫৩, তিরমিযী ১৭৮৯, নাসায়ী ৪৩১২, আবূ দাউদ ৩৭৯১, আহমাদ ১২৩৩৬, ১৩০১৮, ১৩৬৯২, দারিমী ২০১৩। ইরওয়া' ২৪৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪৪. তিরমিযী ১৪৭২, নাসায়ী ৪৩১৩, ৪৩৯৯, আবূ দাউদ ২৮২২, আহমাদ ১৫৪৪৩, দারিমী ২০১৪। ইরওয়া' ২৪৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

এরূপ দেখেছি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! খরগোশ সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন, আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি আহার করতে পারি, আর আপনি তা কেন খান না? তিনি বলেন ঃ আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তা ঋতুবতী হয়।[৩২৪৫]

٢٢/١٨. بَاب الطَّافِيْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

২২/১৮. অধ্যায় : সমুদ্রগর্ভে মরে ভেসে ওঠা মাছ

٣٢٤٦/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِيْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبَحْرُ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا نِصْفُ الْعِلْمِ لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَبَحْرٌ فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ وَبَقِيَ الْبَرُّ.

১/৩২৪৬। হিশাম বিন আম্মার মালিক বিন আনাস সফওয়ান বিন সুলায়ম সাঈদ বিন সালামাহ মুগীরাহ বিন আবূ বুরদাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃতজীব হালাল"। আবূ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি আবূ উবায়দা আল-জাওয়াদের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেন, এটা জ্ঞানের অর্ধেক। কারণ দুনিয়াটা (দু'ভাগে বিভক্ত) ঃ স্থলভাগ ও জলভাগ। অতএব তোমাকে জলভাগ সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। আর অবশিষ্ট থাকলো স্থলভাগ।[৩২৪৬]

٣٢٤٧/٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوْهُ».

২/৩২৪৭। আহমাদ বিন আবদাহ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তাইফী (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

৩২৪৫. তিরমিযী ১৭৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবনু ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারিক সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ১৮/২৫৯)

৩২৪৬. তিরমিযী ৬৯ নাসায়ী ৫৯, ৩৩২, ৪৩৫০, আবূ দাঊদ ৮৩, আহমাদ ৭১৯২, ৮৫১৮, ৮৬৯৫, ৮৮৫৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৩, দারিমী ৭২৮, ৭২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা তোমরা আহার করো। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানির উপর ভেসে উঠে তা আহার করো না।[৩২৪৭]

١٩/٢٢. بَاب الْغُرَابِ

২২/১৯. অধ্যায় : কাক

٣٢٤٨/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاسِقًا وَاللهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ».

১/৩২৪৮। আহমাদ ইবনুল আযহার আন-নায়সাবূরী হায়সাম বিন জামীল শারীক হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, কোন্ লোক কাক খায়? অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম রেখেছেন "ফাসিক" (নিকৃষ্ট প্রাণী)। আল্লাহর শপথ! তা পবিত্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩২৪৮]

٣٢٤٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ» فَقِيْلَ لِلْقَاسِمِ أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسِقًا.

২/৩২৪৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্না বিন আবদুল্লাহ বিন আনাস বিন মালিক) আল-আনসারী (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) আল-মাসউদী (তিনি সত্যবাদী তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ সাপ ক্ষতিকর প্রাণী, বিছা ক্ষতিকর প্রাণী, ইঁদুর ক্ষতিকর প্রাণী এবং কাক ক্ষতিকর প্রাণী। কাসিমের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, কাক আহার করা যায় কি? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, কোন্ লোক কাক আহার করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথার পর যে, 'তা ফাসিক'?[৩২৪৯]

৩২৪৭. আবূ দাউদ ৩৮১৫। মিশকাত ৪১৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৮২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪৯. আহমাদ ২৫৪৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-মাসউদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি সিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস বর্ণনায়

٢٢/٢٠. بَاب الْهِرَّةِ

২২/২০. অধ্যায় : বিড়াল

١/٣٢٥٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا».

১/৩২৫০। [হুসায়ান বিন মাহদী] [আবদুর রায্যাক] [উমার বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল)] [আবুয যুবায়র] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিড়াল ও তার ক্রয়মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।[৩২৫০]

সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে মৃত্যুর পুর্বে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্নিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) ২.

৩২৫০. তিরমিযী ১২৮০, আবূ দাউদ ৩৪৮০, ৩৮০৭। ইরওয়া' ২৪৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্বের রাবী উমার বিন যায়দ সম্পর্কে আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি মুহারিব ও আবুয যুবায়র থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪২৩৫, ২১/৩৫০ নং পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে

(٢٣) كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

পর্ব (২৩) : আহার ও তার শিষ্টাচার

٢٣/١. بَاب إِطْعَامِ الطَّعَامِ

২৩/১. অধ্যায় : অপরকে আহার করানো

٣٢٥١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ وَقِيْلَ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ قَدْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَاثًا فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

১/৩২৫১। ☆[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ উসামাহ][আওফ][যুরারাহ বিন আওফা][আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ☆ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (হিজরত করে মক্কা থেকে) মদীনায় এলেন তখন লোকেরা তাঁর নিকট যেতে লাগলো এবং বলাবলি হতে লাগলো ঃ আল্লাহর রাসূল এসেছেন, আল্লাহর রাসূল এসেছেন,আল্লাহর রাসূল এসেছেন (তিনবার)। আমিও লোকজনের সাথে (তাঁকে) দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। সর্বপ্রথম তাঁর মুখে আমার শোনা কথা এই যে, তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখো এবং লোকজন যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা নামায পড়ো। শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো।[৩২৫১]

٣٢٥٢/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَكُوْنُوْا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

২/৩২৫২। ☆[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল-আযদী][হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ][ইবনু জুরায়জ][সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে কিছু হাদীস্র গ্রহণে শিথিল)]................. [নাফি'][আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ☆ বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার করো, খাদ্য দান করো এবং ভাই ভাই হয়ে সদ্ভাবে থাকো, যেমন মহামহিম আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন।[৩২৫২]

৩২৫১. তিরমিযী ২৪৮৫, দারিমী ১৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৫২. আহমাদ ৬৪১৪। ইরওয়া' ৩/২৪০, সহীহাহ ১৫০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٢٥٣/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

৩/৩২৫৩। মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ লায়স্র বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আবুল খায়র আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞাস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন ঃ দরিদ্রদেরকে তোমার খাদ্যদান এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।[৩২৫৩]

٢/٢٣. بَاب طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

২৩/২. অধ্যায় : একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

٣٢٥٤/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا أَبُـوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

১/৩২৫৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী ইয়াহইয়া বিন যিয়াদ আল-আসদী ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।[৩২৫৪]

٣٢٥٥/٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَـةَ وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ».

২/৩২৫৫। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল হাসান বিন মূসা সাঈদ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন দীনার (দঈফ বা দুর্বল) সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাদা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩২৫৩. সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৩২, ৬২, মুসলিম ৩৯, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯। মুখতাসারুল বুখারী ৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৫৪. মুসলিম ২০৫৯, আহমাদ ১৩৮১০, ১৩৯৮০, ১৪৬৮৪, দারিমী ২০৪৪। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২১, সহীহাহ ৪/২৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(ﷺ) বলেছেন ঃ একজনের খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, দু'জনের খাবার তিন বা চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং চারজনের খাবার পাঁচ অথবা ছ'জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।[৩২৫৫]

٣/٢٣. بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

২৩/৩. অধ্যায় : মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়

٣٢٥٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

১/৩২৫৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফ্‌ফান শু'বাহ আদী বিন সাবিত আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আদী বিন সাবিত আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়।[৩২৫৬]

٣٢٥٧/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ».

২/৩২৫৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কাফের ব্যক্তি সাতটি পাকস্থলী পূর্তি করে খায় এবং মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলী পূর্তি করে খায়।[৩২৫৭]

٣٢٥٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

৩২৫৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২১, সহীহাহ ২৬৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন যায়দ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী ও হাফিয কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করে। (তাহযীবুল কমালঃ রাবী নং ২২৭৬, ১০/৪৪১ নং পৃষ্ঠা) ২. আমর বিন দীনার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৩৬১, ২২/১৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৫৬. সহীহুল বুখারী ৫৩৯৬, ৫৩৯৭, মুসলিম ২০৬৩, তিরমিযী ১৮১৯, আহমাদ ৭৪৪৫, ২৭৮৭৬, ৮৬৬২, ৯১১৩, ৯৩৩৮, ৯৫৬৪, মুওয়াত্ত্বা' মালিক ১৭১৫, ১৭১৬, দারিমী ২০৪৩। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৫৭. সহীহুল বুখারী ৫৩৯৩, ৫৩৯৪, ৫৩৯৫, মুসলিম ২০৬০, ২০৬১, তিরমিযী ১৮১৮, আহমাদ ৪৭০৪, ৫০০০, ৫৪১৫, ৬২৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৩২৫৮। ∞ আবূ কুরায়ব ∞ আবূ উসামাহ ∞ বুরায়দ বিন আবদুল্লাহ ∞ দাদা আবূ বুরদাহ ∞ আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত পাকস্থলীতে খায়।[৩২৫৮]

٢٣/٤. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

২৩/৪. অধ্যায় : খাদ্যে দোষারোপ করা নিষেধ

٣٢٥٩/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ».

٣٢٥٩/٢ (١)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ تُخَالِفُ فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ.

১/৩২৫৯। ∞ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ∞ আবদুর রহমান ∞ সুফইয়ান ∞ আল-আ'মাশ ∞ আবূ হাযিম ∞ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও খাদ্যসামগ্রীর ত্রুটি ধরতেন না। পছন্দ হলে তিনি আহার করতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩২৫৯ (১)। ∞ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ∞ আবূ মুআবিয়াহ ∞ আ'মাশ ∞ আবূ ইয়াহইয়া (মাকবূল) ∞ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩২৫৯]

٢٣/٥. بَاب الْوُضُوْءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

২৩/৫. অধ্যায় : আহার করার পূর্বে উযু করা

٣٢٦٠/١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ».

১/৩২৬০। ∞ জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) ∞ কাস্রীর বিন সুলায়ম (দঈফ বা দুর্বল) ∞ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে বরকত আসুক, সে যেন সকালের আহার গ্রহণের সময় উযু করে এবং আহার শেষেও উযু করে।[৩২৬০]

৩২৫৮. মুসলিম ২০৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৫৯. সহীহুল বুখারী ৩৫৬৩, ৫৪০৯, মুসলিম ২০৬৪, তিরমিযী ২০৩১, আবূ দাউদ ৩৭৬৩, আহমাদ ৯৭৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১১৭, দঈফ আল-জামি' ৫৩৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্রীর বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ

٣٢٦١/٢- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا آتِيْكَ بِوَضُوْءٍ قَالَ «أُرِيْدُ الصَّلَاةَ».

২/৩২৬১। জা'ফার বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) সাঈদ বিন উবায়দ আল-জাযারী (মাকবূল) যুহায়র বিন মুআবিয়াহ মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ আমর বিন দীনার আল-মাক্কী আতা' বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে বর্ণিত। তিনি পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসলে তাঁর জন্য খাবার পেশ করা হলো। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার জন্য উযুর পানি নিয়ে আসবো না? তিনি বলেন ঃ আমি কি নামায পড়তে চাচ্ছি?[৩২৬১]

٦/٢٣. بَاب الْأَكْلُ مُتَّكِئًا

২৩/৬. অধ্যায় : হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ শিষ্টাচারের পরিপন্থী

٣٢٦٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا».

১/৩২৬২ মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মিসআর আলী ইবনুল আকমার আবূ জুহায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি কখনও হেলান দিয়ে আহার করি না।[৩২৬২]

٣٢٦٣/٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً فَجَثَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا».

২/৩২৬৩। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী আমার পিতা (উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন ইরাক আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একটি বকরী হাদিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উভয় হাঁটু উঁচু করে বসে আহার করছিলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কী ধরনের বসা! তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী বানাননি।[৩২৬৩]

বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৯৪৪, ২৪/১২১ নং পৃষ্ঠা)

৩২৬১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী জা'ফার বিন মুসাফির সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৯৫৫, ৫/১০৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২৬২. সহীহুল বুখারী ৫৩৯৮, ৫৩৯৯, তিরমিযী ১৮৩০, আবূ দাউদ ৩৭৬৯, আহমাদ ১৮২৭৯, ১৮২৮৯, দারিমী ২০৭১। ইরওয়া' ১৯৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৩. আবূ দাউদ ৩৭৭৩। সহীহাহ ৩৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٣/٧. بَاب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

২৩/৭. অধ্যায় : আহার গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা

٣٢٦٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسْمِ اللهِ لَكَفَاكُمْ «فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ».

১/৩২৬৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী, বুদায়ল বিন মায়সারাহ, আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উমায়র, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ছয়জন সাহাবীসহ আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে সমস্ত খাদ্য দু' গ্রাসে শেষ করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করতো, তবে এ' খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। অতএব তোমাদের কেউ আহার গ্রহণকালে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। সে যদি আহার গ্রহণের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে ঃ 'বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী' (খাদ্যের প্রারম্ভে এবং শেষেও বিসমিল্লাহ)।[৩২৬৪]

٣٢٦٥/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا آكُلُ «سَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ».

২/৩২৬৫। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ, সুফইয়ান, হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), উমার বিন আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমার আহার অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহর নাম স্মরণ করো।[৩২৬৫]

٢٣/٨. بَاب الْأَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

২৩/৮. অধ্যায় : ডান হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ

٣٢٦٦/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِيْ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ».

১/৩২৬৬। হিশাম বিন আম্মার, আল-হিকল বিন যিয়াদ, হিশাম বিন হাস্‌সান, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, আবূ সালামাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে আহার করে, ডান হাতে পান করে, ডান হাতে গ্রহণ করে এবং ডান হাতে দান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে গ্রহণ করে।[৩২৬৬]

৩২৬৪. তিরমিযী ১৮৫৮ আবূ দাঊদ ৩৭৬৭, আহমাদ ২৪৫৮২, ২৫২০৫, ২৫৭৬০, দারিমী ২০২০। ইরওয়া' ১৯৬৫, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৫, ১১৬, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ১১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৫. সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, তিরমিযী ১৮৫৭, আবূ দাঊদ ৩৭৭৭, আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৩৮, দারিমী ২০১৯, ২০৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৬. আহমাদ ৮১০৭, ৮৩৮৪। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৭, সহীহাহ ১২৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٢٦٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ يَا غُلَامُ «سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ».

২/৩২৬৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আল-ওয়ালীদ বিন কাস্টীর ওয়াহব বিন কায়সান উমার বিন আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিপালনাধীন ছিলাম। আহার গ্রহণের সময় আমার হাত পাত্রের যত্রতত্র চলে যেতো। তিনি আমাকে বলেন ঃ এই ছেলে! আল্লাহর নাম স্মরণ করো, ডান হাতে আহার করো এবং তোমার নিকটের খাদ্য থেকে খাও।[৩২৬৭]

٣٢٦٨/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ».

৩/৩২৬৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ লায়স্ বিন সা'দ আবুয্ যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ শায়তান বাম হাতে আহার করে।[৩২৬৮]

٩/٢٣. بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ

২৩/৯. অধ্যায় : আংগুলসমূহ চেটে খাওয়া

٣٢٦٩/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ عَطَاءٍ «لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» عَمَّنْ هُوَ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِيْ سَنَةٍ جَاوَرَ فِيْهَا بِمَكَّةَ.

১/৩২৬৯। মুহাম্মাদ বিন আবূ আমর আল-আদানী সুফইয়ান বনি উইয়ায়নাহ্ আমর বিন দীনার আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন আবূ আমর আল-আদানী সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ আমর বিন কায়স (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন নিজ হাত চেটে খাওয়ার অথবা (অপরকে) চেটে খাওয়ানোর পূর্বে তা না মোছে। সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি উমার বিন কায়েসকে আমর বিন দীনারের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি ঃ আপনার মতে আতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস্ "তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার অথবা চেটে খাওয়ানোর পূর্বে তা না মোছে", কোন্ স্বাহাবী থেকে বর্ণিত?

৩২৬৭. বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ৩৭৬৭, ৩৭৬৮, তিরমিযী ১৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মালিক ১৭৩৮, দারিমী ২০১৯, ২০৪৫। ইরওয়া' ১৯৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৮. মুসলিম ২০১৯, ২০৯৯, আবূ দাউদ ৪১৩৭, আহমাদ ১৩৭০৪, ১৩৭৬৬, ১৩৭৮৬, ১৪০৫৩, ১৪০৯৫, ১৪১৭৭, ১৪২৯৫, ১৪৪৪২, ১৪৪৮১, ১৪৭৩৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭১১, দারিমী ২০৩০। সহীহাহ ৩/২৩৯।

তিনি বলেন, বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আমর বিন দীনার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট আসার পূর্বেই আমরা তা বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে মুখস্থ করেছি। আতা (রহি.) তো জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র সাথে মক্কায় যাওয়ার বছর সাক্ষাত করে।[৩২৬৯]

٣٢٧٠/٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْبَأَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ فِيْ أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

২/৩২৭০। মূসা বিন আবদুর রহমান আবূ দাঊদ আল-হাফারী সুফইয়ান আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার পূর্বে তা না মোছে। কারণ তার জানা নাই যে, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।[৩২৭০]

٢٣/١٠. بَاب تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

২৩/১০. অধ্যায় : পাত্র পরিষ্কার করা

١/٣٢٧١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِيْ قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ أَكَلَ فِيْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ».

১/৩২৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন আবুল ইয়ামান আল-বাররা' (মাকবূল) আমার দাদী উম্মু আসিম (মাকবূলাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহর মুক্তদাস নুবায়শাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একটি বড় পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি আমাদের বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আহার করার পর আহারের পাত্র চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৩২৭১]

٣٢٧٢/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِيْ قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَكَلَ فِيْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ».

৩২৬৯. সহীহুল বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩১, আবূ দাঊদ ৩৮৪৭, আহমাদ ২৭৭৭৩, ২৬৬৭, ৩২২৪, ৩৪৮৯, দারিমী ২০২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন কায়স সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৩৬০, ২২/৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩২, ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৩৫, ২০৩৬, ২০৩৭, ২০৩৮, তিরমিযী ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩, আবূ দাঊদ ৩৮৪৫, ৩৮৪৭, ৩৮৪৮, দারিমী ২০২৫, ২০২৬, ২০২৮, ২০৩৩, ২০৩৪, আহমাদ ২৭৭৭৩, ৩২২৪, ৩৪৮৯, ৪৫০০, ৮২৯৪, ২৬৬২৭।
৩২৭০. মুসলিম ২০৩৩, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, ১৪৮০২। ইরওয়া' ১৯৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৩২৭১. তিরমিযী ১৮০৪, আহমাদ ২০২০০। মিশকাত ৪২১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী উম্মু আসিম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূলাহ। নূরুদ্দীন আল-হায়সামী বলেন, তিনি পরিচিত ছিলেন না। হাদীসটির তার জাহালাতের কারণে দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯৮৯, ৩৫/৩৭০ নং পৃষ্ঠা)

২/৩২৭২। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ ও নাস্‌র বিন আলী আল-মুআল্লা বিন রাশিদ আবুল ইয়ামান (মাকবূল) আমার দাদী উম্মু আসিম (মাকবূলাহ) হুযায়ল গোত্রের নুবায়শাহ আল-খায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (উম্মু আসিম) বলেন, নুবায়শাহ আমাদের নিকট এলেন। আমরা তখন আমাদের একটি পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য ঐ পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৩২৭২]

١١/٢٣. بَاب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيْكَ

২৩/১১. অধ্যায় : নিকটের খাদ্য থেকে গ্রহণ

٣٢٧٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيْهِ وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيْسِهِ».

১/৩২৭৩। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী উবায়দুল্লাহ আবদুল আ'লা (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আহারের দস্তরখান বিছানো হলে কেউ তার নিকটের খাবার থেকে যেন আহার করে এবং নিজ সঙ্গীর নিকটেরগুলো না নেয়।[৩২৭৩]

٣٢٧٤/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السَّوِيَّةِ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَدَكِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ يَدِيْ فِيْ نَوَاحِيْهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ «كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ أَلْوَانٌ مِنْ الرُّطَبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ».

২/৩২৭৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আল-আলা' ইবনুল ফাদল বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ সাবিয়্যাহ (দঈফ বা দুর্বল) উবায়দুল্লাহ বিন ইকরাশ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা ইকরাশ বিন যুআয়ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট প্রচুর সারীদ (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটি) ও চর্বি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তা আহার করতে লাগলাম। আমার হাত পাত্রের মধ্যে যত্রতত্র সঞ্চালিত হতে থাকলে তিনি বলেনঃ হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে নিয়ে খাও। কারণ গোটা পাত্রে একই খাদ্য রয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য বিভিন্ন রকমের তাজা খেজুর ভর্তি আর

৩২৭২. তিরমিযী ১৮০৪, আহমাদ ২০২০০। দঈফ আল-জামি' ৫৪৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী উম্মু আসিম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূলাহ। নূরুদ্দীন আল-হায়সামী বলেন, তিনি পরিচিত ছিলেন না। হাদীসটির তার জাহালাতের কারণে দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯৮৯, ৩৫/৩৭০ নং পৃষ্ঠা)

৩২৭৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪২৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আ'লা সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬৮২, ১৬/৩৪৩ নং পৃষ্ঠা)

একটি বড় পাত্র আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাত পাত্রের সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলো এবং তিনি বললেন ঃ হে 'ইকরাশ! পাত্রের যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কারণ তাতে বিভিন্ন কিছিমের খাবার রয়েছে।[৩২৭৪]

١٢/٢٣. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيْدِ

২৩/১২. অধ্যায় : সারীদ-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষেধ

١/٣٢٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ الْيَحْصَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا».

১/৩২৭৫। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী, আমার পিতা (উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর), মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন ইরক আল-ইয়াহসাবী, আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট একটি পাত্র আনা হলে তিনি বলেন ঃ এর চারপাশ থেকে খাও এবং উপরাংশ রেখে দাও, তাহলে তাতে বরকত লাভ করা যাবে।[৩২৭৫]

٢/٣٢٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ قَسِيْمَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِ الثَّرِيْدِ فَقَالَ «كُلُوْا بِسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَاعْفُوْا رَأْسَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيْهَا مِنْ فَوْقِهَا».

২/৩২৭৬। হিশাম বিন আম্মার, আবূ হাফস উমার ইবনুদ দারাফস (মাকবূল), আবদুর রহমান বিন আবূ কাসীমাহ (মাজহুল বা অপরিচিত), ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' আল-লায়সী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সারীদের উপরাংশ স্পর্শ করে বলেন ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তার চারপাশ থেকে আহার করো এবং তার উপরাংশ অবশিষ্ট রাখো। কারণ এই উপরের দিক থেকেই বরকত আসে।[৩২৭৬]

৩২৭৪. তিরমিযী ১৮৪৮। দঈফাহ ৫০৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-আলা' ইবনুল ফাদল বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ সাবিয়্যাহ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৮২, ২১/৪৫৪ নং পৃষ্ঠা) ২. উবায়দুল্লাহ বিন ইকরাশ সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত শায়খ। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬৬৫, ১৯/১১৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২৭৫. আবূ দাউদ ৩৭৭৩। ইরওয়া' ১৯৮১, মিশকাত ৪২১১, সহীহাহ ৩৯৩, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৭৬. আহমাদ ১৫৫৭৬। সহীহাহ ২০৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আবূ কাসীমাহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৫, ১৭/৩৫৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন আবূ কাসীমাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৮০৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২, ৩৭৭৩, দারিমী ২০৪৬, আহমাদ ২৪৩৫, ২৭২৫, ৩১৮০, ৩০২৪, ৩৪২৮, ১৫৫৭৬, ১৭২২৫, শারহুস সুন্নাহ ২৮৭৩।

٣٢٧٧/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوْا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُوْا وَسَطَهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهِ».

৩/৩২৭৭। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ খাদ্যদ্রব্য এনে রাখা হলে তার চারপাশ থেকে খাও এবং মধ্যভাগ রেখে দাও। কারণ এ মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়।[৩২৭৭]

١٣/٢٣. بَاب اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

২৩/১৩. অধ্যায় : খাবারের গ্রাস নিচে পড়ে গেলে

٣٢٧٨/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ أَذًى فَأَكَلَهَا فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِيْنُ فَقِيْلَ أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيْرَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الدَّهَاقِيْنَ يَتَغَامَزُوْنَ مِنْ أَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ إِنَّا «كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيْطَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ».

১/৩২৭৮। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াযীদ বিন যুরায়' য়ূনুস হাসান মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন যে, একদা তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার একটি গ্রাস (লুকমাহ্) নিচে পড়ে গেলো। তিনি তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে আহার করেন। এতে অনারব কৃষকরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগলো। বলা হলো, আল্লাহ নেতাকে কল্যাণের সাথে রাখুন। নিচে পতিত খাবার তুলে নেয়ায় এসব কৃষক আপনার প্রতি চোখ টিপাটিপি করছে। তিনি বলেন, এসব অনারবের কারণে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে শ্রুত কথা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কারো খাবারের

৩২৭৭. তিরমিযী ১৮০৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২, দারিমী ২০৪৬। ইরওয়া' ২/১৯৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা) হাদীস্রটির ৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৮০৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২, ৩৭৭৩, দারিমী ২০৪৬, আহমাদ ২৪৩৫, ২৭২৫, ৩১৮০, ৩০২৪, ৩৪২৮, ১৫৫৭৬, ১৭২২৫, শারহুস সুন্নাহ ২৮৭৩।

গ্রাস পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, সে যেন তা তুলে নিয়ে তার ময়লা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।[৩২৭৮]

٣٢٧٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَقَعَتْ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا».

২/৩২৭৯। [আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)] [মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)] [আল-আ'মাশ] [আবূ সুফইয়ান] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো হাত থেকে খাবারের গ্রাস পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয় এবং তাতে যে ময়লা লেগেছে তা দূর করে খেয়ে নেয়।[৩২৭৯]

١٤/٢٣. بَاب فَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ

২৩/১৪. অধ্যায় : অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের প্রাধান্য

٣٢٨٠/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

১/৩২৮০। [মুহাম্মাদ বিন বাশশার] [মুহাম্মাদ বিন জা'ফার] [শু'বাহ] [আমর বিন মুররাহ] [মুররাহ আল-হামদানী] [আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল ইমরান কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এই পূর্ণতায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। আর নারী সমাজের উপর আয়িশাহর মর্যাদা তদ্রূপ, যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের (ঝোলে ভিজানো রুটির) মর্যাদা।[৩২৮০]

٣٢٨١/٢- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

৩২৭৮. দারিমী ২০২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২৭৯. তিরমিযী ১৮০২। ইরওয়া' ১৯৭০, ১৯৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮০. সহীহুল বুখারী ৩৪১১, মুসলিম ২৪৩১, তিরমিযী ১৮৩৪, নাসায়ী ৩৯৪৭, আহমাদ ১৯০২৯, ১৯১৬৯। রাওদুন নাদীর ৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

২/৩২৮১। ⟨হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব⟩⟨মুসলিম বিন খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন)⟩⟨আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান⟩⟨আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নারী সমাজের উপর আয়িশাহর এমন মর্যাদা রয়েছে যেমন অন্যান্য সকল প্রকারের খাদ্যের উপর রয়েছে সারীদের প্রাধান্য।[৩২৮১]

١٥/٢٣. بَاب مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

২৩/১৫. অধ্যায় : আহারের পর হাত পরিষ্কার করা

٣٢٨٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَلِيلٌ «مَا نَجِدُ الطَّعَامَ فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ غَرِيبٌ لَيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ.

১/৩২৮২। ⟨মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আল-মিস্রী আবুল হারিস্র আল-মুরাদী⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়াহইয়া⟩⟨তার পিতা (আবূ ইয়াহইয়া)⟩⟨সাঈদ ইবনুল হারিস্র⟩⟨জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে খাদ্য খুব কমই পেতাম। আমরা যখন তা পেতাম তখন আমাদের নিকট তোয়ালে থাকতো না, হাতের তালু, বাহু ও পায়ের পাতা ব্যতীত। অতঃপর আমরা নামায পড়তাম এবং (আহার শেষে) উযু করতাম না।[৩২৮২]

١٦/٢٣. بَاب مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّعَامِ

২৩/১৬. অধ্যায় : আহার শেষে যে দুআ' পড়তে হয়

٣٢٨٣/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ».

১/৩২৮৩। ⟨আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)⟩⟨হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন)⟩⟨রিয়াহ বিন আবীদাহ⟩⟨আবূ সাঈদ এর 'মাওলা' (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)⟩⟨আবূ সাঈদ

৩২৮১. সহীহুল বুখারী ৩৭৭০, মুসলিম ২৪৪৬, তিরমিযী ৩৮৮৭, আহমাদ ১২১৮৭, ১৩৩৭৪, দারিমী ২০৬৯। মুখতাসারুশ শামাইল ১৪৮, দঈফাহ ৪০০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুসলিম বিন খালিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯২৫, ২৭/৫০৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮২. সহীহুল বুখারী ৫৪৫৭, তিরমিযী ৮০, আবূ দাউদ ১৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু আবূ ইয়াহইয়া সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ইবনু আবূ ইয়াহইয়া এর নাম ফুলায়হ , আল-হাফিয বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার ছেলে মুহাম্মাদ তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন।

আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাবার শেষ করে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন)।[৩২৮৩]

٣٢٨٤/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا».

২/৩২৮৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম > আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম > সাওর বিন ইয়াযীদ > খালিদ বিন মা'দান > আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খাবার অথবা তাঁর সামনের খাবার তুলে রাখার পর তিনি বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পবিত্র ও প্রাচুর্যময় সত্তার জন্য। তিনি সবার জন্য যথেষ্ট, তিনি কখনও পৃথক হন না। তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না,আমাদের রব)।[৩২৮৪]

٣٢٨٥/٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي مَرْحُوْمٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

৩/৩২৮৫। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া > আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব > সাঈদ বিন আবূ আয়্যূব > আবূ মারহূম আবদুর রহীম > সাহল বিন মুআয বিন আনাস আল-জুহানী > তার পিতা (মুআয বিন আনাস আল-জুহানী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আহার করে সে যেন বলে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিনগায়রি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে আমার শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত আহার করিয়েছেন ও রিযিক দান করেছেন), তাহলে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৩২৮৫]

৩২৮৩. তিরমিযী ৩৪৫৭, আহমাদ ১০৮৮৩, ১১৫২৪। মিশকাত ৪২০৪, আল-কালিমুত তায়্যিব ১৮৮, মুখতাসরুশ শামাইল ১৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮৪. সহীহুল বুখারী ৫৪৫৮, ৫৪৫৯, তিরমিযী ৩৪৫৬, আবূ দাউদ ৩৭৪৯, আহমাদ ২১৬৯৬, ২১৭৫৩, দারিমী ২০২৩। মুখতাসরুশ শামাইল ১৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৮৫. তিরমিযী ৩৪৫৮। ইরওয়া' ১৯৮৯, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১০০, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ১৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

١٧/٢٣. بَاب الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

২৩/১৭. অধ্যায় : একত্রে আহার করা

١/٣٢٨٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ أَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ «فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ».

১/৩২৮৬। হিশাম বিন আম্মার, দাঊদ বিন রুশায়দ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ওয়াহ্শী বিন হারব বিন ওয়াহ্শী বিন হারব (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) তার পিতা (হারব বিন ওয়াহ্শী) (মাকবূল) দাদা ওয়াহ্শী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বলেন, তোমরা হয়ত পৃথক পৃথকভাবে আহার করো। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, তোমরা একত্রে আহার করো এবং আহারকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে।[৩২৮৬]

٢/٣٢٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ».

২/৩২৮৭। আল-হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল হাসান বিন মূসা সাঈদ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন দীনার (দঈফ বা দুর্বল) সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা একত্রে আহার করো এবং বিচ্ছিন্নভাবে করো না। কারণ বরকত থাকে সমষ্টির সাথে।[৩২৮৭]

৩২৮৬. আহমাদ ১৫৬৪৮। সিলসিলাতুল আহাদীসুস সাহীহাহ ৬৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ওয়াহ্শী বিন হারব বিন ওয়াহ্শী বিন হারব সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬৮০, ৩০/৪২৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২১, সহীহাহ ২৬৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল তবে প্রথম বাক্যটি প্রমাণিত।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন যায়দ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী ও হাফিয কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করে। (তাহযীবুল কমালঃ রাবী নং ২২৭৬, ১০/৪৪১ নং পৃষ্ঠা) ২. আমর বিন দীনার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন

١٨/٢٣. بَاب النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

২৩/১৮. অধ্যায় : খাদ্যে ফুঁ দেয়া

١/٣٢٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْفُخُ فِيْ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ».

১/৩২৮৮। আবূ কুরায়ব আবদুর রহীম বিন আবদুর রহমান আল-মুহারিবী শারীক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবদুল কারীম ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।[৩২৮৮]

١٩/٢٣. بَاب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

২৩/১৯. অধ্যায় : কারো খাদেম তার খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেয়া

١/٣٢٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبِيْ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ».

১/৩২৮৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ তার পিতা (আবূ খালিদ) (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম তার জন্য খাবার এনে উপস্থিত করলে সে যেন তাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সাথে খাওয়ায়। সে যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না চায়, তবে খাবার থেকে যেন তাকে দেয়।[৩২৮৯]

٢/٣٢٩٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوْكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِيْ يَدِهِ».

হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৬১, ২২/১৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮৮. তিরমিযী ২৮৮৮, আবূ দাঊদ ৩৭২৮, আহমাদ ১৯১০, ২৮১৩, দারিমী ২১৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল, তবে নাবী (সাঃ) এর কওল থেকে যা সহীহ তা ৩৪২৯ নং হাদীসে আসবে।

উক্ত হাদীসের রাবী শারীক বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৭৩৬, ১২/৪৬২ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮৯. সহীহুল বুখারী ২৫৫৭, মুসলিম ১৬৬৩, তিরমিযী ১৮৫৩, আহমাদ ৭৪৬২, ৭৬৬৯, ৭৭৪৬, ২৭৪১৩, ৯০১৬, ৯০৫২, ৯২৭৪, ৯৬৪৪, ৯৭৭৫, ৯৮৯৬, ১০১৮৯, দারিমী ২০৭৩। সহীহাহ ১২৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩২৯০। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্রী লায়স্ বিন সা'দ জা'ফার বিন রাবীআহ আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো ক্রীতদাস তার সামনে আহার পরিবেশন করে, যা রান্না করার কষ্ট ও গরম সে সহ্য করেছে, তখন সে যেন তাকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। সে যদি তা না করে, তাহলে একটি গ্রাস তুলে যেন তার হাতে দেয়।[৩২৯০]

٣٢٩١/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ».

৩/৩২৯১। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইবরাহীম আল-হাজারী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবুল আহওয়াস্ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসে, তখন সে তাকে যেন নিজের সাথে বসায় অথবা খাদ্য থেকে তাকেও খেতে দেয়। কারণ সে খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে গিয়ে গরম ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।[৩২৯১]

٢٠/٢٣. بَاب الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

২৩/২০. অধ্যায় : খাঞ্চা ও দস্তরখানে আহার করা

٣٢٩٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْإِسْكَافِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ».

৩২৯০. সহীহুল বুখারী ২৫৫৭, মুসলিম ১৬৬৩, তিরমিযী ১৮৫৩, আহমাদ ৭৪৬২, ৭৬৬৯, ৭৭৪৬, ২৭৪১৩, ৯০১৬, ৯০৫২, ৯২৭৪, ৯৬৪৪, ৯৭৭৫, ৯৮৯৬, ১০১৮৯, দারিমী ২০৭৩। সহীহাহ ১২৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৯১. আহমাদ ৪২৪৫। সহীহাহ ১০৪২, ১০৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস্ বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইবরাহীম আল-হাজারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ বর্ণনায় ভুল করতেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪৮, ২/২০৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসের সানাদটি ইবরাহীম আল-হাজারী এর কারণে দুর্বল। হাদীসটির ৮৮টি শাওয়াহিদ হাদীস্ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৫৫৭, ৫৪৬০, মুসলিম ১৬৬০, তিরমিযী ১৮৫৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৬, দারিমী ২০৭৩, ২০৭৪, আহমাদ ৩৬৭১, ৪২৪৫, ৪২৫৪, ৭২৯৩, ৭৪৬২, ৭৬৬৯, ৭৯২১, শারহুস সুন্নাহ ২৪০৫, ২৪০৬।

১/৩২৯২। [মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না] [মুআয বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] [আমার পিতা (হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ)] [য়ূনুস বিন আবুল ফুরাত আল-ইসকাফ] [কাতাদাহ] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও কোন উঁচু জিনিসের উপর থালা রেখে আহার করেননি।। কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাহলে তারা কিসের উপর রেখে খেতেন? তিনি (আনাস) বলেন, দস্তরখানের উপর রেখে।[৩২৯২]

٢/٣٢٩٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ».

২/৩২৯৩। [উবায়দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুবায়রী] [আবূ বাহর (দঈফ বা দুর্বল)] [সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ] [কাতাদাহ] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ইন্তেকালের পুর্ব পর্যন্ত কখনও খাঞ্চা ভরে আহার করতে দেখিনি।[৩২৯৩]

٢١/٢٣. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

২৩/২১. অধ্যায় : খাদ্যসামগ্রী তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠে যাওয়া এবং সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ

١/٣٢٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ».

১/৩২৯৪। [আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন বাশীর বিন যাকওয়ান আদ-দিমাশকী] [আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম] [মুনীর ইবনুয যুবায়র (দঈফ বা দুর্বল)] [মাকহূল] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদ্যসামগ্রী তুলে নেয়ার পূর্বে (সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত) উঠে যেতে নিষেধ করেছেন।[৩২৯৪]

৩২৯২. সহীহুল বুখারী ৫৩৮৫, ৫৩৮৬, ৫৪১৫, তিরমিযী ১৭৮৮, ২৩৬৩, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫, ১৩১৯৮। মুখতাসরুশ শামাইল ১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআয বিন হিশাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার একটি মাজলিসের ১৭টি হাদীস্র ব্যতীত তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৩৮, ২৮/১৩৯ নং পৃষ্ঠা)

৩২৯৩. সহীহুল বুখারী ৫৩৮৫, ৫৩৮৬, ৫৪১৫, তিরমিযী ১৭৮৮, ২৩৬৩, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫, ১৩১৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ বাহর আল-বাকরাবী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৯৭, ১৭/২৭১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবূ বাহর আল-বাকরাবী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫১টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১০টি খুবই দুর্বল, ১৩টি দুর্বল, ১৪টি হাসান, ১৪টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৪১৫, তিরমিযী ১৭৮৮, আহমাদ ১১৯১৬, শারহুস সুন্নাহ ২৮৩৭।

৩২৯৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

٢/٣٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ».

২/৩২৯৫। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী, উবায়দুল্লাহ, আবদুল আ'লা (দঈফ বা দুর্বল), ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দস্তরখান বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন উঠে না যায় এবং সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও হাত গুটিয়ে না নেয়, যতক্ষণ না অন্য সকলের আহার গ্রহণ শেষ হয়। (একান্তই যদি ওঠার প্রয়োজন হয় তবে) সে যেন ওজরখাহি করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে তার সাথের লোক লজ্জিত হবে এবং হয়ত তার আরও খাদ্যের প্রয়োজন থাকতে পারে।[৩২৯৫]

٢٣/٢٢. بَاب مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

২৩/২২. অধ্যায় : আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো

٣٢٩٦/١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيْمٍ الْجَمَّالُ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا لَا يَلُوْمَنَّ امْرُؤٌ إِلَّا نَفْسَهُ يَبِيْتُ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ».

১/৩২৯৬। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল), উবায়দ বিন ওয়াসীম আল-জাম্মাল, হাসান ইবনুল হাসান (মাকবূল), তার মাতা ফাতিমাহ বিনতুল হুসায়ন, হুসায়ন বিন আলী, তার মাতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সাবধান! যে ব্যক্তি আহারের তেলচিটে হাত নিয়ে (হাত পরিষ্কার না করে) রাত কাটায়, সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।[৩২৯৬]

উক্ত হাদীসের রাবী মুনীর ইবনুয যুবায়র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী ও দুহায়ম আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২১২, ২৮/৫৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৯৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৩৮। আর রাদ্দু আলাল বালীক ২২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আ'লা সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬৮২, ১৬/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২৯৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৮২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা)

٣٢٩٧/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».

২/৩২৯৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাতে তেলচিটে নিয়ে ঘুমালো, তা ধুয়ে পরিষ্কার করলো না, এমতাবস্থায় সে কোন অনিষ্টের শিকার হলে এজন্য যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।[৩২৯৭]

٢٣/٢٣. بَاب عَرْضِ الطَّعَامِ

২৩/২৩. অধ্যায় : আহার পরিবেশন করা

٣٢٩٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيْهِ فَقَالَ «لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا».

১/৩২৯৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান ইবনু আবূ হুসায়ন শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) আসমা' বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য খাদ্যদ্রব্য আনা হলো। তা আমাদের সামনে পরিবেশন করা হলে আমরা বললাম, আমাদের ক্ষুধা নেই। তখন তিনি বলেন ঃ মিথ্যা ও ক্ষুধা একত্র করো না (পেটে ক্ষুধা রেখে খেতে অস্বীকার করো না)।[৩২৯৮]

٣٢٩٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ «ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّيْ صَائِمٌ فَيَا لَهْفَ نَفْسِيْ هَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

৩২৯৭. তিরমিযী ১৮৫৯, ১৮৬০, আবূ দাউদ ৩৮৫২, আহমাদ ৭৫১৫, ৮৩২৬, ১০৫৫৭, দারিমী ২০৬৩। মিশকাত ৪২১৯, রাওদুন নাদীর ৮২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৯৮. আহমাদ ২৭০১২, ২৭০২০, ২৭০৪৪। আদাবুয যিফাফ ১৮ নং পৃষ্ঠা, মিশকাত ৪৩৫৬, রাওদুন নাদীর ১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২/৩২৯৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবূ হিলাল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আবদুল্লাহ বিন সাওয়াদাহ আবদুল আশহাল গোত্রের আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সকালের আহার করছিলেন। তিনি বলেন ঃ এগিয়ে আসো এবং খাও। আমি বললাম, আমি রোযাদার। আফসোস আমার জন্য আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আহারে অংশগ্রহণ করতাম।[৩২৯৯]

٢٣/٢٤. بَاب الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ

২৩/২৪. অধ্যায় : মসজিদের ভিতরে আহার করা।

٣٣٠٠/١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ يَقُوْلُ «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ».

১/৩৩০০। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ও হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস্র সুলায়মান বিন যিয়াদ আল-হাদরামী আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র বিন জাযই আয-যুবায়দী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মসজিদে বসে রুটি ও গোশত আহার করতাম।[৩৩০০]

٢٣/٢٥. بَاب الْأَكْلُ قَائِمًا

২৩/২৫. অধ্যায় : দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা

٣٣٠١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِيْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ».

১/৩৩০১। আবুস সাইব সালম বিন জুনাদাহ হাফস্র বিন গিয়াস্র উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করেছি এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছি।[৩৩০১]

৩২৯৯. তিরমিযী ৭১৫, নাসায়ী ২২৭৪, ২২৭৬, ২৩১৫, আবূ দাঊদ ২৪০৮, আহমাদ ১৮৫৬৮, ১৯৮১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ হিলাল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। বাযযার বলেন, তিনি গায়র হাফিয। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৫৬, ২৫/২৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাঊদ ১৮৭, মুখতাসারুশ শামাইল ১৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা

৩৩০১. তিরমিযী ১৮৮০আহমাদ ৪৫৮৭, ৫৮৪০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২১, দারিমী ২১২৫। মিশকাত ৪২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٣/٢٦. بَاب الدُّبَّاءِ

২৩/২৬. অধ্যায় : লাউ

٣٣٠٢/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَنْبَأَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُحِبُّ الْقَرْعَ».

১/৩৩০২। আহমাদ বিন মানী' আবীদাহ বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) হুমায়দ আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।[৩৩০২]

٣٣٠٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيْهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيْبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِي لِآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيْدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا «هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيْهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ».

২/৩৩০৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইবনু আবূ আদী হুমায়দ আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রাঃ) আমাকে এক টুকরি তাজা খেজুরসহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। কিন্তু আমি তাঁকে পেলাম না। তিনি তাঁর নিকটস্থ এক মুক্তদাসের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে তাঁকে আহার গ্রহণের দাওয়াত করেছিল এবং তার জন্য খাবার তৈরি করেছিল। আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি আহার করছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে তাঁর সাথে আহার করার জন্য ডাকলেন। রাবী বলেন, সে তাঁর জন্য গোশত ও লাউ দিয়ে ছারীদ তৈরী করেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি লাউ খুব পছন্দ করেন। তাই আমি লাউয়ের টুকরাগুলো একত্র করে তাঁর সামনে দিতে থাকলাম। আমরা আহার শেষ করার পর তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং আমি তাঁর সামনে টুকরিটি রাখলাম। তিনি খেজুর আহার করতে লাগলেন এবং অন্যদেরও দিতে থাকলেন, এভাবে তা দিতে দিতে শেষ করে অবসর হলেন।[৩৩০৩]

৩৩০২. সহীহুল বুখারী ২০৯২, ৫৩৭৯, ৫৪২০, ৫৪৩৩, ৫৪৩৫, ৫৪৩৬, ৫৪৩৭, ৫৪৩৯, মুসলিম ২০৪১, তিরমিযী ১৮৪৯, ১৮৫০, আবূ দাঊদ ৩৭৮২, আহমাদ ১২৪৫০ ১২৭২৯, ১২৯৪৬, মুওয়াত্তা' মালিক ১১৬১, দারিমী ২০৫০। সহীহাহ ২১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবীদাহ বিন হুমায়দ সম্পর্কে আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। যাকারিয়্যাহ বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৫২, ১৯/২৫৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০৩. সহীহুল বুখারী ২০৯২, ৫৩৭৯, ৫৪২০, ৫৪৩৩, ৫৪৩৫, ৫৪৩৬, ৫৪৩৭, ৫৪৩৯, মুসলিম ২০৪১, তিরমিযী ১৮৪৯, ১৮৫০, আবূ দাঊদ ৩৭৮২, আহমাদ ১২৪৫০ ১২৭২৯, ১২৯৪৬, মুওয়াত্তা' মালিক ১১৬১, দারিমী ২০৫০। ইরওয়া' ৭/৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٣٠٤/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ «هَذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا».

৩/৩৩০৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ হাকীম বিন জাবির তাঁর পিতা (জাবির বিন তারিক) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাড়িতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে লাউয়ের তরকারী ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তিনি বলেন ঃ এটা লাউ তরকারী। আমরা তা দিয়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াই।[৩৩০৪]

٢٣/٢٧. بَاب اللَّحْمِ

২৩/২৭. অধ্যায় : গোশত

٣٣٠٥/١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنِيْ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ مَشْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ».

১/৩৩০৫। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আল-খাল্লাল আদ-দিমাশকী ইয়াহইয়া বিন সালিহ সুলায়মান বিন আতা' আল-জাযারী (منكر الحديث) মাসলামাহ বিন আবদুল্লাহ আল-জুহানী (মাকবূল) তার চাচা আবূ মাশজাআহ (মাকবূল) আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুনিয়াবাসী ও জান্নাতবাসীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো গোশত।[৩৩০৫]

٣٣٠٦/٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ مَشْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ «مَا دُعِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلَّا أَجَابَ وَلَا أُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قَبِلَ».

২/৩৩০৬। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী ইয়াহইয়া বিন সালিহ সুলায়মান বিন আতা' আল-জাযারী (منكر الحديث) মাসলামাহ বিন আবদুল্লাহ আল-জুহানী (মাকবূল) তার চাচা আবূ মাশজাআহ (মাকবূল) আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখনই গোশত খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন এবং যখনই তাকে গোশত উপঢৌকন দেয়া হয়েছে, তিনি তা কবুল করেছেন।[৩৩০৬]

৩৩০৪. আহমাদ ১৮৬২১। মুখতাসরুশ শামাইল ১৩৬, সহীহাহ ২৪০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩০৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৩৭২৪, দঈফ আল-জামি' ৩৩২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী সুলায়মান বিন আতা' আল-জাযারী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সঙ্গে জড়িত। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৫০, ১২/৪৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৩৭২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

٢٣/٢٨. بَاب أَطَايِبِ اللَّحْمِ

২৩/২৮. অধ্যায় : (দেহের) কোন অংশের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম

١/٣٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ «فَنَهَسَ مِنْهَا».

১/৩৩০৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন বিশর আল-আবদী, আবূ হায়্যান আত-তায়মী, আবূ যুরআহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ... আলী মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), আবূ হায়্যান আত-তায়মী, আবূ যুরআহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গোশত আনা হলো। তাঁকে রানের গোশত দেয়া হলো এবং এটাই পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে চুষে খেলেন।[৩৩০৭]

٢/٣٣٠٨- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ مِنْ فَهْمٍ قَالَ وَأَظُنُّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُوْرًا أَوْ بَعِيْرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْقُوْنَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اللَّحْمَ يَقُوْلُ «أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ».

২/৩৩০৮। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, মিসআর, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (মাকবূল), আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি তাদের জন্য একটি উট যবেহ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, যখন লোকেরা তাঁর জন্য গোশত ঢালছিলো ঃ গোশতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম হচ্ছে পাছার (রানের) গোশত।[৩৩০৮]

٢٣/٢٩. بَاب الشِّوَاءِ

২৩/২৯. অধ্যায় : ভুনা গোশত

١/٣٣٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا أَعْلَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى شَاةً سَمِيْطًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

উক্ত হাদীসের রাবী সুলায়মান বিন আতা' আল-জাযারী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫৫০, ১২/৪৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০৭. সহীহুল বুখারী ৩৩৪০, তিরমিযী ১৮৩৭। মুখতাসারুশ শামাইল ১৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০৮. আহমাদ ১৭৪৩, ১৭৫২। রাওদুন নাদীর ৩৭৬, মুখতাসারুশ শামাইল ১৪৫, দঈফাহ ২৮১৩, দঈফ আল-জামি' ৯১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

১/৩৩০৯। ❁মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না❁আবদুর রহমান বিন মাহদী❁হাম্মাম❁কাতাদাহ❁আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❁ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনও আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন বলে আমি জানি না।[৩৩০৯]

٣٣١٠/٢- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ».

২/৩৩১০। ❁জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল)❁কাস্রীর বিন সুলায়ম (দঈফ বা দুর্বল)❁আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❁ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হতো এবং অভ্যাগত অধিক হওয়ায় তা অবশিষ্ট থাকতো না) এবং তাঁর জন্য কখনো মোটা বিছানা বহন করা হতো না।[৩৩১০]

٣٣١١/٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدْ شُوِيَ فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا «نُصَلِّي وَلَمْ نَتَوَضَّأْ».

৩/৩৩১১। ❁হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া❁ইয়াহইয়া বিন বুকায়র❁ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)❁সুলায়মান বিন যিয়াদ আল-হাদরামী❁আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র ইবনুল হারিস্র ইবনুল জাযই আয-যুবায়দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❁ তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মসজিদে বসে ভুনা গোশত খেয়েছি, অতঃপর কাঁকরে হাত মুছে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি, কিন্তু (গোশত খাওয়ার কারণে পুনরায়) উযু করিনি।[৩৩১১]

٣٠/٢٣. بَاب الْقَدِيْدِ

২৩/৩০. অধ্যায় : গোশতের শুটকি

৩৩০৯. সহীহুল বুখারী ৫৩৮৫, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্রীর বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৪৪, ২৪/১২১ নং পৃষ্ঠা)

৩৩১১. আহমাদ ১৭২৪৯, ১৭২৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাত মুছার কথা ব্যতীত সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

٣٣١٢/١- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ فَقَالَ لَهُ «هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ إِسْمَعِيْلُ وَحْدَهُ وَصَلَهُ».

১/৩৩১২। ইসমাঈল বিন আসাদ, জা'ফার বিন আওন, ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, কায়স বিন আবূ হাযিম, আবূ মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলো। তিনি লোকটির সাথে কথা বলেন। তার কাঁধের গোশত (ভয়ে) কাঁপছিল। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি শান্ত হও, স্বাভাবিক হও। কারণ আমি কোন রাজা-বাদশা নই, বরং আমি শুকনো গোশত খেয়ে জীবনধারিণী এক মহিলার পুত্র।[৩৩১২]

٣٣١٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ «فَيَأْكُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ».

২/৩৩১৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুফইয়ান, আবদুর রহমান বিন আবিস, আমার পিতা (আবিস), আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমরা ছাগলের পায়া তুলে রাখতাম এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরবানীর পনের দিন পরও তা খেতেন।[৩৩১৩]

٣١/٢٣. بَاب الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

২৩/৩১. অধ্যায় : কলিজা ও প্লীহা।

٣٣١٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ».

১/৩৩১৪। আবূ মুসআব, আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল), তার পিতা (যায়দ বিন আসলাম বিন আবদুল্লাহ), আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের জন্য দু' প্রকারের মৃতজীব ও দু' ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হলো মাছ ও টিড্ডি এবং দু' প্রকারের রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা।[৩৩১৪]

৩৩১২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৮৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১৩. সহীহুল বুখারী ৫৪২৩, ৫৪৩৭, তিরমিযী ১৫১১, নাসায়ী ৪৪৩২, আহমাদ ২৪৪৪১, ২৪৫২৬, ২৫০১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১৪. আহমাদ ৫৬, ৯০। সহীহাহ ১১১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার ভাই তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮২০, ১৭/১১৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১০ট খুবই দুর্বল, ৯টি

٣٢/٢٣. بَاب الْمِلْحِ

২৩/৩২. অধ্যায় : লবণ

٣٣١٥/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى عَنْ رَجُلٍ أُرَاهُ مُوسَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَيِّدُ إِدَامِكُمْ الْمِلْحُ».

১/৩৩১৫। হিশাম বিন আম্মার মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ ঈসা বিন আবূ ঈসা (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) মূসা বিন আনাস আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের তরকারীর নেতা (প্রধান উপকরণ) হলো লবণ।[৩৩১৫]

٣٣/٢٣. بَاب الْاِئْتِدَامِ بِالْخَلِّ

২৩/৩৩. অধ্যায় : সির্কা দিয়ে রুটি খাওয়া

٣٣١٦/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ».

১/৩৩১৬। আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ সুলায়মান বিন বিলাল হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সির্কা (টক ও ঝাঁঝযুক্ত) পানীয় উত্তম তরকারী।[৩৩১৬]

٣٣١٧/٢- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ».

২/৩৩১৭। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) কায়স বিন রাবী' মুহারিব বিন দীসার জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সির্কা উত্তম তরকারী।[৩৩১৭]

দুর্বল, ৮টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ৫৬৯০, দারাকুতনী ৪৬৮৭, শারহুস সুন্নাহ ২৮০৩।

৩৩১৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪২৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ঈসা বিন আবূ ঈসা সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়া'কূব বিন শায়বাহ ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই তবে তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৪৮, ২৩/১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৩১৬. মুসলিম ২০৫১, তিরমিযী ১৮৪০, দারিমী ২০৪৯। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৯, সহীহাহ ২২২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১৭. মুসলিম ২০৫২, তিরমিযী ১৮৩৯, ১৮৪২, আবূ দাউদ ৩৮২০, ৩৮২১, আহমাদ ১৩৮১৩, ১৩৮৪৭, ১৪৩৯৩, ১৪৫০৮, ১৪৫৬৭, ১৪৬৪০, ১৪৭৬৪, ১৪৭৬৯, ১৪৮৬৯, দারিমী ২০৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٣١٨/٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ».

৩/৩৩১৮। আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আবূ হাতিম তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনার অভিযোগ করেছেন) মুহাম্মাদ বিন যাযান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) উম্মু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট আসলেন। আমি তখন তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ সকালের নাস্তা আছে কি? তিনি বলেন, আমাদের নিকট রুটি, খেজুর ও সির্কা আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সির্কা উত্তম তরকারী। হে আল্লাহ! সির্কায় বরকত দান করুন, কারণ তা ছিল আমার পূর্বকালের নবীগণের তরকারী। যে ঘরে সির্কা আছে সে ঘরে কখনও তরকারীর অভাব হয় না।[৩৩১৮]

٣٤/٢٣. بَاب الزَّيْتِ

২৩/৩৪. অধ্যায় : যায়তুন তৈল।

٣٣١٩/١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ائْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ».

উক্ত হাদীসের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৮০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ৩৩টি খুবই দুর্বল, ৮৫টি দুর্বল, ৭১টি হাসান, ৯০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২০৫২, ২০৫৩, ২০৫৪, তিরমিযী ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪১, আবূ দাউদ ৩৮২০, ৩৮২১, দারিমী ২০৪৮, ২০৪৯, আহমাদ ১৩৮১৩, ১৩৮৪৯, ১৪৩৯৩, ১৪৫০৮, ১৪৫৬৭, ১৪৮৬৯, মু'জামুল আওসাত ৬২১, ২২২৭, ৫০৬৬, ৬৯৩৪, ৮৮১৭।

৩৩১৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২২২০, দঈফ আল-জামি' ৫৯৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৩৬, ২২/৪১৬ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুহাম্মাদ বিন যাযান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২১৬, ২৫/২০৬ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৩১৯। হুসায়ন বিন মাহদী আবদুর রায্যাক মা'মার যায়দ বিন আসলাম তার পিতা (আসলাম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যাইতুন তৈল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে নির্গত হয়।[৩৩১৯]

٢/٣٣٢٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ».

২/৩৩২০। উকবাহ বিন মুকরাম সফওয়ান বিন ঈসা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) দাদা (আবূ সাঈদ কায়সান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যায়তূন তৈল খাও এবং তা দেহে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ।[৩৩২০]

٣٥/٢٣. بَابُ اللَّبَنِ

২৩/৩৫. অধ্যায় : দুধ

١/٣٣٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِيِّ حَدَّثَتْنِيْ مَوْلَاتِيْ أُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنٍ قَالَ «بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ».

১/৩৩২১। আবূ কুরায়ব যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) জা'ফার বিন বুরদ আর-রাসিবী (মাকবূল) উম্মু সালিম আর-রাসিবী (মাকবূলাহ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দুধ আনা হলে তিনি বলতেন ঃ এক অথবা দু' বরকত।[৩৩২১]

٢/٣٣٢٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ «اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ».

৩৩১৯. তিরমিযী ১৮৫১, সহীহাহ ৩৭৯, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২০, মুখতাসরুশ শামাইল ১৩৩, ১৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩২০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আল-জামি' আস্র স্রগীর ৪২০৩ সেখানে فإنه طيب কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল তবে ৩৭৯ নং হাদীস্রের অনুরূপে সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মধ্যে মিথ্যাবাদীতা রায়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্রহীহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৩০৫, ১৫/৩১ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২১. আহমাদ ২৪৬০০, যঈফাহ ৪১৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. উম্মু সালিম আর-রাসিবী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূলাহ। ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে বলেন, তিনি মাজহুলাহ বা অপরিচিত। তার থেকে জা'ফার বিন বুরদ এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন ও তাকে কেউ স্রিকাহ বলেননি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯৭৯, ৩৫/৩৬২ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৩২২। হিশাম বিন আম্মার, ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), ইবনু জুরায়জ, ইবনু শিহাব, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে আহার করান তখন সে যেন বলেন, "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়ারযুকনা খাইরাম মিনহু" (হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন)। আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু" (হে আল্লাহ ! এ দুধে আমাদের বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও বাড়িয়ে দিন)। কারণ আমি জানি না যে, দুধ ছাড়া এমন কোন জিনিস আছে কিনা যা একই সঙ্গে আহার ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।[৩৩২২]

٢٣/٣٦. بَاب الْحَلْوَاءِ

২৩/৩৬. অধ্যায় : হালুয়া বা মিষ্টি দ্রব্য

١/٣٣٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ».

১/৩৩২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম, আবূ উসামাহ, হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন।[৩৩২৩]

٢٣/٣٧. بَاب الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

২৩/৩৭. অধ্যায় : শসা ও তাজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

١/٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِيْ لِلسُّمْنَةِ تُرِيْدُ أَنْ تُدْخِلَنِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ.

১/৩৩২৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, য়ূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন), হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সংসারে পাঠাতে চাচ্ছিলেন বিধায় আমার দৈহিক

৩৩২২. তিরমিযী ৩৪৫৫। তাখরীজুল মিশকাত ৪২৮৩, সহীহাহ ২৩২০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২৩. সহীহুল বুখারী ৪৯১২, ৫২৬৭, ৫০৬৮, ৫৪৩১, ৫৫৯৯, ৫৬১৪, ৫৬৮২, ৬৬৯১, ৬৯৭২, মুসলিম ১৪৭৪, তিরমিযী ১৮৩১, নাসায়ী ৩৪২১, ৩৭৯৫, ৩৯৫৮, আবূ দাউদ ৩৭১৪, আহমাদ ২৫৩২৪, দারিমী ২০৭৫। মুখতাসরুশ শামাইল ১৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু তা কোন উপকারে আসলো না। অবশেষে আমি তাজা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেলাম এবং উত্তমরূপে দৈহিক পরিপুষ্টি লাভ করলাম।[৩৩২৪]

٣٣٢٥/٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ».

২/৩৩২৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ও ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন, তার ব্যাপারে রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) ইবরাহীম বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ) আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাজা খেজুরের সাথে শসা মিশিয়ে খেতে দেখেছি।[৩৩২৫]

٣٣٢٦/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيخِ».

৩/৩৩২৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ও আমর বিন রাফি' ইয়া'কূব ইবনুল ওয়ালীদ বিন আবূ হিলাল আল-মাদীনী (আহমাদ ও অন্যান্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আবূ হাযিম সাহ্ল বিন সা'দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাজা খেজুর তরমুজের সাথে মিশিয়ে আহার করতেন।[৩৩২৬]

৩৩২৪. আবূ দাঊদ ৩৯০৩। সহীহাহ ১/৮৫, ৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২৫. সহীহুল বুখারী ৫৪৪০, ৫৪৪৭, ৫৪৪৯, মুসলিম ২০৪৩, তিরমিযী ১৮৪৪, আবূ দাঊদ ৩৮৩৫, আহমাদ ১৭৪৩, ১৭৫২, দারিমী ২০৫৮। রাওদুন নাদীর ৩৭৮, সহীহাহ ৫৬, মুখতাসরুশ শামাইল ১৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২৬. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৫৭, ৫৮, আল-মুখতাসার ১৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়া'কূব ইবনুল ওয়ালীদ বিন আবূ হিলাল আল-মাদীনী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমি আমার সাথীদের থেকে শুনেছি তারা তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১০৬, ৩২/৩৭২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি সহীহ কিন্তু ইয়া'কূব ইবনুল ওয়ালীদ বিন আবূ হিলাল আল-মাদীন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ৬৭টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, ৪টি জাল, ২৫টি খুবই দুর্বল, ২৩টি দুর্বল, ৮টি হাসান, ৭টি সহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৮৪৩, আবূ দাঊদ ৩৮৩৬, আহমাদ ১২০৪১, ১২০৫১, মু'জামুল আওসাত ৯০৪, ৭৯০৭, শারহুস সুন্নাহ ২৮৯৪।

٣٨/٢٣. بَاب التَّمْرِ

২৩/৩৮. অধ্যায় : খেজুর

٣٣٢٧/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ».

১/৩৩২৭। আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী আদ-দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ সুলায়মান বিন বিলাল হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের বাসিন্দাগণ অভুক্ত।[৩৩২৭]

٣٣٢٨/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ».

২/৩৩২৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ইবনু আবূ ফুদায়ক হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) উবাইদুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) তাঁর দাদী সালমাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘর খাদ্যশূন্য ঘরের ন্যায়।[৩৩২৮]

٣٩/٢٣. بَاب إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

২৩/৩৯. অধ্যায় : যখন (মৌসুমের) প্রথম ফল আসে

٣٣٢٩/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الْوِلْدَانِ».

১/৩৩২৯। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার শেষ

৩৩২৭. মুসলিম ২০৪৬, তিরমিযী ১৮১৫, আবূ দাউদ ৩৮৩১, দারিমী ২০৬০, ২০৬১। সহীহাহ ১৭৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩২৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা) ২. উবাইদুল্লাহ বিন আবূ রাফি' সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬৬৬, ১৯/১২০ নং পৃষ্ঠা)

বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মৌসুমের প্রথম ফল উপস্থিত করা হলে তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া ফী সিমারিনা ওয়া ফী মুদ্দিনা ওয়া ফী সাইনা বারাকাতান মাআ বারাকাতিন" (হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দান করুন আমাদের শহরে, আমাদের ফলে,আমাদের মুদ্দ-এ ও আমাদের সা-এ, বরকতের উপর বরকত)। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত শিশুদের তা খেতে দিতেন।[৩৩২৯]

٢٣/٤٠. بَاب أَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

২৩/৪০. অধ্যায় : ভিজা ও শুষ্ক খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٣٣٣٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُوْا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ كُلُوْا الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُوْلُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدِ».

১/৩৩৩০। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন কায়স আল-মাদীনী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের সাথে মিশিয়ে খাও, পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে মিশিয়ে খাও। কারণ তাতে শয়তান রাগান্বিত হয় এবং বলে, আদম-সন্তান জীবিত রইলো, এমনকি পুরাতন ফল নুতন ফলের সাথে আহার করলো।[৩৩৩০]

٢٣/٤١. بَاب النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

২৩/৪১. অধ্যায় : একাধিক খেজুর একত্রে মুখে দেয়া নিষেধ

৩৩২৯. মুসলিম ১৩৭৩, তিরমিযী ৩৪৫৪, আহমাদ ১৫৯৬, ৮১৭৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৩৭, দারিমী ২০৭২। রাওদুন নাদীর ৪৩৬। মুখতাসারুশ শামাইল ১৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বণর্নায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন কায়স আল-মাদীনী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজি বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯১৪, ৩১/৫২৪ নং পৃষ্ঠা)

١/٣٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ».

১/৩৩৩১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, আবদুর রহমান বিন মাহদী, সুফইয়ান, জাবালাহ বিন সুহায়ম, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন কোন ব্যক্তি যেন নিজ সাথীদের অনুমতি ব্যতিরেকে একত্রে দু'টি খেজুর মুখে না দেয়।[৩৩৩১]

٢/٣٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ يَعْنِيْ فِي التَّمْرِ».

২/৩৩৩২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, আবূ দাঊদ, আবূ আমির আল-খায্যার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), হাসান, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মুক্তদাস সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমত করতেন এবং তাঁর কথাবার্তা তার ভালো লাগতো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েকটি খেজুর একসাথে মুখে দিতে নিষেধ করেছেন।[৩৩৩২]

٢٣/٤٢. بَاب تَفْتِيْشِ التَّمْرِ

২৩/৪২. অধ্যায় : ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া

١/٣٣٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ «فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ».

১/৩৩৩৩। আবূ বিশর বাক্র বিন খালাফ, আবূ কুতায়বাহ, হাম্মাম, ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি যে, তাঁর সামনে খেজুর পেশ করা হলে তিনি ভালো খেজুর খোঁজ করতেন।[৩৩৩৩]

٢٣/٤٣. بَاب التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

২৩/৪৩. অধ্যায় : মাখনের সাথে খেজুর খাওয়া

١/٣٣٣٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيْفَةً لَنَا صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا فَجَلَسَ عَلَيْهَا «وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِيْ بَيْتِنَا وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ ﷺ».

৩৩৩১. সহীহুল বুখারী ২৪৫৫, ২৪৮৯, ২৪৯০, ৫৪৪৬, মুসলিম ২০৪৫, তিরমিযী ১৮১৪, আবূ দাউদ ৩৮৩৪, আহমাদ ৪৪৯৯, ৫০১৭, ৫০৪৩, ৫২২৪, ৫৪১২, ৫৫০৮, ৫৭৬৮, ৬১১৪, দারিমী ২০৫৯। সহীহাহ ২৩২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৩২. আহমাদ আহমাদ ১৭১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আমির আল-খায্যার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। সুলায়মান বিন দাউদ বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮১২, ১৩/৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৩. আবূ দাউদ ৩৮৩২। সহীহাহ ২১১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৩৩৪। ∝[হিশাম বিন আম্মার][সাদাকাহ বিন খালিদ][ইবনু জাবির][সুলায়ম বিন আমির][সুলাইম গোত্রের বুসর-এর দু' পুত্র আবদুল্লাহ ও আতিয়্যাহ বিন বুসর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এখানে আসলেন। আমরা তাঁর বসার জন্য আমাদের একটি চাদর পেতে দিলাম। পানি ছিটিয়ে আমরা তা তাঁর জন্য নরম করে দিলাম। তিনি তার উপর বসলেন। তখন আমাদের ঘরে মহামহিম আল্লাহ তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম। তিনি মাখন পছন্দ করতেন।[৩৩৩৪]

٢٣/٤٤. بَاب الْحُوَّارَى

২৩/৪৪. অধ্যায় : ময়দা

١/٣٣٣٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ قَالَ «مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ مُنْخُلًا حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ».

১/৩৩৩৫। ∝[মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ][আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম][আমার পিতা (আবূ হাযিম)][বলেন, আমি সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ময়দা দেখেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ময়দা দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে লোকেদের কি চালুনি ছিল? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত চালুনিও দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনারা চালুনি ছাড়া কিভাবে যব খেতেন? তিনি বলেন, হাঁ (আমরা তা গুড়া করে) তাতে ফুঁ দিতাম এবং যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেতো এবং যা অবশিষ্ট থাকতো তা পানিতে ভিজাতাম।[৩৩৩৫]

٢/٣٣٣٦– حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِيْ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ أَنَّ حَنَشَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيْقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيْفًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيْفًا فَقَالَ «رُدِّيهِ فِيْهِ ثُمَّ اعْجِنِيْهِ».

২/৩৩৩৬। ∝[ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)][ইবনু ওয়াহব][আমর ইবনুল হারিস্র][বাকর বিন সওয়াদাহ][হানাশ বিন আবদুল্লাহ][উম্মু আয়মান (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∝ থেকে বর্ণিত। তিনি আটা ছেনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য রুটি তৈরি করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কী? তিনি বলেন, এটা আমাদের এলাকার খাবার। আমি আপনার জন্য এ খাবার তৈরি করতে আগ্রহী হলাম। তিনি বলেন ঃ এর মধ্যে ভুষি ঢেলে দাও, তারপর ছেনে নাও।[৩৩৩৬]

৩৩৩৪. আবূ দাউদ ৩৮৩৭, আহমাদ ১৭২২২, ১৭২৪২। মিশকাত ৪২৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৩৫. সহীহুল বুখারী ৫৪১০, তিরমিযী ২৩৬৪, আহমাদ ২২৩০৭। মুখতাসরুশ শামাইল ১২৬, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৩৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি হাসান।

٣/٣٣٣٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُوْ الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَغِيْفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ».

৩/৩৩৩৭। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী মুহাম্মাদ বিন উসমান আবুল জামাহির সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ বা দুর্বল) কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক চোখেও (কখনও) ময়দার রুটি দেখেননি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন।[৩৩৩৭]

٤٥/٢٣. بَاب الرُّقَاقِ

২৩/৪৫. অধ্যায় : পাতলা রুটি (চাপাতি)

١/٣٣٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ زَارَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ يَعْنِيْ قَرْيَةً أَظُنُّهُ قَالَ يُنَا فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الْأُوَلِ فَبَكَى وَقَالَ «مَا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذَا بِعَيْنِهِ قَطُّ».

১/৩৩৩৮। আবূ উমায়র ঈসা বিন মুহাম্মাদ আন-নাহ্হাস আর-রামলী দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন) (উসমান) ইবনু আতা' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আতা' বিন আবূ মুসলিম) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ, ইরসাল ও তাদলীস করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আতা') বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার এলাকা অর্থাৎ উবাইনায় (ইউনা) যান। লোকেরা তার জন্য মিহি রুটি পরিবেশন করলে তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও এরূপ রুটি দেখেননি।[৩৩৩৮]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন বাশীর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, তিনি আমাদের নিকট স্বালিহ। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন পরে তা বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছিলেন পরে তা ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪৩, ১০/৩৪৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিস্রী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ**

٢/٣٣٣٩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِسْحَقُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ وَخِوَانُهُ مَوْضُوْعٌ فَقَالَ يَوْمًا كُلُوْا «فَمَا أَعْلَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا بِعَيْنِهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ وَلَا شَاةً سَمِيْطًا قَطُّ».

২/৩৩৩৯। ❖ইসহাক বিন মানসূর ও আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস হাম্মাম কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ❖ (কাতাদাহ) বলেন, আমরা আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র নিকট যেতাম। ইসহাক (রহঃ)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তার রুটি প্রস্তুতকারী দাঁড়ানো থাকতো। আর দারিমীর বর্ণনায় আছে ঃ তার খাঞ্চা বিছানো থাকতো। একদিন তিনি বলেন, তোমরা আহার করো। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বচক্ষে মিহি রুটি এবং আস্ত ভূনা বকরী দেখেছেন কি না।[৩৩৩৯]

٤٦/٢٣. بَاب الْفَالُوْذَجِ

২৩/৪৬. অধ্যায় : ফালূদা

١/٣٣٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ أَبُوْ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوْذَجِ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الْفَالُوْذَجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَمَا الْفَالُوْذَجُ قَالَ يَخْلِطُوْنَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيْعًا فَشَهِقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ شَهْقَةً».

১/৩৩৪০। ❖আবদুল ওয়াহ্হাব বিন দহ্হাক আস-সুলামী আবুল হারিস (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মুহাম্মাদ বিন তালহাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উসমান বিন ইয়াহইয়া (আযদী তাকে দুর্বল বলেছেন) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ❖ তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা ফালূদার নাম শুনতে পাই, যখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলেন, আপনার উম্মাত অনেক দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং অঢেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে, এমনকি তারা ফালূদা খাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করেন ঃ ফালূদা কী? তিনি বলেন ঃ তারা ঘি ও মধু একত্রে মিশাবে। একথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কান্নার মত আওয়াজ করলেন।[৩৩৪০]

রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. উসমান) ইবনু আতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮৪৬, ১৯/৪৪১ নং পৃষ্ঠা) ৩. আতা' বিন আবূ মুসলিম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস ভুলে যেতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৪১, ২০/১০৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৯. সহীহুল বুখারী ৫৩৮৫, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩৩৪০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী**ঃ সানাদটি মুনকার ও মাতানটি বানোয়াট।

٤٧/٢٣. بَاب الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

২৩/৪৭. অধ্যায় : ঘির সাথে ভূষিযুক্ত রুটি

٣٣٤١/١- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ «وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا قَالَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ قَالَ فِيْ عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ».

১/৩৩৪১। হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ফদ্বল বিন মূসা আস-সীনানী হুসায়ন বিন ওয়াকিদ আয়্যুব নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বলেন ঃ আহা! আমার নিকট যদি ঘি মিশ্রিত সাদা মিহি আটার রুটি থাকতো, আমরা তা আহার করতাম। রাবী বলেন, একথা শুনে এক আনসার স্রাহাবী অনুরূপ রুটি তৈরি করে তাঁর নিকট নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এই ঘি কিসের মধ্যে ছিল? স্রাহাবী বলেন, গুই সাপের চামড়ার তৈরী পাত্রের মধ্যে। রাবী বলেন, তিনি তা আহার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৩৩৪১]

٣٣٤٢/٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزَةً وَضَعَتْ فِيْهَا شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ ثُمَّ قَالَتْ اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أُمِّي تَدْعُوْكَ قَالَ فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاسِ قُوْمُوْا قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَاتِيْ مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ إِنَّمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحْدَكَ فَقَالَ هَاتِيْهِ فَقَالَ يَا أَنَسُ «أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً عَشَرَةً قَالَ فَمَا زِلْتُ أُدْخِلُ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا وَكَانُوْا ثَمَانِيْنَ.

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল ওয়াহ্হাব বিন দহ্হাক আস-সুলামী আবুল হারিস্র সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি একাধিক জাল হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৬০১, ১৮/৪৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুহাম্মাদ বিন তালহাহ আত তায়মী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৩১২, ২৫/৪১৪ নং পৃষ্ঠা) ৪. উস্রমান বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪১. আবূ দাউদ ৩৮১৮। মিশকাত ৪২২৯, দঈফ আল-জামি' ৬১১৯। **তাহক্বীক আলবানী**ঃ দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবূ আস্রিম বলেন,তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৫৫৪, ৩০/১৫৮ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৩৪২। আহমাদ বিন আবদাহ উসমান বিন আবদুর রহমান (তিনি নির্ভরযোগ্য নন) হুমায়দ আত-তবীল আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম নবী -এর জন্য রুটি তৈরি করলেন এবং তাতে কিছু ঘি ঢেলে দিলেন? অতঃপর তিনি (আমাকে) বলেন, তুমি নবী -এর নিকট যাও এবং তাঁকে দাওয়াত দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার মা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। রাবী বলেন, আমি তাদের আগেই বাড়ী পৌঁছে মাকে এ খবর জানালাম। ইতোমধ্যে নবী এসে বলেন ঃ তুমি যা তৈরি করেছো, তা নিয়ে এসো। মা বলেন, আমি তো মাত্র আপনার একার পরিমাণ খাবার তৈরি করেছি। তিনি বলেন ঃ তাই দাও। তিনি আরও বলেন ঃ হে আনাস! দশজন দশজন করে আমার কাছে ভেতরে পাঠাও। তিনি বলেন, আমি দশজন দশজন করে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকি। তারা সবাই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হলেন, আর তারা ছিলেন আশিজন।[৩৩৪২]

٢٣/٤٨. بَاب خُبْزِ الْبُرِّ

২৩/৪৮. অধ্যায় : গমের রুটি

٣٣٤٣/١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ «مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

১/৩৩৪৩। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহর নবী কখনও পরপর তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি, এ অবস্থায় মহামহিম আল্লাহ তাঁকে তুলে নেন (ইনতিকাল করেন)।[৩৩৪৩]

৩৩৪২. সহীহুল বুখারী ৩৫৭৮, ৫৩৮১, ৫৪৫০, ৬৬৮৮, মুসলিম ২০৪০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উসমান বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু উসমান বিন আবদুর রহমান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৩২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ১৪টি খুবই দুর্বল, ৪৩টি দুর্বল, ৮১টি হাসান, ৯৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩৫৮৭, ৫৩৮১, ৫৪৫০, ৬৬৮৮, মুসলিম ২০৪১, ২০৪২, তিরমিযী ৩৬৩০, দারিমী ৪৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২৪, আহমাদ ১২০৮২, ১২৮৭০, ১৩০১৫, ১৩১৩৫, ১৪৬১০, ১৪৬২৭, মু'জামুল আওসাত ২৭৬৫, ২৯০৭, ৩১০৫, ৩২৭৬, ৩৯৭৫।

৩৩৪৩. সহীহুল বুখারী ৫৩৭৪, মুসলিম ২৯৭৬, তিরমিযী ২৩৫৮, আহমাদ ৯৩২৮। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন কায়সান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি

٢/٣٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى تُوُفِّيَ ﷺ».

২/৩৩৪৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুআবিয়াহ বিন আমর যাইদাহ মানসূর ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার কখনও একাধারে তিন দিন পেট ভরে আটার রুটি খেতে পাননি।[৩৩৪৪]

٢٣/٤٩. بَاب خُبْزِ الشَّعِيرِ

২৩/৪৯. অধ্যায় : যবের রুটি

١/٣٣٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ «تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ».

১/৩৩৪৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমার ঘরে আমার আলমিরায় রক্ষিত যবের সামান্য আটা ব্যতীত কোন প্রাণীর আহার করার মত আর কিছুই ছিলো না। আমি তা থেকে আহারের ব্যবস্থা করতে থাকলাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেলো। অবশেষে একদিন আমি তা ওজন করলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।[৩৩৪৫]

٢/٣٣٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ».

২/৩৩৪৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আবূ ইসহাক আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কখনও যবের রুটি পেট ভরে আহার করেননি।[৩৩৪৬]

স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭০৪১, ৩২/২৩০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪৪. সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, ৫৪১৬, ৬৪৫৫, মুসলিম ২৯৭০, ২৯৭৩, তিরমিযী ২৪৬৭, নাসায়ী ৪৪৩২, আহমাদ ২৪২৪৭, ২৪৪৪১, ২৪৪৪২, ২৪৬৯৮, ২৫০১৩, ২৫২২৩, ২৫৬৪৪, ২৫৮৩৫। মুখতাসারুশ শামাইল ১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৪৫. সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, ৫৪১৬, ৬৪৫৫, মুসলিম ২৯৭০, ২৯৭৩, তিরমিযী ২৪৬৭, নাসায়ী ৪৪৩২, আহমাদ ২৪২৪৭, ২৪৪৪১, ২৪৪৪২, ২৪৬৯৮, ২৫০১৩, ২৫২২৩, ২৫৬৪৪, ২৫৮৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৪৬. সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, ৫৪১৬, ৬৪৫৫, মুসলিম ২৯৭০, ২৯৭৩, তিরমিযী ২৪৬৭, নাসায়ী ৪৪৩২, আহমাদ ২৪২৪৭, ২৪৪৪১, ২৪৪৪২, ২৪৬৯৮, ২৫০১৩, ২৫২২৩, ২৫৬৪৪, ২৫৮৩৫। মুখতাসারুশ শামাইল ১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٣٤٧/٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَبِيْتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُوْنَ الْعَشَاءَ وَكَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيْرِ».

৩/৩৩৪৭। আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়াহ আল-জুমাহী সাবিত বিন ইয়াযীদ হিলাল বিন খাব্বাব (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একাধারে কয়েক রাত অভুক্ত অবস্থায় কেটে যেতো এবং তাঁর পরিবারের লোকেদেরও রাতের আহার জুটতো না। অধিকাংশ সময় তাদের রুটি হতো যবের তৈরী।[৩৩৪৭]

٣٣٤٨/٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ نُوْحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «لَبِسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ وَقَالَ أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَشِعًا وَلَبِسَ خَشِنًا» فَقِيْلَ لِلْحَسَنِ مَا الْبَشِعُ قَالَ غَلِيْظُ الشَّعِيْرِ مَا كَانَ يُسِيْغُهُ إِلَّا بِجُرْعَةِ مَاءٍ.

৪/৩৩৪৮। ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী বাকিয়্যাহ ইউসুফ বিন আবূ কাসীর (মাজহুল বা অপরিচিত) নূহ বিন যাকওয়ান (দঈফ বা দুর্বল) হাসান আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পশমী বস্ত্র ও সাধারণ জুতা পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বাদহীন খাবার খেতেন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন। হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'স্বাদহীন'-এর অর্থ কী? তিনি বলেন, মোটা যবের রুটি। তিনি তা এক ঢোক পানি ব্যতীত গলাধঃকরণ করতে পারতেন না।[৩৩৪৮]

٢٣/٥٠. بَاب الِاقْتِصَادِ فِي الْأَكْلِ وَكَرَاهَةِ الشِّبَعِ

২৩/৫০. অধ্যায় : পরিমিত আহার উত্তম এবং ভুরিভোজ খারাপ

٣٣٤٩/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَتْنِيْ أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ».

৩৩৪৭. তিরমিযী ২৩৬০। সহীহাহ ২১১৯, মুখতাসরুশ শামাইল ১২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী হিলাল বিন খাব্বাব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপপেয়েছিলো। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬১৬, ২/৫২৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইউসুফ বিন আবূ কাসীর সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৪৯, ৩২/৪৫১ নং পৃষ্ঠা) ২. নূহ বিন যাকওয়ান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৯১, ৩০/৪৮ নং পৃষ্ঠা)

Contents

১/৩৩৪৯। হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-হিমস্বী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন হারব আমার মাতা (উম্মু মুহাম্মাদ) (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) তার মাতা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[৩৩৪৯]

٢/٣٣٥٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِيْ دَارِ الدُّنْيَا».

২/৩৩৫০। আমর বিন রাফি' আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ (منكر الحديث) আবূ ইয়াহইয়া আল-বাক্কাই (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে ঢেকুর তুললে তিনি বলেন ঃ তুমি আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর প্রতিরোধ করো। কারণ যারা পার্থিব জীবনে ভুরিভোজ করে তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত।[৩৩৫০]

٣/٣٣٥١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ حَسْبِيْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩/৩৩৫১। দাঊদ বিন সুলায়মান আল-আসকারী ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আস-স্বাকাফী (দঈফ বা দুর্বল) মূসা আল-জুহানী যায়দ বিন ওয়াহব আতিয়্যাহ বিন

৩৩৪৯. তিরমিযী ২৩৮০। ইরওয়া' ১৯৮৩, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১২২, সহীহাহ ২২৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-হিমস্বী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্বের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায়া কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৮৩, ৩০/২২৩ নং পৃষ্ঠা) ২. উম্মু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮০২৭, ৩৫/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি সহীহ কিন্তু উম্মু মুহাম্মাদ ও তার মাতার কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ৫৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, ১২টি খুবই দুর্বল, ২১টি দুর্বল, ১০টি হাসান, ১১টি সহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২৩৮০, আহমাদ ১৬৭৩৫, শারহুস সুন্নাহ ৪০৪৮।

৩৩৫০. তিরমিযী ২৪৭৮। সহীহাহ ৩৪৩, মিশকাত ৫১৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৫৮, ১৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ ইয়াহইয়া আল-বাক্কাই সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তোমরা তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করিও না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯২০, ৩১/৫৩৩ নং পৃষ্ঠা)

আমির আল-জুহানী (মাকবূল) বলেন, আমি সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট শুনেছি যে, তাকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে যেসব লোক ভুরিভোজ করে, তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত।[৩৩৫১]

٢٣/٥١. بَاب مِنْ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

২৩/৫১. অধ্যায় : তোমার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় তখন তাই খাওয়া অপচয়

٣٣٥٢/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ».

১/৩৩৫২। হিশাম বিন আম্মার ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী ➤ বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ ➤ ইউসুফ বিন আবূ কাসীর (মাজহুল বা অপরিচিত) ➤ নূহ বিন যাকওয়ান (দঈফ বা দুর্বল) ➤ হাসান ➤ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখনই তোমার যা খেতে লোভ জাগে, তখনই তা খাওয়াই (যথেচ্ছ আহার) হলো অপচয়।[৩৩৫২]

٢٣/٥٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

২৩/৫২. অধ্যায় : খাদ্যদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ

٣٣٥٣/١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ «أَكْرِمِي كَرِيمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ».

১/৩৩৫৩। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী ➤ ওয়াসসাজ বিন উকবাহ বিন ওয়াসসাজ (তার বিষয় অজ্ঞাত) ➤ আল-ওয়ালীদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুওয়াক্কারী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ➤ আয যুহরী ➤ উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ➤ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে ঘরে প্রবেশ করে এক টুকরা রুটি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি তা তুলে নিয়ে ধুলাবালি

৩৩৫১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আস-সাকাফী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৪৯, ১১/৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৫২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইউসুফ বিন আবূ কাসীর সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৪৯, ৩২/৪৫১ নং পৃষ্ঠা) ২. নূহ বিন যাকওয়ান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৯১, ৩০/৪৮ নং পৃষ্ঠা)

ঝেড়ে ফেলে আহার করলেন এবং বলেন ঃ হে আয়িশাহ! সম্মান করো সম্মানিতের (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের)। কারণ কোন জাতির নিকট থেকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক উঠে গেলে তা পুনরায় তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে না।[৩৩৫৩]

٢٣/٥٤. بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ الْجُوْعِ

২৩/৫৩. অধ্যায় : দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٣٣٥٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ».

১/৩৩৫৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) হুরায়ম লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) (আবূ আমির) কা'ব (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জূ', ফাইন্নাহু বি'সাদ-দাজীউ ওয়া আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইন্নাহা বি'সাতিল-বিতানাহ" (হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ তা (মানুষের) নিকৃষ্ট সাথী এবং আমি আপনার নিকট আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতারণা থেকে। কারণ তা গোপন চারিত্রিক দোষ)।[৩৩৫৪]

٢٣/٥٤. بَاب تَرْكِ الْعَشَاءِ

২৩/৫৪. অধ্যায় : রাতের আহার পরিত্যাগ

৩৩৫৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৯৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ওয়াস্‌সাজ বিন উকবাহ বিন ওয়াস্‌সাজ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬৮৭, ৩০/৪৪১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-ওয়ালীদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুওয়াক্কারী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৭৩৪, ৩১/৭৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৫৪. নাসায়ী ৫৪৬৮, ৫৪৬৯, আবূ দাউদ ১৫৪৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৩৮৩, তাখরীজুল মিশকাত ২৪৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা) ২. লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. (আবূ আমির) কা'ব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি পরিচিত নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৮৩, ২৪/১৯৭ নং পৃষ্ঠা)

٣٣٥٥/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَدَعُوْا الْعَشَاءَ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ».

১/৩৩৫৫। মুহম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী ইবরাহীম বিন আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ বিন বাবাহ আল-মাখযূমী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মায়মূন (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ রাতের আহার ত্যাগ করো না, যদিও তা এক মুঠো খেজুরও হয়। কারণ রাতের আহার ত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।[৩৩৫৫]

٢٣/٥٥. بَاب الضِّيَافَةِ

২৩/৫৫. অধ্যায় : লোকদেরকে দাওয়াত করা

٣٣٥٦/١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِيْ يُغْشَى مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيْرِ».

১/৩৩৫৬। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) কাসীর বিন সুলায়ম (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ঘরে মেহমানের ভিড় লেগে থাকে সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুততর গতিতে কল্যাণ প্রবেশ করে।[৩৩৫৬]

৩৩৫৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১১৬, দঈফ আল-জামি' ৬২০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ বিন বাবাহ আল-মাখযূমী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি পরিচিত নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস চুরিকরে শ্রবণ করতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৬, ২/১৩৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলে তার সেই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬০৩, ১৬/১৯৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৫৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪২৬০, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. কাসীর বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৪৪, ২৪/১২১ নং পৃষ্ঠা)

Contents

٣٣٥٧/٢- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَهْشَلٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنْ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيْرِ».

২/৩৩৫৭। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আল-মুহারিবী আবদুর রহমান বিন নাহশাল (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইসহাক বিন রাহওয়ায় তাকে মিথ্যুক বলেছেন) দহ্হাক বিন মুযাহিম .... ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ঘরে (মেহমানদের) আহার করানো হয়, সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ প্রবেশ করে।[৩৩৫৭]

٣٣٥٨/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ».

৩/৩৩৫৮। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী উসমান বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে দুর্বল ও অজ্ঞদের থেকেই বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন) আলী বিন উরওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবদুল মালিক আতা' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বিদায়ের প্রাক্কালে মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সুন্নাত।[৩৩৫৮]

٢٣/٥٦. بَاب إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ

২৩/৫৬. অধ্যায় : দাওয়াতের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখান থেকে ফিরে আসবে

٣٣٥٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ «فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ فَرَجَعَ».

৩৩৫৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪২৬০, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৪৩, দঈফ আল-জামি' ২৯৫১, **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন নাহশাল সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইসহাক বিন রাহওয়ায় তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

৩৩৫৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৫৮, আর রাদ্দু আলাল বালীক ২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. উসমান বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি দুর্বলদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৩৮, ১৯/৪২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন উরওয়াহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু আসিম বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১০৮, ২১/৬৯ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৩৫৯। ∞[আবূ কুরায়ব]][ওয়াকী‘][হিশাম আদ-দাসতুওয়ায়ী][কাতাদাহ][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব][আলী (রাঃ)]∞ তিনি বলেন, আমি আহার তৈরি করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরের ভেতর ছবি দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন।[৩৩৫৯]

٢/٣٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ حَدَّثَنَا سَفِيْنَةُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ فَرَأَى قِرَامًا فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْ فَقُلْ لَهُ مَا رَجَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَنْ أَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا».

২/৩৩৬০। ∞[আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-জাযারী (মাকবূল)][আফ্‌ফান বিন মুসলিম][হাম্মাদ বিন সালামাহ][সাঈদ বিন জুমহান (তিনি সত্যবাদী তবে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন)][সাফীনাহ আবূ আবদুর রহমান (রাঃ)]∞ এক ব্যক্তি ‘আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)-এর মেহমান হলো। তিনি তার জন্য আহার তৈরি করলেন। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমরা যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও দাওয়াত করতাম তবে তিনিও আমাদের সাথে আহার করতেন। অতএব তারা তাঁকেও দাওয়াত করলেন এবং তিনি আসলেন। তিনি ঘরের দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের এক কোণে পাতলা নকশাযুক্ত কাপড় দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিলো? তিনি বলেন ঃ এ রকম সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য শোভা পায় না।[৩৩৬০]

٢٣/٥٧. بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالسَّمْنِ

২৩/৫৭. অধ্যায় : গোশত ও ঘি একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

١/٣٣٦١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَرْحَبِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِي الْيَعْفُوْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً ثُمَّ ثَنَّى بِأُخْرَى ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّيْ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِيْنَ لِأَشْتَرِيَهُ فَوَجَدْتُهُ غَالِيًا فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ مِنَ الْمَهْزُوْلِ وَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَمٍ سَمْنًا فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِيْ عَظْمًا عَظْمًا فَقَالَ عُمَرُ «مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

৩৩৫৯. নাসায়ী ৫৩৫১। তাখরীজুর মুখতার ৪৪৯, আদাবুয যিফাফ ৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৬০. আবূ দাউদ ৩৭৫৫, আহমাদ ২১৪১৫, ২১৪১৯, ২১৪২৬। মিশকাত ৩২৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন জুমহান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়্যাহ বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪৬, ১০/৩৭৬ নং পৃষ্ঠা)

قَطُّ إِلَّا أَكَلَ أَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْآخَرِ قَالَ عَبْدُ اللهِ خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِيْ إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ».

১/৩৩৬১। আবূ কুরায়ব, ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান আল-আরহাবী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), য়ূনুস বিন আবুল ইয়া'ফূর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), তার পিতা (আবুল ইয়া'ফূর), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (ইবনু উমার) বলেন যে, তিনি আহাররত অবস্থায় উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে আহারের মজলিসে মধ্যখানে জায়গা করে দিলেন। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবারের পাত্রে হাত দিলেন এবং এক গ্রাস তুলে দিলেন, অতঃপর দ্বিতীয় গ্রাস তুলে নিয়ে বলেন ঃ আমি তৈলাক্ত জিনিসের স্বাদ পাচ্ছি এবং তা গোশতের চর্বি নয়। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি মোটা গোশত ক্রয়ের উদ্দেশে বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার চড়া দাম দেখে এক দিরহামের শীর্ণকায় পশুর গোশত ক্রয় করে এবং এক দিরহামের ঘি ক্রয় করে তা ঐ গোশতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। আমি চাচ্ছিলাম যে, পরিবারের সকলের ভাগে অন্তত একটি করে হাড় পড়ুক। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ঘি ও গোশত একত্রে উপস্থিত করা হলে, তিনি তার একটি আহার করতেন এবং অন্যটি দান-খয়রাত করতেন। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আহার করুন। পুনরায় কখনও ঘি ও গোশত একত্র হলে আমিও তাই করবো। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি কখনও খাবো না।[৩৩৬১]

٢٣/٥٨. بَاب مَنْ طَبَخَ فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

২৩/৫৮. অধ্যায় : তরকারী রান্না করলে ঝোল বেশী রাখবে

٣٣٦٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْتَرِفْ لِجِيْرَانِكَ مِنْهَا».

১/৩৩৬২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, উস্মান বিন উমার, আবূ আমির আল-খায্যায (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), আবূ ইমরান আল-জাওনী, আবদুল্লাহ ইবনুস্ সামিত, আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে ঝোল বেশী দিও এবং তোমার প্রতিবেশীদের পর্যন্ত তা পৌঁছিও।[৩৩৬২]

৩৩৬১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান আল-আরহাবী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮৭০, ৩১/৪৩৮ নং পৃষ্ঠা) ২. য়ূনুস বিন আবুল ইয়া'ফূর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজি বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৮৯, ৩২/৫৫৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৬২. মুসলিম ২৬২৫, তিরমিযী ১৮৩৩, আহমাদ ২০৮১৭, ২০৮৭৩, ২০৯১৮, দারিমী ২০৭৯। সহীহাহ ১৩৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٥٩/٢٣. بَاب أَكْلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

২৩/৫৯. অধ্যায় : রসুন, পিঁয়াজ ও এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী খাওয়া

٣٣٦٣/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيْثَتَيْنِ هَذَا الثُّوْمُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُوْجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا».

১/৩৩৬৩। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ][সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ][কাতাদাহ][সালিম বিন আবুল জা'দ আল-গাতফানী][মা'দান বিন আবূ তালহাহ আল-ইয়া'মুরী][উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ জুমুআর দিন খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করেন, অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দু' প্রকারের গাছ খাও, আমি তা নিকৃষ্ট জ্ঞান করি। তা হলো রসুন ও পিঁয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে দেখেছি যে, এক ব্যক্তির মুখ থেকে তার দুর্গন্ধ নির্গত হলে তার হাত ধরে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হয়। অতএব তোমাদের কেউ যদি তা খেতেই চায়, তবে সে যেন তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়।[৩৩৬৩]

٣٣٦٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ أَيُّوْبَ قَالَتْ صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُوْلِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوْذِيَ صَاحِبِي».

২/৩৩৬৪। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ][তার পিতা (আবূ ইয়াযীদ)][উম্মু আয়্যূব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∞ তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলাম এবং তাতে কিছু শাক-সব্জিও ছিল। তিনি তা ত্যাগ করে বলেন ঃ আমি আমার সাথীকে (জিবরীল) কষ্ট দেয়া পছন্দ করি না।[৩৩৬৪]

٣٣٦٥/٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا أَبُوْ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نِمْرَانَ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفَرًا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيْحَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ «أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ».

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আমির আল-খায্‌যায সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮১২, ১৩/৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৬৩. মুসলিম ৮৭৯, নাসায়ী ৭০৮, আহমাদ ৯০, ৩৪৩। ইরওয়া' ১৫১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৬৪. তিরমিযী ১৮১০, দারিমী ২০৫৪। আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ১৬৭১, সহীহাহ ২৭৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩/৩৩৬৫। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবূ শুরায়হ আবদুর রহমান বিন নমিরান আল-হাজারী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদল লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলে তিনি তাদের থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এই বৃক্ষ খেতে নিষেধ করিনি? মানুষ যেসব জিনিসে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পান।[৩৩৬৫]

٣٣٦٦/٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ «لَا تَأْكُلُوْا الْبَصَلَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً النِّيْءَ».

৪/৩৩৬৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) উস্রমান বিন নুআয়ম (মাজহুল বা অপরিচিত) মুগীরাহ বিন নাহীক (মাজহুল বা অপরিচিত) দুখায়ন আল-হাজারী উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্নাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা পিঁয়াজ খেও না। অতঃপর তিনি আস্তে বলেন ঃ কাঁচা পিঁয়াজ ।[৩৩৬৬]

٢٣/٦٠. بَاب أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

২৩/৬০. অধ্যায় : পনির ও ঘি খাওয়া

٣٣٦٧/١- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ».

৩৩৬৫. মুসলিম ৫৬৪, তিরমিযী ১৮০৬, নাসায়ী ৭০৭, আহমাদ ১৪৫৯৬, ১৪৭৩৯, ১৪৮৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন নমিরান আল-হাজারী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তার থেকে আল-ওয়ালীদ ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন নমিরান আল-হাজারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তা হলোঃ মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ২৩২১, মু'জামুল কাবীর ৪০৫০।

৩৩৬৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** "অতঃপর তিনি বললেন" কথাটি ব্যতীত সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. উস্রমান বিন নুআয়ম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে সালিহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৬৭, ১৯/৫০০ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুগীরাহ বিন নাহীক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, উসমান ছাড়া তার থেকে কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬১৪৫, ২৮/৪০৭ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৩৬৭। ইসমাঈল বিন মূসা আস-সুদ্দী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) সায়ফ বিন হারূন (দঈফ বা দুর্বল) সুলায়মান আত-তায়মী আবূ উস্রমান আন-নাহদী সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঘি, পনির ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।[৩৩৬৭]

٦١/٢٣. بَاب أَكْلِ الثِّمَارِ

২৩/৬১. অধ্যায় : ফল খাওয়া

٣٣٦٨/١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عِرْقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنَبٌ مِنْ الطَّائِفِ فَدَعَانِي فَقَالَ خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ قُلْتُ لَا «فَسَمَّانِي غُدَرَ».

১/৩৩৬৮। আমর বিন উস্রমান বিন সাঈদ বিন কাস্রীর বিন দীনার আল-হিমসী আমার পিতা (উস্রমান বিন সাঈদ) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন ইরাক তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইরাক) (মাকবূল) নু'মান বিন বাশীর (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তায়েফ থেকে আংগুরের উপঢৌকন এলো। তিনি আমাকে ডেকে বলেন ঃ এই আংগুরের গুচ্ছ তুমি লও এবং তোমার মাকে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু আমার মাকে পৌঁছানোর পূর্বে আমি তা খেয়ে ফেললাম। কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আংগুরের গুচ্ছের কী হলো? তুমি কি তোমার মাকে তা পৌঁছেছিলে? আমি বললাম, না। তাই তিনি রসিকতা করে আমার নাম রাখলেন "গুদার" (দাগাবাজ)।[৩৩৬৮]

৩৩৬৭. তিরমিযী ১৭২৬। গায়াতুল মারাম ২, ৩, মিশকাত ৪২২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা) ২. সায়ফ বিন হারূন সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৭৯, ১২১২/৩৩২ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৬৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন ইরাক সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। তার থেকে তার ছেলে মুহম্মাদ বিন আবদুর রহমান এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান ব্যতীত তাকে কেউ তাওসীক করেননি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৩, ২৫/৬১৬ নং পৃষ্ঠা)

٣٣٦٩/٢- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ «دُونَكَهَا يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ».

২/৩৩৬৯। ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আত-তালহী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) নুকায়ব বিন হাজিব (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ সাঈদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুল মালিক আয যুবায়রী (মাজহুল বা অপরিচিত) তালহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তাঁর হাতে ছিল এক জাতীয় অম্ল ফল। তিনি বলেন ঃ হে তালহা! এগুলো লও। এগুলো অন্তরকে শান্তি দেয়।[৩৩৬৯]

٦٢/٢٣. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا

২৩/৬২. অধ্যায় : উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ

٣٣٧٠/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ».

১/৩৩৭০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার কাস্সীর বিন হিশাম জা'ফার বিন বুরকান (তিনি সত্যবাদী তবে যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন) যুহরী সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কোন ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৩৭০]

৩৩৬৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আত-তালহী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭৬, ৩/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. নুকায়ব বিন হাজিব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা আমি জানি না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৭০, ৩০/১৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবূ সাঈদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৪০১, ৩৩/৩৬০ নং পৃষ্ঠা) ৪. আবদুল মালিক আয যুবায়রী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫৭৫, ১৮/৪৩৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭০. আবূ দাউদ ৩৭৭৪। সহীহাহ ২৩৯৪, ইরওয়া' ১৯৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জা'ফার বিন বুরকান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি যুহরীর রেওয়ায়ত বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি যুহরী ছাড়া অন্যদের হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি যুহরীর রেওয়ায়ত বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৩৪, ৫/১১ নং পৃষ্ঠা)

(٢٤) كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

পর্ব (২৪) : পানীয় ও পানপাত্র

١/٢٤. بَاب الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

২৪/১. অধ্যায় : শরাব সমস্ত পাপকাজের প্রসূতি

١/٣٣٧١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ «لَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ».

১/৩৩৭১। হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী ইবনু আবূ আদী রাশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) উম্মু দারদা' আবূ দারদা' ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) রাশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) উম্মু দারদা' আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের প্রসূতি।[৩৩৭১]

٢/٣٣٧٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ».

২/৩৩৭২। আল-আব্বাস বিন উস্মান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম মুনীর ইবনুয যুবায়র (দঈফ বা দুর্বল) উবাদাহ বিন

৩৩৭১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আল জামি' ৭৩৩৪, আত তা'লীকুর রাগীব ১/১৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী রাশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৮২৯, ৯/১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন,তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৬০৫, ১৮/৫০৯ নং পৃষ্ঠা)

নুসায়র খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সাবধান! শরাব পরিহার করো। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আংগুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর বিস্তারিত হয়।[৩৩৭২]

٢/٢٤. بَاب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

২৪/২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে

٣٣٧٣/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ».

১/৩৩৭৩। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমর নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শারাব পান করলো, সে তা থেকে তওবা না করলে, আখেরাতে তা পান করতে পারবে না।[৩৩৭৩]

٣٣٧٤/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

২/৩৩৭৪। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ যায়দ বিন ওয়াকিদ খালিদ বিন আবদুল্লাহ বিন হুসায়ন (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না।[৩৩৭৪]

٣/٢٤. بَاب مُدْمِنُ الْخَمْرِ

২৪/৩. অধ্যায় : শরাবখোর

٣٣٧٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ».

১/৩৩৭৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ইবনুল আসবাহানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি

৩৩৭২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুনীর ইবনুয যুবায়র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসাকালানী, ইমাম যাহাবী ও দুহায়ম আদ দিমামশকী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২১২, ২৮/৫৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭৩. সহীহুল বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ১৪৮৬, ১৪৯০, ২০০৩, তিরমিযী ১৮৬১, নাসায়ী ৫৬৭১, ৫৬৭৩, ৫৬৭৪, আবূ দাউদ ৩৬৭৯, আহমাদ ৪৬৭৬, ৪৭১৫, ৪৮০৮, ৪৮৯৭, মুওয়াত্তা' মালিক ১৫৯৭, দারিমী ২০৯০। রাওদুন নাদীর ৫৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৭৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পায়)][তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান)][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শরাবখোর (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপূজকের সমতুল্য।[৩৩৭৫]

٣٣٧٦/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ».

২/৩৩৭৬। [হিশাম বিন আম্মার][সুলায়মান বিন উতবাহ][য়ূনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস][আবূ ইদরীস][আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৩৩৭৬]

٤/٢٤. بَاب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

২৪/৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি শরাব পান করে তার নামায কবুল হয় না

٣٣٧٧/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

১/৩৩৭৭। [আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী][আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম][আল-আওযাঈ][রাবীআহ বিন ইয়াযীদ][ইবনুদ দায়লামী][আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন। সে পুনরায় শরাব পানে লিপ্ত হলে কিয়ামতের দিন অল্লাহ তাআলা অবশ্যি তাকে "রাদগাতুল খাবাল" পান করাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'রাদগাতুল খাবাল' কী? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।[৩৩৭৭]

৩৩৭৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৬৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ইবনুল আসবাহানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৬২, ২৫/৩০৮ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭৬. আহমাদ ২৬৯৩৮। সহীহাহ ৬৭৫, ৬৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৭৭. তিরমিযী ১৮৬২, নাসায়ী ৫৬৬৪, ৫৬৭০, আহমাদ ৬৬০৬, ৬৭৩৪, দারিমী ২০৯১। সহীহাহ ৭০৯, আত তা'লীকু আলা ইবনু খুযায়মাহ ৯৩৯, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনুস সালাম ৯১, মিশকাত ৩৬৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٥/٢٤. بَاب مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْخَمْرُ

২৪/৫. অধ্যায় : যা থেকে শরাব তৈরি হয়

٣٣٧٨/١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ كَثِيْرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

১/৩৩৭৮। ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়ামামী (মাকবূল) ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ কাস্রীর আস-সুহায়মী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শরাব এই দু'টি গাছ থেকে তৈরি হয় ঃ খেজুর গাছ ও আংগুর গাছ।[৩৩৭৮]

٣٣٧٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيْرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنْ الزَّبِيْبِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا».

২/৩৩৭৯। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আবূ খালিদ কাস্রীর আল-হামদানী সারিয়্যা বিন ইসমাঈল (তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত) আশ-শা'বী নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ গম থেকে শরাব হয়, বার্লি থেকে শরাব হয়, আংগুর থেকে শরাব হয়, খেজুর থেকে শরাব হয় এবং মধু থেকে শরাব হয়।[৩৩৭৯]

٦/٢٤. بَاب لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ

২৪/৬. অধ্যায় : শরাবের উপর দশ প্রকারে অভিসম্পাত করা হয়েছে

٣٣٨٠/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِيْ طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ

৩৩৭৮. মুসলিম ১৯৮৫, তিরমিযী ১৮৭৫, নাসায়ী ৫৫৭২, ৫৫৭৩, আবূ দাউদ ৩৬৭৮, আহমাদ ৭৬৯৫, ৯০৩৯, ৯৭৯০, ১০০৬৭, ১০৩৩১, ১০৩৩২, ১০৪২৬, দারিমী ২০৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০০৮,২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭৯. তিরমিযী ১৮৭২, আবূ দাউদ ৩৬৭৬, ৩৬৭৭। সহীহাহ ১৫৯৩, মিশকাত ৩৬৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সারিয়্যা বিন ইসমাঈল সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১৯৩, ১০/২২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু সারিয়্যা বিন ইসমাঈল এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৫৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ২০টি খুবই দুর্বল, ৭১টি দুর্বল, ৭৪টি হাসান, ৮৮টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৫৮৮, তিরমিযী ১৮৭২, আবূ দাউদ ৩৬৬৯, ৩৬৭৬, ৩৬৭৭, ৩৬৮৩, আহমাদ ৫৯৫৬, ১৫১৩১, ১৭৫৭৩, ১৭৫৭৪, ১৭৫৭৫, ১৭৮৮৬, ১৭৯৪০, দারাকুতনী ৪৫৯৬, ৪৫৯৭, ৪৫৯৯, ৪৬০০, মুস্রান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৩৫৫৫, ১৭০১২১৭০৫৪, ১৭০৮০, মু'জামুল আওসাত ১১০৩, ৫৭১২, ৭২৮৫।

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيْهَا».

১/৩৩৮০। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, ওয়াকী', আবদুল আযীয বিন উমার বিন আবদুল আযীয (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-গাফিকী (মাকবূল) ও আবূ তু'মাহ (মাকবূল), ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে ঃ স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত), শরাব উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভোগকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত)।[৩৩৮০]

٣٣٨١/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَوْ حَدَّثَنِيْ أَنَسٌ قَالَ «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُوْرَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوْعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ».

২/৩৩৮১। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম আত-তুসতারী, আবূ আসিম, শাবীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দশভাবে শরাবের উপর অভিসম্পাত করেছেন ঃ শরাব প্রস্তুতকারী, তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা যার জন্য উৎপাদন করা হয়, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তা পরিবেশনকারী এবং যার জন্য পরিবেশন করা হয়। এভাবে তিনি দশজনের উল্লেখ করেছেন।[৩৩৮১]

٧/٢٤. بَاب التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

২৪/৭. অধ্যায় : শরাবের ব্যবসা

٣٣٨٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ».

৩৩৮০. আবূ দাঊদ ৩৬৭৪, আহমাদ ৫৬৮৩। মিশকাত ২৭৭৭, ইরওয়া' ১৫২৯, রাওদুন নাদীর ৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয বিন উমার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাফস্ উমার বিন শাহীন ও আবূ দাঊদ আস সাজসিতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবদুল আ'লা বিন মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৬৪, ১৮/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৮১. তিরমিযী ১২৯৫। গায়াতুল মারাম ৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী শাবীব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৮৯, ১২/৩৫৯ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৩৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ মুসলিম মাসরূক আয়িশাহ তিনি বলেন, যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ বাইরে বের হয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেন।[৩৩৮২]

٣٣٨٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا».

২/৩৩৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান আমর বিন দীনার তাউস ইবনু আব্বাস উমার ইবনুল খাত্তাব (ইবনু আব্বাস) বলেন, সামুরা শরাব বিক্রয় করেন এ কথা উমার জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করুন ঃ সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা ইহূদীদের অভিসম্পাত করুন, তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করতো"।[৩৩৮৩]

٨/٢٤. بَاب الْخَمْرِ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

২৪/৮. অধ্যায় : লোকেরা (শেষ যমানায়) শরাবের বিভিন্ন নামকরণ করবে

٣٣٨٤/١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَالْأَيَّامُ حَتّٰى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».

১/৩৩৮৪। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী আবদুস সালাম বিন আবদুল কুদ্দূস (দঈফ বা দুর্বল) স্রাওর বিন ইয়াযীদ খালিদ বিন মা'দান আবূ উমামাহ আল-বাহিলী তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ এমন কোন রাত এবং দিন অতিবাহিত হবে না, যখন আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্ন নামকরণ করে তা পান করবে না।[৩৩৮৪]

৩৩৮২. সহীহুল বুখারী ৪৫৯, ২০৮৪, ২২২৬, ৪৫৪০, ৪৫৪১, ৪৫৪২, ৪৫৪৩, মুসলিম ১৫৮০, নাসায়ী ৪৬৬৫, আ৩৪৯০, আহমাদ ২৩৬৭৩, দারিমী ২৫৬৯, ২৫৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮৩. সহীহুল বুখারী ২২২৩, ৩৪৬০, মুসলিম ১৫৮২, নাসায়ী ৪২৫৭, আহমাদ ১৭১, দারিমী ২১০৪। ইরওয়া' ১২৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১/১৩৭, ১৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুস সালাম বিন আবদুল কুদ্দুস সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪২৪, ১৮৫/৮৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুস সালাম বিন আবদুল কুদ্দুস এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৯১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১৪টি খুবই দুর্বল, ৩০টি দুর্বল, ১৮টি হাসান, ২৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ৩৬৮৯, ৩৬৮৯, দারিমী ২১০০, আহমাদ ১৭৬০৭, ২১৭২৭, ২২২০০, ২২৩৯২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৭০৫২, ১৭০৫৫।

٣٣٨٥/٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ».

২/৩৩৮৫। আল-হুসায়ন বিন আবুস সারী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ (বিন মূসা বিন আবুল মুখতার) সা'দ বিন আওস আল-আবসী বিলাল বিন ইয়াহইয়া আল-আবসী আবূ বাক্‌র বিন হাফস্ ইবনু মুহায়রীয সাবিত ইবনুস সিমত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোক শরাবের ভিন্নতর নাম রেখে তা পান করবে।[৩৩৮৫]

٩/٢٤. بَاب كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

২৪/৯. অধ্যায় : প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম

٣٣٨٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

১/৩৩৮৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী আবূ সালামাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ নেশা উদ্রেককর প্রতিটি পানীয় হারাম।[৩৩৮৬]

٣٣٨٧/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

২/৩৩৮৭। হিশাম বিন আম্মার সদাকাহ বিন খালিদ ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস আয যিমারী সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম।[৩৩৮৭]

৩৩৮৫. আহমাদ ২২২০১। সহীহাহ ৯০, ৪১০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-হুসায়ন বিন আবুস সারী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও তিনি অপরিচিত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানি বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবুস সারী আল-আসকালানী বলেন, তোমরা আমার ভাই এর নিকট থেকে কেউ হাদীস গ্রহণ করিও না, কারণ তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৩৩১, ৬/৪৬৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আল-হুসায়ন বিন আবুস সারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৯১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১৪টি খুবই দুর্বল, ৩০টি দুর্বল, ১৮টি হাসান, ২৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ৩৬৮৯, ৩৬৮৯, দারিমী ২১০০, আহমাদ ১৭৬০৭, ২১৭২৭, ২২২০০, ২২৩৯২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৭০৫২, ১৭০৫৫।

৩৩৮৬. সহীহুল বুখারী ২৪২, ৫৫৮৫, ৫৫৮৬, মুসলিম ২০০১, তিরমিযী ১৮৬৩, ১৮৬৬, নাসায়ী ৫৫৯০, ৫৫৯১, ৫৫৯২, ৫৫৯৩, ৫৫৯৪, আবূ দাউদ ৩৬৮২, ৩৬৮৭, আহমাদ ২৩৫৬২, ২৩৯০২, ২৪১৩১, ২৫০৪৪, ২৫৩৬৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৫৯৫, দারিমী ২০৯৭। ইরওয়া' ৮/৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮৭. মুসলিম ৩৭৩৩, ৩৭৩৪, ৩৭৩৫, তিরমিযী ১৮৬১, আহমাদ ৪৬৩০, ৪৮১৫, ৪৮৪৮, ৫৬১৬, ৫৬৯৭, ৫৭৮৬, ৬১৪৪, ৬১৮৩। ইরওয়া' ৮/৪১, রাওদুন নাদীর ৫৪২-৫৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٣٨٨/٣- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيْثُ الْمِصْرِيِّيْنَ».

৩/৩৩৮৮। ❖[ইউনুস বিন আবদুল আ'লা][ইবনু ওয়াহব][ইবনু জুরায়জ][আয়্যূব বিন হানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র গ্রহণে শিথিল)][মাসরূক][ইবনু মাসঊদ (রাঃ)]❖ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম।[৩৩৮৮]

٣٣٨٩/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَهَذَا حَدِيْثُ الرَّقِّيِّيْنَ».

৪/৩৩৮৯। ❖[আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী][খালিদ বিন হায়্যান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র বর্ণনায় ভুল করেন)][<u>সুলায়মান বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যিবরিকান</u> (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)][ইয়া'লা বিন শাদ্দাদ বিন আওস (মাকবূল)][মু'আবিয়া (রাঃ)]❖ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য হারাম।[৩৩৮৯]

٣٣٩٠/٥- حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

৫/৩৩৯০। ❖[সাহল][ইয়াযীদ বিন হারূন][মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][আবূ সালামাহ][ইবনু উমার (রাঃ)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককর জিনিস শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোন শরাবই হারাম।[৩৩৯০]

৩৩৮৮. হাদীস্ত্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮/৪১, রাওদুন নাদীর ৫৪২-৫৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী আয়্যূব বিন হানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র গ্রহণে শিথিল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৩০, ৩/৫০১ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৮৯. হাদীস্ত্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী খালিদ বিন হায়্যান আর-রাক্কী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস্ত্র গ্রহণে শিথিল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬০১, ৮/৪২ নং পৃষ্ঠা) ২. <u>সুলায়মান বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যিবরিকান</u> সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৩৪, ১২/১৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৯০. মুসলিম ৩৭৩৩, ৩৭৩৪, ৩৭৩৫, তিরমিযী ১৮৬১, আহমাদ ৪৬৩০, ৪৮১৫, ৪৮৪৮, ৫৬১৬, ৫৬৯৭, ৫৭৮৬, ৬১৪৪, ৬১৮৩। ইরওয়া' ৮/৪১, রাওদুন নাদীর ৫৪২-৫৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্ত্র বর্ণনায় ভূল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্ত্র বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

٦/٣٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

৬/৩৩৯১। » মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার » আবূ দাউদ » শু'বাহ » সাঈদ বিন আবূ বুরদাহ » তার পিতা (আবূ বুরদাহ) » আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) » তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিস হারাম।[৩৩৯১]

٢٤/١٠. بَاب مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

২৪/১০. অধ্যায় : যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম

١/٣٣٩٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ».

১/৩৩৯২। » ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী » আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর (দঈফ বা দুর্বল) » আবূ হাযিম » আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) » তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে কোন নেশা উদ্রেককর জিনিস হারাম। আর যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।[৩৩৯২]

٢/٣٣٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ».

২/৩৩৯৩। » আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম » আনাস বিন ইয়াদ » দাউদ বিন বাকর » মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির » জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) » রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্রেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।[৩৩৯৩]

٣/٣٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ».

৩৩৯১. সহীহুল বুখারী ৪৩৪৩, ৪৩৪৫, ৬১২৪, মুসলিম ১৭৩৩, নাসায়ী ৫৫৯৫,৫৫৯৭, ৫৬০২, ৫৬০৩, ৫৬০৪, আবূ দাউদ ৩৬৮৪, আহমাদ ১৯১৭৪, ১৯২২৯, ১৯২৪৩, দারিমী ২০৯৮। রাওদুন নাদীর ৮৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৯২. মুসলিম ৩৭৩৩, ৩৭৩৪, ৩৭৩৫, তিরমিযী ১৮৬১, আহমাদ ৪৬৩০, ৪৮১৫, ৪৮৪৮, ৫৬১৬, ৫৬৯৭, ৫৭৮৬, ৬১৪৪, ৬১৮৩। ইরওয়া' ২৩৭৩, ২৩৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৪২, ২৪৬৪, ৪৩৪৩, ৪৩৪৫, ৫৫৮৫, ৫৫৮৬, ৫৫৯৮, ৬১২৪, মুসলিম ১৫৮০, ১৭৩৩, ২০০২, ২০০৩, তিরমিযী ১২৯৩, ১৮৬১, ১৮৬৩, ১৮৬৪, ১৮৬৬, আবূ দাউদ ৩৬৭৩, ৩৬৭৯, ৩৬৮০, ৩৬৮২, ৩৬৮৫, ৩৬৮৬, ৩৬৮৭, দারিমী ২০৯৭, ২০৯৮, আহমাদ ২৪৭২, ২৬২০, ৩২৬৪ ১৯১০০, ১৯২২৮।

৩৩৯৩. তিরমিযী ১৮৬৫, আবূ দাউদ ৩৬৮১, আহমাদ ১৪২৯৩। ইরওয়া' ৮/৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

৩/৩৩৯৪। ∝[আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম]X[আনাস বিন ইয়াদ]X[উবায়দুল্লাহ বিন উমার]X[আমর বিন শুআয়ব]X[তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)]X[দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্‌) (রাঃ)]◊ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।[৩৩৯৪]

١١/٢٤. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيْطَيْنِ

২৪/১১. অধ্যায় : দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষিদ্ধ।

٣٣٩٥/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا» قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১/৩৩৯৫। ∝[মুহাম্মাদ বিন রুমহ]X[লায়স্‌ বিন সা'দ]X[আবুয যুবায়র]X[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)]◊ রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ও আংগুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন। ∝[মুহাম্মাদ বিন রুমহ]X[লায়স্‌ বিন সা'দ]X[আতা']X[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)]◊[৩৩৯৫]

٣٣٩٦/٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَنْبِذُوْا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

২/৩৩৯৬। ∝[ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়ামামী (মাকবূল)]X[ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্‌ বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)]X[আবূ কাস্‌ীর]X[আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা খেজুর ও শুকনা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করো না, তবে এর প্রতিটি পৃথকভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে পার।[৩৩৯৬]

٣٣٩٧/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ وَلَا بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

৩/৩৩৯৭। ∝[হিশাম বিন আম্মার]X[আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম]X[আল-আওযাঈ]X[ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্‌ীর]X[আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ]X[তার পিতা (আবূ কাতাদাহ) (রাঃ)]◊ তিনি রাসূলুল্লাহ

৩৩৯৪. নাসায়ী ৫৬০৭, আহমাদ ২৭৯৪২, ৬৬৯৯। ইরওয়া' ৮/৪৩, ৪৪, রাওদুন নাদীর ৫৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

৩৩৯৫. সহীহুল বুখারী ৫৬০১, মুসলিম ১৯৮৬, তিরমিযী ১৮৭৬, নাসায়ী ৫৫৫৬, ৫৫৬২, আবূ দাউদ ৩৭০৩, আহমাদ ১৩৭২০, ১৩৭৮৭, ১৩৮২৮, ১৪০০৭, ১৪৫০১, ২৭৭৩০, ১৪৭৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৯৬. মুসলিম ১৯৮৯, নাসায়ী ৫৫৭০, আহমাদ ৯৪৫৮, ১০৪২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কোন স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্‌ বর্ণনা করলে তার হাদীস্‌ গ্রহণযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্‌ বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্‌ বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০০৮, ২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

(ﷺ) কে বলতে শুনেছেন ঃ কাঁচা খেজুর ও পাকা খেজুর একত্রে মিশাবে না এবং খেজুর ও আংগুরও একত্রে মিশাবে না। তবে এর প্রতিটি পৃথকভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে পারো।[৩৩৯৭]

٢٤/١٢. بَاب صِفَةِ النَّبِيْذِ وَشُرْبِهِ

২৪/১২. অধ্যায় : নাবীয বানানো এবং তা পান করা

٣٣٩٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ حَدَّثَتْنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيْدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا «نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيْهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَقَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا».

১/৩৩৯৮। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ মুআবিয়াহ][আস্বিম আল-আহওয়াল][<u>বুনানাহ বিনতু ইয়াযীদ আল-আবশামিয়্যাহ</u> (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ ❖[মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব][আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ][আস্বিম আল-আহওয়াল][<u>বুনানাহ বিনতু ইয়াযীদ আল-আবশামিয়্যাহ</u> (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য একটি পাত্রে নাবীয বানাতাম। আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা এক মুঠো আংগুর তুলে নিয়ে পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিতাম, অতঃপর তাতে পানি ঢেলে দিতাম। আমরা সকালবেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সন্ধ্যাবেলা তা পান করতেন। আবার কখনও আমরা সন্ধ্যাবেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সকালবেলা তা পান করতেন। আবূ মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বর্ণনায় বলেন, দিনে ভিজাতেন এবং তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন অথবা রাতের বেলা ভিজাতেন এবং তিনি দিনের বেলা তা পান করতেন।[৩৩৯৮]

٣٣٩٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ أَبِيْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ «يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيْقَ».

২/৩৩৯৯। ❖[আবূ কুরায়ব][ইসমাঈল বিন স্বাবীহ][আবূ ইসরাঈল (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল)][আবূ উমার আল-বাহরানী][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো এবং তিনি তা ঐ দিন অথবা পরের দিন সকাল অথবা তৃতীয় দিন পর্যন্ত

৩৩৯৭. সহীহুল বুখারী ৫৬০২, মুসলিম ১৯৮৮, নাসায়ী ৫৫৫১, ৫৫৫২, ৫৫৬১, ৫৫৬৬, ৫৫৬৭, আবূ দাউদ ৩৭০৪, আহমাদ ২২০১৫, ২২১১২, ২২১২৩, ২২১৪০, দারিমী ২১১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৯৮. মুসলিম ২০০৫, তিরমিযী ১৮৭১, আবূ দাউদ ৩৭১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী <u>বুনানাহ বিনতু ইয়াযীদ আল-আবশামিয়্যাহ</u> সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৭৯৮, ৩৫/১৩৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু <u>বুনানাহ বিনতু ইয়াযীদ আল-আবশামিয়্যাহ</u> এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৪০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ২৩টি খুবই দুর্বল, ৬২টি দুর্বল, ৭৭টি হাসান, ৭৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫১৭৬, ৫১৮২, ৫১৮৩, ৫৫৯১, ৫৫৯৭, ৬৬৮৫, মুসলিম ৯৭৭, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, তিরমিযী ১৮৭১, আবূ দাউদ ৩৭০২, ৩৭০৭, ৩৭০৮, ৩৭১১, ৩৭১২, ৩৭১৩, দারিমী ২১০৭, আহমাদ ১৯৬৪, ২০৬৯, ২১৪৪।

পান করতেন। পান করার পর এর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিতেন।[৩৩৯৯]

٣٤٠٠/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ «يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ».

৩/৩৪০০। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব][আবূ আওয়ানাহ][আবুয যুবায়র][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।[৩৪০০]

١٣/٢٤. بَاب النَّهْيِ عَنْ نَبِيْذِ الْأَوْعِيَةِ

২৪/১৩. অধ্যায় : শরাবের পাত্রে নাবীয বানানো নিষেধ

٣٤٠١/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

১/৩৪০১। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][মুহাম্মাদ বিন বিশর][মুহাম্মাদ বিন উমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][আবূ সালামাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, কদুর খোলের পাত্রে ও মাটির সবুজ পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেন ঃ সমস্ত নেশা সৃষ্টিকর জিনিস হারাম।[৩৪০১]

٣٤٠٢/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ».

২/৩৪০২। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স্র বিন সা'দ][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৈলাক্ত পাত্রে ও কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪০২]

৩৩৯৯. মুসলিম ২০০৪, নাসায়ী ৫৭৩৭, ৫৭৩৮, ৫৭৩৯, আবূ দাউদ ৩৭১৩, আহমাদ ২০৬৯। ইরওয়া' ২৩৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ইসরাঈল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪০, ৩/৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪০০. মুসলিম ১৯৯৯, নাসায়ী ৫৫৯৬, ৫৬৪৭, ৫৬৪৮, আবূ দাউদ ৩৭০২, ৪৮৩৫, আহমাদ ১৩৮৫৫, ১৪০৯০, ১৪৬৪১, ১৪৭০২, দারিমী ২১০৭। সহীহাহ ৩০০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০১. মুসলিম ১৯৯৩, নাসায়ী ৫৫৮৯, ৫৬৩০, ৫৬৩৭, ৫৬৪৬, আবূ দাউদ ৩৬৯৩, আহমাদ ৭৬৯৪, ৮৪৪২, ৯০৯০, ১০১৩২, ১০২৮৯, ১০৫৮৮, মালিক১৫৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪০২. মুসলিম ১৯৯৭, ১৯৯৮, তিরমিযী ১৮৬৮, নাসায়ী ৫৬২৪, ৫৬২৫, ৫৬৩১, ৫৬৩২, ৫৬৩৪, ৫৬৪৩, ৫৬৪৫, আবূ দাউদ ৩২৯০, আহমাদ ৪৬১৫, ৪৮৯৪, ৪৯৭৫, ৫০১০, ৫০৫২, ৫০৭১, ৫১৩৪, ৫১৬৫, ৫৪০০, ৫৪৬২, ৫৫৪৭, ৫৭৩০, ৫৯১৮, ৫৯৭৬, ৬৪০৫, ১৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٤٠٣/٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ».

৩/৩৪০৩। নাস্র বিন আলী আমার পিতা (আলী বিন নাস্র) আল-মুস্রান্না বিন সাঈদ আবুল মুতাওয়াক্কিল আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাটির সবুজ পাত্রে, কদুর খোলে ও কাঠের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪০৩]

٣٤٠٤/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ».

৪/৩৪০৪। আবূ বাক্র ও আল-আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী শাবাবাহ শু'বাহ বুকায়র বিন আতা' আবদুর রহমান বিন ইয়া'মার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কদুর খোল ও মাটির সবুজ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪০৪]

١٤/٢٤. بَاب مَا رُخِّصَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ

২৪/১৪. অধ্যায় : উপরোক্ত পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরী করার অনুমতি

٣٤٠٥/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِيْهِ وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ».

১/৩৪০৫। আবদুল হামীদ বিন বায়ান আল-ওয়াসিতী ইসহাক বিন ইউসুফ শারীক সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) কাসিম বিন মুখায়মিরাহ ইবনু বুরদাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কতগুলো পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তাতে নাবীয তৈরি করতে পারো এবং সমস্ত নেশা উদ্রেককারী জিনিস পরিহার করো।[৩৪০৫]

٣٤٠٦/٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيْذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

২/৩৪০৬। য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু জুরায়জ আয়্যূব বিন হানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) মাসরূক ইবনুল আজদা' ইবনু মাসঊদ (রাঃ)

৩৪০৩. আহমাদ ১০৬৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০৪. নাসায়ী ৫৬২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০৫. মুসলিম ৯৭৭। আল-আহকাম ১৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি কতকগুলো পাত্রে নাবীয তৈরি করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। জেনে রাখো! পাত্র কোন জিনিসকে হারাম করে না। তবে সকল নেশাকর দ্রব্যই হারাম।[৩৪০৬]

٢٤/١٥. بَاب نَبِيْذِ الْجَرِّ

২৪/১৫. অধ্যায় : মাটির কলসে নাবীয বানানো

٣٤٠٧/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَتْنِيْ رُمَيْثَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً ثُمَّ قَالَتْ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَفِيْ كَذَا وَفِيْ كَذَا إِلَّا الْخَلَّ».

১/৩৪০৭। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ > আল-মু'তামির বিন সুলায়মান > তার পিতা (সুলায়মান) > রুমায়স্রাহ (তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না) > আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা কি প্রতি বছর তার কোরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে একটি মশক বানাতে সক্ষম নয়? তিনি পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটির কলসে এবং এরূপ এরূপ পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য সিরকা বানানো যেতে পারে।[৩৪০৭]

٣٤٠٨/٢- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْخَطْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ».

২/৩৪০৮। ইসহাক বিন মূসা আল-খাতমী > আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম > আল-আওযাঈ > ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর > আবূ সালামাহ > আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটির কলসে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।[৩৪০৮]

٣٤٠٩/٣- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ صَدَقَةَ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَبِيْذِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ «اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

৩/৩৪০৯। মুজাহিদ বিন মূসা > আল-ওয়ালীদ > স্বদাকাহ আবূ মুআবিয়াহ (দঈফ বা দুর্বল) > যায়দ বিন ওয়াকিদ > খালিদ বিন আবদুল্লাহ (মাকবূল) > আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী

৩৪০৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আয়্যূব বিন হানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৩০, ৩/৫০১ নং পৃষ্ঠা)

৩৪০৭. আহমাদ ২৪১৫৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. রুমায়স্রাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৮৪৪, ৩৫/১৮১ নং পৃষ্ঠা)

৩৪০৮. নাসায়ী ৫৬৩৭, আহমাদ ১০৫৮৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

(ﷺ) এর নিকট মাটির কলসে প্রস্তুত নাবীয নিয়ে আসা হলো, যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়েছিলা। তিনি বলেন ঃ কলসটা ঐ দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করো। কারণ তা কেবল সেইসব লোক পান করতে পারে যাদের আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান নাই।[৩৪০৯]

١٦/٢٤. بَاب تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

২৪/১৬. অধ্যায় : পাত্র ঢেকে রাখা

٣٤١٠/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «غَطُّوْا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوْا السِّقَاءَ وَأَطْفِئُوْا السِّرَاجَ وَأَغْلِقُوْا الْبَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ».

১/৩৪১০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা খাদ্য ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং (শয়নকালে) ঘরের দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান (মুখবন্ধ) মশক খুলতে পারে না, দরজাও খুলতে পারে না এবং (ঢেকে রাখা) পাত্রও খুলতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার মত কিছু না পায় তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে। কেননা ইঁদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।[৩৪১০]

٣٤١١/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ».

২/৩৪১১। আবদুল হামীদ বিন বায়ান আল-ওয়াসিতী খালিদ বিন আবদুল্লাহ সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাত্র ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪১১]

৩৪০৯. নাসায়ী ৫৬১০, ৫৭০৪। সহীহাহ ৩০১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী সদাকাহ আবূ মুআবিয়াহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আওযাঈ বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮৬৩, ১৩/১৩৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু সদাকাহ আবূ মুআবিয়াহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১৭টি খুবই দুর্বল, ৫৪টি দুর্বল, ৮টি হাসান হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাঊদ ৩৭১৬, দারাকুতনী ৪৫৯৫।

৩৪১০. সহীহুল বুখারী ৩২৮০, ৩৩০৪, ৩৩১৬, ৫৬০৬, ৫৬২৩, ৫৬২৪, ৬২৯৫, ৬২৯৬, মুসলিম ২০১১, ২০১২, ২০১৪, তিরমিযী ১৮১২, ২৮৫৭, আবূ দাঊদ ৩৭৩১, ৩৭৩৪, আহমাদ ১৩৮১৬, ১৩৯৫৮, ১৪৪১৫, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২৭। ইরওয়া' ৩৯, রাওদুন নাদীর ২০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪১১. আহমাদ ৮৫৮২, দারিমী ২১৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু

Contents

٣٤١٢/٣- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِيْ حَفْصَةَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ خِرِّيتٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً إِنَاءً لِطَهُوْرِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ».

৩/৩৪১২। ইসমান ইবনুল ফাদ্বল হারামী বিন উমারাহ বিন আবূ হাফসাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হারীশ বিন খিররীত (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু আবূ মুলায়কাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য রাতের বেলা তিনটি পাত্র রাখতাম এবং তিনটিই ঢেকে রাখতাম।

একটি তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য একটি তাঁর পান করার জন্য।[৩৪১২]

١٧/٢٤. بَاب الشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ

২৪/১৭. অধ্যায় : রূপার পাত্রে পান করা

٣٤١٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

১/৩৪১৩। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ নাফি' যায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্র (মাকবূল) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড় গড় করে জাহান্নামের আগুন ঢালে।[৩৪১৩]

٣٤١٤/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».

২/৩৪১৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবূ আওয়ানাহ আবূ বিশর মুজাহিদ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪১২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ ইবনু মাজাহ ৮০, ৩৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হারামী বিন উমারাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১৬৯, ৫/৫৫৬ নং পৃষ্ঠা) ২. হারীশ বিন খিররীত সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তাকে চিনি না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১৭৮, ৫/৫৮৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪১৩. সহীহুল বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫, আহমাদ ২৬০২৮, ২৬০৪২, ৫৬০৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭১৭, দারিমী ২১২৯। ইরওয়া' ৩৩, রাওদুন নাদীর ৪২১, গায়াতুল মারাম ১১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তা দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং তোমাদের জন্য আখেরাতে।[৩৪১৪]

٣٤١٥/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

৩/৩৪১৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ গুনদার শু'বাহ সা'দ বিন ইবরাহীম নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী (স্বফিয়্যাহ বিনতু আবূ উবায়দ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড় গড় করে জাহান্নামের আগুন ঢালে।[৩৪১৫]

١٨/٢٤. بَاب الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

২৪/১৮. অধ্যায় : তিন নিঃশ্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা

٣٤١٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَتَنَفَّسُ فِيْ الْإِنَاءِ ثَلَاثًا».

১/৩৪১৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইবনু মাহদী আযরাহ বিন স্বাবিত আল-আনস্বারী সুমামাহ বিন আবদুল্লাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।[৩৪১৬]

٣٤١٧/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «شَرِبَ فَتَنَفَّسَ فِيْهِ مَرَّتَيْنِ».

২/৩৪১৭। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ রিশদীন বিন কুরায়ব (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (কুরায়ব) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি পান করলেন এবং পানের সময় দু'বার নিঃশ্বাস নিলেন।[৩৪১৭]

৩৪১৪. সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী ৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, আহমাদ ২২৮০৩, ২২৮৫৫, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারিমী ২১৩০। ইরওয়া' ৩২, আল-গায়াহ ১১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪১৫. আহমাদ ২৪১৪১। ইরওয়া' ১/৬৯, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪১৬. সহীহুল বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম ২০২৮, তিরমিযী ১৮৮৪, আহমাদ ১১৭২৩, ১১৭৭৬, ১১৭৮৩, ১১৮৮৬, ১২৫১২, ১২৭৯৫, ১৩২২৩, দারিমী ২১২০। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪১৭. তিরমিযী ১৮৮৬। মুখতাস্বরুশ শামাইল ১৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী রিশদীন বিন কুরায়ব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯১২, ৯/১৯৬ নং পৃষ্ঠা)

١٩/٢٤. بَاب اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

২৪/১৯. অধ্যায় : মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা

٣٤١٨/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا».

১/৩৪১৮। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ, ইবনু ওয়াহব, য়ূনুস, ইবনু শিহাব, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশকের মুখ উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪১৮]

٣٤١٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَ مَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ».

২/৩৪১৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, আবূ আমির, যামআহ বিন স্বালিহ (দঈফ বা দুর্বল), সালামাহ বিন ওয়াহরাম, ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ নিষেধাজ্ঞার পর এক ব্যক্তি রাতের বেলা উঠে পাত্রের মুখ উল্টে পানি পান করতে গেলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে একটি সাপ বের হয়ে আসে।[৩৪১৯]

٢٠/٢٤. بَاب الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

২৪/২০. অধ্যায় : মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পান পান করা

٣٤٢٠/١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».

১/৩৪২০। বিশর বিন হিলাল আস্-স্বাওওয়াফ, আবদুল ওয়ারিস্ বিন সাঈদ, আয়্যুব (বিন আবূ তামীমাহ), ইকরিমাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪২০]

৩৪১৮. সহীহুল বুখারী ৫৬২৫, ৫৬২৬, মুসলিম ২০২৩, তিরমিযী ১৮৯০, আবূ দাউদ ৩৭২০, আহমাদ ১০৬৪৩, ১১২৪৮, ১১২৬৫, ১১৪৭৮, দারিমী ২১১৯। সহীহাহ ১১২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪১৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৮, ১১৯, সহীহাহ ১১২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী যামআহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০০৩, ৯/৩৮৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪২০. সহীহুল বুখারী ৫৬২৭, ৫৬২৮, আহমাদ ৭১১৩, ৭১৩৫, দারিমী ২১১৮। সহীহাহ ৩৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٤٢١/٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ».

২/৩৪২১। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর, ইয়াযীদ বিন যুরায়', খালিদ আল-হায্যা', ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪২১]

٢١/٢٤. بَاب الشُّرْبُ قَائِمًا

২৪/২১. অধ্যায় : দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা

٣٤٢٢/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللهِ مَا فَعَلَ».

১/৩৪২২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, আলী বিন মুসহির, আসিম, আশ-শা'বী, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যমযমের পানি পরিবেশন করলাম। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করলেন। শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি এ হাদীস ইকরিমার নিকট বর্ণনা করলে, তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করেননি।[৩৪২২]

٣٤٢٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِيْ بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

২/৩৪২৩। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, ইয়াযীদ বিন ইয়াযীদ বিন জাবির, আবদুর রহমান বিন আবূ আমরাহ, তার দাদী কাবশাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট এলেন। নিকটেই পানির মশক ঝুলানো ছিল। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা থেকে পান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ লাগানো স্থানের বরকত লাভের আশায় কাবশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মশকের মুখ কেটে সংরক্ষণ করেন।[৩৪২৩]

٣٤٢٤/٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا».

৩/৩৪২৪। হুমায়দ বিন মাসআদাহ, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল, সাঈদ, কাতাদাহ, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪২৪]

৩৪২১. সহীহুল বুখারী ৫৬২৯, তিরমিযী ১৮২৫, নাসায়ী ৪৪৪৮, আবূ দাউদ ৩৭১৯, আহমাদ ১৯৯০, ২১৬২, ২৬৬৬, ২৯৪৪, ৩১৩২, দারিমী ২১১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২২. সহীহুল বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৭, মুসলিম ২০২৭, তিরমিযী ১৮৮২, নাসায়ী ২৯৬৪, ২৯৬৫, আহমাদ ১৮৪১, ১৯০৬, ৩১৭৬, ৩৪৮৭, ৩৫১৭। মুখতাসরুশ শামাইল ১৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২৩. তিরমিযী ১৮৯২। মিশকাত ৪২৮১, মুখতাসরুশ শামাইল ১৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২৪. মুসলিম ২০২৪, আবূ দাউদ ৩৭১৭, তিরমিযী ১৮৭৯,আহমাদ ১১৭৭৫, ১১৯২৯, ১২০৮১, ১২৪৬০, ১২৬৪৯, ১৩২০৬, ১৩৫৩১, ১৩৬৯১, দারিমী ২১২৭। সহীহাহ ১৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٤/٢٢. بَاب إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

২৪/২২. অধ্যায় : পানীয় পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দিতে হবে

١/٣٤٢٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

১/৩৪২৫। ❮হিশাম বিন আম্মার❯❮মালিক বিন আনাস❯❮আয যুহরী❯❮আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য পানি মিশ্রিত দুধ আনা হলো। তাঁর ডান পাশে ছিল এক বেদুইন এবং বাম পাশে ছিলেন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি তা থেকে পান করার পর বেদুইনকে দেন এবং বলেন ঃ পর্যায়ক্রমে ডান দিক থেকে।[৩৪২৫]

٢/٣٤٢٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلَبَنٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أُحِبُّ أَنْ أُوْثِرَ بِسُؤْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى نَفْسِيْ أَحَدًا فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ خَالِدٌ».

২/৩৪২৬। ❮হিশাম বিন আম্মার❯❮ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)❯❮ইবনু জুরায়জ❯❮ইবনু শিহাব❯❮উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দুধ দেয়া হলো। তাঁর ডান দিকে ছিলেন বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও বাম দিকে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে যে আমি খালেদকে পানি পান করাবো? বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আমার উপর অপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া আমি পছন্দ করি না। অতএব বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দুধের পাত্র নিয়ে পান করেন এবং খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ও পান করেন।[৩৪২৬]

٢٤/٢٣. بَاب التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

২৪/২৩. অধ্যায় : পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ

١/٣٤٢٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيْدُ».

৩৪২৫. সহীহুল বুখারী ২৩৫২, ২৫৭১, ৫৬১২, ৫৬১৯, মুসলিম ২০২৯, তিরমিযী ১৮৯৩, আবূ দাঊদ ৩৭২৬, আহমাদ ১১৬৬৭, ১১৭১১, ১২৬২৬, ১৩০০৯, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২৩, দারিমী ২১১৬। সহীহাহ ১৭৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২৬. আহমাদ ১৯০৭, ১৯৭৯। সহীহাহ ২৩২০, মুখতাসরুশ শামাইল ১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

Contents

১/৩৪২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ দাঊদ বিন আবদুল্লাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আল-হারিস্র বিন আবূ যুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার চাচা (আবদুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পানীয় দ্রব্য পানকালে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। নিঃশ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে সে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিবে, অতঃপর আরও পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।[৩৪২৭]

٢/٣٤٢٨- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ».

২/৩৪২৮। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর ইয়াযীদ বিন যুরায়' খালিদ আল-হায্‌যা' ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।[৩৪২৮]

٢٤/٢٤. بَاب النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

২৪/২৪. অধ্যায় : পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ

١/٣٤٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ».

১/৩৪২৯। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী সুফইয়ান আবদুল কারীম (বিন মালিক) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানপাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।[৩৪২৯]

৩৪২৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৩৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী দাঊদ বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রে সন্দেহ রয়েছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। উসমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৭৬৮, ৮/৪০৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আল-হারিস্র বিন আবূ যুবাব সম্পর্কে সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তবে তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করায় কোন দোষ নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১০২৫, ৫/২৪৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৪২৮. তিরমিযী ১৮৮৮, আবূ দাঊদ ৩৭২৮, আহমাদ ১৯১০, ২৮১৩, দারিমী ২১৩৪। মিশকাত ৪২৭৭, ইরওয়া' ১৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২৯. তিরমিযী ১৮৮৮, আবূ দাঊদ ৩৭২৮, আহমাদ ১৯১০, ২৮১৩, দারিমী ২১৩৪। মিশকাত ৪২৭৭, ইরওয়া' ১৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٤٣٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ».

২/৩৪৩০। আবূ কুরায়ব, আবদুর রহীম বিন আবদুর রহমান আল-মুহারিবী, শারীক, আবদুল কারীম, ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না।[৩৪৩০]

٢٥/٢٤. بَاب الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ

২৪/২৫. অধ্যায় : আঁজলা ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা

٣٤٣١/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُوْنِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ إِنَاءً مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيْدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا».

১/৩৪৩১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), বাকিয়্যাহ, মুসলিম বিন আবদুল্লাহ (মাজহুল বা অপরিচিত), যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ, আসিম বিন মুহাম্মাদ বিন যায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার, তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন যায়দ), তার দাদা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে উপুড় হয়ে (পাত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে) পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক হাতের আঁজলা ভরে পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত পানিতে মুখ দিয়ে পান না করে, এক হাতেও যেন পানি পান না করে, যেমন একদল লোক পান করে থাকে, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট; রাতের বেলা পানপাত্র আন্দোলিত না করে যেন পানি পান না করে। তবে পাত্র আবৃত অবস্থায় থাকলে ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি পাত্র থেকে পান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে পানি পান করে এবং এর দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ তার উদ্দেশ্য, তবে আল্লাহ তাআলা তার আংগুলের সম-পরিমাণ পুণ্য তার আমলনামায় লিখে দিবেন। কারণ হাত হচ্ছে ঈসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস সালাম)-এর পানপাত্র, যখন তিনি পানপাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন ঃ আফসোস! এটাও পার্থিব উপকরণ।[৩৪৩১]

৩৪৩০. তিরমিযী ১৮৮৮, আবূ দাউদ ৩৭২৮, আহমাদ ১৯১০, ২৮১৩, দারিমী ২১৩৪। ইরওয়া' ৭/৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী শারীক বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৩৬, ১২/৪৬২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২১৬৭, দঈফ আল-জামি' ৬৩৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢/٣٤٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَاسْقِنَا وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيْشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِيْ مَعَهُ».

২/৩৪৩২। আহমাদ বিন মানসূর আবূ বাকার, য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ, ফুলায়হ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), সাঈদ ইবনুল হারিস্র, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসার স্বাহাবীর নিকট গেলেন। তখন তিনি নিজের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন ঃ তোমার নিকট মশকের বাসি পানি থাকলে আমাদের পান করাও, অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করে নিবো। তিনি বলেন, আমার নিকট মশকের বাসি পানি আছে। অতঃপর তিনি কুঁড়ে ঘরের দিকে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। ঐ স্বাহাবী তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করে তার দুধ মশকের পানিতে ঢাললেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর সাথে তাঁর যে স্বাহাবী ছিলেন তার সাথেও এরূপ করা হলো।[৩৪৩২]

٣/٣٤٣٣- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَكْرَعُوْا وَلَكِنْ اغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوْا فِيْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ».

৩/৩৪৩৩। ওয়াস্বিল বিন আবদুল আ'লা, ইবনু ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), লায়স্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), সাঈদ বিন আমির (মাজহুল বা অপরিচিত), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা একটি পানির চৌবাচ্চা অতিক্রমকালে তা থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা মুখ লাগিয়ে পানি পান করো না, বরং তোমাদের হাতগুলো ধৌত করে তার সাহায্যে পান করো। কারণ হাতের তুলনায় অধিক পরিচ্ছন্ন কোন পাত্র নাই।[৩৪৩৩]

উক্ত হাদীস্রের রাবী উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রাফ্ফা আল-হিমস্রী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুসলিম বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৩৪, ২৭/৫২৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩২. স্বহীহুল বুখারী ৫৬১৩, ৫৬২১, আবূ দাউদ ৩৭২৪, আহমাদ ১৪১১০, ১৪২৯৮, ১৪৪১১, দারিমী ২১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ফুলায়হ বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ য়ুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭৭৫, ২৩/৩১৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৮৪৫, দঈফ আল-জামি' ৬২৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢٤/٢٦. بَاب سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

২৪/২৬. অধ্যায় : পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে

٣٤٣٤/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا».

১/৩৪৩৪। আহমাদ বিন আবদাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, হাম্মাদ বিন যায়দ, সাবিত আল-বুনানী, আবদুল্লাহ বিন রাবাহ, আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ লোকেদের পানীয় পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।[৩৪৩৪]

٢٤/٢٧. بَاب الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

২৪/২৭. অধ্যায় : গ্লাসে পান করা

٣٤٣٥/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ «قَدَحٌ مِنْ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ».

১/৩৪৩৫। আহমাদ বিন সিনান, যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন), মানদাল বিন আলী (দঈফ বা দুর্বল), মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), আয যুহরী, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় দ্রব্য পান করতেন।[৩৪৩৫]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. লায়স্ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদ্তারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. সাঈদ বিন আমির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩০১, ১০/৫১৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৪. মুসলিম ৬৮১, তিরমিযী ১৮৯৪, আহমাদ ২২০৪০, ২২০৭১, ২২০৯৩, দারিমী ২১৩৫। রাওদুন নাদীর ১০১৪। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৩৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪২২৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্সমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্সিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. মানদাল বিন আলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুবল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তকে দর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬১৭৬, ২৮/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

(٢٥) كِتَاب الطِّبِّ

পর্ব (২৫) : চিকিৎসা

١/٢٥. بَاب مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

২৫/১. অধ্যায় : আল্লাহ যে রোগই সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন

٣٤٣٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِيْ كَذَا أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِيْ كَذَا فَقَالَ لَهُمْ «عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنْ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيْهِ شَيْئًا فَذَاكَ الَّذِيْ حَرِجَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ».

১/৩৪৩৬। ∻[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার]⟩[সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ]⟩[যিয়াদ বিন ইলাকাহ]⟩[উসামাহ বিন শরীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলো, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি (রোগীর) চিকিৎসা না করি তবে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা করো। কেননা মহান আল্লাহ বার্ধক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থা করেননি (রোগও রেখেছেন, নিরাময়ের ব্যবস্থাও রেখেছেন)। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাকে যা কিছু দেয়া হয় তার মধ্যে উত্তম জিনিস কী? তিনি বলেন ঃ সচ্চরিত্র।[৩৪৩৬]

٣٤٣٧/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ أَبِيْ خِزَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِيْ بِهَا وَتُقًى نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا قَالَ «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ».

২/৩৪৩৭। ∻[মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ]⟩[সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ]⟩[যুহরী]⟩[ইবনু আবূ খিযামাহ (মাজহুল বা অপরিচিত)]⟩[আবূ খিযামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সকল ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা করি, যে ঝাড়ফুঁক করি এবং যে সকল প্রতিরোধমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মত কী? সেগুলো কি আল্লাহ নির্দ্ধারিত তাকদীর কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বলেন ঃ সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।[৩৪৩৭]

৩৪৩৬. তিরমিযী ২০৩৮, আবূ দাউদ ৩৮৫৫, আহমাদ ১৭৯৮৫। গায়াতুল মারাম ২৩৬, সহীহাহ ৪৩৩, মিশকাত ৪৫৩২, ৫০৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৩৭. তিরমিযী ২০৬৫। আলার রাওদাতুন নাদিয়্যাহ ২/২২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٣/٣٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً».

৩/৩৪৩৮। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি, যার প্রতিষেধক পাঠাননি।[৩৪৩৮]

٤/٣٤٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً».

৪/৩৪৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী আবূ আহমাদ উমার বিন সাঈদ বিন আবূ হুসায়ন আতা' আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেননি।[৩৪৩৯]

٢/٢٥. بَاب الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

২৫/২. অধ্যায় : রোগী কিছুর আগ্রহ প্রকাশ করলে

١/٣٤٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي فَقَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ».

১/৩৪৪০। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল সাফওয়ান বিন হুবায়রাহ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবূ মাকীন ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি কিছুর প্রতি লোভ জাগে? সে বললো, আমি গমের রুটি খেতে চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ যার গমের রুটি আছে সে যেন তার ভাইকে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কোন রোগী কিছু খেতে চাইলে সে যেন তাকে তা খাওয়ায়।[৩৪৪০]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু আবূ খিযামাহ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৭২৫, ৩৪/৪৩৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৮. আহমাদ ৪৩২২। রাওদুন নাদীর ৯৯৩, সহীহাহ ৪৫২, ৫১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৯. বুখারী ৫৬৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৪০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সফওয়ান বিন হুবায়রাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৮৯৩, ১৩/২১৪ নং পৃষ্ঠা)

Contents

٣٤٤١/٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ «أَتَشْتَهِيْ شَيْئًا قَالَ أَشْتَهِيْ كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوْا لَهُ».

২/৩৪৪১। [সুফইয়ান বিন ওয়াকী'] [আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)] [আল-আ'মশ] [ইয়াযীদ আর-রাক্কাশী (দঈফ বা দুর্বল)] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হলে বলেন ঃ তুমি কি কিছু (খেতে) চাও? সে বললো, আমি পিঠা খেতে চাই। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা। তারা তার জন্য সেটা তালাশ করে জোগাড় করলো।[৩৪৪১]

٢٥/٣. بَاب الْحِمْيَةِ

২৫/৩. অধ্যায় : হুমিয়্যা (রোগীর পথ্য)

٣٤٤٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ وَلَنَا دَوَالِيْ مُعَلَّقَةٌ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَتْ فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ سِلْقًا وَشَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ «مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ».

১/৩৪৪২। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ] [ফুলায়হ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)] [আবূ আয়্যূব বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ স্বা'স্বাআহ] [ইয়া'কূব বিন আবূ ইয়া'কূব] [উম্মুল মুনযির বিনতু কায়স আল-আনস্বারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার] [আবূ আমির ও আবূ দাঊদ] [ফুলায়হ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)] [আয়্যূব বিন আবদুর রহমান] [ইয়া'কূব বিন আবূ ইয়া'কূব] [উম্মুল মুনযির বিনতু কায়স আল-আনস্বারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট প্রবেশ

৩৪৪১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমা বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার বিরুদ্ধে মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭২৫, ১৬/৪৫২ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াযীদ আর-রাক্কাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাক্‌র আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সদ্য রোগমুক্তির কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের এখানে খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা খেতে লাগলেন। আলীও তা খাওয়ার জন্য নিলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ থামো হে আলী! তুমি তো অসুস্থতাজনিত দুর্বল। রাবী বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য রুটি ও বার্লি তৈরি করে আনলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন ঃ এটা থেকে খাও। এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী।[৩৪৪২]

٣٤٤٣/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ادْنُ فَكُلْ فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أَمْضُغُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

২/৩৪৪৩। ❖[আবদুর রহমান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব][মূসা বিন ইসমাঈল][ইবনুল মুবারাক][আবদুল হামীদ বিন স্বায়ফী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)][তার পিতা (স্বায়ফী বিন সুহায়ব) (মাকবূল)][দাদা (সুহায়ব বিন সিনান) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁর সামনে ছিল রুটি ও খেজুর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কাছে এসো এবং খাও। আমি খেজুর থেকে খেতে শুরু করলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি খেজুর খাচ্ছো, তোমার তো চোখ উঠেছে। আমি বললাম, আমি অপর পাশ দিয়ে চিবাচ্ছি। এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসলেন।[৩৪৪৩]

٢٥/٤. بَاب لَا تُكْرِهُوْا الْمَرِيْضَ عَلَى الطَّعَامِ

২৫/৪. অধ্যায় : তোমরা রোগীকে জোরপূর্ব খাওয়াবে না

٣٤٤٤/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ».

৩৪৪২. তিরমিযী ২০৩৭, আবূ দাঊদ ৩৮৫৬, আহমাদ ২৬৫১১। মিশকাত ৪২১৬, সহীহাহ ৫৯, মুখতাসারুশ শামাইল ১৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ফুলায়হ বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭৭৫, ২৩/৩১৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন স্বায়ফী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে কোথাও জানা যায় না, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭১৩, ১৬/৪২৯ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৪৪৪ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বাকর বিন য়ূনুস বিন বুকায়র (দঈফ বা দুর্বল) মূসা বিন আলী বিন রাবাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) তার পিতা (আলী বিন রাবাহ) উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের রোগীকে পানাহার করতে পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদের পানাহার করান।[৩৪৪৪]

٥/٢٥. بَاب التَّلْبِيْنَةِ

২৫/৫. অধ্যায় : তালবীনা (রোগীর পথ্য)

١/٣٤٤٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ «أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَيَرْتُوْ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْ إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ».

১/৩৪৪৫। ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব বিন বারাকাহ তার মাতা (উম্মু মুহাম্মাদ) (মাকবূলাহ) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের লোকেদের জ্বর হলে, তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি বলতেন ঃ এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে, যেমন তোমাদের কোন নারী পানি দ্বারা তার চেহারার ময়লা দূর করে।[৩৪৪৫]

٢/٣٤٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَهَا كُلْثُمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْبِيْنَةِ يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلْ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ يَعْنِيْ يَبْرَأُ أَوْ يَمُوْتُ».

২/৩৪৪৬ আলী বিন আবুল খাসীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ওয়াকী আয়মান বিন নাবিল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) কুলসুম বিনতু আমর (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩৪৪৪ তিরমিযী ২০৪০। সহীহাহ ৭২৭, মিশকাত ৪৫৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী বাক্‌র বিন য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৫৯, ৪/২৩২ নং পৃষ্ঠা) ২. মূসা বিন আলী বিন রাবাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি একজন সালিহ ব্যক্তি ছিলেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে সেক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬২৮৪, ২৯/১২২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪৫. সহীহুল বুখারী ৫৪১৭, মুসলিম ২২১৬, তিরমিযী ২০৩৯, আহমাদ ২৩৯৯১, ২৪৬৯৩, ২৫৫১৯। মিশকাত ৪২৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

বলেছেন ঃ অপ্রিয় কিন্তু উপকারী বস্তুটি তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে। তা হলো তালবীনা অর্থাৎ হাসা (দুধ ও ময়দা সহযোগে প্রস্তুত তরল পথ্য)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসা-এর পাতিল চুলার উপর থাকতো, যাবত না রোগী সুস্থ হতো অথবা মারা যেতো।[৩৪৪৬]

٢٥/٦. بَاب الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ

২৫/৬. অধ্যায় : কালিজিরা

٣٤٤٧/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّـهُ سَـمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ».

২/৩৪৪৭। মুহাম্মাদ বিন রুমহ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস্র আল-মিস্রী (তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত) লায়স্র বিন সা'দ উকায়ল ইবনু শিহাব আবূ সালামাহ আবদুর রহমান ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কালিজিরায় মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের নিরাময় আছে। 'আস-সাম' অর্থ মৃত্যু, হাব্বাতুস সাওদা অর্থ কালিজিরা।[৩৪৪৭]

٣٤٤٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ».

৩৪৪৬. সহীহুল বুখারী ৫৪১৭, মুসলিম ২২১৬, তিরমিযী ২০৩৯, আহমাদ ২৩৯৯১, ২৪৬৯৩, ২৫৫১৯। মিশকাত ৪২৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আলী বিন আবুল খাসীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আয়মান বিন নাবিল সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। সুফইয়ান আস্র স্রাওরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। মুহাম্মাদ বিন আম্মার তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মক্কায় সত্যবাদী ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৯, ৩/৪৪৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. কুলস্থুম বিনতু আমর সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯২১, ৩৫/২৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪৭. সহীহুল বুখারী ৫৬৮৮, মুসলিম ২২১৫, তিরমিযী ২০৪১, আহমাদ ৭২৪৫, ৭৫০৪, ৭৫৮২, ৮৩১২, ৮৮১৩, ৯২৫৮, ৯৭০৩, ৯৯১২, ১০১৭২, ১০২৪৮। সহীহাহ ৮৫৯, ১০৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস্র আল-মিস্রী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১২৯, ২৫/২৮ নং পৃষ্ঠা)

৩/৩৪৪৮। ⟨আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া বিন খালাফ⟩ ⟨আবূ আসিম⟩ ⟨উসমান বিন আবদুল মালিক (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)⟩ ⟨সালিম বিন আবদুল্লাহ⟩ ⟨তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অবশ্যই তোমরা এই কালো দানা ব্যবহার করবে। কেননা তাতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় রয়েছে।[৩৪৪৮]

٣٤٤٩/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ أَبِيْ عَتِيْقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوْهَا ثُمَّ اقْطُرُوْهَا فِيْ أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِيْ هَذَا الْجَانِبِ وَفِيْ هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ السَّامُ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ».

৪/৩৪৪৯। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩ ⟨উবায়দুল্লাহ⟩ ⟨ইসরাঈল⟩ ⟨মানসূর⟩ ⟨খালিদ বিন সা'দ⟩ ⟨আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ আতীক⟩ ⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ (খালিদ বিন সা'দ) বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম এবং গালিব বিন আবজারও আমাদের সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি অসুস্থ থাকতেই আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। ইবনু আবূ আতীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেখতে এসে তিনি আমাদের বললেন, তোমরা এই কালো দানাগুলো ব্যবহার করবে। তা থেকে পাঁচটি বা সাতটি দানা নিয়ে সেগুলো পিষে তেলের সাথে মিশিয়ে নাকের এপাশে ওপাশে অর্থাৎ উভয় ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করে দাও। কেননা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ এই কালো দানা 'সাম' ব্যতীত সব রোগের ঔষধ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সাম' কী? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু।[৩৪৪৯]

٧/٢٥. بَاب الْعَسَلِ

২৫/৭. অধ্যায় : মধু

٣٤٥٠/١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلَاءِ».

৩৪৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৮৫৯, ৮৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উসমান বিন আবদুল মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু উসমান বিন আবদুল মালিক এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১০৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১৮টি খুবই দুর্বল, ২৩টি দুর্বল, ১৯টি হাসান, ৪৩টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৬৮৭, ৫৬৮৮, মুসলিম ২২১৭, ২২১৮, তিরমিযী ২০৪১, আহমাদ ৭২৪৫, ৭৫০৪, ৭৫৮২, ৮৩১২, ৮৮১৩, ২৭২৪৬, ২৪৬০৯, মু'জামুল আওসাত ১০৫, ৪৫৭৩, ৫২৮৩, শারহুস সুন্নাহ ৩২২৭, ৩২২৮।

৩৪৪৯. সহীহুল বুখারী ৫৬৮৭, আহমাদ ২৪৫৪৬, ২৪৬০৯। সহীহাহ ৮৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৪৫০। মাহমূদ বিন খিদাশ সাঈদ বিন যাকারিয়্যা আল-কুরাশী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীসের সংরক্ষক ছিলেন না) যুবায়র বিন সাঈদ আল-হাশিমী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবদুল হামীদ বিন সালিম (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরবেলা মধু চেটে চেটে খেলে সে মারাত্মক কোন বিপদে আক্রান্ত হবে না।[৩৪৫০]

٣٤٥١/٢- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً فَأَخَذْتُ لُعْقَتِيْ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَزْدَادُ أُخْرَى قَالَ نَعَمْ».

২/৩৪৫১। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ উমার বিন সাহল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হামযাহ আল-আত্তার (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) হাসান .... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মধু উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি তা আমাদের মধ্যে অল্প অল্প চেটে খাওয়ার জন্য বণ্টন করেন। আমি আমার চেটে খাওয়ার পরিমাণ নেয়ার পর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আরো একবার দিন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা।[৩৪৫১]

٣٤٥٢/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ».

৩৪৫০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৭৬৩, দঈফ আল-জামি' ৫৮৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন যাকারিয়্যা আল-কুরাশী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাফিয ছিলেন না। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৭, ২/১৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. যুবায়র বিন সাঈদ আল-হাশিমী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯৬৩, ৯/৩০৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল হামীদ বিন সালিম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আবূ হুরায়রাহ থেকে শ্রবণ করেছেন কিনা ত আমার জানা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭১৪, ১৬/৪৩০ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী উমার বিন সাহল সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেনক, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সানাদে তিনি সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪২৫১, ২১/৩৮২ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ হামযাহ আল-আত্তার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার দুর্বলতা সহকারে তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, আমার দৃষ্টিতে তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কাদারিয়্যা মতাবলম্বী ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়্যা মাতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১, ২/৪২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩/৩৪৫২। ∝[আলী বিন সালামাহ][যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন)][সুফইয়ান][আবূ ইসহাক][আবুল আহওয়াস][আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু' আরোগ্য দানকারী বস্তুকে অবশ্যই তোমাদের গ্রহণ করা উচিত ঃ মধু ও কুরআন মজীদ।[৩৪৫২]

٨/٢٥. بَاب الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

২৫/৮. অধ্যায় : ছত্রাক ও আজওয়া খেজুর

٣٤٥٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ الْجِنَّةِ».

٣٤٥٣/٢ (١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১/৩৪৫৩। ∝[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][আসবাত বিন মুহাম্মাদ][আল-আ'মাশ][জা'ফার বিন ইয়াস][শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন)][আবূ সাঈদ ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]∝ তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ছত্রাক হলো 'মান্ন' নামক আসমানী খাদ্যোর অন্তর্ভুক্ত এবং তার পানি চক্ষুরোগের নিরাময়। 'আজওয়া' হলো জান্নাতের খেজুর এবং তা উন্মাদনার প্রতিষেধক।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৪টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর ২টি সানাদ হলো:]

২/৩৪৫৩ (১)। ∝[আলী বিন মায়মূন ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ][সাঈদ বিন মাসলামাহ বিন হিশাম (দঈফ বা দুর্বল)][আমাশ][জাফর বিন ইয়াস][আবূ নাদরাহ][আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]∝[৩৪৫৩]

৩৪৫২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৫১৪, দঈফ আল-জামি' ৩৭৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল তবে মাওকূফ সূত্রে সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫৩. আবূ দাউদ ১১০৬১। রাওদুন নাদীর ৪৪৪, মিশকাত ৪২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ الْجِنَّةِ এর স্থলে و هي شفاء من السم অর্থাৎ তা বিষের প্রতিষেধক" কথাটি দ্বারা সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী শাহর বিন হাওশাব শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন মাসলামাহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৫৭, ১১/৬৩ নং পৃষ্ঠা)

٣٤٥٤/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ «الْكَمْأَةَ مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ».

৩/৩৪৫৪। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র আমর বিন হুরায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফায়ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ছত্রাক হলো 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের আহারের জন্য নাযিল করেছিলেন। এর নির্যাস চক্ষুরোগের প্রতিষেধক।[৩৪৫৪]

٣٤٥٥/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْكَمْأَةَ فَقَالُوْا هُوَ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ».

৪/৩৪৫৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আবদুস সামাদ মাতার আল-ওয়াররাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আলোচনারত ছিলাম। আমরা ছত্রাকের উল্লেখ করলে কতক স্াহাবী বলেন, ছত্রাক জমীনের বসন্তরোগ। কথাটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন ঃ ছত্রাক হলো 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত। আজওয়া হলো জান্নাতের খেজুর এবং বিষের প্রতিষেধক।[৩৪৫৫]

٣٤٥٦/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَفِظْتُ الصَّخْرَةَ مِنْ فِيْهِ».

৫/৩৪৫৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহমান বিন মাহদী আল-মুশমাইল্ল বিন ইয়াস আল-মুযানী আমর বিন সুলায়ম রাফি' বিন আমর আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ 'আজওয়া' খেজুর ও সাখরা বা সাহ্ওয়া (পাথর) হলো জান্নাতের উপরকণ।

৩৪৫৪. সহীহুল বুখারী ৪৪৭৮, মুসলিম ২০৪৯, তিরমিযী ২০৬৭, আহমাদ ১৬২৮, ১৬৩৫। রাওদুন নাদীর ৪৪৪, মিশকাত ৪২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৫৫. তিরমিযী ২০৬৬, আহমাদ ৭৯৯০, ৮১০৮, ৮৪৫৪, ৮৪৬৬, দারিমী ২৮৪০। রাওদুন নাদীর ৪৪৪, মিশকাত ৪২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মাতারিল ওয়াররাক সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

Contents

আবদুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি উর্দ্ধতন রাবীর মুখ থেকে সাখরা (পাথর) শব্দটি মুখস্থ করে নিয়েছি।[৩৪৫৬]

٩/٢٥. بَاب السَّنَا وَالسَّنُّوْتِ

২৫/৯. অধ্যায় : সানা ও সান্নুত (উদ্ভিজ্জ ও ঘি)

٣٤٥٧/١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ سَرْحٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِيْ عَبْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُبَيِّ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوْتِ فَإِنَّ فِيْهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ» قَالَ عَمْرٌو قَالَ ابْنُ أَبِيْ عَبْلَةَ السَّنُّوْتُ الشِّبِتُّ و قَالَ آخَرُوْنَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْ زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ هُمْ السَّمْنُ بِالسَّنُّوْتِ لَا أَلْسَ فِيْهِمْ وَهُمْ يَمْنَعُوْنَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا.

১/৩৪৫৭। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন সারহ আল-ফিরয়াবী, আমর বিন বাকর আস-সাকসাকী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), ইবরাহীম বিন আবূ আবলাহ, উম্মু হারাম (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর পুত্র আবূ উবায় (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উভয় কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা'বা) দিকে নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ অবশ্যই তোমাদের সানা ও সান্নুত ব্যবহার করা উচিত। কারণ তাতে সাম ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাম' কী? তিনি বলেন ঃ 'মৃত্যু'। রাবী আমর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, বিন আবূ আবলা বলেছেন, সান্নুত হলো এক ধরনের উদ্ভিজ্জ, অন্যরা বলেন, বরং তা ঘি রাখার চামড়ার পাত্রে রক্ষিত মধু। যেমন কবি বলেন ঃ "তারা পরস্পর মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ থাকে ঘি ও সান্নুতের মত, তাই তাদের মধ্যে নাই কোন বিবাদ। তারা প্রতিবেশীকে ধোঁকার আশ্রয় নিতে বারণ করে"।[৩৪৫৭]

١٠/٢٥. بَاب الصَّلَاةُ شِفَاءٌ

২৫/১০. অধ্যায় : নামায রোগমুক্ত করে।

٣٤٥٨/١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «اشِكَمَتْ دَرْدْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً».

৩৪৫৬. আহমাদ ১৫০৮২, ১৯৮২৮, ২০১২৭। ইরওয়া' ২৬৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের সকল রাবী সিকাহ। আল্লামা আল-বুসায়রী (রহঃ) তার 'মিসবাহুয যুজাজাহ' গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কিছু আহলে ইলমগণ ইদতিরাব থাকার কারণে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৩৪৫৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৭৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন বাকর আস-সাকসাকী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও তার সম্পর্কে জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৩৩১, ২১/৫৪৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আমর বিন বাকর আস-সাকসাকী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০৮১, আহমাদ ২৬৫৩৯।

Contents

٣٤٥٨/٢ (١)- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ اشِكَمَتْ دَرْدْ يَعْنِي تَشْتَكِي بَطْنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لِأَهْلِهِ فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ.

১/৩৪৫৮। জা'ফার বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আস-সারী বিন মিসকীন (মাকবুল) যাওওয়াদ বিন উলবাহ (দঈফ বা দুর্বল) লায়স্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) মুজাহিদ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করলেন, আমিও হিজরত করলাম। আমি নামায পড়ার পর তাঁর পাশে বসলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তুমি উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। কেননা স্বলাতের মধ্যে রোগমুক্তি আছে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩৪৫৮(১) আবুল হাসান আল-কাত্তান ইবরাহীম বিন নাস্র আবূ সালামাহ দাউদ বিন উলবাহ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরো আছে ঃ তিনি ফারসী শব্দযোগে (দরদ) বলেন ঃ "তোমার পেটে কি ব্যথা অনুভব করছো"? আবূ আবদুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এক ব্যক্তি এ হাদীসের বরাতে তার পরিবারবর্গকে বললো, "স্বলাতের দ্বারা সাহায্য নিয়ে সাফল্য অর্জন করো"।[৩৪৫৮]

٢٥/١١. بَاب النَّهْيِ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

২৫/১১. অধ্যায় : নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ

٣٤٥٩/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ».

১/৩৪৫৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন) মুজাহিদ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪৫৯]

৩৪৫৮. আহমাদ ৮৮২৩, ৮৯৮৭। দঈফাহ ৪০৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জা'ফার বিন মুসাফির সম্পর্কে জা'ফার বিন মুসাফির সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৫৫, ৫/১০৮ নং পৃষ্ঠা) ২. যাওওয়াদ বিন উলবাহ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণের ব্যাপারে শিথিল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৮১৭, ৮/৫১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫৯. তিরমিযী ২০৪৫, আবূ দাউদ ৩৮৭০, আহমাদ ৭৯৮৭, ৯৪৬৪, ৯৮৩৮। মিশকাত ৪৫৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু

٢/٣٤٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا».

২/৩৪৬০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ যাকওয়ান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করলো, সে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে এই বিষ গলাধঃকরণ করতে থাকবে।[৩৪৬০]

٢٥/١٢. بَاب دَوَاءِ الْمَشِيِّ

২৫/১২. অধ্যায় : জোলাব ব্যবহার করা

١/٣٤٦١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَوْلًى لِمَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِيْنَ قُلْتُ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَى فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِيْ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَى وَالسَّنَى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ».

১/৩৪৬১ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ও হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করার অভিযোগ রয়েছে) যুরআহ বিন আবদুর রহমান (মাজহুল বা অপরিচিত) মু'তামির আত-তায়মী এর মাওলা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) মু'তামির আত-তায়মী (তিনি সত্যবাদী তবে খওয়ারিজী মতাবলম্বী) আসমা' বিনতু উমায়স (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিসের জোলাব নাও? আমি বললাম, শুবরুম (ছোলা সদৃশ এক প্রকার দানা) দিয়ে। তিনি বলেন ঃ তা তো খুব গরম ঔষধ। অতঃপর আমি সোনামুখী গাছের পাতা দ্বারা জোলাপ নিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ কোন ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে নিরাময় দিতে পারতো তবে তা হতো সোনামুখী গাছ। সোনামুখী যেন মৃত্যু থেকে নিরাময় দানকারী।[৩৪৬১]

٢٥/١٣. بَاب دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْزِ

২৫/১৩. অধ্যায় : কণ্ঠনালীর ব্যথার ঔষধ এবং কণ্ঠনালীতে চাপ দেয়া নিষেধ

হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬০. সহীহুল বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯, তিরমিযী ২০৪৪, ২০৪৩, নাসায়ী ১৯৬৫, আবূ দাউদ ৩৮৭২, আহমাদ ৭৩৯৯, ৯৮৩৯, ৯৯৬৪, দারিমী ২৩৬২। গায়াতুল মারাম ৪৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৬১. তিরমিযী ২০৮১। মিশকাত ৪৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। সুফইয়ান আস্র স্বাওরী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৭০৯, ১৬/৪১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. যুরআহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৯৮৪, ৯/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

٣٤٦٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ».

٣٤٦٢/٢ (١)- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ يُوْنُسُ أَعْلَقْتُ يَعْنِيْ غَمَزْتُ.

১/৩৪৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মাহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ উম্মু কায়স বিনতু মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তার আলজিহবায় ব্যথার দরুন তাতে আমি জোরে চাপ দিয়েছিলাম। তিনি বলেন ঃ কেন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের আলজিহবার ব্যথায় এভাবে চাপ দিয়ে কষ্ট দাও? এই চন্দন কাঠ অবশ্যই তোমাদের ব্যবহার করা উচিত। কেননা তাতে সাত ধরনের নিরাময় আছে। আলজিহবার ব্যথায় নাকের ছিদ্রপথে তা প্রবেশ করাতে হবে এবং ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহে তা মুখের ভেতর ঢেলে দিতে হবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৩টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩৪৬২(১)। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইউনুস ইবনু শিহাব উবায়দুল্লাহ উম্মু কায়স বিনতু মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩৪৬২]

١٤/٢٥. بَاب دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا

২৫/১৪. অধ্যায় : পাছার বাতরোগের চিকিৎসা

٣٤٦٣/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ».

১/৩৪৬৩। হিশাম বিন আম্মার ও রাশিদ বিন সাঈদ আর-রামলী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম হিশাম বিন হাস্‌সান আনাস বিন সীরীন আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ পাছার বাতরোগের চিকিৎসায় দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে, অতঃপর প্রতি দিন এক ভাগ পান করতে হবে।[৩৪৬৩]

৩৪৬২. সহীহুল বুখারী ৫৬৯৩, ৫৭১৩, ৫৭১৫, ৫৭১৮,মুসলিম ২৮৭, আবূ দাউদ ৩৮৭৭, আহমাদ ২৬৪৫৬, ২৬৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৬৩. আহমাদ ১২৮৮২। রাওদুন নাদীর ৪৪৪, সহীহাহ ১৮৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٥/٢٥. بَاب دَوَاءِ الْجِرَاحَةِ

২৫/১৫. অধ্যায় : ক্ষত বা জখমের চিকিৎসা

١/٣٤٦٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ «جُرِحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْزَمَتْهُ الْجُرْحَ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ».

১/৩৪৬৪। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম তার পিতা (আবূ হাযিম) সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহত হলেন। তাঁর সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে গেলো এবং শিরস্ত্রাণের আংটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেলো। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্ষতস্থানে তার ঢাল দ্বারা পানি ঢালছিলেন এবং ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ক্ষতের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন দেখলেন যে, পানিতে আরো অধিক রক্ত নির্গত হচেছ, তখন তিনি এক খণ্ড চাটাই নিয়ে তা পোড়ালেন, অতঃপর তার ছাই তাঁর ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত নির্গমন বন্ধ হয়ে গেলো।[৩৪৬৪]

٢/٣٤٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ يَوْمَ أُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يُرْقِئُ الْكَلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمِجَنِّ وَبِمَا دُوْوِيَ بِهِ الْكَلْمُ حَتَّى رَقَأَ قَالَ «أَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمِجَنِّ فَعَلِيٌّ وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكَلْمَ فَفَاطِمَةُ أَحْرَقَتْ لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَأْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَأَ الْكَلْمُ».

২/৩৪৬৫। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ইবনু আবূ ফুদায়ক আবদুল মুহায়মিন বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আব্বাস বিন সাহল) তার দাদা সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি ভালো করেই চিনি যে, উহূদ যুদ্ধের দিন কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখমণ্ডল জখম করেছিলো, কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখমণ্ডলের জখম ধুয়েছিল এবং তাতে ঔষধ লাগিয়েছিল, কে ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন, কিসের দ্বারা জখমে প্রলেপ দেয়া হয়েছিলো যার ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছিল। অতএব যিনি ঢালে করে পানি বয়ে এনেছিলেন তিনি হলেন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যিনি জখমের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হলেন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। রক্ত বন্ধ না হলে তিনি তাঁর জন্য এক টুকরা পুরানো চাটাই পোড়ালেন এবং তার ছাই তাঁর জখমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো।[৩৪৬৫]

৩৪৬৪. সহীহুল বুখারী ২৪৩, মুসলিম ১৭৯০, তিরমিযী ২০৮৫, আহমাদ ২২২৯৩, ২২৩২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৬৫. সহীহুল বুখারী ২৪৩, মুসলিম ১৭৯০, তিরমিযী ২০৮৫, আহমাদ ২২২৯৩, ২২৩২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল মুহায়মিন বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার হাদীস

١٦/٢٥. بَاب مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ

২৫/১৬. অধ্যায় : চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যে চিকিৎসা করে

١/٣٤٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».

১/৩৪৬৬। হিশাম বিন আম্মার ও রাশিদ বিন সাঈদ আর-রামলী, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, ইবনু জুরায়জ, আমর বিন শুআয়ব, তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ), দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন না করেই চিকিৎসা করলে সে দায়ী হবে।[৩৪৬৬]

١٧/٢٥. بَاب دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

২৫/১৭. অধ্যায় : ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহের ঔষধ

١/٣٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ «نَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرْسًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا يُلَدُّ بِهِ».

১/৩৪৬৭। আবদুর রহমান বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, ইয়া'কূব বিন ইসহাক, আবদুর রহমান বিন মায়মূন (মাকবূল), আমার পিতা (মায়মূন) (দঈফ বা দুর্বল), যায়দ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহে ওয়ারস ঘাস, চন্দন ও যয়তূন তেল (পিষে একত্রে) মিশিয়ে প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা করেছেন।[৩৪৬৭]

٢/٣٤٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ».

দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার পিতা ও দাদার সুত্রে একটি নুসখা রয়েছে যাতে একধিক মুনকার হাদীস্ র রয়েছে। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্ র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৩৫৮০, ১৮/৪৪০)

৩৪৬৬. নাসায়ী ৪৮৩০, আবূ দাঊদ ৪৫৮৬। সহীহাহ ৬৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩৪৬৭. তিরমিযী ২০৭৮, ২০৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী মায়মূন সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৩৪০, ২৯/২৩১ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৪৬৮। আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ও ইবনু সামআন (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইবনু শিহাব উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ মিহ্‌সান-কন্যা উম্মু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই উদে হিন্দী (চন্দন কাঠ) ব্যবহার করবে কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ। বিন সামআনের বর্ণনায় এভাবে আছে ঃ কেননা তাতে সাতটি রোগের প্রতিষেধক আছে, যার একটি হলো ফুসফুস আবরক ঝিল্লির প্রদাহ।[৩৪৬৮]

٢٥/١٨. بَاب الْحُمَّى

২৫/১৮. অধ্যায় : জ্বর

٣٤٦٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتْ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ».

১/৩৪৬৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) আলকামাহ বিন মারসাদ হাফস বিন উবায়দুল্লাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে জ্বরের বিষয় উল্লিখিত হলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তা পাপসমূহ দূর করে, যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে।[৩৪৬৯]

٣٤٧٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَادَ مَرِيْضًا وَمَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ

৩৪৬৮. সহীহুল বুখারী ৫৬৯৩, ৫৭১৩, ৫৭১৫, ৫৭১৮, মুসলিম ২৮৭, আবূ দাউদ ৩৮৭৭, আহমাদ ২৬৪৫৬, ২৬৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু সামআন সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩২৭৬, ১৪/৫২৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইবনু সামআন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৬৯৩, ৫৬৯৬, ৫৭১৩, ৫৭১৫, ৫৭১৮, মুসলিম ২২১৫, ২২১৬, আবূ দাউদ ৩৮৭৭, আহমাদ ১৩৯৭৬, ১৮৮০২, ২৬৪৫৬, ২৬৪৫৯, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৪৮৫, ১৪৮৬, মু'জামুল আওসাত ৫২৮২, ৬২৪৭, শারহুস সুন্নাহ ৩২৩৮।
৩৪৬৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭১৫, ১২১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৮০, ২৯/১০৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মূসা বিন উবায়দাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ৫টি খুবই দুর্বল, ১২টি দুর্বল, ৩টি হাসান, ১৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৫৭৮, মু'জামুল আওসাত ৬২৪৮, মা'রিফাতুস সাহাবাহ ৭৮৪০, ৮০০১, ৮০৯০।

كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ هِيَ نَارِيْ أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنْ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ.

২/৩৪৭০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ আবূ সালিহ আল-আশআরী (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোগীকে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখেরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।[৩৪৭০]

١٩/٢٥. بَاب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ

২৫/১৯. অধ্যায় : জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে, তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো

٣٤٧١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ».

১/৩৪৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।[৩৪৭১]

٣٤٧٢/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ».

২/৩৪৭২। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো।[৩৪৭২]

٣٤٧٣/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ فَدَخَلَ عَلَى ابْنٍ لِعَمَّارٍ فَقَالَ اكْشِفْ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ إِلَهَ النَّاسْ.

৩৪৭০. আহমাদ ৯৯৮৪। সহীহাহ ৫৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাক্‌র বিন আবূ দাউদ বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৯১, ১৭/৪৮২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদএর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ২টি জাল, ৪টি খুবই দুর্বল, ১১টি দুর্বল, ৮টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০৮৮, আহমাদ ৯৩৮৪, মু'জামুল আওসাত ১০।

৩৪৭১. সহীহুল বুখারী ৩২৬৩, ২২১০, তিরমিযী ২০৭৪, আহমাদ ২৩৭০৮, ২৪০৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৭২. সহীহুল বুখারী ৩২৬৪, ৫৭২৩, মুসলিম ২২০৯, আহমাদ ৪৭০৫, ৫৫৫১, ৫৯৭৪, ৬১৪৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৩৪৭৩। ◊[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র]X[মুস্‌আব ইবনুল মিকদাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]X[ইসরাঈল]X[সাঈদ বিন মাসরূক]X[আবায়াহ বিন রিফাআহ]X[রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করো। তিনি আম্মার (রাঃ)-র এক পুত্রকে দেখতে গেলেন এবং বললেন ঃ "ইকশিফিল বাসা রব্বান নাস ইলাহান নাস " (হে মানুষের রব, হে মানবের ইলাহ! আপনি ক্ষতি বিদূরিত করুন)।[৩৪৭৩]

٣٤٧٤/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوْكَةِ فَتَدْعُوْ بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِيْ جَيْبِهَا وَتَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «ابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

৪/৩৪৭৪। ◊[আবূ বাকির বিন আবূ শায়বাহ]X[আবদাহ বিন সুলায়মান]X[হিশাম বিন উরওয়াহ]X[ফাতিমাহ বিনতুল মুনযির]X[আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ)]◊ জ্বরাক্রান্ত কোন নারীকে তার নিকট আনা হলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তার গলদেশে (বা বুকে) ঢালতেন আর বলতেন, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ এটাকে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করো। তিনি আরো বলেছেন ঃ এটা হলো জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।[৩৪৭৪]

٣٤٧٥/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْحُمَّى كِيْرٌ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُّوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ».

৫/৩৪৭৫। ◊[আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া বিন খালাফ]X[আবদুল আ'লা]X[সাঈদ (বিন আবূ আরূবাহ)]X[কাতাদাহ]X[আল-হাসান]X[আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◊ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের হাপরসমূহের মধ্যকার একটি হাপর। তোমরা ঠাণ্ডা পানি ঢেলে নিজেদের থেকে তা দূর করো।[৩৪৭৫]

٢٠/٢٥. بَاب الْحِجَامَةُ

২৫/২০. অধ্যায় : রক্তমোক্ষণ

٣٤٧٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ».

১/৩৪৭৬। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]X[আসওয়াদ বিন আমির]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]X[আবূ সালামাহ]X[আবূ

৩৪৭৩. সহীহুল বুখারী ৩২৬২, মুসলিম ২২১২, তিরমিযী ২০৭৩, আহমাদ ১৫৩৮৩, ১৬৮১৫, দারিমী ২৭৬৯। সহীহাহ ১৫২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুসআব ইবনুল মিকদাম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫৯৯০, ২৮/৪৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৪. সহীহুল বুখারী ৫৭২৪, মুসলিম ২২১১, তিরমিযী ২০৭৪, আহমাদ ২৬৩৮৬, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৭৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে সকল জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো তার কোনটির মধ্যে উপকার থাকলে তা রক্তমোক্ষণের মধ্যে আছে।[৩৪৭৬]

٢/٣٤٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ».

২/৩৪৭৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী, যিয়াদ ইবনুর রাবী', আব্বাদ বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে কাদারিয়া মতাবলম্বী), ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছিলাম, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করবেন।[৩৪৭৭]

٣/٣٤٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ».

৩/৩৪৭৮। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ, আবদুল আ'লা, আব্বাদ বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে কাদারিয়া মতাবলম্বী), ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী বান্দা কতই না উত্তম! সে খারাপ রক্ত বের করে দিয়ে (উপার্জনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে।[৩৪৭৮]

٤/٣٤٧٩- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ».

৩৪৭৬. আবূ দাঊদ ৩৮৫৭, আহমাদ ৮৩০৮। রাওদুন নাদীর ১০৮০, সহীহাহ ৭৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৭. তিরমিযী ২০৫৩। সহীহাহ ২২৬৩, মিশকাত ৪৫৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আব্বাদ বিন মানসূর সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি ইকরিমাহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি অথচ তিনি তার থেকে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৯৩, ১৪/১৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৮. তিরমিযী ২০৫৩। দঈফাহ ২০৩৬, দঈফ আল-জামি' ৫৯৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আব্বাদ বিন মানসূর সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি ইকরিমাহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি অথচ তিনি তার থেকে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৯৩, ১৪/১৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৪/৩৪৭৯। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) কাস্রীর বিন সুলায়ম (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তারা আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতকে রক্তমোক্ষণ করানোর নির্দেশ দিন।[৩৪৭৯]

٣٤٨٠/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا» وَقَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

৫/৩৪৮০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স্র বিন সা'দ আবুয যুবায়র জাবির (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁর নিকট রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি চাইলেন। নবী (সাঃ) আবূ তাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, আবূ তাইবা তার দুধভাই ছিলেন কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন।[৩৪৮০]

٢١/٢٥. بَاب مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

২৫/২১. অধ্যায় : দেহে রক্ষমোক্ষণের স্থান

٣٤٨١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يَقُوْلُ «احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ».

১/৩৪৮১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) সুলায়মান বিন বিলাল আলকামাহ বিন আবূ আলকামাহ আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবদুল্লাহ বিন বুহায়নাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'লাহী জামাল' নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথার মধ্যখান বরাবর রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।[৩৪৮১]

৩৪৭৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্রীর বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৪৪, ২৪/১২১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস ও কাস্রীর বিন সুলায়ম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৩৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৯টি খুবই দুর্বল, ১৩টি দুর্বল, ৫টি হাসান, ৭টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০৫২, ২০৫৩, আহমাদ ৩৩০৬, মু'জামুল আওসাত ২০৮১, ৩১৭৬।

৩৪৮০. আবূ দাউদ ৪১০৫। ইরওয়া' ১৭৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৮১. সহীহুল বুখারী ১৮৩৬, ৫৬৯৯, ১২০৩, নাসায়ী ২৮৫০, আহমাদ ২২৪১৬, দারিমী ১৮২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٣٤٨٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ».

২/৩৪৮২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির সা'দ আল-ইসকাফ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত) আস্‌বাগ বিন নুবাতাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) ঘাড়ের দু' পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করানোর পরামর্শ নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসেন।[৩৪৮২]

٣/٣٤٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ».

৩/৩৪৮৩। আলী বিন আবুল খাস্বীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ওয়াকী' জারীর বিন হাযিম কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করান।[৩৪৮৩]

٤/٣٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُوْلُ «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সা'দ আল-ইসকাফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২২১২, ১০/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. আস্‌বাগ বিন নুবাতাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৩৭, ৩/৩০৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৩. তিরমিযী ২০৫১, আবূ দাউদ ৩৮৬০, আহমাদ ১১৭৮১, ১২৫৮৯। মিশকাত ৪৫৪৬, রাওদুন নাদীর ১০৮০, সহীহাহ ৯০৭, **মুখতাসারুশ শামাইল ৩১৩। তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আলী বিন আবুল খাস্বীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা)

৪/৩৪৮৪ [মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন।)][আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম][(আবদুর রহমান বিন সাবিত) ইবনু সাওবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন)][তার পিতা (সাবিত বিন সাওবান)][আবূ কাবশাহ আল-আনমারী (রাঃ)] তিনি বলেন, নবী (সাঃ) তাঁর মাথার মাঝখানে এবং দু' কাঁধের মাঝ বরাবর রক্তমোক্ষণ করাতেন এবং বলতেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ দেহের এ অংশ থেকে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে তার কোন রোগের চিকিৎসা না করালেও তার কোন ক্ষতি হবে না।[৩৪৮৪]

٣٤٨٥/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ» قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ.

৫/৩৪৮৫। [মুহাম্মাদ বিন তারীফ][ওয়াকী'][আল-আ'মাশ][আবূ সুফইয়ান][জাবির (রাঃ)] নবী (সাঃ) তাঁর ঘোড়া থেকে একটি খেজুর কাণ্ডের উপর ছিটকে গেলে তাঁর পা মচকে যায়। ওয়াকী (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ ব্যথার কারণে মচকে যাওয়া স্থানে তিনি রক্তমোক্ষণ করান।[৩৪৮৫]

٢٢/٢٥. بَاب فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُ

২৫/২২. অধ্যায় : কোন্ দিন রক্তমোক্ষণ করানো উচিত?

٣٤٨٦/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ».

১/৩৪৮৬। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ][উসমান বিন মাতার (দঈফ বা দুর্বল)][যাকারিয়্যা বিন মায়সারাহ (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত)][নাহহাস বিন কাহম (দঈফ বা দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাঃ)] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করাতে চাইলে যেন মাসের সতের, উনিশ বা একুশ তারিখ বেছে নেয়। তোমাদের কারো যেন উচ্চ রক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে তার জীবননাশের আশংকা আছে।[৩৪৮৬]

৩৪৮৪. আবূ দাউদ ৩৮৫৯। মিশকাত ৪৫৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. (আবদুর রহমান বিন সাবিত) ইবনু সাওবান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণে শিথিল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭৫, ১৭/১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৫. আবূ দাউদ ৬০২, ৩৮৬৩, আহমাদ ১৩৭৯৩। সহীহ আবূ দাউদ ৬১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৮৬. তিরমিযী ২০৫১। রাওদুন নাদীর ১০৮০, সহীহাহ ২৭৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উসমান বিন মাতার সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ**

٣٤٨٧/٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِيْ حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيْقًا إِنْ اسْتَطَعْتَ وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيْرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيْرًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيْهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوْا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيْ عَافَى اللهُ فِيْهِ أَيُّوْبَ مِنْ الْبَلَاءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ».

২/৩৪৮৭। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ] [উসমান বিন মাতার (দঈফ বা দুর্বল)] [হাসান বিন আবূ জা'ফার (হাদীস বর্ণনায় দুর্বল)] [মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়েছে (রক্তচাপ বেড়েছে)। অতএব আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষণকারী খুঁজে আনো, আর সম্ভব হলে সদাশয় কাউকে আনবে। বৃদ্ধ বা বালককে আনবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ বাসি মুখে রক্তমোক্ষণ করালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং তাতে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব আল্লাহর বরকত লাভে ধন্য হতে তোমরা বৃহস্পতিবার রক্তমোক্ষণ করাও, কিন্তু বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবারকে রক্তমোক্ষণ করানোর জন্য বেছে নেয়া থেকে বিরত থাকো। সোম ও মঙ্গলবারে রক্তমোক্ষণ করাও, কেননা এ দিনই আল্লাহ আইউব (আলায়হিস সালাম)-কে রোগমুক্তি দান করেন এবং বুধবার তাকে রোগাক্রান্ত করেন। আর কুষ্ঠরোগ ও ধবল বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।[৩৪৮৭]

٣٤٨٨/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَأْتِنِيْ بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا

রাবী নং ৩৮৬৩, ১৯/৪৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. যাকারিয়্যা বিন মায়সারাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৯৯৭, ৯/৩৭৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. নাহ্হাস বিন কাহম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি সিকা রাবী থেকে এককভাবে বর্ণনা করলে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৪৮২, ৩০/২৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু উসমান, যাকারিয়্যা ও নাহ্হাস এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ২টি খুবই দুর্বল, ৮টি দুর্বল, ১৬টি হাসান, ৩২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০৫৩, আবূ দাঊদ ৩৮৬১, আহমাদ ৩৩০৬, মু'জামুল আওসাত ৬৭৬, ৪৪৫৩, ৫৬৫২, ৬৬২২, শারহুস সুন্নাহ ৩২৩৫।

৩৪৮৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭৬৬। **তাহকীক আলবানী**ঃ হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী উসমান বিন মাতার সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদী বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮৬৩, ১৯/৪৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাসান বিন আবূ জা'ফার সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১২১১, ৬/৭৩ নং পৃষ্ঠা)

تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَهِيَ تَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيْدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى اسْمِ اللهِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيْ أُصِيْبَ فِيْهِ أَيُّوْبُ بِالْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِيْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ».

২/৩৪৮৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উসমান বিন আবদুর রহমান (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) সাঈদ বিন মায়মূন (মাজহুল বা অপরিচিত) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, হে নাফে! আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব তুমি আমার জন্য এক যুবক রক্তমোক্ষণকারীকে নিয়ে এসো, বৃদ্ধকেও নয় এবং বালককেও নয়। রাবী বলেন, বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ বাসি মুখে রক্তমোক্ষণ করানো উত্তম, তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং হাফেজের মুখস্থ শক্তি বৃদ্ধি করে। কেউ রক্তমোক্ষণ করতে চাইলে যেন আল্লাহর নামে বৃহস্পতিবারে তা করায়। তোমরা শুক্র, শনি ও রবিবার রক্তমোক্ষণ করানো পরিহার করো এবং সোমবার ও মঙ্গলবার রক্তমোক্ষণ করাও, কিন্তু বুধবার তা করাবে না। কারণ এদিনই আইউব (আলাইহিস সালাম) বিপদে পতিত হন। আর কুষ্ঠ রোগ ও শ্বেতরোগ বুধবার দিনে বা রাতেই শুরু হয়।[৩৪৮৮]

٢٥/٢٣. بَاب الْكَيِّ

২৫/২৩. অধ্যায় : লোহা দ্বারা দগ্ধ করা

٣٤٨٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ».

১/৩৪৮৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) মুজাহিদ আক্কার ইবনুল মুগীরাহ তার পিতা (মুগীরাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তপ্ত লোহা দ্বারা (দেহে) দাগ নেয় বা ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করায় সে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা) থেকে বিচ্যুত হলো (আ. তি, না)।[৩৪৮৯]

৩৪৮৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. উসমান বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ৩. আবদুল্লাহ বিন ইসমাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪২৮, ১৫/৩১১ নং পৃষ্ঠা) ৪. সাঈদ বিন মায়মূন সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৬৪, ১১/৮৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৯. তিরমিযী ২০৫৫। সহীহাহ ২৪৪, মিশকাত ৪৫৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٣٤٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ».

২/৩৪৯০। আমর বিন রাফি' হুশায়ম মানসূর ও য়ূনুস হাসান ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি উত্তপ্ত লোহার দাগ লাগালে ব্যর্থতা ও বিফলতা ছাড়া আর কিছু পাইনি।[৩৪৯০]

٣/٣٤٩١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ رَفَعَهُ».

৩/৩৪৯১। আহমাদ বিন মানী' মারওয়ান বিন শুজা' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) স্বালিহ আল-আফতাস সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, তিন জিনিসে রোগমুক্তি নিহিত ঃ মধুপানে, রক্তমোক্ষণে এবং তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করতে বারণ করেছি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদীস্রটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৯১]

٢٤/٢٥. بَاب مَنْ اكْتَوَى

২৫/২৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দহন করে

١/٣٤٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعَهُ عَمِّي يَحْيَى وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيهًا يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِيتَةَ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا».

১/৩৪৯২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ আল-আনসারী আমার চাচা ইয়াহইয়া

উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৯০. তিরমিযী ২০৪৯, আবূ দাউদ ৩৮৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৯১. সহীহুল বুখারী ৫৬৮০। সহীহাহ ১১৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মারওয়ান বিন শুজা' সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি ব্যক্তি হিসেবে স্বালিহ, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৮৭৪, ২৭/৩৯৫ নং পৃষ্ঠা)

বিন আসআদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ... আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী ... নাদর বিন শুমায়ল ... শু'বাহ ... মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ আল-আনসারী ... আমার চাচা ইয়াহইয়া বিন আসআদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ... তার কণ্ঠনালীতে 'যাব্হ' নামীয় ব্যথা হলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আবূ উমামার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে তাকে তপ্ত লোহার দ্বারা সেঁক দিলেন। তিনি ইনতিকাল করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তার মৃত্যুতে ইহূদীদের খারাপ অপবাদ হস্তগত হলো। তারা বলবে, সে তার সাথীর মৃত্যু ঠেকাতে পারলো না; অথচ আমি নিজের জন্য অথবা কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখি না।[৩৪৯২]

٣٤٩٣/٢- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ طَبِيْبًا فَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ».

২/৩৪৯৩। ... আমর বিন রাফি' ... মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আত-তনাফিসী ... আল-আ'মাশ ... আবূ সুফইয়ান ... জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ... তিনি বলেন, উবাই বিন কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার (হাতের) শিরায় তপ্ত লোহার সেঁক দিলো।[৩৪৯৩]

٣٤٩٤/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيْ أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ».

৩/৩৪৯৪। ... আলী বিন আবুল খাসীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ... ওয়াকী' ... সুফইয়ান ... আবুয যুবায়র ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ... রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদ বিন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতের শিরায় দু'বার গরম লোহার সেঁক দিলেন।[৩৪৯৪]

٢٤/٢٥. بَاب الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ

২৫/২৫. অধ্যায় : ইসমিদ পাথরের সুরমা ব্যবহার

٣٤٩٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُوْ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

১/৩৪৯৫। ... আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া বিন খালাফ ... আবূ আসিম ... উসমান বিন আবদুল মালিক (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) ... সালিম বিন আবদুল্লাহ ... তার পিতা

৩৪৯২. মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** مِيتَةَ سَوْءٍ ব্যতীত হাসান।

৩৪৯৩. মুসলিম ২২০৭, আবূ দাউদ ৩৮৬৪, আহমাদ ১৩৯৭০, ১৪৫৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৯৪. মুসলিম ২২০৮, তিরমিযী ১৫৮২, আবূ দাউদ ৩৮৬৬, আহমাদ ১৩৯৩৩, ১৪৩৫৯, ১৪৪৮৯, ১৪৭২৪, দারিমী ২৫০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন আবুল খাসীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা)

(আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা চোখের ময়লা দূর করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।[৩৪৯৫]

٣٤٩٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُوْ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

২/৩৪৯৬। আবূ বাকর্ বিন আবূ শায়বাহ, আবদুর রহীম বিন সুলায়মান, ইসমাঈল বিন মুসলিম (তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল), মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।[৩৪৯৬]

٣٤٩٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُوْ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

৩/৩৪৯৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াহইয়া বিন আদাম, সুফইয়ান, ইবনু খুস্রায়ম, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমিদ। তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।[৩৪৯৭]

٢٦/٢٥. بَاب مَنْ اكْتَحَلَ وِتْرًا

২৫/২৬. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বেজোড় সংখ্যকবার সুরমা লাগায়

৩৪৯৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭২৪, মুখতাসরুশ শামাইল ৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী উস্রমান বিন আবদুল মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু উস্রমান বিন আবদুল মালিক এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১৩৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ২০টি খুবই দুর্বল, ৩৩টি দুর্বল, ৩২টি হাসান, ৫৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৭৫৭, আবূ দাউদ ২৩৭৭, দারিমী ১৭৩৩, আহমাদ ২০৪৮, ২৪৭৫, ১৫৪৭৬, ১৫৬৪২, মু'জামুল আওসাত ১০৬৪, ২৪৯৫, ৩৩৩৪, ৬০৫৬, শারহুস সুন্নাহ ৩২০১, ৩২০২।

৩৪৯৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মুখতাসরুশ শামাইল ৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, আমরা তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করিনা। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৪৮৩, ৩/১৯৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইসমাঈল বিন মুসলিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১৩৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ২০টি খুবই দুর্বল, ৩৩টি দুর্বল, ৩২টি হাসান, ৫৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৭৫৭, আবূ দাউদ ২৩৭৭, দারিমী ১৭৩৩, আহমাদ ২০৪৮, ২৪৭৫, ১৫৪৭৬, ১৫৬৪২, মু'জামুল আওসাত ১০৬৪, ২৪৯৫, ৩৩৩৪, ৬০৫৬, শারহুস সুন্নাহ ৩২০১, ৩২০২।

৩৪৯৭. আবূ দাউদ ৩৮৭৮। মুখতাসরুশ শামাইল ৪২, ৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٤٩٨/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ».

১/৩৪৯৮। আবদুর রহমান বিন উমার, আবদুল মালিক ইবনুস সাব্বাহ, সাওর বিন ইয়াযীদ, হুসায়ন আল-হিময়ারী (মাজহুল বা অপরিচিত), আবূ সাঈদ আল-খায়র (মাজহুল বা অপরিচিত), আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে তা করলো, সে ভালো করলো এবং যে তা করলো না, তার দোষ হবে না।[৩৪৯৮]

٣٤٩٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ».

২/৩৪৯৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, আব্বাদ বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি তা থেকে প্রতি চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন।[৩৪৯৯]

٢٧/٢٥. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ

২৫/২৭. অধ্যায় : মাদক দ্রব্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ

٣٥٠٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ «لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِيْ بِهِ لِلْمَرِيْضِ قَالَ إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

১/৩৫০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আফ্‌ফান, হাম্মাদ বিন সালামাহ, সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন), আলকামাহ বিন ওয়াইল

৩৪৯৮. আবূ দাউদ ৩৫। মিশকাত ৩৫২, দঈফ আবূ দাউদ ৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হুসায়ন আল-হিময়ারী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ১৩৭৮, ৬/৫৫০ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ সাঈদ আল-খায়র সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র মুত্তাসিল নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্কিাহ তবে তিনি কে তা অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৭৩৮৫, ৩৩/৩৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৯৯. তিরমিযী ২০৪৮। ইরওয়া' ৭৬, মুখতাসারুশ শামাইল ৪২, মিশকাত ৪২৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আব্বাদ বিন মানসূর সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি অথচ তিনি তার থেকে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৯৩, ১৪/১৫৬ নং পৃষ্ঠা)

আল-হাদরামী ⇒ তারিক বিন সুওয়ায়দ আল-হাদরামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⇒ তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর আঙ্গুর হয়, আমরা তার রস নিংড়িয়ে পান করি। তিনি বলেন ঃ না (পান করো না)। আমি পুনরায় বললাম, আমরা রোগীর ঔষধরূপে তা ব্যবহার করি। তিনি বলেন ঃ তা ঔষধ নয়, বরং রোগ।[৩৫০০]

٢٥/٢٨. بَاب الِاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

২৫/২৮. অধ্যায় : কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য লাভ করা

٣٥٣٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ».

১/৩৫০১ (৩৫৩৩)। ⇒ মুহম্মাদ বিন উবায়দ বিন উতবাহ বিন আবদুর রহমান আল-কিন্দী ⇒ আলী বিন সাবিত (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ⇒ সাআআদ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ⇒ আবূ ইসহাক ⇒ আল-হারিস (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন) ⇒ আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⇒ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ উত্তম আরোগ্যকারী হলো কুরআন মজীদ।[৩৫০১]

٢٥/٢٩. بَاب الْحِنَّاءِ

২৫/২৯. অধ্যায় : মেহেদী

٣٥٠٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ مَوْلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ «لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ».

৩৫০০. আহমাদ ১৮৩১০, ২১৯৯৬। গায়াতুল মারাম ৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আল-জামি' ২৮৮৫, আহালু আলাদ দঈফাহ ৩০৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন সাবিত সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০৩৩, ২০/৩৩৯ নং পৃষ্ঠা) ২. সাআআদ বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১৯৭, ১০/২৩৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. হারিস (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৫০২ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) উবায়দুল্লাহ বিন আলী বিন আবূ রাফি' এর মাওলা ফাইদ উবায়দুল্লাহ বিন আলী বিন আবূ রাফি' (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আমার দাদী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুক্তদাসী সালমা উম্মু রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো আঘাত পেলে বা তাঁর কাটা বিদ্ধ হলে তিনি আহত স্থানে মেহেদী লাগাতেন।[৩৫০২]

٢٥/٣٠. بَاب أَبْوَالِ الْإِبِلِ

২৫/৩০. অধ্যায় : উটের পেশাব

١/٣٥٠٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ ﷺ «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا».

১/৩৫০৩। নাসর বিন আলী আল-জাহদ্বামী আবদুল ওয়াহ্হাব হুমায়দ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। উরায়নাহ গোত্রের কতক লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যদি তোমরা আমাদের উটের পালে চলে যেতে এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে! তারা তাই করলো।[৩৫০৩]

٢٥/٣١. بَاب يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ

২৫/৩১. অধ্যায় : পাত্রে মাছি পড়লে

١/٣٥٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوْهُ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ».

১/৩৫০৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন ইবনু আবূ যি'ব সাঈদ বিন খালিদ আবূ সালামাহ আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মাছির দু'টি ডানার একটিতে বিষ এবং অন্যটিতে আরোগ্য আছে। অতএব খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে তাতে ডুবিয়ে দাও। কেননা সেটি বিষের ডানাকে আরোগ্যের ডানার আগে খাদ্যে লাগায়।[৩৫০৪]

৩৫০২. তিরমিযী ২০৫৪, আবূ দাউদ ৩৮৫৮, আহমাদ ২৭০৭০। সহীহাহ ২০৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০৩. সহীহুল বুখারী ২৩৩, ১৫০১, ৩০১৮, ৪১৯২, ৪১৯৩, ৪৬১০, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৭২৭, ৬৮০২, ৬৮০৪, ৬৮০৫, ৬৮৯৯, মুসলিম ১৬৭১, তিরমিযী ৭২, ৭৩, ১৮৪৫, নাসায়ী ৩০৫, ৩০৬, ৪০৪২, ৪০২৫, ৪০২৭, ৪০২৮, ৪০২৯, ৪০৩০, ৪০৩১, ৪০৩২,৪০৩৪, ৪০৩৫, আবূ দাউদ ৪৩৬৪, আহমাদ ১১৬৩১, ১২২২৮, ১২৪০৮, ১২৬৩৩, ১২৭১৫, ১৩৬৪৭, ১৩৬৭২। সহীহাহ ২১৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫০৪. নাসায়ী ৪২৬২। সহীহাহ ৩৮, ইরওয়া' ১/১৯৪, মিশকাত ৪১৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٣٥٠٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيْهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً».

২/৩৫০৫। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মুসলিম বিন খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) উতবাহ বিন মুসলিম উবায়দ বিন হুনায়ন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের পানীয়তে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দাও, অতঃপর সেটিকে তুলে ফেলে দাও। কেননা তার একটি ডানায় রোগ এবং অন্যটিতে আরোগ্য রয়েছে।[৩৫০৫]

٢٥/٣٢. بَاب الْعَيْنُ

২৫/৩২. অধ্যায় : বদনজর

١/٣٥٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْعَيْنُ حَقٌّ».

১/৩৫০৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আম্মার বিন রুযায়ক আবদুল্লাহ বিন ঈসা উমায়্যাহ বিন হিন্দ (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ তার পিতা (আমির বিন রাবীআহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ বদনজর সত্য।[৩৫০৬]

٢/٣٥٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعَيْنُ حَقٌّ».

২/৩৫০৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ জুরায়রী মুযারিব বিন হাযন (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বদনজর সত্য।[৩৫০৭]

٣/٣٥٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ».

৩৫০৫. সহীহুল বুখারী ৩৩২০, ৫৭৮২, আবূ দাউদ ৩৮৪৪, আহমাদ ৭১০১, ৭৩১২, ৭৫১৮, ৮২৮০, ৮৪৪৩, ৮৮০৩, ৮৯১৮, ৯৪২৮, দারিমী ২০৩৮। ইরওয়া' ১৭৫, সহীহাহ ৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুসলিম বিন খালিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯২৫, ২৭/৫০৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০৬. আহমাদ ১৫২৭৪। রাওদুন নাদীর ১১৯৪, সহীহাহ ৭৮১, ১২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আব্ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০৭. সহীহুল বুখারী ৫৭৪০, ৫৯৪৪, মুসলিম ২১৮৭, আবূ দাউদ ৩৮৭৯, আহমাদ ৭৮২৩, ২৭৪৬৫, ৯১৫৮, ৯৯৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৩৫০৮। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার] [আবূ হিশাম আল-মাখযূমী] [উহায়ব] [আবূ ওয়াকিদ (দঈফ বা দুর্বল)] [আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান] [আয়িশাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।[৩৫০৮]

٤/٣٥٠٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ.

৪/৩৫০৯। [হিশাম বিন আম্মার] [সুফইয়ান] [যুহরী] [আবূ উমামাহ বিন হুনায়ফ (রাঃ)] তিনি বলেন, আমির বিন রবীআহ (রাঃ) সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমির (রাঃ) বলেন, আমি এমন খুবসুরত সুপুরুষ দেখিনি, এমনকি পর্দানশীন নারীকেও এরূপ সুন্দর দেখিনি, যেমন আজ দেখলাম। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহল (রাঃ) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে নবী (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাঁকে বলা হলো, ধরাশায়ী সাহলকে রক্ষা করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কাকে অভিযুক্ত করছো? তারা বললো, আমির বিন রবীআকে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ বদনজর লাগিয়ে তার ভাইকে কেন হত্যা করতে চায়? তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের মনোমুগ্ধকর কিছু দেখলে যেন তার জন্য বরকতের দুআ' করে। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর আমিরকে উযু করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার মুখমণ্ডল, দু' হাত কনুই পর্যন্ত, দু' পা গোছা পর্যন্ত এবং লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তিনি আমিরকে পাত্রের (অবশিষ্ট) পানি সকলের উপর ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সাহলের পেছন দিক থেকে পানি ঢেলে দেয়ার জন্য আমিরকে নির্দেশ দেন।[৩৫০৯]

٢٥/٣٣. بَاب مَنْ اسْتَرْقَى مِنْ الْعَيْنِ

২৫/৩৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বদনজরের ঝাড়ফুঁক করে

৩৫০৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ওয়াকিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ২৮৩৫, ১৩/৮৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ ওয়াকিদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৭টি জাল, ১৭টি খুবই দুর্বল, ২৪টি দুর্বল, ১০টি হাসান, ১৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০৫৯, ২০৬২, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৪৮, আহমাদ ২৩৯২০, ২৬৯২৩, মু'জামুল আওসাত ৪২৯৫, ৫৯৪৫, শারহুস সুন্নাহ ৩২৪৩।

৩৫০৯. আহমাদ ১৫৫৫০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৪৭। মিশকাত ৪৫৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٥١٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ بَنِيْ جَعْفَرٍ تُصِيْبُهُمُ الْعَيْنُ فَأَسْتَرْقِيْ لَهُمْ قَالَ «نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

১/৩৫১০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আমর বিন দীনার, উরওয়াহ বিন আমির, উবায়দ বিন রিফাআহ আয-যুরাকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাফরের সন্তানদের বদনজর লেগেছে, আপনি তাদের ঝাড়ফুঁক করুন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা। যদি কোন কিছু তাকদীরকে পরাভূত করতে পারতো, তবে বদনজরই তাকে পরাভূত করতো।[৩৫১০]

٣٥١١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ثُمَّ أَعْيُنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ».

২/৩৫১১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, সাঈদ বিন সুলায়মান, আব্বাদ, আল-জুরায়রী, আবূ নাদরাহ, আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিন ও মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলো ত্যাগ করেন (তি,না)।[৩৫১১]

٣٥١٢/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ».

৩/৩৫১২। আলী বিন আবুল খাসীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), ওয়াকী', সুফইয়ান ও মিসআর, মা'বাদ বিন খালিদ, আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বদনজর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক বৈধ নয়।[৩৫১২]

٢٥/٣٤. بَاب مَا رَخَّصَ فِيْهِ مِنَ الرُّقَى

২৫/৩৪. অধ্যায় : জায়েয ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে।

৩৫১০. তিরমিযী ২০৫৯। মিশকাত ৪৫৬০, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ২৪৬, সহীহাহ ১২৫২, আয যিলাল ৩১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫১১. তিরমিযী ২০৫৮, নাসায়ী ৫৪৯৪। মিশকাত ৪৫৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫১২. সহীহুল বুখারী ৫৭৩৮, মুসলিম ২১৯৫, আহমাদ ২৩৮২৪, ২৪৫৪৭। রাওদুন নাদীর ১১৯৪, সহীহাহ ২৫২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন আবুল খাসীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা)

١/٣٥١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ».

১/৩৫১৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র〉〈ইসহাক বিন সুলায়মান〉〈আবূ জা'ফার আর-রাযী (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল)〉〈হুসায়ন〉〈আশ-শা'বী〉〈বুরায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)〉 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বদনজর ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক বৈধ নয়।[৩৫১৩]

٢/٣٥١٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسٍ أُمَّ بَنِي حَزْمٍ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى فَأَمَرَهَا بِهَا».

২/৩৫১৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ〉〈আবদুল্লাহ বিন ইদরীস〉〈মুহাম্মাদ বিন উমারাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন)〉〈আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ〉〈আনাস এর কন্যা উম্মু বানী হাযম খালিদাহ আস-সাইদিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)〉 নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুঁক করার মন্ত্র পেশ করেন। তিনি তাকে তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেন।[৩৫১৪]

٣/٣٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَرْقُوْنَ مِنْ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ الرُّقَى فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى وَإِنَّا نَرْقِي مِنْ الْحُمَةِ فَقَالَ لَهُمْ «اعْرِضُوْا عَلَيَّ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذِهِ هَذِهِ مَوَاثِيْقُ».

৩/৩৫১৫। আলী বিন আবুল খাসীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)〉〈ইয়াহইয়া বিন ঈসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)〉〈আল-আ'মাশ〉〈আবূ সুফইয়ান〉〈জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)〉 তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আমর বিন হাযম নামক পরিবার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করতো। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। তারা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আমরা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করি। তিনি

৩৫১৩. মুসলিম ২২০। মিশকাত ৪৫৫৭-৪৫৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ জা'ফার আর-রাযী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৮৪, ৩৩/১৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন উমারাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৯৪, ২৩/১৬৭ নং পৃষ্ঠা)

তাদের বলেন ঃ সেগুলো আমার সামনে পেশ করো। তারা তা তাঁর নিকট পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ এগুলো দোষের কিছু নেই। এগুলো নির্ভরযোগ্য।[৩৫১৫]

٣٥١٦/٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ».

৪/৩৫১৬। আবদাহ বিন আবদুল্লাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান আসিম ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, বদনজর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি (pimple) সারাতে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।[৩৫১৬]

٣٤/٢٥. بَاب رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

২৫/৩৫. অধ্যায় : সাপ, বিছা ইত্যাদির দংশনে ঝাড়ফুঁক

٣٥١٧/١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ».

১/৩৫১৭। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ও হান্নাদ ইবনুস সারী আবুল আহওয়াস্ মুগীরাহ ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাপ ও বিছার দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।[৩৫১৭]

٣٥١٨/٢- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلًا فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ فُلَانًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ

৩৫১৫. মুসলিম ২১৯৮। সহীহাহ ৪৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আলী বিন আবুল খাসীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াহইয়া বিন ঈসা সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে ন। আবূ মুআবিয়াহ আদ দরীর বলেন, তোমরা তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করতে পারো। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮৯৬, ৩১/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১৬. মুসলিম ২১৯৬, আহমাদ ১১৭৬৩, ১১৭৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আব্ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১৭. সহীহুল বুখারী ৫৭৪১, মুসলিম ২১৯৩, আহমাদ ২৩৪৯৮, ২৩৮০৫, ২৫০৪৩, ২৫২১১, ২৫৬৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সনদ সহীহ।

يَنَمْ لَيْلَتَهُ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِيْنَ أَمْسَى أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ».

২/৩৫১৮ ✧ইসমাঈল বিন বাহরাম ✗ উবায়দুল্লাহ আল-আশজাঈ ✗ সুফইয়ান ✗ সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) ✗ তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) ✗ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ✧ তিনি বলেন, একটি বিছা এক ব্যক্তিকে দংশন করলে ঐ রাতে সে আর ঘুমাতে পারেনি। নবী (সাঃ) কে বলা হলো, অমুক ব্যক্তিকে বিছায় দংশন করায় সে গত রাতে ঘুমাতে পারেনি। তিনি বলেন ঃ আহা, সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতো, "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের ওয়াসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই), তাহলে বিছার দংশন সকাল পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।[৩৫১৮]

٣٥١٩/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ «عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا».

৩/৩৫১৯। ✧আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✗ আফ্‌ফান ✗ আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ ✗ উসমান বিন হাকীম ✗ আবূ বাক্‌র (বিন মুহাম্মাদ) বিন আমর বিন হাযম ✗ .... ✗ আমর বিন হাযম (রাঃ) ✧ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আমি সর্পদংশনের ঝাড়ফুঁকের দুআ' পেশ করলে তিনি আমাকে এর অনুমতি দেন।[৩৫১৯]

٢٥/٣٦. بَاب مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ

২৫/৩৬. অধ্যায় : মহানবী (সাঃ) যে দুআ' পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁকে যে দুআ' পড়ে ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে

٣٥٢٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيْضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ «أَذْهِبِ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

১/৩৫২০। ✧আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✗ জারীর ✗ মানসূর ✗ আবুদ দুহা ✗ মাসরূক ✗ আয়িশাহ (রাঃ) ✧ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন রোগীর নিকট এলে তিনি এই দুআ' করতেন ঃ "আযহিবিল বাসা রব্বান নাস ওয়াশফে আনতাশ শাফী লা শিফাআন ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু

৩৫১৮. আবূ দাউদ ৩৮৯৯, আহমাদ ৭৮৩৮, ৮৬৬৩। আত তা'লীকুর রাগীব ১/২২৫-২২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১৯. হাদিসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

সাকামান" (হে মানুষের প্রভু! ব্যাধি ও কষ্ট দূর করে দাও, রোগমুক্তি দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য দানই আসল, যা কোন রোগকেই ছাড়ে না)।[৩৫২০]

٣٥٢١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ «بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا».

২/৩৫২১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান আবদু রাব্ব আমরাহ আয়িশাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) তাঁর আংগুলে লালা লাগিয়ে রোগীর জন্য এই বলে দুআ' করতেন ঃ "বিসমিল্লাহ তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতি বা'দিনা লিয়ুশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা " (আল্লাহর নামে আমাদের এ যমীনের মাটি আমাদের কারো লালার সাথে মিশিয়ে দিলাম, যেন তাতে আমাদের প্রভুর নির্দেশে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে)।[৩৫২১]

٣٥٢٢/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِيْ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِيْ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ «اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَشَفَانِيَ اللهُ».

৩/৩৫২২। আবূ বাকর ইয়াহইয়া বিন আবূ বাকর যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ইয়াযীদ বিন খুসায়ফাহ আমর বিন আবদুল্লাহ বিন কা'ব নাফি' বিন জুবায়র উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) এর নিকট এমন মারাত্মক ব্যথা নিয়ে উপস্থিত হলাম, যা আমাকে অকেজো প্রায় করেছিল। নবী (সাঃ) আমাকে বলেন ঃ তুমি তোমার বাম হাত ব্যথার স্থানে রেখে সাতবার বলো ঃ "আউযু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু" (আল্লাহর নামে আমি আল্লাহর অসীম সম্মান ও তাঁর বিশাল ক্ষমতার ওয়াসীলায় আমার অনুভূত এই ব্যথার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।[৩৫২২]

٣٥٢٣/٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ جِبْرَائِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ «بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ».

৩৫২০. বুখারী ৪৪৩৬, ৫৬৭৪, ৫৬৭৫, মুসলিম ৪০৬১, ৪০৬২, ৪৪৭৬, তিরমিযী ৩৪৯৬, আহমাদ ২৩৬৫৫, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৩২৫৩, ২৩৩১৭, ২৩৩৭০, ২৪৪১৪, ২৪৪২৫, ২৪৪৩৮, ২৪৪৭৪, ২৫২১২, ২৫৭১১, ২৫৮৩৭, ২৫৮৬৮, মালিক ৫৬২। তাখরীজুল মিশকাত ৪৫৫২, সহীহাহ ২৭৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫২১. সহীহুল বুখারী ৫৭৪৫. ৫৭৪৬, মুসলিম ২১৯৪, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, আহমাদ ২৪০৯৬। তখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ১৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫২২. মুসলিম ২২০২, তিরমিযী ২০৮০, আবূ দাউদ ৩৮৯১, আহমাদ ১৫৮৩৪, ১৭৪৪৯, আহমাদ ১৭৫৪। আত তহাবিয়াহ ৭০, সহীহাহ ৩/৪০৪।
উক্ত হাদীসের রাবী যুহায়র বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০১৭, ৯/৪১৪ নং পৃষ্ঠা)

৪/৩৫২৩। বিশর বিন হিলাল আস্স-স্বাওওয়াফ আবদুল ওয়ারিস্স আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি রোগাক্রান্ত হয়েছেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, "বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আয়নিন আও হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরকীকা " (আমি আল্লাহর নামে এমন প্রতিটি জিনিস থেকে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রতিটি সৃষ্টিজীবের এবং প্রতিটি চোখের এবং প্রতিটি হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি)।[৩৫২৩]

٥/٣٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقَالَ لِيْ أَلَا أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِيْ بِهَا جِبْرَائِيْلُ قُلْتُ بِأَبِيْ وَأُمِّي بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ { مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

৫/৩৫২৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও হাফস্স বিন উমার আবদুর রহমান সুফইয়ান আসিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) যিয়াদ বিন সুওয়ায়ব (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখতে এসে বলেন ঃ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ঝাড়ফুঁকের যে দুআ'সহ আমার নিকট এসেছিলেন, সেই দুআ' দিয়ে আমি কি তোমাকে ঝাড়ফুঁক করবো না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! হাঁ, ঝাড়ফুঁক করুন। তিনি তিনবার বললেন ঃ "বিসমিল্লাহি আরকীকা ওয়াল্লাহু ইয়াশফীকা মিন কুল্লি দাইন ফীকা মিন শাররিন নাফ্ফাছাত ফিল উকাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ " (আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন, তোমার ভেতরের সমস্ত রোগ থেকে, সমস্ত নারীর অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে)।[৩৫২৪]

٦/٣٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مِنْهَالٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ «أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُوْنَا إِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَعِيْلَ وَإِسْحَقَ أَوْ قَالَ إِسْمَعِيْلَ وَيَعْقُوْبَ وَهَذَا حَدِيْثُ وَكِيْعٍ».

৩৫২৩. মুসলিম ২১৮৬, তিরমিযী ৯৭২, আহমাদ ১১১৬৩, ১১৩১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫২৪. আহমাদ ৯৪৬৫। দঈফাহ ৩৩৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয় এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করাও যাবে না দালীল হিসেবেও গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৪, ১৩/৫০০ নং পৃষ্ঠা)

৬/৩৫২৫। মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন হিশাম আল-বাগদাদী (দঈফ বা দুর্বল) ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর মিনহাল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী আবূ আমির সুফইয়ান মানসূর মিনহাল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস তিনি বলেন, নবী হাসান ও হুসাইন কে ঝাড়ফুঁক করে বলতেন ঃ "আউযু বিকালিমা তিল্লাহি তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আয়নিল লাম্মাতিন" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কল্যাণময় বাক্যাবলীর ওয়াসীলায় প্রতিটি শয়তান, প্রাণনাশী বিষাক্ত জীব ও অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তিনি বলতেন ঃ আমাদের পিতা ইসমাঈল ও ইসহাক-কে এই দুআ' পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন অথবা রাবী বলেছেন, ইসমাঈল ও ইয়া'কূব-কে ঝাড়ফুঁক করতেন। শেষোক্ত বর্ণনা ওয়াকী'-এর।[৩৫২৫]

٢٥/٣٧. بَاب مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنْ الْحُمَّى

২৫/৩৭. অধ্যায় : যে দুআ' পড়ে জ্বরের ঝাড়ফুঁক করা হয়

٣٥٢٦/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ الْحُمَّى وَمِنْ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُوْلُوْا «بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» قَالَ أَبُوْ عَامِرٍ أَنَا أُخَالِفُ النَّاسَ فِيْ هَذَا أَقُوْلُ يَعَّارٍ.

٣٥٢٦/٢ (١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبَةَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يَعَّارٍ.

১/৩৫২৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবূ আমির ইবরাহীম আল-আশহালী (দঈফ বা দুর্বল) দাঊদ বিন হুস্নায়ন ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস নবী সাহাবীদেরকে জ্বর ও যাবতীয় ব্যথার ঝাড়ফুঁকের জন্য এ দুআ' শিক্ষা দিতেন ঃ "বিসমিল্লাহিল কাবীর আউযু বিল্লাহিল আযীম

৩৫২৫. সহীহুল বুখারী ৩৩৭১, তিরমিযী ২০৬০, আবূ দাঊদ ৪৭৩৭, আহমাদ ২৪৩০। রাওদুন নাদীর ৫৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন হিশাম আল-বাগদাদী সম্পর্কে আবুল আব্বাস বিন উকদাহ বলেন, তার বিষয়টি সমালোচিত। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার দু'আফা' গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৬৩, ২৫/৩১১ নং পৃষ্ঠা) ২. মিনহাল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার চেয়ে আবূ বিশর আমার নিকট ভালো। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২১০, ২৮/৫৬৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটির ৭৭টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ১৯টি খুবই দুর্বল, ১৯টি দুর্বল, ২২টি হাসান, ১৬টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩৩৭১, তিরমিযী ২০৬০, আবূ দাঊদ ৪৭৩৭, আহমাদ ২১১৩, ২৪৩০, মুস্নান্নাফ আবদুর রাযযাক ৭৯৮৭, মু'জামুল আওসাত ২২৭৫, ৪৭৯৩, ৪৮৯৯, ৯১৮৩, শারহুস সুন্নাহ ১৪১৭।

মিন শাররি ইরকিন না'আরিন ওয়া মিন শাররি হাররিন নার" (মহামহিম আল্লাহর নামে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, রক্তচাপে ফুলে উঠা শিরার অনিষ্ট থেকে এবং আগুনের তাপের অনিষ্ট থেকে)। আবূ আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সবার বিপরীতে আমি 'ইয়াআর' শব্দটি বলে থাকি।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩৫২৬(১)। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী ইবনু আবূ ফুদায়ক ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (দঈফ বা দুর্বল) দাউদ ইবনুল হুসায়ন ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তার শব্দ হলো ঃ "মিন শাররি ইরকিন ইয়া'আর"।[৩৫২৬]

٣٥٢٧/٣- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِيْ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ أَتَى جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقَالَ «بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللهُ يَشْفِيْكَ».

৩/৩৫২৭। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী আমার পিতা (উসমান বিন সাঈদ) ইবনু সাওবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) উমায়র জুনাদাহ বিন আবূ উমামাহ উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসেন। তিনি তাকে ঝাড়ফুঁক করে বলেন ঃ "বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইয়ূযীকা মিন হাসাদি হাসিদিন ওয়া মিন কুল্লি আয়নিন আল্লাহু ইয়াশফীকা" (আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, হিংসুকের হিংসা থেকে এবং সকল বদনযর থেকে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন)।[৩৫২৭]

٣٨/٢٥. بَاب النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

২৫/৩৮. অধ্যায় : তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁক

٣٥٢٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَنْفُثُ فِي الرُّقْيَةِ».

৩৫২৬. তিরমিযী ২০৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম আল-আশহালী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৪৬, ২/৪২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫২৭.. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু সাওবান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণে শিথিল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭৫, ১৭/১২ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৫২৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী ও সাহল বিন আবূ সাহল ওয়াকী' মালিক বিন আনাস আয যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ নবী কিছু পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন।[৩৫২৮]

٣٥٢٩/٢- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا».

২/৩৫২৯। সাহল বিন আবূ সাহল মা'ন বিন ঈসা মালিক ইবনু শিহাব উরওয়াহ আয়িশাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিশর বিন উমার মালিক ইবনু শিহাব উরওয়াহ আয়িশাহ নবী কখনও অসুস্থ বোধ করলে আরোগ্য লাভের জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিজের দেহে ফুঁ দিতেন। তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেলে আমি তা তাঁর উপর পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত তাঁর দেহে বরকতের আশায় মলে দিতাম।[৩৫২৯]

٣٩/٢٥. بَاب تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

২৫/৩৯. অধ্যায় : তাবিজ লটকানো

٣٥٣٠/١- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ أُخْتِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِيْ مِنْ الْحُمْرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيْرٌ طَوِيْلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ فَدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِيْ فَمَسَّنِيْ فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ رُقًى لِيْ فِيْهِ مِنْ الْحُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءَ عَنْ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قُلْتُ فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْمًا فَأَبْصَرَنِيْ فُلَانٌ فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ قَالَ ذَاكِ الشَّيْطَانُ إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِيْ عَيْنِكِ وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ تَنْضَحِيْنَ فِيْ عَيْنِكِ الْمَاءَ وَتَقُوْلِيْنَ أَذْهِبْ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

১/৩৫৩০। আয়্যূব বিন মুহাম্মাদ আর-রাক্কী মুআম্মার বিন সুলায়মান আবদুল্লাহ বিন বিশর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)...................... আল-আ'মাশ আমর বিন

৩৫২৮. সহীহুল বুখারী ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫০১৭, ৫৭৩৫, ৫৭৪৮, ৫৭৫১, মুসলিম ২১৯২, আবূ দাউদ ৩৯০২, আহমাদ ২৪২০৭, ২৪৩১০, ২৪৪০৬, ২৪৮০৭, ২৪৯৫৫, ২৫৬৫৭, ২৫৭৩১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫২৯. সহীহুল বুখারী ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫০১৭, ৫৭৩৫, ৫৭৪৮, ৫৭৫১, মুসলিম ২১৯২, আবূ দাউদ ৩৯০২, আহমাদ ২৪২০৭, ২৪৩১০, ২৪৪০৬, ২৪৮০৭, ২৪৯৫৫, ২৫৬৫৭, ২৫৭৩১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মুররাহ্‌)(ইয়াহইয়া ইবনুজ জায্‌যার (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী))(আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীর ভাগ্নে (আমর ইবনুল হারিস আস স্বাকাফী) (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না))(আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা))(আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) (যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) বলেন, এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়ফুঁক করতো। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সূতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ "মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিটযুক্ত মন্ত্রপূত সূতা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত"। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়লো তা দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হলো এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগলো। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হতো এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো।। তুমি নিম্নোক্ত দুআ' পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও ঃ "আযহিবিল বাস রব্বান নাস, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামান" (হে মানুষের প্রভু! কষ্ট দূর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা যায় না, এমনভাবে আরোগ্য দান করো যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।[৩৫৩০]

٣٥٣١/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ «انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهْنًا».

৩৫৩০. আবূ দাউদ ৩৮৮৩, আহমাদ ৩৬০৪। সহীহাহ ৩৩১, গায়াতুল মারাম ২৯৯, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনুস সালাম ৮১।
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন বিশর সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীসের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি আ'মাশ থেকে একাধিক হাদীস মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই কিন্তু ইবনু মাঈন ও ইবনু হিব্বান তার বিরোধিতা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাফিয নই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি যুহরীর হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৮২, ১৪/৩৩৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীর ভাগ্নে (আমর ইবনুল হারিস আস স্বাকাফী) সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৭৬৫, ৩৪/৪৮৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীর ভাগ্নে (আমর ইবনুল হারিস আস স্বাকাফী) এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৮টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ১০টি খুবই দুর্বল, ১৫টি দুর্বল, ২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ৩৮৮৩, ৩৬০৪, মু'জামুল আওসাত ১৪৪২, শারহুস সুন্নাহ ৩২৪০।

২/৩৫৩১। আলী বিন আবুল খাসীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ওয়াকী' মুবারাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন) আল-হাসান ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বালা পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ এই বালাটা কী? সে বললো, এটা অবসন্নতাজনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি। তিনি বলেন ঃ এটা খুলে ফেলো। অন্যথায় তা তোমার অবসন্নতা বৃদ্ধিই করবে।[৩৫৩১]

٢٥/٤٠. بَاب النُّشْرَةِ

২৫/৪০. অধ্যায় : কোন কিছুর কুপ্রভাব (আছর)

٣٥٣٢/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ائْتُوْنِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا فَقَالَ اسْقِيهِ مِنْهُ وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِي اللهَ لَهُ قَالَتْ فَلَقِيْتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمُبْتَلَى قَالَتْ فَلَقِيْتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ فَقَالَتْ بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُوْلِ النَّاسِ».

১/৩৫৩২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস (মাকবূল) উম্মু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোরবানীর দিন উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আবাকায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি ফিরে এলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর পিছনে পিছনে আসলো এবং তার কোলে ছিলো তার এক শিশু সন্তান। সে কোন অসুখের কারণে কথা বলতে পারতো না। মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার পুত্র, আমার পরিবারের একমাত্র অধস্তন বংশধর। কিন্তু সে একটি বিপদে লিপ্ত, যার ফলে সে কথা বলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট একটু পানি আনো। পানি আনা হলে তিনি তাতে তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন এবং কুলি করলেন, অতঃপর অবশিষ্ট পানি সেই মহিলাকে দিয়ে বলেন ঃ এই পানি তাকে

৩৫৩১. আহমাদ ১৯৪৯৮। দঈফাহ ১০২৯, (সহীহ আবূ দাউদ ৪৬৯ নং হাদীসের অনুরূপ)। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন আবুল খাসীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা) ২.মুবারাক সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তার হাদীসে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৬৬, ২৭/১৮০ নং পৃষ্ঠা)

পান করাও, তার গায়ে ছিটাও এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করো। উম্মু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি মহিলার সাথে দেখা করে বললাম, আমাকে যদি এ পানির কিছুটা দান করতেন। সে বললো, এটা তো এই বিপদগ্রস্তের জন্য নিয়েছি। তিনি বলেন, বছর শেষে সেই মহিলার সাথে সাক্ষাত করে আমি তাকে শিশুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, সে সুস্থ হয়েছে এবং তার মেধাশক্তি সাধারণ মানুষের মেধাশক্তির তুলনায় অধিক বেড়েছে।[৩৫৩২]

٢٥/٤١. بَابُ الإِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

২৫/৪১. অধ্যায় : কুরআন মজীদ দ্বারা আরোগ্য প্রার্থনা

٣٥٣٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الدَّاءِ الْقُرْآنُ.

১/৩৫৩৩। মুহম্মাদ বিন উবায়দ বিন উতবাহ বিন আবদুর রহমান আল-কিন্দী আলী বিন স্রাবিত (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) সাআআদ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ ইসহাক আল-হারিস্র (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ উত্তম ঔষধ হলো কুরআন মজীদ।[৩৫৩৩]

٢٥/٤٢. بَاب قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

২৫/৪২. অধ্যায় : দু' মুখো সাপ নিধন

৩৫৩২. আবূ দাঊদ ১৯৬৬। সহীহ আবূ দাঊদ ১৭১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আলী বিন স্রাবিত সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০৩৩, ২০/৩৩৯ নং পৃষ্ঠা) ২. সাআআদ বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১৯৭, ১০/২৩৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা)

١/٣٥٣٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ يَعْنِيْ حَيَّةً خَبِيْثَةً».

১/৩৫৩৪। ∻[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবদাহ বিন সুলায়মান][হিশাম বিন উরওয়াহ][তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∻ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'মুখো সাপ নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এই নিকৃষ্ট সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।[৩৫৩৪]

٢/٣٥٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «اقْتُلُوْا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ».

২/৩৫৩৫। ∻[আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ][আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব][য়ূনুস][ইবনু শিহাব][সালিম][তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা সাপ মেরে ফেলো, বিশেষত দু'মুখো সাপ এবং লেজবিহীন সাপ! কেননা এ দু'টি সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।[৩৫৩৫]

٢٥/٤٣. بَاب مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ

২৫/৪৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ফাল পছন্দ করে এবং অশুভ লক্ষণ অপসন্দ করে

١/٣٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ».

১/৩৫৩৬। ∻[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][আবদাহ বিন সুলায়মান][মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][আবূ সালামাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ তিনি বলেন, (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উত্তম কথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পছন্দনীয় ছিল কিন্তু তিনি (কিছুকে) কুলক্ষণ মনে করা অপছন্দ করতেন।[৩৫৩৬]

٢/٣٥٣٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

৩৫৩৪. সহীহুল বুখারী ৩৩০৮, মুসলিম ২২৩২, আহমাদ ২৩৬৯৯, ২৩৭৩৪, ২৪০১৪, ২৪৫০৪, ২৪৬১৮, ২৫৪০৭, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮২৭ **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৩৫. সহীহুল বুখারী ৩২৯২, ৩৩১১, ৩৩১৩, মুসলিম ২২৩৩, আবূ দাউদ ৫২৫২, আহমাদ ৪৫৪৩, ৫৯৮৯। আল-কালিমুত তায়্যিব ২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** ১ম : হাসান সহীহ, ২য়: সহীহ।

৩৫৩৬. সহীহুল বুখারী ৫৭৫৪, ৫৭৫৫, মুসলিম ২২২০, আহমাদ ৭৫৬৩, ৯০০৯, ৯৫৩৯, ৯৯৪৮, ১০২০৪, ১০৪১১। আয যিলাল ২৬৯, সহীহাহ ৭৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৫৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ ইয়াযীদ বিন হারূন শু'বাহ্‌ কাতাদাহ্‌ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ রোগ সংক্রমণ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। তবে আমি (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উত্তম কথা পছন্দ করি।[৩৫৩৭]

٣٥٣٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

৩/৩৫৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ ওয়াকী' সুফইয়ান সালামাহ্‌ ঈসা বিন আসিম যির বিন হুবায়শ আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অশুভ লক্ষণ (বিশ্বাস করা) শেরেকী কাজ। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে অশুভ লক্ষণের ধারণা আসে, তবে আল্লাহর উপর ভরসার দ্বারা তা দূরীভূত হয়।[৩৫৩৮]

٣٥٣٩/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ».

৪/৩৫৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ আবুল আহওয়াস্‌ সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) ইকরিমাহ্‌ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।[৩৫৩৯]

٣٥٤٠/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْ جَنَابٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْبَعِيْرُ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ».

৫/৩৫৪০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ ওয়াকী' আবূ জানাব (তার অধিক তাদলীসের কারণে তাকে সকলে দুর্বল বলেছেন) তার পিতা (আবূ হায়্যাহ হুইয়ায়) (মাকবূল) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ রোগ সংক্রমণ, কুলক্ষণ ও হামাহ বলে কিছু নেই। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! উটের চর্মরোগ হয়, পরে অন্যান্য উট তার সংস্পর্শে এসে চর্মরোগাক্রান্ত হয়। তিনি বলেন ঃ এটা হলো তাকদীর। আচ্ছা, প্রথমটি কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছে?[৩৫৪০]

৩৫৩৭. সহীহুল বুখারী ৫৭৫৬, মুসলিম ২২২৪, তিরমিযী ১৬১৫, আবূ দাউদ ৩৯১৬, আহমাদ ১১৭৬৯, ১১৯১৪, ১২১৫৪, ১২৩৬৭, ১২৪১১, ১৩২২১, ১৩৫০৮, ১৩৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৩৮. তিরমিযী ১৬১৪, ৩৯১০, আহমাদ ৩৬৭৯, ৪১৬০, ৪১৮৩। সহীহাহ ৪৩০, গায়াতুল মারাম ৩০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৩৯. আহমাদ ২৪২১, ৩০২৩। সহীহাহ ৭৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪০. সহীহুল বুখারী ২০৯৯, ৫৭৫৩, ৫৭৭২, মুসলিম ২২২৫, আহমাদ ৪৭৬১, ৬৩৬৯, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** ذَلِكَ الْقَدَرُ অর্থাৎ এটাই তাকদীর ব্যতীত সহীহ।

٣٥٤١/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُوْرِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ».

৬/৩৫৪১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ অসুস্থকে সুস্থদের সংস্পর্শে নেয়া উচিত নয়।[৩৫৪১]

٤٤/٢٥. بَاب الْجُذَامِ

২৫/৪৪. অধ্যায় : কুষ্ঠরোগ

٣٥٤٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُوْمٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ «كُلْ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَى اللهِ».

১/৩৫৪২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুজাহিদ বিন মূসা ও মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ মুফাদ্দাল বিন ফাদালাহ (দঈফ বা দুর্বল) হাবীব ইবনুশ শাহীদ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত এক ব্যক্তির হাত ধরে তা নিজের আহারের পাত্রের মধ্যে রেখে বলেন ঃ আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে খাও।[৩৫৪২]

٣٥٤٣/٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تُدِيْمُوْا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُوْمِيْنَ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ জানাব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ও আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি তাদলীস করতেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮১৭, ৩১/২৮৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪১. মুসলিম ২২২১, আবূ দাউদ ৩৯১১, আহমাদ ৯৩২৯। সহীহাহ ৯৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪২. তিরমিযী ১৮১৭, আবূ দাউদ ৩৯২৫। মিশকাত ৪৫৮৫, দঈফাহ ১১৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুফাদ্দাল বিন ফাদালাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬১৫০, ২৮/৪১৩ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৫৪৩। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আবদুল্লাহ বিন নাফি' ইবনু আবূ যিনাদ (তিনি সত্যবাদী তবে বাগদাদ আগমনের পর তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উসমান তার মাতা ফাতিমাহ বিনতুল হুসায়ন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আলী বিন আবুল খাসীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ওয়াকী' আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ হিন্দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উসমান তার মাতা ফাতিমাহ বিনতুল হুসায়ন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কুষ্ঠ রোগীদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকো না।[৩৫৪৩]

٣٥٤٤/٣- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِيْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُوْمٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ «ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ».

৩/৩৫৪৪। আমর বিন রাফি' হুশায়ম ইয়া'লা বিন আতা' শারীদ গোত্রের আমর তার পিতা (শারীদ বিন সুওয়ায়দ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বাইয়াত করেছি।[৩৫৪৪]

٢٥/٤٥. بَاب السِّحْرِ

২৫/৪৫. অধ্যায় : যাদুমন্ত্র

٣٥٤٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَهُوْدِيٌّ مِنْ يَهُوْدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ قَالَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ «جَاءَنِيْ رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيْ فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ لِلَّذِيْ عِنْدَ رِجْلِيْ أَوِ الَّذِيْ عِنْدَ رِجْلِيْ لِلَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ مَا وَجَعُ

৩৫৪৩. আহমাদ ২০৭৬। সহীহাহ ১০৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮১৬, ১৭/৯৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন আবুল খাসীব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১২৯, ২১/১২৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ হিন্দ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৩০৭, ১৫/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪৪. মুসলিম ২২৩১, নাসায়ী ৪১৮২, আহমাদ ১৮৯৭৪, ১৮৯৮০। সহীহাহ ১৯৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذِيْ أَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللهِ يَا عَائِشَةُ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ».

১/৩৫৪৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, যুরাইক গোত্রের লাবীদ বিন আসাম নামক জনৈক ইহূদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যাদু করে। শেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মনে হতো যে, কোন কাজ তিনি করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, শেষে একদিন বা এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার ডাকার পর বললেন ঃ হে আয়িশাহ! তুমি কি অবগত আছো, আমি যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক (ফেরেশতা) এসে তাদের একজন আমার শিয়রের কাছে এবং অপর জন আমার পায়ের কাছে বসেন। আমার মাথার কাছের জন আমার পায়ের কাছের জনকে অথবা আমার পায়ের কাছের জন আমার শিয়রের কাছের জনকে বললেন, লোকটার কী অসুখ হয়েছে? সাথী বলেন, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। তিনি বলেন, কে তাকে যাদুগ্রস্ত করেছে? অপরজন বলেন, লাবীদ ইবনুল আসাম। তিনি বলেন, কোন জিনিসের মধ্যে? অপরজন বলেন, চিরুনীর ভগ্নাংশ ও চিরুনীর সাথে লেগে থাকা চুল নর খেজুর গাছের সবু খোলসে ঢুকিয়ে। তিনি বলেন, তা কোথায় আছে? অপরজন বলেন, যী-আরওয়ান কূপের মধ্যে। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর একদল সাহাবীসহ সেখানে গেলেন (এবং সেগুলো কূপ থেকে বের করা হলো)। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বলেন ঃ হে আয়িশাহ, আল্লাহর শপথ! ঐ কূপের পানি মেহেদী পেষা পানির মত হয়ে গেছে এবং তথাকার খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথার মত। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সেগুলো কি ভস্মীভূত করেন নি? তিনি বলেন ঃ না। আল্লাহ তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছড়িয়ে দেয়া পছন্দ করি না। অতঃপর তিনি কূপটি ভরাট করার নির্দেশ দিলে তা ভরাট করে দেয়া হয়।[৩৫৪৫]

٣٥٤٦/٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا يَزَالُ يُصِيْبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنْ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ أَكَلْتَ قَالَ «مَا أَصَابَنِيْ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِيْ طِيْنَتِهِ».

২/৩৫৪৬। ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী বাকিয়্যাহ আবূ বাক্র আল-আনসী (ইবনু আদী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-মিস্রী (محهول الحال) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, উম্মু

৩৫৪৫. সহীহুল বুখারী ৩১৭৫, ৫৭৬৬, মুসলিম ২১৮৯, আহমাদ ২৩৭১৭, ২৪১২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সালামা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত আহার করেছিলেন তার ফলে প্রতি বছরই তো আপনি ব্যথা অনুভব করেন। তিনি বলেন ঃ তাতে আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তা আদম (আঃ) মাটির দলার মধ্যে থাকা অবস্থায়ই আমার তাকদীরে লেখা ছিল।[৩৫৪৬]

٢٥/٤٦. بَاب الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

২৫/৪৬. অধ্যায় : ভীতিকর পরিস্থিতি ও নিদ্রাহীনতা এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার দুআ'

٣٥٤٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِيْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ».

১/৩৫৪৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আফ্‌ফান, ওয়াহব, মুহাম্মাদ বিন আজলান, ইয়া'কূব বিন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, সা'দ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), খাওলাহ বিনতু হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ কোন গন্তব্যে পৌঁছে যদি এই দুআ' পড়ে ঃ "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক" (আমি আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বাক্যাবলীর ওয়াসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি), তাহলে সে স্থান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।[৩৫৪৭]

٣٥٤٨/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِيْ عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ لِيْ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِيْ حَتَّى مَا أَدْرِيْ مَا أُصَلِّي فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَرَضَ لِيْ شَيْءٌ فِيْ صَلَوَاتِيْ حَتَّى مَا أَدْرِيْ مَا أُصَلِّي «قَالَ ذَاكَ

৩৫৪৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ১২৪৫, দঈফাহ ৪৪২২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ বাকর বিন আনসী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৬৪, ৩৬/১৫৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-মিসরী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া তার সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, আমি তার সানাদ ও খবরের ব্যাপারে তার উপর ভরসা করি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অপরিচিত একজন ব্যক্তি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। **তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৬৯৯, ২৭/১৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪৭. মুসলিম ২৭০৮, তিরমিযী ৩৪৩৭, আহমাদ ২৬৫৭৯, ২৬৭৬৫, দারিমী ২৬৮০। সহীহ আল-জামি' ৫২৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

الشَّيْطَانُ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيَّ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِيْ بِيَدِهِ وَتَفَلَ فِيْ فَمِيْ وَقَالَ اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِعَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَعَمْرِيْ مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِيْ بَعْدُ.

২/৩৫৪৮। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আনসারী উইয়ায়নাহ বিন আবদুর রহমান আমার পিতা (আবদুর রহমান) উসমান বিন আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (তথায়) সলাতের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসতে লাগলো। ফলে আমার মনে থাকতো না যে, আমি কত রাক'আত নামায পড়েছি। আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বলেন ঃ আবুল আসের পুত্র নাকি? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কেন এসেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সলাতের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসে। ফলে আমি বলতে পারি না যে, আমি কত রাক'আত পড়েছি। তিনি বলেন ঃ এটা শয়তান। আমার নিকট এসো। আমি তাঁর নিকট এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং আমার মুখে লালা দিয়ে তিনবার বলেন ঃ আল্লাহর শত্রু! ভেগে যা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যাও, নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার জীবনের শপথ! এরপর থেকে শয়তান আমার অন্তরে আর তালগোল পাকাতে পারেনি।[৩৫৪৮]

٣٥٤٩/٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَنَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ أَبِيْهِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ لِيْ أَخًا وَجِعًا قَالَ مَا وَجَعُ أَخِيْكَ قَالَ بِهِ لَمَمٌ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهِ قَالَ فَذَهَبَ «فَجَاءَ بِهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا { وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ } وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ { شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ } وَآيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ { إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ } الْآيَةَ وَآيَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ } وَآيَةٍ مِنَ الْجِنِّ { وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا } وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْحَشْرِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

৩/৩৫৪৯। হারূন বিন হায়্যান ইবরাহীম বিন মূসা আবদাহ বিন সুলায়মান আবূ জানাব (তার অধিক তাদলীসের কারণে তাকে সকলে দুর্বল বলেছেন) আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা তার পিতা আবূ লায়লা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুইন তাঁর নিকট এসে বললো, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই কী রোগে আক্রান্ত? সে বললো, (কোন কিছুর) কুপ্রভাব (আছর)। তিনি বলেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আবূ লায়লা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, মধ্যখানের দু' আয়াত(১৬৩-

৩৫৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৪ নং আয়াত), আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) এবং বাকারার শেষ তিন আয়াত (২৮৪-৬ আয়াত) এবং আল ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি ১৮ নং আয়াত পড়েছিলেন এবং সূরা আরাফের এক আয়াত (৫৪ নং আয়াত), সূরা মুমিনূনের এক আয়াত (১১৭ নং আয়াত), সূরা জিন-এর এক আয়াত (৩ নং আয়াত), সূরা স্বাফ্ফাত-এর প্রথম দশ আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন (২২, ২৩ ও ২৪) আয়াত, সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে ফুঁ দিলেন। তাতে বেদুইন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো যে, তার কোন রোগই অবশিষ্ট নেই।[৩৫৪৯]

৩৫৪৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ জানাব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ও আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি তাদলীস করতেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮১৭, ৩১/২৮৪ নং পৃষ্ঠা)

(٢٦) كِتَاب اللِّبَاسِ

পর্ব (২৬) : পোশাক-পরিচ্ছদ

٢٦/١. بَاب لِبَاسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

২৬/১. অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পোশাক

٣٥٥٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ «فَقَالَ شَغَلَنِيْ أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ».

১/৩৫৫০। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ❯❮যুহরী❯❮উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র)❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারুকার্য খচিত একটি পশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় সলাত আদায় করলেন, অতঃপর বলেন ঃ এই চাদরের কারুকার্য আমাকে অমনোযোগী করেছে। এটি আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার কারুকার্যহীন (আম্বেজানী) চাদর নিয়ে এসো।[২৮৮২]

٣٥٥١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ لِيْ إِزَارًا غَلِيْظًا مِنْ الَّتِيْ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِيْ تُدْعَى الْمُلَبَّدَةَ وَأَقْسَمَتْ لِيْ لَقُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهِمَا».

২/৩৫৫১। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮আবূ উসামাহ❯❮সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ❯❮হুমায়দ বিন হিলাল❯❮আবূ বুরদাহ❯❮বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আমার সামনে ইয়ামানের তৈরী মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি এবং একটি কম্বল (বা চাদর) বের করলেন এবং শপথ করে আমাকে বললেন, কাপড় দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করেন।[২৮৮৩]

٣٥٥٢/٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «صَلَّى فِيْ شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا».

৩/৩৫৫২। ❮আহমাদ বিন সাবিত আল-জাহদারী❯❮সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ❯❮আল-আহওয়াস বিন হাকীম (হিফয শক্তি দুর্বল)❯❮খালিদ বিন মা'দান❯❮উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় সলাত আদায় করেন, যা তিনি পিঠ দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।[২৮৮৪]

২৮৮২. সহীহুল বুখারী ৩৭৩, ৭৫২, ৫৮১৭, মুসলিম ৫৫৬, নাসায়ী ৭৭১, আবূ দাউদ ৯১৪, ৪০৫২, আহমাদ ২৩৫৬৭, ২৩৬৭০, ২৪৯১৭, ২৫১০৭, ২৫২০৬, মুওয়াত্তা' মালিক ২২০। সহীহ আবূ দাউদ ৮৪৮, ইরওয়া' ৩৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮৩. সহীহুল বুখারী ৩১০৮, ৫৮১৮, মুসলিম ২০৮০, তিরমিযী ১৭৩৩, আবূ দাউদ ৪০৩৬, আহমাদ ২৩৫১৭, ২৪৪৭৬। মুখতাসারুশ শামাইল ৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

٣٥٥٣/٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ».

৪/৩৫৫৩। ইউনুস বিন আবদুল আ'লা ইবনু ওয়াহব মালিক ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর পরনে ছিল মোটা পাড়যুক্ত একটি নাজরানী চাদর।[২৮৮৫]

٣٥٥٤/٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسُبُّ أَحَدًا وَلَا يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ».

৫/৩৫৫৪। আবদুল কুদ্দূস বিন মুহাম্মাদ বিশর বিন উমার ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবুল আসওয়াদ আসিম বিন উমার বিন কাতাদাহ আলী ইবনুল হুসায়ন আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কাউকে গালি দিতে শুনিনি এবং কাউকে তাঁর কাপড় ভাঁজ করে দিতেও দেখিনি।[২৮৮৬]

٣٥٥٥/٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ قَالَ وَمَا الْبُرْدَةُ قَالَ الشَّمْلَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِيْ لِأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيْهَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ فَجَاءَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ رَجُلٌ سَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ اكْسُنِيْهَا قَالَ «نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ وَاللهِ مَا أَحْسَنْتَ كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ إِنِّيْ وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ فَقَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-আহওয়াস্র বিন হাকীম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হিফযে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আওফ আল-হিমসী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮৭, ২/২৮৯ নং পৃষ্ঠা)

২৮৮৫. সহীহুল বুখারী ৩১৪৯, ১০৫৭, আহমাদ ১২১৩৯, ১২৭৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৬/৩৫৫৫। হিশাম বিন আম্মার, আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম, তার পিতা (আবূ হাযিম), সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) এক মহিলা একখানা চাদরসহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরার জন্য আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি। চাদরের প্রয়োজন অনুভব করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা গ্রহণ করলেন, অতঃপর সেটাকে লুঙ্গীর মত করে পরিধান করে আমাদের নিকট আসলেন। তখন অমুকের পুত্র অমুক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চাদরটা কী চমৎকার। এটা আমাকে পরতে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আচ্ছা। তিনি ভিতর বাড়িতে গিয়ে চাদরটা ভাঁজ করে তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন তাকে বললো, আল্লাহর শপথ! কাজটা তুমি ভালো করোনি। নবী (সাঃ) প্রয়োজন অনুভব করেই তা পরেছিলেন। আর তুমি তাঁর নিকট থেকে সেটা চেয়ে নিলে! অথচ তুমি জানো যে, তিনি কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি এটা পরার জন্য তাঁর থেকে চেয়ে নেইনি, বরং আমার কাফন বানানোর জন্য চেয়ে নিয়েছি। সাহল (রাঃ) বলেন, লোকটা যেদিন মারা গেল সেদিন সেটিই তার কাফন হলো।[২৮৮৭]

৩৫৫৬/৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ وَلَبِسَ ثَوْبًا خَشِنًا خَشِنًا».

৭/৩৫৫৬। ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী, বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ, ইউসুফ বিন আবূ কাসীর (মাজহুল বা অপরিচিত), নূহ বিন যাকওয়ান (দঈফ বা দুর্বল), হাসান, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পশমী কাপড় পরেছেন, ছেঁড়া জুতা পরেছেন এবং মোটা কাপড়ও পরেছেন।[২৮৮৮]

٢/٢٦. بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

২৬/২. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানের সময় যে দুআ' পড়বে।

৩৫৫৭/১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ أَوْ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي سِتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا قَالَهَا ثَلَاثًا».

২৮৮৭. সহীহুল বুখারী ১২৭৭, ২০৯৩, ৫৮১০, ৬০৩৬, নাসায়ী ৫৩২১, আহমাদ ২২৩১৮, দারিমী ৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ইউসুফ বিন আবূ কাসীর সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৪৯, ৩২/৪৫১ নং পৃষ্ঠা) ২. নূহ বিন যাকওয়ান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৯১, ৩০/৪৮ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৫৫৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন আসবাগ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত) আবুল আলা' (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ উমামাহ বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব নতুন কাপড় পরে বলেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উওয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী" (সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমন বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকতে পারি এবং আমার জীবনযাত্রাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি)। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধানকালে এ দুআ' পড়বে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী উওয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী", অতঃপর পুরাতন কাপড়খানাও রেখে দেয়ার ইচ্ছা করে তা দান করে দেয়, তবে সে জীবনে ও মরণে আল্লাহর আশ্রয়ে ও আল্লাহর হিফাযাতে থাকবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[২৮৮৯]

٣٥٥٨/٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيْصًا أَبْيَضَ فَقَالَ ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيْلٌ أَمْ جَدِيْدٌ قَالَ لَا بَلْ غَسِيْلٌ قَالَ «الْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا».

২/৩৫৫৮। হুসায়ন বিন মাহদী আবদুর রায্যাক মা'মার যুহরী সালিম ইবনু উমার রাসূলুল্লাহ উমার -র পরনে একটি সাদা জামা দেখতে পেয়ে বলেন ঃ তোমার এ কাপড় ধোয়া না নতুন? তিনি বলেন, না, বরং ধৌত করা। তিনি বলেন ঃ নতুন কাপড় পরিধান করো, উত্তম জীবন যাপন করো এবং শহিদী মৃত্যু বরণ করো।[২৮৯০]

٣/٢٦. بَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

২৬/৩. অধ্যায় : যেসব পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে

٣٥٥٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

১/২৫৫৯। আবূ বাকর সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী আতা' বিন ইয়াযীদ আল-লায়সী আবূ সাঈদ আল-খুদরী নবী কাপড় পরিধানের দু'টি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব সে

২৮৮৯. তিরমিযী ৩৫৬০। মিশকাত ৪৩৭৪, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১০০, দঈফাহ ৪৬৪৯, দঈফ আল-জামি' ৫৮২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আসবাগ বিন যায়দ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার ব্যাপারে সামলোচনার রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৩৫, ৩/৩০১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবুল আলা' সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৫৫২, ৩৪/১৫৭ নং পৃষ্ঠা)

২৮৯০. আহমাদ ৫৫৮৮। সহীহাহ ৩৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

দু'টি পদ্ধতি হলো ঃ (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দু' হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।[২৮৯১]

٣٥٦٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِيْ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ».

২/৩৫৬০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার খুবায়ব বিন আবদুর রহমান হাফস্ বিন আসিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড় পরিধানের দু'টি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন ঃ (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং(২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দু' হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।[২৮৯২]

٣٥٦١/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إِلَى السَّمَاءِ».

৩/৩৫৬১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ সা'দ বিন সাঈদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড় পরিধানের দু'টি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন ঃ (১) এক কাঁধ খোলা রেখে একই চাদর সমস্ত শরীরে জড়িয়ে নেয়া এবং (২) একই কাপড়ে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে তোমার নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দু' হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।[২৮৯৩]

٢٦/٤. بَاب لُبْسِ الصُّوْفِ

২৬/৪. অধ্যায় : পশমী পোশাক পরিধান

٣٥٦٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِيْ يَا بُنَيَّ «لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ».

২৮৯১. সহীহুল বুখারী ৩৬৭, ১৯৯২, ২১৪৭, ৫৮২০, ৫৮২২, ৬২৮৪, নাসায়ী ৫৩৪০, ৫৩৪১, আবূ দাউদ ৩৩৭৭, আহমাদ ১০৬৩৯, ১০৭১০, ১১০২৯, ১১২৩৭, ১১৪৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৯২. সহীহুল বুখারী ৩৬৮, ৫৮৪, ৫৮২১, তিরমিযী ১৭৫৮, আহমাদ ৮৭২৬, ২৭৬১৯, ৯৩০১, ২৭২৪৫, ৯৭৯৫, ৯৮৩৪, ১০০৬৪, ১০১৫৭, ১০২৪৫, ১০৪৬৫, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭০৪, দারিমী ১৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৯৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সা'দ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তার হিফযের পূর্বে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২০৮, ১০/১৬২ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৫৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাসান বিন মূসা শায়বান কাতাদাহ আবূ বুরদাহ তার পিতা (আবূ মূসা আল-আশআরী) (আবূ বুরদাহ) বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! বৃষ্টির সময় তুমি যদি রাসূলুল্লাহ -এর সাথে আমাদের দেখতে তবে অবশ্যই তুমি আমাদের শরীরের গন্ধকে মেষের গন্ধ বলে অনুভব করতে।[২৮৯৪]

٣٥٦٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَصَلَّى بِنَا فِيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا».

২/৩৫৬৩। মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন কারামাহ আবূ উসামাহ আল-আহওয়াস বিন হাকীম (তার হিফয শক্তি দুর্বল) খালিদ বিন মা'দান .... উবাদাহ ইবনুস সামিত তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সংকীর্ণ হাতাবিশিষ্ট একটি রুমীয় পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। তিনি সেটি পরিহিত অবস্থায় আমাদের সাথে সলাত আদায় করলেন। এটি ছাড়া তাঁর শরীরে (উপরাংশে) আর কিছু ছিলো না।[২৮৯৫]

٣٥٦٤/٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ السِّمْطِ حَدَّثَنِي الْوَضِيْنُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ».

৩/৩৫৬৪। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী ও আহমাদ ইবনুল আযহার মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ইয়াযীদ ইবনুস সিমত আল-ওয়াদীন বিন আতা' (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মাহফূয বিন আলকামাহ .... সালমান ফারিসী রাসূলুল্লাহ উযু করার পর তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উল্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মুছলেন।[২৮৯৬]

٣٥٦٥/٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ الْفَضْلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «يَسِمُ غَنَمًا فِيْ آذَانِهَا وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ».

২৮৯৪. তিরমিযী ২৪৭৯, আবূ দাঊদ ৪০৩৩, আহমাদ ১৯১৫৫। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৯৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-আহওয়াস বিন হাকীম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হিফযে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আওফ আল-হিমসী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮৭, ২/২৮৯ নং পৃষ্ঠা)

২৮৯৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-ওয়াদীন বিন আতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় আমি কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবদুল বাকী বিন কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬৮৯, ৩০/৪৪৯, নং পৃষ্ঠা)

৪/৩৫৬৫। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মূসা ইবনুল ফাদল (মাকবূল) শু'বাহ হিশাম বিন যায়দ আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মেষ পালের কানে দাগ দিতে দেখেছি এবং তাঁকে একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।[২৮৯৭]

٢٦/٥. بَاب الْبَيَاضِ مِنْ الثِّيَابِ

২৬/৫. অধ্যায় : সাদা পোশাক পরিধান

٣٥٦٦/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوْهَا وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ».

১/৩৫৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী ইবনু খুসায়ম সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের পোশাকের মধ্যে উত্তম পোশাক হলো সাদা পোশাক। অতএব তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও (বুখারী, মুসলিম, দাউদ ও তিরমিজি)।[২৮৯৮]

٣٥٦٧/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ».

২/৩৫৬৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান হাবীব বিন আবূ স্বাবিত মায়মূন বিন আবূ শাবীব সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করো। কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম।[২৮৯৯]

٣٥٦٨/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ أَبِيْ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللهَ بِهِ فِيْ قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ».

৩/৩৫৬৮। মুহাম্মাদ বিন হাস্সান আল-আযরাক আবদুল মাজীদ বিন আবূ রাওওয়াদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মারওয়ান বিন সালিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আস-সাজী ও অন্যান্যরা তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ করেছেন) স্বফওয়ান বিন আমর শুরায়হ বিন উবায়দ আল-হাদরামী .... আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

২৮৯৭. স্বহীহুল বুখারী ৫৫৪২, মুসলিম ২১১৯, আবূ দাউদ ২৫৬৩, আহমাদ ১২৩৩৯, ১৩২৫১, ১৩৩১২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু সানাটি দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা)

২৮৯৮. আবূ দাউদ ৪০৬১, আহমাদ ২৪৭৫, ৩০২৭, ৩৩৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৮৯৯. নাসায়ী ৫৩২২, ৫৩২৩, আহমাদ ১৯৬৪১, ১৯৬৭২, ১৯৬৮৮, ১৯৭০৬। মিশকাত ৪৩৩৭, আল-আহকাম ৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কবরসমূহে ও মসজিদসমূহে আল্লাহর সাথে সাদা পোশাকে সাক্ষাত করাই তোমাদের জন্য উত্তম।[২৯০০]

٦/٢٦. بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ

২৬/৬. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধেয় বস্ত্র (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়

٣٥٦٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الَّذِيْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/৩৫৬৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ উসামাহ] [উবায়দুল্লাহ বিন উমার] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ◊ [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [উবায়দুল্লাহ বিন উমার] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজের পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।[২৯০১]

٣٥٧٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيْثَ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَأَشَارَ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

২/৩৫৭০। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ মু'আবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)] [আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারে মত্ত হয়ে তার পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। রাবী আমাশ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি 'বালাত' নামক স্থানে বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র সাথে সাক্ষাত করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীস্রটি তার নিকট পেশ করলাম। তিনি তার দু' কানের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার এ দু' কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা আত্মস্থ করেছে।[২৯০২]

২৯০০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৯৭, মিশকাত ৪৩৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল মাজীদ বিন আবূ রাওওয়াদ সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, মক্কায় তাকে দুর্বলতা স্পর্ষ করেছিলো। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১০, ১৮/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. মারওয়ান বিন সালিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনা করতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৮৭৩, ২৭/৩৯২ নং পৃষ্ঠা)

২৯০১. সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৫১০, ৬১৬৮, ৬৩০৪, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৯৬, ১৬৯৮। গায়াতুল মারাম ৯০, রাওদুন নাদীর ৫৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯০২. আবূ দাউদ ৪০৯৩, আহমাদ ১০৬২৭, ১০৬৪৫, ১১০০৪, ১১০৯৫, ১১৫১৫, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٥٧١/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ بِأَبِيْ هُرَيْرَةَ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ سَبَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩/৩৫৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (আবূ সালামাহ) বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পাশ দিয়ে এক কোরাইশ যুবক তার পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার পরিধেয় বস্ত্র গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।[২৯০৩]

٧/٢٦- وَضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ

২৬/৭. অধ্যায় : পরিধেয় বস্ত্রের সর্বনিম্ন সীমা

٣٥٧٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِيْ أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ».

٣٥٧٢/٢ (١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১/৩৫৭২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবুল আহওয়াস আবূ ইসহাক মুসলিম বিন নুযায়র (মাকবূল) হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার (অপর বর্ণনায় তাঁর নিজের) জঙঘার পশ্চাদভাগ ধরে বললেন ঃ এই হলো লুঙ্গির (সর্বনিম্ন) স্থান। তুমি যদি তা মানতে না চাও তবে আরো নিচে, যদি তাও মানতে না চাও আরো নিচে (নামাতে পারো)। যদি তুমি তাও মানতে না চাও তবে পায়ের গোছার নিচে যাওয়ার অধিকার লুঙ্গির নাই।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯০৩. সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, ২৭২৫৩, ৯৮৯১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৯৭। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৯৮। **তাহকীক আলবানী**ঃ হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩৫৭২(১)। ∢আলী বিন মুহাম্মাদ ⟩⟨ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ⟩⟨ আবূ ইসহাক ⟩⟨ মুসলিম বিন নুযায়র (মাকবূল) ⟩⟨ হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩∢ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২৯০৪]

٣٥٧٣/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ سَعِيْدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُوْلُ ثَلَاثًا لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا».

৩/৩৫৭৩। ∢আলী বিন মুহাম্মাদ ⟩⟨ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ⟩⟨ আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ⟩⟨ তার পিতা (আবদুর রহমান) ⟩⟨ বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩∢ কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট লুঙ্গি সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তির লুঙ্গি তার দু' জঙ্ঘার মধ্যাংশ পর্যন্ত (প্রলম্বিত হতে পারে), তবে জঙ্ঘা থেকে গোছা পর্যন্ত (প্রলম্বিত হওয়ায়) কোন দোষ নেই। কিন্তু গোছার নিম্নাংশে পৌঁছলে তা জাহান্নামে যাবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার লুঙ্গি (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।[২৯০৫]

٣٥٧٤/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ «لَا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ».

৪/৩৫৭৪। ∢আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⟩⟨ ইয়াযীদ বিন হারূন ⟩⟨ শারীক ⟩⟨ আবদুল মালিক বিন উমায়র ⟩⟨ হুসায়ন বিন কাবীসাহ ⟩⟨ মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩∢ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে সুফিয়ান বিন সাহল! পরিধেয় বস্ত্র (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরো না। কারণ আল্লাহ তা'আলা এভাবে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরিধানকারীদের পছন্দ করেন না।[২৯০৬]

٨/٢٦. بَاب لُبْسِ الْقَمِيْصِ

২৬/৮. অধ্যায় : পরিধান

২৯০৪. তিরমিযী ১৭৮৩, নাসায়ী ৫৩২৯। রাওদুন নাদীর ২৮৬, মুখতাসারুশ শামাইল ৯৯, সহীহাহ ১৭৬৫, ২৩৬৬, ২৬৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯০৫. আবূ দাউদ ৪০৯৩, আহমাদ ১০৬২৭, ১০৬৪৫, ১১০০৪, ১১০৯৫, ১১৫১৫, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৯৯। মিশকাত ৪৩৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্বিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

২৯০৬. আহমাদ ১৭৬৮৫, ১৭৭২১, ১৭৭৫০। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৯৮, সহীহাহ ৪৮২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

١/٣٥٧٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ الْقَمِيْصِ».

১/৩৫৭৫। ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী আবূ তুমায়লাহ আবদুল মু'মিন বিন খালিদ ইবনু বুরায়দাহ তার মাতা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জামার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন পোশাক ছিলো না।[২৯০৭]

٩/٢٦. بَاب طُوْلِ الْقَمِيْصِ كَمْ هُوَ

২৬/৯. অধ্যায় : জামা কতখানি লম্বা হবে?

١/٣٥٧٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا أَغْرَبَهُ».

১/৩৫৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হুসায়ন বিন আলী ইবনু আবূ ওয়াররাদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে।) সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ 'ইসবা' (পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান) লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ির বেলায়ই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অহংকারবশে কোন কিছু (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। রাবী আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হাদীস্টি সনদের দিক দিয়ে কিছুটা অপ্রসিদ্ধ।[২৯০৮]

١٠/٢٦. بَاب كُمِّ الْقَمِيْصِ كَمْ يَكُوْنُ

২৬/১০. অধ্যায় : জামার হাতার দৈর্ঘ্য

١/٣٥٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ح و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَلْبَسُ قَمِيْصًا قَصِيْرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّوْلِ».

২৯০৭. তিরমিযী ১৭৬২, আবূ দাউদ ৪০২৫, ৪০২৬। মুখতাসারুশ শামাইল ৪৬, মিশকাত ৪৩২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯০৮. সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৫১০, ৬১৬৮, ৬৩০৪, মুওয়াত্তা' মালিক ১৬৯৬, ১৬৯৮। মিশকাত ৪৩৩২, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ রাওওয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার দিক থেকে তিনি পরিচিত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও মুরজিয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৪৭, ১৮/১৩৬ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৫৭৭। আহমাদ বিন উসমান বিন হাকীম আল-আওদী আবূ গাস্সান হাসান বিন সালিহ মুসলিম (বিন কায়সান) (দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ কুরায়ব উবায়দ বিন মুহাম্মাদ (দঈফ বা দুর্বল) হাসান বিন সালিহ মুসলিম (বিন কায়সান) (দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুফইয়ান বিন ওয়াকী' আমার পিতা (ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ) হাসান বিন সালিহ মুসলিম (বিন কায়সান) (দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ক্ষুদ্র হাতাবিশিষ্ট জামা পরিধান করতেন।[২৯০৯]

١١/٢٦. بَاب حَلِّ الْأَزْرَارِ

২৬/১১. অধ্যায় : জামার বোতাম খোলা রাখা

٣٥٧٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ زِرَّ قَمِيْصِهِ لَمُطْلَقٌ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِيْ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا».

১/৩৫৭৮। আবূ বাকর ইবনু দুকায়ন যুহায়র উরওয়াহ বিন আবদুল্লাহ বিন কুশায়র মুআবিয়া বিন কুররাহ তার পিতা (কুররাহ বিন ইয়াস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর হাতে বাইআত হলাম। তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা ছিল। রাবী উরওয়া (রহ.) বলেন, তাই আমি শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে মুআবিয়া ও তার ছেলের জামার বোতাম খোলা রাখতে দেখেছি।[২৯১০]

١٢/٢٦. بَاب لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ

২৬/১২. অধ্যায় : পায়জামা পরিধান

٣٥٧٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ «أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيْلَ».

২৯০৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৪৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুসলিম (বিন কায়সান) আল-মুলায়ী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বলেন, তিনি গায়র সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৩৯, ২৭/৫৩০ নং পৃষ্ঠা) ২. উবায়দ বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ৩. সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা)

২৯১০. আবূ দাউদ ৪০৮২। আত তা'লীকুর রাগীব ১/৪২, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৪২, মুখতাসারুশ শামাইল ৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৫৭৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান (বিন সাঈদ) সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) সুওয়ায়দ বিন কায়স মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া (বিন সাঈদ) ও আবদুর রহমান সুফইয়ান (বিন সাঈদ) সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) সুওয়ায়দ বিন কায়স তিনি বলেন, নবী আমাদের এখানে এসে দরদাম করে পায়জামা খরিদ করলেন।[২৯১১]

١٣/٢٦. بَاب ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُوْنُ

২৬/১৩. অধ্যায় : স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (দীর্ঘ হবে)?

٣٥٨٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ «شِبْرًا قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ».

১/৩৫৮০। আবূ বাকর আল-মু'তামির বিন সুলায়মান উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' সুলায়মান বিন ইয়াসার উম্মু সালামাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী তার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কতখানি (নিচে) ঝুলিয়ে পরতে পারে? তিনি বলেন ঃ (গোড়ালি থেকে) এক বিঘত পরিমাণ (উপরে রাখবে)। আমি বললাম, এতে তো তার পা উদাম হয়ে থাকবে। তিনি বলেন ঃ তাহলে সে এক হাত পরিমাণ নিচে ঝুলিয়ে রাখবে, তার বেশি নয়।[২৯১২]

٣٥٨١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ «رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِيْنَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا».

২/৩৫৮১। আবূ বাকর আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সিদ্দীক আন-নাজী ইবনু উমার নবী এর স্ত্রীগণকে এক হাত পরিমাণ আঁচল লম্বা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নারীরা আমাদের নিকট এলে আমরা তাদেরকে কাঠি দ্বারা এক হাত পরিমাণ মেপে দেখিয়ে দিতাম।[২৯১৩]

২৯১১. তিরমিযী ১৩০৫, নাসায়ী ৪৫৯২, আবূ দাউদ ৩৩৩৬, আহমাদ ১৮৬১৯, দারিমী ২৫৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯১২. তিরমিযী ১৭৩২, নাসায়ী ৫৩৩৬, ৫৩৩৭, ৫৩৩৮, ৫৩৩৯, আবূ দাউদ ৪১১৭, আহমাদ ২৫৯৭২, ২৫৯৯২, ২৬০৯২, ২৬১৪১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭০০, দারিমী ২৬৪৪। সহীহাহ ১৮৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯১৩. তিরমিযী ১৭৩১, নাসায়ী ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪১১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** القصب। শব্দ ব্যতীত সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল।

٣٥٨٢/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ «ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ».

৩/৩৫৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ আবুল মুহাযযিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) ফাতিমাহ (রাঃ) অথবা উম্মু সালামাহ (রাঃ) কে বলেন ঃ তোমার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল এক হাত পরিমাণ লম্বা হতে পারে।[২৯১৪]

٣٥٨٣/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «فِيْ ذُيُوْلِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ».

৪/৩৫৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফফান আবদুল ওয়ারিস হাবীব আল-মুআল্লিম আবুল মুহাযযিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আয়িশাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) নারীদের পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল সম্পর্কে বলেন ঃ তা এক বিঘত পরিমাণ (গোড়ালির উপরে থাকবে)। আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, তাহলে তো তাদের পায়ের জঙঘা অনাবৃত হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ তবে এক হাত পরিমাণ (নিচের দিকে) লম্বা হবে।[২৯১৫]

٢٦/١٤. بَاب الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

২৬/১৪. অধ্যায় : কালো পাগড়ি

(**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১০২, ১০/৫৬ নং পৃষ্ঠা) হাদীসটির ৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৭৩২, আবূ দাউদ ৪১১৭, ৪১১৯, দারিমী ২৬৪৪, আহমাদ ৪৬৬৯, ৪৭৫৯, ৫৬০৫, ৭৫১৯, ৯১২০, ২৩৯৪৭, ২৪৩৯৬, ২৫৯৭১, ২৬১৪০, মু'জামুল আওসাত ২০৫১, ৫৯৩৬, ৭৩২১, ৮৩৯৩, শারহুস সুন্নাহ ৩০৮২।

২৯১৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মুহাযযিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৫৫, ৩৪/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবুল মুহাযযিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১টি শাওয়াহিদ হাদীস হাদীস পাওয়া যায়। তা হলোঃ মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ ২৫২৭২।

২৯১৫. আহমাদ ২৩৯৪৮, ২৪৩৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মুহাযযিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৫৫, ৩৪/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবুল মুহাযযিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৭৩২, আবূ দাউদ ৪১১৭, ৪১১৯, দারিমী ২৬৪৪, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭০০, আহমাদ ৪৬৬৯, ৪৭৫৯, ৫৬০৫, ২৬০৯৫, ২৬১৪০, মু'জামুল আওসাত ২০৫১, ৫৯৩৬, ৭৩২১, ৮৩৯৩, শারহুস সুন্নাহ ৩০৮২।

٣٥٨٤/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

১/৩৫৮৪। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মুসাবির আল-ওয়াররাক জা'ফার বিন আমর বিন হুরায়স (মাকবূল) তার পিতা (আমর বিন হুরায়স) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারের উপর খুতবা দিতে দেখেছি।[২৯১৬]

٣٥٨٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

২/৩৫৮৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।[২৯১৭]

٣٥٨٦/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

৩/৩৫৮৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন দীনার ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।[২৯১৮]

٢٦/١٥. بَاب إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

২৬/১৫. অধ্যায় : দু' কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ির প্রান্তভাগ ঝুলানো

٣٥٨٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ».

২৯১৬. মুসলিম ২৪২০, নাসায়ী ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবূ দাঊদ ৪০৭৭, আহমাদ ১৮২৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯১৭. মুসলিম ২৪১৮, ২৪১৯, তিরমিযী ১৬৭৯, ১৭৩৫, নাসায়ী ২৮৬৯, ৫৩৪৪, ৫৩৪৫, আবূ দাঊদ ৪০৭৬, আহমাদ ১৪৪৮৮, ১৪৭৩৭, দারিমী ১৯৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯১৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ২৯/১০৪) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মূসা বিন উবায়দাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৪৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ৫৩টি খুবই দুর্বল, ১১৩টি দুর্বল, ১০৭টি হাসান, ৭৩টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ১৩৫৯, ১৩৬০, ১৩৬১, তিরমিযী ১৬৮০, ১৬৮১, ১৭৩৫, আবূ দাঊদ ২৫৯১, ২৫৯২, ৪০৭৬, ৪০৭৭, দারিমী ১৯৩৯, আহমাদ ২০৭৫, ১৪৪৮৮, ১৪৭৩৭, ১৮১৫৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯৬৩৮।

১/৩৫৮৭। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ উসামাহ] [মুসাবির] [জা'ফার বিন আমর বিন হুরায়স্র (মাকবূল)] [তার পিতা (আমর বিন হুরায়স্র (রাঃ)] তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাঁর মাথার কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর পাগড়ির দু' প্রান্ত তাঁর দু' কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।[২৯১৯]

١٦/٢٦. بَاب كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

২৬/১৬. অধ্যায় : রেশমী বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ

٣٥٨٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

১/৩৫৮৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ] [আবদুল আযীয বিন সুহায়ব] [আনাস বিন মালিক (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করলো, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।[২৯২০]

٣٥٨٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ».

২/৩৫৮৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আলী বিন মুসহির] [আশ-শায়বানী] [আশআস্র বিন আবুশ শা'স্রা'] [মুআবিয়াহ বিন সুওয়ায়দ] [বারা' (বিন আযিব) (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দীবাজ, হারীর ও ইসতাবরাক নিষিদ্ধ করেছেন।[২৯২১]

٣٥٩٠/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ».

৩/৩৫৯০। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ওয়াকী'] [শু'বাহ] [হাকাম] [আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা] [হুযায়ফাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রেশমী বস্ত্র ও সোনার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা দুনিয়াতে তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখেরাতে আমাদের জন্য।[২৯২২]

٣٥٩١/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ».

২৯১৯. মুসলিম ২৪২০, নাসায়ী ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবূ দাউদ ৪০৭৭, আহমাদ ১৮২৫৯। মুখতাসরুশ শামাইল ৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২০. সহীহুল বুখারী ৫৮৩২, মুসলিম ২০৭৩, আহমাদ ১১৫৭৪, ১৩৫৮০। গায়াতুল মারাম ৭৮, সহীহাহ ৩৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২১. সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৫০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৫৩০৯, আহমাদ ১৮০৬১, ১৮১৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২২. সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী ৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, আহমাদ ২২৮০৩, ২২৮৫৫, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারিমী ২১৩০। ইরওয়া' ৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/৩৫৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লাল বর্ণের একটি হুল্লা (রেশম মিশ্রিত চাদর) দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাত দানকালে এবং জুমুআর দিন ব্যবহারের জন্য যদি আপনি এটা কিনতেন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এটা এমন লোকে পরতে পারে, আখেরাতে যার কোন অংশ নেই।[২৯২৩]

١٧/٢٦. بَاب مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

২৬/১৭. অধ্যায় : যাকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেয়া হয়েছে

١/٣٥٩٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نَبَّأَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِيْ قَمِيْصَيْنِ مِنْ حَرِيْرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا حِكَّةٍ».

১/৩৫৯২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবায়র ইবনুল আওওয়াম ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী জামা পরার অনুমতি দেন।[২৯২৪]

١٨/٢٦. بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ

২৬/১৮. অধ্যায় : কাপড়ে চিহ্ন লাগানোর অনুমতি

١/٣٥٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى عَنْ الْحَرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ».

১/৩৫৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস বিন গিয়াস আসিম আবূ উসমান উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি হারীর ও দীবাজ এতটুকু পরিমাণের অধিক ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তিনি তার হাতের প্রথম আংগুল, এরপর দ্বিতীয়টি, এরপর তৃতীয়টি এবং এরপর চতুর্থটি দিয়ে ইশারা করলেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।[২৯২৫]

٢/٣٥٩٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ فَدَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ

২৯২৩. সহীহুল বুখারী ৮৮৬, ৯৪৮, ২১০৪, ২৬১২, ২৬১৯, ৩০৫৪, ৫৮৪১, ৫৯৮১, ৬০৮১, মুসলিম ২০৬৮, নাসায়ী ১৩৮২, ১৫৬০, ৫২৯৫, ৫২৯৯, ৫৩০৬, ৫৩০৭, ৫৩০৮, আবূ দাউদ ১০৭৬, ৪০৪০, আহমাদ ৪৬৯৯, ৪৭৫৩, ৪৯৫৮, ৫০৭৬, ৫১০৪, ৫৩৪১, ৫৭৬৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭০৫। গায়াতুল মারাম ৭৯, সহীহ আবূ দাউদ ৯৮৭, ইরওয়া' ২৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২৪. সহীহুল বুখারী ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮৩৯, মুসলিম ২০৭৬, তিরমিযী ১৭২২, নাসায়ী ৫৩১০, ৫৩১১, আবূ দাউদ ৪০৫৬, আহমাদ ১১৮২১, ১১৮৭৯, ১২৫৮০, ১৩২২৮, ১৩২৭০, ১৩৪৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২৫. বুখারী ৫৮২৮, মুসলিম ৩৮৫৬, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আহমাদ ৯৩, ৩০৩, ৩২৩, ৩৫৮, ৩৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

بُؤْسًا لِعَبْدِ اللهِ يَا جَارِيَةُ هَاتِي «جُبَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوْفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ».

২/৩৫৯৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' মুগীরাহ বিন যিয়াদ আসমা' এর মুক্তদাস আবূ উমার আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র (আবূ উমার) বলেন, আমি ইবনু উমার কে রেশমী বস্ত্রের প্রান্তযুক্ত একটি পাগড়ি ক্রয় করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি কাঁচি আনিয়ে তা কেটে ফেলেন। আমি আসমা -র নিকট প্রবেশ করে বিষয়টি তার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আবদুল্লাহর জন্য দুঃখ হয়। হে মেয়ে! রাসূলুল্লাহ -এর জুব্বাটা নিয়ে এসো। সে জুব্বাটি নিয়ে আসলো, যার দুই হাতা, গলা ও বুকে রেশমের 'ফিতা' লাগানো ছিল।[২৯২৬]

١٩/٢٦. بَاب لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

২৬/১৯. অধ্যায় : মহিলাদের রেশমী বস্ত্র ও সোনা ব্যবহার

٣٥٩٥/١– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

১/৩৫৯৫। আবূ বাকর আবদুর রহীম বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আবদুল আযীয বিন আবুস্‌ স্না'বাহ আবুল আফলাহ আল-হামদানী (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন যুরায়র আল-গাফিকী আলী বিন আবূ তালিব তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর বাম হাতে কিছু রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে কিছু সোনা নিলেন এবং সেগুলোসহ তাঁর দু' হাত উপরে তুলে বলেন ঃ আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দু'টির ব্যবহার হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।[২৯২৭]

٣٥٩٦/٢– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوْفَةٌ بِحَرِيْرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَحْمَتُهَا فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِهَا أَلْبَسُهَا قَالَ «لَا وَلَكِنْ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ.

২৯২৬. আহমাদ ২৬৪০৪, ২৬৪৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯২৭. আবূ দাউদ ৪০৫৭। ইরওয়া' ২৭৭, আদাবুয যিফাফ ১৫০, গায়াতুল মারাম ৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্রালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৫৯৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) আবূ ফাখিতাহ হুবায়রাহ বিন ইয়ারীম (তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রেশমী সূচিকর্ম খচিত একটি চাদর উপহার দেয়া হলো, যার টানা অথবা পড়ন ছিল রেশমী সূতার। তিনি সেটি লোক মারফত আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা দিয়ে আমি কী করবো, আমি কি এটা পরবো? তিনি বলেন ঃ না, এটা দ্বারা ফাতেমার ওড়না বানিয়ে দাও।[২৯২৮]

٣٥٩٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْإِفْرِيْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِيْ إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيْرٍ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ «إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

৩/৩৫৯৭। আবূ বাকর আবদুর রহীম বিন সুলায়মান আল-ইফরীকী (তার হিফয শক্তি দুর্বল) আবদুর রহমান বিন রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর এক হাতে ছিল একটি রেশমী বস্ত্র এবং অপর হাতে ছিল এক টুকরা সোনা। তিনি বলেন ঃ এ দু'টি জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।[২৯২৯]

২৯২৮. সহীহুল বুখারী ২৬১৪, ৫৩৬৬, ৫৮৪০, মুসলিম ২০৭১, নাসায়ী ৫২৯৮, আবূ দাউদ ৪০৪৩, আহমাদ ৭০০, ৭১২, ৭৫৭, ৯৬৬, ১১৭৫, ১৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা) ২. হুবায়রাহ বিন ইয়ারীম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিতর মতোই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৫২, ৩০/১৫০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল তবে তার মুতাবাআত রয়েছে। হাদীসটির ২৪৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩৯টি খুবই দুর্বল, ৫৪টি দুর্বল, ৪২টি হাসান, ১০৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৮৮৬, ৯৪৮, ২১০৪, ২৬১২, ২৬১৯, ৩০৫৪, ৫৩৬৪, ৫৮৩৫, ৫৮৪০, ৫৮৪১, ৫৯৮১, ৬০৮১, মুসলিম ২০৬৮, ২০৬৯, ২০৭১, ২০৭২, ২০৭৩, ২০৭৪, ২০৭৫, আবূ দাউদ ১০৭৬, ৪০৪০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭০৫, আহমাদ ৩৪৭, ৭১২, ৭৫৭, ৯৬১, ১০৮০, ১১৭৫, ১৩১৭, ৪৯৫৮, ১২০৮৭, ২৫৯২৯।

২৯২৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-ইফরীকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন সালিহ ব্যক্তি তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮১৭, ১৭/১০২ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন রাফি' সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার খবর দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন মাহবূব বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮১১, ১৭/৮৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু

٣٥٩٨/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ».

৪/৩৫৯৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ঈসা বিন য়ূনুস, মা'মার, যুহরী, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পরিধানে লাল রং-এর রেশমী কাপড়ের জামা দেখেছি।[২৯৩০]

٢٠/٢٦. بَاب لُبْسِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

২৬/২০. অধ্যায় : পুরুষদের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার

٣٥٩٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَاضِيْ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ «مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُتَرَجِّلًا فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ».

১/৩৫৯৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, শারীক বিন আবদুল্লাহ আল-কাদী, আবূ ইসহাক, বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাকে ও পরিপাটি চুলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে আমি দেখিনি।[২৯৩১]

٣٦٠٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَّادِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَاضِيْ مَرْوَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَأَقْبَلَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا السَّلَام عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِيْ حِجْرِهِ فَقَالَ «صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ ثُمَّ أَخَذَ فِيْ خُطْبَتِهِ.

২/৩৬০০। আবূ আমির আবদুল্লাহ বিন আমির বিন বাররাদ বিন ইউসুফ বিন আবূ বুরদাহ বিন আবূ মূসা আল-আশআরী, যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন), হুসায়ন বিন ওয়াকিদ, আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ, তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন (শিশু) হাসান ও হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) লাল জামা পরিহিত অবস্থায় আছাড়-পাছাড় খেতে খেতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের উভয়কে তাঁর কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ " (সূরা তাগাবুন ঃ ১৫)। এ দু'জনকে দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। অতঃপর তিনি আবার খুতবা দিতে শুরু করেন।[২৯৩২]

আল-ইফরীকী ও আবদুর রহমান বিন রাফি' এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১৪৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১৫টি খুবই দুর্বল, ৮৩টি দুর্বল, ৩৯টি হাসান, ৮টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৭২০, আবূ দাউদ ৪০৫৭, আহমাদ ৭৫২, ৯৩৭, ১৯০০৭, ১৯১৪৬, মু'জামুল আওসাত ৩৬০৪, ৫১৬১, ৭৮০৯, ৮৯২৪, শারহুস সুন্নাহ ৩১০৮।

২৯৩০. সহীহুল বুখারী ৫৮৪২, নাসায়ী ৫২৯২, ৫২৯৭, আবূ দাউদ ৪০৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** শায তবে যায়নাব এর স্থানে উম্মু কুলসুম হলে হাদীস্রটি মাহফূয হবে।

২৯৩১. সহীহুল বুখারী ৩৫৫১, ৫৮৪৮, ৫৯০১, মুসলিম ২৩৩৭, তিরমিযী ১৭২৪, ৩২৩৫, নাসায়ী ৫০৬০, ৫০৬২, ৫২৩২, ৫২৩৩, ৫৩১৪; আবূ দাউদ ৪১৮৩, আহমাদ ১৮০৮৬, ১৮১৯১। মুখতাসারুশ শামাইল ৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৩২. তিরমিযী ৩৭৭৪, নাসায়ী ১৪১৩, আহমাদ ২২৪৮৬। সহীহ আবূ দাউদ ১০১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢١/٢٦. بَاب كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

২৬/২১. অধ্যায় : পুরুষদের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান মাকরূহ

٣٦٠١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُفَدَّمِ قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ».

১/৩৬০১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) হাসান বিন সুহায়ল (মাকবূল) ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'মুফাদ্দাম' পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমি হাসান বিন সুহায়লকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুফাদ্দাম' কী? তিনি বলেন, হলুদ রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র।[২৯৩৩]

٣٦٠٢/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ «نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَا أَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ».

২/৩৬০২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন বলেন, আমি আলী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এবং আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও হলুদ রং-এ রঞ্জিত পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।[২৯৩৪]

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

২৯৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে স্রিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৮৪০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ২৩০টি খুবই দুর্বল, ১৩৬টি দুর্বল, ১৪৬টি হাসান, ৩২৮টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩৩, ৫৬৫০, ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩২, ৫৮৩৩, ৫৮৩৪, ৫৮৬৩, ৫৮৬৪, মুসলিম ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৩, ২০৬৮, ২০৬৯, ২০৭০, ২০৭১, ২০৭৬, ২০৭৯, তিরমিযী ১৭২১, ১৭২৫, ১৭৩৭, ১৭৩৮, ২৮০৮, ২৮১৭, আবূ দাউদ ৯০৮, ৪০৪২, ৪০৪৪, ৪০৫১, ৪০৫৫, দারিমী ১৩২৬, মুওয়াত্ত্বা' মালিক ১৭৭, আহমাদ ৯৩, ১২৪।

২৯৩৪. মুসলিম ২০৭৮, তিরমিযী ২৬৪, ১৭২৫, ১৭৩৭, নাসায়ী ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১১১৮, ৫১৭২, ৫১৭৩, ৫১৭৪, ৫১৭৫, ৫১৭৬, ৫১৭৭, ৫১৮৮, ৫১৭৯, ৫১৮০, ৫১৮১, ৫২৬৭, ৫২৬৮, ৫২৭০, ৫২৭১, ৫২৭২, ৫৩১৮, আবূ দাউদ ৪০৪৪,আহমাদ ৬১২, ৭১২, ৮৩১, ৯২৬, ৯৮৪, ১০৪৪, ১১০১। গায়াতুল মারাম ৭৯, রাওদুন নাদীর ৭১০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

Contents

٣٦٠٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَـنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِيْ وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُّوْرَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ».

৩/৩৬০৩। আবূ বাকর, ঈসা বিন য়ূনুস, হিশাম ইবনুল গায, আমর বিন শুআয়ব, তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ), দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আযাখির উপত্যকা থেকে আসছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমার পরনে ছিল হলুদ রং- রঞ্জিত লুঙ্গি। তিনি বলেন ঃ এটা কী? আমি তাঁর কিসে অপছন্দ তা অনুভব করলাম। আমি আমার পরিজনের কাছে এলাম, তখন তারা তাদের চুলায় আগুন ধরাচ্ছিল। আমি লুঙ্গিটি চুলায় নিক্ষেপ করলাম। পরদিন সকালে আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! লুঙ্গিটা কী করেছো? বিষয়টি আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার পরিবারের কাউকে তা পরতে দিলে না কেন? কেননা নারীদের এই রং ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই।[২৯৩৫]

٢٦/٢٢. بَاب الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

২৬/২২. অধ্যায় : পুরুষ লোকেদের হলুদ বর্ণের পোশাক পরিধান

٣٦٠٤/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ «فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ».

১/৩৬০৪। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল), মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ বিন শুরাহবীল (মাজহুল বা অপরিচিত), কায়স বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসেন। আমরা তাঁর ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য পানি রাখি। তিনি গোসল করলেন। আমি তাঁর জন্য হলুদ রং-এর একটি চাদর নিয়ে এলাম। আমি তাঁর পিঠে হলুদ রং-এর ছাপ দেখতে পেলাম।[২৯৩৬]

২৯৩৫. আবূ দাঊদ ৪০৬৬, ৪০৩৮, আহমাদ ৬৮১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৯৩৬. আবূ দাঊদ ৫১৮৫, আহমাদ ১৫০৫০, ২৩৩৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন শুরাহবীল সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করে বলেন, তিনি কায়স বিন সা'দ থেকে ও তার থেকে মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সা'দ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৮৮, ২৫/৩৬৭ নং পৃষ্ঠা)

٢٦/٢٣. بَاب الْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

২৬/২৩. অধ্যায় : অপচয় ও অহংকার এড়িয়ে তুমি যে কোন ধরনের পোশাক পরতে পারো

٣٦٠٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ».

১/৩৬০৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, হাম্মাম, কাতাদাহ, আমর বিন শুআয়ব, তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ), দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যাবত না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়।[২৯৩৭]

٢٦/٢٤. بَاب مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

২৬/২৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে

٣٦٠٦/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ».

১/৩৬০৬। মুহাম্মাদ বিন উবাদাহ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক আল-ওয়াসিতী, ইয়াযীদ বিন হারূন, শারীক, উসমান বিন আবূ যুরআহ, মুহাজির (মাকবূল), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।[২৯৩৮]

٣٦٠٧/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا».

২/৩৬০৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব, আবূ আওয়ানাহ, উসমান ইবনুল মুগীরাহ, আল-মুহাজির (মাকবূল), আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।[২৯৩৯]

২৯৩৭. আহমাদ ৬৬৫৬, ৬৬৬৯। মিশকাত ৪৩৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৯৩৮. আবূ দাউদ ৪০২৯, আহমাদ ৫৬৩১, ৬২০৯। মিশকাত ৪৩৪৬, হিজাবুল মারআহ ৮৮ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৯৩৯. আবূ দাউদ ৪০২৯, আহমাদ ৫৬৩১, ৬২০৯। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১২, হিজাবুল মারআহ ১১০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٣٦٠٨/٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ».

৩/৩৬০৮। আল-আব্বাস বিন ইয়াযীদ আল-বাহরানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ওয়াকী' বিন মুহরিয আন-নাজী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উস্রমান বিন জাহম (মাকবূল) যির বিন হুবাশ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি যশের পোশাক পরে, আল্লাহ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না যাবত না তাকে যেখানে ইচ্ছা ফেলে রাখেন।[২৯৪০]

٢٦/٢٥. بَاب لِبْسِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

২৬/২৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর পরিধান করে।

٣٦٠٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».

১/৩৬০৯। আবূ বাকর সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যায়দ বিন আসলাম আবদুর রহমান বিন ওয়া'লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলেই তা পাক হয়ে যায়।[২৯৪১]

٣٦١٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُوْنَةَ مَرَّ بِهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ «هَلَّا أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».

২/৩৬১০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার মুক্তদাসীকে যাকাত থেকে একটা বকরী দান করেছিলেন। বকরিটি মারা গেলে তা ফেলে দেয়া হলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটির পাশ অতিক্রমকালে বলেন ঃ এরা এর চামড়াটা খুলে নিলো না কেন, এটা প্রক্রিয়াজাত করে কাজে লাগাতে পারতো! সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত। তিনি বলেন ঃ মৃত জীব খাওয়া হারাম।[২৯৪২]

২৯৪০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১২, দঈফাহ ৪৬৫০, দঈফ আল-জামি' ৫৮২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আব্বাস বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৪৬, ১৪/২৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. ওয়াকী' বিন মুহরিয আন-নাজী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী । (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬৯৭, ৩০/৪৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২৯৪১. সহীহুল বুখারী ১৪৯২, ২২২১, ৫৫৩১, ৫৫৩২, মুসলিম ৩৬৩, ৩৬৬, ৬০০, তিরমিযী ১৭২৭, ১৭২৮, নাসায়ী ৪২৩৮, ৪২৪১, ৪২৪২, আবূ দাউদ ৪১২৩, আহমাদ ১৮৯৮, ২০০৪, ২১১৮, ৩১৮৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৭৯, দারিমী ১৯৮৫, ১৯৮৬। গায়াতুল মারাম ২৮, রাওদুন নাদীর ৪১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪২. মুসলিম ৩৬৩, ৩৬৪, নাসায়ী ৪২৩৪, ৪২৩৭, আবূ দাউদ ৪১২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٦١١/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاةٌ فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَ «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوْ انْتَفَعُوْا بِإِهَابِهَا».

৩/৩৬১১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান লায়স্ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) সালমান আল-ফারিসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, কোন এক উম্মুল মুমিনীনের একটি বকরী মারা গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটি অতিক্রমকালে বলেন ঃ তারা এর চামড়াটা কাজে লাগালে তাদের কোন ক্ষতি হতো না।[২৯৪৩]

٣٦١٢/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ».

৪/৩৬১২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মালিক বিন আনাস ইয়াযীদ বিন কুসায়ত মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান তার মাতা (উম্মু মুহাম্মাদ) (মাকবূল) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২৯৪৪]

٢٦/٢٦. بَاب مَنْ قَالَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

২৬/২৬. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মৃত জীবের চামড়া ও শিরা কাজে লাগানো নাজায়েয মনে করে

٣٦١٣/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ «لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ».

২৯৪৩. হাদীস্টি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী লায়স্ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২৯৪৪. নাসায়ী ৪২৫২, আবূ দাউদ ৪১২৪, আহমাদ ২৩৯২৬, ২৪২০৯, ২৪৬৩১, ২৪৬৭০, ২৪৬৮৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১০৮০, দারিমী ১৯৮৭। রাওদুন নাদীর ৭৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস্ গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা

১/৩৬১৩। [আবূ বাকর] [জারীর] [মানসূর] [হাকাম] [আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা] [আবদুল্লাহ বিন উকায়ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আলী বিন মুসহির] [আশ-শায়বানী] [হাকাম] [আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা] [আবদুল্লাহ বিন উকায়ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [আবূ বাকর] [গুনদার] [শু'বাহ] [হাকাম] [আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা] [আবদুল্লাহ বিন উকায়ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ মর্মে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনামা এলো ঃ তোমরা মৃতজীবের চামড়া ও শিরা কোন কাজে ব্যবহার করো না।[২৯৪৫]

٢٦/٢٧. بَاب صِفَةِ النِّعَالِ

২৬/২৭. অধ্যায় : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্যান্ডেল

٣٦١٤/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا».

১/৩৬১৪। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [খালিদ আল-হায্‌যা'] [আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস] [আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুতাজোড়ার সামনের দিকে দু'টি ফিতা ছিলো।[২৯৪৬]

٣٦١٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قِبَالَانِ».

২/৩৬১৫। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [হাম্মাম] [কাতাদাহ] [আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুতাজোড়ার দু'টি ফিতা ছিলো।[২৯৪৭]

٢٦/٢٨. بَاب لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

জুতা ২৬/২৮. অধ্যায় : পরিধান করা ও তা খুলে রাখা

٣٦١٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى».

১/৩৬১৬। [আবূ বাকর] [ওয়াকী'] [শু'বাহ] [মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুতা পরিধানের সময় যেন ডান পায়ে আগে পরে এবং খোলার সময় যেন বাম পায়ের জুতা আগে খোলে।[২৯৪৮]

২৯৪৫. তিরমিযী ১৭২৯, নাসায়ী ৪২৪৯, আবূ দাউদ ৪১২৭, ৪১২৮, আহমাদ ১৮৩০৩, ১৮৩০৮। ইরওয়া' ৩৮, রাওদুন নাদীর ৪৭৭, ৪৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মুখতাসরুশ শামাইল ৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪৭. সহীহুল বুখারী ৩১০৭, ৫৮৫৭, তিরমিযী ১৭৭২, ১৭৭৩, নাসায়ী ৫৩৬৭, আবূ দাউদ ৪১৩৪, আহমাদ ১১৮২০, ১২৬৮৯, ১৩১৫৬, ১৩৪৩৩। রাওদুন নাদীর ১১২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৪৮. সহীহুল বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৯, আবূ দাউদ ৪১৩৯, আহমাদ ৭৩০২, ৯৬৭৭, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭০২। রাওদুন নাদীর ১০৫৩, মুখতাসরুশ শামাইল ৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٩/٢٦. بَاب الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ

২৬/২৯. অধ্যায় : এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা

٣٦١٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيْهِمَا جَمِيْعًا».

১/ ৩৬১৭। [আবূ বাকর] [আবদুল্লাহ বিন ইদরীস] [ইবনু আজলান] [সাঈদ বিন আবূ সাঈদ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা প'রে বা এক পায়ে মোজা প'রে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে, অন্যথায় উভয় পা খোলা রাখবে (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিজি)।[২৯৪৯]

٣٠/٢٦. بَاب الِانْتِعَالِ قَائِمًا

২৬/৩০. অধ্যায় : দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরা

٣٦١٨/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا».

১/৩৬১৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ মুআবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [আবূ সালিহ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।[২৯৫০]

٣٦١٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا».

২/৩৬১৯। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [আবদুল্লাহ বিন দীনার] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।[২৯৫১]

٣١/٢٦. بَاب الْخِفَافِ السُّوْدِ

২৬/৩১. অধ্যায় : কালো মোজা

٣٦٢٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ «أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ فَلَبِسَهُمَا».

১/৩৬২০। [আবূ বাকর] [ওয়াকী'] [দালহাম বিন সালিহ আল-কিন্দী (দঈফ বা দুর্বল)] [হুজায়র বিন আবদুল্লাহ আল-কিন্দী (মাকবূল)] [(আবদুল্লাহ) ইবনু বুরায়দাহ] [তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]

২৯৪৯. সহীহুল বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭, ২০৯৮, তিরমিযী ১৭৭৪, নাসায়ী ৫৩৬৯, ৫৩৭০, আবূ দাঊদ ৪১৩৬, আহমাদ ৯৮৩২, ৯৮৬৪, মুওয়াত্ত্বা' মালিক ১৭০১। মুখতাসরুশ শামাইল ৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

২৯৫০. তিরমিযী ১৭৭৫। মিশকাত ৪৪১৫, সহীহাহ ৭১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৫১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

নাজ্জাশী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিশমিশে কালো রংয়ের একজোড়া মোজা উপঢৌকন দেন। তিনি তা পরিধান করেন।[২৯৫২]

٢٦/٣٢. بَاب الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

২৬/৩২. অধ্যায় : মেহেদির খেযাব

١/٣٦٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ».

১/৩৬২১। ◊[আবূ বাকর][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][যুহরী][আবূ সালামাহ ও সুলায়মান বিন ইয়াসার][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ইহূদী ও খৃস্টানরা খেযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।[২৯৫৩]

٢/٣٦٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ».

২/৩৬২২। ◊[আবূ বাকর][আবদুল্লাহ বিন ইদরীস][আল-আজলাহ][আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ][আবুল আসওয়াদ আদ-দায়লামী][আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যেসব জিনিস দিয়ে তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করতে পারো তার মধ্যে মেহেদি ও কাতাম হলো সর্বোত্তম।[২৯৫৪]

٣/٣٦٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ «دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَرًا مِنْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَخْضُوْبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ».

৩/৩৬২৩। ◊[আবূ বাকর][য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ][সাল্লাম বিন আবূ মুতী'][উসমান বিন মাওহাব] বলেন, আমি উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)◊-এর নিকট প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তিনি আমার সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু চুল বের করলেন, যা মেহেদি ও কাতাম দ্বারা রঞ্জিত ছিল।[২৯৫৫]

٢٦/٣٣. بَاب الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

২৬/৩৩. অধ্যায় : কালো খেযাব ব্যবহার

২৯৫২. আবূ দাউদ ১৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী দালহাম বিন সালিহ আল-কিন্দী সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৮০৩, ৮/৪৯৪ নং পৃষ্ঠা)

২৯৫৩. সহীহুল বুখারী ৩৪৬২, ৫৮৯৯, মুসলিম ২১০৩, নাসায়ী ৫২৬৯, ৫০৭১, ৫০৭২, আবূ দাউদ ৪২০৩, আহমাদ ৭২৩২. ৭৪৮৯, ৮০২২, ৮৯৫৬। গায়াতুল মারাম ১০৪, হিজাবুল মারআহ ৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৫৪. তিরমিযী ১৭৫৩, আবূ দাউদ ৪২০৫। গায়াতুল মারাম ১০৭, সহীহাহ ১৫০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৫৫. সহীহুল বুখারী ৫৮৯৬, আহমাদ ২৫৯৯৫, ২৬১৭৩। মুখতাসারুশ শামাইল ৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١/٣٦٢٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيْءَ بِأَبِيْ قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ».

১/৩৬২৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ, লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন), আবুয যুবায়র, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আনা হলো। তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা তাকে তার কোন স্ত্রীর নিকট নিয়ে যাও এবং সে যেন তার (চুলের) রং পরিবর্তন করে দেয়। তবে তোমরা তার জন্য কালো রং পরিহার করো।[২৯৫৬]

٢/٣٦٢٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوْسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهٰذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيْكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِيْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ».

২/৩৬২৫। আবূ হুরায়রাহ আস-সয়রাফী মুহাম্মাদ বিন ফিরাস, উমার ইবনুল খাত্তাব বিন যাকারিয়্যা আর-রাসিবী (মাকবূল), দাফ্‌ফা' বিন দাগফাল আস-সাদূসী (দঈফ বা দুর্বল), আবদুল হামীদ (বিন যিয়াদ) বিন সায়ফী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন), তার পিতা (যিয়াদ বিন সায়ফী), দাদা সুহায়ব আল-খায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রঙ্গিণ করো তার মধ্যে এই কালো খেযাব খুবই উত্তম। তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকর।[২৯৫৭]

٣٤/٢٦. بَاب الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

২৬/৩৪. অধ্যায় : হলুদ রংয়ের খেযাব ব্যবহার

২৯৫৬. মুসলিম ২১০২, নাসায়ী ৫০৭৬, ৫২৪২, আবূ দাউদ ৪২০৪, আহমাদ ১৩৯৯৩, ১৪০৪৬, ১৪২৩১। গায়াহ ১০৫, রাওদুন নাদীর ২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী লায়স সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

২৯৫৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৯৭২, দঈফ আল-জামি' ১৩৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. দাফ্‌ফা' বিন দাগফাল আস-সাদূসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৮০০, ৮/৪৯১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল হামীদ (বিন যিয়াদ) বিন সায়ফী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না, এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও তার সম্পর্কে জানা যায় না। আবূ হাতিম আর রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন।

١/٣٦٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْوَرْسِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا تَصْفِيْرِيْ لِحْيَتِيْ فَإِنِّي «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ».

১/৩৬২৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার সাঈদ বিন আবূ সাঈদ উবায়দ বিন জুরায়জ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো আপনাকে ওয়ারস ঘাসের রং দিয়ে আপনার দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখছি। বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার দাড়ি হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করার কারণ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর দাড়ি হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করতে দেখেছি।[২৯৫৮]

٢/٣٦٢٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ» قَالَ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَفِّرُ.

২/৩৬২৭। আবূ বাকর ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন তালহাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হুমায়দ বিন ওয়াহব (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) (আবদুল্লাহ) ইবনু তাঊস তাঊস বিন কায়সান ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেহেদির খেযাব ব্যবহারকারী এক লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ এটা কতই না উত্তম! অতঃপর তিনি মেহেদি ও কাতামের খেযাব গ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করার সময় বলেন ঃ এটা ওটার চেয়েও উত্তম। অতঃপর তিনি হলুদ রঙের খেযাব গ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে অতিক্রমকালে বলেন ঃ এটা ঐ সবগুলোর চেয়ে উত্তম। রাবী বলেন, তাঊস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলুদ রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন।[২৯৫৯]

২৯৫৮. সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৫৮৫১, মুসলিম ১১৮৭, নাসায়ী ৫০৮৫, ৫২৪৪, আবূ দাউদ ১৭৭২, ৪০৬৪, ৪২১০, আহমাদ ৪৬৫৮, ৫৩১৬, ৫৮৬০, ৪৯০৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৭৪১। সহীহ্‌ আবূ দাউদ ১৫৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৫৯. আবূ দাউদ ৪২১১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন তালহাহ আত তায়মী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৩১২, ২৫/৪১৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. হুমায়দ বিন ওয়াহব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র দ্বারা দালীল গ্রহণযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫৪৩, ৭/৪০৭ নং পৃষ্ঠা)

٣٥/٢٦. بَاب مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

২৬/৩৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি খেযাব বর্জন করে

٣٦٢٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ يَعْنِيْ عَنْفَقَتَهُ».

১/৩৬২৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবূ দাউদ যুহায়র আবূ ইসহাক আবূ জুহায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অংশটা অর্থাৎ তাঁর চিবুকের নিচের ও উপরের কিছু চুল সাদা দেখেছি।[২৯৬০]

٣٦٢٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخَضَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرِيْنَ شَعَرَةً فِيْ مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ».

২/৩৬২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না খালিদ ইবনুল হারিস ও ইবনু আবূ আদী হুমায়দ বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি খেযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর দাড়ির সম্মুখভাবে মাত্র সতের বা বিশটি সাদা চুল দেখেছেন।[২৯৬১]

٣٦٣٠/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ شَيْبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَحْوَ عِشْرِيْنَ شَعَرَةً».

৩/৩৬৩০। মুহাম্মাদ বিন উমার ইবনুল ওয়ালীদ আল-কিন্দী ইয়াহইয়া বিন আদাম শারীক উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র বার্ধক্য বলতে ছিল গোটা বিশেক (সাদা) চুল।[২৯৬২]

٣٦/٢٦. بَاب اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

২৬/৩৬. অধ্যায় : কেশ গুচ্ছবদ্ধ করা গুচ্ছহীন রাখা

٣٦٣١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ «دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِيْ ضَفَائِرَ».

১/৩৬৩১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইবনু আবূ নাজীহ মুজাহিদ উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি বেণি ছিলো।[২৯৬৩]

২৯৬০. সহীহুল বুখারী ৩৫৪৩, ৩৫৪৪, মুসলিম ২৩৪২, ২৩৪৩, তিরমিযী ২৮২৬, ২৮২৭, আহমাদ ১৮২৬৮, ১৮২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬১. সহীহুল বুখারী ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৫৮৯৪, ৫৮৯৫, মুসলিম ২৩৪১, ২৩৪৭, তিরমিযী ৩৬২৩, আহমাদ ১৩১০৭, মুওয়াত্ত্বা' মালিক ১৭০৭। মুখতাসরুশ শামাইল ৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬২. আহমাদ ৫৬০১। সহীহাহ ২০৯৬, মুখতাসরুশ শামাইল ৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٣٦٣٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ «فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ».

২/৩৬৩২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আদাম ইবরাহীম বিন সা'দ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় তাদের মাথার চুল পিছনের দিকে ছেড়ে দিতো এবং মুশরিকরা মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি কাটতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) কিতাবীদের সাথে সামঞ্জস্য পছন্দ করতেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল স্ব-অবস্থায় পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সিঁথি কাটতেন।[২৯৬৪]

٣/٣٦٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَفْرِقُ خَلْفَ يَافُوْخِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَسْدِلُ نَاصِيَتَهُ».

৩/৩৬৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ তার পিতা (আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছন দিকের চুলে সিঁথি কেটে দিতাম, পরে আমি তাঁর মাথার সামনের চুল স্ব-অবস্থায় পিছনের দিকে ছেড়ে দিতাম।[২৯৬৫]

٤/٣٦٣٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَعَرًا رَجِلًا بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ».

৪/৩৬৩৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন জারীর বিন হাযিম কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো এবং দু' কান ও দু' কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলানো।[২৯৬৬]

২৯৬৩. তিরমিযী ১৭৮১, আবূ দাঊদ ৪১৯১। মুখতাসরুশ শামাইল ২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬৪. সহীহুল বুখারী ৩৫৫৮, ৩৯৪৪, ৫৯১৭, মুসলিম ২৩৩৬, নাসায়ী ৫২৩৮, আবূ দাঊদ ৪১৮৮, আহমাদ ২৬০০। হিজাবুল মারআহ ৯৮, মুখতাসরুশ শামাইল ২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৬৫. আবূ দাঊদ ৪১৮৯। মুখতাসরুশ শামাইল ২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৬৬. সহীহুল বুখারী ৫৯০৩, ৫৯০৪, ৫৯০৫, ৫৯০৬, মুসলিম ২৩৩৮, নাসায়ী ৫০৫৩, ৫২৩৪, ৫২৩৫, আবূ দাঊদ ৪১৮৫, ৪১৮৬, আহমাদ ১১৮৫৬, ১১৯৭৪, ১২৬৯৩, ১৩১৫২, ১৩৪২৯। মুখতাসরুশ শামাইল ১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٦٣٥/٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَعَرٌ دُوْنَ الْجُمَّةِ وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ».

৫/৩৬৩৫। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ইবনু আবূ ফুদায়ক আবদুর রহমান বিন আবুয যিনাদ (তিনি সত্যবাদী তবে বাগদাদ আসার পর তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাথার চুল ছিলো তাঁর কানের লতির নিম্নভাগ অতিক্রম করে প্রায় কাঁধ বরাবর প্রলম্বিত।[২৯৬৭]

٢٦/٣٧. بَاب كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعَرِ

২৬/৩৭. অধ্যায় : লম্বা চুল অপছন্দনীয়

٣٦٣٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَلِيْ شَعَرٌ طَوِيْلٌ فَقَالَ «ذُبَابٌ ذُبَابٌ فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُهُ فَرَآنِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ لَمْ أَعْنِكَ وَهٰذَا أَحْسَنُ».

১/৩৬৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ও সুফইয়ান বিন উকাবাহ সুফইয়ান আসিম বিন কুলায়ব (তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া মতাবলম্বী) তার পিতা (কুলায়ব বিন শিহাব) ওয়াইল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মাথার লম্বা চুল দেখে বললেন ঃ দুর্ভাগ্য! আমি ফিরে গিয়ে তা খাটো করে ফেললাম। পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখে বলেন ঃ আমি তো তোমার সম্পর্কে মন্তব্য করিনি। তবে এটা উত্তম।[২৯৬৮]

٢٦/٣٨. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْقَزَعِ

২৬/৩৮. অধ্যায় : মাথার অংশবিশেষের চুল কামানো নিষেধ

٣٦٣٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ».

২৯৬৭. তিরমিযী ১৭৫৫, আবূ দাঊদ ৪১৮৭। মিশকাত ৪৪৬০, মুখতাসারুশ শামাইল ২২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আবুয যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮১৬, ১৭/৯৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৬৮. নাসায়ী ৫০৫২, আবূ দাঊদ ৪১৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আসিম বিন কুলায়ব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীসে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া মতাবলম্বী। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০২৪, ১৩/৫৩৭ নং পৃষ্ঠা)

Contents

১/৩৬৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার উমার বিন নাফি' নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'কাযা' নিষিদ্ধ করেছেন। রাবী জিজ্ঞাসা করেন, 'কাযা' কী? বিন উমার (রাঃ) বলেন, 'কাযা' হলো- শিশুর মাথার একাংশের চুল কামানো এবং একাংশের চুল রেখে দেয়া।[২৯৬৯]

٣٦٣٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْقَزَعِ».

২/৩৬৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ শু'বাহ আবদুল্লাহ বিন দীনার ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথার অংশবিশেষের চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।[২৯৭০]

٢٦/٣٩. بَاب نَقْشِ الْخَاتَمِ

২৬/৩৯. অধ্যায় : আংটিতে নকশা করা

٣٦٣٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِيْ هَذَا».

১/৩৬৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আয়্যূব বিন মূসা নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি রূপার আংটি গ্রহণ করলেন এবং তার গায়ে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাই করান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার আংটিতে আমার আংটির নকশা খোদাই না করে।[২৯৭১]

٣٦٤٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «اصْطَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ».

২/৩৬৪০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি আংটি তৈরি করান, তারপর বলেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে কিছু নকশা করিয়েছি। সুতরাং কেউ যেন এর অনুরূপ নকশা খোদাই না করায়।[২৯৭২]

২৯৬৯. সহীহুল বুখারী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসলিম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, ৫২২৮, ৫২২৯, ৫২৩০, ৫২৩১, আবূ দাউদ ৪১৯৩, ৪১৯৪, আহমাদ ৪৪৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, ৫৭৩৬, ৫৮১২, ৫৯৫৩, ৬১৭৭, ৬২৫৮, ৬৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭০. সহীহুল বুখারী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসলিম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, ৫২২৮, ৫২২৯, ৫২৩০, ৫২৩১, আবূ দাউদ ৪১৯৩, ৪১৯৪, আহমাদ ৪৪৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, ৫৭৩৬, ৫৮১২, ৫৯৫৩, ৬১৭৭, ৬২৫৮, ৬৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭১. সহীহুল বুখারী ৫৮৬৫, ৫৮৬৬, ৫৮৭৩, তিরমিযী ১৭৪১, আবূ দাউদ ৪২১৮, আহমাদ ৫৬৫২, ৬২৩৫। ইরওয়া' ৮১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭২. মাজাহ ৩৬৪১, ৩৬৪৬, সহীহুল বুখারী ৬৫, ২৯৩৮, ৫৮৬৮, ৫৮৭২, ৫৮৭৪, ৫৮৭৫, ৫৮৭৭, ৭১৬২, মুসলিম ২০৯২, ২০৯৩, ২০৯৪, তিরমিযী ১৭৩৯, ১৭৪০, ১৭৪৫, ১৭৪৭, ১৭৪৮, ২৭১৮, নাসায়ী ৫১৯৬, ৫১৯৭, ৫১৯৮, ৫১৯৯,

٣٦٤١/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ».

৩/৩৬৪১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, উসমান বিন উমার, য়ূনুস, যুহরী, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল এবং তার গায়ে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" খোদাইকৃত ছিল।[২৯৭৩]

٢٦/٤٠. بَاب النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

২৬/৪০. অধ্যায় : সোনার আংটি পরা নিষেধ

٣٦٤٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ».

১/৩৬৪২। আবূ বাকর, আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ, নাফি', আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মাওলা ইবনু হুনায়ন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।[২৯৭৪]

٣٦٤٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ».

২/৩৬৪৩। আবূ বাকর, আলী বিন মুসহির, ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল), হাসান বিন সুহায়ল (মাকবূল), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোনার আংটি পরা নিষিদ্ধ করেছেন।[২৯৭৫]

৫২০০, ৫২০১, ৫২৭৭, ৫২৭৮, ৫২৭৯, ৫২৮০, আবূ দাঊদ ৪২১৪, ৪২১৬, ৪২১৭, ৪২২১, আহমাদ ১১৫৪০, ১২২২০, ১২২৩৬, ১২৩০৯, ১২৩২৭, ১২৪৫৩, ১২৬৩৪, ১২৭৭১, ১২৯১৪, ১২৯৩৯, ১৩০৩৯, ১৩৫০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭৩. মাজাহ ৩৬৪১, ৩৬৪৬, সহীহুল বুখারী ৬৫, ২৯৩৮, ৫৮৬৮, ৫৮৭২, ৫৮৭৪, ৫৮৭৫, ৫৮৭৭, ৭১৬২, মুসলিম ২০৯২, ২০৯৩, ২০৯৪, তিরমিযী ১৭৩৯, ১৭৪০, ১৭৪৫, ১৭৪৭, ১৭৪৮, ২৭১৮, নাসায়ী ৫১৯৬, ৫১৯৭, ৫১৯৮, ৫১৯৯, ৫২০০, ৫২০১, ৫২৭৭, ৫২৭৮, ৫২৭৯, ৫২৮০, আবূ দাঊদ ৪২১৪, ৪২১৬, ৪২১৭, ৪২২১, আহমাদ ১১৫৪০, ১২২২০, ১২২৩৬, ১২৩০৯, ১২৩২৭, ১২৪৫৩, ১২৬৩৪, ১২৭৭১, ১২৯১৪, ১২৯৩৯, ১৩০৩৯, ১৩৫০৪। মুখতাসারুশ শামাইল ৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭৪. মাজাহ ৩৬৫৪, মুসলিম ২০৭৮, তিরমিযী ২৬৪, ১৭৩৭, ২৮০৮, নাসায়ী ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১১১৮, ৫১৬৫, ৫১৬৬, ৫১৬৭, ৫১৬৮, ৫১৬৯, ৫১৭০, ৫১৭১, ৫১৭২, ৫১৭৩, ৫১৭৪, ৫১৭৫, ৫১৭৬, ৫১৭৭, ৫১৭৮, ৫১৭৯, ৫১৮০, ৫১৮৩, ৫১৮৪, ৫১৮৫, ৫২৬৭, ৫২৬৮, ৫২৭০, ৫২৭১, ৫২৭২, ৫৩১৮, আবূ দাঊদ ৪০৪৪, আহমাদ ৬১২, ৭১২, ৭২৪, ৮১৮, ৮৩১, ৯২৬, ৯৪২, ৯৬৬, ৯৮৪, ১০৪৬, ১০৫২, ১১০১, ১১১৬, ১১৫৮, ১১৬৬, ১২৪৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৭। রাওদুন নাদীর ৭১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭৫. আহমাদ ৬৩৭৬। আদাবুয যিফাফ ১২৫, মুখতাসারুশ শামাইল ৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৮৪০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ২৩০টি খুবই দুর্বল, ১৩৬টি দুর্বল, ১৪৬টি হাসান, ৩২৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩৩, ৫৬৫০, ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩২, ৫৮৩৩, ৫৮৩৪, ৫৮৬৩, ৫৮৬৪, মুসলিম ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৩, ২০৬৮, ২০৬৯, ২০৭০, ২০৭১, ২০৭৬, ২০৭৯, তিরমিযী ১৭২১, ১৭২৫, ১৭৩৭, ১৭৩৮, ২৮০৮, ২৮১৭, আবূ দাঊদ ৯০৮, ৪০৪২, ৪০৪৪, ৪০৫১, ৪০৫৫, দারিমী ১৩২৬, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৭, আহমাদ ৯৩, ১২৪।

٣٦٤٤/٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَلْقَةً فِيْهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعُوْدٍ وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ «تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ».

৩/৩৬৪৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র তার পিতা (আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোনার একটি আংটি উপহার দেন। তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটি অপছন্দ করায় একটি কাঠি বা হাতের আংগুল দ্বারা তা নিলেন, অতঃপর তাঁর কন্যার কন্যা (নাতনি) উমামা বিনতু আবুল আসকে ডেকে বলেন ঃ নাতনি! এটা তুমি পরো।[২৯৭৬]

٢٦/٤١. بَاب مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ

২৬/৪১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আংটির পাথর তার হাতের তালুর দিকে রাখে

٣٦٤٥/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ».

১/৩৬৪৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আয়্যুব বিন মূসা নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আংটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।[২৯৭৭]

٣٦٤٦/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ الْأَيْلِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ».

২/৩৬৪৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইসমাঈল বিন আবূ উওয়ায়স (তিনি সত্যবাদী তবে তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সুলায়মান বিন বিলাল য়ূনুস বিন ইয়াযীদ আল-আয়লী ইবনু শিহাব আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি রূপার আংটি পরেন, তাতে আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল। তিনি পাথরটি তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।[২৯৭৮]

২৯৭৬. আবূ দাউদ ৪২৩৫, আহমাদ ২৪৩৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্রালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৯৭৭. সহীহুল বুখারী ৫৮৬৫, ৫৮৬৬, ৫৮৭৬, ৬৬৫১, মুসলিম ২০৫১, নাসায়ী ৫২১৪, ৫২১৫, ৫২১৬, ৫২১৮, ৫২৮৮, ৫২৯০, ৫২৯৩, আবূ দাউদ ৪২১৮, ৪২২৭, আহমাদ ৪৬৬৩, ৪৮৮৯, ৫২২৭, ৫৩৪৩, ৫৫৫৮, ৫৬৫২, ৫৬৭৩, ৫৯৭১, ৬০৭২, ৬০৮৩। মুখতাসরুশ শামাইল ৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৭৮. মাজাহ ৩৬৪১, সহীহুল বুখারী ৬৫, ২৯৩৮, ৫৮৬৮, ৫৮৭২, ৫৮৭৪, ৫৮৭৫, ৫৮৭৭, ৭১৬২, মুসলিম ২০৯২, ২০৯৩, ২০৯৪, তিরমিযী ১৭৩৯, ১৭৪০, ১৭৪৫, ১৭৪৭, ১৭৪৮, ২৭১৮, নাসায়ী ৫১৯৬, ৫১৯৭, ৫১৯৮, ৫১৯৯, ৫২০০,

Contents

٤٢/٢٦. بَاب التَّخَتُّمِ بِالْيَمِيْنِ

২৬/৪২. অধ্যায় : ডান হাতে আংটি পরা

٣٦٤٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ».

১/৩৬৪৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইবরাহীম ইবনুল ফাদ্‌ল (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল) আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) নবী (সাঃ) তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।[২৯৭৯]

٤٣/٢٦. بَاب التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ

২৬/৪৩. অধ্যায় : বৃদ্ধাংগুলে আংটি পরা

٣٦٤٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِيْ هَذِهِ وَفِيْ هَذِهِ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ».

১/৩৬৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া মতাবলম্বী) আবূ বুরদাহ আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এই আংগুলে এবং এই আংগুলে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।[২৯৮০]

৫২০১, ৫২৭৭, ৫২৭৮, ৫২৭৯, ৫২৮০, আবূ দাউদ ৪২১৪, ৪২১৬, ৪২১৭, ৪২২১, আহমাদ ১১৫৪০, ১২২২০, ১২২৩৬, ১২৩০৯, ১২৩২৭, ১২৪৫৩, ১২৬৩৪, ১২৭৭১, ১২৯১৪, ১২৯৩৯, ১৩০৩৯, ১৩৫০৪। ইরওয়া' ৩/৩০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আবূ উওয়ায়স সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার মুখস্থ হাদীস থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৯, ৩/১২৪ নং পৃষ্ঠা)

২৯৭৯. তিরমিযী ১৭৪৪, নাসায়ী ৫২০৪। ইরওয়া' ৩/৩০২, ৩০৩। মুখতাসারুশ শামাইল ৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবরাহীম ইবনুল ফাদ্‌ল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪, ২/১৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫৪৩, ১৬/৭৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইবরাহীম ইবনুল ফাদ্‌ল এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২০০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩৪টি খুবই দুর্বল, ৫৩টি দুর্বল, ৪৫টি হাসান, ৬৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২০৭৮, তিরমিযী ১৭৪২, ১৭৪৪, আবূ দাউদ ৪২২৬, ৪২২৯, আহমাদ ১৭৪৯, ১৭৫৮, মু'জামুল আওসাত ৪৫৩৯, ৫২৯৫, আল-ফাওয়াইদ ২০৩, ২০৪, শারহুস সুন্নাহ ৩১৪১, ৩১৪২, ৩১৪৩, ৩১৪৪, ৩১৪৫, ৩১৪৬।

২৯৮০. মুসলিম ২০৭৮, তিরমিযী ১৭৮৬,নাসায়ী ৫২১০, ৫২১১, ৫২১২, আবূ দাউদ ৪২২৫, আহমাদ ১০২২, ১১২৭, ১২৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন কুলায়ব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীসে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া

٢٦/٤٤. بَاب الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

২৬/৪৪. অধ্যায় : ঘরে ছবি রাখা

٣٦٤٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ».

১/৩৬৪৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, যুহরী, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ তালহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করে না।[২৯৮১]

٣٦٥٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ».

২/৩৬৫০। আবূ বাকর, গুনদার (মুহাম্মাদ বিন জা'ফার), শু'বাহ, আলী বিন মুদরীক, আবূ যুরআহ, আবদুল্লাহ বিন নুজায়, তার পিতা (নুজায় বিন সালামাহ), আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।[২৯৮২]

٣٦٥١/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاعَدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِيْ سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا فَرَاثَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيْلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ قَالَ «إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ».

৩/৪৬৫১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুসহির, মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আবূ সালামাহ, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি ছিল কিন্তু তাতে বিলম্ব হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইরে বের হলেন এবং দেখলেন, জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) দরজায় দাঁড়ানো। তিনি বলেন ঃ ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে আপনাকে বাধা দিলো? তিনি বলেন ঃ এ ঘরে একটি কুকুর আছে। যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।[২৯৮৩]

মতাবলম্বী। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩০২৪, ১৩/৫৩৭ নং পৃষ্ঠা)

২৯৮১. সহীহুল বুখারী ৩২২৫, ৩২২৬, ৩৩২২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬, তিরমিযী ১৭৫০, ২৮০৪, নাসায়ী ৪২৮২, ৫৩৪৭, ৫৩৪৮, ৫৩৪৯, ৫৩৫০, আবূ দাউদ ৪১৫৩, ৪১৫৫, আহমাদ ১৫৯১০,১৫৯১৮, ১৫৯৩৪, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮০২। গায়াতুল মারাম ১১৮।

২৯৮২. নাসায়ী ২৬১, ৪২৮১, আবূ দাউদ ২২৭, ৪১৫২, আহমাদ ৬৩৩, ৮১৭, ৮৪৭, ১১৭৬, ১২৫১, ১২৭৩, ১২৯২, দারিমী ২৬৬৩। দঈফ আবূ দাউদ ২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৮৩. আহমাদ ২৪৫৭৬। আদাবুয যিফাফ ১০২, ১০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী

Contents

٣٦٥٢/٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي «فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً فَمَنَعَهَا أَوْ نَهَاهَا».

৪/৩৬৫২। আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ গুফায়র বিন মা'দান (দঈফ বা দুর্বল) সুলায়মান বিন আমির আবূ উমামাহ (রাঃ) এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করে যে, তার স্বামী একটি জিহাদে গেছে। সে তাঁর নিকট তার ঘরে একটি খেজুর গাছের ছবি আঁকার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন।[২৯৮৪]

٢٦/٤٥. بَاب الصُّوَرِ فِيمَا يُوطَأُ

২৬/৪৫. অধ্যায় : পদদলিত হওয়ার স্থানের ছবি

٣٦٥٣/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي تَعْنِي الدَّاخِلَ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ هَتَكَهُ فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوذَتَيْنِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا».

১/৩৬৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর) আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানালাম। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে তা ছিঁড়ে ফেলেন। পরে আমি তা দিয়ে দু'টি তাকিয়ার গেলাফ বানালাম। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তার একটিতে হেলান দিয়ে বসতে দেখেছি।[২৯৮৫]

٢٦/٤٦. بَاب الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

২৬/৪৬. অধ্যায় : লাল জিনপোষ ব্যবহার

বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২৯৮৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. গুফায়র বিন মা'দান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়ী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৬৫, ২০/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

২৯৮৫. সহীহুল বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ২১০৮, তিরমিযী ২৪৬৮, নাসায়ী ৭৬১, ৫৩৫৫, ৫৩৫৭, আহমাদ ২৫১০৩, ২৫৫৭২, দারিমী ২৬৬২। আদাবুয যিফাফ ৯৮, ৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

١/٣٦٥٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيْثَرَةِ يَعْنِي الْحَمْرَاءَ».

১/৩৬৫৪। আবূ বাকর, আবুল আহওয়াস, আবূ ইসহাক, হুবায়রাহ (তিনি শীয়া মতাবলম্বী), আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোনার আংটি এবং লাল রঙের জিনপোষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[২৯৮৬]

٢٦/٤٧. بَاب رُكُوْبِ النُّمُوْرِ

২৬/৪৭. অধ্যায় : চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হওয়া

١/٣٦٥٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَنْهَى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ».

১/৩৬৫৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন), ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), আয়্যাশ বিন আব্বাস আল-হিমযারী, আবূ হুসায়ন আল-হাজারী আল-হায়স্রাম (মাকবূল), আমির আল-হাজরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্নাহাবী আবূ রায়হানা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হতে নিষেধ করতেন।[২৯৮৭]

٢/٣٦٥٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ».

২/৩৬৫৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', আবুল মু'তামির, ইবনু সীরীন, মু'আবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিতা বাঘের চামড়ার উপর সওয়ার হতে নিষেধ করতেন।[২৯৮৮]

২৯৮৬. মুসলিম ৩৮৭৪, ৩৮৭৬, তিরমিযী ২৬৪, ১৭৩৭, ২৮০৮, নাসায়ী ১০৪০-১০৪৪, ১১১৮, ৫১৬৫-৫১৮০, ৫১৮৩-৫১৮৫, ৫২৬৭, ৫২৬৮, ৫২৭০২, ৫২৭১, ৫২৭২, ৫৩১৮, আবূ দাঊদ ৪০৪৪, আহমাদ ৬১২, ৭১২, ৭২৪, ৮১৮, ৮৩১, ৯২৬, ৯৪২, ৯৬৬, ৯৮৪, ১০৪৬, ১০৫২, ১১০১, ১১১৬, ১১৫৮, ১১৬৬, ১২৪৮, মালিক ১৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৮৭. নাসায়ী ৫০৯১, আবূ দাঊদ ৪০৪৯, আহমাদ ১৬৭৫৭, ১৬৭৬৩, দারিমী ২৬৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)
২. ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-ইসমাঈলী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৭৯২, ৩১/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৮৮. আবূ দাঊদ ৪১২৯। মিশকাত ৪৩৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(٢٧) كِتَاب الْأَدَبِ

পর্ব (২৭) : শিষ্টাচার

١/٢٧. بَاب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

২৭/১. অধ্যায় : মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

١/٣٦٥٧– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ سَلَامَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أُوْصِي امْرَأً بِأُمِّهِ أُوْصِي امْرَأً بِأُمِّهِ أُوْصِي امْرَأً بِأُمِّهِ ثَلَاثًا أُوْصِي امْرَأً بِأَبِيْهِ أُوْصِي امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤْذِيْهِ».

১/৩৬৫৭। ∘[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ][শারীক বিন আবদুল্লাহ][মানসূর][উবায়দুল্লাহ বিন আলী (মাজহুল বা অপরিচিত)][ইবনু সালামাহ (উপনাম) আবূ সালামা আস-সুলামী (রাঃ)]∘ তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোককে তার মায়ের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, আমি মানুষকে তার অধীন দাসের সাথে সদাচারের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে তার সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করে।[২৯৮৯]

٢/٣٦٥٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ «أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى».

২/৩৬৫৮। ∘[মুহাম্মাদ বিন মায়মূন আল-মাক্কী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][উমারাহ ইবনুল কা'কা'][আবূ যুরআহ][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]∘ তিনি বলেন, স্বাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। তারা বললেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। তারা বলেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতার সাথে। তারা বলেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বলেন, অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সাথে।[২৯৯০]

٣/٣٦٥٩– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ».

২৯৮৯. আহমাদ ১৮৩১২। ইরওয়া' ৮৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উবায়দুল্লাহ বিন আলী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৬৬৭, ১৬/৩২৬ নং পৃষ্ঠা)

২৯৯০. বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ৪৬২১, আহমাদ ৮১৪৪, ৮৮৩৮, ৮৯৬৫। ইরওয়া' ২১৬৯, গায়াতুল মারাম ২৭৬, রাওদুন নাদীর ৮৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৩৬৫৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ জারীর সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ স্বালিহ্ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাকে দাসরূপে পায় এবং তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয় (তাহলে কিছু হক আদায় হয়)।[২৯৯১]

٣٦٦٠/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ».

৪/৩৬৬০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস্ হাম্মাদ বিন সালামাহ আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ স্বালিহ্ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এক কিনতার হলো বারো হাজার উকিয়ার সমান এবং উকিয়া হলো আসমান-যমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন ঃ জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এটা (মর্যাদা বৃদ্ধি) কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।[২৯৯২]

٣٦٦١/٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلَاثًا إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ».

৫/৩৬৬১। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যাতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) বাহীর বিন সা'দ খালিদ বিন মা'দান

২৯৯১. মুসলিম ১৫১০, তিরমিযী ১৯০৬, আবূ দাউদ ৫১৩৭, আহমাদ ৭১০৩, ৭৫১৬, ৮৬৭৬, ৯৪৫২। ইরওয়া' ১৭৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৯২. আহমাদ ৮৫৪০, দারিমী ৩৪৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** " القنطار ..... و الأرض " হাদীস্রটি দুর্বল। " إن الرجل لترفع .... ولدك " হাদীস্রটি হাসান। " القنطار ... و الأرض " যঈফা ৪০৭৬, যঈফ আল-জামি' ৪১৪১, " إن الرجل لترفع ... ولدك لك " সহীহাহ ১৫৯৮, মিশকাত ২৩৫৪।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম বিন বাহদালাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। একথা তিনি তিনবার বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পর্যায়ক্রমে তোমাদের নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (সদাচারের)।[২৯৯৩]

٣٦٦٢/٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ».

৬/৩৬৬২। হিশাম বিন আম্মার হিশাম বিন আম্মার > সদাকাহ বিন খালিদ > উসমান বিন আবুল আতিকাহ > আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) > কাসিম (তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত) > আবূ উমামাহ (রাঃ) এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কী অধিকার আছে? তিনি বলেন ঃ তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।[২৯৯৪]

٣٦٦٣/٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ».

৭/৩৬৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ > সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ > আতা' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) > আবূ আবদুর রহমান > আবূ দারদা' (রাঃ) তিনি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন ঃ পিতা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি ঐ দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো।[২৯৯৫]

২৯৯৩. আহমাদ ১৬৭৩৩, ১৬৭৩৬। সহীহাহ ১৬৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৯৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪৯৪১, আর রাদ্দু আলাল বালীক ১২২, দঈফ আল-জামি' ৬০৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বাক্র আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল । ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৫৪, ২১/১৭৮ নং পৃষ্ঠা) ২. কাসিম সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি সিকাহ নন। ইমাম তিরমিযী তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিচিত। মুফাদদাল বিন গাসসান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৮০০, ২৩/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

২৯৯৫. তিরমিযী ১৯০০, আহমাদ ২১২১০, ২৬৯৬৫, ২৬৯৮০, ২৭০০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

٢/٢٧. بَاب صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

২৭/২. অধ্যায় : যার সাথে তোমার পিতা সম্পর্ক রেখেছেন তুমিও তার সাথে সেই সম্পর্ক বজায় রাখো

١/٣٦٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ «نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيْفَاءٌ بِعُهُوْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا».

১/৩৬৬৪। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ][আবদুল্লাহ বিন ইদরীস][আবদুর রহমান বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল)][আসীদ বিন আলী বিন উবায়দ][তার পিতা (আলী বিন উবায়দ) (মাকবূল)][আবূ উসায়দ মালিক বিন রাবীআহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচারের কিছু অবশিষ্ট আছে কি, যা আমি তাদের সাথে করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাদের জন্য দুআ' করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা, তাদের বন্ধুদের সম্মান করা এবং (অপরের সাথে) তাদের গড়ে তোলা সম্পর্ক উজ্জীবিত রাখা।[২৯৯৬]

٣/٢٧. بَاب بِرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

২৭/৩. অধ্যায় : কন্যা সন্তানদের সাথে পিতার সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন

١/٣٦٦٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ».

১/৩৬৬৫। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ উসামাহ][হিশাম বিন উরওয়াহ][তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ তিনি বলেন, কতক বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমু দেন? সহাবীগণ বলেন, হাঁ। তারা বললো, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমরা চুমু দেই না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি আর কী করতে পারি।[২৯৯৭]

২৯৯৬. আবূ দাউদ ৫১৪২। মিশকাত ৪৯৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮৪০, ১৭/১৫৪ নং পৃষ্ঠা)

২৯৯৭. সহীহুল বুখারী ৫৯৯৮, মুসলিম ২৩১৭, আহমাদ ২৩৭৭০, ২৩৮৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٦٦٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ «إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ».

২/৩৬৬৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আফ্‌ফান, উহায়ব, আবদুল্লাহ বিন উস্‌মান বিন খুস্‌য়াম, সাঈদ বিন আবূ রাশিদ (মাকবূল), ইয়া'লা আল-আমিরী তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন দৌড়াতে দৌড়াতে নবী ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ সন্তান মানুষকে কাপুরুষ ও দুর্বল বানিয়ে দেয়।[২৯৯৮]

٣٦٦٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَيٍّ سَمِعْتُ أَبِيْ يَذْكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ «ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ».

৩/৩৬৬৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্বাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেছেন), মূসা বিন আলী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), আমার পিতা (আলী বিন রাবাহ), ..., সুরাকাহ বিন মালিক নবী ﷺ বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম দান-খয়রাতের পথ নির্দেশ করবো না? তোমার যে কন্যা তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী নেই, তার জন্য কৃত দান-খয়রাত সর্বোত্তম।[২৯৯৯]

٣٦٦٨/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ أَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً ثُمَّ صَدَعَتْ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ «مَا عَجَبُكِ لَقَدْ دَخَلَتْ بِهِ الْجَنَّةَ».

৪/৩৬৬৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন বিশ্‌র, মিসআর, সা'দ বিন ইবরাহীম, হাসান, স্বা'স্বাআহ, আয়িশাহ (স্বা'স্বাআহ) বলেন, এক মহিলা তার দু' কন্যা সন্তানসহ আয়িশাহ -এর নিকট এলো। তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তাদের প্রত্যেককে একটি করে

২৯৯৮. আহমাদ ১৭১১১। মিশকাত ৪৬৯১, ৪৬৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৯৯৯. আহমাদ ১৭১৩৬। মিশকাত ৫০০২, দঈফাহ ৪৮২২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্বের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্বাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. মূসা বিন আলী বিন রাবাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি একজন সালিহ ব্যক্তি ছিলেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করলে সেক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৮৪, ২৯/১২২ নং পৃষ্ঠা)

খেজুর দিলো এবং অবশিষ্ট খেজুরটিও দু' টুকরা করে তাদের মাঝে বণ্টন করলো। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলে আমি তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তো অবাক হচ্ছো, এর ফলে সে অবশ্যি জান্নাতে প্রবেশ করেছে।[৩০০০]

٣٦٦٩/٥- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَانَةَ الْمُعَافِرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫/৩৬৬৯। হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী, ইবনুল মুবারাক, হারমালাহ বিন ইমরান, আবূ উশানাহ আল-মুআফিরী, উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।[৩০০১]

٣٦٧٠/٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ».

৬/৩৬৭০। হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী, ইবনুল মুবারাক, ফিতর (বিন খালীফাহ) (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), আবূ সাঈদ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির দু'টি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[৩০০২]

٣٦٧١/٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَكْرِمُوْا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوْا أَدَبَهُمْ».

৩০০০. সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬২৯, ২৬৩০, তিরমিযী ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৫, ২৪০৫১, ২৫৫২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০০১ .আহমাদ ১৬৯৫০। সহীহাহ ৩৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০০২. আহমাদ ২১০৫, ৩৪১৪। সহীহাহ ২৭৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ফিতর (বিন খালীফাহ) সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭৭৩, ২৩/৩১২ নং পৃষ্ঠা)

২. আবূ সাঈদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করতেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭১৪, ১২/৪১৩ নং পৃষ্ঠা)

৭/৩৬৭১। ∝[আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী][আলী বিন আয়্যাশ][সাঈদ বিন উমারাহ (দঈফ বা দুর্বল)][হারিস্র ইবনুন নু'মান (দঈফ বা দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদেরকে উত্তমরূপে সদাচার শিক্ষা দাও।[৩০০৩]

٤/٢٧. بَاب حَقِّ الْجِوَارِ

২৭/৪. অধ্যায় : প্রতিবেশীর অধিকার

٣٦٧٢/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ».

১/৩৬৭২। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][আমর বিন দীণার][নাফি' বিন জুবায়র][আবূ শুরায়হ আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় নীরব থাকে।[৩০০৪]

٣٦٧٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

২/৩৬৭৩। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াযীদ বিন হারূন ও আবদাহ বিন সুলায়মান][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম][আমরাহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∝ ∝[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স্র বিন সা'দ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম][আমরাহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∝ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে প্রতিবেশীর

৩০০৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৮৭, দঈফাহ ১৬৪৯, দঈফ আল-জামি' ১১৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সাঈদ বিন উমারাহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩২৯, ১১/১৩ নং পৃষ্ঠা) ২. হারিস্র ইবনুন নু'মান সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১০৪৭, ৫/২৯১ নং পৃষ্ঠা)

৩০০৪. মাজাহ ৩২৭৫, সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৮, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২৮, দারিমী ২০৩৫, ২০৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই তিনি তাকে হয়তো ওয়ারিস্র বানাবেন।[৩০০৫]

٣٦٧٤/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

৩/৩৬৭৪। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন)] [মুজাহিদ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার মনে হলো যে, অচিরেই তিনি হয়তো তাকে ওয়ারিস্র বানাবেন।[৩০০৬]

٥/٢٧. بَاب حَقِّ الضَّيْفِ

২৭/৫. অধ্যায় : মেহমানের অধিকার

٣٦٧٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

১/৩৬৭৫। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ] [ইবনু আজলান] [সাঈদ বিন আবূ সাঈদ] [আবূ শুরায়হ আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর মেহমানের অধিকার হলো এক দিন ও এক রাত। আপ্যায়নকারীর কষ্ট হতে পারে এরূপ দীর্ঘ সময় তার নিকট মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়। আপ্যায়ন তিন দিন। তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য যা সে ব্যয় করবে তা তার জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।[৩০০৭]

٣٦٧٦/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُوْنَا فَمَا تَرَى فِيْ ذَلِكَ قَالَ لَنَا

৩০০৫. সহীহুল বুখারী ৬০১৪, মুসলিম ২৬২৪, তিরমিযী ১৯৪২, আবূ দাঊদ ৫১৫১, আহমাদ ২৩৭৩৯, ২৪০৭৯, ২৪৪২১, ২৫০১২, ২৫৪৮২। ইরওয়া' ৮৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০০৬. আহমাদ ৭৪৭০, ৭৯৮৫, ৯৪৫৩, ১০২৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

৩০০৭. সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাঊদ ৩৭৪৮, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭২৮, দারিমী ২০৩৫, ২০৩৬। ইরওয়া' ২৫২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ لَهُمْ».

২/৩৬৭৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ, লায়স্র বিন সা'দ, ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব, আবুল খায়র, উকবাহ্ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব জনপদে যাত্রাবিরতি করি যারা আমাদের আপ্যায়ন করে না। এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেন ঃ যদি তোমরা কোন বসতি এলাকায় যাত্রাবিরতি করো এবং তারা মেহমানের আপ্যায়নযোগ্য ব্যবস্থা করলে তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের থেকে তাদের সামর্থ্য অনুসারে মেহমানদারির ন্যায্য দাবি আদায় করো।[৩০০৮]

٣٦٧٧/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِيْ كَرِيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

৩/৩৬৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', সুফইয়ান, মানসূর, আশ-শা'বী, মিকদাম আবূ কারীমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রাতে আগত মেহমানকে আপ্যায়ন করা বাধ্যতামূলক। কারো বাড়ির আঙ্গিণায় মেহমান (অভুক্ত) রাত কাটালে সেটা (বাড়ির মালিকের জন্য) ঋণস্বরূপ। মেহমান ইচ্ছা করলে এ ঋণ উসুল করতেও পারে, অথবা ত্যাগও করতে পারে।[৩০০৯]

٦/٢٧. بَاب حَقِّ الْيَتِيْمِ

২৭/৬. অধ্যায় : ইয়াতীমের অধিকার

٣٦٧٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ».

১/৩৬৭৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইবনু আজলান, সাঈদ বিন আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি দু' দুর্বলের অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীর অধিকার (নস্যাৎ করা) নিষিদ্ধ করছি।[৩০১০]

٣٦٧٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ عَتَّابٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ».

৩০০৮. সহীহুল বুখারী ২৪৬১, ৬১৩৭, মুসলিম ১৭২৭, তিরমিযী ১৫৮৯, আবূ দাউদ ৩৭৫২, ১৬৮৯৪। ইরওয়া' ২৫২৪। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

৩০০৯. আবূ দাউদ ৩৭৫০, ৩৭৫১, আহমাদ ১৬৭২০, ১৬৭৪৪, ১৮৭৪৪। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৪২, সহীহাহ ২২০৪। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

৩০১০. আহমাদ ৯৩৭৪। সহীহাহ ১০১৫। তাহকীক আলবানীঃ হাসান।

২/৩৬৭৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন আদাম ইবনুল মুবারাক সাঈদ বিন আবূ আয়্যুব ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) যায়দ বিন আবূ আত্তাব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বাধিক নিকৃষ্ট।[৩০১১]

٣٦٨٠/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى».

৩/৩৬৮০। হিশাম বিন আম্মার হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কিলাবী (দঈফ বা দুর্বল) ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-আনসারী (মাজহুল বা অপরিচিত) আতা' বিন আবূ রাবাহ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতীমের ভরণপোষণ করে, সে ঐ ব্যক্তি সমতুল্য যে রাতভর ইবাদতরত থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করে। জান্নাতে আমি ও সেই ব্যক্তি এই দু' বোনের মত দু' ভাইরূপে বসবাস করবো, (এই ব'লে) তিনি তর্জনি ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখান।[৩০১২]

٢٧/٧. بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ

২৭/৭. অধ্যায় : যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

٣٦٨١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ».

৩০১১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৬৩৭, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৩০, আর রাদ্দু আলাল বালীক ২৩৪, দঈফ আল-জামি' ২৯০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৮৪৩, ৩১/৩৭২ নং পৃষ্ঠা)

৩০১২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আল-জামি' ৫৬৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কিলাবী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার বর্ণনা কম। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত ও হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৪৮৫, ৭/২৮০ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-আনাসরী সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তাকে দুর্বলতা স্পর্শ করেছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তিনি মিসরী না মিসরী নয় তা আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৯, ৩/৩৫ নং পৃষ্ঠা)

Contents

১/৩৬৮১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবান বিন স্বামআহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পায়) আবুল ওয়াযি' আর-রাসিবী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের পথনির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন ঃ মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলো।[৩০১৩]

٣٦٨٢/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَانَ عَلَى الطَّرِيْقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».

২/৩৬৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এক রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল এসে পড়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিতো। এক ব্যক্তি তা সরিয়ে ফেললে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।[৩০১৪]

٣٦٨٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِيْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِيْ بِأَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا فَرَأَيْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُنَحَّى عَنْ الطَّرِيْقِ وَرَأَيْتُ فِيْ سَيِّئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ».

৩/৩৬৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হিশাম বিন হাস্‌সান ওয়াস্বিল ইয়াহইয়া বিন উকায়ল ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার আবূ যার্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমার উম্মাতের ভালো ও মন্দ কার্যাবলী আমার সামনে পেশ করা হলে, আমি তাদের ভালো কার্যাবলীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থেকে তাদের কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম এবং তাদের নিকৃষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে মসজিদে থুথু ফেলাও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম যা (মাটি দিয়ে) ঢেকে দেয়া হয়নি।[৩০১৫]

٨/٢٧. بَاب فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

২৭/৮. অধ্যায় : পানি দান করার ফাদীলাত

٣٦٨٤/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ «سَقْيُ الْمَاءِ».

৩০১৩. মুসলিম ২৬১৮, আহমাদ ১৯২৬৯, ১৯২৮৬। স্বহীহাহ ২৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবান বিন স্বামআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৩৮, ২/১২ নং পৃষ্ঠা) ২. আবুল ওয়াযি' আর-রাসিবী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৭৩, ৪/৪৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩০১৪. স্বহীহুল বুখারী ৬৫৪, ২৪৭২, মুসলিম ১৯১৪ তিরমিযী ১৯৫৮, আবূ দাউদ ৫২৪৫, আহমাদ ৭৭৮২, ৭৯৭৯, ৮২৯৩, ৮৩১৫, ৮৯৯৩, ৯১১৫, ২৭২৯২, ১০৩৭৪, ১০৫১৫,মালিক ২৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০১৫ .মুসলিম ৫৫৩, আহমাদ ২১০৩৯, ২১০৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৬৮৪। ∞[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী‘][হিশাম আদ-দাসতুওয়ায়ী][কাতাদাহ][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব][সা‘দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ প্রকারের দান সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ পানি পান করানো।[৩০১৬]

٣٦٨٥/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَصُفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوْفًا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُوْرًا فَيَشْفَعُ لَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِيْ فِيْ حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ».

২/৩৬৮৫। ∞[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী‘][আল-আ‘মাশ][ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, লোকেরা বা জান্নাতবাসীরা কিয়ামতের দিন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে। তখন জাহান্নামী এক জান্নাতীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হে অমুক! তোমার কি মনে পড়ে, এক দিন তুমি পানি পান করতে চেয়েছিলে এবং আমি তোমাকে শরবত পান করিয়েছিলাম? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জান্নাতী লোকটি তার জন্য শাফা‘য়াত করবে। আরেক ব্যক্তি যাওয়ার সময় বলবে, তোমার কি মনে আছে, এক দিন আমি তোমাকে উযুর পানি দিয়েছিলাম? তখন সে তার জন্য শাফাআত করবে। বিন নুমাইর (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-র বর্ণনায় আরো আছে ঃ আরেক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তোমার কি মনে আছে, এক দিন তুমি আমাকে অমুক অমুক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলে এবং আমি তোমার প্রয়োজন সমাধা করতে গিয়েছিলাম? তখন সে তার জন্য শাফা‘য়াত করবে।[৩০১৭]

٣٦٨٦/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِيْ قَدْ لُطْتُهَا لِإِبِلِيْ فَهَلْ لِيْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا قَالَ «نَعَمْ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ».

৩/৩৬৮৬। ∞[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ][আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন)][যুহরী][আবদুর রহমান বিন মালিক বিন জু‘শুম][তার

৩০১৬. নাসায়ী ৩৬৬৪, ৩৬৬৫, ৩৬৬৬, আবূ দাউদ ১৬৭৯। আত তা‘লীকুর রাগীব ২/৫৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩০১৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৬০৪, আত তা‘লীকুর রাগীব ২/৫০, দঈফাহ ৯৩, ৫১৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ আর-রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাক্র আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া‘কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

পিতা (মালিক বিন জু'শুম) (মাকবূল) চাচা সুরাকাহ বিন জু'শুম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার উটের জন্য পানির যে চৌবাচ্চা তৈরি করে রেখেছি, পথ ভুলে আসা উটও তার পানি পান করে। আমি যে সেটিকে পানি পান করতে দিলাম, তাতে কি আমার সওয়াব হবে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, প্রতিটি কলিজাধারী অর্থাৎ প্রাণধারীর বেলায় সওয়াব রয়েছে।[৩০১৮]

٩/٢٧. بَاب الرِّفْقِ

২৭/৯. অধ্যায় : নম্র ব্যবহার

٣٦٨٧/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ».

১/৩৬৮৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ তামীম বিন সালামাহ আবদুর রহমান বিন হিলাল আল-আবসী জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নম্র স্বভাব বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[৩০১৯]

٣٦٨٨/٢- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ».

২/৩৬৮৮। ইসমাঈল বিন হাফস আল-উবুলী আবূ বাক্র বিন আয়্যাশ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ হলেন রফীক (নম্র), তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার সাথে (দীনের) দাওয়াত দানকারীকে যে পরিমাণ সওয়াব দান করেন, কঠোরতা প্রদর্শনকারীকে তদ্রূপ দান করেন না।[৩০২০]

٣٦٨٩/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ».

৩/৩৬৮৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন মুস্আব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) আল-আওযাঈ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হিশাম বিন আম্মার ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ হলেন নম্র ও দয়ার্দ্র, তিনি প্রতিটি কাজে নম্রতা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন পছন্দ করেন।[৩০২১]

৩০১৮. আহমাদ ১৭১৩১। আত তা'লীকুর রাগীব ২/৫২, সহীহাহ ২১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্ বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্ বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০১৯. মুসলিম ২৫৯২, আবূ দাউদ ৪৮০৯, আহমাদ ২৭৮২৯, ১৮৭৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২০. হাদীস্টি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৩৬, ৭৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২১. সহীহুল বুখারী ৬০২৪, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, মুসলিম ২১৬৫, ২৫৯৩, তিরমিযী ২৭০১, আহমাদ ৩৩৫৭০, ২৪০৩২, ২৫১০৫, দারিমী ২৭৯৪। রাওদুন নাদীর ৩৬, ৭৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٠/٢٧. بَاب الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ

২৭/১০. অধ্যায় : দাস-দাসীর সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার

١/٣٦٩٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَأَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ».

১/৩৬৯০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আল-আ'মাশ আল-মা'রূর বিন সুওয়ায়দ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (এরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যাতীত কাজ চাপিও না, যদি চাপাও তবে তোমরা (সেই কাজে) তাদের সাহায্য করো।[৩০২২]

٢/٣٦٩١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامَى قَالَ نَعَمْ فَأَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَمْلُوْكُكَ يَكْفِيْكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوْكَ».

২/৩৬৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ইসহাক বিন সুলায়মান মুগীরাহ বিন মুসলিম ফারকাদ আস-সাবখী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) মুররাহ আত-তয়্যিব আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। স্াহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, এ উম্মাতের অধিকাংশ হবে গোলাম ও ইয়াতীম? তিনি বলেন ঃ হাঁ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের মত তাদের সাথে ব্যবহার করো এবং তোমরা যা আহার করো তা তাদেরকেও আহার করাও। স্াহাবীগণ বলেন, দুনিয়াতে কোন্ জিনিস আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার উদ্দেশে তুমি যে ঘোড়া প্রতিপালন করো এবং যে গোলাম তোমার দায়িত্ব পালন করে। সে যদি নামায পড়ে, তবে সে তোমার ভাই।[৩০২৩]

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুস্আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৬১২, ২৬/৪৬০ নং পৃষ্ঠা)

৩০২২. স্হীহুল বুখারী ৩০, মুসলিম ১৬৬১, তিরমিযী ১৯৪৫, আবূ দাউদ ৫১৫৭, ৫১৫৮, আহমাদ ২০৯০০, ২০৯২১। ইরওয়া' ২১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্হীহ।

৩০২৩. তিরমিযী ১৯৪৬, আহমাদ ১৪,৩২,৭৬। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৬১, দঈফ আল-জামি' ৬৩৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

١١/٢٧. بَاب إِفْشَاءِ السَّلَامِ

২৭/১১. অধ্যায় : সালামের প্রসার ঘটানো

٣٦٩٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».

১/৩৬৯২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ মুআবিয়াহ ও ইবনু নুমায়র, আল-আ'মাশ, আবূ স্বালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের প্রতি পথনির্দেশ দিবো না যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[৩০২৪]

٣٦٩٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ «أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ».

২/৩৬৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ, আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সালামের প্রসার ঘটাই।[৩০২৫]

٣٦٩٤/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اعْبُدُوْا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوْا السَّلَامَ».

৩/৩৬৯৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী), আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), তার পিতা (সাইব বিন মালিক), আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত করো এবং সালামের প্রসার ঘটাও।[৩০২৬]

উক্ত হাদীসের রাবী ফারকাদ আস-সাবখী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল ও হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭১৫, ২৩/১৬৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০২৪. মুসলিম ৮১, তিরমিযী ২৬৮৮, আহমাদ ৮৮৪১, ৯৪১৬, ২৭৩১৪, ১০২৭২। ইরওয়া' ৭৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০২৬. তিরমিযী ১৮৫৫, আহমাদ ৬৫৫১, ৬৮০৯, দারিমী ২০৮১। ইরওয়া' ৩/২৩৯, সহীহাহ ৫৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٢/٢٧. بَاب رَدِّ السَّلَامِ

২৭/১২. অধ্যায় : সালামের উত্তর দেয়া

٣٦٩٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ».

১/৩৬৯৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। সে নামায পড়ার পর এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বলেন ঃ তোমার প্রতিও সালাম।[৩০২৭]

٣٦٩٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا «إِنَّ جِبْرَائِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ».

২/৩৬৯৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান যাকারিয়্যা আশ-শা'বী আবূ সালামাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত।[৩০২৮]

١٣/٢٧. بَاب رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

২৭/১৩. অধ্যায় : যিম্মীদের সালামের উত্তর দেয়া

٣٦٩٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ».

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

৩০২৭. বুখারী ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭, মুসলিম ৬০২, তিরমিযী ৩০৩, নাসায়ী ৮৮৪, আবূ দাউদ ৮৫৬, আহমাদ ৯৩৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০২৮. সহীহুল বুখারী ৩২১৭, ৩৭৬৮, ৬২০১, ৬২৪৯, ৬২৫৩, মুসলিম ২৪৪৭, তিরমিযী ২৬৯৩, ৩৮৮১, ৩৮৮২, নাসায়ী ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৫৪, আবূ দাউদ ৫২৩২, আহমাদ ২৩৭৬০, ২৩৯৪১, ২৪০৫৩, ২৪২৯৪, ২৪৩৩৬, ২৪৬০৭, ২৪৬৪৭, ২৫৩৫২, দারিমী ২৬৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৬৯৭। ∝[আবূ বাকর][আবদাহ বিন সুলায়মান ও মুহাম্মাদ বিন বশির][সাঈদ][কাতাদাহ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলবে, ওয়া আলায়কুম (তোমাদের প্রতিও)।[৩০২৯]

٣٦٩٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ «وَعَلَيْكُمْ».

২/৩৬৯৮। ∝[আবূ বাকর][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][মুসলিম][মাসরূক][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একদল ইহূদী এসে বললো, আস-সামু আলায়কা ইয়া আবাল কাসিম! (হে আবুল কাসিম! তোমার মৃত্যু হোক)। তিনি উত্তরে বলেন ঃ ওয়া আলায়কুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)।[৩০৩০]

٣٦٩٩/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُوْدِ «فَلَا تَبْدَءُوْهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ».

৩/৩৬৯৯। ∝[আবূ বাকর][ইবনু নুমায়র][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)][ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব][মারসাদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী][আবূ আবদুর রহমান আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আগামী কাল আমি জন্তুযানে করে ইহূদীদের লোকালয়ে যাবো। তোমরা আগে তাদের সালাম করো না। তারা তোমাদেরকে সালাম করলে তোমরা বলবে, ওয়া আলায়কুম (তোমাদের প্রতি)।[৩০৩১]

١٤/٢٧. بَاب السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ

২৭/১৪. অধ্যায় : শিশু ও নারীদের সালাম করা

٣٧٠٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا».

১/৩৭০০। ∝[আবূ বাকর][আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন)][হুমায়দ][আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এখানে আসলেন, আমরা ছিলাম বালক। তিনি আমাদের সালাম দিলেন।[৩০৩২]

৩০২৯. সহীহুল বুখারী ৬২৫৮, ৬৯২৬, মুসলিম ২১৬৩, তিরমিযী ৩৩০১, আবূ দাউদ ৫২০৭, আহমাদ ১১৫৩৭, ১২০১৯, ১২০৫৮, ১২৭৯৯, ১২৮২৮, ১৩০৪৭, ১৩৩৫৫। ইরওয়া' ৫/১১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৩০. সহীহুল বুখারী ২৯৩৫, ৬০২৪, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, ৬৯২৭, মুসলিম ২১৬৫, তিরমিযী ২৭০১, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪৩৩০, ২৪৫০৮, ২৫১০৫, ২৫৩৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৩১ .হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/১১২, ১১৩, ১২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্ব। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩২. সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ৫২০৩, আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৬১০, দারিমী ২৬৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٠١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ «فَسَلَّمَ عَلَيْنَا».

২/৩৭০১। আবূ বাকর, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, ইবনু হুসায়ন, শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন), আসমা' বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মহিলাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন।[৩০৩৩]

١٥/٢٧. بَاب الْمُصَافَحَةِ

২৭/১৫. অধ্যায় : মুসাফাহা (করমর্দন) করা

٣٧٠٢/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّدُوْسِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَنْحَنِيْ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ «لَا قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصَافَحُوْا».

১/৩৭০২। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', জারীর বিন হাযিম, হানযালাহ বিন আবদুর রহমান আস-সাদূসী (দঈফ বা দুর্বল), আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি (পারস্পরিক সাক্ষাতে) একে অপরের সামনে মাথা ঝুঁকাবো? তিনি বলেন ঃ না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি পরস্পর মু'আনাকা (আলিংগণ) করবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং তোমরা পরস্পর মুসাফাহা করো।[৩০৩৪]

٣٧٠٣/- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا».

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৩. তিরমিযী ২৬৯৭, আবূ দাউদ ৫২০৪, আহমাদ ২৭০১৪, দারিমী ২৬৩৭। সহীহাহ ৮২৩, হিজাবুল মারআহ ৯৯, ১০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হানযালাহ বিন আবদুর রহমান আস-সাদূসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৫৬২, ৭/৪৪৭ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৭০৩। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র⟩⟨আজলাহ⟩⟨আবূ ইসহাক⟩⟨বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'জন মুসলমান পারস্পরিক সাক্ষাতে মুসাফাহা করলে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হয়।[৩০৩৫]

١٦/٢٧. بَاب الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

২৭/১৬. অধ্যায় : একে অপরের হাতে চুমা দেয়া

١/٣٧٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ».

১/৩৭০৪। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)⟩⟨ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল)⟩⟨আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা⟩⟨ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে চুমা দিয়েছি।[৩০৩৬]

٢/٣٧٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُوْدِ «قَبَّلُوْا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجْلَيْهِ».

২/৩৭০৫। ⟨আবূ বাকর⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ও গুনদার ও আবূ উসামাহ⟩⟨শু'বাহ⟩⟨আমর বিন মুররাহ⟩⟨আবদুল্লাহ বিন সালামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো)⟩⟨স্নাফওয়ান বিন আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ একদল ইহূদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ও পদদ্বয়ে চুমা দিয়েছিল।[৩০৩৭]

৩০৩৫. তিরমিযী ২৭২৭, আবূ দাউদ ৫২১১। সহীহাহ ৫২৫, ৫২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৬. আবূ দাউদ ৫২২৩, আহমাদ ৫৩৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল ; ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৭. তিরমিযী ২৭৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

١٧/٢٧. بَاب الِاسْتِئْذَانِ

২৭/১৭. অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা

١/٣٧٠٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوْسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ «اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوْا لَهُ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ».

১/৩৭০৬। আবূ বাকর ইয়াযীদ বিন হারূন দাঊদ বিন আবূ হিন্দ আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট তিনবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি অনুমতি পেলেন না। তাই তিনি ফিরে গেলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ফিরে যাওয়ার কারণ কী? তিনি বলেন, আমি অনুমতি প্রার্থনা করেছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হলে আমরা প্রবেশ করেছি এবং অনুমতি না দেয়া হলে ফিরে গেছি।। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই আপনাকে আমার নিকট সাক্ষী পেশ করতে হবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই একটা কিছু করবো (আপনাকে শাস্তি দিবো)। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার সম্প্রদায়ের সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের সাক্ষ্য তলব করেন। তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার পথ ছেড়ে দেন।[৩০৩৮]

٢/٣٧٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ فَمَا الِاسْتِئْذَانُ قَالَ «يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيْحَةً وَتَكْبِيْرَةً وَتَحْمِيْدَةً وَيَتَنَحْنَحُ وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ».

২/৩৭০৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ওয়াসিল ইবনুস সাইব (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সাওরাহ আবূ আইউব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সালাম তো বুঝলাম, কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা কী? তিনি বলেনঃ আগন্তুক মুখে আল্লাহর গুণগান, মহত্ব ও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে বা গলা খাকারি দিয়ে বাড়ির লোকজনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবে।[৩০৩৯]

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন সালামাহ্ সম্পর্কে আবূ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফয শক্তি লোপ পায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৩১৩, ১৫/৫০ নং পৃষ্ঠা)

৩০৩৮. সহীহুল বুখারী ২০৬২, মুসলিম ২১৫৪, তিরমিযী ২৬৯০, আবূ দাউদ ৫১৮০, ৫১৮১, ১০৬৪৬, ১০৬৬১, ১৯০১৬, ১৯০৬২, ১৯০৮৪, ১৯১১৪, ১৯১৭৮, ১৯২৫১, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৯৮, দারিমী ২৬২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৩৯. নাসায়ী ১২১১, ১২১২, ১২১৩, আহমাদ ২০৯, ৬৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

Contents

٣٧٠٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُدْخَلَانِ مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ «يَتَنَحْنَحُ لِيْ».

৩/৩৭০৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ মুগীরাহ হারিস্র আবদুল্লাহ বিন নুজায়.................আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমার হাজির হওয়ার দু'টি সময় নির্দিষ্ট ছিলো ঃ রাতে একবার এবং দিনে একবার। আমি তাঁর নিকট তাঁর নামাযরত অবস্থায় উপস্থিত হলে তিনি আমার উদ্দেশে গলা খাকারি দিতেন।[৩০৪০]

٣٧٠٩/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَنَا».

৪/৩৭০৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' শু'বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? আমি বললাম, আমি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমি! আমি (নাম বলতে পারো না)![৩০৪১]

٢٧/١٨. بَاب الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

২৭/১৮. অধ্যায় : কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো?

٣٧١٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيْمًا».

১/৩৭১০। আবূ বাকর ঈসা বিন য়ূনুস আবদুল্লাহ বিন মুসলিম (দঈফ বা দুর্বল) আবদুর রহমান বিন স্রাবিত জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার রাত

উক্ত হাদীস্রের রাবী ওয়াস্রিল ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৬৬৩, ৩০/৪০১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ সাওরাহ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আবূ আয়্যূব থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৭৪২১, ৩৩/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী**ঃ দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন নুজায় সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সংবাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ বিন ইদরীস বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৬১৪, ১৬/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪১. সহীহুল বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ২১৫৫, তিরমিযী ২৭১১, আবূ দাঊদ ৫১৮৭, আহমাদ ১৩৭৭৩, ১৪০৩০, ১৪৪৯৩, দারিমী ২৬৩০। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

কেমন গেলো? তিনি বলেন ঃ ভালোভাবেই কেটেছে, সেই লোকের চেয়ে যে রোযা অবস্থায় প্রভাত করেনি এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যায়নি।[৩০৪২]

٣٧١١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ حَدَّثَنِيْ جَدِّي أَبُوْ أُمِّي مَالِكُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ قَالُوْا بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللهَ فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِيْنَا وَأُمِّنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللهَ».

২/৩৭১১। আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন ইসহাক বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) দাদা আবূ উমায়্যাহ মালিক বিন হামযাহ বিন আবূ উসায়দ আস-সাইদী (মাকবূল) তার পিতা (হামযাহ বিন আবূ উসায়দ আস-সাইদী) দাদা (আবূ উসাইদ মালিক বিন রাবীআহ আস-সাইদী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র ওখানে প্রবেশ করে তাকে বলেন ঃ আসসালামু আলায়কুম। তারা উত্তরে বলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের রাত কেমন গেলো? তারা বলেন, ভালোভাবেই কেটেছে, আল্লাহর প্রশংসা করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনার রাত কেমন কেটেছে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমার রাতও ভালোই কেটেছে।[৩০৪৩]

١٩/٢٧. بَاب إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ

২৭/১৯. অধ্যায় : তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে

٣٧١٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ».

১/৩৭১২। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সাঈদ বিন মাসলামাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু আজলান নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তাকে যথাযথ সম্মান করো।[৩০৪৪]

৩০৪২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়।

৩০৪৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন ইসহাক বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩.৪১৫, ১৫/২৭৪ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১২০৫, রাওদুন নাদীর ২৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٢٠/٢٧. بَاب تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

২৭/২০. অধ্যায় : হাঁচির জবাব দেয়া

١/٣٧١٣– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا أَوْ سَمَّتَ وَلَمْ يُشَمِّتْ الْآخَرَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتْ الْآخَرَ فَقَالَ «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللهَ».

/৩৭১৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন সুলায়মন আত-তায়মী আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে দু' ব্যক্তি হাঁচি দিলে, তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপর জনের জবাব দেননি। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট দু' ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে। আপনি তাদের একজনের জবাব দিলেন এবং অপর জনের জবাব দেননি। তিনি বলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।[৩০৪৫]

٢/٣٧١٤– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ».

২/৩৭১৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইয়াস বিন সালামাহ ইবনুল আকওয়া' তার পিতা (সালামা ইবনুল আকওয়া') (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হাঁচিদাতার উত্তর দিতে হবে তিনবার, এর অধিক বার হাঁচি দিলে সে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত।[৩০৪৬]

٣/٣٧١٥– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

৩/৩৭১৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) ঈসা বিন আবদুর রহমান আবদুর রহমান বিন আবূ

উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন মাসলামাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৫৭, ১১/৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪৫. সহীহুল বুখারী ৬২২১, ৬২২৫, মুসলিম ২৯৯১, তিরমিযী ২৭৪২, আবূ দাউদ ৫০৩৯, আহমাদ ১১৫৫১, ১১৭৫৭, ১২৩৮৭, দারিমী ২৬৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৪৬. মুসলিম ২৯৯৩, তিরমিযী ২৭৪৩, আবূ দাউদ ৫০৩৭, আহমাদ ১৬০৬৬, দারিমী ২৬৬১। মিশকাত ৪৭৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০০৮,২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

লায়লা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন বলে, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)। তার আশেপাশে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় অনুগ্রহ করুন)। প্রতি উত্তরে হাঁচিদাতা যেন বলে, ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম (আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন)।[৩০৪৭]

٢١/٢٧. بَاب إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيْسَهُ

২৭/২১. অধ্যায় : যে কেউ নিজ সহযোগীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে

٣٧١٦/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْ يَحْيَى الطَّوِيْلِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْصَرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْزِعُهَا وَلَمْ يُرَ مُتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيْسًا لَهُ قَطُّ».

১/৩৭১৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবূ ইয়াহইয়া আত-তাবীল (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতেন এবং কথা বলতেন, তখন সে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতেন না এবং যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তার থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতেননা। তাঁর সাথে উপবিষ্ট লোকেদের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কখনো বসতে দেখা যায়নি।[৩০৪৮]

٢٢/٢٧. بَاب مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

২৭/২২. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি মজলিসে নিজ স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার

٣٧١٧/١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

৩০৪৭. তিরমিযী ২৭৪১, দারিমী ২৬৫৯। ৭৮০, ৩/২৪৫, ২৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

৩০৪৮. তিরমিযী ২৪৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** মুসাফাহার কথা ব্যতীত দুর্বল। কেননা মুসাফাহর কথাটি প্রমাণিত। সহীহাহ ২৪৮৫। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ইয়াহইয়া আত-তাবীল সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি মতানৈক্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪৯১, ২২/৩৩১ নং পৃষ্ঠা) ২. যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১০২, ১০/৫৬ নং পৃষ্ঠা)

১/৩৭১৭। আমর বিন রাফি' জারীর সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার।[৩০৪৯]

٢٣/٢٧. بَاب الْمَعَاذِيْرِ

২৭/২৩. অধ্যায় : ওযর বা অপারগতা প্রকাশ

٣٧١٨/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جُوْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ».

٣٧١٨/٢ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جُوْدَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১/৩৭১৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান ইবনু জুরায়জ ইবনু মীনা' (মাকবূল) জূওদান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট ওযর বা অপারগতা প্রকাশ করলে এবং সে তা গ্রহণ না করলে, সে কর আদায়কারীর অপরাধের সমান অপরাধী গণ্য হবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩৭১৮(১) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সুফইয়ান ইবনু জুরায়জ ইবনু মীনা' (মাকবূল) জূওদান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে।[৩০৫০]

٢٤/٢٧. بَاب الْمُزَاحِ

২৭/২৪. অধ্যায় : রসিকতা

٣٧١٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَامٍ وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ وَكَانَ سُوَيْبِطُ رَجُلًا مَزَّاحًا فَقَالَ

৩০৪৯. মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাঊদ ৪৮৫৩, আহমাদ ৭৫১৪, ৭৭৫১, ৮৩০৪, ৮৮১০, ৯৪৬৩, ৯৪৮২, ৯৮৯৪, ১০৪৪২, ১১৫৫৯, দারিমী ২৬৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৫০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ২৩৬ নং পৃষ্ঠা । **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

لِنُعَيْمَانَ أَطْعِمْنِي قَالَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ فَلَأُغِيظَنَّكَ قَالَ فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُوَيْبِطٌ تَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلَامٌ وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ إِنِّي حُرٌّ فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي قَالُوا لَا بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلَائِصَ ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلًا فَقَالَ نُعَيْمَانُ إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرٌّ لَسْتُ بِعَبْدٍ فَقَالُوا قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصَ وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرُوهُ قَالَ «فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلًا».

১/৩৭১৯। ❖[আবূ বাকর][ওয়াকী'][যামআহ বিন সালিহ (দঈফ বা দুর্বল)][আয যুহরী][ওয়াহব বিন আবদুল্লাহ বিন যামআহ (মাকবূল)][উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ ❖[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][যামআহ বিন সালিহ (দঈফ বা দুর্বল)][আয যুহরী][আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব বিন যামআহ (মাকবূল)][উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতিকালের এক বছর পূর্বে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যবসা উপলক্ষে বুস্রা যান। নুআয়মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং হারমালাহ' হারমালাহ'র পুত্র সুয়ায়বিত? তার সাথে ছিলেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নুআয়মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসদপত্রের দায়িত্বে ছিলেন। সুয়ায়বিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন কৌতুকপ্রিয়। তিনি নুআয়মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন,আমাকে কিছু আহার দিন। তিনি বলেন, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনি বলেন, না, আমি আপনাকে পেরেশান করে ছাড়বো। রাবী বলেন, অতঃপর তারা একদল লোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সুয়ায়বিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের বলেন, তোমরা কি আমার নিকট থেকে আমার একটি গোলাম খরিদ করবে? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, সে এমন গোলাম যার একটা কথা আছে। সে তোমাদের বলবে, আমি স্বাধীন। তোমরা তার এ কথায় বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে কিন্তু আমার এ গোলামের ব্যাপারে ফ্যাসাদে ফেলো না যেন। তারা বললো, না, আমরা বরং তাকে তোমার থেকে ক্রয় করবো। তারা তার থেকে তাকে দশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে তার নিকট এলো। তারা তার গলায় পাগড়ি অথবা রশি বাঁধলো। নুআয়মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এই লোক কিন্তু তোমাদের সাথে উপহাস করেছে, সত্যি আমি স্বাধীন, গোলাম নই। তারা বললো, তোমার ব্যাপারটি আমাদের অবহিত করা হয়েছে। তারা তাকে নিয়ে চলে গেল। ইতোমধ্যে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে গেলে তার সঙ্গীরা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাদের নিকট গেলেন এবং তাদের উট তাদেরকে ফেরত দিয়ে নুআয়মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন, তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাবী বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ তাকে নিয়ে (এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে) প্রায় এক বছর হাসি-তামাশা করেন।[৩০৫১]

٣٧٢٠/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

৩০৫১. আহমাদ ২৬১৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী যামআহ বিন সালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০০৩, ৯/৩৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৭২০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ আবুত তায়্যাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন ঃ হে আবূ উমায়র! কী করেছে নুগায়র? ওয়াকী' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, অর্থাৎ যে পাখিটি নিয়ে আবূ উমায়র খেলা করতো।[৩০৫২]

٢٧/٢٥. بَاب نَتْفِ الشَّيْبِ

২৭/২৫. অধ্যায় : সাদা চুল উপড়ানো

٣٧٢١/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ».

১/৩৭২১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা মুমিনের নূর।[৩০৫৩]

٢٧/٢٦. بَاب الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

২৭/২৬. অধ্যায় : ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসা

٣٧٢٢/١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ».

১/৩৭২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্বাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) আবুল মুনীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছায়া ও রোদের মাঝামাঝি বসতে নিষেধ করেছেন।[৩০৫৪]

৩০৫২. বুখারী ৬১২৯, ৬২০৩, মুসলিম ৪০০৩, তিরমিযী ৩৩৩, ১৯৮৯, আবূ দাউদ ৬৫৮, ৪৯৫৯, আহমাদ ১১৭২৭, ১১৭৮৯, ১২৩৪২, ১২৫৪৫, ১২৬৬৪, ১২৭৯৭, ১২৯১২। মুখতাসরুশ শামাইল ২০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৫৩. নাসায়ী ৫০৬৮, আবূ দাউদ ৪২০২। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৩, মিশকাত ৪৪৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০৫৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৮৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্বাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. আবুল মুনীব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার

٢٧/٢٧. بَاب النَّهْيِ عَنْ الِاضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ

২৭/২৭. অধ্যায় : উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ

٣٧٢٣/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ «مَا لَكَ وَلِهَذَا النَّوْمِ هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللهُ أَوْ يُبْغِضُهَا اللهُ».

১/৩৭২৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ > আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম > আল-আওযাঈ > ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর > আবূ সালামাহ > কায়স বিন তিখফাহ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) > তার পিতা (তিখফাহ বিন কায়স আল-গিফারী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) > তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে মসজিদে উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় পেলেন। তিনি তাঁর পা দ্বারা আমাকে খোঁচা মেরে বলেন ঃ তোমার এ ধরনের শোয়া কিরূপ। এ ধরনের শোয়া তো আল্লাহ অপছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন।[৩০৫৫]

٣٧٢٤/٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنَيْدِبُ «إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ».

২/৩৭২৪। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) > ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) > মুহাম্মাদ বিন নুআয়ম বিন আবদুল্লাহ আল-মুজমির (مجهول الحال) > তার পিতা (নুআয়ম বিন আবদুল্লাহ আল-মুজমির) > কায়স বিন তিখফাহ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) > আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) > তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা মেরে বলেন ঃ হে জুনাইদিব! এটা তো জাহান্নামীর শয়ন।[৩০৫৬]

আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্বিকাহ।

৩০৫৫. তিরমিযী ২৭৬৮, আবূ দাঊদ ৫০৪০, আহমাদ ১৫১১৫, ১৫১১৭, ২৩১০৩। মিশকাত ৪৭১৮, ৪৭১৯, ৪৭৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৫৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসামাঈল বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৯, ৩/১২৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুহাম্মাদ বিন নুআয়ম বিন আবদুল্লাহ আল-মুজমির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬৬০, ২৬/৫৫৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়া'কূব বিন হুমায়দ, ইসামাঈল বিন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ বিন নুআয়ম বিন আবদুল্লাহ আল-মুজমির এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৮০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া

٣٧٢٥/٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ «قُمْ وَاقْعُدْ فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ».

৩/৩৭২৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সালামাহ বিন রাজা' আল-ওয়ালীদ বিন জামীল আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আল-কাসিম বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অপরিচিত) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে উপুড় হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে তাঁর পা দ্বারা তাকে খোঁচা মেরে বলেন ঃ দাঁড়াও অথবা বসো! কেননা এটা জাহান্নামীর শয়ন।[৩০৫৭]

٢٨/٢٧. بَاب تَعَلُّمِ النُّجُوْمِ

২৭/২৮. অধ্যায় : জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

٣٧٢٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ».

১/ ৩৭২৬। আবূ বাকর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ আল-আখনাস আল-ওয়ালীদ বিন আবদুল্লাহ ইউসুফ বিন মাহাক ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিক্ষা করলো, সে যেন যাদু বিদ্যার একটা শাখা আয়ত্ত করলো, এখন তা যত বাড়ায় বাড়াক।[৩০৫৮]

٢٩/٢٧. بَاب النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

২৭/২৯. অধ্যায় : বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২৭৬৮, আহমাদ ৭৮০২, ৭৩৮১, ১৫১১৫, ১৫১১৭, ১৮৯৬৩, ১৮৯৭৮, ২৩১০২, ২৩১০৩, ২৩১০৪, ২৩১০৫।

৩০৫৭. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-ওয়ালীদ বিন জামীল আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৭০০, ৩১/৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আল-কাসিম বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তিনি স্বিকাহ নন। ইমাম তিরমিযী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিচিত। মুফাদদাল বিন গাসসান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৮০০, ২৩/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৫৮. আবূ দাউদ ৩৯০৫, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬। সহীহাহ ৭৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

١/٣٧٢٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُسُبُّوْا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ سَلُوْا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا».

১/৩৭২৭। আবূ বাকর, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আওযাঈ, আয যুহরী, সাবিত আয যুরাকী, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ তা আল্লাহর রহমাতের অন্তর্ভুক্ত, তা রহমাত ও শাস্তি বয়ে আনে। তোমরা আল্লাহর নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রার্থনা করো এবং তার মধ্যে নিহিত অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।[৩০৫৯]

٣٠/٢٧. بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْأَسْمَاءِ

২৭/৩০. অধ্যায় : যেসব নাম পছন্দনীয়

١/٣٧٢٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

১/৩৭২৮। আবূ বাকর, খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী), আল-উমায়রী (দঈফ বা দুর্বল), নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।[৩০৬০]

٣١/٢٧. بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ

২৭/৩১. অধ্যায় : যেসব নাম অপছন্দনীয়

١/٣٧٢٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَبَاحٌ وَنَجِيْحٌ وَأَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ».

৩০৫৯. আবূ দাউদ ৫০৯৭, আহমাদ ৭৩৬৫, ৯৩৪৬। মিশকাত ১৫১৬, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ১৫৩, সহীহাহ ২৭৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৬০ .মুসলিম ২১৩২, তিরমিযী ২৮৩৩, আবূ দাউদ ৪৯৪৯, আহমাদ ৪৭৬০, ৬০৮৭, দারিমী ২৬৯৫। ইরওয়া' ১১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-উমারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আল-উমারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১১১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ১৬টি খুবই দুর্বল, ৪২টি দুর্বল, ২৪টি হাসান, ২৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২১৩১, তিরমিযী ২৮৩৩, ২৮৩৪, আবূ দাউদ ৪৯৪৯, ৪৯৫০, দারিমী ২৬৯৫, আহমাদ ৪৭৬০, ৬০৮৭, ১৭১৫৩, ১৭১৫৪, ১৭১৫৫, মু'জামুল আওসাত ৬৯৪, শারহুস সুন্নাহ ৩৩৬৭।

১/৩৭২৯। ∝নাসর বিন আলী ✗ আবূ হাম্মাদ ✗ সুফইয়ান ✗ আবুয যুবায়র ✗ জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ✗ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইনশাআল্লাহ আমি বেঁচে থাকলে রাবাহ, নাজীহ, আফলাহ, নাফে' ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ করবো।[৩০৬১]

٢/٣٧٣٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَرَبَاحٌ وَيَسَارٌ».

২/৩৭৩০। ∝আবূ বাকর ✗ আল-মু'তামির বিন সুলায়মান ✗ আর-রুকায়ন (ইবনুর রাবী') ✗ তার পিতা (আর-রাবী') ✗ সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দাসদের চারটি নামে নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ আফলাহ, নাফে' রাবাহ ও ইয়াসার।[৩০৬২]

٣/٣٧٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ».

৩/৩৭৩১। ∝আবূ বাকর ✗ হিশাম ইবনুল কাসিম ✗ আবূ আকীল ✗ মুজালিদ বিন সাঈদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নন) ✗ আশ-শা'বী ✗ মাসরূক ✗ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ (মাসরূক) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরূক ইবনুল আজদা'। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আজদা' এক শয়তানের নাম।[৩০৬৩]

٣٢/٢٧. بَاب تَغْيِيْرِ الْأَسْمَاءِ

২৭/৩২. অধ্যায় : নাম পরিবর্তন করা

١/٣٧٣٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ لَهَا تُزَكِّي نَفْسَهَا «فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ».

১/৩৭৩২। ∝আবূ বাকর ✗ গুনদার ✗ শু'বাহ ✗ আতা' বিন আবূ মায়মূনাহ ✗ আবূ রাফি' ✗ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম ছিলো বাররাহ (পুণ্যবতী)। এতে বলাবলি হলো যে, তিনি নিজেই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম রাখলেন যায়নাব।[৩০৬৪]

৩০৬১. তিরমিযী ২৮৩৫। সহীহাহ ২১৪৩।

৩০৬২. মুসলিম ২১৩৬,২১৩৭, তিরমিযী ২৮৩৬,আবূ ৪৯৫৮, ৪৯৫৯, আহমাদ ১৯৫৭৪, ১৯৬০১, ১৯৬১৮, ১৯৬২৫, ১৯৭৩২, দারিমী ২৬৯৬। ইরওয়া' ১১৭৭।

৩০৬৩. আবূ দাঊদ ৪৯৫৭, আহমাদ ২১১। মিশকাত ৪৭৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩০৬৪. সহীহুল বুখারী ৬১৯২, মুসলিম ২১৪১, আহমাদ ৯২৭৬, ৯৫৯৮, দারিমী ২৬৯৮। সহীহাহ ২১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٣٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ «فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَمِيْلَةَ».

২/৩৭৩৩। ∝ আবূ বাকর ⋈ আল-হাসান বিন মূসা ⋈ হাম্মাদ বিন সালামাহ ⋈ উবায়দুল্লাহ ⋈ নাফি' ⋈ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⋄ উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর এক কন্যাকে আসিয়াহ (গুনাহগার) নামে ডাকা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম রাখলেন জামীলাহ (সুন্দরী)।[৩০৬৫]

٣٧٣٤/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُوْ الْمُحَيَّاةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ اسْمِيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ «فَسَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ».

৩/৩৭৩৪। ∝ আবূ বাকর ⋈ ইয়াহইয়া বিন ইয়া'লা আবুল মুহায়্যাহ ⋈ আবদুল মালিক বিন উমায়র ⋈ আবদুল্লাহ বিন সালাম এর ভাতিজা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) ⋈ আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⋄ তিনি বলেন, আমি এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ বিন সালাম।[৩০৬৬]

٢٧/٣٣. بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

২৭/৩৩. অধ্যায় : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম ও তাঁর উপনাম একত্র করা

٣٧٣٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ «تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ».

১/৩৭৩৫। ∝ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ⋈ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ⋈ আয়্যূব ⋈ মুহাম্মাদ (বিন সীরীন) ⋈ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⋄ তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।[৩০৬৭]

٣٧٣٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ».

২/৩৭৩৬। ∝ আবূ বাকর ⋈ আবূ মুআবিয়াহ ⋈ আল-আ'মাশ ⋈ সুফইয়ান ⋈ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⋄ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।[৩০৬৮]

৩০৬৫. মুসলিম ২১৩৯, তিরমিযী ২৮৩৮, আবূ দাউদ ৪৯৫২, আহমাদ ৪৬৬৮, দারিমী ২৬৯৭। সহীহাহ ২১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৬৬. আবূ দাউদ ২৩২৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** মুনকার।

৩০৬৭. সহীহুল বুখারী ১১০, ৬১৮৮, মুসলিম ২১৩৪, তিরমিযী ২২৮০, ২৮৪১, আবূ দাউদ ৪৯৬৫, আহমাদ ৭৩৩০, ৭৪৭৯, ৭৫৯৭, ৭৬৭১, ৮০৪৭, ৮৮৫০, ৮৮৮৬, ৯৫৫৪, ৯৫৮০, ৯৭২৭, ৯৮৩৫, ৯৯৯৯, ১০১০৪, ১০২৪৯, দারিমী ২৬৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٣٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَقِيْعِ فَنَادَى رَجُلٌ رَجُلًا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ».

৩/৩৭৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস্‌-সাকাফী হুমায়দ আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'বাকী'' নামক স্থানে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ডেকে দিয়ে বললো, হে আবুল কাসিম! এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার দিকে ফিরে তাকালেন। সে বললো, আমি আপনাকে ডাকিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।[৩০৬৯]

٣٤/٢٧. بَاب الرَّجُلِ يُكْنَى قَبْلَ أَنْ يُوْلَدَ لَهُ

২৭/৩৪. অধ্যায় : সন্তান ভূমিষ্ঠ না হতেই কোন ব্যক্তির উপনাম গ্রহণ

٣٧٣٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ مَا لَكَ تَكْتَنِيْ بِأَبِيْ يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ «كَنَّانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَبِيْ يَحْيَى».

১/৩৭৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল) হামযাহ বিন সুহায়ব (মাকবূল) সুহায়ব বিন সিনান) উমার (রাঃ) সুহায়ব (রাঃ) কে বললেন, ব্যাপার কী, তুমি যে আবূ ইয়াহইয়া উপনাম গ্রহণ করেছো, অথচ তোমার কোন সন্তান নেই? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উপনাম রেখেছেন আবূ ইয়াহইয়া।[৩০৭০]

٣٧٣٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مَوْلًى لِلزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غَيْرِيْ قَالَ «فَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللهِ».

৩০৬৮. সহীহুল বুখারী ৩১১৪, মুসলিম ২১৩৩, তিরমিযী ২৮৪২, আহমাদ ১৩৭৭১, ১৩৮৩৭, ১৩৯৪৭, ১৪৫৪৬, ১৪৭১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৬৯. সহীহুল বুখারী ২১২০, ২১২১, ৩৫৩৭, মুসলিম ২১৩১, তিরমিযী ২৮৪১, আহমাদ ১১৭২০, ১১৮০৮, ১২৩২০, ১২৫৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭০. আহমাদ ২৩৪০৮। সহীহাহ ৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী যুহায়র বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০১৭, ৯/৪১৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫৪৩, ১৬/৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৭৩৯। ∝ আবূ বাকর ✕ ওয়াকী' ✕ হিশাম বিন উরওয়াহ ✕ যুবায়র এর এক 'মাওলা' (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) ✕ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ∞ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন, আমি ছাড়া আপনার সকল স্ত্রীর উপনাম রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি উম্মু আবদুল্লাহ।[৩০৭১]

٣٧٤٠/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنَا فَيَقُوْلُ لِأَخٍ لِيْ وَكَانَ صَغِيْرًا يَا «أَبَا عُمَيْرٍ».

৩/৩৭৪০। ∝ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✕ ওয়াকী' ✕ শু'বাহ ✕ আবুত তায়্যাহ ✕ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এখানে আসতেন এবং আমার এক ছোট্ট ভাইকে আবূ উমাইর বলে ডাকতেন।[৩০৭২]

٣٥/٢٧. بَاب الْأَلْقَابِ

২৭/৩৫. অধ্যায় : উপাধি

٣٧٤١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ جَبِيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الِاسْمَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا دَعَاهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فَيُقَالُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا فَنَزَلَتْ «وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ».

১/৩৭৪১। ∝ আবূ বাকর ✕ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ✕ দাঊদ ✕ আশ-শা'বী ✕ আবূ জাবীরাহ ইবনুদ দাহ্‌হাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, "তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১) আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এখানে আসলেন। আমাদের কারো কারো দু'-তিনটি নাম ছিলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো সে সব নামের কোন কোনটি ধরে ডাকতেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামে সে চটে যায়। তখন "তোমরা পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না" শীর্ষক আয়াত নাযিল হয়।[৩০৭৩]

٣٦/٢٧. بَاب الْمَدْحِ

২৭/৩৬. অধ্যায় : প্রশংসা বা চাটুকারিতা

٣٧٤٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْثُوَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ».

১/৩৭৪২। ∝ আবূ বাকর ✕ আবদুর রহমান বিন মাহদী ✕ সুফইয়ান ✕ হাবীব বিন আবূ সাবিত ✕ মুজাহিদ ✕ আবূ মা'মার ✕ মিকদাদ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে চাটুকারদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩০৭৪]

৩০৭১. আবূ দাউদ ৪৯৭০। সহীহাহ ১৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭২. বুখারী ৬১২৯, ৬২০৩, মুসলিম ৪০০৩, তিরমিযী ৩৩৩, ১৯৮৯, আবূ দাউদ ৬৫৮, ৪৯৫৯, আহমাদ ১১৭২৭, ১১৭৮৯, ১২৩৪২, ১২৫৪৫, ১২৬৬৪, ১২৭৯৭, ১২৯১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭৩. তিরমিযী ৩২৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭৪. মুসলিম ৩০০২, তিরমিযী ২৩৯৩, আবূ দাউদ ৪৮০৪, আহমাদ ২৩৩১১। সহীহাহ ৯১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٤٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ».

২/৩৭৪৩ ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][গুনদার][শু'বাহ][সা'দ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ][মা'বাদ আল-জুহানী (তিনি সত্যবাদী তবে বিদআতপন্থি)][মুআবিয়াহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা পরস্পরের সামনাসামনি প্রশংসা করো না। কেননা তা হত্যার সমতুল্য।[৩০৭৫]

٣٧٤٤/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا».

৩/৩৭৪৪। ◊[আবূ বাকর][শাবাবাহ][শু'বাহ][খালিদ আল-হায্যা'][আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ][তার পিতা (আবূ বাকরাহ) (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি তোমার সাথীকে হত্যা করলে। তিনি কথাটি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায়, তবে সে যেন বলে, আমি এরূপ ধারণা করি। আমি আল্লাহর নিকট কারো সাফাই গাওয়ার অধিকারী নই।[৩০৭৬]

٣٧/٢٧. بَاب الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

২৭/৩৭. অধ্যায় : পরামর্শদাতা আমানতদার

٣٧٤٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ».

১/৩৭৪৫। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াহইয়া বিন আবূ বাকায়র][শায়বান][আবদুল মালিক বিন উমায়র][আবূ সালামাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ পরামর্শদাতা হলো আমানতদার।[৩০৭৭]

٣٧٤٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ».

২/৩৭৪৬। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আসওয়াদ বিন আমির][শারীক][আল-আ'মাশ][আবূ আমর আশ-শায়বানী][আবূ মাসঊদ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।[৩০৭৮]

৩০৭৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১১৯৬, ১২৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩০৭৬. সহীহুল বুখারী ২৬৬২, ৬১৬২, মুসলিম ৩০০০, আবূ দাউদ ৪৮০৫, আহমাদ ১৯৯০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭৭. তিরমিযী ২৮২২, আবূ দাউদ ৫১২৮। সহীহাহ ১৬৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٤٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ».

৩/৩৭৪৭। আবূ বাকর ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ ও আলী বিন হাশিম (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চাইলে সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়।[৩০৭৯]

٣٨/٢٧. بَاب دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

২৭/৩৮. অধ্যায় : গোসলখানায় প্রবেশ করা

٣٧٤٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِيْ يَعْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِإِزَارٍ وَامْنَعُوْا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلَّا مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ».

১/৩৭৪৮। আবূ বাকর আবদাহ বিন সুলায়মান আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম আল-ইফরীকী (তার হিফয শক্তি দুর্বল) আবদুর রহমান বিন রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আলী বিন মুহাম্মাদ আমার খালু ইয়া'লা ও জা'ফার বিন আওন আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম আল-ইফরীকী (তার হিফয শক্তি দুর্বল) আবদুর রহমান বিন রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কতক অনারব ভূমি তোমাদের করায়ত্ত হবে। সেখানে তোমরা হাম্মাম (গোসলখানা) নামে কিছু ঘর দেখতে পাবে। তোমাদের পুরুষরা যেন লুঙ্গি ব্যতীত সেখানে প্রবেশ না করে এবং নারীদেরকে তাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখবে, তবে অসুস্থ কিংবা হায়েয-নিফাসগ্রস্ত হলে ঢুকতে পারবে।[৩০৮০]

৩০৭৮. আহমাদ ২১৮৫৫, দারিমী ২৪৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৭৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৩১৬, ২৩১৭, দঈফ আল-জামি' ৩৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন হাশিম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪৭, ১২/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮০. আবূ দাউদ ৪০১১। গায়াতুল মারাম ১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম আল-ইফরীকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে

٣٧٤٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ».

২/৩৭৪৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবূ উযরাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফ্‌ফান হাম্মাদ বিন সালামাহ আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আবূ উযরাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষ ও নারীদের গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি পুরুষদেরকে লুঙ্গিসহ প্রবেশের অনুমতি দেন কিন্তু নারীদের অনুমতি দেননি।[৩০৮১]

٣٧٥٠/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ».

৩/৩৭৫০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর সালিম বিন আবুল জা'দ আবুল মালীহ আল-হুযালী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (আবুল মালীহ) থেকে বর্ণিত। হিম্‌স নিবাসী কতক নারী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা গোসলখানায় প্রবেশকারিণিদের অন্তর্ভুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন নারী স্বামীগৃহ ব্যতীত অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খোলে, সে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ছিন্ন করলো।[৩০৮২]

٢٧/٣٩. بَاب الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

২৭/৩৯. অধ্যায় : চুনা ব্যবহার করা

না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন সালিহ ব্যক্তি তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮১৭, ১৭/১০২ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন রাফি' সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার খবর দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন মাহবূব বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮১১, ১৭/৮৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮১. তিরমিযী ২৮০২, আহমাদ ৪০০৯। গায়াতুল মারাম ১৯১, নাকদুত তাজ আল-জামি' ৬০, আত তা'লীকুর রাগীব ১৮/৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ উযরাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ ৭৫১৩, ৩৪/৮৩ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮২. তিরমিযী ২৮০৩, আবূ দাউদ ৪০১০, আহমাদ ২৩৬২০, ২৪৮৭৯, ২৫০৯৯, ২৫৭৭২, দারিমী ২৬৫১। আত তা'লীকুর রাগীব ১/৯০, ৯১, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬৪, ১৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٥١/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ».

১/৩৭৫১। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) হাম্মাদ বিন সালামাহ আবূ হাশিম আর-রুমানী হাবীব বিন স্নাবিত..................... উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুনা ব্যবহারকালে প্রথমে তাঁর লজ্জাস্থানে তা লাগাতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে তাঁর স্ত্রীগণ চুনা লাগিয়ে দিতেন।[৩০৮৩]

٣٧٥٢/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ».

২/৩৭৫২। আলী বিন মুহাম্মাদ ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) কামিল আবুল আলা' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হাবীব বিন স্নাবিত...................... উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুনা ব্যবহার করেছেন এবং নাভির নীচে নিজ হাতে তা লাগিয়েছেন।[৩০৮৪]

٤٠/٢٧. بَاب الْقَصَصِ

২৭/৪০. অধ্যায় : কিসসা-কাহিনী

٣٧٥٣/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ».

১/৩৭৫৩। হিশাম বিন আম্মার আল-হিকল বিন যিয়াদ আল-আওযাঈ আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ শাসক অথবা তার অধীনস্থ কর্মচারী অথবা ফেরেববাজরাই মানুষের মধ্যে কিচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ায়।[৩০৮৫]

৩০৮৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো স্নিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৭১, ১৭/২১৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা) ২. কামিল আবুল আলা' সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৩৪, ২৪/৯৯ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮৫. আহমাদ ৬৬২৩, ৬৬৭৬ দারিমী ২৭৭৯। রাওদুন নাদীর ৫৯৬, মিশকাত ২৪১, ২৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٥٤/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا زَمَنِ أَبِيْ بَكْرٍ وَلَا زَمَنِ عُمَرَ.

২/৩৭৫৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ≫ ওয়াকী' ≫ আল-উমারী (দঈফ বা দুর্বল) ≫ নাফি' ≫ ইবনু উমার (রাঃ) ≫ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এবং আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-র যুগে কিসসা-কাহিনী বর্ণনার প্রচলন ছিলো না।[৩০৮৬]

٤١/٢٧. بَاب الشِّعْرِ

২৭/৪১. অধ্যায় : কবিতা

٣٧٥٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً».

১/৩৭৫৫। আবূ বাকর ≫ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ≫ য়ূনুস ≫ আয যুহরী ≫ আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র ≫ মারওয়ান ইবনুল হাকাম ≫ আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ বিন আবদু ইয়াগূস্র ≫ উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ≫ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা আছে।[৩০৮৭]

٣٧٥٦/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ «إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكَمًا».

২/৩৭৫৬। আবূ বাকর ≫ আবূ উসামাহ ≫ যাইদাহ ≫ সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) ≫ ইকরিমাহ ≫ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ≫ নবী (ﷺ) বলতেন ঃ কোন কোন কবিতায় অবশ্যই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থাকে।[৩০৮৮]

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজীসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের বিষয় নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৩৫৫, ১৫/১৫০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৭১টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ৩৬৬৫, দারিমী ২৭৭৯, আহমাদ ৬৬২৩, ৬৬৭৬, ১৭৫৮৮, ২৩৪৫১, ২৩৪৫৩, ২৩৪৮৪, মু'জামুল আওসাত ৯৭৬, ৪০৬২, ৪৩৮৪।

৩০৮৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী**ঃ দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-উমারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩০৮৭. সহীহুল বুখারী ৬১৪৫, আবূ দাউদ ৫০১০, আহমাদ ২০৬৫১, দারিমী ২৭০৪। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩০৮৮. তিরমিযী ২৮৪৫। সহীহাহ ১৭৩১। **তাহকীক আলবানী**ঃ হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

٣٧٥٧/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

৩/৩৭৫৭। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সবচাইতে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছে, তা হলো লাবীদের কথা ঃ "জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সবই নশ্বর। আর উমাইয়া বিন আবুস সাল্ত তো প্রায় মুসলমান হয়েই গিয়েছিল"।[৩০৮৯]

٣٧٥٨/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَنْشَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ يَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ «هِيْهْ وَقَالَ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ».

৪/৩৭৫৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ঈসা বিন য়ূনুস আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহ্‌মান বিন ইয়া'লা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল করেন) আমর ইবনুশ শারীদ তার পিতা (আশ-শারীদ বিন সুওয়ায়দ) (রাঃ) তিনি বলেন, উমাইয়্যাহ বিন আবুস সালতের কবিতা থেকে এক শত পংক্তি আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। প্রতিটি পংক্তির পরেই তিনি বলতেন ঃ আরো শুনাও। তিনি বলেন ঃ সেতো মুসলমান হয়েই গিয়েছিল।[৩০৯০]

٢٧/٤٢. بَاب مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

২৭/৪২. অধ্যায় : মন্দ কবিতা

٣٧٥٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ».

১/৩৭৫৯। আবূ বাকর হাফস, আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী' আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কারো উদর দুর্গন্ধময় বমিতে পূর্ণ হওয়া কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম। হাফ্সা-এর বর্ণনায় "দুর্গন্ধময়" শব্দটি উক্ত হয়নি।[৩০৯১]

৩০৮৯. সহীহুল বুখারী ৩৮৪১, মুসলিম ২২৫৬, তিরমিযী ২৮৪৯, আহমাদ ৭৩৩৬, ৮৮৪০, ৮৮৬৬, ৯৪৪৪, ৯৫৯০, ৯৭২৪। মুখতাসরুশ শামাইল ২০৭, তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯০. মুসলিম ২২৫৫, আহমাদ ১৮৯৬৩, ১৮৯৭০। আল-মুখতাসার ২১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'লা সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৩৮৮, ১৫/২২৬ নং পৃষ্ঠা)

৩০৯১. সহীহুল বুখারী ৬১৫৫, মুসলিম ২২৫৭, তিরমিযী ২৮৫১, আবূ দাউদ ৫০০৯, আহমাদ ৭৮১৪, ৮৮৪২, ৯৮৪১, ৯৮৬৩। সহীহাহ ৩৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٦٠/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

২/৩৭৬০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, শু'বাহ, কাতাদাহ, ইউনুস বিন জুবায়র, মুহাম্মাদ বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস, সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কারো উদর দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজে পূর্ণ হয়ে যাওয়া তা কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম।[৩০৯২]

٣٧٦١/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيْلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيْهِ وَزَنَّى أُمَّهُ».

৩/৩৭৬১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, উবায়দুল্লাহ, শায়বান, আল-আ'মাশ, আমর বিন মুররাহ, ইউসুফ বিন মাহাক, উবায়দ বিন উমায়র, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা বলতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের কুৎসা করে এবং যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতৃপরিচয়ে নিজের মাকে ব্যভিচারিণী বানায়, তারা হলো মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণ্য।[৩০৯৩]

٤٣/٢٧. بَاب اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

২৭/৪৩. অধ্যায় : দাবা ও পাশা খেলা

٣٧٦٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ».

১/৩৭৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ও আবূ উসামাহ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার, নাফি', সাঈদ বিন আবূ হিন্দ, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে।[৩০৯৪]

٣٧٦٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ».

৩০৯২. মুসলিম ২২৫৮, তিরমিযী ২৮৫২, আহমাদ ১৫০৯, ১৫৩৮, ১৫৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭৬৩, ১৪৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯৪. আবূ দাউদ ৪৯৩৮, আহমাদ ১৯০২৭, ১৯০৫৭, ১৯০৮৩, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৮৬। ইরওয়া' ২৬৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২/৩৭৬৩। আবূ বাকর আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারসাদ সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) নবী বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেললো, সে যেন শুকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলো।[৩০৯৫]

٢٧/٤٤. بَاب اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

২৭/৪৪. অধ্যায় : কবুতর খেলা

١/٣٧٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا فَقَالَ «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا».

১/৩৭৬৪। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ শারীক মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আয়িশাহ নবী এক ব্যক্তিকে একটি পাখির অনুসরণ করতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।[৩০৯৬]

٢/٣٧٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً».

২/৩৭৬৫। আবূ বাকর আল-আসওয়াদ বিন আমির হাম্মাদ বিন সালামাহ মুহাম্মাদ বিন আমর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ নবী এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।[৩০৯৭]

٣/٣٧٦٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً».

৩/৩৭৬৬। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তাইফী (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ইবনু জুরায়জ হাসান বিন আবুল হাসান উসমান বিন আফফান রাসূলুল্লাহ এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছে পিছে যেতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানীর পিছে লেগেছে।[৩০৯৮]

৩০৯৫. মুসলিম ২২৬০, আবূ দাউদ ৪৯৩৯, আহমাদ ২২৪৭০, ২২৫১৬, ২২৫৪৭। ইরওয়া' ৮/২৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩০৯৬. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪৫০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্ব সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্বের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩০৯৭. আহমাদ ৮৩৩৮। মিশকাত ৪৫০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩০৯৮. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তাইফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি

Contents

٣٧٦٧/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا».

৪/৩৭৬৭। আবূ নাস্‌র মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী রাওওয়াদ ইবনুল জাররাহ (স্রাওরীর বর্ণনা মতে তিনি খুবই দুর্বল) আবূ সা'দ আস-সাইদী (মাজহুল বা অপরিচিত) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের অনুসরণ করতে দেখে বলেন ঃ এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে।[৩০৯৯]

٤٥/٢٧. بَاب كَرَاهِيَةِ الْوَحْدَةِ

২৭/৪৫. অধ্যায় : একাকীত্ব অপছন্দীয়

٣٧٦٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ».

১/৩৭৬৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আসিম বিন মুহাম্মাদ তার পিতা মুহাম্মাদ বিন যায়দ) ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি জানতো যে, একাকীত্বের মধ্যে কী (বিপদ) আছে, তবে সে রাতে একা চলাচল করতো না।[৩১০০]

٤٦/٢٧. بَاب إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيْتِ

২৭/৪৬. অধ্যায় : শয়নকালে আলো নিভিয়ে দেয়া

٣٧٦٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ».

১/৩৭৬৯। আবূ বাকর সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আয যুহরী সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।[৩১০১]

হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা)

৩০৯৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী রাওওয়াদ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৯২৭, ৯/২২৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ সা'দ আস-সাইদী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী ও সাবত ইবনুল আজামী তারা সকলে বলেন, তিন মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৩৮৬, ৩৩/৩৪৬ নং পৃষ্ঠা)

৩১০০. সহীহুল বুখারী ২৯৯৮, তিরমিযী ১৬৭৩, আহমাদ ৪৭৩৪, ৫২৩০, ৫৫৫৬, ৫৮৭৩, ৫৯৭৮, দারিমী ২৬৭৯। সহীহাহ ৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٣٧٧٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ فَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ».

২/৩৭৭০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ উসামাহ, বুরায়দ বিন আবদুল্লাহ, আবূ বুরদাহ, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, মদীনায় একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে পুড়ে যায়। তাদের বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানানো হলে তিনি বলেনঃ নিশ্চয় এ আগুন তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা ঘুমানোর সময় তা নিভিয়ে দাও।[৩১০২]

٣/٣٧٧١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَهَانَا فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِئَ سِرَاجَنَا».

৩/৩৭৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবদুল মালিক, আবুয যুবায়র, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে আদেশও দিলেন এবং নিষেধও করলেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন (ঘুমানোর সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে রাখি।[৩১০৩]

٢٧/٤٧. بَاب النَّهْيِ عَنْ النُّزُوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ

২৭/৪৭. অধ্যায় : রাস্তায় অবস্থান করা নিষেধ

١/٣٧٧٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَنْزِلُوْا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ وَلَا تَقْضُوْا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ».

১/৩৭৭২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, হিশাম, হাসান (বিন আবুল হাসান), ..., জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তার উপর অবস্থান করো না এবং তাতে পেশাব-পায়খানাও করো না।[৩১০৪]

٢٧/٤٨. بَاب رُكُوْبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

২৭/৪৮. অধ্যায় : একই জন্তুযানে তিনজনের আরোহণ

١/٣٧٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّيَ بِيْ وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ».

৩১০১. সহীহুল বুখারী ৬২৯৩, মুসলিম ২০১৫, তিরমিযী ১৮১৩, আবূ দাঊদ ৫২৪৬, আহমাদ ৪৫০১, ৪৫৩২, ৫০০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০২. সহীহুল বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ২০১৬, আহমাদ ২৭৬৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০৩. সহীহুল বুখারী ৬২৯৫, ৬২৯৬, মুসলিম ২০১২, আবূ দাঊদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, আহমাদ ১৪০২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০৪. আহমাদ ২৫৬৯। সহীহাহ ২৪৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৭৭৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান আসিম মুওয়াররিক আল-ইজলী আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর থেকে ফিরে এসে আমাদের সাথে মিলিত হতেন। আমরা তাকে স্বাগতম জানাতে এগিয়ে গেলে তিনি আমার ও হাসান বা হুসাইনের সাথে মিলিত হন। রাবী বলেন, তিনি আমাদের একজনকে বাহনে তাঁর সামনে এবং অপর জনকে তাঁর পিছনে বসালেন, এভাবে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম।[৩১০৫]

٢٧/٤٩. بَاب تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ

২৭/৪৯. অধ্যায় : চিঠিতে মাটি লাগানো

١/٣٧٧٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ أَنْبَأَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَرِّبُوْا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ».

১/৩৭৭৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন বাকিয়্যাহ আবূ আহমাদ আদ-দিমাশকী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের লেখার উপর ধুলা মাটি ছড়িয়ে দাও। সেগুলোর জন্য তা অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি বরকতপূর্ণ।[৩১০৬]

٢٧/٥٠. بَاب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ

২৭/৫০. অধ্যায় : তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে যেন কান পরামর্শ না করে

١/٣٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ».

১/৩৭৭৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী' আল-আ'মাশ শাকীক আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে যেন দু'জনে কান পরামর্শ না করে। কেননা তাতে সে চিন্তিত হতে পারে।[৩১০৭]

٣٧٧٦/- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ».

৩১০৫. মুসলিম ২৪২৮, আবূ দাঊদ ২৫৬৬, আহমাদ ১৭৪৪, দারিমী ২৬৬৫। সহীহ আবূ দাঊদ ২৩১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০৬. তিরমিযী ২৭১৩। দঈফাহ ১৭৩৯, দঈফ আল-জামি' ২৪২১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আহমাদ আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সিকাহ রাবী থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৯৪, ৩৩/১৩ নং পৃষ্ঠা)

৩১০৭. সহীহুল বুখারী ৬২৯০, মুসলিম ২১৮৪, তিরমিযী ২৮২৫, আবূ দাঊদ ৪৮৫১, আহমাদ ৩৫৫০, ৪০২৯, ৪০৮২, ৪০৯৫, ৪১৬৪, ৪১৭৯, ৪৩৮১, ৪৩৯৩, ৪৪১০, ৪৪২২, দারিমী ২৬৫৭। রাওদুন নাদীর ৫৭২, সহীহাহ ৩৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩৭৭৬। ∘(হিশাম বিন আম্মার)(সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ)(আবদুল্লাহ বিন দীনার)(ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কান পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন।[৩১০৮]

٢٧/٥١. بَاب مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا

২৭/৫১. অধ্যায় : কারো সাথে তীর থাকলে সে যেন তার ফলা হাতের মুঠোয় রাখে

٣٧٧٧/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ».

১/৩৭৭৭। ∘(হিশাম বিন আম্মার)(সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ)(আমর বিন দীনার)(জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ (সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ) বলেন, আমি আমর বিন দীনারকে বললাম, আপনি কি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছেন, "এক ব্যক্তি তীরসহ মসজিদ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তীরের 'ফলা' মুষ্টিবন্ধ রাখো"। তিনি বলেন, হাঁ।[৩১০৯]

٣٧٧٨/٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مَسْجِدِنَا أَوْ فِيْ سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيْبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ بِشَيْءٍ أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا».

২/৩৭৭৮। ∘(মাহমূদ বিন গায়লান)(আবূ উসামাহ)(বুরায়দ)(দাদা আবূ বুরদাহ)(আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))∘ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ তীরসহ আমাদের মসজিদ অথবা আমাদের বাজার অতিক্রম করলে সে যেন তার তীরের ফলার অংশটুকু মুষ্টিবন্ধ করে রাখে, যাতে তা কোন মুসলমানের গায়ে না লাগতে পারে।[৩১১০]

٢٧/٥٢. بَاب ثَوَابِ الْقُرْآنِ

২৭/৫২. অধ্যায় : কুরআন অধ্যয়নের সওয়াব

٣٧٧٩/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ.

৩১০৮. সহীহুল বুখারী ৬২৮৮, মুসলিম ২১৮৩, আবূ দাউদ ৪৮৫১, আহমাদ ৪৫৫০, ৪৬৫০, ৪৮৫৬, ৫০০৩, ৫০২৬, ৫২৩৬, ৫৪০২, ৫৪৭৭, ৫৯১৩, ৫৯৮৮, ৬০২১, ৬০৪৯, ৬১৯০, ৬২২৮, ৬৩০২, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৫৬, ১৮৫৭। রাওদুন নাদীর ৫৭২, সহীহাহ ১৪০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১০৯. সহীহুল বুখারী ৪৫১, ৭০৭৩, ৭০৭৪, মুসলিম ২৬১৪, নাসায়ী ৭১৮, আবূ দাউদ ২৫৮৬, আহমাদ ১৩৮৯৮, দারিমী ৬৩৩, ১৪০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৩২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১১০. সহীহুল বুখারী ৪৫২, ৭০৭৫, মুসলিম ২৬১৫, আবূ দাউদ ২৫৮৭, আহমাদ ১৯০০৬, ১৯০৮০, ১৯১৭৫, ১৯২০৪, ১৯২৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৭৭৯। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন যূনুস সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা সা'দ বিন হিশাম আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কুরআন মজীদে দক্ষ ব্যক্তি (আখেরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে কষ্ট করে কুরআন পড়ে সে দু'টি পুরস্কার পাবে।[৩১১১]

٣٧٨٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ».

২/৩৭৮০। আবূ বাকর উবায়দুল্লাহ বিন মূসা শায়বান ফিরাস (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কুরআনের বাহককে জান্নাতে প্রবেশকালে বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো। অতঃপর সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার জ্ঞাত শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।[৩১১২]

٣٧٨١/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَجِيْءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُوْلُ أَنَا الَّذِيْ أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ».

৩/৩৭৮১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' বাশীর বিন মুহাজির (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল, তার ব্যাপারে মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কুরআন পর্যুদস্ত লোকের অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, আমিই তোমাকে রাতে বিনিদ্র করেছি এবং দিনে পিপাসার্ত করেছি।[৩১১৩]

৩১১১. সহীহুল বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ৭৯৮, তিরমিযী ২৯০৪, আবূ দাউদ ১৪৫৪, আহমাদ ২৩৬৯১, ২৪১১৩, ২৪১৪৬, ২৪২৬৭, ২৪৮৩৭, দারিমী ৩৩৬৮। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১১২. আহমাদ ১০৯৬৮। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২০৮, সহীহাহ ২২৪০, সহীহ আবূ দাউদ ১৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ফিরাস সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭১২, ২৩/১৫২ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১১৩. দারিমী ৩৩৯১। তাখরীজু শারহুল আকীদাতুত তাহাবীয়াহ ৫৯, দঈফ আল-জামি' ৬৪১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী বাশীর বিন মুহাজির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা হলেও তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল, তার ব্যাপারে মুরজিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৭, ৪/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

٣٧٨٢/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ».

৪/৩৭৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ যাকওয়ান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী পেতে পছন্দ করে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে তিনটি আয়াত পড়লে তার জন্য হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম।[৩১১৪]

٣٧٨٣/٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ».

৫/৩৭৮৩। আহমাদ ইবনুল আযহার আবদুর রায্‌যাক মা'মার আয়্যূব নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কুরআনের উদাহরণ হলো বেঁধে রাখা উটের (উদাহরণ) তুল্য। উটের মালিক তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলে সে তাকে আয়ত্তাধীন রাখতে পারে, সে যদি তার রশির বাঁধন খুলে দেয় তবে তা ভেগে যায়।[৩১১৫]

٣٧٨٤/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ شَطْرَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَيَقُوْلُ { الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ } فَيَقُوْلُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } فَيَقُوْلُ اللهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ فَهَذَا لِيْ وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ } يَعْنِيْ فَهَذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ وَآخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ } فَهَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

৬/৩৭৮৪। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ

৩১১৪. মুসলিম ৮০২, আহমাদ ৯৬৮৭, ১০০৬৯, দারিমী ৩৩১৪। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১১৫. সহীহুল বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ৭৮৯, নাসায়ী ৯৪২, আহমাদ ৪৬৫১, ৪৭৪৫, ৪৮৩০, ৫২৯৩, ৫৮৮৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৭৩। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। সলাতের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই তাকে দেয়া হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা পড়ো। বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন ঃ (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর)। তখন মহামহিম আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই তাকে দেয়া হবে। সে বলে, আর-রহমানির রাহীম (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা পাবে। সে বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে ঃ ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন (আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই)। এটা আমার ও আমার বান্দার জন্য। বান্দা বলে ঃ ইহদিনাস্‌ সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলায়হিম। গায়রিল মাগদূবি আলায়হিম ওয়ালাদ দুল্লীন (আমাদেরকে সরল ও মজবুত পথ দেখাও। সেই লোকেদের পথ যাদের তুমি নিআমাত দিয়েছো, যারা অভিশপ্ত হয়নি, যারা পথভ্রষ্ট হয়নি)। এটা আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে।[৩১১৬]

৩৭৮৫/৭- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ فَأَذْكَرْتُهُ فَقَالَ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ».

৭/৩৭৮৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, গুনদার, শু'বাহ, খুবায়ব বিন আবদুর রহমান, হাফস বিন আসিম, আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ আমি কি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবো না? রাবী বলেন ঃ অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন ঃ সূরা আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা)। এটা হলো "সাবউল মাছানী" (বারবার পঠিত সপ্তক) ও মহান কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।[৩১১৭]

৩১১৬. মুসলিম ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসায়ী ৯০৯, ৮২১, আহমাদ ৭২৪৯, ৭৭৭৭, ৯৬১৬, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৯। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

৩১১৭. সহীহুল বুখারী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬, নাসায়ী ৯১৩, আবূ দাউদ ১৪৫৮, আহমাদ ১৫৩০৩, ১৭৩৯৫, দারিমী ১৪৯২, ৩৩৭১। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২১৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৩১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٧٨٦/٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ سُوْرَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ».

৮/৩৭৮৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ শু'বাহ কাতাদাহ আব্বাস আল-জুশামী (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফাআত করবে, শেষে তাকে ক্ষমা করা হবে। তা হলো ঃ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল "মুলক" (সূরা মুলক)।[৩১১৮]

٣٧٨٧/٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

৯/৩৭৮৭। আবূ বাকর খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) সুলায়মান বিন বিলাল সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[৩১১৯]

٣٧٨٨/١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

১০/৩৭৮৮। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ইয়াযীদ বিন হারূন জারীর বিন হাযিম কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[৩১২০]

٣٧٨٩/١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللهُ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

৩১১৮. তিরমিযী ২৮৯১, আবূ দাউদ ১৪০০। রাওদুন নাদীর ৬৪, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২২২, ২২৩, সহীহ আবূ দাউদ ১২৬৫।

৩১১৯. মুসলিম ৮১২, তিরমিযী ২৮৯৯, ২৯০০, আহমাদ ৯২৫১, দারিমী ৩৪৩২। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৫, সহীহাহ ১৩১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩১২০. মুসলিম ২৬১৫, তিরমিযী ২৮৯৮, দারিমী ৩৪৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১১/৩৭৮৯। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [আবূ কায়স আল-আওদী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো স্রিকাহ্ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন)] [আমর বিন মায়মূন] [আবূ মাসঊদ আল-আনস্রারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "আল-আহাদুল ওয়াহিদুস সামাদ" (ইখলাস) সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[৩১২১]

٢٧/٥٣. بَاب فَضْلِ الذِّكْرِ

২৭/৫৩. অধ্যায় : যিকিরের ফাদীলাত

٣٧٩٠/١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ بَحْرِيَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «ذِكْرُ اللهِ» و قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

১/৩৭৯০। [ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] [আল-মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)] [আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ হিন্দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] [যিয়াদ বিন আবূ যিয়াদ] [আবূ বাহরিয়্যাহ] [আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? স্রাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কী? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর যিকির। মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কোন মানুষের জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে উত্তম কোন আমল নাই, যা তাকে মহামহিম আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে।[৩১২২]

৩১২১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ১০২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ কায়স আল-আওদী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনা কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭৮, ১৭/২০ নং পৃষ্ঠা)

৩১২২. তিরমিযী ৩৩৭৭, আহমাদ ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৯০। তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ১, মিশকাত ২২৬৯, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬১৩৫, ২৮/৩৮১ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল্লাহ

٣٧٩١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ».

২/৩৭৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আদাম আম্মার বিন রুযায়ক আবূ ইসহাক আল-আগাররু আবূ মুসলিম আবূ হুরায়রাহ ও আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তারা উভয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেছেন ঃ লোকজন কোন মজলিসে সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকিরে রত হলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে এবং আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৩১২৩]

٣٧٩٢/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ.

৩/৩৭৯২। আবূ বাকর মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আল-আওযাঈ ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ উম্মু দারদা' আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার দু' ঠোঁট নড়াচড়া করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি।[৩১২৪]

٣٧٩٣/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَنْبِئْنِيْ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

৪/৩৭৯৩। আবূ বাকর যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় তিনি ভুল করেছেন) মুআবিয়াহ বিন সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন কায়স আল-কিন্দী আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো, ইসলামের বিধিবিধান আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। আমাকে তার মধ্য থেকে এমন কিছু বলে দিন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহবা যেন সর্বদা সজীব থাকে।[৩১২৫]

বিন সাঈদ বিন আবূ হিন্দ সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মক্কায় সত্যবাদী ছিলেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৩০৭, ১৫/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৩. তিরমিযী ৩৩৭৮। সহীহাহ ৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১২৪. আহমাদ ১০৫৮৫। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২২৭, তাখরীজুল মিশকাত ২২৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৬১২, ২৬/৪৬০ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৫. তিরমিযী ৩৩৭৫, আহমাদ ১৭২২৭, ১৭২৪৫। তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ৩, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٧/٥٤. بَاب فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

২৭/৫৪. অধ্যায় : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ " এর ফাদীলাত

٣٧٩٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِيْ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيْكَ لِيْ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِيْ قَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ ثُمَّ قَالَ الْأَغَرُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِيْ جَعْفَرٍ مَا قَالَ فَقَالَ مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

১/৩৭৯৪। ❖[আবূ বাকর]❖[হুসায়ন বিন আলী]❖[হামযাহ আয যায়্যাত (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)]❖[আবূ ইসহাক]❖[আল-আগাররু আবূ মুসলিম]❖[আবূ হুরায়রাহ ও আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বান্দা যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান) বলেন, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাই নাই এবং আমিই মহান। বান্দা যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, আমি একা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। বান্দা যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকা লাহু " (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমার কোন শরীক নাই। বান্দা যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, সার্বভৌমত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমারই। যখন সে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নাই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের কোন শক্তি নাই। আবূ ইসহাক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল-আগার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো কিছু বলেছিলেন, যা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তাই আমি আবূ জাফর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কী

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. মুআবিয়াহ বিন সালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬০৫৮, ২৮/১৮৬ নং পৃষ্ঠা)

বলেছিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ যাকে মৃত্যুর সময় এই বাক্য বলার সৌভাগ্য দান করবেন, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।[৩১২৬]

٣٧٩٥/٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ كَئِيْبًا أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُوْرًا لِصَحِيْفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوْحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِيْ أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ».

২/৩৭৯৫। হারূন বিন ইসহাক আল-হামদানী মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব মিসআর ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ আশ-শা'বী ইয়াহইয়া বিন তালহাহ তার মাতা সু'দা আল-মুররিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (সু'দা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইনতিকালের পর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র নিকট দিয়ে যেতে তাকে বলেন, তোমার কী হয়েছে, তুমি বিষণ্ন কেন? তোমার চাচাতো ভাইয়ের খেলাফত কি তোমার অপছন্দ হয়েছে? তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আমার এমন একটি বাক্য জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় বললে সেটা তার আমলনামার জন্য নূর হবে এবং নিশ্চয় তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় তাকে শান্তি ও স্বস্তি দিবে। সেটি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি, এরই মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি সেটি জানি। তা হলো সেই কলেমা যা তিনি তাঁর চাচার নিকট পেশ করেছিলেন। যদি তিনি জানতেন যে, সেই কলেমার চেয়েও অধিক নাজাত দানকারী কিছু আছে, তবে অবশ্যই তিনি সেটি তাঁর চাচার নিকট পেশ করতেন।[৩১২৭]

٣٧٩٦/٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا».

৩/৩৭৯৬। আবদুল হামীদ বিন বায়ান আল-ওয়াসিতী খালিদ বিন আবদুল্লাহ য়ূনুস হুমায়দ বিন হিলাল হিস্সান ইবনুল কাহিল (মাকবূল) আবদুর রহমান বিন সামুরাহ মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে এ সাক্ষ্য দিয়ে মারা গেলো, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল", আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।[৩১২৮]

৩১২৬. তিরমিযী ৩৪৩০। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১৬৫, সহীহাহ ১৩৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হামযাহ আয যায়্যাত সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫০১, ৭/৩১৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১২৭. আহমাদ ১৩৮৭। তাখরীজুল মুখতার ১১৪, ১১৯, ২৩৮, ২৩৯, আল-আহকাম ৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১২৮. আহমাদ ২১৪৯৩, ২১৫০৪, ২১৫৫৫। সহীহাহ ২২৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

٣٧٩٧/٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا».

৪/৩৭৯৭। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী যাকারিয়্যা বিন মানযূর (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন উকবাহ (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (বান্দার) কোন আমলই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে অতিক্রম করতে পারে না এবং তা কোন গুনাহকেই মাফ না করিয়ে ছাড়ে না।[৩১২৯]

٣٧٩٨/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكُنَّ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ».

৫/৩৭৯৮। আবূ বাকর যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) মালিক বিন আনাস আবূ বাক্র এর মাওলা সুমায়্যা আবূ স্রালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার বলে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান", তার জন্য দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লেখা হয়, একশত নেকী লেখা হয় এবং তার একশত গুনাহ বিলোপ করা হয়, তার এ শব্দগুলা সারা দিন রাত পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে প্রতিবন্ধক হয় এবং তাকে যা দান করা হয় তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে অপর কেউ হাজির হতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি এ বাক্য তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।[৩১৩০]

٣٧٩٩/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ قَالَ فِيْ دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

৩১২৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজু কালিমাতুল ইখলাস ৫৬ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী যাকারিয়্যা বিন মানযূর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উকবাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৭১, ২৬/১২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩১৩০. স্রহীহুল বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৫, মুসলিম ২৬৯১, ২৬৯৩, তিরমিযী ৩৪৬৮, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, ৮৬১৭, ৮৬৫৬, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৮৬, ৪৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيْلَ».

৬/৩৭৯৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ্ বাকর বিন আবদুর রহ্মান ঈসা ইবনুল মুখতার মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের স্বলাতের পর বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তাঁর হাতেই কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান), সে ইসমাঈলের (আলাইহিস সালাম) বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে।[৩১৩১]

٢٧/٥٥. بَاب فَضْلِ الْحَامِدِيْنَ

২৭/৫৫. অধ্যায় : প্রশংসাকারীদের ফাদীলাত

٣٨٠٠/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ الْفَاكِهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ابْنَ عَمِّ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ».

১/৩৮০০। আবদুর রহ্মান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী মূসা বিন ইবরাহীম বিন কাস্বীর বিন বাশীর ইবনুল ফাকিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) তালহাহ বিন খিরাশ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ' হলো "আলহামদু লিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)।[৩১৩২]

৩১৩১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুত্নী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৩২. তিরমিযী ৩৩৮৩। স্বহীহাহ ১৪৯৭, মিশকাত ২৩০৬, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মূসা বিন ইবরাহীম বিন কাস্বীর বিন বাশীর ইবনুল ফাকিহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের একজন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৩৪, ২৯/২০ নং পৃষ্ঠা)

٣٨٠١/٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلَامٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَا يَا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالَا يَا رَبِّ إِنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا.

২/৩৮০১। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী সদাকাহ বিন বাশীর (মাকবূল) কুদামাহ বিন ইবরাহীম আল-জুমাহী (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যকার এক বান্দা বললো, "হে প্রভু! আপনার মহিমান্বিত চেহারার এবং আপনার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা আপনার জন্য "। দু'জন ফেরেশতা একথা শুনে হতবাক হলেন এবং তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না যে, তা কিভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। তাই তারা আসমানে আরোহণ করে বলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার এক বান্দা এমন একটি বাক্য বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, যদিও তাঁর বান্দা যা বলেছে তা তিনি সম্যক অবগত,- আমার বান্দা কী বলেছে ? ফেরেশতাদ্বয় বলেন, হে আমাদের প্রভু! সে বলেছে, "হে প্রভু! তোমার মহিমান্বিত চেহারার এবং তোমার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা তোমার জন্য "। মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, আমার বান্দা যেভাবে বলেছে তদ্রূপই লিখে রাখো। আমার সাথে সাক্ষাত লাভের সময় আমি তাকে তার বিনিময় দান করবো।[৩১৩৩]

٣٨٠٢/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي قَالَ هَذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنَا وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ «لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُوْنَ الْعَرْشِ».

৩/৩৮০২। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন আদাম ইসরাঈল আবূ ইসহাক আবদুল জাব্বার বিন ওয়াইল তার পিতা (ওয়াইল বিন হুজর) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামায পড়লাম। এক ব্যক্তি বললো, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাস্রীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, পর্যাপ্ত, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ একথা যে বলেছে,

৩১৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী স্রাদাকাহ বিন বাশীরকে কেউ তাওসীক করেননি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীব গ্রন্থে বলেন, তিনি মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবাআতের সময় তিনি মাকবূল অন্যথায় তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। এই হাদীস্রের ক্ষেত্রে কোন মুতাবাআত নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮৬০, ১৩/১২৭ নং পৃষ্ঠা)

সে কে? লোকটি বললো, আমি, তবে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন ঃ এই কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে এবং আরশে উপনীত হওয়ার পথে কোন কিছুই তার প্রতিবন্ধক হয়নি।[৩১৩৪]

٣٨٠٣/٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ أَبُوْ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

৪/৩৮০৩। হিশাম বিন খালিদ আল-আযরাক আবূ মারওয়ান আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) মানসূর বিন আবদুর রহমান তার মাতা সাফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিমুসসালিহাত" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর করুণায় নেক কাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে)। তিনি অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল" (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।[৩১৩৫]

٣٨٠٤/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ».

৫/৩৮০৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন সাবিত (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল, রব্বি আউযুবিকা মিন হালি আহলিন্-নার" (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি)।[৩১৩৬]

৩১৩৪. আহমাদ ১৮৩৮১। দঈফ আবূ দাউদ ১৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
সানাদের সকল রাবী সিকাহ। তবে সানাদে ইনকিতা' রয়েছে অর্থাৎ আবদুল জাব্বার বিন ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল বিন হুজর থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। (আশ শাস্নী ২/৯৩২-৯৩৩)

৩১৩৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী যুহায়র বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০১৭, ৯/৪১৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৩৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকার আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। ২. মুহাম্মাদ বিন সাবিত সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তাকে আমি চিনি না। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১০৫, ২৪/৫৫৭ নং পৃষ্ঠা)

٣٨٠٥/٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ إِلَّا كَانَ الَّذِيْ أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ».

৬/৩৮০৫। আল-হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল আবূ আসিম শাবীব বিন বিশর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ কোন বান্দাকে যখন যে নিয়ামতই দান করেন, তাতে সে যদি বলে, "আলহামদু লিল্লাহ", তবে তা (প্রশংসা) তাকে প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে অধিক উত্তম।[৩১৩৭]

٢٧/٥٦. بَاب فَضْلِ التَّسْبِيْحِ

২৭/৫৬. অধ্যায় : তাস্‌বীহ-এর ফাদীলাত

٣٨٠٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ».

১/৩৮০৬। আবূ বাক্‌র ও আলী বিন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) উমারাহ ইবনুল কা'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে সহজ, তুলাদণ্ডে পরিমাপে খুবই ভারী এবং করুণাময়ের নিকট খুবই প্রিয় ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম" (মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহান)।[৩১৩৮]

٣٨٠٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سَوْدَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِيْ تَغْرِسُ قُلْتُ غِرَاسًا لِيْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا قَالَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ».

২/৩৮০৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফ্‌ফান হাম্মাদ বিন সালামাহ আবূ সিনান (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) উস্‌মান বিন আবূ সাওদাহ আবূ

৩১৩৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী শাবীব বিন বিশর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৮৯, ১২/৩৫৯ নং পৃষ্ঠা)

৩১৩৮. সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৭, ৩৯৫৬, আহমাদ ৭১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি একটি চারাগাছ রোপণরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ হুরায়রা! কী রোপণ করছো? আমি বললাম, আমার একটি চারা রোপণ করছি। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু রোপণের কথা বলে দিবো না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম? তিনি বলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান)। প্রতিবারে বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে।[৩১৩৯]

৩৮০৮/৩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ رِشْدِيْنَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ صَلَّى الْغَدَاةَ أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَهِيَ تَذْكُرُ اللهَ فَرَجَعَ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ قَالَ انْتَصَفَ وَهِيَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَنْكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهِيَ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ أَوْ أَوْزَنُ مِمَّا قُلْتِ «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

৩/৩৮০৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [মুহাম্মাদ বিন বিশর] [মিসআর] [মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান] [আবূ রিশদীন] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [জুওয়ায়রিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায শেষে তার নিকট গেলেন। তখন তিনি (জুয়ায়রিয়া) আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত ছিলেন। বেলা বাড়লে বা দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তিনি পুনরায় ফিরে এসে জুরাইরিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে একই অবস্থায় দেখলেন। তিনি বলেন ঃ তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কথা তিনবার বলেছি এবং তা তুমি এতক্ষণ যা বলেছো তার চেয়ে ওজনে অনেক বেশি। "সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি" (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার সমান), "সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী" (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক), "সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি" (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ) এবং "সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর কালামসমূহের সমপরিমাণ)।[৩১৪০]

৩১৩৯. সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৭, ৩৯৫৬, আহমাদ ৭১২৭। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ সিনান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার সানাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীসের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাযিম আল-কুররা' বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইমাম যাহাবী, আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬২৬, ২২/৬০৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ সিনান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২২৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৯টি খুবই দুর্বল, ৩৭টি দুর্বল, ৪৩টি হাসান, ১৩৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২১৩৯, তিরমিযী ৩৫৩৩, আহমাদ ৫৬১৫, ৭৯৫২, ৮০৩২, ১০৯১১, ১০৯৩৪, ১২১২৫, ১৫৯৭৭, ১৯৬০০, ১৯৬১৭, ১৯৭১০, ১৯৭৩১, মু'জামুল আওসাত ২৯২১, ৬৪৯১, ৬৭৪৫, ৭৭১৮।

৩১৪০. মুসলিম ২৭২৬, তিরমিযী ৩৫৫৫, নাসায়ী ১৩৫২, আহমাদ ২৬২১৮, ২৬৮৭৫। সহীহ আবূ দাউদ ১৩৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٨٠٩/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عِيْسَى الطَّحَّانِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ التَّسْبِيْحَ وَالتَّهْلِيْلَ وَالتَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ».

৪/৩৮০৯। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, মূসা বিন আবূ ঈসা আত-তহ্‌হান, আওন বিন আবদুল্লাহ, তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উতবাহ) অথবা তার ভাই (উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ), নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাহমীদের (আলহামদু লিল্লাহ)-এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর যে মহিমা বর্ণনা করো তা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় শব্দ করে আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে। সেগুলো নিজ নিজ প্রেরকের কথা উল্লেখ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে না যে, আল্লাহর নিকট অনবরত তার উল্লেখকারী কেউ থাকুক?[৩১৪১]

٣٨١٠/٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ أَتَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ فَإِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ فَقَالَ «كَبِّرِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَسَبِّحِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ».

৫/৩৮১০। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী, আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর (দঈফ বা দুর্বল), মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত), উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটা আমল বলে দিন। কেননা এখন আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমার দেহও ভারী হয়ে গেছে। তিনি বলেন ঃ তুমি শতবার আল্লাহ আকবার, শতবার আলহামদু লিল্লাহ এবং শতবার সুবহানাল্লাহ পড়ো। তা জিনপোষ ও লাগামসহ একশত ঘোড়া আল্লাহর পথে (জিহাদে) দান করার চেয়ে উত্তম, একশত উটের চেয়ে উত্তম এবং একশত গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।[৩১৪২]

৩১৪১. আহমাদ ১৭৮৯৮, ১৭৯২১। মুখতাসারুল উলু ৩২/২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৪২. আহমাদ ২৭৭২৩, ২৬৮৪৭। সহীহাহ ১৩১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ দিকে ইশারা করেছেন যে, তিনি তার চাচা সা'লাবাহ বিন আবূ মালিক ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে যাকারিয়্যা বিন মানযূর ও মুহাম্মাদ বিন রিফাআহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৬৮, ২৬/১২১ নং পৃষ্ঠা)

٣٨١١/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ «سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ».

৬/৩৮১১। আবূ উমার হাফস্ব বিন আমর, আবদুর রহমান বিন মাহদী, সুফইয়ান, সালামাহ বিন কুহায়ল, হিলাল বিন ইয়াসাফ, সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ চারটি শ্রেষ্ঠ বাক্য আছে তার যে কোনটি দিয়ে শুরু করাতে তোমার ক্ষতি নেই, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহাপবিত্র) ওয়ালহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)।[৩১৪৩]

٣٨١٢/٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَشَّاءُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৭/৩৮১২। নাস্বর বিন আবদুর রহমান আল-ওয়াশ্‌শা', আবদুর রহমান আল-মুহারিবী, মালিক বিন আনাস, সুমায়্যা, আবূ স্বালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) ঃ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" শতবার বললো, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয়।[৩১৪৪]

٣٨١٣/٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا يَعْنِيْ يَحُطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

৮/৩৮১৩। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মাআবিয়াহ, উমার বিন রাশিদ (দঈফ বা দুর্বল), ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর, আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান, আবূ দারদা' (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি অবশ্যই "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পড়তে থাকো। কারণ তা গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।[৩১৪৫]

৩১৪৩. মুসলিম ২১৩৭। স্বহীহাহ ৩৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩১৪৪. স্বহীহুল বুখারী ৬৪০৬, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৭, ৩৯৫৬, আহমাদ ৭১২৭। তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩১৪৫. আহমাদ ২১২৩৪। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৪৮, দঈফ আল-জামি' ৩৭৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্বের রাবী উমার বিন রাশিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ বাক্‌র আল-বুরাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪২৩১, ২১/৩৪০ নং পৃষ্ঠা)

٥٧/٢٧. بَاب الِاسْتِغْفَارِ

২৭/৫৭. অধ্যায় : ক্ষমা প্রার্থনা

١/٣٨١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ مِائَةَ مَرَّةٍ».

১/৩৮১৪। ∝ আলী বিন মুহাম্মাদ » আবূ উসামাহ ও আল-মুহারিবী » মালিক বিন মিগওয়াল » মুহাম্মাদ বিন সূকাহ » নাফি' » ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) » তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই মজলিসে শতবার বলতেন, রব্বিগফির লী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম" (প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী ও করুণাময়)।[৩১৪৬]

٢/٣٨١٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

২/৩৮১৫। ∝ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ » মুহাম্মাদ বিন বিশর » মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) » আবূ সালামাহ » আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) » তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দৈনিক শতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।[৩১৪৭]

٣/٣٨١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ أَبِي الْحُرِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً».

৩/৩৮১৬। ∝ আলী বিন মুহাম্মাদ » ওয়াকী' » মুগীরাহ বিন আবুল হুর্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) » সাঈদ বিন আবূ বুরদাহ বিন আবূ মূসা » তার পিতা (আবূ বুরদাহ বিন আবূ মূসা) » দাদা আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) » তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দৈনিক সত্তরবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।[৩১৪৮]

৩১৪৬. তিরমিযী ৩৪৩৪, আবূ দাউদ ১৫১৬। সহীহাহ ৫৫৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৪৭. আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩১৪৮. আহমাদ ২২৮২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুগীরাহ বিন আবুল হুর্র সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্রিকাহ রবীর

٣٨١٧/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِيْ لِسَانِيْ ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِيْ وَكَانَ لَا يَعْدُوْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ «تَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً».

৪/৩৮১৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আবূ ইসহাক আবুল মুগীরাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) হুযায়ফাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাগে আমার জিহ্বা আমার পরিবারের উপর অসংযত হয়ে যেতো, তবে তা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করতো না। বিষয়টা আমি নবী (সাঃ) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা থেকে কোথায় আছো? দৈনিক সত্তরবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।[৩১৪৯]

٣٨١٨/٥- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «طُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا».

৫/৩৮১৫। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী আমার পিতা (উসমান বিন সাঈদ) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন ইরক আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে "ক্ষমা প্রার্থনা" যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ।[৩১৫০]

٣٨١٩/٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

৬/৩৮১৯। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-হাকাম বিন মুসআব (মাজহুল বা অপরিচিত) মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ ও প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধারের পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।[৩১৫১]

বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, ইবরাহীম থেকে এককভাবে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬১২৪, ২৮/৩৫৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৪৯. আহমাদ ২২৮২৯, ২২৮৫৩, ২২৮৬২, ২২৯১২, দারিমী ২৭২৩। রাওদুন নাদীর ২৮০। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মুগীরাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৪৬, ৩৪/৩১৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৫০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ২৩৬, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৫১. আবূ দাঊদ ১৫১৮। দঈফাহ ৭০৬, দঈফ আবূ দাঊদ ২৬৮, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৮, দঈফ আল-জামি' ৫৮২৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-হাকাম বিন মুসআব সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান

٣٨٢٠/٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَإِذَا أَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا».

৭/৩৮২০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) আবূ উসমান আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! যারা উত্তম কাজ করতে পেরে আনন্দিত হয় এবং নিকৃষ্ট কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।[৩১৫২]

٥٨/٢٧. بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ

২৭/৫৮. অধ্যায় : আমলের ফাদীলাত

٣٨٢١/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً.

১/৩৮২১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ আল-মা'রূর বিন সুওয়ায়দ আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করলো, তার জন্য রয়েছে তার দশ গুণ। আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি। যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করলো, তার পাপের শাস্তি হবে তার সম-পরিমাণ অথবা আমি তা ক্ষমাও করতে পারি। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি এক হাত আমার দিকে অগ্রগামী হয়, আমি এক বাহু তার দিকে অগ্রগামী হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। কোন ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেও আমি অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমাসহ তার সাথে মিলিত হবো।[৩১৫৩]

٣٨٢٢/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ

বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৪৪৫, ৭/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৫২. আহমাদ ২৪৪৫৯, ২৪৫৯৬, ২৫০২৩, ২৫৪৯০। মিশকাত ২৩৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন যায়দ সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৫৩. মুসলিম ২৬৮৭, আহমাদ ২০৮০৮, ২০৮৫৩, ২০৮৬৬, ২০৯৬১, ২০৯৭৭, ২১০৫৫, দারিমী ২৭৮৮। রাওদুন নাদীর ৯৫৫, সহীহাহ ৫৮১, ২২৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

২/৩৮২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[৩১৫৪]

٣٨٢٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

৩/৩৮২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী' আল-আ'মাশ আবূ সালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সওয়াব দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে রোযা ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।[৩১৫৫]

٥٩/٢٧. بَاب مَا جَاءَ فِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

২৭/৫৯. অধ্যায় : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"-এর ফাদীলাত

٣٨٢٤/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

১/৩৮২৪। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ জারীর আসিম আল-আহওয়াল আবূ উসমান আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে শুনে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ বিন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন এক বাক্যের সন্ধান দিবো না, যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্তর্ভুক্ত? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।[৩১৫৬]

৩১৫৪. সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ৩৬০৩, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ২৭২৭৯, ২৭২৮৩, ১০১২০ ১০২৪১, ১০৪০৩, ১০৫২৬। সহীহাহ ২২৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৫৫. সহীহুল বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, নাসায়ী ২২১৫, ২২১৬, ২২১৭, ২২১৮, ২২১৯, আহমাদ ৭৪৪২, ৭৬৩৬, ২৭৩৪৫, ২৭২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৫৬. সহীহুল বুখারী ৪২০৫, মুসলিম ২৭০৪, তিরমিযী ৩৩৭৪, ২৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, আহমাদ ১৯০২৬, ১৯১০২, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬। রাওদুন নাদীর ১০৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٨٢٥/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

২/৩৮২৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ মুজাহিদ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা আবূ যার্র (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের একটির সন্ধান দিবো না? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্"।[৩১৫৭]

٣٨٢٦/٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبَ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي يَا حَازِمُ «أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَاب الدُّعَاءِ».

৩/৩৮২৬। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ আল-মাদানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন মা'ন খালিদ বিন সাঈদ (মাকবূল) হাযিম বিন হারমালাহ এর মাওলা আবূ যায়নাব (মাজহুল বা অপরিচিত) হাযিম বিন হারমালাহ (রাঃ) হাযিম বিন হারমালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে হাযিম! তুমি অধিক সংখ্যায় "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" বাক্যটি পড়ো। কেননা তা হলো জান্নাতের গুপ্তধন।[৩১৫৮]

৩১৫৭. আহমাদ ২০৮২৯, ২০৮৪২, ২০৮৭৯। রাওদুন নাদীর ১০৪১, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৫৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ২৩১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ আল-মাদীনী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ যায়নাব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৩৭৯, ৩৩/৩৩৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়া'কূব বিন হুমায়দ ও আবূ যায়নাব এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৫৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩৭টি খুবই দুর্বল, ১৬৯টি দুর্বল, ১২৩টি হাসান, ২৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৪২০৪, ৬৩৮৪, ৬৪০৯, ৭৩৮৬, মুসলিম ৫৮৯, ২৭০৫, ২৭০৬, তিরমিযী ৩৩৭৪, ৩৪৬১, ৩৫৮১, ৩৬০১, আহমাদ ৭৯০৬, ৮০২৪, ৮২০১, ৮২২১, ৮৪৪৬, ৮৫৩৫, মু'জামুল আওসাত ১৯৪৩।

(٢٨) كِتَاب الدُّعَاءِ

পর্ব (২৮) : দুআ'

١/٢٨. بَاب فَضْلِ الدُّعَاءِ

২৮/১. অধ্যায় : দুআ'র ফাদীলাত

١/٣٨٢٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْمَلِيْحِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ».

১/৩৮২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবুল মালীহ আল-মাদানী আবূ সালিহ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দুআ' করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।[৩১৫৯]

٢/٣٨٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ }».

২/৩৮২৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ যার্র বিন আবদুল্লাহ আল-হামদানী য়ুসায়' আল-কিন্দী নু'মান বিন বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুআ'ই হলো ইবাদত। অতঃপর তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং তোমার প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো" (৪০ ঃ ৬০)।[৩১৬০]

٣/٣٨٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ الدُّعَاءِ».

৩/৩৮২৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ দাঊদ ইমরান আল-কাত্তান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার খাওয়ারিজী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) কাতাদাহ সাঈদ বিন আবুল হাসান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মহান আল্লাহর নিকট দুআ'র চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন জিনিস নাই।[৩১৬১]

৩১৫৯. তিরমিযী ৩৩৭৩। সহীহাহ ২৬৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ সালিহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাইন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৪৩৮, ৩৩/৪১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩১৬০. তিরমিযী ২৯৬৯, ৩২৪৭, ৩৩৭২, আবূ দাউদ ১৪৭৯, ১৭৮৮৮, ১৭৯১৯, ১৭৯৬৪। আল-আহকাম ১৯৪, রাওদুন নাদীর ৮৮৮, মিশকাত ২৩৩০, সহীহ আবূ দাউদ ১৩২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬১. তিরমিযী ৩৩৭০। মিশকাত ২৩২, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٢/٢٨. بَاب دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৭/২. অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআ'

٣٨٣٠/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِيْنَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ فِيْ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فِيْ مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ فِيْ زَمَنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكَتِّبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ الْهُدَى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مُطِيْعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ» قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ قُلْتُ لِوَكِيْعٍ أَقُوْلُهُ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ قَالَ نَعَمْ.

১/৩৮৩০। ❖[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][সুফইয়ান (বিন সাঈদ)][আমর বিন মুররাহ আল-জামালী][আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-মুকতাব][কায়স বিন তালক আল-হানাফী][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দুআ'য় বলতেন ঃ "হে প্রভু! আমাকে সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, আমাকে সহযোগিতা করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না, আমার জন্য কৌশল এঁটো, আমার বিরুদ্ধে কৌশল এঁটো না,আমাকে হেদায়াত দান করো, আমার জন্য হেদায়াতের পথ সহজতর করো এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমা লংঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। হে প্রভু! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, তোমার জন্য অনেক যিকিরকারী, তোমাকে অধিক ভয়কারী, তোমার অধিক আনুগত্যকারী, তোমার নিকট অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করো, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে-মুছে ফেলো, আমার দুআ' কবুল করো, আমার অন্তরকে হেদায়াত দান করো, আমার যবানকে সোজা রাখো, আমার যুক্তি-প্রমাণ বহাল করো এবং আমার মনের সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করো। আবুল হাসান আত-তানাফিসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি ওয়াকী' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললাম, আমি কি তা বেতেরের কুনূতে পড়তে পারি? তিনি বলেন, হাঁ।[৩১৬২]

٣٨٣١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِيْ مَا أُعْطِيْكِ فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِيْ سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ قُوْلِيْ لَا بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَتْ

উক্ত হাদীসের রাবী ইমরান আল-কাত্তান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নাসয়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমান বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪৮৯, ২২/৩২৮ নং পৃষ্ঠা)

৩১৬২. তিরমিযী ৩৫৫১, আবূ দাউদ ১৫১০, আহমাদ ১৯৯৮। আয যিলাল ৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

فَقَالَ قُوْلِيْ «اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

২/৩৮৩১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন আবূ উবায়দাহ আমার পিতা (আবূ উবায়দাহ) আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একটি খাদেম চাওয়ার জন্য আসলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অতএব তিনি ফিরে গেলেন। পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট এসে বলেন ঃ যা তুমি চেয়েছো, সেটাই কি তোমার কাছে অধিক প্রিয়, না যা তার চেয়ে উত্তম সেটি? আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাই বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক, তাওরাত, ইনজীল ও মহান কুরআন নাযিলকারী, তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই, তুমি অন্ত, তোমার পরেও কিছুই নাই, তুমিই প্রবল, বিজয়ী ও প্রকাশ্য, তোমার উপরে কিছুই নাই, তুমিই গুপ্ত, তুমি ছাড়া আর কিছু নাই। অতএব তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দরিদ্রতা থেকে স্বাবলম্বী বানাও"।[৩১৬৩]

٣٨٣٢/٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى».

৩/৩৮৩২। ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান আবূ ইসহাক আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাক্বওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি"।[৩১৬৪]

٣٨٣٣/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ».

৪/৩৮৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন সাবিত (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছো, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমার জন্য উপকারী জ্ঞান আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! আমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি"।[৩১৬৫]

৩১৬৩. মুসলিম ২৭১৩, তিরমিযী ৩৪০০, ৩৪৮১, আবূ দাউদ ৫০৫১, আহমাদ ৮৭৩৭, ৮৯৯৪, ১০৫৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৪. মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, আহমাদ ৩৬৮৪, ৩৮৯৪, ৩৯৪০, ৪১২৪, ৪১৫১, ৪২২১। তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ৪৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৫. তিরমিযী ৩৫৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** " و الحمد .. " ব্যতীত সহীহ।

٣٨٣٤/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ «اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَأَشَارَ الْأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ».

৫/৩৮৩৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) আল-আ'মশ ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যাপ্ত পরিমাণে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো"। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন? আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেই বিষয়ে আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছি। তিনি বলেন ঃ অন্তরসমূহ মহামহিমান্বিত করুণাময়ের দু' আংগুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি সেগুলোকে ওলট-পালট করেন। আ'মাশ (রাঃ) তার দু' আংগুল দ্বারা ইশারা করেন।[৩১৬৬]

٣٨٣٥/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ «اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ».

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মূসা বিন উবায়দাহ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ২৯/১০৪) ২. মুহাম্মাদ বিন সাবিত সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাতে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেনও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বলেন, তিনি সিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১০৪, ২৪/৫৫৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৬৬. তিরমিযী ২১৪০। আয যিলাল ২২৫, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনু আবূ শায়বাহ ৫৫-৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ আর-রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ আর-রাকাশী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৮৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩টি জাল, ৪১টি খুবই দুর্বল, ১৩৪টি দুর্বল, ৯৯টি হাসান, ১০৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৬৫৭, তিরমিযী ২১৪০, ৩৫২২, ৩৫৮৭, আহমাদ ৬৫৩৩, ৬৫৭৩, ৯১৩৯, ১১৬৯৭, ১৩২৮৪, ১৭১৭৮, মু'জামুল আওসাত ১৫৩০, ২৩৮১, ৫৩৩০, ৮৭১২, ৯৪৩২।

৬/৩৮৩৫। ❖[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স্ বিন সা'দ][ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব][আবুল খায়র][আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)][আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আমাকে একটি দুআ' শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার স্বলাতের মধ্যে দুআ' করতে পারি। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার সত্তার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেউ নাই। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কেননা তুমিই কেবল ক্ষমা করতে পারো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, অতি দয়ালু"।[৩১৬৭]

٣٨٣٦/٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ «لَا تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ دَعَوْتَ اللهَ لَنَا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ قَالَ فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيْدَنَا فَقَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الْأَمْرَ».

৭/৩৮৩৬। ❖[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][মিসআর][আবূ মারযূক][আবূ ওয়াইল (তুবায়' বিন সুলায়মান) (মাজহুল বা অপরিচিত)][আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বলেন ঃ পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ করে, তোমরা তদ্রূপ করো না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ' করতেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, আমাদের দুআ' কবুল করো, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও, আমাদের অবস্থা সংশোধন করে দাও সম্পূর্ণভাবে এবং আমাদের জন্য আরো অধিক দয়া করুন। তখন তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদের সকল প্রয়োজন একত্র করে দেইনি?[৩১৬৮]

٣٨٣٧/٨- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ».

৮/৩৮৩৭। ❖[ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্রী][লায়স্ বিন সা'দ][সা'দ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী][তার ভাই আব্বাদ বিন আবূ সাঈদ (মাকবূল)][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ বলেন,

---

৩১৬৭. সহীহুল বুখারী ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, নাসায়ী ১৩০২, আহমাদ ৮, ২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৬৮. আবূ দাউদ ৫২৩০, আহমাদ ২১৬৭৭, ২১৬৯৭। দঈফাহ ২৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ওয়াইল (তুবায়' বিন সুলায়মান) সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও সংমিশ্রণ করেন। ইমাম যাহাবী (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৬৭, ১২/৫৪৮ নং পৃষ্ঠা) ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহূল। আল-হাফিয আল-ইরাকী বলেন, তিনি ত্রুটিপূর্ণভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আল-মুনযিরী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অন্যমনস্ক, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯৫, ৪/৩১২ নং পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাই ঃ এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত-বিহ্বল হয় না, এমন আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ' থেকে যা কবুল করা হয় না"।[৩১৬৯]

٣/٢٨. بَاب مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

২৮/৩. অধ্যায় : যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

١/٣٨٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ».

১/৩৮৩৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সকল বাক্যে দুআ' করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই আপনার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের বিপর্যয় থেকে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের বিপর্যয় থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, প্রাচুর্যের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে, দারিদ্র্যের বিপর্যয়কর অভিশাপ থেকে এবং দাজ্জালের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফ-শিলা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলো, আমার অন্তরকে সমস্ত পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করো এবং আমার ও আমার পাপগুলোর মাঝে এতোটা দুরত্ব সৃষ্টি করে দাও, তুমি যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, বার্ধক্য থেকে, গুনাহের প্রতি প্রলুব্ধকারী বস্তু থেকে এবং ঋণভার থেকে"।[৩১৭০]

٢/٣٨٣٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

২/৩৮৩৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুল্লাহ বিন ইদরীস] [হুসায়ন] [হিলাল] [ফারওয়াহ বিন নাওফাল] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] (ফারওয়াহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব বাক্যে দুআ' করতেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট সেই দুআ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি

৩১৬৯. নাসায়ী ৫৫৩৬, ৫৫৩৭, আবূ দাউদ ১৫৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭০. সহীহুল বুখারী ৮৩৩, ২৩৯৭, ৬৩৬৮,৬৩৭৫, ৬৩৭৬, ৬৩৭৭, ৭১২৯, মুসলিম ৫৮৭, ৫৮৯, ৫৮৮, নাসায়ী ১৩০৯, ৫৪৫৪, ৫৪৬৬, ৫৪৭২, ৫৪৭৭, ৫৫০৪, আবূ দাউদ ৮৮০, ১৫৪৩, আহমাদ ২৪০৫৭, ২৪০৬১। ইরওয়া' ১/৪২, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে এবং যে কাজ আমি (এখনো) করিনি তার অনিষ্ট থেকে "।[৩১৭১]

٣٨٤٠/٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

৩/৩৮৪০। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী, বাকর বিন সুলায়ম (মাকবূল), হুমায়দ আল-খাররাত (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর 'মাওলা' কুরায়ব, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত দুআ'টি আমাদেরকে এতো গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন যত গুরুত্ব সহকারে তিনি আমাদের কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে।[৩১৭২]

٣٨٤١/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

৪/৩৮৪১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ উসামাহ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান, আল-আ'রাজ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর দু' পায়ের পাতার নীচে গিয়ে লাগলো। তিনি তখন সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পায়ের পাতা দু'টি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির ওয়াসীলায় তোমার অসন্তে াষ থেকে আশ্রয় চাই, তোমার ক্ষমার ওয়াসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চাই, তোমার নিকট তোমা

৩১৭১. মুসলিম ২৭১৬, নাসায়ী ১৩০৭, ৫৫২৩, ৫৫২৪, ৫৫২৫, ৫৫২৬, ৫৫২৭, ৫৫২৮, আবূ ১৫৫০, আহমাদ ২৩৫১৩, ২৪১৬৩, ২৪৫৬১, ২৫২৫৬, ২৫৬৭৩, ২৫৮৩৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৩৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭২. মুসলিম ৫৯০, তিরমিযী ৩৪৯৪, নাসায়ী ২০৬৩, ৫৫১২,. ৯৮৪, ১৫৪২, আহমাদ ২১৬৯, ২৩৩৮, ২৭০৪, ২৭৭৪, ২৮৩৪, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৯৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৩৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হুমায়দ আল-খাররাত সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি মতানৈক্য। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৫২৬, ৭/৩৬৬ নং পৃষ্ঠা)

থেকে আশ্রয় চাই, তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত, তুমি যেরূপ তোমার প্রশংসা বর্ণনা করেছো সেরূপই"।[৩১৭৩]

٣٨٤٢/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ».

৫/৩৮৪২। আবূ বাকর মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আল-আওযাঈ ইসহাক বিন আবদুল্লাহ জা'ফার বিন ইয়াদ (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা দারিদ্র, স্বল্পতা, অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।[৩১৭৪]

٣٨٤٣/٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَلُوْا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ».

৬/৩৮৪৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করো এবং অপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।[৩১৭৫]

٣٨٤٤/٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ» قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوْتُ عَلَى فِتْنَةٍ لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا.

৭/৩৮৪৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইসরাঈল আবূ ইসহাক আমর বিন মায়মূন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ভীরুতা, কাপুরুষতা, কার্পণ্য, অথর্বজনক বার্ধক্য, কবরের শাস্তি ও অন্তরের বিপর্যয় থেকে। ওয়াকী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, অন্তরের বিপর্যয়ের অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে মারা যায়।[৩১৭৬]

৩১৭৩. মুসলিম ৪৮৬, তিরমিযী ৩৪৯৩, নাসায়ী ১৬৬, ১৬৯, ১১০০, ১১৩০, ৫৫৩৪, আবূ দাউদ ৮৭৯, ২৩৭৯১, ২৫১২৭, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৯৭। সহীহ আবূ দাউদ ৮২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭৪. নাসায়ী ৫৪৬০, ৫৪৬১, ৫৪৬২, ৫৪৬৩, ৫৪৬৪,, ১৫৪৪। সহীহাহ ১৪৪৫, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১২, ২৬/৪৬০ নং পৃষ্ঠা)

৩১৭৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৫১১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩১৭৬. নাসায়ী ৫৪৪৩, আবূ দাউদ ১৫৩৯। মিশকাত ২৪৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢٨/٤. بَاب الْجَوَامِعِ مِنْ الدُّعَاءِ

২৮/৪. অধ্যায় : দুআ'র সমষ্টি

١/٣٨٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا أَبُوْ مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَقُوْلُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلْ «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِيْنَكَ وَدُنْيَاكَ».

১/৩৮৪৫। আবূ বাকর, ইয়াযীদ বিন হারূন, আবূ মালিক সা'দ বিন তারিক, তার পিতা (তারিক বিন আশয়াম) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ হাদীস্র শুনেছেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করতে গিয়ে কিভাবে বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে আরোগ্য দান করো এবং আমাকে রিযিক দান করো"। অতঃপর তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলি ছাড়া অবশিষ্ট চার আংগুল একত্র করে বলেন ঃ এই চারটি প্রার্থনা তোমার দীন ও দুনিয়াকে তোমার জন্য একত্র করবে।[৩১৭৭]

٢/٣٨٤٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِيْ جَبْرُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ «اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا».

২/৩৮৪৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আফ্‌ফান, হাম্মাদ বিন সালামাহ, জাবর বিন হাবীব, উম্মু কুলসূম বিনতু আবূ বাকর, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এই দু'আ শিখিয়েছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি- যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঐ মঙ্গলই চাচ্ছি যা চেয়েছেন- তোমার (নেক) বান্দা ও তোমার নাবী, আর তোমার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি যা হতে তোমার বান্দা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানাহ চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার জন্য যেসব ফায়সালা করে রেখেছ তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও।[৩১৭৮]

৩১৭৭ .মুসলিম ২৬৯৭, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৬৬৭০। সহীহাহ ১৩১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৭৮. আহমাদ ২৪৪৯৮, ২৪৬১৩। সহীহাহ ১৫৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٨٤٧/٣- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ «مَا تَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِهِ مِنْ النَّارِ أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ قَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ».

৩/৩৮৪৭। ইউসুফ বিন মূসা আল-কাত্তান জারীর আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ স্বলাতের মধ্যে তুমি কী বলো? সে বললো, আমি তাশাহ্হুদ পড়ি, অতঃপর আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আপনার ও মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র দুআ' কতই না উত্তম। তিনি বললেন ঃ আমরাও প্রায় অনুরূপ দুআ' করে থাকি।[৩১৭৯]

٥/٢٨. بَاب الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

২৮/৫. অধ্যায় : ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভের দুআ'

٣٨٤٨/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ «قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ».

১/৩৮৪৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ইবনু আবূ ফুদায়ক সালামাহ বিন ওয়ারদান (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দুআ' সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ দুআ' সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে তৃতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! কোন্ দুআ' সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি পরম সাফল্য লাভ করলে।[৩১৮০]

৩১৭৯. সহীহুল বুখারী ১৩৭৭, মুসলিম ৫৮৮, নাসায়ী ১৩১০, ৫৫০৫, ৫৫০৬, ৫৫০৮, ৫৫০৯, ৫৫১০, ৫৫১১, ৫৫১৩, ৫৫১৪, ৫৫১৫, ৫৫১৬, ৫৫১৭, ৫৫১৮, ৫৫২০, আবূ ৭৯২, ৯৮৩, আহমাদ ৭১৯৬, ৭৮১০, ৭৯০৪, ৯০৯৩, ২৭৫৯৬, ৯১৮৩, ২৭৮৯০, ৯৮২৪, ২৭২৮০, দারিমী ১৩৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮০. তিরমিযী ৩৫১২। দঈফাহ ২৮৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী সালামাহ বিন ওয়ারদান সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে একাধিক হাদীস মুনকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায়

٢/٣٨٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَعِيْلَ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَقَامِيْ هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ ثُمَّ بَكَى أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُوْا اللهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا».

২/৩৮৪৯। [আবূ বাক্র ও আলী বিন মুহাম্মাদ] [উবায়দ বিন সাঈদ] [শু'বাহ] [ইয়াযীদ বিন খুমায়র] [সুলায়ম বিন আমির] [আওসাত বিন ইসমাঈল আল-বাজালী] [আবূ বাক্র (রাঃ)] রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর তিনি (আওসাত) আবূ বাক্র (রাঃ) থেকে বলতে শুনেন ঃ গত বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার এই স্থানে দাঁড়ালেন, অতঃপর আবূ বাক্র (রাঃ) কেঁদে দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা সততা অবলম্বন করবে। কারণ তা পুণ্যের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জান্নাতে। তোমরা অবশ্যই মিথ্যাকে পরিহার করবে। কারণ তা পাপাচারের সাথী এবং এ দু'টির অবস্থান জাহান্নামে। তোমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা ঈমানের পর কাউকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে অধিক উত্তম কিছু দান করা হয়নি। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না এবং পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।[৩১৮১]

٣/٣٨٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُوْ قَالَ تَقُوْلِيْنَ «اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ».

৩/৩৮৫০। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [কাহমাস ইবনুল হাসান] [আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ] [আয়িশাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তবে কী দুআ' পড়বো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলবে (রাঃ) "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও"।[৩১৮২]

٤/٣٨٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُوْ بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল অন্যত্র বলেন, তিনি সিকাহ নন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান সুফইয়ান কর্তৃক সালামাহ বিন ওয়ারদান থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪৭৩, ১১/৩২৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮১. তিরমিযী ৩৫৫৮। রাওদুন নাদীর ৯১৭, তাখরীজুল মুখতার ৬২-৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮২. তিরমিযী ৩৫১৩। মিশকাত ২০৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/৩৮৫১। ∞ আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম আদ-দাসতুওয়াঈ কাতাদাহ আল-আলা' বিন যিয়াদ আল-আদাবী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বান্দা যত রকম দুআ' করে তার মধ্যে "হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করি " এ দুআ'র চেয়ে উত্তম কোন দুআ' নাই ।[৩১৮৩]

٦/٢٨. بَاب إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

২৮/৬. অধ্যায় : দুআ'কারী প্রথমে নিজের জন্য দুআ' করবে

١/٣٨٥٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَرْحَمُنَا اللهُ وَأَخَا عَادٍ».

১/৩৮৫২। ∞ আল-হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) সুফইয়ান আবূ ইসহাক সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "আল্লাহ আমাদেরকে এবং আদ জাতির ভাই (হূদ আ)-কে দয়া করুন।[৩১৮৪]

٧/٢٨. بَاب يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

২৮/৭. অধ্যায় : তোমাদের কেউ তাড়াহুড়া না করলে তার দুআ' কবুল হয়

١/٣٨٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قِيْلَ وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ اللهَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ اللهُ لِي».

১/৩৮৫৩। ∞ আলী বিন মুহাম্মাদ ইসহাক বিন সুলায়মান মালিক বিন আনাস যুহরী আবদুর রহমান বিন আওফ এর 'মাওলা' আবূ উবায়দ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকের দুআ'ই কবুল হয়ে থাকে, যাবত না সে তাড়াহুড়া করে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকে তাড়াহুড়া কিভাবে করে? তিনি বলেন ঃ দুআ'কারী বলে, আমি আল্লাহর নিকট দুআ' করলাম কিন্তু আল্লাহ আমার দুআ' কবুল করেননি।[৩১৮৫]

٨/٢٨. بَاب لَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

২৮/৮. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি এভাবে বলবে না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো

৩১৮৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১১৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৮২৯, দঈফ আল-জামি' ৬৪২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮৫. সহীহুল বুখারী ৬৩৪০, মুসলিম ২৭৩৫, তিরমিযী ৩৩৮৭, আবূ দাউদ ১৪৮৪, আহমাদ ৯৯৩৯, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١/٣٨٥٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

১/৩৮৫৪। [আবূ বাকর] [আবদুল্লাহ বিন ইদরীস] [ইবনু আজলান] [আবুয যিনাদ] [আল-আ'রজ] [আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে ঃ "হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো ", বরং সে যেন পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে কামনা করে। কেননা কোন কাজই আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।[৩১৮৬]

٢٨/٩. بَابُ اِسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ

২৮/৯. অধ্যায় : আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম)

١/٣٨٥٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ } وَفَاتِحَةِ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ».

১/৩৮৫৫। [আবূ বাকর] [ঈসা বিন য়ূনুস] [উবায়দুল্লাহ বিন আবূ যিনাদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নয়)] [শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন)] [আসমা' বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর মহান নাম (ইসমে আযম) এই দু' আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে (অনুবাদ) ঃ "আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি দয়াময় অতি দয়ালু " (২ ঃ ১৬৩) এবং সূরা আল ইমরানের প্রথম আয়াত।[৩১৮৭]

٢/٣٨٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ «اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِيْ سُوَرٍ ثَلَاثٍ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَطه».

٣/٣٨٥٦ (١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِيْسَى بْنِ مُوْسَى فَحَدَّثَنِيْ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْلَانَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩১৮৬. সহীহুল বুখারী ৭৪৭৭, মুসলিম ২৬৭৯, তিরমিযী ২৪৯৭, আবূ দাউদ ১৪৮৩, আহমাদ ৭২৭২, ২৭৪৫৬, ৯৬৫২, ১০১১৬, ১০৪৮৬, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৯৪। রাওদুন নাদীর ১১৮১, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৮৭. তিরমিযী ৩৪৭৮, আবূ দাউদ ১৪৯৬, আহমাদ ১৭০৬৪, দারিমী ৩৩৮৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৩৪৩, তাখরীজুল মিশকাত ২৯৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উবায়দুল্লাহ বিন আবূ যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬৩৫, ১৯/৪২ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৮৫৬। ✧ আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ✧ আমর বিন আবূ সালামাহ ✧ আবদুল্লাহ ইবনুল আলা' ✧ কাসিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (তিনি সত্যাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত) ✧ তিনি বলেন, আল্লাহর ইসমে আযম, যার উল্লেখ করে দুআ' করলে তা কবুল হয়, তা তিনটি সূরায় রয়েছে ঃ সূরা বাকারা, সূরা আল ইমরান ও সূরা তাহা।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৩/৩৮৫৬ (১)। ✧ আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ✧ আমর বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✧ ঈসা বিন মূসা ✧ গায়লান বিন আনাস (মাকবূল) ✧ কাসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত) ✧ আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ✧ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩১৮৮]

٣٨٥٧/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».

৪/৩৮৫৭। ✧ আলী বিন মুহাম্মাদ ✧ ওয়াকী' ✧ মালিক বিন মিগওয়াল ✧ আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ ✧ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ✧ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করেছে, যার ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই দান করেন এবং যার ওয়াসীলায় দুআ' করলে তিনি অবশ্যই কবুল করেন।[৩১৮৯]

٣٨٥٨/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

৩১৮৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম তিরমিযী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিচিত। মুফাদদাল বিন গাসসান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৮০০, ২৩/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আমর বিন আবূ সালামাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৩৭৮, ২২/৫১ নং পৃষ্ঠা)

৩১৮৯. তিরমিযী ৩৪৭৫। সহীহ আবূ দাউদ ১৩৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

৫/৩৮৫৮ ⟨আলী বিন মুহাম্মাদ⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨আবূ খুযায়মাহ⟩⟨আনাস বিন সীরীন⟩⟨আনাস বিন মালিক (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, কেননা সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তুমি একক সত্তা, তোমার কোন শরীক নেই, তুমি অনুগ্রহকারী, আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবনকারী, মহা শক্তি ও সম্মানের অধিকারী, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে আল্লাহর নিকট তাঁর ইসমে আযমের (মহান নামের) ওয়াসীলায় প্রার্থনা করেছে, যার ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার ওয়াসীলায় দুআ' করলে তিনি কবুল করেন।[৩১৯০]

٣٨٥٩/٦– حَدَّثَنَا أَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِيْ إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ دَلَّنِيْ عَلَى الِاسْمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي فَعَلِّمْنِيْهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لَكِ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِيْهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لَكِ يَا عَائِشَةُ أَنْ أُعَلِّمَكِ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لَكِ أَنْ تَسْأَلِيْنَ بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَدْعُوْكَ اللهَ وَأَدْعُوْكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ وَأَدْعُوْكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ قَالَتْ فَاسْتَضْحَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِيْ دَعَوْتِ بِهَا».

৬/৩৮৫৯। ⟨আবূ ইউসুফ আস্ সয়দালানী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর-রাক্কী⟩⟨মুহাম্মাদ বিন সালামাহ⟩⟨আল-ফাযারী⟩⟨আবূ শায়বাহ (মাজহুল বা অপরিচিত)⟩⟨আবদুল্লাহ বিন উকায়ম-আল-জুহানী⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার পবিত্র, উত্তম, বরকতপূর্ণ এবং আপনার অধিক প্রিয় নামের ওয়াসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যে নামের ওয়াসীলায় আপনাকে ডাকলে আপনি সাড়া দেন, যে নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে আপনি দান করেন, যে নামের ওয়াসীলায় রহমত প্রার্থনা করা হলে আপনি রহমত নাযিল করেন এবং যে নামের ওয়াসীলায় বিপদমুক্তি কামনা করা হলে আপনি বিপদমুক্ত করেন"। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদিন তিনি বললেন ঃ হে আয়িশাহ! তুমি কি জানো, আল্লাহ আমাকে সেই নামটি বলে দিয়েছেন, যে নামের ওয়াসীলায় ডাকলে তিনি সাড়া দেন? আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ হে আয়িশাহ! তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, তখন আমি সরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় চুমা দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তা আমাকে

৩১৯০. তিরমিযী ৩৫৪৪, নাসায়ী ১৩০০, আবূ দাউদ ১৪৯৫, আহমাদ ১১৭৯৫, ১২২০০, ১৩১৫৮, ১৩৩৮৭। রাওদুন নাদীর ১৩৩, আস সহীহ ১৩৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ হে আয়িশাহ! তা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি যদি তোমাকে শিখিয়ে দেই তবে সেই নামের ওয়াসীলায় পার্থিব জগতের কিছু প্রার্থনা করা তোমার জন্য সংগত হবে না। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তখন আমি উঠে গিয়ে উযু করার এবং দু' রাক'আত নামায পড়ার পর বললাম, "হে আল্লাহ! আমি তোমাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকছি, আমি তোমাকে রহমান নামে ডাকছি, আমি তোমাকে 'বাররুর রহীম' নামে ডাকছি এবং আমি তোমাকে আমার জানা-অজানা তোমার যাবতীয় সর্বোত্তম নামে ডাকছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো"। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অকৃত্রিম হাসি দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি যেসব নামে ডাকলে, সেই নামটি অবশ্যই এগুলোর মধ্যে আছে।[৩১৯১]

٢٨/١٠. بَاب أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৮/১০. অধ্যায় : মহান আল্লাহর নামসমূহ

١/٣٨٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

১/৩৮৬০। ❖(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)(আবদাহ বিন সুলায়মান)(মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন))(আবূ সালামাহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে ব্যক্তি এই নামগুলো কণ্ঠস্থ করলো বা গুণে গুণে পড়লো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।[৩১৯২]

٢/٣٨٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْمُنْذِرِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْبَارُّ الْمُتَعَالِ الْجَلِيْلُ الْجَمِيْلُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِيُّ الْحَكِيْمُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ الْوَدُوْدُ الشَّكُوْرُ الْمَاجِدُ الْوَاجِدُ الْوَالِي الرَّاشِدُ الْعَفُوُّ الْغَفُوْرُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيْدُ الْوَلِيُّ الشَّهِيْدُ الْمُبِيْنُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوْفُ

৩১৯১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ শায়বাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৪৩১, ৩৩/৪১০ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯২. সহীহুল বুখারী ২৭৩৬, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৬, ৩৫০৭, ৩৫০৮, আহমাদ ৭৪৫০, ৭৫৬৮, ২৭৩৬৩, ৯২২৯, ১০১০৩, ১০১৫৪, ১০৩০৭। মিশকাত ২২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

الرَّحِيْمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقَوِيُّ الشَّدِيْدُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْمُقْسِطُ الرَّزَّاقُ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيْلُ الْفَاطِرُ السَّامِعُ الْمُعْطِي الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِي الْكَافِي الْأَبَدُ الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّوْرُ الْمُنِيْرُ التَّامُّ الْقَدِيْمُ الْوِتْرُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ زُهَيْرٌ فَبَلَغَنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَوَّلَهَا يُفْتَحُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

২/৩৮৬১। হিশাম বিন আম্মার আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌ সনআনী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবুল মুনযির যুহায়র বিন মুহাম্মাদ আত-তায়মী (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) মূসা বিন উকবাহ আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহর নিরানব্বই নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। নিশ্চয় তিনি বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি এই নামগুলোর হেফাজত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেগুলো এই ঃ আল্লাহু আল-ওয়াহিদু আস্‌-স্বামাদু, আল-আওওয়ালু আল-আখিরু আল-বাতিনু, আল-খালিকু আল-বারিউ আল-মুস্বাব্বিরু, আল-মালিকু আল-হাক্কু আস-সালামু আল-মু'মিনু আল-মুহায়মিনু আল-আযীযু আল-জাব্বারু আল-মুতাকাব্বির, আর-রহমানু আর-রহীম, আল-লাতীফু আল-খাবীর, আস-সামীউ আল-বাস্বীর, আল-আলীমু আল-আযীম, আল-বাররু আল-মুতআল, আল-জালীলু আল-জামীলু আল-হায়্যু আল-কায়্যূম আল-কাদিরু আল-কাহহার আল-আলিয়্যু আল-হাকিমু আল-কারিবু আল-মুজীব আল-গানিয়্যু আল-ওয়াহহাবু আল-ওয়াদুদু আশ-শাকূরু আল-মাজিদু আল-ওয়াজিদ আল-ওয়ালিয়্যু আর-রাশিদু আল-আফুব্বু আল-গাফূরু আল-হালীমু আল-কারীমু আত-তাওওয়াবু আর রাব্বু আল-মাজীদু আল-ওয়ালিয়্যু আশ-শাহীদ আল-মুবীনু আল-বুরহানু আর-রাওফু আর-রহীম আল-মুবদিউ আল-মুঈদু আল-বাইস্বু আল-ওয়ারিস্বু আল-কাবিয়্যু আশ-শাদীদু আদ-দাররু আন-নাফিউ আল-বাকিয়ু আল-ওয়াকিয়ু আল-খাফিদু আর-রাফিউ আল-কাবিদু আল-বাসিতু আল-মুইয্যু আল-মুযিল্লু আল-মুকসিতু আর-রাযযাকু যুল কুওওয়াতি আল-মাতীন, আল-কাইমু আদ-দাইমু আল-হাফিযু আল-ওয়াকীলু আল-ফাতিরু আস-সামিউ আল-মু'তিয়ু আল-মুহইয়ু আল-মুমীতু আল-মানিউ আল-জামিউ আল-হাদিউ আল-কাফী আল-আবদু আল-আলিমু আস্‌-স্বাদিকু আন-নূরু আল-মুনীরু আত-তাম্মু আল-কাদীমু আল-বিতরু তিনি এক তিনি কারো মুখাপেক্ষি নয়, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেহই তার সমকক্ষ নয়। যুহায়র (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমরা একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেমের অভিমত অবহিত হয়েছি যে, উক্ত নামগুলো নিম্নোক্তভাবে শুরু করতে হবে ঃ

(আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ)।[৩১৯৩]

৩১৯৩. সহীহুল বুখারী ২৭৩৬, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৬, ৩৫০৭, ৩৫০৮, আহমাদ ৭৪৫০, ৭৫৬৮, ২৭৩৬৩, ৯২২৯, ১০১০৩, ১০১৫৪, ১০৩০৭। মিশকাত ২২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** নাম গণনা ব্যতীত সহীহ।

٢٨/١١. بَاب دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

২৮/১১. অধ্যায় : পিতার দুআ' ও মজলুমের দুআ'

٣٨٦٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ».

১/৩৮৬২। ◊[আবূ বাকর]X[আবদুল্লাহ বিন বাক্র আস-সহমী]X[হিশাম আদ-দাসতুওয়াঈ]X[ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর]X[আবূ জা'ফার]X[আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দুআ' নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মজলুমের দুআ', মুসাফিরের দুআ' ও সন্তানের জন্য পিতার দুআ'।[৩১৯৪]

٣٨٦٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلَانَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيْرٍ عَنْ أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِيْ إِلَى الْحِجَابِ».

২/৩৮৬৩। ◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া]X[আবূ সালামাহ]X[হুবাবাহ বিনতু আজলান (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না)]X[তার মাতা উম্মু হাফস্ব (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না)]X[স্বাফিয়্যাহ বিনতু জারীর (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না)]X[উম্মু হাকীম বিনতু ওয়াদ্দা' আল-খুযাইয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ পিতার দুআ' (আল্লাহর নূরের) পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[৩১৯৫]

٢٨/١٢. بَاب كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

২৮/১২. অধ্যায় : দুআ'য় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ

٣٨٦٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ إِذَا

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্ব স্বনআনী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫৫৭,১৮/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯৪. তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ১৫৩৬, আহমাদ ৭৪৫৮, ৮৩৭৫, ৯৮৪০, ১০৩৩০, ১০৩৯২। সহীহাহ ৫৯৬, রাওদুন নাদীর ৫১০, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩১৯৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৭৭, দঈফ আল-জামি' ২৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. হুবাবাহ বিনতু আজলান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৮০৯, ৩৫/১৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. উম্মু হাফস্ব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯৬৮, ৩৫/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. স্বাফিয়্যাহ বিনতু জারীর সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলে, তিনি তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৮৭১, ৩৫/২০৯ নং পৃষ্ঠা)

دَخَلْتُهَا فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ».

১/৩৮৬৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আফ্‌ফান, হাম্মাদ বিন সালামাহ, সাঈদ আল-জুরায়রী, আবূ নাআমাহ, আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) তার ছেলেকে বলতে শুনলেন, "হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আপনার নিকট জান্নাতের ডান দিকের শ্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি"। তখন তিনি বলেন, হে বৎস! আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা দুআ'য় অতিরঞ্জন করবে।[৩১৯৬]

٢٨/١٣. بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

২৫/১৩. অধ্যায় : দুআ' করতে দু' হাত তোলা।

٣٨٦٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا أَوْ قَالَ خَائِبَتَيْنِ».

১/৩৮৬৫। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ, ইবনু আবূ আদী, জা'ফার বিন মায়মূন (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আবূ উস্রমান, সালমান (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোন বান্দা নিজের দু' হাত তুলে তাঁর নিকট দুআ' করলে তিনি তার শূন্যহাত বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[৩১৯৭]

٣٨٦٦/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

২/৩৮৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ, আইয বিন হাবীব, সালিহ বিন হাস্সান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তুমি যখন আল্লাহর নিকট দুআ' করবে, তখন তোমার দু' হাতের তালু উপর দিকে রেখে দুআ' করবে, দু' হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দুআ' করবে না। তুমি দুআ' শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমণ্ডলে মাসেহ করবে।[৩১৯৮]

৩১৯৬. আবূ দাঊদ ৯৬, আহমাদ ১৬৩৫৪, ১৬৩৫৯, ২০০৩১। মিশকাত ৪১৮, সহীহ আবূ দাঊদ ৮৬, ইরওয়া' ১৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩১৯৭. তিরমিযী ৩৫৫৬, আবূ দাঊদ ১৪৮৮, আহমাদ ২৩২০২। সহীহ আবূ দাঊদ ১৩৩৭, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৭২, মিশকাত ২২৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী জা'ফার বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি ব্যক্তি হিসেবে সালিহ। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৫৯, ৫/১১৪ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯৮. আবূ দাঊদ ১৪৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢٨/١٤. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

২৮/১৪. অধ্যায় : কেউ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যে দুআ' পড়বে

٣٨٦٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيْلَ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِيْ حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يَرْوِيْ عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ أَبُوْ عَيَّاشٍ.

১/৩৮৬৭। ∝[আবূ বাকর][হাসান বিন মূসা][হাম্মাদ বিন সালামাহ][সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়)][তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান)][আবূ আয়্যাশ আয যুরাকী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভোরে উপনীত হয়ে বলে ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব-সার্বভোমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান", সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সওয়াব পাবে, তার দশটি গুনাহ মোচন হবে, তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে অনুরূপ দুআ' করলে ভোর হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ নিরাপদ থাকবে। সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে অনুরূপ দুআ' করলে ভোর হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ প্রতিদান পাবে। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দর্শনলাভ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ আইয়াশ আপনার নামে এ ধরনের হাদীস্র বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবূ আইয়াশ সত্য বলেছে।[৩১৯৯]

٣٨٦٨/٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَقُوْلُوْا اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَقُوْلُوْا اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী স্বালিহ বিন হাস্সান সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আল-বুসায়রী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮০০, ১৩/২৮ নং পৃষ্ঠা)

৩১৯৯. আবূ দাঊদ ৫০৭৭, আহমাদ ১৬১৪৭। আত তা'লীকুর রাগীব ১/২২৭, ২২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

২/৩৮৬৮। ∻ ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ⇒ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম ⇒ সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) ⇒ তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) ⇒ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∻ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা ভোরে উপনীত হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! তোমার হুকুমেই আমরা প্রভাতে উপনীত হই এবং তোমার হুকুমেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি "। আর তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা ভোরে উপনীত হই, তোমার হুকুমেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার হুকুমেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। তোমার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন "।[৩২০০]

٣٨٦٩/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُـوْلُ فِيْ صَـبَاحِ كُلِّ يَـوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ» قَالَ وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَـا تَنْظُرُ إِلَيَّ أَمَا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتُكَ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ.

৩/৩৮৬৯। ∻ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ⇒ আবূ দাঊদ ⇒ ইবনু আবূ যিনাদ (বাগদাদ আগমনের পর তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) ⇒ তার পিতা (আবূ যিনাদ) ⇒ আবান বিন উস্রমান ⇒ উস্রমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∻ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন বান্দা প্রতিদিন সকালে ও প্রতি রাতে সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দুআ'টি পড়লে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না ঃ "আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ "। অধস্তন রাবী বলেন, আবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দেহের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (উক্ত হাদীস্র বর্ণনাকালে) এক ব্যক্তি (অধস্তন রাবী) তার দিকে তাকাতে থাকলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কি দেখছো? শোন! আমি তোমার নিকট যে হাদীস্র বর্ণনা করছি তা হুবহু বর্ণনা করেছি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন ঐ দুআ' পড়িনি এবং আল্লাহ তা'আলা তাকদীরের লিখন আমার উপর কার্যকর করেছেন।[৩২০১]

৩২০০. তিরমিযী ৩৩৯১, আবূ দাঊদ ৫০৬৮, আহমাদ ৮৪৩৫, ১০৩৮৪। সহীহাহ ২৬৩, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ২০, তাখরীজুল মিশকাত ২৩৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২০১. তিরমিযী ৩৩৮৮, আবূ দাঊদ ৫০৮৮, আহমাদ ৪৪৮, ৫২৯। তাখরীজুল মুখতার ২৯১, ২৯২, আত তা'লীকুর রাগীব ১/২২৬, ২২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٨٧٠/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَبْدٍ يَقُوْلُ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৪/৩৮৭০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ > মুহাম্মাদ বিন বিশর > মিসআর > আবূ আকীল > সাবিক (মাকবূল) > আবূ সাল্লাম > নবী (ﷺ)-এর খাদেম (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) > নবী (ﷺ) বলেন ঃ কোন মুসলমান বা কোন মানুষ বা কোন বান্দা সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে "আল্লাহ আমার প্রভু, ইসলাম আমার দীন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তঃকরণে সন্তুষ্ট আছি " এ কথা বললে, কিয়ামতের দিন তার উপর সন্তুষ্ট হওয়া আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়।[৩২০২]

٣٨٧١/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ «اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي الْخَسْفَ».

৫/৩৮৭১। আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী > ওয়াকী' > উবাদাহ বিন মুসলিম > জুবায়র বিন সুলায়ম বিন জুবায়র বিন মুতইম > ইবনু উমার (রাঃ) > তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে নিম্নোক্ত দুআ' পড়তেন ঃ " হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো, আমার ভয়কে শান্তিতে পরিণত করো এবং আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে ও আমার উপরের দিক থেকে আমাকে হেফাজত করো। আমি তোমার নিকট আমার নিচের দিক দিয়ে আমাকে ধ্বসিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।[৩২০৩]

٣٨٧٢/٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ

উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮১৬, ১৭/৯৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২০২. আবূ দাউদ ৫০৭২। আত তা'লীকুর রাগীব ১/২২৮, ২২৯, দঈফাহ ২০৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী সাবিক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তার থেকে হাশিম বিন বিলাল এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান ব্যতীত তাকে কেউ সিকাহ বলেনি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১৪০, ১০/১২৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২০৩. নাসায়ী ৫৫২৯, ৫৫৩০, আবূ দাউদ ৫০৭৪। তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَهَا فِيْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَمَاتَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».

৬/৩৮৭২। আলী বিন মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন উয়ায়নাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আল-ওয়ালীদ বিন স্রা'লাবাহ আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দুআ' পড়েছেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা, আমি তোমার প্রতিশ্রুতিতে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আমি তোমার নিয়ামতসমূহ স্বীকার করছি, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার অপরাধসমূহ মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নাই"। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি দিনে ও রাতে এ দুআ' পড়লে এবং সেই দিনে বা রাতে মারা গেলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দাখিল হবে।[৩২০৪]

٢٨/١٥. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

২৮/১৫. অধ্যায় : যে কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণকালে যে দুআ' পড়বে

١/٣٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ «اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ».

১/৩৮৭৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মলিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সলিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু, প্রতিটি জিনিসের প্রভু, শস্যবীজ ও আঁটির অংকুর উদগমকারী, তাওরাত, ইনজীল ও মহান কুরআন নাযিলকারী! আমি প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। এগুলো তোমার আয়ত্তাধীন। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নাই। তুমিই গুপ্ত, তোমার

৩২০৪. আবূ দাউদ ৫০৭০, আহমাদ ২২৫০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম বিন উইয়ায়ানাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৩, ২/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

থেকে কিছুই গোপন নয়। সুতরাং তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং আমাকে দারিদ্র থেকে স্বাবলম্বী করো ”।[৩২০৫]

٣٨٧٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ رَبِّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ».

২/৩৮৭৪। [আবূ বাকর] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [উবায়দুল্লাহ] [সাঈদ বিন আবূ সাঈদ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতরাংশ ঝেড়ে নেয়, অতঃপর তা দিয়ে তার বিছানা ঝেড়ে ফেলে। কেননা সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে বিছানায় কী পতিত হয়েছে। অতঃপর সে যেন তার ডান কাতে শোয়,অতঃপর বলে, “হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় এলিয়ে দিলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান রেখে দাও (মৃত্যু দান করো) তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার সেইভাবে হেফাজত করো যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের হেফাজত করো।[৩২০৬]

٣٨٧٥/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِيْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ».

৩/৩৮৭৫। [আবূ বাকর] [য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ ও সাঈদ বিন শুরাহবীল] [লায়স্র বিন সা'দ] [উকায়ল] [ইবনু শিহাব] [উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাঁর দু' হাতে ফুঁ দিয়ে তা তাঁর সমস্ত শরীর মলতেন।[৩২০৭]

٣٨٧٦/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ «اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ

৩২০৫. মুসলিম ২৭১৩, তিরমিযী ৩৪০০, আবূ দাঊদ ৫০৫১, আহমাদ ৮৭৩৭। তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২০৬. সহীহুল বুখারী ৬৩২০, ৭৩৯৩, মুসলিম ২৭১৪, তিরমিযী ৩৪০১, আবূ দাঊদ ৫০৫০, আহমাদ ৭৩১৩, ৭৭৫২, ৭৮৭৮, ৯১৭৩, ৯৩০৬, দারিমী ২৬৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২০৭. সহীহুল বুখারী ৬৩১৯, তিরমিযী ৩৪০২। মুখতাসরুশ শামাইল ২১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ظَهْرِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْحَتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيْرًا».

৪/৩৮৭৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ ইসহাক আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ) নবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে বা বিছানাগত হবে তখন বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম, তোমার রহমতের আশা ও তোমার আযাবের ভয় সহকারে আমার যাবতীয় বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছ আমি তার উপর ঈমান এনেছি "। তুমি যদি সে রাতে মারা যাও তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি যদি সকালে উপনীত হও তবে পর্যাপ্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে সকালে উপনীত হবে।[৩২০৮]

٣٨٧٧/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ يَعْنِي الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ «اللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ».

৫/৩৮৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ. ওয়াকী' ইসরাঈল আবূ ইসহাক আবূ উবায়দাহ ....আবদুল্লাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত তাঁর গণ্ডদেশের নিচে স্থাপন করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবে এবং সমবেত করবে, সেদিন আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা করো "।[৩২০৯]

١٦/٢٨. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ اللَّيْلِ

২৮/১৬. অধ্যায় : রাতে কারো ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে যে দু'আ' পড়বে

٣٨٧٨/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ غُفِرَ لَهُ قَالَ الْوَلِيْدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ».

৩২০৮. সহীহুল বুখারী ২৪৭, মুসলিম ২৭১০, তিরমিযী ৩৩৯৪, আবূ দাঊদ ৫০৪৬, ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, ১৮১৮০, ১৮২০৫, দারিমী ২৬৮৩। সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২-৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২০৯. আহমাদ ৪২১৪। সহীহাহ ২৭৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৮৭৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ উমায়র বিন হানী জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান, আল্লাহ মহা পবিত্র, আল্লাহই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ সুমহান, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত অন্যায় থেকে বিরত থাকার কিংবা ভালো কাজ করার শক্তি কারো নাই ", অতঃপর বলে "প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো", তাকে ক্ষমা করা হয়। রাবী ওলীদ বিন মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ এ দুআ' করলে তার দুআ' কবুল করা হয়। অতঃপর সে উঠে গিয়ে উযু করে নামায পড়লে তার নামায কবুল করা হয়।[৩২১০]

٣٨٧٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ «سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

২/৩৮৭৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) শায়বান ইয়াহইয়া আবূ সালামাহ রাবীআহ বিন কা'ব আল-আসলামী (রাঃ) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরের দ্বারদেশে রাত যাপন করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে রাতে দীর্ঘ সময় ধরে বলতে শুনতেন, "বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ মহাপবিত্র", অতঃপর বলতেন ঃ "আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র এবং প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য"।[৩২১১]

٣٨٨٠/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

৩/৩৮৮০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুল মালিক বিন উমায়র রিবঈ বিন হিরাশ হুযায়ফাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন"।[৩২১২]

৩২১০. সহীহুল বুখারী ১১৫৪, তিরমিযী ৩৪১৪, আবূ দাউদ ৫০৬০, আহমাদ ২২১৬৫, দারিমী ২৬৮৭। তাখরীজুল কালিম ৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২১১ .মুসলিম ৪৮৯, তিরমিযী ৩৪১৬, নাসায়ী ১১৩৮, ১৬১৮, আহমাদ ১৬১৩৮। সহীহ আবূ দাউদ ১১৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আব্ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২১২. সহীহুল বুখারী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, আহমাদ ২২৭৬০, ২২৮৬০, ২২৯৪৯, দারিমী ২৬৮৬। মুখতাসরুশ শামাইল ২১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٨٨١/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلَى طُهُوْرٍ ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلَ اللهَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا أَوْ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ».

৪/৩৮৮১ আলী বিন মুহাম্মাদ আবুল হুসায়ন (তিনি সত্যবাদী তবে স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) হাম্মাদ বিন সালামাহ আসিম বিন আবুন নাজূদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) আবূ যবয়াহ (মাকবূল) মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করলে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর নিকট দুনিয়া বা আখেরাতের কিছু প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।[৩২১৩]

٢٨/١٧. بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

২৮/১৭. অধ্যায় : বিপদকালে পড়ার দুআ'

٣٨٨٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ هِلَالٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ «اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

১/৩৮৮২। আবূ বাকর মুহাম্মাদ বিন বিশর আবদুল আযীয বিন উমার বিন আবদুল আযীয (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) উমার বিন আবদুল আযীয এর 'মাওলা' হিলাল (মাকবূল) উমার বিন আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মাতা আসমা' বিনতু উমায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবদুল আযীয বিন উমার বিন আবদুল আযীয (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) উমার বিন আবদুল আযীয এর 'মাওলা' হিলাল

৩২১৩. আবূ দাঊদ ৫০৪২, আহমাদ ২১৫৪৩, ২১৫৮৭, ২১৬০৯। আত তা'লীকুর রাগীব ১/২০৭, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবুল হুসায়ন সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্নমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্নিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. আসিম বিন আবুন নাজূদ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্নিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

(মাকবূল)][উমার বিন আবদুল আযীয][আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)][তার মাতা আসমা' বিনতু উমায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বিপদকালে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন ঃ "আল্লাহ, আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুই শরীক করি না"।[৩২১৪]

٢/٣٨٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِيْهَا كُلِّهَا».

২/৩৮৮৩। [আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][হিশাম আদ-দাসতুওয়ায়ী][কাতাদাহ][আবুল আলিয়াহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিপদকালে নিম্নোক্ত দু'আ' করতেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি পরম সহিষ্ণু, মহা সম্মানিত, পরম দয়ালু, মহান আরশের প্রভু আল্লাহ মহাপবিত্র, সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু আল্লাহ মহাপবিত্র"। একদা ওয়াকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রতিটি বাক্যের সাথে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছেন।[৩২১৫]

١٩/٢٨. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

২৮/১৮. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে যে দুআ' পড়বে

١/٣٨٨٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

১/৩৮৮৪। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবীদাহ বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)][মানসূর][আশ-শা'বী][উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, পদস্খলন ঘটা থেকে, অত্যাচার করা থেকে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করা থেকে বা আমার প্রতি কারো অজ্ঞতাসুলভ আচরণ থেকে।[৩২১৬]

৩২১৪. আবূ দাউদ ১৫২৫। সহীহাহ ২৭৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন উমার বিন আবদুল আযীয সম্পর্কে সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাফস্র উমার বিন শাহীন ও আবূ দাউদ আস সাজসিতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবদুল আ'লা বিন মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৬৪, ১৮/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৫. সহীহুল বুখারী ৬৩৪৫, ৬৩৪৬, মুসলিম ২৭৩০, তিরমিযী ৩৪৩৫, আহমাদ ২০১৩, ২২৯৭, ৩১৩৭, ৩৩৪৪। রাওদুন নাদীর ৬৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২১৬. তিরমিযী ৩৪২৭, নাসায়ী ৫৪৮৬, আবূ দাউদ ৫০৫৪, আহমাদ ২৬০৭৬, ২৬১৮৯। তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবীদাহ বিন হুমায়দ সম্পর্কে সম্পর্কে আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি

Contents

٢/٣٨٨٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ «بِسْمِ اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ».

২/৩৮৮৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ⟩⟨ হাতিম বিন ইসমাঈল ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন হুসায়ন বিন আতা' বিন ইয়াসার (দঈফ বা দুর্বল) ⟩⟨ সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) ⟩⟨ তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) ⟩⟨ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ⟩ নবী (সাঃ) যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহর নামে, আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করা বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নেই। ভরসা আল্লাহর উপর"।[৩২১৭]

٣/٣٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللهِ قَالَا هُدِيْتَ وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَا وُقِيْتَ وَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ قَالَا كُفِيْتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِيْنَاهُ فَيَقُوْلَانِ مَاذَا تُرِيْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ».

৩/৩৮৮৬। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ⟩⟨ ইবনু আবূ ফুদায়ক ⟩⟨ হারূন বিন হারূন (দঈফ বা দুর্বল) ⟩⟨ আল-আ'রাজ ⟩⟨ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ⟩ নবী (সাঃ) বলেন ঃ যখন কোন লোক তার ঘরের বা বাড়ির দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়, তখন দু'জন ফেরেশতাকে তার সঙ্গী হিসাবে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে 'বিসমিল্লাহ' বলে তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে। যখন সে বলে আল্লাহ ব্যতীত ক্ষতি রোধ করার বা কল্যাণ লাভ করার শক্তি কারো নাই, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। যখন সে বলে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, তখন তারা বলেন, তোমার জন্য (আল্লাহ) যথেষ্ট হয়েছেন। অতঃপর তার সাথে তার জন্য

সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। যাকারিয়্যাহ বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৭৫২, ১৯/২৫৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪২৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন হুসায়ন বিন আতা' বিন ইয়াসার সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩২২৬, ১৪/৪১৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

নিযুক্ত দু' সাথী সাক্ষাত করে। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা কী করতে চাও, যাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে, যাকে রক্ষা করা হয়েছে এবং যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।[৩২১৮]

١٩/٢٨. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

২৮/১৯. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যে দুআ' পড়বে

٣٨٨٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيْتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ».

১/৩৮৮৭। [আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ] [আবূ 'আসিম] [ইবনু জুরায়জ] [আবুয যুবায়র] [জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করলে শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রিবাস এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হলো না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিবাসের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেলো।[৩২১৯]

٢١/٢٨. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

২৮/২১. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি সফরের প্রাক্কালে যে দুআ' পড়বে

٣٨٨٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ يَتَعَوَّذُ إِذَا سَافَرَ «اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَزَادَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا».

১/৩৮৮৮। [আবূ বাকর] [আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ও আবূ মুআবিয়াহ] [আসিম] [আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে রওয়ানার প্রাক্কালে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের ব্যর্থতা, প্রাচুর্যের পরে রিক্ততা, নির্যাতিতের বদদোয়া এবং পরিবার-পরিজন

৩২১৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৫৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী হারূন বিন হারূন সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস আছে যার অনুসরণ করা যায় না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৬৫৩১, ৩০/১১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩২১৯. মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫, আহমাদ ১৪৩১৯, ১৪৬৮৮। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ও মাল-সম্পদের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি"। আবূ মুআবিয়ার বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি ফিরে এসেও অনুরূপ বলতেন।[৩২২০]

٢٨/٢١. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

২৮/২১. অধ্যায় : লোকে মেঘ-বৃষ্টি দেখে যে দু'আ' পড়বে

٣٨٨٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ فِيْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُوْلُ «اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ اللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللهَ عَلَى ذٰلِكَ».

১/৩৮৮৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ ইবনুল মিকদাম বিন শুরায়হ, তার পিতা (আল-মিকদাম বিন শুরায়হ), তার পিতা (শুরায়হ বিন হানী), আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকাশের কোন দিক থেকে মেঘ ভেসে আসতে দেখলে তাঁর হাতের কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাযে রত থাকলেও, অতঃপর মেঘমালার দিকে মুখ করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! এই মেঘমালাকে যে অনিষ্টসহ পাঠানো হয়েছে তা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" মেঘমালা বৃষ্টি বর্ষণ করলে তিনি দু'বার বা তিনবার বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! লাভজনক পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করুন"। মহান আল্লাহ যদি মেঘমালা সরিয়ে নিতেন এবং বৃষ্টি না হতো তবে সেজন্যও তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন।[৩২২১]

٣٨٩٠/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيئًا».

২/৩৮৯০। হিশাম বিন আম্মার, আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ইশরীন (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), আল-আওযাঈ, নাফি', কাসিম বিন মুহাম্মাদ, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি একে লাভজনক পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণ বানাও।"[৩২২২]

٣٨٩١/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيْلَةً تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ

৩২২০. মুসলিম ১৩৪৩, তিরমিযী ৩৪৩৯, নাসায়ী ৫৪৯৮, ৫৪৯৯, ৫৫০০, আহমাদ ২০২৪৭, ২০২৫৭, দারিমী ২৬৭২। সহীহ আবূ দাউদ ২৩৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২১. সহীহুল বুখারী ৩২০৬, ৪৮২৯, ৬০৯২, মুসলিম ৮৯৯, ৩২৫৭, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৫৫০৬। সহীহাহ ২৭৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২২. সহীহুল বুখারী ৩২০৬, ৪৮২৯, ৬০৯২, মুসলিম ৮৯৯, ৩২৫৭, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৫৫০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ইশরীন সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী ও আবূ হাতিম আর-রাযী সিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭১০, ১৬/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

عَنْهُ قَالَ فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ مَا رَأَتْ مِنْهُ فَقَالَ «وَمَا يُدْرِيكِ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ هُودٍ { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ } الْآيَةَ».

৩/৩৮৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআয বিন মুআয ইবনু জুরায়জ আতা' আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেঘমালা দেখলে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বেরিয়ে আসতেন, আর সামনে যেতেন এবং পিছনে আসতেন। বৃষ্টি বর্ষণের পর তাঁর এ অবস্থা দূরীভূত হতো। অধস্তন রাবী বলেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি জানো, হয়তো তা সেই মেঘই হবে, যে সম্পর্কে হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি বলেছিলো, "অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখলো তখন তারা বলতে লাগলো ঃ সেটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। (হুদ আ. বললেন ঃ) বরং এটাই তো সেই আযাব যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছো" (সূরা আহকাফ ঃ ২৪)।[৩২২৩]

٢٨/٢٢. بَاب مَا يَدْعُوْ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ

২৮/২২. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোক দেখে যে দুআ' পড়বে

٣٨٩٢/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيْ يَحْيَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ فَجِئَهُ صَاحِبُ بَلَاءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا عُوْفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ».

১/৩৮৯২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' খারিজাহ বিন মুসআব (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করতেন) আবূ ইয়াহইয়া আমর বিন দীনার (দঈফ বা দুর্বল) সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি তোমাকে যে বিপদে লিপ্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন ", তাহলে সে তার জীবৎকাল পর্যন্ত উক্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।[৩২২৪]

৩২২৩. সহীহুল বুখারী ৩২০৬, ৪৮২৯, ৬০৯২, মুসলিম ৮৯৯, ৩২৫৭, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৫৫০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২৪. তিরমিযী ৩৪৩১। সহীহাহ ৬০২, রাওদুন নাদীর ১০৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী খারিজাহ বিন মুসআব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫৯২, ৮/১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ ইয়াহইয়া আমর বিন দীনার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৩৬১, ২২/১৩ নং পৃষ্ঠা)

(٢٩) كِتَاب تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

পর্ব (২৯) : স্বপ্নের ব্যাখ্যা

١/٢٩. بَاب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

২৯/১. অধ্যায় : যে উত্তম স্বপ্ন মুসলমান ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয়

٣٨٩٣/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِيْ إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

১/৩৮৯৩। ◊[হিশাম বিন আম্মার] X [মালিক বিন আনাস] X [ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ] X [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] ◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।[৩২২৫]

٣٨٩٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

২/৩৮৯৪। ◊[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ] X [আবদুল আ'লা] X [মা'মার] X [আয যুহরী] X [সাঈদ (ইবনুল মুসায়্যাব)] X [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] ◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।[৩২২৬]

٣٨٩٥/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৩/৩৮৯৫। ◊[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব] X [উবায়দুল্লাহ বিন মূসা] X [শায়বান] X [ফিরাস (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] X [আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)] X [আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] ◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ নেককার মুসলমান ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।[৩২২৭]

৩২২৫. সহীহুল বুখারী ৬৯৮৩, ৬৯৮৮, ৬৯৯৪, মুসলিম ২২৬৪, তিরমিযী ২২৭২, আহমাদ ১১৮৬৩, ১১৯৭৭, ১২০৯৯,১৩৪৩৭,মালিক ১৭৮১, ২১৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২৬. সহীহুল বুখারী ৬৯৮৩, ৬৯৮৮, ৬৯৯০, ৭০১৭, মুসলিম ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৬৬, তিরমিযী ২২৭০, ২২৯১, আবূ দাউদ ৫০১৭, ৫০১৯, আহমাদ ৭১২৮, ৭১৪৩, ৭৫৮৬, ২৭৩৭৮, ৮১১৪, ৮৩০১, ৮৬০১, ২৭২১৩, ২৭৩১৩, ১০২১২, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৮১, ১৭৮২, দারিমী ২১৪৩, ২১৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২২৭. সহীহুল বুখারী ৬৯৮৯। রাওদুন নাদীর ৬১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ফিরাস সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ**

٣٨٩٦/٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «ذَهَبَتْ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ».

৪/৩৮৯৬। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ তার পিতা (আবূ ইয়াযীদ) সিবা' বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উম্মু কুরয আল-কা'বিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু মুবাশশিরাত (শুভ সংবাদ) অবশিষ্ট আছে।[৩২২৮]

٣٨٩٧/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫/৩৮৯৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ উত্তম স্বপ্ন নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।[৩২২৯]

٣٨٩٨/٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ { لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ } قَالَ «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ».

৬/৩৮৯৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আলী ইবনুল মুবারাক ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ "তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ" (১০ ঃ ৬৪) সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ ভালো স্বপ্ন যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।[৩২৩০]

٣٨٩٩/٧- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ وَالصُّفُوْفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ».

রাবী নং ৪৭১২, ২৩/১৫২ নং পৃষ্ঠা) আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২২৮. আহমাদ ২৬৬০০, দারিমী ২১৩৮। ইরওয়া' ৮/১২৯। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩২২৯. মুসলিম ২২৬৫। রাওদুন নাদীর ৬১৬। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩২৩০. তিরমিযী ২২৭৫, আহমাদ ২২১৭৯, ২২২৩৪, ২২২৬১, দারিমী ২১৩৬। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ লি গাইরিহী।

৭/৩৮৯৯। ইসহাক বিন ইসমাঈল আল-আয়লী > সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ > সুলায়মান বিন সুহায়ম > ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন মা'বাদ বিন আব্বাস > তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন মা'বাদ বিন আব্বাস) > ইবনু আব্বাস ◊ তিনি বলেন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ পর্দা তুলে দেখলেন, লোকেরা সারিবদ্ধভাবে আবূ বাকর-এর পেছনে আছে। তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! মুসলিম ব্যক্তি যে ভালো স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে যে ভালো স্বপ্ন দেখানো হয়, তা ব্যতীত নবুয়াতের সুসংবাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই।[৩২৩১]

٢/٢٩. بَاب رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

২৯/২. অধ্যায় : স্বপ্নে নবী রাসূলুল্লাহ-এর দর্শন লাভ

١/٣٩٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَى صُورَتِي».

১/৩৯০০। আলী বিন মুহাম্মাদ > ওয়াকী' > সুফইয়ান > আবূ ইসহাক > আবুল আহওয়াস > আবদুল্লাহ ◊ নবী বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখলো, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলো। কেননা শয়তান আমার স্বরূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না।[৩২৩২]

٢/٣٩٠١- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي».

২/৩৯০১। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) > আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম > 'আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) > তার পিতা (আবদুর রহমান) > আবূ হুরায়রাহ ◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার স্বরূপ ধারণ করতে পারে না।[৩২৩৩]

٣/٣٩٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي».

৩২৩১. মুসলিম ৪৭৯, নাসায়ী ১০৪৫, ১১২০, আবূ দাউদ ৮৭৬, আহমাদ ১৯০৩, দারিমী ১৩২৫। ইরওয়া' ৮/১৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৩২. তিরমিযী ২২৭৬, আহমাদ ৩৫৪৯, ৩৭৮৮, ৪১৮২, ৪২৯২, দারিমী ২১৩৯। রাওদুন নাদীর ৯৯৫, সহীহাহ ২৭২৯, মুখতাসারুশ শামাইল ৩৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৩৩. সহীহুল বুখারী ১১০, ৬১৯৭, মুসলিম ২২৬৬, আবূ দাউদ ৫০২৩, আহমাদ ৭১২৮, ৭৫০০, ৮৩০৩, ৯০৬১, ৯০৬৯, ৯২০৪, ৯৬৫০, ৯৭১৩, ৯৭৫৯। আল-মুখতাসার ৩৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ মারওয়ান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

৩/৩৯০২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্ বিন সা'দ আবুয্ যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা আমার স্বরূপ ধারণ শয়তানের পক্ষে সম্ভব নয়।[৩২৩৪]

٣٩٠٣/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ».

৪/৩৯০৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব বাকর বিন আবদুর রহমান ঈসা ইবনুল মুখতার ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[৩২৩৫]

٣٩٠٤/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَآنِيْ فِي الْيَقَظَةِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِيْ».

৫/৩৯০৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) সা'দান বিন ইয়াহইয়া বিন স্বালিহ আল-লাখমী স্বদাকাহ বিন আবূ ইমরান আওন বিন আবূ জুহায়ফাহ তার পিতা (আবূ জুহায়ফাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে। কেননা আমার আকৃতি ধারণ করার সামর্থ্য শয়তানের নাই।[৩২৩৬]

৩২৩৪. মুসলিম ২২৬৮, আহমাদ ১৪৩৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৩৫.

সহীহুল বুখারী ৬৯৯৭, আহমাদ ২৭৬৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২৩৬. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১০০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি যখন স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেন তখন তার উপর নির্ভর করা যায়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, মানুষ যেভাবে ভুল করে তিনিও হাদীস্ব বর্ণনায় তেমন ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৪৪, ১২/২৬ নং পৃষ্ঠা)

٣٩٠٥/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَآنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ».

৬/৩৯০৫। ⟪মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া⟫⟪আবুল ওয়ালীদ⟫⟪আবূ আওয়ানাহ⟫⟪জাবির (দঈফ বা দুর্বল, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী)⟫⟪আম্মার আদ-দুহনী (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)⟫⟪সাঈদ বিন জুবায়র⟫⟪ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[৩২৩৭]

٢٩/٣. بَاب الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ

২৯/৩. অধ্যায় : স্বপ্ন তিন প্রকার

٣٩٠٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَبُشْرَى مِنْ اللهِ وَحَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ إِنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّيْ».

১/৩৯০৬। ⟪আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟫⟪হাওযাহ বিন খালীফাহ⟫⟪আওফ⟫⟪মুহাম্মাদ বিন সীরীন⟫⟪আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ স্বপ্ন তিনি প্রকার। (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) বান্দার মনের খেয়াল এবং (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনমূলক কিছু। অতএব তোমাদের কেউ পছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে তা ইচ্ছা করলে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পারে। আর সে অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখলে যেন তা ব্যক্ত না করে এবং উঠে নামায পড়ে।[৩২৩৮]

٣٩٠٧/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبِيْدَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُبَيْدِ اللهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا أَهَاوِيْلُ مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِيْ يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِيْ مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

৩২৩৭. আহমাদ ৩৪০০। মুখতাসরুশ শামাইল ৩৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী জাবির সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আম্মার আদ-দুহনী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৭১, ২১/২০৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২৩৮. সহীহুল বুখারী ৭০১৭, মুসলিম ২২৬৩, তিরমিযী ২২৭০, ২২৮০, ২২৯১, আবূ দাউদ ৫০১৯, আহমাদ ৭৫৮৬, ১০২১২, দারিমী ২১৪৩। সহীহাহ ১৩৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩৯০৭। ‹হিশাম বিন আম্মার› ‹ইয়াহইয়া বিন হামযাহ› ‹ইয়াযীদ বিন আবীদাহ› ‹আবূ উবায়দুল্লাহ মুসলিম বিন মিশকাম› ‹আওফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)› রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার। (এক) শয়তানের পক্ষ থকে ভীতিজনক স্বপ্ন যার দ্বারা সে আদম সন্তানকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। (দুই) মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় স্বপ্নে তা দেখে। (তিন) স্বপ্ন হলো নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। অধস্তন রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি কি ঐ হাদীস্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছেন ? তিনি বললেন, এটা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছি, এটা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছি।[৩২৩৯]

٤/٢٩. بَاب مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

২৯/৪. অধ্যায় : কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে

٣٩٠٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ».

১/৩৯০৮। ‹মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী› ‹লায়স্র বিন সা'দ› ‹আবুয যুবায়র› ‹জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)› রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, তিনবার আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে যে দিকে কাৎ হয়ে শুয়েছিলো তা যেন পরিবর্তন করে।[৩২৪০]

٣٩٠٩/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ».

২/৩৯০৯। ‹মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী› ‹লায়স্র বিন সা'দ› ‹ইয়াহইয়া বিন সাঈদ› ‹আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ› ‹আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)› রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব তোমাদের কেউ স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে পাশে শোয়া ছিলো তা পরিবর্তন করে।[৩২৪১]

٣٩١٠/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا».

৩২৩৯. সহীহাহ ১৮৭০, আত তা'লীকু আলাত তানকীল ২/২৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪০. মুসলিম ২২৬২, আবূ দাউদ ৫০২২, আহমাদ ১৪৩৬৫। সহীহাহ ১৩১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪১. সহীহুল বুখারী ৩২৯২, ৬৯৮৪, ৬৯৮৬, ৬৯৯৫, ৭০০৫, ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১, তিরমিযী ২২৭৭, আবূ দাউদ ৫০২১, আহমাদ ২২০১৯, ২২০৫৮, ২২০৯২, ২২১৩৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৮৪, দারিমী ২১৪১, ২১৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৩৯১০ আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', আল-উমারী (দঈফ বা দুর্বল), সাঈদ আল-মাকবূরী, আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্ন দেখলে সে যে কাতে শোয়া ছিলো তা যেন পরিবর্তন করে, তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর নিকট স্বপ্নের কল্যাণ কামনা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।[৩২৪২]

٢٩/٥. بَاب مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِيْ مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ

২৯/৫. অধ্যায় : ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে

٣٩١١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُ رَأْسِيْ ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُوْ يُخْبِرُ النَّاسَ».

১/৩৯১১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, উমার বিন সাঈদ বিন আবূ হুসায়ন, আতা' বিন আবূ রাবাহ, আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী এর নিকট এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথায় প্রহার করা হচ্ছে। আর প্রহারকারীকে দেখলাম যে, সে থর থর করে কাঁপছে। রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ শয়তান তোমাদের কারো সাথে তামাশা করে, যাতে সে ভয় পায়। অতঃপর সকাল বেলা সে লোকেদের নিকট তা বলে বেড়ায়।[৩২৪৩]

٣٩١٢/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِيْ ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِيْ فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِيْ مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ».

২/৩৯১২। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, আল-আ'মাশ, আবূ সুফইয়ান, জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী এর ভাষণদানরত অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, আমিও গত রাতে তদ্রূপ স্বপ্নে দেখলাম। আমার ঘাড়ে আঘাত করার ফলে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। আমি সেটির অনুসরণ করে তা ধরে ফেললাম এবং পুনরায় ঘাড়ে

৩২৪২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৩১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-উমারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আল-উমারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৫টি শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২২৬৩, আবূ দাউদ ৫০২২, আহমাদ ১৪৩৬৬, ১৪৬৯০, শারহুস সুন্নাহ ৩২৭৭।

৩২৪৩. আহমাদ ৮৫৪৫। সহীহাহ ২৪৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

স্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ঘুমের মধ্যে তোমাদের কারো সাথে শয়তান খেলা করলে সে যেন তা লোকের কাছে না বলে।[৩২৪৪]

٣٩١٣/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

৩/৩৯১৩। মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ লায়স বিন সা'দ আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন ঘুমের মধ্যে তার সাথে শয়তানের খেলা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে।[৩২৪৫]

٦/٢٩. بَاب الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ فَلَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ

২৯/৬. অধ্যায় : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব তা শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত কারো কাছে বলবে না

٣٩١٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِيْ رَأْيٍ».

১/৩৯১৪। আবূ বাকর হুশায়ম ইয়া'লা বিন আতা' ওয়াকী' বিন উদুস আল- উকায়লী (মাকবূল) তার চাচা আবূ রাযীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত তা উড়ন্ত পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিস সদৃশ। তার ব্যাখ্যা করা হলে তা ছিটকে পড়ে যায় (বাস্ত বায়িত হয়)। তিনি অরো বলেন ঃ স্বপ্ন হচ্ছে নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন ঃ সে যেন আমানতদার অথবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছে তা ব্যক্ত না করে।[৩২৪৬]

٧/٢٩. بَاب عَلَامَ تُعَبَّرُ بِهِ الرُّؤْيَا

২৯/৭. অধ্যায় : কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে?

٣٩١٥/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اعْتَبِرُوْهَا بِأَسْمَائِهَا وَكَنُّوْهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ.

১/৩৯১৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) আল-আ'মাশ ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তাদের নামসমূহ দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো, তাদের উপনাম দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো এবং প্রথম ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা মোতাবেক সাধারণত বাস্তবায়িত হয়।[৩২৪৭]

৩২৪৪. মুসলিম ২২৬৮, আহমাদ ১৩৯৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪৫. মুসলিম ২২৬৮, আহমাদ ১৩৯৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪৬. তিরমিযী ২২৭৮, ২২৭৯, আবূ দাউদ ৫০২০, আহমাদ ১৫৭৪৯, ১৫৭৫৮, ১৫৭৬২, ১৫৭৭২, দারিমী ২১৪৮। সহীহাহ ১১৯, ১২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১১৯, ১২০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

Contents

٨/٢٩. بَاب مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا

২৯/৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে

٣٩١٦/١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ».

১/৩৯১৬। বিশর বিন হিলাল আস্ সওওয়াফ আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ আয়্যূব ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে তাকে দু'টি যবের দানার মধ্যে গিট লাগাতে বাধ্য করা হবে এবং এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে।[৩২৪৮]

٩/٢٩. بَاب أَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا

২৯/৯. অধ্যায় : অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয়

٣٩١٧/١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

১/৩৯১৭। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্রী বিশর বিন বাকর আল-আওযাঈ ইবনু সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শেষ যমানায় মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন কচিৎই অবাস্তব হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[৩২৪৯]

١٠/٢٩. بَاب تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

২৯/১০. অধ্যায় : স্বপ্নের ব্যাখ্যা

٣٩١٨/١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلًا وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلًا إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ

উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ আর-রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাক্র আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

৩২৪৮. তিরমিযী ২২৮৩, আবূ দাঊদ ৫০২৪, আহমাদ ২২১৪, ৩৩৭৩। সহীহ আল-জামি' ৬১৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৪৯. সহীহুল বুখারী ৬৯৮৩, ৬৯৮৮, ৬৯৯০, ৭০১৭, মুসলিম ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৬৬, তিরমিযী ২২৭০, ২২৯১, আবূ দাঊদ ৫০১৭, ৫০১৯, আহমাদ ৭১২৮, ৭১৪৩, ৭৫৮৬, ২৭৩৭৮, ৮১১৪, ৮৩০১, ৮৬০১, ২৭২১৩, ২৭৩১৩, ১০২১২, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৮১, ১৭৮২, দারিমী ২১৪৩, ২১৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ دَعْنِيْ أَعْبُرُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا مَا يَنْطُفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَ الْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِيْنُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَالْآخِذُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيْرًا وَقَلِيْلًا وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَا بِكَ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ قَالَ «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِيْ أَصَبْتُ مِنَ الَّذِيْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُقْسِمْ يَا أَبَا بَكْرٍ.

٣٩١٨/٢ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَنْطِفُ سَمْنًا وَعَسَلًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ.

১/৩৯১৮। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব আল-মাদিনী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আয যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, উহুদ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফেরার পথে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে একটি ছায়াদার মেঘ দেখেছি, যা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘি ও মধু পড়ছিলো।। লোকেদেরকে দেখলাম যে, তারা হাতে তুলে নিয়ে তা পান করছে। কেউ বেশি পাচ্ছে এবং কেউ কম পাচ্ছে। আমি আরো দেখলাম যে, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। আমি দেখলাম যে, আপনি তা ধরে উপরে উঠে গেছেন। আপনার পর আরেকজন তা ধরে উপরে উঠে গেল, তার পরে আরেকজন তা ধরে উপরে উঠে গেলো। তার পরে আরেকজন তা ধরলে রশিটি ছিঁড়ে গেলো। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেলো এবং সেও তা ধরে উপরে উঠে গেলো। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি এর ব্যাখ্যা করো। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মেঘখণ্ড হলো ইসলামের ছায়া। পতিত ঘি ও মধু হলো কুরআন থেকে বেশি ও কম লাভকারী। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হলো সেই মহাসত্য যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি রশিটি ধরলেন এবং আল্লাহ আপনাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে এবং আল্লাহ তাকে উপরে তুলে নিবেন। তার পরে আরেকজন ধরবে, সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। এরপর আরেকজন রশিটি ধরবে এবং তা ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি কিছু তো ঠিক বলেছো এবং কিছু বলেছো ভুল। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে বলে দিন, আমি কোথায় ঠিক করেছি এবং কোথায় ভুল করেছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হে আবূ বাকর! শপথ দিয়ে বলো না (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযি)

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৩৯১৮(১)। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্‌যাক মা'মার আয যুহরী উবায়দুলল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে আসমান-যমীনের মাঝে একটি

ছায়াদার মেঘখণ্ড দেখলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে। .... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[৩২৫০]

٣٩١٩/٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكُنْتُ أَبِيْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِيْ رُؤْيَا يُعَبِّرُهَا لِي النَّبِيُّ ﷺ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِيْ فَانْطَلَقَا بِيْ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ فَانْطَلَقَا بِيْ إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذُوْا بِيْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ» قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ.

৩/৩৯১৯। ⟨ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী⟩⟨উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আস্‌-সনআনী⟩⟨মা'মার⟩⟨আয যুহরী⟩⟨সালিম⟩⟨ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক। আমি মসজিদেই রাত কাটাতাম। আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে সে তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বর্ণনা করতো। আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ থাকলে তা আমাকে একটি স্বপ্নে দেখাও যার ব্যাখ্যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলে দিবেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে আমার নিকট দু'জন ফেরেশতাকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন, পথিমধ্যে আরেকজন ফেরেশতা তাদের সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললো। তা ছিলো একটি কূপের ন্যায়। তাতে আমি কিছু সংখ্যক লোক দেখতে পেলাম, যাদের কতককে আমি চিনতে পেরেছি। তারা আমাকে ডান দিকে নিয়ে গেলো। ভোর হলে আমি বিষয়টি হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললাম। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বললেন। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ একজন সৎলোক। সে যদি রাতে অধিক নামায পড়তো। যুহরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তখন থেকে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাতে বেশী বেশী নামায পড়তেন।[৩২৫১]

٣٩٢٠/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى شِيَخَةٍ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৩২৫০. সহীহুল বুখারী ৭০৪৬, মুসলিম ২২৬৯, তিরমিযী ২২৯৩, আবূ দাউদ ২২৬৮, ৪৬৩২, আহমাদ ২১১৪, দারিমী ২১৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরায়রার হাদীস্র সহীহ। ইবনু আব্বাস এর হাদীস্র আয যিলাল ১১৪৩। আবূ হুরায়রাহ হাদীস্র আয যিলাল ১১৪৩, সহীহাহ ১২১।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩২৫১ .বুখারী ৪৪০, ১১২২, ৩৭৩৯, ৭০২৯, ৭০৩১, মুসলিম ৪৫২৮, তিরমিযী ৩২১, নাসায়ী ৭২২, আহমাদ ৪৫৯৩, ৬২৯৪, দারিমী ১৪০০, ২১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الْجَنَّةُ لِلهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رُؤْيَا رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أَتَانِي فَقَالَ لِي انْطَلِقْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِيْ فِيْ نَهْجٍ عَظِيْمٍ فَعُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيْقٌ عَلَى يَسَارِيْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيْقٌ عَنْ يَمِيْنِيْ فَسَلَكْتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلٍ زَلَقٍ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَزَجَّلَ بِيْ فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ فَلَمْ أَتَقَارَّ وَلَمْ أَتَمَاسَكْ وَإِذَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِيْ ذُرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَزَجَّلَ بِيْ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ اسْتَمْسَكْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُوْدَ بِرِجْلِهِ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رَأَيْتَ خَيْرًا أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيْمُ فَالْمَحْشَرُ وَأَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِيْ عُرِضَتْ عَنْ يَسَارِكَ فَطَرِيْقُ أَهْلِ النَّارِ وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَّا الطَّرِيْقُ الَّتِيْ عُرِضَتْ عَنْ يَمِيْنِكَ فَطَرِيْقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تَمُوْتَ فَأَنَا أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ».

৪/৩৯২০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, হাসান বিন মূসা আল-আশয়াব, হাম্মাদ বিন সালামাহ, আসিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আল-মুসায়্যাব বিন রাফি', খারাশাহ ইবনুল হুর্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে প্রবীনদের এক মজলিসে বসলাম। একজন প্রবীন লোক তার লাঠিতে ভর দিয়ে আসলেন। লোকেরা বললো, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির দিকে তাকায়। তিনি খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত স্বলাত আদায় করলেন। আমি উঠে গিয়ে তাকে বললাম, লোকেরা এই এই বলেছে। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, জান্নাত আল্লাহর এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করাবেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি যেন আমার নিকট এসে আমাকে বললো, চলুন। আমি তার সাথে গেলাম। সে আমাকে একটি বিরাট প্রশস্ত রাস্তায় পৌঁছে দিলো। আমার বাঁ দিকে একটি পথ দেখানো হলো। আমি সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে চাইলাম। সে বললো, তুমি এ পথের উপযুক্ত নও। অতঃপর আমার ডানে একটি রাস্তা দেখানো হলো। আমি সেই রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলাম। আমি একটি পিচ্ছিল পাহাড়ে পৌঁছলে সে আমার হাত ধরে আমাকে ধাক্কা দিলো এবং আমি এর চূড়ায় পৌঁছে গেলাম, কিন্তু আমি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। আমি এর চূড়ায় লোহার একটি খুঁটি দেখতে পেলাম। এর চূড়ায় ছিলো একটি সোনার হাতল। সে (ফেরেশতা) আমার হাত ধরে ধাক্কা দিলে আমি সেই হাতল ধরে ফেললাম। সে বললো, তুমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছ? আমি বললাম, হাঁ। সে তার পা দ্বারা খুঁটিতে আঘাত করলে আমি হাতলটি দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললাম। তিনি বললেন, আমি ঘটনাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছো। বিরাট প্রশস্ত রাস্তাটি হলো হাশরের ময়দান। তোমার বাঁ দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে তা হলো জাহান্নামীদের রাস্তা। তুমি জাহান্নামী নও। তোমার ডান দিক দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে তা হলো জান্নাতীদের রাস্তা। পিচ্ছিল পাহাড়টি হলো শহীদদের মনযিল। যে হাতলটি তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে, সেটি হলো ইসলামরে হাতল। অতএব তুমি আমৃত্যু এটি আঁকড়ে ধরে রাখবে। আশা করি আমি জান্নাতবাসী হবো। স্বপ্নটি দেখেছিলেন আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[৩২৫২]

৩২৫২. সহীহুল বুখারী ৩৮১৩, মুসলিম ২৪৮৪, আহমাদ ২৩২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٣٩٢١/٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا يَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ «وَرَأَيْتُ فِيْ رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنْ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا أَيْضًا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمْ النَّفَرُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِيْ آتَانَا اللهُ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ».

৫/৩৯২১। মাহমূদ বিন গায়লান আবূ উসামাহ বুরায়দাহ আবূ বুরদাহ আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছ সমৃদ্ধ এক এলাকায় হিজরত করছি। আমার মনে হলো যে, সেই এলাকা ইয়ামামা অথবা হাজার। কিন্তু আসলে তা মদীনা, যার নাম ইয়াসরিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি তরবারি নাড়াচাড়া করছি এবং তা মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে গেলো। আসলে তা ছিলো উহুদ যুদ্ধে মুমিনদের উপর আগত বিপদ। আমি পুনরায় তরবারি নাড়া দিলে তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম রূপ ধারণ করলো। আসলে তা ছিলো আল্লাহ প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের বিজয় (মক্কা বিজয়) এবং মুসলমানদের সম্মিলিত অভ্যুত্থান। আমি স্বপ্নে আরও দেখতে পেলাম একটি গাভী। আল্লাহ কল্যাণময়। এরা ছিলেন উহুদের যুদ্ধের শহীদ একদল মুমিন। তাও ভালো, যা আল্লাহ গনীমতের মাল হিসাবে পরে আমাদের দান করেছেন এবং তাও ভালো, যা সত্যের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ আমাদের বদর যুদ্ধের দিন দান করেছিলেন।[৩২৫৩]

٣٩٢٢/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «رَأَيْتُ فِيْ يَدَيْ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِيَّ».

৬/৩৯২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমি স্বপ্নে আমার হাতে দু'টি সোনার চুড়ি দেখতে পেলাম। আমি ফুঁ দিতেই তা উড়ে চলে গেলো। আমি এই চুড়িদ্বয়ের এ ব্যাখ্যা করেছি যে, নবুয়াতের দু' মিথ্যা দাবিদারের আবির্ভাব হবে। তারা হলো ঃ মুসায়লামা ও আনসী।[৩২৫৪]

উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম বিন বাহদালাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩২৫৩. সহীহুল বুখারী ৩৬২২, মুসলিম ২২৭২, দারিমী ২১৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৫৪. সহীহুল বুখারী ৩৬২১, মুসলিম ২২৭৩, তিরমিযী ২২৯২, আহমাদ ২৭৪৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٧/٣٩٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ فِيْ بَيْتِيْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ قَالَ «خَيْرًا رَأَيْتِ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا فَتُرْضِعِيْهِ فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا أَوْ حَسَنًا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمٍ قَالَتْ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حَجْرِهِ فَبَالَ فَضَرَبْتُ كَتِفَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْجَعْتِ ابْنِيْ رَحِمَكِ اللهُ».

৭/৩৯২৩। আবূ বাকর মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আলী বিন স্বালিহ সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) কাবূস বলেন, উম্মুল ফাদল (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে আপনার দেহের কোন একটি অঙ্গ আমার ঘরে দেখতে পেলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ভালোই দেখেছো। ফাতিমাহ একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। অতএব ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হুসায়ন অথবা হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে প্রসব করেন এবং তিনি তাকে কুস্রাম এর ভাগের দুধ পান করান। তিনি বলেন, আমি তাকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গেলাম এবং তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। সে পেশাব করে দিলে আমি তার কাঁধে আঘাত করলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি আমার সন্তানকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।[৩২৫৫]

٨/٣٩٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِالْمَهْيَعَةِ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوَّلْتُهَا وَبَاءً بِالْمَدِيْنَةِ فَنُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ».

৮/৩৯২৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আস্বিম ইবনু জুরায়জ মূসা বিন উকবাহ সালিম বিন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক কৃষ্ণকায় নারী নির্গত হয়ে মাহইয়াআ অর্থাৎ

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩২৫৫. আবূ দাঊদ ৩৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আব্ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

জুহফায় পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলো। আমি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী জুহফায় স্থানান্তরিত হয়েছে [৩২৫৬]

٣٩٢٥/٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيْعًا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْ الْآخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنْ الْجَنَّةِ فَأَذِنَ لِلَّذِيْ تُوُفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوْا لِذَلِكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَحَدَّثُوْهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتُشْهِدَ وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً قَالُوْا بَلَى قَالَ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ قَالُوْا بَلَى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

৯/৩৯২৫। ◈[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স্ত্র বিন সা'দ][ইবনুল হাদি][মুহম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী][আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান][......................][তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◈ দু' ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তারা ছিলো খাঁটি মুসলমান। তাদের একজন ছিলো অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলো এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেলো। তালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এলো এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বললো, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকাল বেলা তালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত ঘটনা লোকেদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কানে গেলো এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি বলেন ঃ কী কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ সে একটি রমাদান মাস পেয়েছে, রোযা রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই নামায কি পড়েনি? তারা বললো, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আসমান-জমীনের মধ্য যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান।[৩২৫৭]

৩২৫৬. সহীহুল বুখারী ৭০৩৮, তিরমিযী ২২৯০, আহমাদ ৫৮১৫, ৫৯৪০, ৬১৮১, দারিমী ২১৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৩২৫৭ .আহমাদ ১৪০৪, ৮১৯৫। আত তা'লীকুর রাগীব ১/১৪২, ১৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٠/٣٩٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَكْرَهُ الْغِلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ».

১০/৩৯২৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবূ বাক্র আল-হুযালী (তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত) ইবনু সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে গলায় চাকতি দেখা অপছন্দ করি, কিন্তু আংটা পছন্দ করি। কারণ আংটা অর্থ দীনের উপর অবিচল থাকা।[৩২৫৮]

৩২৫৮. সহীহুল বুখারী ৭০১৭, মুসলিম ২২৬৩, তিরমিযী ২২৭০, ২২৯১, আবূ দাউদ ৫০১৯, দারিমী ২১৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ বাক্র আল-হুযালী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৬৮, ৩৩/১৫৯ নং পৃষ্ঠা)

(٣٠) كِتَاب الْفِتَنِ

পর্ব (৩০) : কলহ-বিপর্যয়

١/٣٠. بَاب الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

৩০/১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ " বলে, তার উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা

١/٣٩٢٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

১/৩৯২৭। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ মুআবিয়াহ ও হাফস্ বিন গিয়াস্] [আল-আ'মাশ] [আবূ স্বালিহ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যাবত না তারা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ " (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)। তারা এটা বললে আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। কিন্তু দীন ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[৩২৫৯]

٢/٣٩٢٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

২/৩৯২৮। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ] [আলী বিন মুসহির] [আল-আ'মাশ] [আবূ সুফইয়ান] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মানুষ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ " না বলা পর্যন্ত আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ " বললে আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। কিন্তু দীন ইসলামের অধিকারের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[৩২৬০]

٣/٣٩٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِيْ صَغِيْرَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّا لَقُعُوْدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْتُلُوْهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

৩২৫৯ .বুখারী ১৪০০, ২৯৪৬, ৬৯২৪, ৭২৮৫; মুসলিম ২০, ২১/১-৩; তিরমিযী ২৬০৬-৭, নাসায়ী ২৪৪৩, ৩০৯০-৯৩, ৩০৯৫, ৩৯৭০-৭৮; আবূ দাউদ ২৬৪০, আহমাদ ৬৮, ১১৮, ৩৩৭, ২৭৩৮০, ৮৩৩৯, ৮৬৮৭, ৯১৯০, ২৭২১৪, ৯৮০২, ২৭২৮৪, ১০১৪০, ১০৪৪১, ১০৪৫৯। সহীহাহ ৪০৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৯১-১৩৯৩, ২৩৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬০. মুসলিম ২১, নাসায়ী ৩৯৭৭, আহমাদ ১৩৭৯৭, ১৪৮১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

فَقَالَ هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبُوْا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ».

৩/৩৯২৯। ৺আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ আবদুল্লাহ বিন বুকর আস-সাহমী হাতিম বিন আবূ সাগীরাহ আন-নু'মান বিন সালিম আমর বিন আওস তার পিতা (আওস বিন হুযায়ফাহ) (রাঃ) বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদেরকে (অতীতের) ঘটনাবলী উল্লেখপূর্বক উপদেশ দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁর সাথে একান্তে কিছু বললো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো। লোকটি ফিরে গেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই"? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন ঃ যাও, তোমরা তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কারণ লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বলা পর্যন্ত আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা তাই করলে তাদের জান-মালে হস্তক্ষেপ আমার জন্য হারাম হয়ে গেলো।[৩২৬১]

٣٩٣٠/٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السُّمَيْطِ بْنِ السَّمِيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوْا هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ مَا هَلَكْتُ قَالُوْا بَلَى قَالَ مَا الَّذِيْ أَهْلَكَنِيْ قَالُوْا قَالَ اللهُ { وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } قَالَ قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَلَمَّا لَقُوْهُمْ قَاتَلُوْهُمْ قِتَالًا شَدِيْدًا فَمَنَحُوْهُمْ أَكْتَافَهُمْ «فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِيْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنِّي مُسْلِمٌ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِيْ صَنَعْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ صَنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِيْ قَلْبِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِيْ قَلْبِهِ قَالَ فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِيْ قَلْبِهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى مَاتَ فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقَالُوْا لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُوْنَهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوْا فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَأَلْقَيْنَاهُ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ».

٣٩٣٠/٥ (١)- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السُّمَيْطِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيْمَ حُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

৩২৬১. নাসায়ী ৩৯৭৯, ৩৯৮২, ৩৯৮৩, আহমাদ ১৫৭২৭, দারিমী ২৪৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/৩৯৩০। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির আসিম আস-সুমায়ত ইবনুস সামীর ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নাফে ইবনুল আযরাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তার সাথীরা (আমার নিকট) এসে বললো, হে ইমরান! তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো। তিনি বলেন, আমি ধ্বংস হইনি। তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়" (৮ ঃ ৩৯)। তিনি বলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে এতটা যুদ্ধ করেছি যে, তাদেরকে নির্বাসিত করেছি। ফলে আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস্র বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি। তারা বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তা শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি সামরিক বাহিনী মুশরিকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। মুসলমানরা তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলো। আমার এক বন্ধু যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকের উপর বর্শা দ্বারা হামলা করলো, তিনি তাকে পাকড়াও করলে সে বলতে লাগলো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নই। নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম"। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে একবার বা দু'বার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর তিনি যা করেছেন তা তাঁর নিকট বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন ঃ তুমি তার পেট চিরে দেখলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার অন্তরের খবর জানতে পারতে! তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পেট চিরে ফেললেও তার অন্তরের খবর জানতে পারতাম না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি কেন কবুল করলে না, অথচ তুমি তার অন্তরের খবর জানতে না? ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অবশেষে লোকটি মারা গেলে আমরা তাকে দাফন করলাম। ভোরে উঠে আমরা দেখলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপরে পড়ে আছে। তারা বললেন, হয়ত কোন শত্রু কবর খুঁড়ে একে বের করে তুলে রেখেছে। অতঃপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম এবং আমাদের যুবকদের তার কবর পাহারা দিতে নির্দেশ দিলাম। আমরা পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। আমরা বললাম, হয়ত প্রহরীরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা পুনরায় তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই প্রহরায় রত হলাম। প্রত্যুষে আমরা দেখলাম, সে কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে এক গিরিসংকটে নিক্ষেপ করলাম।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৫/৩৯৩০(১)। ইসমাঈল বিন হাফস্ আল-আয়লী হাফস্ বিন গিয়াস্ আসিম আস-সুমায়ত ইবনুস সামীর ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এক ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান, তাতে এক মুসলমান এক মুশরিকের উপর চড়াও হলো। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস্র বর্ণনা করেন ...। এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ যমীন তাকে উৎক্ষিপ্ত করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খবর দেয়া হলো। তিনি বলেন ঃ যমীন তো অবশ্যি তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেখাতে চান যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশী।[৩২৬২]

৩২৬২.হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** ইমরান এর أتى نافع بن .... في الشعاب কথাটি হাসান; যা পরবর্তী হাদীস্র ৩৯৩১ নং এর মাঝে আসবে। এবং ইমরান এর " بعثنا رسول الله .... إلا الله " কথাটি ও হাসান যা পূর্ববর্তী হাদীস্র ৩৯২৯ নং হাদীস্রে অতিবাহিত হয়েছে।

٢/٣٠. بَاب حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

৩০/২. অধ্যায় : মুমিন ব্যক্তির জান-মালের নিরাপত্তা

٣٩٣١/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الْأَيَّامِ يَوْمُكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا «أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

১/৩৯৩১। হিশাম বিন আম্মার, ঈসা বিন য়ূনুস, আল-আ'মাশ, আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের এই দিন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দিন। সাবধান তোমাদের এই মাস সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মাস। সাবধান! তোমাদের এই শহর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শহর। সাবধান! তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের উজ্জত-আবরু তোমাদের পরস্পরের জন্য পবিত্র, যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহর। শোন! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত জনমণ্ডলী বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।[৩২৬৩]

٣٩٣٢/٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا».

২/৩৯৩২। আবুল কাসিম বিন আবূ দমরাহ নাস্র বিন মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-হিমসী (দঈফ বা দুর্বল), আমার পিতা (আবূ দমরাহ নাস্র বিন মুহাম্মাদ) (মাকবূল), আবদুল্লাহ বিন আবূ কায়স আন-নাস্রী, আবদুল্লাহ 'বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন ঃ কত উত্তম তুমি হে কাবা! আকর্ষণীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার (হে কাবা)! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মুমিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।[৩২৬৪]

৩২৬৩. আহমাদ ১১৩৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ৪৩৫, দঈফাহ ৫৩০৯, দঈফ আল-জামি' ৫০০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আবুল কাসিম বিন আবূ দমরাহ নাস্র বিন মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, আমি তার সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করিনি, তিনি সত্যবাদী নয়, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪১০, ২৯/৩৬৬ নং পৃষ্ঠা)

٣/٣٩٣٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُوْنُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِيْعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».

৩/৩৯৩৩। বাকর বিন আবদুল ওয়াহ্হাব আবদুল্লাহ বিন নাফি' ও য়ূনুস বিন ইয়াহইয়া দাউদ বিন কায়স আবদুল্লাহ বিন আমির বিন কুরায়য এর মাওলা আবূ সাঈদ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের জন্য হারাম।[৩২৬৫]

٤/٣٩٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ».

৪/৩৯৩৪। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবূ হানী আমর বিন মালিক আল-জানবী ফাদালাহ বিন উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মুমিন সেই ব্যক্তি যার হস্তক্ষেপ থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ ও গুনাহ ত্যাগ করেছে।[৩২৬৬]

٣/٣٠. بَاب النَّهْيِ عَنْ النُّهْبَةِ

৩০/৩. অধ্যায় : লুট-তরাজ ও ছিনতাই নিষিদ্ধ

١/٣٩٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا».

১/৩৯৩৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবূ আসিম ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লুটতরাজ ও ছিনতাই করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩২৬৭]

٢/٣٩٣٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

৩২৬৫. মুসলিম ২৫৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৬. আহমাদ ২৩৪৪৫। সহীহাহ ৫৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৭. তিরমিযী ১৪৪৮, আবূ দাউদ ৪৩৯১, ৪৩৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

Contents

২/৩৯৩৬। ঈসা বিন হাম্মাদ লায়স্র বিন সা'দ উকায়ল ইবনু শিহাব আবূ বাক্র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেনাকারী যখন যেনায় লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদ পানে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন সে মুমিন থাকে না।[৩২৬৮]

٣/٣٩٣٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا».

৩/৩৯৩৭। হুমায়দ বিন মাসআদাহ ইয়াযীদ বিন যুরায়' হুমায়দ আল-হাসান ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ছিনতাই ও লুটতরাজ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩২৬৯]

٤/٣٩٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُوْرَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ».

৪/৩৯৩৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবুল আহওয়াস্র সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) স্রা'লাবাহ ইবনুল হাকাম (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা শত্রুপক্ষের মেষপালের নাগাল পেয়ে তা লুট করলাম। অতঃপর আমরা সেগুলোর গোশত পাতিলে করে রান্না করছিলাম। এমতাবস্থায় নবী (সাঃ) পাতিলগুলো অতিক্রমকালে (সেগুলো উল্টে) ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলে তা উল্টে ফেলে দেয়া হলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ লুটতরাজ করা হালাল নয়।[৩২৭০]

٣٠/٤. بَاب سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

৩০/৪. অধ্যায় : মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী

١/٣٩٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

১/৩৯৩৯। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আল-আ'মাশ শাকীক আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।[৩২৭১]

৩২৬৮. সহীহুল বুখারী ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০, মুসলিম ৫৭, তিরমিযী ২৬২৫, নাসায়ী ৪৮৭০, ৪৮৭১, ৪৮৭২, ৫৬৫৯, ৫৬৬০, আবূ দাঊদ ৪৬৮৯, আহমাদ ২৭৪১৯, ৮৬৭৮, ৮৭৮১, ৯৮৫৯, দারিমী ১৯৯৪, ২১০৬। রাওদুন নাদীর ৭১৬, সহীহাহ ৩০০০, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনু আবূ শায়বাহ ৩৮-৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৬৯. তিরমিযী ১১২৩। মিশকাত ২৯৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৭০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৬৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩২৭১. সহীহুল বুখারী ৪৮, মুসলিম ৬৪, তিরমিযী ১৯৮৩, ২৬৩৪, ২৬৩৫, নাসায়ী ৪১০৫, ৪১০৬, ৪১০৭, ৪১০৮, ৪১০৯, ৪১১০,৪১১১ ৪১১২, ৪১১৩, আহমাদ ৩৬৩৯, ৩৮৯৩, ৩৯৪৭, ৪১১৫, ৪১৬৭, ৪২৫০, ৪৩৩২। তাখরীজুল ঈমান লি ইবনুস সালাম ৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٩٤٠/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

২/৩৯৪০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসদী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আবূ হিলাল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) ইবনু সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।[৩২৭২]

٣٩٤١/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

৩/৩৯৪১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শারীক আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ বিন সা'দ সা'দ (বিন আবূ ওয়াক্কাস) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।[৩২৭৩]

٥/٣٠. بَاب لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

৩০/৫. অধ্যায় : আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না

٣٩٤٢/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتْ النَّاسَ فَقَالَ «لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

১/৩৯৪২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও আবদুর রহমান বিন মাহদী শু'বাহ আলী বিন মুদরিক আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর জাবীর বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে লোকেদেরকে নীরব নিস্তব্ধ করিয়ে বলেন ঃ আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।[৩২৭৪]

৩২৭২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসদী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি কূফায় সত্যবাদী ছিলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১৪৯, ২৫/৬৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ হিলাল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। বাযযার বলেন, তিনি গায়র হাফিয। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৫৬, ২৫/২৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩২৭৩. আহমাদ ১৫২২, ১৫৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৭৪. সহীহুল বুখারী ১২১, মুসলিম ৬৫, নাসায়ী ৪১৩১, ৪১৩২,আহমাদ ১৮৬৮৬, ১৮৭৩২,১৮৭৭৪, দারিমী ১৯২১। রাওদুন নাদীর ৯৯৭, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনুস সালাম ৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٩٤٣/٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

২/৩৯৪৩। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম উমার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন যায়দ) ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের জন্য আপসোস! তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য! আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেও না।[৩২৭৫]

٣٩٤٤/٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِيْ».

৩/৩৯৪৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও মুহাম্মাদ বিন বিশর ইসমাঈল কায়স আস্‌ সুনাবিহ আল-আহমাসী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ সাবধান! আমি হাওযে কাওসারে তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকবো এবং আমি অন্যান্য উম্মাতদের উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ো না।[৩২৭৬]

٦/٣٠. بَاب الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩০/৬. অধ্যায় : মুসলমানগণ মহামহিমান্বিত আল্লাহর যিম্মায় থাকে

٣٩٤٥/١– حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِيْ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَابِسٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَلَا تُخْفِرُوْا اللهَ فِيْ عَهْدِهِ فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتّٰى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

১/৩৯৪৫। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী আহমাদ বিন খালিদ আল-ওয়াহবী আবদুল আযীয বিন আবূ সালামাহ আল-মাজিশূন আবদুল ওয়াহিদ বিন আবূ আওন সাঈদ বিন ইবরাহীম হাবিস আল-ইয়ামানী .... আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহর যিম্মায় থাকলো। অতএব তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারিকে নষ্ট করো না। যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে তলব করে এনে উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৩২৭৭]

৩২৭৫. সহীহুল বুখারী ৬১৬৬, ৬৮৬৮, ৭০৭৭, মুসলিম ৬৬, নাসায়ী ৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭, আবূ দাউদ ৪৬৮৬, আহমাদ ৫৫৫৩, ৫৫৭২, ৫৭৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৭৬. আহমাদ ১৮৫৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৭৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ১/১৫৫, ১৬৩, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৪৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

٢/٣٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

২/৩৯৪৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, রাওহ বিন উবাদাহ, আশআস, হাসান, সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়লো সে মহান আল্লাহর যিম্মায় রইলো।[৩২৭৮]

٣/٣٩٤٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ يَزِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ».

৩/৩৯৪৭। হিশাম বিন আম্মার, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, হাম্মাদ বিন সালামাহ, আবুল মুহাযযিম ইয়াযীদ বিন সুফইয়ান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান।[৩২৭৯]

٧/٣٠. بَاب الْعَصَبِيَّةِ

৩০/৭. অধ্যায় : গোত্রবাদ

١/٣٩٤٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُوْ إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ».

১/৩৯৪৮। বিশর বিন হিলাল আস্ সাওওয়াফ, আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ, আয়্যূব, গায়লান বিন জারীর, যিয়াদ বিন রিয়াহ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোকেদেরকে গোত্রবাদের দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রবাদে উন্মত্ত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।[৩২৮০]

٢/٣٩٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْيُحْمِدِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيْرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ «لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ».

৩২৭৮. আহমাদ ১৯৬০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৭৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৭৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মুহাযযিম ইয়াযীদ বিন সুফইয়ান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সন্দেহ করেন তিনি তাদের একজন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৫৫, ৩৪/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮০. মুসলিম ১৮৪৮,নাসায়ী ৪১১৪, আহমাদ ৭৮৮৪, ৮০০০,৯৯৬০। সহীহাহ ৪৩৩, ৯৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৩৯৪৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যিয়াদ ইবনুর রাবী' আল-যুহমিদী আব্বাদ বিন কাস্রীর আশ-শামী (দঈফ বা দুর্বল) ফুসায়লাহ (মাকবূল) আমার পিতা (ওয়াস্রিলাহ ইবনুল আসকা') (ফুসায়লাহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিজ গোত্রের প্রতি ভালোবাসা কি গোত্রেবাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন ঃ না। তবে নিজ গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করা গোত্রবাদের অন্তর্ভুক্ত।[৩২৮১]

٨/٣٠. بَاب السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

৩০/৮. অধ্যায় : সর্ববৃহৎ দল

١/٣٩٥٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ خَلَفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ أُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ».

১/৩৯৫০। আল-আব্বাস বিন উস্রমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম মুআন বিন রিফাআহ আস-সালামী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবূ খালাফ আল-আ'মা (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাত পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। তোমরা মতভেদ দেখতে পেলে অবশ্যই সর্ববৃহৎ দলের সাথে থাকবে।[৩২৮২]

٩/٣٠. بَاب مَا يَكُوْنُ مِنْ الْفِتَنِ

৩০/৯. অধ্যায় : যেসব বিপর্যয় সংঘটিত হবে

৩২৮১. আবূ দাঊদ ৫১১৯। গায়াতুল মারাম ৩০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আব্বাদ বিন কাস্রীর আশ-শামী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় আমার নিকট কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৯১, ১৪/১৫০ নং পৃষ্ঠা)

৩২৮২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** প্রথম বাক্যটি ব্যতীত খুবই দুর্বল কারণ প্রথম বাক্যটি সহীহ। মিশকাত ১৭৩-১৭৪, দঈফাহ ২৮৯৬, সহীহ আল-জামি' ১৮৪৮।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আল-আব্বাস বিন উস্রমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুআন বিন রিফাআহ আস-সালামী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। দুহায়ম আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৪৩, ২৮/১৫৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবূ খালাফ আল-আ'মা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৩৪৭, ৩৩/২৮৬ নং পৃষ্ঠা)

١/٣٩٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةً فَأَطَالَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا أَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ قَالَ «إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِيْ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا فَأَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ».

১/৩৯৫১। ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ❯❮আবূ মুআবিয়াহ❯❮আল-আ'মাশ❯❮রাজা' আল-আনসারী (মাকবূল)❯❮আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ইবনুল হাদি❯❮মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করলেন। তিনি অবসর হলে আমরা বললাম, বা তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি নামায দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আশাব্যঞ্জক ও ভীতিজনক নামায পড়েছি। আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেছি। তিনি আমাকে দু'টি দান করেছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম যে, তাদের ব্যতীত তাদের শত্রুপক্ষ যেন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। তিনি আমাকে এটা দান করলেন। আমি তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করলাম যে, আমার গোটা উম্মাতকে যেন পানিতে ডুবিয়ে মারা না হয়। তিনি এটাও আমাকে দান করেছেন। আমি তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করলাম যে, আমার উম্মাত যেন পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমার এ প্রার্থনা আমাকে ফেরত দিলেন। [৩২৮৩]

٢/٣٩٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَصْفَرَ أَوْ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيْلَ لِيْ إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ وَإِنِّي سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِيْ جُوْعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَإِنَّهُ قِيْلَ لِيْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَإِنِّي لَنْ أُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوْعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيْهِ وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يُفْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِيْ أَئِمَّةً مُضِلِّيْنَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ دَجَّالِيْنَ كَذَّابِيْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ لَمَّا فَرَغَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَا أَهْوَلَهُ.

৩২৮৩. আহমাদ ২১৫৭৭, ২১৬০৩, ২১৬২০। সহীহাহ ১৭২৪। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

২/৩৯৫২। ০[হিশাম বিন আম্মার][মুহাম্মাদ বিন শাবূর][সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ বা দুর্বল)][কাতাদাহ][আবূ কিলাবাহ আল-জারমী আবদুল্লাহ বিন যায়দ][আবূ আসমা' আর-রাহাবী][রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুক্তদাস সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে দেয়া হলো। ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম সবদিক দেখতে পেলাম। আমাকে হরিদ্রাভ বা লাল এবং সাদা বর্ণের দু'টি খনিজ ভাণ্ডার অর্থাৎ সোনা-রূপার ভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। আমাকে বলা হলো, পৃথিবীর যতখানি তোমার জন্য গুটানো হয়েছিল, তোমার রাজত্ব সেই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতঃপর আমি মহান আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম ঃ আমার উম্মাত যেন ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে তার দ্বারা ধ্বংস না হয়। তাদেরকে দলে উপদলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের এক দলকে অপর দলের সশস্ত্র সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন না করানোর আবেদন করলাম। আমাকে বলা হলো, "আমি কোন ফয়সালা করলে তা মোটেও পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তবে আমি তোমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষপীড়িত করে তাদের ধ্বংস করবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল বিরোধী শক্তিকে যুগপৎ একত্র করবোনা, যতক্ষণ না তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে এবং একে অপরকে হত্যা করে"। আমার উম্মাতের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হলে কিয়ামত পর্যন্ত আর অস্ত্রবিরতি হবে না। আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে অধিক ভয় করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের। অচিরেই আমার উম্মাতের কোন কোন গোত্র বা সম্প্রদায় প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হবে এবং আমার উম্মাতের কতক গোত্র মুশরিকদের সাথে যোগ দিবে। অচিরেই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবি করবে। আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মহান আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আবূ হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, অতঃপর আবূ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ হাদীস বর্ণনা শেষে বললেন, কতই না ভয়াবহ এ হাদীস।[৩২৮৪]

٣٩٥٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشَرَةً قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

৩২৮৪ .মুসলিম ৩৫৪৪, ৫১৪৪, তিরমিযী ২১৭৬, ২২২৯, আবূ দাঊদ ৪২৫২, আহমাদ ২১৮৮৮, ২১৮৯৭, ২১৯৪৬, দারিমী ২০৯। রাওদুন নাদীর ৬১, ১১৭০, সহীহাহ ৪/২৫২, ১৯৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন বাশীর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, তিনি আমাদের নিকট সালিহ। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন পরে তা বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন পরে তা ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪৩, ১০/৩৪৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু সাঈদ বিন বাশীর এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫২টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ৮টি খুবই দুর্বল, ২৯টি দুর্বল, ৭টি হাসান, ৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৮৯১, তিরমিযী ২১৭৬, আবূ দাঊদ ৪২৫২, আহমাদ ১৬৬৬৬, ২১৮৮৯, ২১৯৪৫, মু'জামুল আওসাত ৮৩৯৭, শারহুস সুন্নাহ ৪০১৫।

৩/৩৯৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আয যুহরী উরওয়াহ যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ হাবীবাহ তার মাতা উম্মু হাবীবাহ যায়নাব বিনতু জাহশ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রক্তিমাভ মুখমণ্ডল নিয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং তিনি বলছিলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), ঘনিয়ে আশা দুর্যোগে আরবের দুর্ভাগ্য। ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর এতোটুকু ফাঁক হয়ে গেছে। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে দেখান। যায়নাব বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায় কি আমরা ধ্বংস হবো? তিনি বলেন ঃ (হাঁ) যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে।[৩২৮৫]

٣٩٥٤/٤- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَتَكُوْنُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ بِالْعِلْمِ».

৪/৩৯৫৪। রাশিদ বিন সাঈদ আর-রামলী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-ওয়ালীদ বিন সুলায়মান বিন আবুস সাইব আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম আবূ আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত) আবূ উমামাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ অচিরেই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে যখন সকাল বেলা মানুষ মুমিন থাকবে, বিকেল বেলা কাফের হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে দীনের জ্ঞানের বদৌলতে জীবিত রাখবেন তার কথা স্বতন্ত্র।[৩২৮৬]

٣٩٥٥/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَأَبِيْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ إِنَّمَا أُرِيْدُ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ» قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ.

৩২৮৫. সহীহুল বুখারী ৩৩৪৬, মুসলিম ২৮৮০, তিরমিযী ২১৮৭, আহমাদ ২৬৮৬৭, ২৬৮৭০। সহীহাহ ৯৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৮৬ .দারিমী ৩৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল, তবে العلم শব্দ ব্যতীত হাদীস্রটি সহীহ যা ৩৯৬১ নং হাদীস্রের মাঝে আসবে। দঈফাহ ৩৬৯৬।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বাক্‌র আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল । ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৫৪, ২১/১৭৮ নং পৃষ্ঠা)

৫/৩৯৫৫। ◊[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][আবূ মুআবিয়াহ ও আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)][আল-আ'মাশ][শাকীক][হুযায়ফাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমরা উমার (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিপর্যয় সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কে সেগুলো অধিক স্মরণ রাখতে পেরেছে ? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমি। উমার (রাঃ) বলেন, তুমি তো অবশ্যই বাহাদুর ছিলে। তিনি আরও বলেন, তা কিরূপ? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনে, সন্তান ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ত্রুটিবিচ্যুতি হয়, এগুলোর কাফফারা হলো নামায, রোযা, দান-খয়রাত, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান। উমার (রাঃ) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি। আমি সেই ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাই যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় মাথা তুলে আসবে। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ফিতনা ও আপনার মধ্যে কী সম্পর্ক? আপনার ও সেই ফিতনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার (রাঃ) বলেন, সে দরজাটি কি ভাঙ্গা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, না, বরং তা ভাঙ্গা হবে। উমার (রাঃ) বলেন, অতঃপর তা তো আর বন্ধ হওয়ার নয়। শাকীক (রাঃ) বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাঃ) কে বললাম, উমার (রাঃ) কি সেই দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বলেন, হাঁ, এতটা জানতেন যেমনিভাবে আগামী কালকের দিন গত হওয়ার পর রাত আসা সম্পর্কে জানতেন। আমি তার নিকট একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছি, যা ছিল নির্ভুল। অতঃপর আমরা হুযায়ফা (রাঃ) কে সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমরা মাসরূক (রহ.) কে বললাম, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি হুযায়ফা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সেই দরজাটি ছিল উমার (রাঃ)।[৩২৮৭]

٣٩٥٦/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ وَوَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِيْ جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيْهِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِيْ أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيْبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُوْرٌ يُنْكِرُوْنَهَا ثُمَّ تَجِيْءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِيْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيْءُ فِتْنَةٌ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِيْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوْا إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِيْنِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْآخَرِ» قَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِيْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ

৩২৮৭. সহীহুল বুখারী ৫২৫, মুসলিম ১৪৪, তিরমিযী ২২৫৮, আহমাদ ২২৭৬৯, ২২৯০৩, ২২৯৩০। তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ৬৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

فَقُلْتُ أَنْشُدُكَ اللهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

৬/৩৯৫৬ আবূ কুরায়ব আবূ মুআবিয়াহ, আবদুর রহমান আল-মুহারিবী ও ওয়াকী' আল-আ'মাশ যায়দ বিন ওয়াহব আবদুর রহমান বিন আবদে রব্বিল কা'বাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় উপবিষ্ট এবং তার চারপাশে জনতার ভীড়। আমি তাকে বলতে শুনলাম, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। আমাদের কেউ তাঁবু টানাচ্ছিল, কেউ তীর-ধনুক ঠিক করছিলো এবং কেউ পশুপাল চরাতে গেলো। এই অবস্থায় তাঁর মুয়াজ্জিন সলাতের জন্য সমবেত হতে ডাক দিলেন। আমরা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে বলেন ঃ আমার পূর্বে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন, তিনিই তাঁর উম্মাতের জন্য কল্যাণকর বিষয় বলে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে লিপ্ত হতে তাদের নিষেধ করেছেন। আর তোমাদের এই উম্মাতের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে নিরাপত্তা এবং শেষ পর্যায়ে বালা-মুসীবত আসতে থাকবে এবং তোমাদের জ্ঞাত অন্যায় কার্যকলাপের প্রসার ঘটবে। তারপর এমনভাবে বিপদ আসতে থাকবে যে, একটি অপরটির (পরেরটির) চেয়ে লঘুতর মনে হবে। মুমিন ব্যক্তি বলতে থাকবে, এই বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সে বিপদ কেটে যাবে এবং আরেকটি বিপদ এসে পতিত হবে। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, হায়! এ বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সেই বিপদও দূরীভূত হবে। অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আল্লাহর প্রতি ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং লোকেদের সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমনটি সে নিজের জন্য কামনা করে। যে ব্যক্তি ইমামের নিকট আনুগত্যের বায়আত করলো এবং প্রতিশ্রুতি দিলো, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। পরে অপর কেউ নেতৃত্ব দখলে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে এই শেষোক্ত জনকে হত্যা করো। আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি (একথা শুনে) লোকেদের ভীড় থেকে আমার মাথা বের করলাম এবং আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এ হাদীস শুনেছেন ? তিনি তার হাত দ্বারা তার দু' কানের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার দু' কান তাঁর নিকট এ হাদীস শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।[৩২৮৮]

١٠/٣٠. بَاب التَّثَبُّتِ فِي الْفِتْنَةِ

৩০/১০. অধ্যায় : নৈরাজ্য ও বিপর্যয় চলাকালে অবিচল থাকা

٣٩٥٧/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ فَاخْتَلَفُوْا وَكَانُوْا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوْا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ وَتَدَعُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْنَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ».

৩২৮৮ .মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪। সহীহাহ ২৪১। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

১/৩৯৫৭। [হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ] [আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম] [আমার পিতা (আবূ হাযিম)] [উমারাহ (বিন আমর) বিন হাযম] [আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অচিরেই এমন যুগ আসবে যখন উত্তম লোকেদেরকে ছাঁটাই করা হবে এবং নিকৃষ্ট লোকেরা বহাল থাকবে, তাদের অংগীকার, প্রতিশ্রুতি ও আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? তিনি এই বলে তার আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন অবস্থা এরূপ হবে তখন আমরা কী করবো? তিনি বলেন ঃ যেসব বিষয় তোমরা উত্তম দেখবে তা গ্রহণ করবে এবং যা কিছু কদর্য লক্ষ্য করবে তা বর্জন করবে, নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করবে এবং সাধারণের কার্যকলাপ বর্জন করবে।[৩২৮৯]

٢/٣٩٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُوْلُهُ أَوْ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصَبَّرْ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ وَجُوْعًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطِيْعَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ وَلَا تَسْتَطِيْعَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُوْلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْلًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُوْلُهُ قَالَ الْحَقْ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا آخُذُ بِسَيْفِي فَأَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا وَلَكِنِ ادْخُلْ بَيْتَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ دُخِلَ بَيْتِي قَالَ إِنْ خَشِيْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ فَيَبُوْءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ فَيَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

২/৩৯৫৮। [আহমাদ বিন আবদাহ] [হাম্মাদ বিন যায়দ] [আবূ ইমরান আল-জাওনী] [মুশা'আস্র বিন তারীফ (মাকবূল)] [আবদুল্লাহ ইবনুস্ সামিত] [আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে আযু যার! যখন মানুষ মরতে থাকবে, এমনকি একটি কবরের মূল্য হবে এব গোলামের মূল্যের সমান, তখন তোমার অবস্থা কী হবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন অথবা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তুমি তোমার মসজিদে (নামায পড়তে) এসে (নামায শেষে) নিজের বিছানায় ফিরে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলবে অথবা তুমি তোমার বিছানা থেকে উঠে মসজিদের যেতে সক্ষম হবে না, তখন তোমার কী অবস্থা হবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা ভালো মনে করেন। তিনি বলেন ঃ তখন তুমি অবশ্যই হারাম থেকে দূরে থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন ঃ যখন ব্যাপক গণহত্যা চলবে, এমনকি "হিজারাতুয যাইত" রক্তে প্লাবিত হবে, তখন তোমার অবস্থা কী হবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি যাদের (মদীনাবাসী) সাথে আছো তাদের দলে যুক্ত থেকো। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যারা গণহত্যা করবে, আমি কি তরবারির আঘাতে তাদের হত্যা করবো না? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তাই করো, তাহলে তুমিও বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

৩২৮৯ .আবূ দাউদ ৪৩৪২ সহীহাহ ২০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

যাবে। বরং তুমি নিজের ঘরে আশ্রয় নিবে। আমি বললাম, যদি আমার ঘরে ঢুকে পড়ে? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি তরবারির চাকচিক্যে ভীত হও তবে তোমার চাদর নিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে। (তুমি নিহত হলে হত্যাকারী তার ও তোমার গুনাহের বোঝা বহন করবে এবং জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।[৩২৯০]

٣٩٥٩/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُنْزَعُ عُقُوْلُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنْ النَّاسِ لَا عُقُوْلَ لَهُمْ ثُمَّ» قَالَ الْأَشْعَرِيُّ وَايْمُ اللهِ إِنِّي لَأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِيْ وَإِيَّاكُمْ وَايْمُ اللهِ مَا لِيْ وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيْمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيْهَا.

৩/৩৯৫৯। ∢[মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][আওফ][আল-হাসান][আসীদ ইবনুল মুতাশাম্মিস][আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)]∢ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে "হারজ" হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! "হারজ" কী? তিনি বলেন ঃ ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এখন এই এক বছরে এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে; এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত হত্যা করবে। কতক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে এবং অবশিষ্ট থাকবে নির্বোধ ও মুর্খ। অতঃপর আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো এ যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেতো, তাহলে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেতো, যেমন নবী ﷺ আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যতো সহজে জড়িয়ে পড়বো তা থেকে আমাদের নিষ্ক্রমণ ততোধিক দুষ্কর হবে।[৩২৯১]

٣٩٦٠/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ حُرْدَانَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عُدَيْسَةُ بِنْتُ أُهْبَانَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ هَاهُنَا الْبَصْرَةَ دَخَلَ عَلَى أَبِيْ فَقَالَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ «أَلَا تُعِيْنُنِيْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَالَ بَلَى قَالَ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِيْ سَيْفِيْ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ فَإِذَا هُوَ خَشَبٌ فَقَالَ إِنَّ خَلِيْلِيْ وَابْنَ عَمِّكَ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْكَ وَلَا فِيْ سَيْفِكَ».

৩২৯০. আবূ দাউদ ৪২৬১, আহমাদ ২১০৪৯। ইরওয়া' ২৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৯১. আহমাদ ১৯২১৮। সহীহাহ ১৬৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

৪/৩৯৬০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, সফওয়ান বিন ঈসা, হুরদান মাসজিদের মুআযযিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ, উদায়সাহ বিনতু উহবান (মাকবূলাহ), আমার পিতা (উহ্বান বিন স্বয়ফী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (উদায়সাহ) বলেন, আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এখানে বসরায় আসেন এবং আমার পিতার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, হে আবূ মুসলিম! তুমি কি এই গোষ্ঠীর (সিরীয়দের) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে না? আবূ মুসলিম বলেন, হাঁ (করবো)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার এক দাসীকে ডেকে বলেন, হে দাসী! আমার তরবারিটা বের করো। রাবী বলেন, সে তরবারিটা বের করলো। আবূ মুসলিম তা খাপের মধ্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের করলেন। দেখা গেলো যে, তা এক খণ্ড কাঠ। আবূ মুসলিম বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার চাচাতো ভাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এই উপদেশ দেন যে, "মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিশৃংখলা চলাকালে তুমি একটি কাঠের তরবারি ধারণ করবে"। এখন আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে রওয়ানা হতে পারি। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমাকেও আমার প্রয়োজন নেই এবং তোমার তরবারিও নয়।[৩২৯২]

٣٩٦١/٥- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ فَكَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا بِسُيُوْفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ».

৫/৩৯৬১। ইমরান বিন মূসা আল-লায়সী, আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ, মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ, আবদুর রহমান বিন স্রারওয়ান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন), হুযায়ল বিন শুরাহবীল, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় চরম বিপর্যয় আসতে থাকবে। ঐ সময় সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যাবেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। এ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেঙ্গে ফেলো, ধনুকের ছিলা কেটে ফেলো এবং তোমাদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলো। তোমাদের কারো ঘরে বিপর্যয় ঢুকে পড়লে সে যেন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু' পুত্রের মধ্যে উত্তম জনের (হাবিল) ন্যায় হয়ে যায়।[৩২৯৩]

৩২৯২. তিরমিযী ২২০৩। সহীহাহ ১৬৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

৩২৯৩. আবূ দাউদ ৪২৫৯। ইরওয়া' ২৪৫১, সহীহাহ ১৫৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন স্রারওয়ান সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনা কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭৮, ১৭/২০ নং পৃষ্ঠা)

٣٩٦٢/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ شَكَّ أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ اجْلِسْ فِيْ بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

৬/৩৯৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ সাবিত অথবা আলী বিন যায়দ বিন জাদআন (দঈফ বা দুর্বল) আবূ বুরদাহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আবূ বুরদাহ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অচিরেই কলহ, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। এ অবস্থা চালাকালে তুমি তোমার তরবারিসহ উহুদ পাহাড়ে আসো, তা তাতে আঘাত করো, যাতে তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে বসে থাকো, যতক্ষণ না কোন বিদ্রোহী বা অনিষ্টকারী তোমাকে হত্যা করে বা তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সেই বিপর্যয় এসে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন আমি তাই করেছি।[৩২৯৪]

٣٠/١١. بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

৩০/১১. অধ্যায় : দু' মুসলমান পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে

٣٩٦٣/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ».

১/৩৯৬৩। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মুবারাক বিন সুহায়ম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ দু'জন মুসলমান পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।[৩২৯৫]

৩২৯৪. আহমাদ ১৭৫২১। রাওদুন নাদীর ৮৫১, সহীহাহ ১৩৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জাদআন সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আলী বিন যায়দ বিন জাদআন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৬৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩২টি খুবই দুর্বল, ৬০টি দুর্বল, ৪১টি হাসান, ৩০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৭০৪, ২২০৩, ৩৭২৫, আহমাদ ৬১৩৩, ১৫৫৯৯, ১৭৫১৮, ১৭৫৮১, ২০১৬৯, ২৬৬৫৭, ২৬৬৫৮, মু'জামুল আওসাত ১২৮৯, ২২১২, ২২৮৩, ২৩৭৫।

৩২৯৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ২৫৬ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুবারাক বিন সুহায়ম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৭৬৩, ২৭/১৭৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মুবারাক বিন সুহায়ম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২১০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ১১টি খুবই দুর্বল, ৪০টি দুর্বল, ৬০টি হাসান, ৯৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

٣٩٦٤/٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».

২/৩৯৬৪। আহমাদ বিন সিনান ইয়াযীদ বিন হারূন সুলায়মান আত-তায়মী ও সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ হাসান আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আহমাদ বিন সিনান ইয়াযীদ বিন হারূন সুলায়মান আত-তায়মী হাসান আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু' মুসলমান তাদের তরবারিসহ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো হত্যাকারী, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী হলো? তিনি বলেন ঃ সেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে উদ্যত ছিলো।[৩২৯৬]

٣٩٦٥/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا».

৩/৩৯৬৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ মানসূর রিবঈ বিন হিরাশ আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ দু' মুসলমান পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের একজন অপরজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন (ধারণ) করলে তারা উভয়ে জাহান্নামের পাদদেশে উপনীত হবে। অতঃপর তাদের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামে যাবে।[৩২৯৭]

٣٩٦٦/٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوسِيِّ حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ».

৪/৩৯৬৬। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আবদুল হাকাম আস-সাদূসী (মাকবূল) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের পার্থিব স্বার্থে আখেরাত বরবাদ করেছে, কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[৩২৯৮]

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩, মুসলিম ১৫৭, ১৬৮১,২৮৮৯, আবূ দাউদ ৪২৬৮, আহমাদ ১৯০৯২, ১৯১১১, ১৯১৭৬, ১৯২৫১, মু'জামুল আওসাত ১৯৬০, ৮৫৭৪, শারহুস সুন্নাহ ২৫৪৯।

৩২৯৬. নাসায়ী ৪১১৮, ৪১১৯, ৪১২৪, আহমাদ ১৯১৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৯৭. মুসলিম ২৮৮৮, নাসায়ী ৪১১৭, আহমাদ ১৯৯১১। সহীহাহ ১২৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩২৯৮. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৯১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্বের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

٣٠/١٢. بَاب كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ

৩০/১২. অধ্যায় : কলহ-বিপর্যয় চলাকালে রসনা সংযত রাখা

٣٩٦٧/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادِ سَيْمِيْنَ كُوْشَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيْهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ».

১/৩৯৬৭। আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়াহ আল-জুমাহী হাম্মাদ বিন সালামাহ লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) তাউস যিয়াদ সায়মীনকূশ (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এমন এক ফিতনার উদ্ভব হবে, যা সমগ্র আরবকে গ্রাস করবে। এই ফিতনায় নিহত ব্যক্তিরা হবে জাহান্নামী। তখন জিহ্বা হবে তরবারির চেয়েও মারাত্মক।[৩২৯৯]

٣٩٦٨/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيْهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ».

২/৩৯৬৮। মুহাম্মাদ বাশ্শার মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা আবদুর রহমান বিন আবূ যায়দ আল-বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কলহ-বিপর্যয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। কেননা তাতে রসনা হবে তরবারির ন্যায় ধারালো।[৩৩০০]

٣٩٦٩/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ إِنَّ لَكَ رَحِمًا وَإِنَّ لَكَ حَقًّا وَإِنِّيْ رَأَيْتُكَ

৩২৯৯. তিরমিযী ২১৭৮, আবূ দাউদ ৪২৬৫, আহমাদ ৬৯৪১। দঈফাহ ৩২২৯, দঈফ আল-জামি' ২৪৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী লায়স সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা) ২. যিয়াদ সায়মীনকূশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল, তার উপর নির্ভর করা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৪৯, ৯/৪৭৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৪৭৯। **তাহকীক আলবানী** ঃ খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১২৯, ২৫/২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনা দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি দুর্বল। (তাঃ ৫৩৯২, ২৫/৫৯৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুর রহমান আল-বায়লামানী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন,তিনি দুর্বল, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাঃ ৩৭৭৪, ১৭/৮ নং পৃষ্ঠা)

تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ» قَالَ عَلْقَمَةُ فَانْظُرْ وَيْحَكَ مَاذَا تَقُوْلُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ فَرُبَّ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِيْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ.

৩/৩৯৬৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমার পিতা (আমর বিন আলকামাহ) (মাকবূল) তার পিতা আলকামাহ বিন ওয়াক্কাস্ বিলাল ইবনুল হারিস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আলকামাহ) বলেন যে, তার নিকট দিয়ে একজন শরীফ লোক যাচ্ছিলেন। আলকামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বলেন, তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এবং অন্যবিধ অধিকারও আছে। আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি এসব আমীর-ওমরার নিকট যাতায়াত করো এবং তাদের সাথে তাদের মর্জিমাফিক কথাবার্তা বলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী বিলাল ইবনুল হারিস্র আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের কেউ অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ তার প্রতিদান সম্পর্কে সে জ্ঞাত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা এই কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তোষ লিখে দেন। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে বেখবর। আল্লাহ এই কথার বিনিময়ে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে দেন। আলকামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, লক্ষ্য করো, ভেবে দেখ, তুমি কী বলছো এবং মুখ থেকে কী কথা বের করছো। বিলাল ইবনুল হারিস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র নিকট আমি যে হাদীস্র শুনেছি তা আমাকে অনেক কথাই বলতে বাধা দেয়।[৩৩০১]

٣٩٧٠/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ يُوْسُفَ بْنُ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِيْ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

৪/৩৯৭০। আবূ ইউসুফ আস্র-স্বয়দালানী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর-রাক্কী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আবূ সালামাহ আবূ

৩৩০১. তিরমিযী ২৩১৯, আহমাদ ১৫৪২৫, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৪৮। সহীহাহ ৮৮৬, রাওদুন নাদীর ১৭২, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৫১, ১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে।[৩৩০২]

٣٩٧١/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ».

৫/৩৯৭১। আবূ বাকর আবুল আহওয়াস আবূ হাসীন আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা নীরব থাকে।[৩৩০৩]

٣٩٧٢/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَاعِزٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ «قُلْ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا».

৬/৩৯৭২। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান মাইয আল-আমিরী (মাকবূল) সুফইয়ান বিন আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবো। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "আল্লাহ আমার প্রভু" এবং এর উপর অবিচল থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে আপনি কোন জিনিসের অধিক ভয় করেন ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিজের জিহ্বা ধরে বলেন ঃ এটির।[৩৩০৪]

٣٩٧٣/٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُوْدِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ

৩৩০২. সহীহুল বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী ২৩১৪, আহমাদ ৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৪৯। সহীহাহ ৫৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবনু ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০৩. সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, মুসলিম ৪৭, তিরমিযী ২৫০০, আবূ দাউদ ৫১৫৪, আহমাদ ৭৫৭১, ৯৩১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩০৪. মুসলিম ৩৮, তিরমিযী ২৪১০, আহমাদ ১৪৯৯০, ১৮৯৩৮, দারিমী ২৭১০। আয যিলাল ২১-২২।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

نَسِيْرُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ «لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيْمًا وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَرَأَ { تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ } ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

৭/৩৯৭৩। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী আব্দুল্লাহ বিন মুআয মা'মার আসিম বিন আবুন নাজূদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ ওয়ায়িল মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। একদিন ভোরবেলা আমি তাঁর সাথে পথ অতিক্রমকালে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বলেন ঃ তুমি এক কঠিন প্রশ্ন করলে। তবে বিষয়টি যার জন্য আল্লাহ সহজ করেন তার জন্য সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, রমাদান মাসের রোযা রাখো এবং আল্লাহর ঘরের হাজ্জ করো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথসমূহ বলে দিবো না? (তাহলো) রোযা ঢালস্বরূপ, যাকাত পাপরাশি মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয় এবং মানুষের গভীর রাতের নামায। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশা ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে সে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে তারা খরচ করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ" (সূরা আস-সাজদা ঃ ১৬-১৭)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে কাজের মূল, তার স্তম্ভ ও শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে অবহিত করবো না? তা হলো জিহাদ। তারপর তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে এই সব কাজের নির্যাস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বলেন ঃ তুমি এটা সংযত রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা যা কিছু বলি সেজন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বলেন ঃ হে মুআয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৩৩০৫]

৩৩০৫. তিরমিযী ২৬১৬। ইরওয়া' ৪১৩, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৫-৬, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনু আবূ শায়বাহ ১-২ । **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম বিন আবুন নাজূদ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

٣٩٧٤/٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُوْمِيَّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

৮/৩৯৭৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ খুনায়স আল-মাক্কী (মাকবূল) সাঈদ বিন হাস্সান আল-মাখযূমী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) উম্মু স্বালিহ্ (তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) স্বাফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহ্র যিক্র ব্যতীত মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।[৩৩০৬]

٣٩٧٥/٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِيْ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ قِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ «إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنَقُوْلُ الْقَوْلَ فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ النِّفَاقَ».

৯/৩৯৭৫। আলী বিন মুহাম্মাদ আমার খালূ ইয়া'লা আল-আ'মাশ ইবরাহীম আবুশ শা'স্রা' বলেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলা হলো, আমরা আমাদের শাসকবর্গের নিকট যাতায়াত করি এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, কিন্তু আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসে উল্টো কথা বলি। তিনি বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এরূপ আচরণকে মোনাফিকী গণ্য করতাম।[৩৩০৭]

٣٩٧٦/١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيْوَئِيْلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ».

১০/৩৯৭৬। হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব বিন শাবূর আল-আওযাঈ কুররাহ বিন আবদুর রহমান হায়ওয়াঈল যুহরী আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।[৩৩০৮]

৩৩০৬. তিরমিযী ২৪১২। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ খুনায়স আল-মাক্কী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি মানুষের নিকট খুব ভালো ছিলেন তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করতেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬৯৮, ২৭/১৫ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন হাস্সান আল-মাখযূমী সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৫০, ১০/৩৮৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. উম্মু স্বালিহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৯৮৬, ৩৫/৩৬৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩০৭. সহীহুল বুখারী ৭১৭৮, আহমাদ ৫৭৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩০৮ .তিরমিযী ২৩১৭। রাওদুন নাদীর ২৯৩, ৩২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٣/٣٠. بَاب الْعُزْلَةِ

৩০/১৩. অধ্যায় : নির্জনতা অবলম্বন

٣٩٧٧/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «خَيْرُ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا يَبْتَغِي الْمَوْتَ أَوْ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ وَرَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَافِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا فِيْ خَيْرٍ».

১/৩৯৭৭। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আমার পিতা (আবূ হাযিম) বা'জাহ বিন আবদুল্লাহ বিন বাদর আল-জুহানী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। যখনই শত্রুর উপস্থিতি বা শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে দ্রুত বের হয়ে পড়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছে শত্রু নিধন ও শহীদ হওয়ার মর্যাদা সন্ধান করে। অথবা যে ব্যক্তি তার মেষপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বাস করে যথারীতি নামায কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। এই ধরনের লোক সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকে।[৩৩০৯]

٣٩٧٨/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ «رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ امْرُؤٌ فِيْ شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

২/৩৯৭৮। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ আয যাবীদী যুহরী আতা' বিন ইয়াযীদ আল-লায়সী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, কোন্ লোক অধিক উত্তম? তিনি বলেন ঃ জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদকারী। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গিরিসংকটে অবস্থান করে মহান আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে এবং মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।[৩৩১০]

٣٩٧٩/٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَكُوْنُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ

৩৩০৯. মুসলিম ১৮৮৯, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১০. সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮, তিরমিযী ১৬৬০, নাসায়ী ৩১০৫, আবূ দাউদ ২৪৮৫, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, ১১১৪১, ১১৪২৮। ইরওয়া' ১১৯৩, সহীহাহ ১৫৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ قَالَ فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ».

৩/৩৯৭৯। আলী বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির বুসর বিন উবায়দুল্লাহ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নামের দরজাসমূহে আহবানকারী ফেরেশতাগণ থাকবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বলেন ঃ তারা আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, তারা যদি আমাকে পায় তবে আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন ঃ তুমি অপরিহার্যরূপে মুসলমানদের সংঘভুক্ত থাকবে এবং তাদের ইমামের আনুগত্য করবে। যদি মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ না থাকে এবং তাদের ইমামও না থাকে তাহলে তুমি তাদের সকল বিচ্ছিন্ন দল থেকে দূরে থাকো এবং কোন গাছের কাণ্ড আঁকড়ে ধরো এবং সেই অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয়।[৩৩১১]

٣٩٨٠/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

৪/৩৯৮০। আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আল-আনসারী তার পিতা (আবদুর রহমান আল-আনসারী) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অচিরেই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্পদ হবে মেষ-বকরী। তারা ফিতনা-ফাসাদ থেকে তাদের দীন ও জীবন বাঁচাতে সেগুলো নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এবং পানির উৎস সমৃদ্ধ চারণভূমিতে পলায়ন করবে।[৩৩১২]

٣٩٨١/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَكُوْنُ فِتَنٌ عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ فَأَنْ تَمُوْتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ».

৫/৩৯৮১। মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আলী আল-মুকাদ্দামী সাঈদ বিন আমির আবূ আমির আল-খায্যায (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) হুমায়দ বিন হিলাল আবদুর রহমান বিন কুরত (মাজহুল বা অপরিচিত) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অচিরেই এমন কতক নৈরাজ্যকর বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যার সম্মুখভাগে থাকবে

৩৩১১. সহীহুল বুখারী ৩৬০৬, মুসলিম ১৮৪৭, আবূ দাঊদ ৪২৪৪, আহমাদ ২২৯৩৯। সহীহাহ ২৭৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১২. সহীহুল বুখারী ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮, নাসায়ী ৫০৩৬, আবূ দাঊদ ৪২৬৭, আহমাদ ১০৬৪৯, ১০৮৬১, ১০৯৯৮, ১১১৪৮, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীরা। এমন পরিস্থিতিতে তুমি যদি বৃক্ষের কাণ্ড আঁকড়ে ধরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারো তবে তা তোমার জন্য ওদের কারো আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে উত্তম।[৩৩১৩]

٣٩٨٢/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ».

৬/৩৯৮২। মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-মিসরী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অপরিচিত) লায়স বিন সা'দ উকায়ল ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।[৩৩১৪]

٣٩٨٣/٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ».

৭/৩৯৮৩। উসমান বিন আবূ শায়বাহ আবূ আহমাদ আয যুবায়দী যমআহ বিন সালিহ (দঈফ বা দুর্বল) আয যুহরী সালিম ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।[৩৩১৫]

٣٠/١٤. بَاب الْوُقُوْفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

৩০/১৪. অধ্যায় : সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা

٣٩٨٤/١- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْحَلَالُ

৩৩১৩. সহীহুল বুখারী ৩৬০৬, মুসলিম ১৮৪৭, আবূ দাউদ ৪২৪৪, আহমাদ ২২৯৩৯। সহীহাহ ১৭৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আমির আল-খাযযায সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮১২, ১৩/৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন কুরত সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৩, ১৭/৩৫৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন কুরত এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ১০টি খুবই দুর্বল, ১৫টি দুর্বল, ১৩টি হাসান, ১২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩৬০৬, ৭০৮৪, মুসলিম ১৮৪৮, ১৮৪৯, আবূ দাউদ ৪২৪৪, আহমাদ ২২৯১৪, ২২৯৩৮, মু'জামুল আওসাত ৩৫৩১, শারহুস সুন্নাহ ৪২১৯, ৪২২২।

৩৩১৪. সহীহুল বুখারী ৬১৩৩, মুসলিম ৬৯৯৮, আবূ দাউদ ৪৮৬২, আহমাদ ৮৭০৯, দারিমী ২৭৮১। সহীহাহ ১১৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-মিসরী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১২৯, ২৫/২৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩১৫. আহমাদ ৫৯২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী যমআহ বিন সালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০০৩, ৯/৩৮৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু যমআহ বিন সালিহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫৮টি শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৬১৩৩, মুসলিম ৩০০, দারিমী ২৭৮১, আহমাদ ৫৯২৮, ৮৭০৯, মু'জামুল আওসাত ৬৭৬৯, ৬৯২০।

بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

১/৩৯৮৪। ∻[আমর বিন রাফি']X[আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক]X[যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ]X[আশ-শা'বী]X[নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ (শা'বী) বলেন, আমি নু'মান বিন বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তার হাতের দু' আঙ্গুলে দু' কানের দিকে ইশরা করে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এতদুভয়ের মাঝখানে কতক সন্দেহজনক বিষয় আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকলো, সে তাঁর দীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়লো সে হারাম বিষয়ের মধ্যে পতিত হলো। যেমন কোন রাখাল রাষ্ট্রের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে তার পশুপাল চরালে সেগুলো তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখো, প্রত্যেক শাসকের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। জেনে রাখো, আল্লাহর চারণভূমি হচ্ছে তার হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো! দেহের মধ্যে এক খণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সারা দেহও সুস্থ থাকে। যখন তা নষ্ট হয় তখন সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়, জেনে রাখো! সেটাই হচ্ছে কলব (অন্তর)।[৩৩১৬]

٣٩٨٥/٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ».

২/৩৯৮৫। ∻[হুমায়দ বিন মাসআদাহ]X[জা'ফার বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)]X[আল-মুআল্লা বিন যিয়াদ]X[মুআবিয়াহ বিন কুররাহ]X[মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∻ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কলহ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে হিজরত করে চলে আসার সমতুল্য।[৩৩১৭]

٣٠/١٥. بَاب بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا

৩০/১৫. অধ্যায় : অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে

٣٩٨٦/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ».

৩৩১৬. সহীহুল বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ১৫৯৯, তিরমিযী ১২০৫, নাসায়ী ৪৪৫৩, ৫৭১০, আবূ দাউদ ৩৩২৯, আহমাদ ১৭৮৮৩, ১৭৯০৩, ২৭৬৩৮, ১৭৯১৭, ১৭৯৫১, দারিমী ২৫৩১। গায়াতুল মারাম ২০, রাওদুন নাদীর ৫১১, ৮৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩১৭. মুসলিম ২৯৪৮, তিরমিযী ২২০১, আহমাদ ১৯৭৮৭, ১৯৮০০। রাওদুন নাদীর ৮৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৩৯৮৬। → আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ → মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আল-ফাযারী → ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) → আবূ হাযিম → আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) → তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।[৩৩১৮]

٢/٣٩٨٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ».

২/৩৯৮৭। → হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া → আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব → আমর ইবনুল হারিস্র ও ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) → ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব → সিনান বিন সা'দ → আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) → রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।[৩৩১৯]

٣/٣٩٨٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ قَالَ قِيْلَ وَمَنْ الْغُرَبَاءُ قَالَ النُّزَّاعُ مِنْ الْقَبَائِلِ».

৩/৩৯৮৮। → সুফইয়ান বিন ওয়াকী' → হাফস্র বিন গিয়াস্র → আল-আ'মাস → আবূ ইসহাক → আবুল আহওয়াস্র → আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) → তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায়

৩৩১৮. মুসলিম ১৪৫, আহমাদ ৮৮১২। রাওদুন নাদীর ৩৫০, সহীহাহ ১২৭৩।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন কায়সান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৪১, ৩২/২৩০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩১৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব নিঃসঙ্গ ও অপরিচিতদের জন্য মোবারকবাদ (স্বাগতম)।[৩৩২০]

١٦/٣٠. بَاب مَنْ تُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنْ الْفِتَنِ

৩০/১৬. অধ্যায় : যার জন্য অনাচার থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায়

١/٣٩٨٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا وَإِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدَى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ».

১/৩৯৮৯। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ঈসা বিন আবদুর রহমান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) যায়দ বিন আসলাম তার পিতা (আসলাম) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) এক দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মসজিদে গিয়ে মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় কান্নারত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রুত কিছু বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ সামান্যতম কপটতাও শিরক। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন বন্ধুর (ওলী) সাথে শত্রুতা করলো, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহভীরু আত্মগোপনকারী বান্দাদের, যারা দৃষ্টির অন্তরাল হলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, সামনে উপস্থিত থাকলে কেউ তাদের আপ্যায়ন করে না এবং তাদের পরিচয়ও নেয় না। তাদের অন্তরসমূহ হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। তারা সব ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্যতা থেকে নিরাপদে বের হয়ে যাবে।[৩৩২১]

৩৩২০. তিরমিযী ২৬২৯, আহমাদ ৩৭৭৫, দারিমী ২৭৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** قال : قيل ... " শব্দ ব্যতীত সহীহ। সহীহাহ ৩/২৬৯।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৩২৮, রাওদুন নাদীর ৮৬৩, দঈফাহ ২৯৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী

٣٩٩٠/٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً».

২/৩৯৯০। হিশাম বিন আম্মার আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) যায়দ বিন আসলাম আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মানুষ শত উটের মত, যার মধ্যে তুমি হয়ত একটিও ভারবাহী (দায়িত্ব বহনে সক্ষম) লোক পাবে না।[৩৩২২]

١٧/٣٠. بَاب افْتِرَاقِ الْأُمَمِ

৩০/১৭. অধ্যায় : উম্মাতের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ

٣٩٩١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَرَّقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً».

১/৩৯৯১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশার মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইহূদী জাতি একাত্তর ফেরকায় (উপদলে) বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে।[৩৩২৩]

٣٩٩٢/٢- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «افْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ

বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. ঈসা বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৩৭, ২২/৬২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২২. সহীহুল বুখারী ৬৪৯৮, মুসলিম ২৫৪৭, তিরমিযী ২৮৭২, আহমাদ ৫০০৯, ৫৩৬৪, ৫৫৮৭, ৫৮৪৮, ৫৯৯৪, ৬০১৩, ৬২০১। রাওদুন নাদীর ৫০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২৩. তিরমিযী ২৬৪০, আবূ দাউদ ৪৫৯৬, আহমাদ ২৭৫১০। রাওদুন নাদীর ৫০, সহীহাহ ২০৩, আত তা'লীকু আলাত তানকীল ২/৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ».

২/৩৯৯২। ⟨আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী⟩⟨আব্বাদ বিন ইউসুফ (মাকবূল)⟩⟨সফওয়ান বিন আমর⟩⟨রাশিদ বিন সা'দ⟩⟨আওফ বিন মালিক (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ইহূদী জাতি একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী এবং অবশিষ্ট সত্তর ফেরকা জাহান্নামী। খৃস্টানরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একাত্তর ফেরকা জাহান্নামী এবং একটি ফেরকা জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা হবে জান্নাতী এবং অবশিষ্ট বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ফেরকাটি জান্নাতী। তিনি বলেন ঃ জামাআত (একতাবদ্ধ দলটি)।[৩৩২৪]

٣٩٩٣/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

৩/৩৯৯৩। ⟨হিশাম বিন আম্মার⟩⟨আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম⟩⟨আবূ আমর⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨আনাস মালিক (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। একটি ফেরকা ব্যতীত সকলেই হবে জাহান্নামী। সেটি হচ্ছে জামাআত।[৩৩২৫]

٣٩٩٤/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا فِيْ جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ إِذًا».

৪/৩৯৯৪। ⟨আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨ইয়াযীদ বিন হারূন⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⟩⟨আবূ সালামাহ⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা (পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বাহুতে বাহুতে, হাতে হাতে, বিঘতে বিঘতে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও অবশ্যই তাতে ঢোকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (পূর্ববর্তীগণ কি) ইহূদী-খৃস্টান জাতি? তিনি বলেন ঃ তবে আর কারা![৩৩২৬]

৩৩২৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আয যিলাল ৬৩, সহীহাহ ১৪৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩২৫. আহমাদ ১১৭৯৮, ১২০৭০। আয যিলাল ৬৪, সহীহাহ ২০৪, ১৪৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩২৬. সহীহুল বুখারী ৭৩১৯, আহমাদ ৮১০৯, ৮১৪০, ৮২২৮, ৮৫৮৭, ২৭২২৭, ১০২৬৩, ১০৪৪৬। আয যিলাল ৭২, ৭৪, ৭৫। তাখরীজু ইসলাহিল মাসাজিদ ৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

١٨/٣٠. بَاب فِتْنَةِ الْمَالِ

৩০/১৮. অধ্যায় : ধন-সম্পদ সৃষ্ট বিপর্যয়

٣٩٩٥/١- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ «لَا وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوَ خَيْرٌ هُوَ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

১/৩৯৯৫। ❮ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিসরী❯❮লায়স বিন সা'দ❯❮সাঈদ আল-মাকবূরী❯❮ইয়াদ বিন আবদুল্লাহ❯❮আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন ঃ না, আল্লাহর শপথ, হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে মোহনীয় পার্থিব ধন-সম্পদ নির্গত করবেন, তার অনিষ্ট ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে আমি অন্য কিছুর আশংকা করি না। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদের প্রাচূর্য কি বিপর্যয় ডেকে আনবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষণিক নীরব থাকলেন, অতঃপর বলেন ঃ তুমি কী বলেছিলে? সে বললো, আমি বলেছিলাম যে, সম্পদের প্রাচূর্য কি বিপর্যয় ডেকে আনবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে। কল্যাণ (মাল) কি সম্পুর্ণই কল্যাণকর? নিশ্চয় বসন্ত ঋতু যা কিছু (ঘাসপাতা) উৎপন্ন করে তা (অপরিমিত ভোজে) মৃত্যু ঘটায় বা মৃতপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে), মলমুত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। যে ব্যক্তি সঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে তাকে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অসঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।[৩৩২৭]

٣٩٩٦/٢- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُوْلُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৩২৭. সহীহুল বুখারী ৬৪২৭, মুসলিম ১০৫২, নাসায়ী ২৫৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُوْنَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُوْنَ فِيْ مَسَاكِيْنِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَتَجْعَلُوْنَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ».

২/৩৯৯৬। আমর বিন সাওওয়াদ আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস্‌ বাকর বিন সাওওয়াদ ইয়াযীদ বিন রাবাহ আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন পারস্য ও রোমের ধনভাণ্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে! ঃআবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ আমাদের যেরূপ নির্দেশ দিবেন আমরা তদ্রূপ বলবো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অন্য কিছু বলবে না? তখন তোমরা পরস্পরকে ঈর্ষা করবে, তারপর হিংসা করবে, তারপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তারপর শত্রুতা পোষণ করবে অথবা অনুরূপ কিছু করবে। অতঃপর তোমরা দরিদ্র মুহাজিরদের নিকট যাবে, তারপর তাদের কতককে কতকের উপর শাসক নিয়োগ করবে।[৩৩২৮]

٣٩٩٧/٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالُوْا أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

৩/৩৯৯৭। ইউনুস বিন আবদুল আ'লা আল-মিস্‌রী ইবনু ওয়াহব ইউনুস ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমর বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি আমির বিন লুয়াই-এর মিত্র ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে বাহরাইনে জিয্‌য়া আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এবং আলা ইবনুল হাদরামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে (মদীনায়) ফিরে আসেন। আনসারগণ তার আগমনের কথা শুনতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযান্তে ঘুরে বসলে তারা তাঁর সামনে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দেখে মুচকি হাসি দিয়ে বলেন ঃ আমার মনে হয় তোমরা শুনতে পেয়েছো যে, আবূ উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে এই আশা রাখো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। আমি তোমাদের ব্যাপারে আশংকা করি

৩৩২৮. মুসলিম ২৯৬২। সহীহাহ ২৬৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

যে, তোমাদের পূর্বকালের লোকেদের জন্য পৃথিবী যেমনিভাবে প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিলো, তদ্রূপ তা তোমাদের জন্যও প্রশস্ত হবে। অতঃপর তোমরাও তাদের মত (সম্পদের) প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে এই প্রতিযোগিতা তাদের মত তোমাদেরও ধ্বংস ডেকে আনবে।[৩৩২৯]

١٩/٣٠. بَاب فِتْنَةِ النِّسَاءِ

৩০/১৯. অধ্যায় : নারীদের সৃষ্ট বিপর্যয়

٣٩٩٨/١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَـنْ سُـلَيْمَانَ التَّـيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا أَدَعُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

১/৩৯৯৮। বিশর বিন হিলাল আস্ সওওয়াফ আবদুল ওয়ারিস্ বিন সাঈদ সুলায়মান আত-তায়মী আবূ উস্মান আন নাহদী উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আমর বিন রাফি' আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক সুলায়মান আত-তায়মী আবূ উস্মান আন নাহদী উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক বিপর্যয়কর আর কিছু রেখে যাবো না।[৩৩৩০]

٣٩٩٩/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ».

২/৩৯৯৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' খারিজাহ বিন মুস্আব (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করেন) যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন ভোর হয় তখন দু'জন ফেরেশতা ঘোষণা দেন যে, নারীদের কারণে পুরুষদের ধ্বংস অনিবার্য এবং পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য।[৩৩৩১]

٤٠٠٠/٣- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ أَلَا فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ».

৩৩২৯. সহীহুল বুখারী ৩১৫৮, মুসলিম ২৯৬১, তিরমিযী ২৪৬২, আহমাদ ১৬৭৮৩। ইরওয়া' ৫/৮৯,৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৩০. সহীহুল বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৮৪০, ২৮৪১, তিরমিযী ২৮৮০, আহমাদ ২১২৩৯, ২১৩২২। সহীহাহ ২৭০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৩১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২০১৮, দঈফ আল-জামি' ৫১৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী খারিজাহ বিন মুস্আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫৯২, ৮/১৬ নং পৃষ্ঠা)

৩/৪০০০। ইমরান বিন মূসা আল-লায়সী হাম্মাদ বিন যায়দ আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাসূলুল্লাহ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তোমাদেরকে খলীফা (শাসক) বানিয়েছেন। তিনি দেখবেন যে, তোমরা কেমন কাজ করো। সাবধান! দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের সম্পর্কেও সতর্ক হও।[৩৩৩২]

٤٠٠١/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِيْ زِيْنَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتّٰى لَبِسَ نِسَاؤُهُمْ الزِّيْنَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ».

৪/৪০০১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) দাঊদ বিন মুদরিক (মাজহুল বা অপরিচিত) উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ তিনি বলেন, একদা নাবী মসজিদে বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে মুযায়না গোত্রের এক নারী মোহনীয় সাজে সজ্জিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলো। নবী বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জৌলুসপূর্ণ ও চোখ ধাঁধানো পোশাক পরিহিত অবস্থায় মসজিদে আসতে নিষেধ করো। কেননা বনী ইসরাঈলের নারীরা জৌলুসপূর্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে না আসা পর্যন্ত তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়নি।[৩৩৩৩]

٤٠٠٢/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَوْلَى أَبِيْ رُهْمٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ قَالَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتّٰى تَغْتَسِلَ».

৩৩৩২. মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, আহমাদ ১০৬৫১, ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৬, ১১১৯৩, ১১৩৮৪। আর রাদ্দু আলাল বালীক ৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

৩৩৩৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৮২১, দঈফ আল-জামি' ৬৩৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ২৯/১০৪) ২. দাঊদ বিন মুদরিক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিন মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৭৮৬, ৮/৪৫০ নং পৃষ্ঠা)

৫/৪০০২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আসিম (বিন উবায়দুল্লাহ) (দঈফ বা দুর্বল) আবূ রুহমের মুক্তদাস উবায়দ (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এক নারীকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন, হে মহাপরাক্রমশালীর বান্দী! কোথায় যাচেছা? সে বললো, মসজিদে। তিনি বললেন, সেজন্য সুগন্ধি মেখেছ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী সুগন্ধি মেখে মসজিদে যায় তার নামায কবুল হয় না, যাবত না সে (তা) ধুয়ে ফেলে।[৩৩৩৪]

٤٠٠٣/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ «تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذِيْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِيْ رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِّينِ».

৬/৪০০৩। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনুল হাদি আবদুল্লাহ বিন দীনার আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করো এবং অধিক সংখ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি তোমাদের বহু নারীকে জাহান্নামবাসী দেখেছি। তাদের মধ্যকার এক বুদ্ধিমতী নারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কী কসুর যে, আমাদের অধিক সংখ্যক দোযখবাসী হবে? তিনি বলেন ঃ তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। আমি তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পুরুষদের উপর বিজয়ী হতে পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। মহিলা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিবেক-বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে কমতি কী? তিনি বলেন ঃ বুদ্ধির স্বল্পতা এই যে, তোমাদের দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের স্বল্পতা এই যে, তোমরা কয়েক দিন নামায থেকে বিরত থাকো এবং রমাদান মাসের কয়েক দিন রোযা থেকে বিরত থাকো।[৩৩৩৫]

٣٠/٢٠. بَاب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ

৩০/২০. অধ্যায় : সৎকাজের নির্দেশদান এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা

৩৩৩৪ .আবূ দাউদ ৪১৭৪। আত তা'লীকু আলা ইবনু খুযায়মাহ ১৬৮২, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৯৪, সহীহাহ ১০৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আসিম (বিন উবায়দুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয় এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করাও যাবে না দালীল হিসেবেও গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৪, ১৩/৫০০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৫. মুসলিম ৮০, আবূ দাউদ ৪৬৭৯, আহমাদ ৫৩২১। ইরওয়া' ১৯০, আয যিলাল ৯৫৫, ৯৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

١/٤٠٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

১/৪০০৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আমর বিন উস্রমান (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) আস্রিম বিন উমার বিন উস্রমান (মাজহুল বা অপরিচিত) উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এমন সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা দুআ' করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।[৩৩৩৬]

٢/٤٠٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابِهِ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ».

২/৪০০৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়স বিন আবূ হাযিম বলেন, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তিলাওয়াত করো (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা ঃ ১০৫)। আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা মন্দ কাজ হতে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান। আবূ উসামা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-এর অপর সনদে এভাবে উক্ত হয়েছে ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি।[৩৩৩৭]

৩৩৩৬. আহমাদ ২৪৭২৭। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭২, আর রাদ্দু আলাল বালীক ৩২১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আব্ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. আমর বিন উস্রমান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪১৩, ২২/১৫৭ নং পৃষ্ঠা) ৪. আস্রিম বিন উমার বিন উস্রমান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০১৯, ১৩/৫২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৭. তিরমিযী ২১৬৮। মিশকাত ৫১৪২, তাখরীজুল মুখতার ৫৪-৫৮, সহীহাহ ১৫৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

٣/٤٠٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ { لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى بَلَغَ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ } قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ لَا حَتَّى تَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا».

٤/٤٠٠٦ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَمْلَاهُ عَلَيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৩/৪০০৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, আবদুর রহমান বিন মাহদী, সুফইয়ান, আলী বিন বাযীমাহ, আবূ উবায়দাহ (রহিমাহুল্লাহ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে এভাবে পাপাচারের সূচনা হয় যে, কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে পাপাচারে লিপ্ত দেখলে সে তাকে তা থেকে বারন করতো। কিন্তু পরদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে নিষেধ করতো না, বরং তার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করতো এবং তার সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করতো। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে মৃত্যুদান করেন। তাদের সম্পর্কে তিনি কুরআন মজীদে আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম যে কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা তার প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী" (সূরা মাইদা ঃ ৭৮-৮১)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন ঃ না! তোমরা জালেমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের উপর দাঁড় করিয়ে দিবে ।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৪/৪০০৬(১)। মুহাম্মাদ বিন বাশশার, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ বিন আবুল ওয়াদ্দাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আলী বিন বাযীমাহ, আবূ উবায়দাহ, ..., আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৩৩৩৮]

৩৩৩৮. তিরমিযী ৩০৪৭, আবূ দাউদ ৪৩৩৬। মিশকাত ৫১৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ উবায়দাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৫১, ১৪/৬১ নং পৃষ্ঠা) আবূ উবায়দাহ তার পিতা থেকে হাদীস্রটি শ্রবণ করেননি। তার ইনকেতার করণে হাদীস্রটি দুর্বল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২.

٥/٤٠٠٧- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ» قَالَ فَبَكَى أَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا.

৫/৪০০৭। ইমরান বিন মূসা হাম্মাদ বিন যায়দ আলী বিন যায়দ বিন জাদআন (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন ঃ সাবধান! মানুষের ভয় যেন কোন ব্যক্তিকে সজ্ঞানে সত্য কথা বলতে বিরত না রাখে। রাবী বলেন (এ হাদীস্র বর্ণনাকালে) আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বহু কিছু লক্ষ্য করেছি কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি।[৩৩৩৯]

٦/٤٠٠٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ يَرَى أَمْرًا لِلهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ ثُمَّ لَا يَقُوْلُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُوْلَ فِيْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى».

৬/৪০০৮। আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আমর বিন মুররাহ আবুল বাখতারী আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজেকে অপমানিত না করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ নিজেকে কিভাবে অপমানিত করতে পারে? তিনি বলেন ঃ সে কোন বিষয়ে আল্লাহর বিধান অবহিত থাকা সত্ত্বেও তার পরিপন্থী কিছু হতে দেখেও সে সম্পর্কে কিছুই বললো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন ঃ অমুক অমুক ব্যাপারে কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিলো? সে বলবে, মানুষের ভয়। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ আমাকেউ তো তোমার ভয় করা উচিত ছিলো।[৩৩৪০]

মুহাম্মাদ বিন আবুল ওয়াদ্দাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৬০৮, ২৬/৪৫২ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৩৯. তিরমিযী ২১৯১। রাওদুন নাদীর ১০০১, সহীহাহ ১৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জাদআন সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্বিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আলী বিন যায়দ বিন জাদআন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৭৬টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২১৯১, আহমা ১০৬৩৪, ১০৮৬২, ১১০১০, ১১০৩৬, ১১০৪৮, ১১০৮২, ১১১০৬, ১১২৮১, ১১৪২১, ১১৪৫৮, ১১৪৫৯, মু'জামুল আওসাত ২৮০৪, ৪৮৮৭, ৪৯০৬, ৫১৯৯।

৩৩৪০. আহমাদ ১১০৪৮, ১১৩০২, ১১৪৫৫। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৬৯, দঈফ আল-জামি' ৬৩৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের সকল রাবী স্বিকাহ তবে আবুল বাখতারী আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাদীস্রটি শ্রবণ করেননি। তাদের দুইজনের মাঝে একজন রাবী রয়েছে যার নামটি অজ্ঞাত। (আত তায়ালাসী ২২০৬)

٤٠٠٩/٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ».

৭/৪০০৯। ◈ আলী বিন মুহাম্মাদ ◈ ওয়াকী' ◈ ইসরাঈল ◈ আবূ ইসহাক ◈ উবায়দুল্লাহ বিন জারীর ◈ তার পিতা (জারীর বিন আবদুল্লাহ) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ◈ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।[৩৩৪১]

٤٠١٠/٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ «أَلَا تُحَدِّثُوْنِيْ بِأَعَاجِيْبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوْزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِيْنِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ وَتَكَلَّمَتْ الْأَيْدِيْ وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِيْ وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا قَالَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيْفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمْ».

৮/৪০১০। ◈ সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ◈ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ◈ আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন খুসায়ম ◈ আবুয যুবায়র ◈ জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ◈ তিনি বলেন, সমুদ্রের মুহাজিরগণ (হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দল) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলে, তিনি বলেন ঃ তোমরা হাবশায় যেসব অনিষ্টজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছো তা কি আমার নিকট ব্যক্ত করবে না? তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! একদা আমরা বসা ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে সেখানকার এক বৃদ্ধা রমণী মাথায় পানি ভর্তি কলসসহ যাচ্ছিল। সে তাদের এক যুবককে অতিক্রমকালে সে তার কাঁধে তার এক হাত রেখে তাকে ধাক্কা দিলে সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং এর ফলে তার কলসটি ভেঙ্গে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকিলে বললো, হে দাগাবাজ! "তুমি অচিরেই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তাআলা ইনসাফের আসনে উপবিষ্ট হয়ে পূর্বাপর সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং হাত-পাগুলো তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে তখন তুমিও জানতে পারবে সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কী হবে। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এই বৃদ্ধা সত্য কথাই বলেছে, সত্য কথাই বলেছে। আল্লাহ তাআলা সেই উম্মাতকে কিভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হয় না।[৩৩৪২]

৩৩৪১. আবূ দাউদ ৪৩৩৯, আহমাদ ১৮৭৩১, ১৮৭৬৮। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩৩৪২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মুখতাসারুল উলু ৫৯/৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস

٤٠١١/٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُصْعَبٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

৯/৪০১১। আল-কাসিম বিন যাকারিয়্যা বিন দীনার আবদুর রহমান বিন মুস্আব (মাকবূল) ইসরাঈল মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-ওয়াসিতী ইয়াযীদ বিন হারূন ইসরাঈল মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা অধিক উত্তম জিহাদ।[৩৩৪৩]

٤٠١٢/١٠- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُوْلَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

১০/৪০১২। রাশিদ বিন সাঈদ আর-রামলী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম হাম্মাদ বিন সালামাহ আবূ গালিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, জামরাতুল উলাতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিহাদ অধিক উত্তম? তিনি তাকে কিছু না বলে নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপকালে সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও নিশ্চুপ থাকলেন। তিনি জামরাতুল আকাবা-তে কংকর নিক্ষেপ করার পর বাহনে আরোহণের জন্য পাদানিতে পা রেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আমি। তিনি বলেন ঃ যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা (উত্তম জিহাদ)।[৩৩৪৪]

বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪৩. তিরমিযী ২১৭৪। মিশকাত ৩৭০৫-৩৭০৬, রাওদুন নাদীর ৯০৯, সহীহাহ ৪৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আতিয়্যাহ আল-আওফী সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৯০৯, সহীহাহ ৪৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ গালিব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল।

٤٠١٣/١١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ و عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ».

১১/৪০১৩। [আবূ কুরায়ব] [আবূ মুআবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [ইসমাঈল বিন রাজা'] [তার পিতা (রাজা' বিন রাবীআহ)] [আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [আবূ কুরায়ব] [আবূ মুআবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [কায়স বিন মুসলিম] [তারিক বিন শিহাব] [আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, মারওয়ান ঈদের দিন ঈদের মাঠে মিম্বার বের (স্থাপন) করলো এবং ঈদের স্বলাতের পূর্বে খুতবা দিলো। এক ব্যক্তি বললো, হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের বিপরীত করেছো, তুমি আজকের এই দিনে মিম্বার বের (স্থাপন) করেছো, অথচ এই দিন তা বের করা (ঈদের মাঠে মিম্বার নেয়া) হতো না। উপরন্তু তুমি স্বলাতের আগে খুতবা শুরু করেছো, অথচ স্বলাতের পূর্বে খুতবা দেয়া হতো না। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এই ব্যক্তি তার দাযিত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার দৈহিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা সেভাবেই প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের কথা দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন মনে মনে তাকে ঘৃণা করে। তা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।[৩৩৪৫]

٢١/٣٠. بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ }

৩০/২১. অধ্যায় : আল্লাহর বাণী : "আত্মসংশোধনই তোমাদের কর্তব্য"

٤٠١٤/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيْ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ أَيَّةُ آيَةٍ قُلْتُ { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } قَالَ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «بَلْ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ خُوَيْصَةَ نَفْسِكَ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيْهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ».

ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭৫৬১, ৩৪/১৭০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪৫. সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, ৪৩৪০, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, ১১৪৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/৪০১৪। হিশাম বিন আম্মার সদাকাহ বিন খালিদ উতবাহ বিন হাকীম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) তার চাচা আমর বিন জারিয়াহ (মাকবূল) আবূ উমায়্যাহ আশ-শা'বানী (মাকবূল) বলেন,আমি আবূ স্রা'লাবাহ আল-খুশানী -এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, কোন আয়াত? আমি বললাম, এই আয়াত (অনুবাদ) ঃ "হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা ঃ ১০৫)। তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে অধিক অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন ঃ বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে থাকো। শেষে এমন এক যুগ আসবে যখন তুমি লোকেদেরকে কৃপণতার আনুগত্য করতে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করতে দেখবে। আর তুমি এমন সব গর্হিত কাজ হতে দেখবে যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার থাকবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি নিজেকে হেফাজত করো এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মত কঠিন হবে। সে যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির সওয়াব তাকে দান করা হবে।[৩৩৪৬]

٢/٤٠١٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ «إِذَا ظَهَرَ فِيْكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ الْمُلْكُ فِيْ صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِيْ كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِيْ رُذَالَتِكُمْ» قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيْرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعِلْمُ فِيْ رُذَالَتِكُمْ إِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُسَّاقِ.

২/৪০১৫। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী যায়দ বিন ইয়াহইয়া বিন উবায়দ আল-খুযাঈ আল-হায়স্রাম বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবূ মুআয়দ হাফস্র বিন গায়লান আর-রুআয়নী (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মাকহূল আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা কখন ত্যাগ করবো? তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের মাঝে সেই সব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পুর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পূর্বেকার

৩৩৪৬. তিরমিযী ৩০৫৮, আবূ দাঊদ ৪৩৪১। মিশকাত ৫১৪৪, সহীহাহ ৪৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উতবাহ বিন হাকীম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭১, ১৯/৩০০ নং পৃষ্ঠা)

উম্মাতগণের যুগে কী কী বিষয় প্রকাশ পেয়েছিলো? তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট তরুণদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে। বয়স্ক লোক অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্ট লোক জ্ঞানের অধিকারী হবে। রাবী যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ঃ "নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তিরা জ্ঞানের অধিকারী হবে", এর তাৎপর্য হলো ঃ পাপাচারীরা জ্ঞানের বাহক হবে।[৩৩৪৭]

٤٠١٦/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُهُ».

৩/৪০১৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, আমর বিন আসিম, হাম্মাদ বিন সালামাহ, আলী বিন যায়দ, হাসান, জুনদুব (বিন আবদুল্লাহ) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির নিজেকে অপমানিত করা সমীচীন নয়। লোকেরা বললো, কিভাবে সে নিজেকে অপমানিত করতে পারে? তিনি বলেন ঃ যে বিপদ সহ্য করতে সে সক্ষম নয় তাতে তার লিপ্ত হওয়া।[৩৩৪৮]

٤٠١٧/٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ طُوَالَةَ حَدَّثَنَا نَهَارٌ الْعَبْدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنْ النَّاسِ».

৪/৪০১৭। আলী বিন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী), ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবূ তুওয়ালাহ, নাহার আল-আবদী, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন অবশ্যই বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, শেষে বলবেন ঃ তুমি অন্যায় কাজ হতে দেখে তা প্রতিহত করোনি কেন? (সে জবাবদানে অসমর্থ হলে) আল্লাহ তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তখন বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার রহমাতের প্রত্যাশী হয়ে লোকেদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছি।[৩৩৪৯]

৩৩৪৭. আহমাদ ১২৫৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** মাকহূলের আন আন সূত্রে বর্ণনার কারণে সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-হায়সাম বিন হুমায়দ সম্পর্কে আহামাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল ও কাদারিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৬৪৩, ৩০/৩৭০ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ মুআয়দ হাফস বিন গায়লান আর-রুআয়নী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইসহাক বিন সায়্যার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৪১৬, ৭/৭০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৪৮. তিরমিযী ২২৫৪। সহীহাহ ৬১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩৩৪৯. আহমাদ ১১৩২৬। সহীহাহ ৯২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

٣٠/٢٢. بَاب الْعُقُوْبَاتِ

৩০/২২. অধ্যায় : অপরাধের শাস্তি

٤٠١٨/١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يُمْلِيْ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ }».

১/৪০১৮। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ মুআবিয়াহ] [বুরায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ বুরদাহ] [আবূ বুরদাহ] [আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যালেমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, তিনি যখন কোন অত্যাচারী জনবসতিকে পাকড়াও করেন" (১১ ঃ ১০২)[৩৩৫০]

٤٠١٩/٢– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُوْ أَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ «خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيْهِمْ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمْ الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

২/৪০১৯। [মাহমূদ বিন খালিদ আদ-দিমাশকী] [সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আবূ আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)] [(খালিদ) ইবনু আবূ মালিক (দঈফ বা দুর্বল)] [তার পিতা (আবূ মালিক) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] [আতা' বিন রাবাহ] [আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন ঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর

৩৩৫০. সহীহুল বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ২৫৮৩, তিরমিযী ৩১১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।[৩৩৫১]

٤٠٢٠/٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ».

৩/৪০২০। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ মা'ন বিন ঈসা মুআবিয়াহ বিন সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাতিম বিন হুরায়স মালিক বিন মারয়াম (মাকবূল) আবদুর রহমান বিন গানম আল-আশআরী আবূ মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।[৩৩৫২]

٤٠٢١/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَلْعَنُهُمْ اللهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللَّاعِنُوْنَ قَالَ دَوَابُّ الْأَرْضِ».

৪/৪০২১। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আম্মার বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) লায়স্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) আল-মিনহাল (তিনি

৩৩৫১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আবূ আয়্যূব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি যখন স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তার উপর নির্ভর করা যায়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, মানুষ যেভাবে ভুল করে তিনিও হাদীস্র বর্ণনায় তেমন ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৪৪, ১২/২৬ নং পৃষ্ঠা) ২. খালিদ) ইবনু আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাবউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৬৩, ৮/১৯৬ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার কিছু হাদীস্র আছে যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র কখনো কখনো সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০২২, ৩২/১৮৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৫২. আবূ দাউদ ৩৬৮৮, আহমাদ ২২৩৯৩। মিশকাত ৪২৯২, রাওদুন নাদীর ৪৫২, সহীহাহ ১/১৩৮-১৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন সালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৫৮, ২৮/১৮৬ নং পৃষ্ঠা)

Contents

সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)⟩⟨স্বাযান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করেন)⟩⟨বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিসম্পাত করে" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৯)। রাবী বলেন, জীব-জানোয়ারের অভিশাপের কথা বুঝানো হয়েছে।[৩৩৫৩]

٤٠٢٢/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ».

৫/৪০২২। ⟨আলী বিন মুহাম্মাদ⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ঈসা⟩⟨আবদুল্লাহ বিন আবুল জা'দ (মাকবূল)⟩⟨স্রাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কিছু আয়ুষ্কাল বাড়াতে পারে না এবং দুআ' ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষ তার পাপকাজের দরুন তার প্রাপ্য রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।[৩৩৫৪]

٢٣/٣٠. بَاب الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

৩০/২৩. অধ্যায় : বিপদে দৈর্যধারণ

٤٠٢٣/١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ».

১/৪০২৩। ⟨ইউসুফ বিন হাম্মাদ আল-মা'নী ও ইয়াহইয়া বিন দুরুসত⟩⟨হাম্মাদ বিন যায়দ⟩⟨আস্মিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⟩⟨মুস্আব বিন সা'দ⟩⟨তার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়? তিনি বলেন ঃ নবীগণের। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণের। বান্দাকে তার দীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়।

৩৩৫৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আম্মার বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৭০, ২১/২০৪ নং পৃষ্ঠা) ২. লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. আল-মিনহাল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার চেয়ে আবূ বিশর আমার নিকট ভালো। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২১০, ২৮/৫৬৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৫৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** " و إن الرجل .... " কথাটি ব্যতীত হাসান।

যদি সে তার দীনদারিতে অবিচল হয় তবে তার পরীক্ষাও হয় ততটা কঠিন। আর যদি সে তার দীনদারিতে নমনীয় হয় তবে তার পরীক্ষাও তদনুপাতে হয়। অতঃপর বান্দা অহরহ বিপদ-আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গুনাহমুক্ত হয়ে পাকসাফ অবস্থায় বিচরণ করে।[৩৩৫৫]

٢/٤٠٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ «إِنَّا كَذٰلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتّٰى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ».

২/৪০২৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম, ইবনু আবূ ফুদায়ক, হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), যায়দ বিন আসলাম, আতা' বিন ইয়াসার, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর উপর আমার হাত রাখলে তার গায়ের চাদরের উপর থেকেই তাঁর দেহের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কত তীব্র জ্বর আপনার। তিনি বলেন ঃ আমাদের (নবী-রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ আসে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারও দেয়া হয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কার উপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে ? তিনি বলেন ঃ নবীগণের উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কার উপর? তিনি বলেন ঃ তারপর নেককার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে তার পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে।[৩৩৫৬]

৩৩৫৫. তিরমিযী ২৩৯৮, আহমাদ ১৪৮৪, ১৪৯৭, ১৫৫৮, ১৬১০, দারিমী ২৭৮৩। মিশকাত ১৫৬২, সহীহাহ ১৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র র্বণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৫৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

٣/٤٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ».

৩/৪০২৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ওয়কী', আল-আ'মাশ, শাকীক, আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বেদম প্রহার করছে এবং তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন ঃ প্রভু! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা জানে না।[৩৩৫৭]

٤/٤٠٢٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ وَيَرْحَمُ اللهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيْ إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ».

৪/৪০২৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া ও য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা, আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব, য়ূনুস বিন ইয়াযীদ, ইবনু শিহাব, আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তুলনায় আমি অধিক সংশয়ী হওয়ার যোগ্য। যখন তিনি বলেছিলেন ঃ "প্রভু! আমাকে একটু দেখাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো। তিনি বলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? তিনি বলেন, হ্যাঁ, (নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করি) তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে" (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)। আল্লাহ লূত (আঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আশ্রয় কামনা করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) যত দীর্ঘকাল জেলখানায় অন্তরীণ ছিলেন, আমি তত কাল অন্তরীণ থাকলে অবশ্যই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।[৩৩৫৮]

٥/٤٠٢٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَشُجَّ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ }».

৫/৪০২৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্তান্না, আবদুল ওয়াহ্‌হাব, হুমায়দ, আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখের

৩৩৫৭. সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, মুসলিম ১৭৯৬, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, ৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৫৮. সহীহুল বুখারী ৩৩৭২, মুসলিম ১৫১, আহমাদ ৮১২৯। সহীহাহ ১৮৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সামনের পাটির চারটি দাঁতের একটি ভেংগে যাওয়ায় এবং তাঁর মাথায় আঘাত লাগায় তাঁর মুখমণ্ডল বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন ঃ যে জাতি তাদের নবীর মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত করে সেই জাতি কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানাচ্ছেন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "এই বিষয়ে তোমার কিছু করণীয় নাই" (সূরা আল ইমরান ঃ ১২৮)।[৩৩৫৯]

٤٠٢٨/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَدْ خُضِّبَ بِالدِّمَاءِ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ «فَعَلَ بِيْ هَؤُلَاءِ وَفَعَلُوْا قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً قَالَ نَعَمْ أَرِنِيْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِيْ قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَمْشِيْ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَرْجِعْ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَسْبِيْ».

৬/৪০২৮। [মুহাম্মাদ বিন তারীফ] [আবূ মুআবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [আবূ সুফইয়ান] [আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। জনৈক মক্কাবাসী তাঁকে আঘাত করায় তিনি রক্তরঞ্জিত ছিলেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার কী হয়েছে? তিনি বলেন ঃ এই দুর্বৃত্তরা আমার সাথে এই এই আচরণ করেছে। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি চাইলে আমি আপনাকে একটি নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনি বলেন ঃ হাঁ, দেখান। অতঃপর তিনি প্রান্তরের অপর পাশে একটি গাছের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, আপনি গাছটিকে ডাকুন। তিনি গাছটিকে ডাক দিলেন। সেটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, একে স্বস্থানে ফিরে যেতে বলুন। তিনি গাছটিকে ফিরে যেতে বললে তা স্বস্থানে ফিরে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।[৩৩৬০]

٤٠٢٩/٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَحْصُوْا لِيْ كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا قَالَ فَابْتُلِيْنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّيْ إِلَّا سِرًّا».

৭/৪০২৯। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ মুআবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [শাকীক] [হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণকারীদের আদমশুমারী করো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের উপর কোন বিপদাশংকা করছেন ? অথচ (এখন) আমাদের সংখ্যা ছয় শত থেকে সাত শত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের জানা নেই যে, অচিরেই তোমরা বিপদে পতিত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা বিপদে পতিত হলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ গোপনে নামায পড়তে বাধ্য হলো।[৩৩৬১]

৩৩৫৯. মুসলিম ১৭৯১, তিরমিযী ৩০০২, ৩০০৩, আহমাদ ১১৫৪৫, ১২৪২০,১২৬৭০, ১২৭২৫, ১৩২৪৫, ১৩৬৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৬০. আহমাদ ১১৭০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৬১. সহীহুল বুখারী ৩০৬০, মুসলিম ১৪৯, আহমাদ ২২৭৪৮। সহীহাহ ২৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٠٣٠/٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَجَدَ رِيْحًا طَيِّبَةً فَقَالَ «يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هَذِهِ رِيْحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا قَالَ وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبٍ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوْهُ امْرَأَةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَدًا وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوْهُ أُخْرَى فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَدًا فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى أَتَى جَزِيْرَةً فِي الْبَحْرِ فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ فَرَأَيَاهُ فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الْآخَرُ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ فَقِيْلَ وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ قَالَ فُلَانٌ فَسُئِلَ فَكَتَمَ وَكَانَ فِيْ دِيْنِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ فَقَالَتْ تَعِسَ فِرْعَوْنُ فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِيْنِهِمَا فَأَبَيَا فَقَالَ إِنِّي قَاتِلُكُمَا فَقَالَا إِحْسَانًا مِنْكَ إِلَيْنَا إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِيْ بَيْتٍ فَفَعَلَ فَلَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ رِيْحًا طَيِّبَةً فَسَأَلَ جِبْرِيْلَ فَأَخْبَرَهُ».

৮/৪০৩০। হিশাম বিন আম্মার, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ বা দুর্বল), কাতাদাহ, মুজাহিদ, উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজে গমনের রাতে পরিচ্ছন্ন সুবাস লাভ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিবরাঈল! এই পরিচ্ছন্ন সুবাস কিসের? তিনি বলেন, এই সুগন্ধি এক কেশবিন্যাসকারিণী, তার পুত্রের ও তার স্বামীর কবর থেকে আসছে। রাবী বলেন, তিনি ঘটনার বর্ণনা এভাবে শুরু করেন ঃ খিযির বনী ইসরাঈলের অভিজাতবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি এক পাদ্রীর গীর্জার নিকট দিয়ে যাতায়াত করতেন। পাদ্রী তার সম্পর্কে জানতে পেরে তাকে দীন ইসলামের তালীম দিলেন। খিযির যৌবনে পদার্পণ করলে তার পিতা এক মহিলার সাথে তার বিবাহ দেন। খিযির এই মহিলাকে দীন ইসলামের তালীম দিলেন। তিনি তার থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে যেন কাউকে এই দীনের শিক্ষা না দেয়। তিনি নারীসঙ্গ পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেন। অতঃপর তার পিতা অপর এক নারীর সাথে তার বিবাহ দেন। তিনি তাকেও দীন ইসলামের শিক্ষা দিলেন এবং তার থেকেও প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে যেন কারো কাছে এ কথা প্রকাশ না করে। এক নারী বিষয়টি গোপন রাখলো এবং অপরজন তা প্রকাশ করে দিলে তিনি দেশত্যাগ করে সমুদ্রের এক দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। সেখানে দু' ব্যক্তি লাকড়ি সংগ্রহের জন্য এসে খিযিরকে দেখতে পায়। তাদের একজন খিযিরের অবস্থানের বিষয় গোপন রাখলেন এবং অপর জন ফাঁস করে দিলো এবং বললো, আমি খিযিরকে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথে তাকে আর কে দেখেছে? সে বললো, অমুক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বিষয়টি গোপন রাখলো। তাদের বিধানে মিথ্যাবাদীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রাবী বলেন, অতঃপর সে দীন গোপনকারিণী মহিলাকে বিবাহ করলো। সেই মহিলা ফিরআওন তনয়ার কেশ বিন্যাসকালে তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলো। আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ফিরআওন নিপাত যাক। ফিরআওন তনয়া এই কথা তার পিতাকে অবহিত করে। এই মহিলার ছিল দু' পুত্র ও স্বামী। ফিরআওন তাদেরকে ডেকে এনে উক্ত মহিলা ও তার স্বামীকে তাদের দীন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। তারা উভয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ফিরআওন বললো, আমি তোমাদের দু'জনকে

হত্যা করবো। তারা বললো, আপনি আমাদেরকে হত্যা করলে আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করবেন যে, আমাদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করবেন। সে তাই করলো। অতঃপর যে রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন তিনি পূত-পবিত্র সুঘ্রাণ পেয়ে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বিষয়টি অবহিত করেন।[৩৩৬২]

٤٠٣١/٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ».

৯/৪০৩১। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সা'দ বিন সিনান আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ বিপদ যত তীব্র হবে, প্রতিদানও তদনুরূপ বিরাট হবে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে কেউ তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।[৩৩৬৩]

٤٠٣٢/١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ».

১০/৪০৩২। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী আবদুল ওয়াহিদ বিন সালিহ (মাজহুল বা অপরিচিত) ইসহাক বিন ইউসুফ আল-আ'মাশ ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না।[৩৩৬৪]

৩৩৬২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন বাশীর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বায্যার বলেন, তিনি আমাদের নিকট সালিহ। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন পরে তা বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন পরে তা ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪৩, ১০/৩৪৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৬৩. তিরমিযী ২৩৯৬। মিশকাত ১৫৬৬, সহীহাহ ১৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩৩৬৪. তিরমিযী ২৫০৭। মিশকাত ৫০৮৭, সহীহাহ ৯৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল ওয়াহিদ বিন সালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবুল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার ব্যাপরে মতভেদ রয়েছে। উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল ওয়াহিদ বিন সালিহ এর কারণে সানাদটি

٤٠٣٣/١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ وَقَالَ بُنْدَارٌ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ».

১১/৪০৩৩। ≪মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার⟩⟨মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟩⟨শু'বাহ⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (এক) যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষকে ভালোবাসে। (দুই) যে ব্যক্তির নিকট অন্যসব কিছুর তুলনায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক প্রিয়। (তিন) কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কুফরী থেকে বের করে আনার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়ার তুলনায় সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।[৩৩৬৫]

٤٠٣٤/١٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَاشِدٌ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ أَنْ «لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ».

১২/৪০৩৪। ≪হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী⟩⟨ইবনু আবূ আদী⟩⟨রাশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)⟩⟨শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন)⟩⟨উম্মু দারদা'⟩⟨আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ ≪ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী⟩⟨আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা'⟩⟨রাশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)⟩⟨শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন)⟩⟨উম্মু দারদা'⟩⟨আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এই উপদেশ দিয়েছেন ঃ তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করে ছিন্নভিন্ন করা হয় অথবা আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। তুমি স্বেচ্ছায় ফারদ নামায ত্যাগ করো না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে তার থেকে (আল্লাহর) যিম্মাদারি উঠে যায়। তুমি মদ্যপান করো না। কেননা তা সর্বপ্রকার অনিষ্টের চাবিকাঠি।[৩৩৬৬]

দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৩টি জাল, ২৮টি খুবই দুর্বল, ১৭টি দুর্বল, ৪টি হাসান, ১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২৫০৭, আহমাদ ৫০০২, ২২৫৮৭, শারহুস সুন্নাহ ৩৫৮৫।

৩৩৬৫. সহীহুল বুখারী ১৬, মুসলিম ৪৩, তিরমিযী ২৬২৪, নাসায়ী ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯, আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৯৯৪, ১৩১৮০, ১৩৬৫৬। ফিকহুস সায়রাহ ২১১, রাওদুন নাদীর ৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৬৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৮০, আত তা'লীকুর রাগীব ১/১৯৫, ইরওয়া' ২০৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী রাশিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৮২৯, ৯/১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন

٢٤/٣٠. بَاب شِدَّةِ الزَّمَانِ

৩০/২৪. অধ্যায় : যুগের কষ্টকাঠিন্য

١/٤٠٣٥- حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحَبِيُّ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ».

১/৪০৩৫। গিয়াস্র বিন জা'ফার আর-রাহাবী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু জাবির আবূ আবদু রাব্ব (মাকবূল) মুআবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে বালা-মুসীবত ও ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।[৩৩৬৭]

٢/٤٠٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ».

২/৪০৩৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন আবদুল মালিক বিন কুদামাহ আল-জুমাহী (দঈফ বা দুর্বল) ইসহাক বিন আবুল ফুরাত (মাজহুল বা অপরিচিত) মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অচিরেই লোকেদের উপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে, আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার আমানতদারকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে এবং রুওয়াইবিয়অ হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো, রুওয়াইবিয়া কী? তিনি বলেন ঃ নীচ প্রকৃতির লোক সে জনগণের হর্তাকর্তা হবে।[৩৩৬৮]

٣/٤٠٣٧- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَعِيْلَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ».

সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন,তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৬০৫, ১৮/৫০৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৬৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

৩৩৬৮. আহমাদ ৭৮৫২। সহীহাহ ১৮৮৭। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল মালিক বিন কুদামাহ আল-জুমাহী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৫৫০, ১৮/৩৮০ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন আবুল ফুরাত সম্পর্কে ইবনু হাজার 'আল-আসকালানী ও মাসলামাহ ইবনুল কাসিম আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৭৭, ২/৪৬৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুল মালিক ও ইসহাক এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৩টি জাল, ২টি খুবই দুর্বল, ১১টি দুর্বল, ৫টি হাসান,১ টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ৭৮৫২, ১২৮৮৭।

Contents

৩/৪০৩৭। ❖[ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা][মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)][আবূ ইসমাঈল আল-আসলামী][আবূ হাযিম][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এই কবরবাসীর পরিবর্তে এই স্থানে থাকতাম। তার ধর্মের কারণে একথা বলবে না, বরং বালা-মুসীবতের কারণে বলবে।[৩৩৬৯]

٤٠٣٨/٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُوْنُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ يَعْنِيْ مَوْلَى مُسَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَتُنْتَقَوُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوْتُوْا إِنْ اسْتَطَعْتُمْ».

৪/৪০৩৮। ❖[উসমান বিন আবূ শায়বাহ][তালহাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)][য়ূনুস][য়ুহরী][আবূ হুমায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত)][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও।[৩৩৭০]

٤٠٣٩/٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَنَدِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًّا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ».

৫/৪০৩৯। ❖[য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফিঈ][মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল-জানাদী (মাজহুল বা অপরিচিত)][আবান বিন সালিহ][আল-হাসান][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দিনে দিনে বিপদাপদ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। দুনিয়াতে অভাব-অনটন ও

৩৩৬৯. সহীহুল বুখারী ৭১১৫, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, আহমাদ ৭১৮৬, ১০৪৮৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৫৭০। সহীহাহ ৫৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সমষ্টিগতভাবে হাদীসটি দুর্বল তবে "অতএব সম্ভব হলে তোমরাও মরে যাও" কথাটি সহীহ কারণ এই কথাটি প্রমাণিত । সহীহাহ ১৭৮১।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সলিহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৯৮৪, ১৩/৪৪১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ হুমায়দ সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

Contents

দুর্ভিক্ষ বাড়তেই থাকবে এবং কৃপণতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। নিকৃষ্ট লোকেদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঈসা বিন মারয়াম (আলাইহিস সালাম)-ই মাহ্‌দী।[৩৩৭১]

٣٠/٢٥. بَاب أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

৩০/২৫. অধ্যায় : কিয়ামতের আলামতসমূহ

٤٠٤٠/١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ».

১/৪০৪০। হান্নাদ ইবনুস সারী ও আবূ হিশাম আর-রিফাঈ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আবূ হাসীন আবূ স্বালিহ্‌ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি এবং কিয়ামত এমনভাবে প্রেরিত হয়েছি, এই বলে তিনি তাঁর দু'টি আংগুল একত্র করলেন।[৩৩৭২]

٤٠٤١/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ قَالَ اطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ الدَّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا».

২/৪০৪১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ ওয়াকী' সুফইয়ান ফুরাত আল-কায্‌যায আবুত তুফায়ল হুযায়ফাহ বিন উসায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হুজরা থেকে আমাদের পানে উকি দিয়ে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন ঃ দশটি আলামত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তন্মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত।[৩৩৭৩]

৩৩৭১. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** " ... الساعة " বাক্যটি ব্যতীত খুবই দুর্বল। রাওদুন নাদীর ১৪৩, ৬৪৭, দঈফাহ ৭৭।
উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল-জানাদী সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১৮১, ২৫/১৪৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭২. স্বহীহুল বুখারী ৬৫০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ হিশাম আর-রিফাঈ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৭০৩, ২৭/২৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি স্বহীহ কিন্তু আবূ হিশাম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ২৭৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, ৩৯টি খুবই দুর্বল, ৮০টি দুর্বল, ৫৬টি হাসান, ৯৮টি স্বহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৪৯৩৬, ৫৩০১, ৬৫০৩, ৬৫০৪, ৬৫০৫, মুসলিম ৮৭০, ২৯৫১, ২৯৫২১, ২৯৫৩, তিরমিযী ২২১৩, ২২১৪, দারিমী ২৭৫৯, আহমাদ ১১৮৩৬, ১১৯১৩, ১১৯২৫, ২২৩৫৪, ২২৪৩৭, মু'জামুল আওসাত ৪৯৬৭, ৫৮০১।

৩৩৭৩. মুসলিম ২৯০১, তিরমিযী ২১৮৩ আবূ দাউদ ৪৩১১, আহমাদ ১৫৭০৮, ১৫৭১০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٣/٤٠٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنِيْ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ خِبَاءٍ مِنْ أَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ادْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ بِكُلِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُلِّكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ «احْفَظْ خِلَالًا سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ إِحْدَاهُنَّ مَوْتِيْ قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيْدَةً فَقَالَ قُلْ إِحْدَى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيْكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّيْ بِهِ أَعْمَالَكُمْ ثُمَّ تَكُوْنُ الْأَمْوَالُ فِيْكُمْ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا وَفِتْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ إِلَيْكُمْ فِيْ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

৩/৪০৪২। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনুল আলা' বুসর বিন উবায়দুল্লাহ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভেতরে ছিলেন। আমি তাঁবুর আঙ্গিণায় বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হে আওফ! ভেতরে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি সম্পূর্ণ প্রবেশ করবো? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে এসো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আওফ! কিয়ামতের পূর্বেকার ছয়টি আলামত স্মরণ রাখবে। সেগুলোর একটি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একথায় অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, প্রথমটি। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদত নসীব করবেন এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবেন। এরপর তোমাদের সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি মাথাপিছু শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়েও মানুষ সন্তুষ্ট হবে না। তোমাদের মধ্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘরই রেহাই পাবে না। এরপর বনূ আসফার (রোমক খৃস্টান)-এর সাথে তোমাদের সন্ধি হবে। কিন্তু তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা তলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।[৩৩৭৪]

٤/٤٠٤٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرٌو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوْا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوْا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ».

৪/৪০৪৩। হিশাম বিন আম্মার আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আমর আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আল-আনসারী (মাকবূল) হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

৩৩৭৪. সহীহুল বুখারী ৩১৭৬, আবূ দাউদ ৫০০০, আহমাদ ২৩৪৫১, ২৩৪৫৯, ২৩৪৬৫, ২৩৪৭৬। ফাদাইলু আহলুশ শাম ৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে, পরস্পর সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক দুষ্ট ব্যক্তি তোমাদের পার্থিব বিষয়ের হর্তাকর্তা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[৩৩৭৫]

٤٠٤٤/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ «مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتْ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ فَتَلَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ { إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ } الْآيَةَ».

৫/৪০৪৪। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ] [আবূ হায়্যান] [আবূ যুরআহ] [আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকজনের সাথে বসা ছিলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলূল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বলেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি তোমাকে এর কতক আলামত সম্পর্কে অবহিত করবো। যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন নগ্নপদ ও নগ্ন দেহবিশিষ্ট লোকেরা জনগণের নেতা হবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন মেষপালের রাখালেরা সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করবে। এগুলো হলো কিয়ামতের আলামত। এমন পাঁচটি বিষয় আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না সে কোন স্থানে মারা যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয় অবহিত" (সূরা লোকমান ঃ ৩৪)।[৩৩৭৬]

٤٠٤٥/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ».

৩৩৭৫. আহমাদ ২২৭৯১। দঈফাহ ২০৪৬, দঈফ আল-জামি' ৬১১১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭৬. সহীহুল বুখারী ৫০, ৪৭৭৭, মুসলিম ৯, ১০, নাসায়ী ৪৯৯১, আহমাদ ৯২১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৬/৪০৪৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য এমন একটি হাদীস্র বর্ণনা করবো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট শুনেছি? আমার পরে সেই হাদীস্র আর কেউ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে না। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের কতক আলামত এই যে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, পুরুষ লোকের অধিক হারে মৃত্যু হবে, অধিক হারে নারীরা বেঁচে থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজনমাত্র পুরুষ।[৩৩৭৭]

٤٠٤٦/٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ».

৭/৪০৪৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ফোরাত নদীতে সোনার পাহাড় জেগে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকজন সেখানে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন নিহত হবে।[৩৩৭৮]

٤٠٤٧/٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَفِيْضَ الْمَالُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلَاثًا».

৮/৪০৪৭। আবূ মারওয়ান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, কলহ-বিপর্যয়ের প্রকাশ ও হারাজ-এর আধিক্য না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারাজ কী? তিনি বলেন ঃ গণহত্যা, গণহত্যা, গণহত্যা, তিনবার (এ কথা বলেন)।[৩৩৭৯]

৩৩৭৭. সহীহুল বুখারী ৮০, ৬৮০৮, মুসলিম ২৬৭১, তিরমিযী ২২০৫, আহমাদ ১২১১৮, ১২৩৯৫, ১২৬৮২, ১২৮১৮, ১৩৪৭০, ১৩৬৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৭৮. সহীহুল বুখারী ৭১১৯, মুসলিম ২৮৯৪, তিরমিযী ২৫৬৯, আবূ দাউদ ৪৩১৩, আহমাদ ৭৫০১, ৮০০১, ৮১৮৮, ৮৩৫৪, ৯১০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** " من كل عشرة تسعة " কথাটি ব্যতীত হাসান সহীহ; কারণ বাক্যটি শায। আর মাহফূয বাক্য হলো " من كل مائة تسعة و تسعون "।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৭৯. মাজাহ ৪০৫২, সহীহুল বুখারী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৯১২৯, ৯৮৭১, ২৭৩৫১, ২৭৭৮৯, ১০৪৮১, ১০৪০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

٢٦/٣٠. بَاب ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

৩০/২৬. অধ্যায় : কুরআনসহ দীনের জ্ঞান লোপ পাবে

٤٠٤٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ «ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا».

১/৪০৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আল-আ'মাশ সালিম বিন আবুল জা'দ যিয়াদ বিন লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন ঃ এটা এলেম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সময়ের কথা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এলেম কিভাবে বিলুপ্ত হবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানদের তা পড়াই এবং আমাদের সন্তানরাও তাদের সন্তানদের কিয়ামত পর্যন্ত তা শিক্ষা দিবে। তিনি বলেন ঃ হে যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! আমি তোমাকে মদীনার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করতাম। এই যে ইহূদী ও খৃস্টানরা কি তাওরাত ইনজীল পড়ে না? কিন্তু তারা তো এই দু'টি কিতাবে যা আছে তদনুযায়ী কাজ করে না।[৩৩৮০]

٤٠٤٩/٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا» فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا.

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ মারওয়ান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তার খারাপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৮০. আহমাদ ১৭০১৯। মিশকাত ২৪৫, ২৭৭, তাখরীজুল ইলম লি আবূ খায়সামাহ ৫২, তাখরজু ইকতিদা' আল-ইলম ৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৪০৪৯। ∝[আলী বিন মুহাম্মাদ][আবূ মুআবিয়াহ][আবূ মালিক আল-আশজাঈ][রিবঈ বিন হিরাশ][হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, রোযা কী নামায কী, কোরবানী কী, যাকাত কী? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। (রিবঈ) সিলা (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)কে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলায় তাদের কী উপকার হবে? অথচ তারা জানে না নামায কী, রোযা কী, হাজ্জ কী, কোরবানী কী এবং যাকাত কী? সিলা বিন যুফার (রাঃ) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে সিলা! এই কলেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[৩৩৮১]

٣/٤٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

৩/৪০৫০। ∝[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][আমর পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ও ওয়াকী'][আল-আ'মাশ][শাকীক][আবদুল্লাহ (রাঃ)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রসার ঘটবে এবং হারজ অর্থাৎ গণহত্যা ব্যাপক আকারে হবে।[৩৩৮২]

٤/٤٠٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ».

৪/৪০৫১। ∝[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][শাকীক][আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিস্তার ঘটবে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কী? তিনি বলেন ঃ গণহত্যা।[৩৩৮৩]

٥/٤٠٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ».

৩৩৮১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৮৭, তাখরীজু সিফাতিল ফাতওয়া ২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮২. সহীহুল বুখারী ৭০৬৩, মুসলিম ২৬৭২, আহমাদ ৩৬৮৭, ৩৮০৭, ৩৮৩১, ৪২৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮৩. সহীহুল বুখারী ৭০৬৩, ৭০৬৫, মুসলিম ২৬৭২, তিরমিযী ২২০০, আহমাদ ৩৬৮৭, ৩৮০৭, ৩৮৩১, ৪২৯৪। সহীহ আল-জামি' ২২৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৫/৪০৫২। [আবূ বাকর] [আবদুল আ'লা] [মা'মার] [আয যুহরী] [সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যমানা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, এলেম হ্রাস পাবে এবং কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, কলহ-বিপর্যয়ের বিস্তার ঘটবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কী? তিনি বলেন, গণহত্যা।[৩৩৮৪]

٢٧/٣٠. بَاب ذَهَابِ الْأَمَانَةِ

৩০/২৭. অধ্যায় : (অন্তর থেকে) আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হবে

٤٠٥٣/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّنَافِسِيُّ يَعْنِيْ وَسْطَ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنْ الْقُرْآنِ وَعَلِمْنَا مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْوَكْتِ وَيَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُنْزَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حُذَيْفَةُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى سَاقِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَأَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَسْتُ أُبَالِيْ أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

১/৪০৫৩। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [আল-আ'মাশ] [যায়দ বিন ওয়াহব] [হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করলেন, তার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেছেন ঃ মানুষের হৃদয়মূলে আমানত (বিশ্বস্ততা) নাযিল হয়েছে। অতঃপর কুরআন নাযিল হয়েছে। আমরা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমানত (বিশ্বস্ততা) তিরোহিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। তার একটা চিহ্নমাত্র কালো বিন্দুর আকারে তার অন্তরে থেকে যাবে। অতঃপর সে গভীর ঘুমে থাকা অবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানত তিরোহিত হয়ে যাবে, ফোসকা সদৃশ তার চিহ্নমাত্র রয়ে যাবে, যেমন তোমার পায়ে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্ফীত দেখতে পাও কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকে না। অতঃপর হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাতের মুঠ ভরে মাটি নিলেন এবং তা নিজের হাঁটুর নিচে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, লোকজন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে যে, অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক আছে। অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে, সে কত বড় জ্ঞান, কত হুঁশিয়ার, কত সাহসী! অথচ তার অন্তরে সরিষা

৩৩৮৪. মাজাহ ৪০৪৭, সহীহুল বুখারী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৯১২৯, ৯৮৭১, ২৭৩৫১, ২৭৭৮৯, ১০৪৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

পরিমাণ ঈমানও থাকবে না আমার উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমি তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে চিন্তা করতাম না। কেননা, সে মুসলমান হলে তার দীন ইসলাম তাকে আমার প্রাপ্য ফেরত দিতে বাধ্য করতো। আর সে ইহূদী বা খৃস্টান হলে তার শাসক তার থেকে আমার প্রাপ্য আদায় করে দিতো। কিন্তু আজ-কাল আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা করি না।[৩৩৮৫]

٤٠٥٤/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَامِ».

২/৪০৫৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন হারব সাঈদ বিন সিনান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইমাম দারাকুতনী ও অন্যান্যরা তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনায় অভিযোগ করেছেন) আবূ যাহিরিয়্যাহ আবূ শাজারাহ কাসীর বিন মুররাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন। যখন তিনি তার লজ্জা-শরম কেড়ে নেন তখন থেকে তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। তার উপর আল্লাহর অসন্তোষ থাকার কারণে তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হয়। যখন তার থেকে আমানত তুলে নেয়া হয় তখন তুমি তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকরূপেই পাবে। তুমি যখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকরূপে পাবে তখন সে (আল্লাহর) দয়া বঞ্চিত হয়ে যায়। তুমি তাকে দয়া বঞ্চিত অবস্থায় পেলে তাকে সর্বদা অভিশপ্ত দেখতে পাবে। তুমি তাকে অভিশপ্ত দেখতে পেলে মনে করবে, তার ঘাড় থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।[৩৩৮৬]

٢٨/٣٠. بَابُ الْآيَاتِ

৩০/২৮. অধ্যায় : কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

٤٠٥٥/١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ اطَّلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ

৩৩৮৫. সহীহুল বুখারী ৬৪৯৭, মুসলিম ১৪৩, তিরমিযী ২১৭৯, আহমাদ ২২৭৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৩০৪৪, দঈফ আল-জামি' ১৫৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীসের রাবী উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন সিনান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায্যার বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমগনের নিকট দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ২২৯৫, ১০/৪৯৫ নং পৃষ্ঠা)

فَقَالَ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدُّخَانُ وَالدَّابَّةُ وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَخُرُوْجُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَثَلَاثُ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوْا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوْا».

১/৪০৫৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান ফুরাত আল-কায্‌যায আমির বিন ওয়াসিলাহ আবুত তুফায়ল আল-কিনানী আবূ সারীহাহ হুযায়ফাহ বিন আসীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক হুজরা থেকে আমাদের দিকে উঁকি মেরে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন ঃ দশটি নিদর্শন (আলামত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাওয়া, ইয়াজূয-মাজূজের আবির্ভাব, ঈসা বিন মরিয়ম আলাইহিস সালামের (উর্দ্ধজগত থেকে) অবতরণ, তিনটি ভূমিধ্বস প্রাচ্যদেশে একটি, পাশ্চাত্যে একটি এবং আরব উপদ্বীপে একটি, এডেনের নিম্নভূমি আব্‌য়ান এর এক কূপ থেকে অগ্নুৎপাত হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা রাতে নিদ্রা গেলে এই আগুন থেমে থাকবে এবং তারা চলতে থাকলে আগুনও তাদের অনুসরণ করবে (তারা দুপুরে বিশ্রাম নিলে, আগুনও তখন তাদের সাথে থেমে থাকবে)।[৩৩৮৭]

٤٠٥٦/٢- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَالدَّجَّالَ وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ».

২/৪০৫৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস ও ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সিনান বিন সা'দ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ছয়টি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ-এর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং বিশেষ বিপদ ও ব্যাপক বিপদ।[৩৩৮৮]

٤٠٥٧/٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ».

৩৩৮৭. মুসলিম ২৯০১, তিরমিযী ২১৮৩ আবূ দাঊদ ৪৩১১, আহমাদ ১৫৭৮, ১৭১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৮৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৭৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩/৪০৫৭। আল-হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল আওন বিন উমারাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্না বিন সুমামাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আনাস (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) তার দাদা (সুমামাহ বিন আবদুল্লাহ) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের ক্ষুদ্র) আলামতসমূহ দু' শত বছর পর প্রকাশ পেতে থাকবে।[৩৩৮৯]

٤٠٥٨/٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «أُمَّتِيْ عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ فَأَرْبَعُوْنَ سَنَةٍ أَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ سَنَةٍ أَهْلُ تَرَاحُمٍ وَتَوَاصُلٍ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ إِلَى سِتِّيْنَ وَمِائَةِ سَنَةٍ أَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ ثُمَّ الْهَرْجُ الْهَرْجُ النَّجَا النَّجَا».

٤٠٥٨/٥ (١)- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَازِمٌ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ مَعْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّتِيْ عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ أَرْبَعُوْنَ عَامًا فَأَمَّا طَبَقَتِيْ وَطَبَقَةُ أَصْحَابِيْ فَأَهْلُ عِلْمٍ وَإِيْمَانٍ وَأَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِيْنَ إِلَى الثَّمَانِيْنَ فَأَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪/৪০৫৮। নাস্র বিন আলী আল-জাহদামী নূহ বিন কায়স (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন মা'কিল (মাজহুল বা অপরিচিত) ইয়াযীদ আর রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমার উম্মাত পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হবে। (প্রথম) চল্লিশ বছর হবে সৎকর্মপরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোকেদের কাল পর্যায়। অতঃপর তাদের পরবর্তীদের পর্যায় হবে এক শত বিশ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তারা হবে পরস্পরের এক শত ষাট বছর হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদকারী ও আত্মকেন্দ্রিক লোকেদের যুগ। তারা পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। এরপর চলবে গণহত্যা আর গণহত্যা। তা থেকে আল্লাহর কাছে নাজাত চাও, নাজাত চাও।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৫/৪০৫৮(১)। নাস্র বিন আলী খাযিম আবূ মুহাম্মাদ আল-আনাযী (مجهول الحال) মিসওয়ার ইবনুল হাসান (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ মা'ন (মাজহুল বা অপরিচিত) আনাস বিন মালিক

৩৩৮৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৪৫৬০, দঈফাহ ১৯৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট। উক্ত হাদীসের রাবী আওন বিন উমারাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অমনোযোগী ও সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৫৪, ২২/৪৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্না বিন সুমামাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আনাস সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫২১, ১৬/২৫ নং পৃষ্ঠা)

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাত পাঁচটি কাল পর্যায়ে বিভক্ত হবে। প্রতিটি পর্যায় হবে চল্লিশ বছরের। অতএব আমার ও আমার সাহাবীদের কাল হবে জ্ঞানী-গুণী ঈমানদারদের কাল। আর দ্বিতীয় কাল পর্যায় হবে চল্লিশ বছর থেকে আশি বছর পর্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ ও মোত্তাকী লোকেদের কাল। .... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[৩৩৯০]

٢٩/٣٠. بَاب الْخُسُوْفِ

৩০/২৯. অধ্যায় : ভূমিধ্বস

١/٤٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ».

১/৪০৫৯। নাসর বিন আলী আল-জাহদামী, আবূ আহমাদ, বাশীর বিন সুলায়মান, সায়্যার (মাকবূল), তারিক (বিন শিহাব) (মাকবূল) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।[৩৩৯১]

٢/٤٠٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ».

২/৪০৬০। আবূ মুসআব, আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল), আবূ হাযিম বিন দীনার, সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের শেষ যমানায় ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।[৩৩৯২]

৩৩৯০ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২৯৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী নূহ বিন কায়স সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৯৪, ৩০/৫৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন মা'কিল সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আল-মিযযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫৮৭, ১৬/১৭০ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াযীদ আর রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাক্র আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা) ৪. খাযিম আবূ মুহাম্মাদ আল-আনাযী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫৯৪, ৮/২৬ নং পৃষ্ঠা) ৫. মিসওয়ার ইবনুল হাসান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৬৫, ২৭/৫৭৯ নং পৃষ্ঠা) ৬. আবূ মা'ন সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা জানা যায় না। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬৪৪, ৩৪/৩১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৯১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ১০০৪, সহীহাহ ১৭৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৯২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৪/৩৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার ভাই তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী

٣/٤٠٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ أَوْ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ وَذَلِكَ فِيْ أَهْلِ الْقَدَرِ».

৩/৪০৬১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আবূ আসিম, হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ, আবূ সাখর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), নাফি‘, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (নাফি‘) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে বললো, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তিবি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, সে নতুন জিনিস (বিদআত) উদ্ভাবন করেছে। যদি বাস্তবিকই সে নতুন কোন প্রথা উদ্ভাবন করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিও না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের অথবা এই উম্মাতের মধ্যে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে। এটা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত হবে।[৩৩৯৩]

٤/٤٠٦٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ».

৪/৪০৬২। আবূ কুরায়ব, আবূ মুআবিয়াহ ও মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), আল-হাসান বিন আমর, আবুয যুবায়র, ...আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।[৩৩৯৪]

٣٠/٣٠. بَاب جَيْشِ الْبَيْدَاءِ

৩০/৩০. অধ্যায় : বায়দা'-এর সামরিক বাহিনী

বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৮২০, ১৭/১১৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন যায়দ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৪৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ২টি জাল, ২৫টি খুবই দুর্বল, ২৮টি দুর্বল, ৮৭টি হাসান, ১০২টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২১৫২, ২১৫৩, ২১৮৫, ২২১২, মুওয়াত্তা' মালিক ১৮৬৪, আহমাদ ৫৮৩৩, ৬১৭৩, ২৭৭৫৯, মু'জামুল আওসাত ১৮৪১, ৩৬৪৭, ৫০৬১, ৬৯০৫, ৭০৫০।

৩৩৯৩. তিরমিযী ২১৫২, আবূ দাঊদ ৪৬১৩। মিশকাত ১০৬, ১১৬, রাওদুন নাদীর ১০০৪। **তাহকীক আলবানী**ঃ হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ সাখর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি মতানৈক্য। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৫২৬, ৭/৩৬৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৩৯৪. আহমাদ ৬৪৮৫। সহীহাহ ৪/৩৯৪, রাওদুন নাদীর ১০০৪। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

٤٠٦٣/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْنِيْ حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ وَيَتَنَادَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيْدُ الَّذِيْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ» فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ ظَنَنَّا أَنَّهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

১/৪০৬৩। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, উমায়্যাহ বিন স্বফওয়ান বিন আবদুল্লাহ বিন স্বফওয়ান (মাকবূল), তার দাদা আবদুল্লাহ বিন স্বফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ এই কাবা ঘর ভূপাতিত করতে একটি সামরিক বাহিনী উদ্যোগী হবে। তারা "বাইদা" নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের মধ্যবর্তী দলকে ভূতলে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তখন অগ্রবর্তী দল পশ্চাদবর্তী দলকে ডাক দিবে। কিন্তু তারা সকলে ধ্বসে যাবে এবং এক দূত ব্যতীত তাদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সে গিয়ে জনগণকে খবর দিবে। আবদুল্লাহ বিন স্বফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, স্বৈরাচারী হাজ্জাজ বাহিনী আগমন করলে আমরা মনে করলাম, এই সেই বাহিনী। এক ব্যক্তি বললো, আমি তোমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করোনি এবং হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেননি।[৩৩৯৫]

٤٠٦٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيْهِمْ مَنْ يُكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى مَا فِيْ أَنْفُسِهِمْ».

২/৪০৬৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ফাদ্বল বিন দুকায়ন, সুফইয়ান, সালামাহ বিন কুহায়ল, আবূ ইদরীস আল-মুরহিবী (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী), <u>মুসলিম বিন স্বফওয়ান</u> (মাজহুল বা অপরিচিত), স্বাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ লোকেরা এই কাবা ঘর আক্রমণ করা থেকেও বিরত থাকবে না, এমনকি একটি সেনাদল যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দল ভূগর্ভে ধ্বসে যাবে এবং তাদের মধ্যবর্তী দলও রেহাই পাবে না। আমি বললাম, যদি কাউকে জোরপূর্বক এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়? তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের স্ব স্ব নিয়াত অনুসারে উত্থিত করবেন।[৩৩৯৬]

৩৩৯৫. মুসলিম ২৮৮৩, নাসায়ী ২৮৭৯, ২৮৮০, আহমাদ ২৫৯০৫। সহীহাহ ২৪৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৯৬. তিরমিযী ২১৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী <u>মুসলিম বিন স্বফওয়ান</u> সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৩২, ২৭/৫২২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু <u>মুসলিম বিন স্বফওয়ান</u> এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২০২টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩টি খুবই দুর্বল, ৩০টি দুর্বল, ৫১টি হাসান, ১১৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে

٤٠٦٥/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَيْشَ الَّذِيْ يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمُكْرَهَ قَالَ «إِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

৩/৪০৬৫ মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ, নাসর বিন আলী ও হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ মুহাম্মাদ বিন সূকাহ নাফি' বিন জুবায়র উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সামরিক বাহিনীর উল্লেখ করলেন, যাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হয়তো সেই বাহিনীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা লোকও থেকে থাকবে। তিনি বলেন ঃ তাদেরকে তাদের নিয়াত মোতাবেক উত্থিত করা হবে।[৩৩৯৭]

٣١/٣٠. بَاب دَابَّةِ الْأَرْضِ

৩০/৩১. অধ্যায় : দাব্বাতুল আরদ (মাটির প্রাণী)

٤٠٦٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَصَا مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَام فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِمِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْحِوَاءِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هَذَا يَا كَافِرُ».

٤٠٦٦/٢ (١)- قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ مَرَّةً فَيَقُوْلُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَهَذَا يَا كَافِرُ.

১/৪০৬৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইউনুস বিন মুহাম্মাদ হাম্মাদ বিন সালামাহ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) আওস বিন খালিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ একটি পশু আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে থাকবে দাউদ (আলায়হিস সালাম)-এর পুত্র সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)-এর আংটি এবং মূসা বিন ইমরান (আলায়হিস সালাম)-এর লাঠি। সে লাঠি দিয়ে মুমিন ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবে এবং আংটি দিয়ে কাফের ব্যক্তির নাকে চিহ্ন এঁকে দিবে। শেষে মহল্লাবাসী জমায়েত হয়ে একজন বলবে, হে মুমিন এবং অপরজন বলবে, হে কাফের।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৪০৬৬(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান ইবরাহীম বিন নাসর মূসা বিন ইসমাঈল হাম্মাদ বিন সালামাহ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) আওস বিন খালিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই বর্ণনায় আছে ঃ এ বলবে, হে মুমিন এবং সে বলবে, হে কাফের![৩৩৯৮]

উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২১১৮, মুসলিম ২৮৮৪, ২৮৮৫, ২৮৮৬, তিরমিযী ২১৭১, ২১৮৪, আবূ দাউদ ৪২৮৬, ৪২৮৯, আহমাদ ৭৮৫০, ৮০৫২, ৮১৫১, ৮৪০৫, ২৪২১৬, ২৬৩১৮, মু'জামুল আওসাত ১১৫৩, ৪০৩০, ৪১৬৪, ৯৪৫৯।

৩৩৯৭. তিরমিযী ২১৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৩৯৮. তিরমিযী ২১৮৭, আহমাদ ৭৮৭৭, ৯৯৮৮। দঈফাহ ১৬০৮, দঈফ আল-জামি' ২৪১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٤٠٦٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبَ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيْبٍ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِذَا فِتْرٌ فِيْ شِبْرٍ» قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِيْنَ فَأَرَانَا عَصًا لَهُ فَإِذَا هُوَ بِعَصَايَ هَذِهِ هَكَذَا وَهَكَذَا.

৩/৪০৬৭। আবূ গাস্সান মুহাম্মাদ বিন আমর যুনায়জ, আবূ তুমায়লাহ, খালিদ বিন উবায়দ (متروك الحديث), আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ, তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মক্কার অদূরে এক জঙ্গলের একটি স্থানে নিয়ে গেলেন। স্থানটি ছিল শুষ্ক এবং তার চারপাশে ছিল বালু। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এই স্থান থেকে পশুটি আত্মপ্রকাশ করবে। স্থানটি ছিলো এক বিঘত পরিমাণ। আবদুল্লাহ বিন বুরায়দা (রাঃ) বলেন, এর কয়েক বছর পর আমি হাজ্জে গেলাম। আমার পিতা আমাকে তার লাঠি দেখিয়ে আমাকে বলেন, সেই পশুর লাঠি এতো মোটা ও এতো লম্বা হবে।[৩৩৯৯]

٣٢/٣٠. بَاب طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

৩০/৩২. অধ্যায় : পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়

٤٠٦٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ».

১/৪০৬৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), উমারাহ ইবনুল কা'কা', আবূ যুরআহ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা উদিত হলে সমগ্র পৃথিবীবাসী তা দেখে ঈমান আনবে। কিন্তু পূর্বে যারা ঈমান আনেনি তাদের এই ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না।[৩৪০০]

উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আওস বিন খালিদ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৩৩৯৯. আহমাদ ২২৫১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীসে রাবী খালিদ বিন উবায়দ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৬৩২, ৮/১২৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪০০. সহীহুল বুখারী ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৬, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, ১৫৮, তিরমিযী ৩০৭২, আবূ দাউদ ৪৩১২, আহমাদ ৭১২১, ২৭৩৫৫, ৮৩৯৩, ৮৬৩৩, ৮৯২১, ১০৪৭৬। রাওদুন নাদীর ১১১২, তাখরীজুত তাহাবিয়াহ ৭৬৫ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٤٠٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَوَّلُ الْآيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى» قَالَ عَبْدُ اللهِ فَأَيَّتُهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الْأُخْرَى فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيْبٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَلَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

২/৪০৬৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ হায়্যান আত-তায়মী আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় এবং মধ্য দিনে মানুষের মাঝে দাব্বাতুল আরদ নামক পশুর আত্মপ্রকাশ। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এই দু'টি আলামতের মধ্যে যেটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ পাবে, অপরটিও তার কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে। আবদুল্লাহ (রাঃ) আরো বলেন, আমার মনে হয় সর্বপ্রথম পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে।[৩৪০১]

٣/٤٠٧٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوْحًا عَرْضُهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا».

৩/৪০৭০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ইসরাঈল আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির্ সাফওয়ান বিন আসসাল (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ পশ্চিম দিকে একটি খোলা দরজা আছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এই দরজা সর্বক্ষণ তওবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই দিক থেকে সূয উদিত হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি ঈমান না আনলে অথবা ঈমান আনার পর সৎকর্ম না করে থাকলে, অতঃপর তার ঈমান আনায় কোন উপকার হবে না।[৩৪০২]

٣٣/٣٠. بَاب فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَخُرُوْجِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

৩০/৩৩. অধ্যায় : দাজ্জালের ফেতনা, ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ)-এর অবতরণ এবং ইয়াজূজ-মাজূজের আত্মপ্রকাশ

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪০১. মুসলিম ২৯৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০২. তিরমিযী ৩৫৩৫, ৩৫৩৬। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী আসিম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস র্বণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

٤٠٧١/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ».

১/৪০৭১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, আল-আ'মাশ, শাকীক, হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দাজ্জালের বাম চোখ হবে অন্ধ এবং তার মাথায় থাকবে পর্যাপ্ত চুল। তার সাথে থাকবে (কৃত্রিম) জান্নাত ও জাহান্নাম। আসলে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম।[৩৪০৩]

٤٠٧٢/٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوْا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ».

২/৪০৭২। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী, মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, রাওহ বিন উবাদাহ, সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ, আবুত তায়্যাহ, আল-মুগীরাহ বিন সুবায়', আমর বিন হুরায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। এমনসব জাতি তার অনুসরণ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চেপ্টা ও মাংসল।[৩৪০৪]

٤٠٧٣/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَشَدَّ سُؤَالًا مِنِّي فَقَالَ لِي «مَا تَسْأَلُ عَنْهُ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ».

৩/৪০৭৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', ইসমাঈল বিন খালিদ, কায়স বিন আবূ হাযিম, মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি তার সম্পর্কে কী জানতে চাচ্ছো? আমি বললাম, লোকজন বলাবলি করে যে, তার সাথে অঢেল পানাহারের সামগ্রী থাকবে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর নিকট তা মামুলি ব্যাপার।[৩৪০৫]

٤٠٧٤/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ

৩৪০৩. মুসলিম ২৯৩৪, আহমাদ ২২৭৩৯, ২২৮৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০৪. তিরমিযী ২২৩৭। রাওদুন নাদীর ১১৮৪, তাখরীজুল মুখতার ৩৩-৩৭, সহীহাহ ১৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০৫. সহীহুল বুখারী ৭১২২, মুসলিম ২১৫২, ২৯৩৯, আহমাদ ১৭৬৯০, ১৭৭০২, ১৭৭৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ اقْعُدُوْا «فَإِنِّيْ وَاللهِ مَا قُمْتُ مَقَامِيْ هَذَا لِأَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُوْلَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ أَلَا إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ الرِّيحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيْرَةٍ لَا يَعْرِفُوْنَهَا فَقَعَدُوْا فِيْ قَوَارِبِ السَّفِيْنَةِ فَخَرَجُوْا فِيْهَا فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ أَسْوَدَ قَالُوْا لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا أَخْبِرِيْنَا قَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئًا وَلَا سَائِلَتِكُمْ وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرُ قَدْ رَمَقْتُمُوْهُ فَأْتُوْهُ فَإِنَّ فِيْهِ رَجُلًا بِالْأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوْهُ وَيُخْبِرَكُمْ فَأَتَوْهُ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخٍ مُوْثَقٍ شَدِيْدِ الْوَثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزْنَ شَدِيْدِ التَّشَكِّيْ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَالُوْا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتْ الْعَرَبُ قَالُوْا نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ عَمَّ تَسْأَلُ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْكُمْ قَالُوْا خَيْرًا نَاوَى قَوْمًا فَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْرُهُمُ الْيَوْمَ جَمِيْعٌ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوْا خَيْرًا يَسْقُوْنَ مِنْهَا زُرُوْعَهُمْ وَيَسْتَقُوْنَ مِنْهَا لِسَقْيِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخْلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوْا يُطْعِمُ ثَمَرَهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوْا تَدَفَّقُ جَنَبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَفَرَ ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ انْفَلَتُّ مِنْ وَثَاقِيْ هَذَا لَمْ أَدَعْ أَرْضًا إِلَّا وَطِئْتُهَا بِرِجْلَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا طَيْبَةَ لَيْسَ لِيْ عَلَيْهَا سَبِيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا يَنْتَهِيْ فَرَحِيْ هَذِهِ طَيْبَةُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا فِيْهَا طَرِيْقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ وَلَا سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

৪/৪০৭৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র), ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, মুজালিদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নন), আশ-শা'বী, ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায পড়ার পর মিম্বারে আরোহণ করলেন। ইতোপূর্বে তিনি জুমুআর দিন ব্যতীত মিম্বারে আরোহণ করেননি। বিষয়টি লোকজনের নিকট গুরুতর মনে হলো। তাদের মধ্যে কতক দাঁড়ানো ছিলো এবং কতক উপবিষ্ট ছিলো। তিনি তাঁর হাত দ্বারা তাদের ইশারা করলেন ঃ তোমরা বসো। আল্লাহর শপথ! আমি আমার এ স্থানে তোমাদের কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করতে অথবা ভয় দেখাতে দাঁড়াইনি। তবে তামীমুদ দারী আমার নিকট এসে আমাকে একটি বিষয় অবহিত করেছে, যার আনন্দে আমি দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করিনি। আমি তোমাদের নবীর সেই আনন্দের বিষয়টি তোমাদের জ্ঞাত করতে চাই। তামীমুদ দারীর চাচাতো ভাই আমাকে অবহিত করেছে যে, প্রবল বায়ু তাদেরকে এক অপরিচিত দ্বীপে নিয়ে গেলো। তারা জাহাজের ক্ষুদ্র নৌযানে চড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ তারা সেখানে ঘন কালো চুলধারী একটা কিছু দেখতে পেলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? সে বললো, আমি জাসসাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বললো, আমাদেরকে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য দাও। সে বললো, আমি তোমাদের নিকট কিছু বলবোও না, তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবো না। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি সীমার ঐ ভূতখানায় যাও। সেখানে এমন ব্যক্তি আছে যে তোমাদের কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইবে। তারপর তারা সেখানে গেলো এবং তার নিকট উপস্থিত হলো। তারা সেখানে অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো, যে বয়সের ভারে কাঁপছিল। সে তার দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার বিষয় ব্যক্ত করলো। সে তাদেরকে বললো, তোমরা কোথা

থেকে এসেছ? তারা বললো, সিরিয়া থেকে। সে বললো, আরবরা কী করছে? তারা বললো, আমরাই আরববাসী, যাদের তুমি জিজ্ঞেস করছো। সে বললো, তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত ব্যক্তি কী করছে? তারা বললো, ভালো কাজ করছেন। তিনি জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আজ তারা একই মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলাহ এক এবং দীনও এক। সে বললো, যুগার (নামক) ঝর্ণাধারার খবর কী? তারা বললো, ভালো। লোকজন সেখান থেকে ক্ষেত-খামারে পানিসেচ করছে এবং খাবার পানি সংগ্রহ করছে। সে বললো, আম্মান ও বায়সানের মধ্যবর্তী খেজুর বাগানের অবস্থা কী? তারা বললো, প্রতি বছর সেই বাগানে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। সে বললো, তাবারিয়া হ্রদের অবস্থা কী? তারা বললো, তার উভয় তীরে প্রচুর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রাবী বলেন, এতে সে তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো, অতঃপর বললো, আমি আমার এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে তাইবা (মদীনা) ব্যতীত সর্বত্র আমার এই দু' পায়ে বিচরণ করতাম। কিন্তু সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা আমার নাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এ কারণেই আমি অধিক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা সেই পবিত্র শহর। মদীনার গলিপথ হোক অথবা রাজপথ, নরম স্থান হোক অথবা কংকরময়, সর্বত্র একজন ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত তরবারি হাতে মোতায়েন রয়েছেন।[৩৪০৬]

٤٠٧٥/٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ «مَا شَأْنُكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضْتَ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهِ اثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ تَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ فَاقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ مَا بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ

৩৪০৬. মুসলিম ২৯৪২, আহমাদ ২৭৮৩১, ২৬৭৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** "منعني القيلولة ... نبيكم"، "ما أنا ... سائلتكم"، "فزفر ثلاث زفرات"، "بين عمان و بيسان"، "يظهر ... التشكي" বাক্যগুলো ব্যতীত সানাদটি দুর্বল। দঈফ আল-জামি' ২০৯৬, সহীহ আল-জামি' ২৫০৮।

لَهَا أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ فَيَنْطَلِقُ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرَفُهُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يُدْرِكَهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِيْ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ فَيَمْسَحُ وُجُوْهَهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيْسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيْ لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ وَأَحْرِزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ { مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ } فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا ثُمَّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ فِيْ هَذَا مَاءٌ مَرَّةً وَيَحْضُرُ نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُوْنَ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا قَدْ مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ فَيَرْغَبُوْنَ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ كَالزَّلَقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارِكُ اللهُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ تَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِي الْقَبِيْلَةَ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِي الْفَخِذَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ».

৫/৪০৭৫। ◊[হিশাম বিন আম্মার] [ইয়াহইয়া বিন হামযাহ] [আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির] [আবদুর রহমান বিন জুবায়র বিন নুফায়র] [আমার পিতা (জুবায়র বিন নুফায়র)] [নাওয়াস বিন সামআন অল-কিলাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, একদা সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা তুলে ধরেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই অবস্থান করছে। আমরা বিকেল বেলা পুনরায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জাল-ভীতির আলামত লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভোরবেলা আপনি আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের মনে হলো যে, সে বোধ হয় খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে দাজ্জালই তোমাদের জন্য অধিক ভয়ংকর বিপদ। সে যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাদের মাঝে আত্ম প্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমার অবর্তমানে যদি সে

আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তোমরাই হবে তার প্রতিপক্ষ। আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহই আমার পরিবর্তে সহায় হবে। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক এবং আবদুল উযযা বিন কাতান সদৃশ। তোমাদের কেউ তাকে দেখলে সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী খাল্লা নামক স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর সে ডানে-বামে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ দিন। তবে এর এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনগুলোর সমান। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে একদিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন ঃ তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সে পৃথিবীতে কতো দ্রুত গতিতে বিচরণ করবে? তিনি বলেন ঃ বায়ু চালিত মেঘমালার গতিতে।

অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে নিজের দলে ডাকবে। তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপর ঈমান আনবে। অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিবে এবং তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে। অতঃপর বিকেল বেলা তাদের পশুপাল পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হয়ে (খোঁয়াড়ে) ফিরে আসবে। কিন্তু তারা তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। ফলে সে তাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে। পরদিন ভোরবেলা তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে এবং তাদের হাতে কিছুই থাকবে না। অতঃপর সে এক নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের ভাণ্ডার বের করে দে। অতঃপর সে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং তথাকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে, যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে।

অতঃপর সে এক পূর্ণ যৌবন তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। তার দেহের প্রতিটি টুকরা দু' ধনুকের ব্যবধানে গিয়ে পড়বে। অতঃপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার কাছে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস সালাম)-কে পাঠাবেন। তিনি হলুদ রং-এর দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার পাখায় ভর করে দামিশকের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলে বা নোয়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় মণি-মুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যে কাফেরকেই স্পর্শ করবে সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। আর তিনি "লুদ্দ" নামক স্থানের দ্বারদেশে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) এমন এক সম্প্রদায়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। তাদের এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের পাঠাবো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই। অতএব তুমি আমার বান্দাদের তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ্ তাআ'লার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো ঃ "তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে " (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬)। এদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া হ্রদ অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দল এখান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয় কোন কালে এতে পানি ছিলো।

আল্লাহর নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সংগীগণসহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, তখন একটি গরুর মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের আজকের দিনের একশত স্বর্ণ মুদ্রার চেয়েও মূল্যবান (উত্তম) মনে হবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দুআ' করবেন। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের সৃষ্টি করবেন। ভোরবেলা তারা এমনভাবে ধ্বংস হবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে।

তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর সাথীগণ (পাহাড় থেকে) নেমে আসবেন। তারা সেখানে এমন এক বিঘত জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে নাই। তারা মহান আল্লাহর নিকট দুআ' করবেন। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের নিকট উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। সেই পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো তুলে নিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছামত স্থানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ি, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল উৎপন্ন কর এবং তোর বরকত ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের আহারের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে। আল্লাহ্ তাআ'লা দুধেও এতো বরকত দিবেন যে, একটি দুধেল উষ্ট্রীর দুধ একটি বৃহৎ দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকেদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ একটি ক্ষুদ্র দলের জন্য যথেষ্ট হবে।

তাদের এ অবস্থায় আচানক আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের উপর দিয়ে মৃদুমন্দ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন এ বায়ু তাদের বগলের অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করে প্রত্যেক মুসলমানের জান কবয করবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যেনায় লিপ্ত হবে। তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৩৪০৭]

٤٠٧٦/٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَيُوقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَنُشَّابِهِمْ وَأَتْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ».

৬/৪০৭৬। [হিশাম বিন আম্মার] [ইয়াহইয়া বিন হামযাহ] [ইবনু জাবির] [ইয়াহইয়া বিন জাবির আত-তাঈ] [আবদুর রহমান বিন জুবায়র বিন নুফায়র] [তার পিতা (জুবায়র বিন নুফায়র)] [নাওওয়াস বিন সামআন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুসলমানগণ অচিরেই ইয়াজূজ ও মাজূজের তীর-ধনুক, বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ধরে জ্বালানী কাঠরূপে ভষ্মীভূত করবে।[৩৪০৮]

৩৪০৭. মুসলিম ২৯৩৭, তিরমিযী ২২৪০, আবূ দাউদ ৪৩২১। তাখরীজু ফাদাইলুশ শাম ২৫, সহীহাহ ১৭৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪০৮. মুসলিম ২৯৩৭, তিরমিযী ২২৪০, আবূ দাউদ ৪৩২১। সহীহাহ ১৯৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٠٧٧/٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيْثًا حَدَّثَنَاهُ عَنْ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ إِنَّهُ «لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِيْ فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِيْثُ يَمِيْنًا وَيَعِيْثُ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوْا فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِيْ إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُوْلُ أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِيْ ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوْتُوْا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُوْنَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُوْلَ لِأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِيْ صُوْرَةِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَيَقُوْلَانِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلَ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِيْ فَيَبْعَثُهُ اللهُ وَيَقُوْلُ لَهُ الْخَبِيْثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ وَأَنْتَ عَدُوُّ اللهِ أَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيْرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ».

قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِيْ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللهِ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيْثِ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُوْنَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُوْنَهُ فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ حَتَّى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوْعًا وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَا يَأْتِيْهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوْفِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيْكٍ بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيْلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا

إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيْسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيْسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيْمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام افْتَحُوْا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ يَهُوْدِيٍّ كُلُّهُمْ ذُوْ سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُوْلُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ لِيْ فِيْكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِيْ بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللهُ الْيَهُوْدَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُوْدِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُوْدِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِيْنَةِ فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي فِيْ تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تَقْدُرُوْنَ فِيْهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُوْنَهَا فِيْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الطِّوَالِ ثُمَّ صَلُّوْا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيَكُوْنُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فِيْ أُمَّتِيْ حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيْرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيْدُ يَدَهُ فِيْ فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ وَتُفِرَّ الْوَلِيْدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُوْنَ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنْ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنْ الْمَاءِ وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُوْنُ الْأَرْضُ كَفَاثُوْرِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنْ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُوْنَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ وَتَكُوْنَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ قَالَ لَا تُرْكَبُ لِحَرْبٍ أَبَدًا قِيْلَ لَهُ فَمَا يُغْلِي الثَّوْرَ قَالَ تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيْبُ النَّاسَ فِيْهَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُوْلَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيْشُ النَّاسُ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهْلِيْلُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُوْلُ يَنْبَغِيْ أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيْثُ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ.

৭/৪০৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ – আবদুর রহমান আল-মুহারিবী – ইসমাঈল বিন রাফি‘ আবূ রাফি‘ (তার হিফয শক্তি দুর্বল) – আবূ যুরআহ আস সায়বানী – ইয়াহইয়া বিন আবূ আমর – আমর বিন

আবদুল্লাহ (মাকবূল)ٍ আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশে দেয়া তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিলো দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে মারাত্মক কোন ফেতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার প্রতিনিধি।

নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের 'খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা (দীনের উপর) অবিচল থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট এমন সব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে, বিশেষভাবে কোন নবীই তাঁর উম্মাতের নিকট বলেননি।

সে তার দাবির সূচনায় বলবে, আমি নবী। অথচ আমার পরে কোন নবী নাই। অতঃপর সে দাবি করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব মোটেই অন্ধ নন। তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে "কাফের"। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এ লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে।

দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মধ্যে একটি এই যে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহ্ফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তাহলে সেই জাহান্নাম হবে তার জন্য শীতল আরামদায়ক, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বেলায় আগুন যেরূপ হয়েছিল।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে তোমার সামনে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব? সে বলবে, হাঁ। তখন (দাজ্জালের নির্দেশে) দু'টি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে এবং বলবে, হে বৎস! তার অনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেড়ে দু' টুকরা করে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি একে এখনই জীবিত করবো। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তা'আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবীস তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহর দুশমন। তুই তো দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছি (যে, তুই-ই দাজ্জাল)।

আবুল হাসান আত-তানাফিসী (আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ) আল-মুহারিবী উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আস্ স্বওওয়াফ (দঈফ বা দুর্বল) আতিয়্যাহ (বিন সা'দ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে জান্নাতেই সে ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এ ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব, এমনকি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুহারিবী (রহঃ) বলেন, এরপর আমরা আবূ রাফে (রাঃ)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি হবে এবং যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিলে ফসল উৎপাদিত হবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে। ফলে তাদের গবাদি পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিলে যমীন শস্য উৎপাদন করবে। যমীন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদি পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটাতাজা এবং উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে।

অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তা তার পদানত হবে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। এই দু' শহরের প্রবেশদ্বারে উন্মুক্ত তরবারিসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষভাগ।

এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মোনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভেতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরিত করবে, যেমনিভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। সে দিনের নাম হবে "নাজাত দিন"।

আবুল আকর এর কন্যা উম্মু শুরাইক (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়বেন। ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ) সেই সকালবেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পেছন দিকে সরে আসবেন যাত ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকেদের নামাযে ইমামতি করতে পারেন। ঈসা (আঃ) তাঁর হাত ইমামের দু' কাঁধের উপর রেখে বলবেন ঃ আপনি অগ্রবর্তী হয়ে নামাযে ইমামতি করুন। কেননা এই নামায আপনার জন্যই কায়েম (শুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন।

তিনি নামায থেকে অবসর হলে ঈসা (আঃ) বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পেছনে দাজ্জাল অবস্থানরত থাকবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহূদী কারুকার্য খচিত ও খাপবদ্ধ তরবারিসহ। দাজ্জাল ঈসা (আঃ)-কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভেগে পলায়ন করতে থাকবে। তখন ঈসা (আঃ) বলবেন ঃ তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর বাঁচার কোন উপায় নাই। তিনি লুদ্দ-এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইহূদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন বস্তু-পাথর, গাছপালা, দেয়াল অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহূদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ

তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলমান বান্দা! এই যে এক ইহূদী, এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইহূদীদের গাছ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ দাজ্জাল চল্লিশ বছর বিপর্যয় ছড়াবে। তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান, এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট কাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাওয়ার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার এক ফটকে (প্রান্তে) থাকলে তার অপর ফটকে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন ঃ তোমরা অনুমান করে সলাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে সলাতের সময় নির্ধারিণ করে থাকো এবং এভাবে নামায আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ঈসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, এমনভাবে শূকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিয্‌য়া মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকেদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষশূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তাও তার কোন ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তা তার পাহারায় রত কুকুর। পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। সকলের কলেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজসরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রূপার পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তাতে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমনটি আদম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই এই (উচ্চ) মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বলেন ঃ কারণ যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বলেন ঃ সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তাআলা আসমানকে তিন ভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিলে তা এক-তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দু'-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীনকে হুকুম দিলে তাও দুই-তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেন ঃ যারা তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ ও তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) বলতে থাকবে এগুলো তাদের খাদ্যনালিতে প্রবাহিত করা হবে।

আবূ আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহিমাহুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি আবুল হাসান আত-তানাফিসী (রহিমাহুল্লাহি আলাইহি) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান আল-মুহারিবী (রহিমাহুল্লাহি আলাইহি)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মকতবের উস্তাদগণের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন।[৩৪০৯]

٤٠٧٨/٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ».

৮/৪০৭৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [আয যুহরী] [সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ঈসা বিন মারয়াম (আলাইহিস সালাম) ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হিসাবে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্য়া মওকূফ করবেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি তা কেউ গ্রহণ করবে না।[৩৪১০]

٤٠٧٩/٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «تُفْتَحُ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى { وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ }».

فَيَعُمُّوْنَ الْأَرْضَ وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى تَصِيْرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُوْنِهِمْ وَيَضُمُّوْنَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ حَتّٰى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّوْنَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُوْنَهُ حَتّٰى مَا يَذَرُوْنَ فِيْهِ شَيْئًا فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُمْ لَقَدْ كَانَ بِهَذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ وَيَظْهَرُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقُوْلُ قَائِلُهُمْ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ حَتّٰى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُوْلُوْنَ قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوْتُوْنَ مَوْتَ الْجَرَادِ

৩৪০৯. আবূ দাউদ ৪৩২১। মিশকাত ৬০৪৪, আয যিলাল ৩৯১, দঈফ আল-জামি' ৬৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন রাফি' আবূ রাফি' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে জড়িত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হিফয শক্তি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪২, ৩/৮৫ নং পৃষ্ঠা) ২. উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আস সওওয়াফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৬৯৪, ১৯/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪১০. সহীহুল বুখারী ২২২২, ২৪৭৬, ৩৪৪৮, মুসলিম ১৫৫, তিরমিযী ২২৩৩, আবূ দাউদ ৪৩২৪, আহমাদ ১০০৩২, ১০৫৬১। সহীহাহ ২৪৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ لَهُمْ حِسًّا فَيَقُوْلُوْنَ مَنْ رَجُلٌ يَشْرِيْ نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوْا فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوْهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فَيُنَادِيْهِمْ أَلَا أَبْشِرُوْا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيَخْلُوْنَ سَبِيْلَ مَوَاشِيْهِمْ فَمَا يَكُوْنُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لُحُوْمُهُمْ فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطُّ».

৯/৪০৭৯। আবূ কুরায়ব, য়ূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে), আস্রিম বিন উমার বিন কাতাদাহ, মাহমূদ বিন লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ইয়াজূজ-মাজূজকে ছেড়ে দেয়া হবে, অতঃপর তারা বের হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ “তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে” (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬) এবং তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মুসলমানগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলমানরা তাদের শহরে ও দূর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গবাদি পশুও সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়াজূজ ও মাজূজের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানি ছিলো। পৃথিবীতে তারা আধিপত্য বিস্তার করবে। অতঃপর তাদের কেউ বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীদের থেকে অবসর হয়েছি। এবার আমরা আসমানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়বো। শেষে এদের কেউ আকাশের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরও হত্যা করেছি। তাদের এ অবস্থায় থাকতে আল্লাহ তা'আলা টিড্ডি বাহিনী পাঠাবেন এবং সেগুলো ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে মরে থাকবে। মুসলমানগণ সকালবেলা উঠে তাদের বীভৎস চীৎকার শুনতে না পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে তার নিজের জীবনকে বিক্রয় করবে এবং ইয়াজূজ-মাজূজেরা কী করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়াজূজ-মাজূজ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে এসে এদেরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মুসলমানদের ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে। লোকজন (তার ডাক শুনে) বের হয়ে আসবে এবং তাদের গবাদি পশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। সেগুলোর চারণভূমিতে ইয়াজূজ-মাজূজের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ওরা তাদের গোশত খেয়ে বেশ মোটাতাজা হবে, যেমন কখনো ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা তাজা হয়।[৩৪১১]

١٠/٤٠٨٠- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ يَحْفِرُوْنَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ

৩৪১১. আহমাদ ১১৩২৩। সহীহাহ ১৭৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللهُ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوْا حَتّٰى إِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَتَحْفِرُوْنَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاسْتَثْنَوْا فَيَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ تَرَكُوْهُ فَيَحْفِرُوْنَهُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيُنْشِفُوْنَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِيْ حُصُوْنِهِمْ فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي اجْفَظَّ فَيَقُوْلُوْنَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللهُ نَغَفًا فِيْ أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ».

১০/৪০৮০। [আযহার বিন মারওয়ান] [আবদুল আ'লা] [সাঈদ] [কাতাদাহ] [আবূ রাফি'] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয় ইয়াজূজ-মাজূজ প্রতিদিন সুড়ঙ্গ পথ খনন করতে থাকে। এমনকি যখন তারা সূর্যের আলোকরশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তাদের নেতা বলে, তোমরা ফিরে চলো, আগামী কাল এসে আমরা খনন কাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা (রাতের মধ্যে) সেই প্রাচীরকে আগের চেয়ে মযবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানবকুলের মধ্যে পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা খনন কাজ করতে থাকবে। শেষে যখন তারা সূর্যরশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাদের নেতা বলবে, এবার ফিরে চলো, ইনশাআল্লাহ আগামী কাল অবশিষ্ট খনন কাজ সম্পন্ন করবো। তারা ইনশাআল্লাহ শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর তাদের রেখে যাওয়া ক্ষীণ অবস্থায় থেকে যাবে। এ অবস্থায় তারা খননকাজ শেষ করে লোকালয়ে বের হয়ে আসবে এবং সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশপানে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে তা তাদের দিকে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীদের চরমভাবে পরাভূত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে এক ধরনের কীট সৃষ্টি করবেন। কীটগুলো তাদের হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ভূপৃষ্ঠের গবাদি পশুগুলো সেগুলোর গোশত খেয়ে মোটাতাজা হয়ে মাংসল হবে।[৩৪১২]

٤٠٨١/١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِيْ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ «لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقِيَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى فَتَذَاكَرُوْا السَّاعَةَ فَبَدَءُوْا بِإِبْرَاهِيْمَ فَسَأَلُوْهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَأَلُوْا مُوْسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرُدَّ الْحَدِيْثُ إِلَى عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عُهِدَ إِلَيَّ فِيْمَا دُوْنَ وَجْبَتِهَا فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ فَذَكَرَ خُرُوْجَ الدَّجَّالِ قَالَ فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ فَلَا يَمُرُّوْنَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوْهُ وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوْهُ

৩৪১২. তিরমিযী ৩১৫৩। সহীহাহ ১৭৩৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

فَيَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ فَأَدْعُوْ اللهَ أَنْ يُمِيْتَهُمْ فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيْحِهِمْ فَيَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ فَأَدْعُوْ اللهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيْهِمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيْمِ فَعُهِدَ إِلَيَّ مَتَى كَانَ ذَلِكَ كَانَتْ السَّاعَةُ مِنْ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الَّتِيْ لَا يَدْرِيْ أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلَادَتِهَا» قَالَ الْعَوَّامُ وَوُجِدَ تَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى { حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ }.

১১/৪০৮১। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [আল-আওওয়াম বিন হাওশাব] [জাবালাহ বিন সুহায়ম] [মু'স্নির বিন আফাযাহ (মাকবূল)] [আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজ গমনের রাতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), মূসা ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা প্রথমে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে কিয়ামত সম্পর্কিত কোন জ্ঞান তাঁর ছিলো না। অতঃপর তাঁরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরও এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলো না। অতঃপর বিষয়টি ঈসা বিন মরিয়ম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই। অতঃপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে হত্যা করবো। অতঃপর লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজূজ-মাজূজ আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তারা যে পানির উৎসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তা পান করে শেষ করবে। এরা যে বস্তুর নিকট দিয়ে যাবে তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকেরা তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য আল্লাহর নিকট চীৎকার করে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও দুআ' করবো। ফলে পৃথিবী তাদের (গলিত লাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। ফলে আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, পৃথিবীকে প্রশস্ত করা হবে, যেমন চামড়া প্রশস্ত করা হয়। তারপর আমাকে বলা হলো ঃ যখন এসব বিষয় প্রকাশিত হবে তখন কিয়ামত মানুষের এত নিকটবর্তী হবে যেমন গর্ভবতী নারী, যার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কোন্ মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করবে। আওয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ ঘটনার সত্যতা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান আছে ঃ "এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং এরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬)।[৩৪১৩]

٣٠/٣٤. بَاب خُرُوْجِ الْمَهْدِيِّ

৩০/৩৪. অধ্যায় : ইমাম মাহদী (আলাইহিস সালাম)-এর আবির্ভাব

١/٤٠٨٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ

৩৪১৩. আহমাদ ৩৫৪৬। দঈফাহ ৪৩১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী মু'স্নির বিন আফাযাহ এর জাহালাতের কারণে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাদীসটিকে বুসায়রী সহীহ বলেছেন। (মিসবাহুয যুজাজাহ ২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَقَالَ «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَئُوهَا جَوْرًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ».

১/৪০৮২। উসমান বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আলী বিন সালিহ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ) আলকামাহ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন হাশিম বংশীয় কতক যুবক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের দেখতে পেয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করি। তিনি বলেন ঃ আমাদের আহলে বাইত-এর জন্য আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনের পরিবর্তে আখেরাতের জীবনকে পছন্দ করেছেন। আমার আহলে বাইত আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদে লিপ্ত হবে, কষ্ট-কাঠিন্যের শিকার হবে এবং দেশান্তরিত হবে। প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকাধারী কতক লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (গুপ্তধন) প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। শেষে তাদেরকে তা দেয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে আমার আহলে বাইত-এর একজন লোকের নিকট তা সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুমে পূর্ণ করেছিলো। তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।[৩৪১৪]

٤٠٨٣/٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي صِدِّيقٍ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ

৩৪১৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৬৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

Contents

إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيْهِ أُمَّتِيْ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوْا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أُكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوْسٌ فَيَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِيْ فَيَقُوْلُ خُذْ».

২/৪০৮৩। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-উকায়লী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উমারাহ বিন আবূ হাফসাহ যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সিদ্দীক আন-নাজী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ মাহ্‌দী আমার উম্মাত থেকেই আবির্ভূত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মাত অযাচিত প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, ইতোপূর্বে কখনো তদ্রূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহ্‌দী! আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যতো প্রয়োজন নিয়ে যাও।[৩৪১৫]

৪٠٨٤/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيْرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُوْنَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ».

৩/৪০৮৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও আহমাদ বিন ইউসুফ আবদুর রায্‌যাক সুফইয়ান আস্‌ স্রাওরী খালিদ আল-হায্‌যা' আবূ কিলাবাহ আবূ আসমা' আর রাহাবী স্রাওবান (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের একটি খনিজ সম্পদের নিকট পরপর তিনজন খলীফার পুত্র নিহত হবে। তাদের কেউ সেই খনিজ সম্পদ দখল করতে পারবে না। অতঃপর প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকা উড্ডীন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে যে, ইতোপূর্বে কোন জাতি তদ্রূপ করেনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও কিছু বলেছেন ঃ যা আমার মনে নাই। তিনি আরো বলেন ঃ তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যোগদান করো। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহ্‌দী।[৩৪১৬]

٤٠٨٥/٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا يَاسِيْنُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللهُ فِيْ لَيْلَةٍ.

৩৪১৫. তিরমিযী ২২৩২, আবূ দাঊদ ৪২৮৫। রাওদুন নাদীর ৬৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-উকায়লী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৯৫, ২৬/৩৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২১০২, ১০/৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪১৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

৪/৪০৮৫। উসমান বিন আবূ শায়বাহ আবূ দাঊদ আল-হাফারী ইয়াসীন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়্যাহ তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়্যাহ) আলী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মাহ্দী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে এক রাতে খিলাফতের যোগ্য করবেন।[৩৪১৭]

٤٠٨٦/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْمَلِيْحِ الرَّقِّيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَاكَرْنَا الْمَهْدِيَّ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ».

৫/৪০৮৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আহমাদ বিন আবদুল মালিক আবুল মালীহ আর-রাক্কী যিয়াদ বিন বায়ান আলী বিন নুফায়ল সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, আমরা উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট বসা ছিলাম। আমরা পরস্পর মাহ্দী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ মাহ্দী ফাতেমার বংশধর।[৩৪১৮]

٤٠٨٧/٦- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْيَمَامِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَهْدِيُّ».

৬/৪০৮৭। হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় একাধিক ভুল করেন) আলী বিন যিয়াদ আল-ইয়ামামী (দঈফ বা দুর্বল) ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং জান্নাতবাসীর নেতা ঃ আমি, হামযা, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন ও মাহ্দী।[৩৪১৯]

৩৪১৭. আহমাদ ৬৪৬। সহীহাহ ২৩৭১, রাওদুন নাদীর ২/৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩৪১৮. আবূ দাঊদ ৪২৮৪। দঈফাহ ১/১০৮, রাওদুন নাদীর ২/৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪১৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৬৮৮, দঈফ আল-জামি'৫৯৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীসের রাবী হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবূ আসিম বলেন,তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৫৪, ৩০/১৫৮ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২১৮, ১০/২৮৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. আলী বিন যিয়াদ আল-ইয়ামামী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০৬৯, ২০/৪৩৩ নং পৃষ্ঠা) ৪. ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন

٤٠٨٨/٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبِيدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَطِّئُوْنَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِيْ سُلْطَانَهُ».

৭/৪০৮৮। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্‌রী ও ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী আবূ সালিহ আবদুল গাফফার বিন দাউদ আল-হাররানী ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ যুরআহ আমর বিন জাবির আল-হাদরামী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র বিন জাযই আয-যাবীদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মাহ্‌দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।[৩৪২০]

٣٥/٣٠. بَاب الْمَلَاحِمِ

৩০/৩৫. অধ্যায় : ভয়ংকর যুদ্ধ-সংঘর্ষ সম্পর্কে

٤٠٨٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلٌ وَابْنُ أَبِيْ زَكَرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِيْ مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَسَأَلَهُ عَنْ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «سَتُصَالِحُكُمْ الرُّوْمُ صُلْحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتَنْتَصِرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَنْصَرِفُوْنَ حَتَّى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِيْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيْبِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُوْمُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ».

٤٠٨٩/٢ (١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ فَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَأْتُوْنَ حِيْنَئِذٍ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০০৮, ২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪২০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৮২৬, দঈফ আল-জামি' ৬৪২১। **তাহকীক আলবানী**ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ যুরআহ আমর বিন জাবির আল-হাদরামী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৩৩৪, ২১/৫৫৯ নং পৃষ্ঠা)

১/৪০৮৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ঈসা বিন য়ূনুস আল-আওযাঈ হাস্‌সান বিন আতিয়্যাহ খালিদ বিন মা'দান জুবায়র বিন নুফায়র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন এক সাহাবী যী মিখমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (হাস্‌সান) বলেন, মাকহূল, বিন যাকারিয়্যা এবং তাদের সাথে আমিও খালিদ বিন মা'দান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর নিকট গেলাম। তিনি জুবাইর বিন নুফাইর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস্র বর্ণনা করে বলেন, জুবাইর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আমাকে বলেন, তুমি আমাদের সাথে যু মিখমারের নিকট চলো। তিনি ছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী। আমিও তাদের দু'জনের সাথে গেলাম। তিনি তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই রোমকরা আমাদের সাথে শান্তি চুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে এবং তোমরা ও তারা (পরস্পরের) শত্রু হবে। এরপর তোমরা বিজয়ী হবে এবং গনীমতের মাল লাভ করবে। তোমরা নিরাপদ থাকবে এবং (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসবে। এমনকি তোমরা সবুজ-শ্যামল উচ্চ স্থানে অবতরণ করবে। তখন ক্রুশধারীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ক্রুশ) উত্তোলন করে বলবে, সালীব (ক্রুশ) বিজয়ী হয়েছে। তখন এক মুসলমান ক্রোধান্বিত হয়ে ক্রুশের নিকট গিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। তখন রোমকরা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তাদের সকলে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/৪০৮৯(১)। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ দিমাশকী ওলীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ হাস্‌সান বিন আতিয়্যাহ খালিদ বিন মা'দান জুবায়র বিন নুফায়র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন এক সাহাবী যী মিখমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তবে তার বর্ণনায় আরো আছে ঃ তারা যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আশিটি পতাকার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।[৩৪২১]

٣/٤٠٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَقَعَتْ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِيَ هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمْ الدِّينَ».

৩/৪০৯০। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম উসমান বিন আবুল আতিকাহ সুলায়মান বিন হাবীব আল-মুহারিবী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা মাওয়ালীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা দীন ইসলামের সাহায্য করবেন।[৩৪২২]

٤/٤٠٩١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «سَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا

৩৪২১. আবূ দাউদ ২৭৬৭, ৪২৯২, আহমাদ ১৬৩৮৪, ২২৬৪৬, ২২৯৬৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৭২, মিশকাত ৫৪২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজু ফাদাইলুশ শাম ২৮, সহীহাহ ২৭৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

اللهُ ثُمَّ تُقَاتِلُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تُقَاتِلُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ» قَالَ جَابِرٌ فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتّٰى تُفْتَحَ الرُّوْمُ.

৪/৪০৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আল-হুসায়ন বিন আলী যাইদাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র জাবির বিন সামুরাহ নাফি' বিন উতবাহ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা তোমাদের অধীনে করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।[৩৪২৩]

٤٠٩٢/٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَإِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُطَيْبٍ السَّكُوْنِيِّ وَقَالَ الْوَلِيْدُ يَزِيْدُ بْنُ قُطْبَةَ عَنْ أَبِيْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ».

৫/৪০৯২। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ও ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ বাক্‌র বিন আবূ মারয়াম (দঈফ বা দুর্বল) আল-ওয়ালীদ বিন সুফইয়ান বিন আবূ মারয়াম (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ বাহরিয়্যাহ (ইয়াযীদ বিন কুতায়ব আস সাকূনী) (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন কায়স মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ঘোরতর যুদ্ধ,কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে।[৩৪২৪]

٤٠٩٣/٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ».

৬/৪০৯৩। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ বাকিয়্যাহ বাহীর বিন সা'দ খালিদ ইবনু আবূ বিলাল (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যুদ্ধ ও মদীনা

৩৪২৩. মুসলিম ২৯০০, আহমাদ ১৮৪৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২৪. তিরমিযী ২২৩৮, আবূ দাউদ ৪২৯৫। মিশকাত ৫৪৫২, দঈফ আল-জামি' ৫৯৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ বাক্‌র বিন আবূ মারয়াম সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৪১, ৩৩/১০৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. আল-ওয়ালীদ বিন সুফইয়ান বিন আবূ মারয়াম সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, তিনি ইয়াযীদ বিন কুতায়ব থেকে ও তার থেকে আবূ বাক্‌র বিন আবূ মারয়াম হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৭০৬, ৩১/১৫ নং পৃষ্ঠা)

(কনস্টান্টিনোপল) বিজয়ের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান হবে ছয় বছর এবং সপ্তম বর্ষে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[৩৪২৫]

٧/٤٠٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْحُنَيْنِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِبَوْلَاءَ ثُمَّ قَالَ ﷺ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ قَالَ بِأَبِي وَأُمِّي قَالَ إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْإِسْلَامِ أَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالْأَتْرِسَةِ وَيَأْتِي آتٍ فَيَقُولُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلَادِكُمْ أَلَا وَهِيَ كِذْبَةٌ فَالْآخِذُ نَادِمٌ وَالتَّارِكُ نَادِمٌ».

৭/৪০৯৪। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্বী আবূ ইয়া'কূব আল-হুনায়নী (দঈফ বা দুর্বল) কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) (মাকবূল) দাদা আমর বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিকটবর্তী বাওনা নামক স্থান অস্ত্র সজ্জিত মুসলমানদের পদানত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আলী, হে আলী! হে আলী! আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেন ঃ অচিরেই তোমরা বনু আসফারের (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরবর্তী হিজাযের মুসলমানগণ ও যারা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দায় কর্ণপাত করে না, যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, যতক্ষণ না তাদের কাছে ইসলামের শাশ্বত বিধান বিকশিত হয়। অতঃপর তারা তাসবীহ ও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। ফলে এতো অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল তাদের হস্তগত হবে যতোটা ইতোপূর্বে কখনো তাদের হস্তগত হয়নি। এমনকি তারা খাঞ্চা ভর্তি করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে বলবে, তোমাদের শহরে মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। সাবধান! সে খবরটি হবে মিথ্যা। সুতরাং এর গ্রহীতাও লজ্জিত হবে এবং অগ্রাহ্যকারীও লজ্জিত হবে।[৩৪২৬]

৩৪২৫. আবূ দাউদ ৪২৯৬। মিশকাত ৫৪২৬। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তাকে স্রিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্রিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৩৮, ৪/১৯২ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইবনু আবূ বিলাল সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার লিসানুল মিযান গ্রন্থে তাকে মাকবূল বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৯১, ১৪/৩৫২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪২৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৭৯০, দঈফ আল-জামি' ৭৬২৬। **তাহক্বীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ইয়া'কূব আল-হুনায়নী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল

٤٠٩٥/٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنِيْ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ إِلَيْكُمْ فِيْ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

৮/৪০৯৫। [আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম] [আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম] [আবদুল্লাহ ইবনুল আলা'] [বুসর বিন উবায়দুল্লাহ] [আবূ ইদরীস আল-খাওলানী] [আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অচিরেই তোমাদের ও বনু আসফারের (রোমক) মধ্যে চুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্য) আশিটি পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীন থাকবে বারো হাজার সৈন্য।[৩৪২৭]

٣٠/٣٦. بَاب التُّرْكِ

৩০/৩৬. অধ্যায় : তুর্কীজাতি

٤٠٩٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ».

১/৪০৯৬। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [আয যুহরী] [সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি অবহিত হয়েছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী পাদুকা পরিধান করে। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা হবে ক্ষুদ্র চোখবিশিষ্ট।[৩৪২৮]

٤٠٩٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ».

করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৩৭, ২/৩৯৬ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্বীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৯৪৮, ২৪/১৩৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪২৭. সহীহুল বুখারী ৩১৭৬ আবূ দাউদ ৫০০০, আহমাদ ২৩৪৫১, ২৩৪৫৯, ২৩৪৬৫, ২৩৪৭৬। সহীহ আল-জামি' ২৯৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪২৮. সহীহুল বুখারী ২৯২৮, ২৯২৯, মুসলিম ২৯১২, তিরমিযী ২২১৫, আবূ দাউদ ৪২০৩, ৪৩০৪, আহমাদ ৭২২২, ৭৬১৯, ৭৯২৭, ২৭৪৬০, ৮৯২১, ৯৭৯৬, ১০০২৪, ১০৪৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/৪০৯৭। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ⟩⟨আবুয যিনাদ⟩⟨আল-আ'রাজ⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুদ্র চোখ এবং উন্নত ও চেপ্টা নাকবিশিষ্ট এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারা হবে রক্তিম বর্ণ। তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের পাদুকা হবে পশমযুক্ত।[৩৪২৯]

٤٠٩٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ».

৩/৪০৯৮। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨আসওয়াদ বিন আমির⟩⟨জারীর বিন হাযিম⟩⟨আল-হাসান⟩⟨আমর বিন তাগলিব (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে চওড়া ও রক্তিমাভ। কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী জুতা পরিধান করে।[৩৪৩০]

٤٠٩٩/٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ وَيَتَّخِذُوْنَ الدَّرَقَ يَرْبُطُوْنَ خَيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ».

৪/৪০৯৯। ⟨আল-হাসান বিন আরাফাহ⟩⟨আম্মার বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)⟩⟨আল-আ'মাশ⟩⟨আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান)⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা ক্ষুদ্র চোখ ও চেপ্টা মুখাবয়ববিশিষ্ট এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ হবে ফড়িং-এর চোখের মত। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। তারা পশমী জুতা পরিধান করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে।[৩৪৩১]

৩৪২৯. সহীহুল বুখারী ২৯২৮, ২৯২৯, মুসলিম ২৯১২, তিরমিযী ২২১৫, আবূ দাউদ ৪২০৩, ৪৩০৪, আহমাদ ৭২২২, ৭৬১৯, ৭৯২৭, ২৭৪৬০, ৮৯২১, ৯৭৯৬, ১০০২৪, ১০৪৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৩০. সহীহুল বুখারী ২৯২৭, আহমাদ ২০১৫১, ২০১৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৩১. আহমাদ ১০৮৬৮। সহীহাহ ২৪২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আম্মার বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৭০, ২১/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

(٣١) كِتَاب الزُّهْدِ

পর্ব (৩১) : পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

١/٣١. بَاب الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

৩১/১. অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

١/٤١٠٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ وَاقِدٍ كالْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَـيْسَ الزَّهَـادَةُ فِي الدُّنْيَـا بِتَحْـرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا فِيْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنْ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِيْ يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِيْ يَدِ اللهِ وَأَنْ تَكُوْنَ فِيْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيْهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ» قَـالَ هِـشَامٌ كَانَ أَبُـوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ يَقُوْلُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيْثِ فِي الْأَحَادِيْثِ كَمِثْلِ الْإِبْرِيْزِ فِي الذَّهَبِ.

১/৪১০০। হিশাম বিন আম্মার, আমর বিন ওয়াকিদ আল-কুরাশী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) য়ূনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস, আবূ ইদরীস আল-খাওলানী, আবূ যার্র আল-গিফারী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধনসম্পদ ধ্বংস করা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহ্‌দ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো ঃ আল্লাহর নিকট যা আছে তার চেয়ে তোমার নিকট যা আছে তার উপর অধিক নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে সওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে পতিত না হওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া। হিশাম (রাঃ) বলেন, আবূ ইদরীস আল-খাওলানী (রাঃ) বলেছেন, হাদীস্র ভাণ্ডারে এ হাদীস্রটি যেন স্বর্ণ খনির খাঁটি সোনা।[৩৪৩২]

٢/٤١٠١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِيْ خَلَّادٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْـدًا فِي الدُّنْيَـا وَقِلَّـةَ مَنْطِـقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ».

২/৪১০১। হিশাম বিন আম্মার, আল-হাকাম বিন হিশাম, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আবূ ফারওয়াহ (দঈফ বা দুর্বল), আবূ খাল্লাদ (রাঃ) তিনি স্নাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন তোমরা এমন লোক দেখতে পাবে যাকে দুনিয়াতে যুহদ দান করা হয়েছে এবং স্বল্পভাষী

৩৪৩২. তিরমিযী ২৩৪০। মিশকাত ৫৩০১। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আমর বিন ওয়াকিদ আল-কুরাশী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বুরকানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪৬৮, ২২/২৮৬ নং পৃষ্ঠা)

করা হয়েছে, তখন তোমরা তার নৈকট্য ও সাহচর্য অবলম্বন করবে। কারণ তাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে।[৩৪৩৩]

٣/٤١٠٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوْكَ».

৩/৪১০২। আবূ উবায়দাহ বিন আবুস সাফার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) শিহাব বিন আব্বাদ খালিদ বিন আমর আল-কুরাশী (তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত) সুফইয়ান আস্র স্রাওরী আবূ হাযিম সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।[৩৪৩৪]

٤/٤١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِيْنٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ فَبَكَى أَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيْكَ أَيْ خَالِ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ عَلَى كُلٍّ لَا وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ «إِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ».

৩৪৩৩ .হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৯২৩, দঈফ আল-জামি' ৫০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০০১, ৩২/১৫৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৪ .হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯৪৪, তাহকীকুর রিয়াদ ৪৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ উবায়দাহ বিন আবুস সাফার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র শ্রবণ করিনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন,তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০, ১/৩৬৭ নং পৃষ্ঠা) ২. খালিদ বিন আমর আল-কুরাশী সম্পর্কে আবূ বাকার আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল** ঃ রাবী নং ১৬৩৮, ৮/১৩৮ নং পৃষ্ঠা)

৪/৪১০৩। [মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্][জারীর][মানসূর][আবূ ওয়াইল][সামুরাহ বিন সাহ্ম (মাজহুল বা অপরিচিত)][বলেন, আমি আবূ হাশিম বিন উতবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে গেলাম। তিনি বর্শার আঘাতে আহত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাকে দেখতে এলেন। আবূ হাশেম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কেঁদে দিলে তিনি বলেন, হে মামা! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে। আঘাতের যন্ত্রণা, নাকি পার্থিব কিছু? পার্থিব কিছু হলে তার উৎকৃষ্ট অংশ তো অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বলেন, এর কোনটিই নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তা অনুসরণ করতাম। তিনি বলেছিলেন ঃ "হয়তো তুমি পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে যা তুমি জনগণের মধ্যে বিতরণ করবে। তখন তোমার জন্য একটি খাদেম এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট"। আমি সেই প্রাচুর্য লাভ করেছি কিন্তু তা (বিতরণ না করে) পুঞ্জীভূত করে রেখেছি।[৩৪৩৫]

٥/٤١٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اشْتَكَى سَلْمَانُ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَآهُ يَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيْكَ يَا أَخِيْ أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَلَيْسَ أَلَيْسَ قَالَ سَلْمَانُ مَا أَبْكِيْ وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ مَا أَبْكِيْ ضِنًّا لِلدُّنْيَا وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَمَا أُرَانِيْ إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ «أَنَّهُ يَكْفِيْ أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلَا أُرَانِيْ إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللهَ عِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ إِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ» قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَغَنِيْ أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلَّا بِضْعَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ.

৫/৪১০৪। [হাসান বিন আবুর রাবী'][আবদুর রায্যাক][জা'ফার বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)][সাবিত][আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)][বলেন, সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] অসুস্থ হয়ে পড়লে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে দেখতে যান। তিনি তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহচর্য লাভ করেননি? আপনি কি এই এই (ভালো কাজ) করেননি। সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি এই দু'টির কোনটির জন্যই কাঁদছি না। আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপে বা আখেরাতের পরিণতির আশংকায় কাঁদছি না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে হয় আমি তাতে সীমালংঘন করেছি। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তিনি আপনার থেকে কী প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তিনি এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, "তোমাদের যে কোন ব্যক্তির একজন পর্যটকের সমপরিমাণ পাথেয় যথেষ্ট"। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, আমি সীমালংঘন করে ফেলেছি। হে ভাই সা'দ! যখন তুমি বিচার মীমাংসা করবে, ভাগ-বাঁটোয়ারা করবে এবং কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে। সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, (মৃত্যুর সময়) সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার ভরণপোষণের জন্য সঞ্চিত মাত্র বিশাধিক দিরহাম রেখে যান।[৩৪৩৬]

৩৪৩৫. তিরমিযী ২৩২৭। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী সামুরাহ বিন সাহ্ম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার থেকে আবূ ওয়াইল ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৮৬, ১২/১৩৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সালমান ও সাবিত এর কাওলটি সহীহ; সালমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কওল সহীহাহ ৪/২৯৪, সাবিত এর কওল আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৯৯।

٢/٣١. بَاب الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

৩১/২. অধ্যায় : পার্থিব চিন্তা

١/٤١٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ».

১/৪১০৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ⟩⟨ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ⟩⟨ শু'বাহ ⟩⟨ 'আমর বিন সুলায়মান ⟩⟨ আবদুর রহমান বিন আবান বিন উসমান বিন আফ্‌ফান ⟩⟨ তার পিতা (আবান বিন উসমান) ⟩⟨ বলেন, যায়দ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এ সময় তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমাদের শ্রুত কতক হাদীস শোনার জন্য মারওয়ান আমাদের ডেকেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে।[৩৪৩৭]

٢/٤١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ».

২/৪১০৬। 'আলী বিন মুহাম্মাদ ও হুসায়ন বিন আবদুর রহমান (মাকবূল) ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ⟩⟨ মুআবিয়াহ আন নাসরী (মাকবূল) ⟩⟨ নাহশাল (বিন সাঈদ বিন ওয়ারদান) (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইসহাক বিন রাহওয়ায় তাকে মিথ্যুক বলেছেন) ⟩⟨ দহ্‌হাক ⟩⟨ আল-আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ

উক্ত হাদীসের রাবী জা'ফার বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার দোষত্রুটি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৯৪৩, ৫/৪৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৭ .হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

যার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখেরাত, তার পার্থিব চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় মোহগ্রস্ত থাকে তার যে কোন উপত্যকায় বা প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে আল্লাহর কোন পরোয়া নাই।[৩৪৩৮]

٤١٠٧/٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

৩/৪১০৭। নাসর বিন আলী আল-জাহদামী আবদুল্লাহ বিন দাঊদ ইমরান বিন যাইদাহ তার পিতা (যাইদাহ) (মাকবূল) আবূ খালিদ আল-ওয়ালীবী (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহাপবিত্র আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবো এবং তোমার দারিদ্র দূর করবো। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পেরেশানী দিয়ে পূর্ণ করবো এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করবো না।[৩৪৩৯]

٣/٣١. بَاب مَثَلُ الدُّنْيَا

৩১/৩. অধ্যায় : দুনিয়ার উদাহরণ

٤١٠٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ».

১/৪১০৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও মুহাম্মাদ বিন বিশর ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়স বিন আবূ হাযিম বনূ ফিহ্‌রের সদস্য মুসতাওরিদ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আংগুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তা তুলে আনলো। সে লক্ষ্য করুক তার আংগুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।[৩৪৪০]

৩৪৩৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৮৩, মিশকাত ২৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী নাহশাল (বিন সাঈদ বিন ওয়ারদান) সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস চুরি করে শ্রবণ করার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন আমর বলেন, দহহাক কর্তৃক জাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ বলেন, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুলায়মান বিন দাউদ আত-তায়ালাসী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৬৪৮৩, ৩০/৩১ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৩৯. তিরমিযী ২৪৬৬। সহীহাহ ১৩৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৪০. মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৩, আহমাদ ১৭৫৪৭, ১৭৫৪৮। রাওদুন নাদীর ৮৫২, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১০২।

٤١٠٩/٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

২/৪১০৯। ∝[ইয়াহইয়া বিন হাকীম][আবূ দাঊদ][আল-মাসঊদী (তিনি সত্যবাদী তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)][আমর বিন মুররাহ][ইবরাহীম][আলকামাহ][আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহের চামড়ায় (মাদুরের) দাগ বসে গেলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য মাদুরের উপর কিছু বিছিয়ে দিতাম। তাহলে তা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমি দুনিয়াতে এমন এক মুসাফির বৈ তো কিছু নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলো, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের পানে চলে গেলো।[৩৪৪১]

٤١١٠/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَمُحَمَّدُ الصَّبَّاحُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا فَقَالَ «أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا».

৩/৪১১০। ∝[হিশাম বিন আম্মার, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ][আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর (দঈফ বা দুর্বল)][আবূ হাযিম][সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে থাকাকালে একটি মৃত বকরী চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কী ধারণা, এই বকরিটা তার মালিকের কাছে তুচ্ছ নয় কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মৃত বকরীটা তার মালিকের নিকট যতোটা তুচ্ছ, অবশ্যই এ দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ। এ দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর নিকট মশার একটি পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।[৩৪৪২]

৩৪৪১. তিরমিযী ২৩৭৭। সহীহাহ ৪৩৯, ৪৪০, তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ৪৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-মাসঊদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।সহীহাহ ৬৮৬, ২৪৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা বিন মানযূর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু

٤١١١/٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ إِنِّي لَفِي الرَّكْبِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَى عَلَى سَخْلَةٍ مَنْبُوْذَةٍ قَالَ فَقَالَ «أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا».

৪/৪১১১। ইয়াহইয়া বিন হাবীব বিন আরাবী হাম্মাদ বিন যায়দ মুজালিদ বিন সাঈদ আল-হামদানী (তিনি নির্ভরযোগ্য নন, শেষ বয়সে তার বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন) কায়স বিন আবূ হাযিম আল-হামদানী মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাফেলার সাথে ছিলাম। তিনি রাস্তার পাশে ফেলে রাখা একটি বকরীর মৃত ছানার নিকট এসে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জানো, এই বকরির মৃত বাচ্চাটি তার মালিকের নিকট কতো তুচ্ছ? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মূল্যহীন হওয়ার দরুনই তারা এটাকে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এটা তার মালিকের নিকট যতোটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও অধিক মূল্যহীন ও তুচ্ছ।[৩৪৪৩]

٤١١٢/٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ «الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا».

৫/৪১১২। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী আবূ খুলায়দ উতবাহ বিন হাম্মাদ আদ-দিমাশকী ইবনু সাওবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আতা' বিন কুররাহ আবদুল্লাহ বিন দমরাহ আস সালূসী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ অনান্য আমল অথবা আলেম ও এলেম অন্বেষণকারী ব্যতীত।[৩৪৪৪]

হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়্যা এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১২৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৭টি জাল, ২০টি খুবই দুর্বল, ৪৩টি দুর্বল, ২৪টি হাসান, ২৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩২১, আবূ দাঊদ ১৮৬, দারিমী ২৭৩৭, আহমাদ ৩০৩৯, ৮২৫৯, ১৪৫১৩, ১৭৫৫২, ১৭৫৬০, ১৮৪৮৪, মু'জামুল আওসাত ২৯১৩, ৫৩৬১, শারহুস সুন্নাহ ৪০২৫।

৩৪৪৩. তিরমিযী ২৩২১। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১০১, সহীহাহ ২৪৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুজালিদ বিন সাঈদ আল-হামদানী সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মুজালিদ বিন সাঈদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১২৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৭টি জাল, ২০টি খুবই দুর্বল, ৪৩টি দুর্বল, ২৪টি হাসান, ২৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩২১, আবূ দাঊদ ১৮৬, দারিমী ২৭৩৭, আহমাদ ৩০৩৯, ৮২৫৯, ১৪৫১৩, ১৭৫৫২, ১৭৫৬০, ১৮৪৮৪, মু'জামুল আওসাত ২৯১৩, ৫৩৬১, শারহুস সুন্নাহ ৪০২৫।

.৩৪৪৪ তিরমিযী ২৩২২। মিশকাত ৫১৭৬, আত তা'লীকুর রাগীব ১/৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٤١١٣/٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

৬/৪১১৩। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্মান আল-উস্মানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের বেহেশতখানা।[৩৪৪৫]

٤١١٤/٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ».

৭/৪১১৪। ইয়াহইয়া বিন হাবীব বিন আরাবী হাম্মাদ বিন যায়দ লায়স্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) মুজাহিদ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দেহ স্পর্শ করে বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো।[৩৪৪৬]

٤/٣١. بَاب مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

৩১/৪. অধ্যায় : লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না

٤١١٥/١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوْكِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ رَجُلٌ ضَعِيْفٌ مُسْتَضْعِفٌ ذُوْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু স্নাওবান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭৫, ১৭/১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪৫. মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযী ২৩২৪, আহমাদ ৮০৯০, ৯৯১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্মান আল-উস্মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্নিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্নিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্নিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্নিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪৬. সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, আহমাদ ৪৭৫০, ৪৯৮২, ৬১৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** " وعد .... " বাক্যটি ব্যতীত সহীহ। রাওদুন নাদীর ৫৭৪।
উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

১/৪১১৫। হিশাম বিন আম্মার সুওয়ায়দ বিন আবদুল আযীয (দঈফ বা দুর্বল) যায়দ বিন ওয়াকিদ বুসর বিন উবায়দুল্লাহ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের বাদশাহ্দের সম্পর্কে অবহিত করবো না। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ দু'টি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দুর্বল ও অনাহারী ব্যক্তি যাকে ধর্তব্যে আনা হয় না। কিন্তু সে কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা অবশ্যই পূর্ণ করেন (সে হবে জান্নাতের বাদশাহ্)।[৩৪৪৭]

٤١١٦/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ».

২/৪১১৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান মা'বাদ বিন খালিদ হারিসাহ বিন ওয়াহব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না যে, কারা জান্নাতী হবে? যারা দুর্বল এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না যে, কারা জাহান্নামী হবে? প্রত্যেক অবাধ্য, আহাম্মক ও দাম্ভিক ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।[৩৪৪৮]

٤١١٧/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِيْ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ غَامِضٌ فِي النَّاسِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيْهِ».

৩/৪১১৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমর বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) স্বাদাকাহ বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম বিন মুররাহ আয়্যূব বিন সুলায়মান (দঈফ বা দুর্বল) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ লোকেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈর্ষণীয় হলো সেই মুমিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা (স্বল্প সম্পদ ও ক্ষুদ্র পরিবার) এবং যে নামাযে মনোযোগী, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না,আর নূন্যতম প্রয়োজন মাফিক তার রিযিক এবং তাতেই ধৈর্য ধারণকারী। অচিরেই তার মৃত্যু হয়, তার পরিত্যক্ত সম্পদও কম এবং তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম।[৩৪৪৯]

৩৪৪৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুওয়ায়দ বিন আবদুল আযীয সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয নয়, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৪৪, ১২/২৫৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৪৮. মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, আহমাদ ১৮২৫৩। তাখরীজু মুশকিলাতুল ফিকর ১২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৪৯. তিরমিযী ২৩৪৭, আহমাদ ২১৬৬৩, ২১৬৯৩। মিশকাত ৫১৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٤١١٨/٤- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِي التَّقَشُّفَ».

৪/৪১১৮। কাসীর বিন উবায়দ আল-হিমসী আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুল্লাহ বিন আবূ উমামাহ আল-হারিস্রী তার পিতা (আবূ উমামাহ আল-হারিস্রী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপনই ঈমান। রাবী বলেন, 'বাযাযাহ'-এর অর্থ কাশাফাহ্ অর্থাৎ বিলাস-বাসনা ত্যাগ করা, সাদামাটা জীবন নির্বাহ করা।[৩৪৫০]

٤١١٩/٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

৫/৪১১৯। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ইবনু খুসায়ম শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) আসমা' বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দিবো না? তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের দেখলে মহান আল্লাহর স্মরণ হয়।[৩৪৫১]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আমর বিন আবূ সালামাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৩৭৮, ২২/৫১ নং পৃষ্ঠা) ২. সাদাকাহ বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আওযাঈ বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৮৬৩, ১৩/১৩৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আয়্যূব বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী, ইমাম যাহাবী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬১৫, ৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫০. আবূ দাউদ ৪১৬১। সহীহাহ ৩৪১, তাখরীজুল ঈমান লি ইবনুস সালাম ২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-ইসমাঈলী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬১৬, ৩/৪৭৪ নং পৃষ্ঠা) ২. উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫০২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٥/٣١. بَاب فَضْلِ الْفُقَرَاءِ

৩১/৫. অধ্যায় : গরীবদের ফাযীলাত

٤١٢٠/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ قَالُوْا رَأْيَكَ فِيْ هَذَا نَقُوْلُ هَذَا مِنْ أَشْرَفِ النَّاسِ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ هَذَا قَالُوْا نَقُوْلُ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ لَمْ يُنْكَحْ وَإِنْ شَفَعَ لَا يُشَفَّعْ وَإِنْ قَالَ لَا يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَهَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا».

১/৪১২০। ✧[মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ সাব্বাহ][আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম][আমার পিতা (আবূ হাযিম][সাহল বিন সা'দ আল-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]✧ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। নবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে কী বলো? সাহাবীগণ বলেন, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত হবে যথার্থ। আমরা বলি, সে সুপারিশ করলে তা মঞ্জুর করা হয়। সে কথা বললে তা শোনা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ থাকলেন। ইত্যবসরে আরেক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কী বলো? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বলি যে, এ ব্যক্তি তো দীনহীন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে এতই যোগ্য যে, সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, সুপারিশ করলে তা মঞ্জুর করা হয় না এবং কথা বললে তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের দ্বারা পৃথিবী ভরে গেলেও শেষোক্ত ব্যক্তি তাদের চেয়ে উত্তম।[৩৪৫২]

٤١٢١/٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ».

উক্ত হাদীসের রাবী ১. সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫২ .সহীহুল বুখারী ৫০৯১। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

২/৪১২১। উবায়দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুবায়রী হাম্মাদ বিন ঈসা (দঈফ বা দুর্বল) মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) আল-কাসিম বিন মিহরান (মাজহুল বা অপরিচিত) ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহর যে মুমিন বান্দা দরিদ্র ও অধিক সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও যাচঞা করা থেকে বিরত থাকে, তিনি তাকে ভালোবাসেন।[৩৪৫৩]

٦/٣١. بَاب مَنْزِلَةِ الْفُقَرَاءِ

৩১/৬. অধ্যায় : দরিদ্রদের মর্যাদা

٤١٢٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ».

১/৪১২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দরিদ্র মুমিনগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর অর্ধ দিনের পরিমাণ হবে পাঁচ শত বছর।[৩৪৫৪]

٤١٢٣/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ».

৩৪৫৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫২৬৫, দঈফাহ ৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাম্মাদ বিন ঈসা সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ নাসর বিন মাকূলা বলেন, তার একাধিক হাদীস্র দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৪৮৬, ৭/২৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বাযযার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ২৯/১০৪) ৩. আল-কাসিম বিন মিহরান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৮২৯, ২৩/৪৫৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু হাম্মাদ বিন ঈসা, মূসা বিন উবায়দাহ ও আল-কাসিম বিন মিহরান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি খুবই দুর্বল, ১০টি দুর্বল, ৫টি হাসান, ৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আল-ফাওয়াইদ ১২৯৯, মু'জামুল কাবীর ৪৪১, ৬০৭, আল-ইয়াল ৯৬।

৩৪৫৪. তিরমিযী ২৩৫৩। তাখরীজুল মিশকাত ৫২৪৩, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৮৮, তাহকীকু রাফউল আসতার ১০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২/৪১২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বাকর বিন আবদুর রহমান ঈসা ইবনুল মুখতার মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের বিত্তবানদের তুলনায় পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৪৫৫]

٤١٢٤/٣- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُوْ غَسَّانَ بَهْلُوْلٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِيَاءَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ «أَلَا أُبَشِّرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ تَلَا مُوْسَى هَذِهِ الْآيَةَ { وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ }».

৩/৪১২৪। ইসহাক বিন মানসূর আবূ গাস্‌সান বাহলূল মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন দীনার আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা দরিদ্র মুহাজিরদের উপর তাদের ধনীদের যে মর্যাদা (সম্পদের প্রাচুর্য) দান করেছেন, তারা সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেন ঃ হে অভাবী সমাজ! আমি কি তোমাদেরকে এ সুসংবাদ দিবো না যে, দরিদ্র মুমিনগণ তাদের ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিন অর্থাৎ পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অতঃপর মূসা বিন উবায়দা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান " (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৭)।[৩৪৫৬]

٧/٣١. بَاب مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ

৩১/৭. অধ্যায় : দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করা

৩৪৫৫. তিরমিযী ২৩৫১। তাহকীকু রাফউল আসতার ১০৬, মিশকাত ২১৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ আল-আওফী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-বায্যার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫০৬, ২৯/১০৪)

١/٤١٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ أَبُوْ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ أَبُوْ إِسْحٰقَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ «يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَنِّيْهِ أَبَا الْمَسَاكِيْنِ».

১/৪১২৫। [আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-কিন্দী] [ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আত-তায়মী আবূ ইয়াহইয়া (দঈফ বা দুর্বল)] [ইবরাহীম আবূ ইসহাক আল-মাখযূমী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)] [আল-মাকবূরী] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, জাফর বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফকীর-মিসকীনদের মহব্বত করতেন, তাদের সাথে ওঠাবসা করতেন এবং তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আর তারাও তার সাথে আলাপ-আলোচনা করতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আবুল মাসাকীন (দরিদ্রদের পিতা) উপাধি দেন।[৩৪৫৭]

٢/٤١٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ «اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ».

২/৪১২৬। [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ] [আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন)] [ইয়াযীদ বিন সিনান (দঈফ বা দুর্বল)] [আবুল মুবারাক (মাজহুল বা অপরিচিত)] [আতা'] [আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, তোমরা মিসকীনদের মহব্বত করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর দুআ'য় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান করো এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত করো "।[৩৪৫৮]

৩৪৫৭. সহীহুল বুখারী ৫৪৩২, তিরমিযী ৩৭৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আত-তায়মী আবূ ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪২২, ৩/৩৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবরাহীম আবূ ইসহাক আল-মাখযূমী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪, ২/১৬৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৫৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৩০৮, ইরওয়া' ৮৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন সিনান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০০১, ৩২/১৫৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবুল মুবারাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী, ইমাম তিরমিযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৬০০, ৩৪/২৪৯

٤١٢٧/٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِيْ سَعْدٍ الْأَزْدِيِّ وَكَانَ قَارِئَ الْأَزْدِ عَنْ أَبِي الْكَنُوْدِ عَنْ خَبَّابٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَطْرُدْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِلَى قَوْلِهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ } . قَالَ جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فَوَجَدَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِدًا فِيْ نَاسٍ مِنْ الضُّعَفَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حَقَرُوْهُمْ فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوْا إِنَّا نُرِيْدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا فَإِنَّ وُفُوْدَ الْعَرَبِ تَأْتِيْكَ فَنَسْتَحْيِيْ أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قَالَ فَدَعَا بِصَحِيْفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ وَنَحْنُ قُعُوْدٌ فِيْ نَاحِيَةٍ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ { وَلَا تَطْرُدْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ } ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَالَ { وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ } ثُمَّ قَالَ { وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } قَالَ فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ قَامَ وَتَرَكَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ } وَلَا تُجَالِسْ الْأَشْرَافَ { تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا } يَعْنِيْ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ { وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } قَالَ هَلَاكًا قَالَ أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . »

قَالَ خَبَّابٌ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِيْ يَقُوْمُ فِيْهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُوْمَ.

৩/৪১২৭। ❮আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান❯❮আমার বিন মুহাম্মাদ আল-আনকাযী❯❮আসবাত বিন নাস্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)❯❮আস-সুদ্দী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)❯❮আবূ সা'দ আল-আযদী (মাকবূল)❯❮আবুল কানূদ (মাকবূল)❯❮খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)❯ মহান আল্লাহর বাণী (অনুবাদ) ঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন

নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন সিনান ও আবুল মুবারাক এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৭টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ১টি জাল, ৩টি খুবই দুর্বল, ৭টি দুর্বল, ৫টি হাসান, ১১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২৩৫২, শুআবুল ঈমান ১৪৫১।

কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে " (সূরা আনআম ঃ ৫২)। তিনি উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, আক্রা' বিন হাবিস আতম-তামীমী ও উইয়ায়নাহ বিন হিস্‌ন আল-ফাযারী রাসূলুল্লাহ এর নিকট আসলো। তারা রাসূলুল্লাহ কে সুহায়ব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা দেখলো। তারা নবী এর চারপাশে তাদের উপবিষ্ট দেখে তাদেরকে হেয় জ্ঞান করলো। তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে একান্তে তাঁকে বললো, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকট আরবের প্রতিনিধিদলসমূহ আসে। এই দাসদের সাথে আরবরা আমাদেরকে উপবিষ্ট দেখলে তাতে আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকট আসবো তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনার নিকট থেকে বিদায় নেয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসুন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা! দেখা যাক। তারা বললো, আপনি আমাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে দিন। রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী কে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিবরীল এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন (অনুবাদ) ঃ "যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে " (সূরা আনআম ঃ ৫২)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকরা বিন হাবেস ও উয়াইনা বিন হিসন-এর সম্পর্কে নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "এভাবেই আমি তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন ? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকেদের সম্পর্কে বিশেষ অবহিত নন" (সূরা আনআম ঃ ৫৩)?

অতঃপর আল্লাহ বলেন, "যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তুমি তাদের বলো ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন" (সূরা আনআম ঃ ৫৪)। রাবী বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাঁর এতো নিকটবর্তী হলাম যে, আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ আমাদের সাথে বসতেন এবং যখন উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাদের ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদের সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তোষ লাভের আশায় এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮) আর তুমি অভিজাতদের সাথে বসো না এবং যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি তার অনুসরণ করো না। যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং কাজেকর্মে সীমা অতিক্রম করে (অর্থাৎ উয়াইনা ও আকরা) তার কৃতকর্ম বরবাদ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দু' ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ও পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করেন (সূরা কাহফের ৩২ নং ও ৪৫ নং আয়াত দ্রঃ) খাব্বাব বলেন, অতঃপর আমরা নবী এর সাথে বসতাম। যখন তাঁর উঠার সময় হতো তখন আমরা তাঁর আগে উঠে যেতাম, অতঃপর তিনি উঠতেন।[৩৪৫৯]

৩৪৫৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤١٢٨/٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا سِتَّةٍ فِيَّ وَفِي ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَصُهَيْبٍ وَعَمَّارٍ وَالْمِقْدَادِ وَبِلَالٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّا لَا نَرْضَى أَنْ نَكُوْنَ أَتْبَاعًا لَهُمْ فَاطْرُدْهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْخُلَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «{ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ } الْآيَةَ».

৪/৪১২৮। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ দাঊদ কায়স ইবনুর রাবী' মিকদাম বিন শুরায়হ তার পিতা (শুরায়হ বিন হানী) সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এ আয়াত আমাদের ছ'জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ আমি, বিন মাসঊদ, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো, আমরা এসব লোকের সাথে বসতে সম্মত নই। আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। রাবী বলেন, এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্তরে আল্লাহর মর্জি একটা ধারণার উদয় হলো। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কাজের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আনআম ঃ ৫২)।[৩৪৬০]

٨/٣١. بَاب فِي الْمُكْثِرِيْنَ

৩১/৮. অধ্যায় : সম্পদশালীদের সম্পর্কে

٤١٢٩/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِيْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعٌ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ».

১/৪১২৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব বাকর বিন আবদুর রহমান ঈসা ইবনুল মুখতার মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ প্রাচুর্যের মালিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে পেছনে (আল্লাহর পথে) নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তারা ব্যতীত।[৩৪৬১]

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আসবাত বিন নাস্র সম্পর্কে মূসা বিন হারূন বলেন, তেমন কোন সমস্য নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩২১, ২/৩৫৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আস-সুদ্দী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬২, ৩/১৩২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬০. মুসলিম ২৪১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৬১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٤١٣٠/٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ».

২/৪১৩০। «আল-আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী»«নাদর বিন মুহাম্মাদ»«ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)»«আবূ যুমায়ল সিমাক»«মালিক বিন মারসাদ»«তার পিতা (মারসাদ) (মাকবূল)»«আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)» তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সম্পদশালীরা কিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে। কিন্তু যারা নিজেদের মাল এদিক সেদিক (আল্লাহর পথে) খরচ করে এবং পবিত্র পন্থায় তা উপার্জন করে তারা এর ব্যতিক্রম।[৩৪৬২]

٤١٣١/٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا».

৩/৪১৩১। «ইয়াহইয়া বিন হাকীম»«ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান»«মুহাম্মাদ বিন আজলান»«তার পিতা (আজলান)»«আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)» তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বিপুল প্রাচুর্যের মালিকরা হলো নীচু স্তরের লোক। তবে যারা বলেছে, এই দিকে ও এই দিকে বিলিয়ে দাও তারা ব্যতীত। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।[৩৪৬৩]

٤١٣٢/٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ».

৪/৪১৩২। «ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)»«আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)»«আবূ সুহায়ল বিন মালিক»«তার পিতা (মালিক বিন আবূ

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দ্বঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ আল-আওফী সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬২. সহীহুল বুখারী ৬৪৪৩, আহমাদ ২০৮৯০। সহীহাহ ১৭৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০০৮,২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬৩. আহমাদ ৮২৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

আমির)[আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] নবী (সাঃ) বলেন ঃ আমি পছন্দ করি না যে, উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ আমার অধিকারে থাক এবং তৃতীয় দিনেও তার কিছু আমার নিকট অবশিষ্ট থাক, তবে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া।[৩৪৬৪]

٥/٤١٣٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِيْ وَصَدَّقَنِيْ وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِيْ وَلَمْ يُصَدِّقْنِيْ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ».

৫/৪১৩৩। [হিশাম বিন আম্মার][সদাকাহ বিন খালিদ][ইয়াযীদ বিন আবূ মারয়াম][আবূ উবায়দুল্লাহ মুসলিম বিন মিশকাম][আমর বিন গায়লান আস-সাকাফী (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান এনেছে, আমার সত্যতা স্বীকার করেছে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে জ্ঞান করেছে, আপনি তার ধনবল ও জনবল হ্রাস করে দিন, আপনার সাক্ষাত তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন এবং তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করুন। আর যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে মেনে নেয়নি এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে জ্ঞান করেনি,আপনি তার ধনবল ও জনবল বৃদ্ধি করুন এবং তার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করুন।[৩৪৬৫]

٦/٤١٣٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِيْنَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزِيْنَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيْطِيِّ عَنْ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً فَرَدَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِيْ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهَا وَفِيْمَنْ بَعَثَ بِهَا قَالَ نُقَادَةُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا قَالَ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ أَكْثِرْ مَالَ فُلَانٍ لِلْمَانِعِ الْأَوَّلِ وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ لِلَّذِيْ بَعَثَ بِالنَّاقَةِ».

৬/৪১৩৪। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আফফান][গাস্‌সান বিন বুরযীন (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন)][সায়্যার বিন সালামাহ][বারা' আস সালীতী

৩৪৬৪. সহীহুল বুখারী ২৩৮৯ মুসলিম ৯৯১ আহমাদ ৯৬৯৪। সহীহাহ ২২১১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আল-জামি' ১২১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

(মাকবূল), নুকাদাহ আল-আসাদী ◇ আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়াহ আল-জুমাহী, গাস্‌সান বিন বুরযীন (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), সায়্যার বিন সালামাহ, বারা' আস সালীতী (মাকবূল), নুকাদাহ আল-আসাদী ◇ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উষ্ট্রী ধার আনার জন্য পাঠান। কিন্তু সে তাঁকে ধার দিলো না। অতঃপর তিনি আমাকে আরেক ব্যক্তির নিকট পাঠান। সে তাঁর জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ উষ্ট্রীটি দেখে বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি এতে বরকত দাও এবং যে ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছে তাকেও"। নুকাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বললাম, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রী নিয়ে এসেছে তার জন্যও (দুআ' করুন)। তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি এটা নিয়ে এসেছে তাকেও (বরকত দান করুন)"। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলে উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হলো এবং তা পরিমাণে পর্যাপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির ধন বৃদ্ধি করুন, যে প্রথম নিষেধকারী । আর যে ব্যক্তি উষ্ট্রীটি পাঠিয়েছে তাকে দৈনিক হারে রিযিক দিন "।[৩৪৬৬]

٤١٣٥/٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْقَطِيْفَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ».

৭/৪১৩৫। ◇ হাসান বিন হাম্মাদ, আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ, আবূ হাসীন, আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রাহ ◇ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ দীনার ও দিরহামের দাসেরা ধ্বংস হোক, সুদৃশ্য চাদর ও কারুকার্যময় চাদরের দাসেরাও ধ্বংস হোক। তাকে দান করা হলে খুশী হয় এবং না দেয়া হলে (কৃত অঙ্গীকার) পূর্ণ করে না।[৩৪৬৭]

٤١٣٦/٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ».

৮/৪১৩৬। ◇ ইয়া'কূব বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), ইসহাক বিন সাঈদ (মাকবূল), সফওয়ান বিন সুলায়ম, আবদুল্লাহ বিন দীনার, আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রাহ ◇ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও মূল্যবান চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। আল্লাহ এদেরকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের কাঁটার খোঁচা খেয়েও সে বের হতে পারবে না।[৩৪৬৮]

৩৪৬৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৮৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. গাস্‌সান বিন বুরযীন সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের একজন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৮৯, ২৩/১০৪ নং পৃষ্ঠা) ২. বারা' আস সালীতী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী বলেন,তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৩, ৪/৪১ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬৭. সহীহুল বুখারী ২৮৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৬৮. মাজাহ ৪১৩৫, সহীহুল বুখারী ২৮৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

٩/٣١. بَاب الْقَنَاعَةِ

৩১/৯. অধ্যায় : অল্পে তুষ্টি

١/٤١٣٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ».

১/৪১৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।[৩৪৬৯]

٢/٤١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنَعَ بِهِ».

২/৪১৩৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) উবায়দুল্লাহ বিন আবূ জা'ফার ও হুমায়দ বিন হানী আল-খাওলানী আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং যে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, সে-ই সফলকাম হয়েছে।[৩৪৭০]

٣/٤١٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا».

৩/৪১৩৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ উমারাহ ইবনুল কা'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন।[৩৪৭১]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৬৯. সহীহুল বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১০৫১, তিরমিযী ২৩৭৩, আহমাদ ৭২৭৪, ৭৫০২, ৯৩৬৪, ৯৪২৫, ১০৫৭৫, ১০৫৮২। সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮১৮, তাখরীজুল মুশকিলাহ ১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৭০. মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮। সহীহাহ ১২৯, তাখরীজুল মুশকিলাহ ১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭১. সহীহুল বুখারী ৬৪৬০, মুসলিম ১০৫৫, তিরমিযী ২৩৬১। সহীহাহ ১৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤١٤٠/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَيَعْلَى عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيْرٍ إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوْتًا».

৪/৪১৪০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ও ইয়া'লা ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ নুফায়' (ইবনুল হারিস্র) (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ধনী-গরীব প্রত্যেকেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, তাদেরকে যদি পৃথিবীতে জীবন ধারণোপযোগী রিযিক দান করা হতো।[৩৪৭২]

٤١٤١/٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ شُمَيْلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

৫/৪১৪১। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও মুজাহিদ বিন মূসা মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আবদুর রহমান বিন আবূ শুমায়লাহ (মাকবূল) সালামাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন মিহসান আল-আনসারী (মাজহূল বা অপরিচিত) তার পিতা (উবায়দুল্লাহ বিন মিহসান আল-আনসারী) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থদেহে দিনাতিপাত করে, পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে, তাহলে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াই একত্র করা হলো।[৩৪৭৩]

٤١٤٢/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ».

৬/৪১৪২। আবূ বাকর ওয়াকী' ও আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা পার্থিব ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কম সমৃদ্ধশালী লোকেদের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তোমাদের চেয়ে অধিক সমৃদ্ধিশালী লোকেদের প্রতি তাকিও না। তাহলে তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর নিয়ামত তোমাদের নিকট তুচ্ছ মনে হবে না।[৩৪৭৪]

৩৪৭২. আহমাদ ১১৭৫৩, ১২২৯৯। দঈফাহ ৪৪৭৪, ৪৮৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী নুফায়' (ইবনুল হারিস্র) সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৬৬, ৩০/১০ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৩. তিরমিযী ২৩৪৬। সহীহাহ ২৩১৮, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী সালামাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন মিহসান আল-আনসারী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম তিরমিযী তার হাদীস্রকে হাসান বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪৫৯, ১১/২৯৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৪. মুসলিম ২৯৬৩, তিরমিযী ২৫১৩। রাওদুন নাদীর ৬০৪, দঈফাহ ৬৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤١٤٣/٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوْبِكُمْ».

৭/৪১৪৩। আহমাদ বিন সিনান কাস্রীর বিন হিশাম জা'ফার বিন বুরকান (তিনি সত্যবাদী তবে যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করতেন) ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্মু আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চেহারা ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ ও অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখেন।[৩৪৭৫]

١٠/٣١. بَاب مَعِيْشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৩১/১০. অধ্যায় : মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিজনবর্গের জীবন-জীবিকা

٤١٤٤/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيْهِ بِنَارٍ مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ نَلْبَثُ شَهْرًا».

১/৪১৪৪ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবারবর্গ এক এক মাস এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, আমাদের চুলায় আগুন জ্বালাতে পারতাম না। খেজুর ও পানিই হতো আমাদের জীবন ধারণের উপকরণ। বিন নুমাইরের বর্ণনায় "নালবাছু" শব্দ এসেছে "নামকুসু"-এর পরিবর্তে (অর্থ একই)।[৩৪৭৬]

٤١٤٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَقَدْ كَانَ يَأْتِيْ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يُرَى فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِهِ الدُّخَانُ قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جِيْرَانُ صِدْقٍ وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ فَكَانُوْا يَبْعَثُوْنَ إِلَيْهِ أَلْبَانَهَا» قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانُوْا تِسْعَةَ أَبْيَاتٍ.

২/৪১৪৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, মুহাম্মাদ

৩৪৭৫. মুসলিম ২৫৬৪। গায়াতুল মারাম ৪১৫, সহীহাহ ২৬৫৬, তাহকীক রিয়াদুস্ সালিহীন (ভুমিকা) ১৪ নং পৃষ্ঠা । **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী জা'ফার বিন বুরকান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি যুহরীর রেওয়ায়ত বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি যুহরী ছাড়া অন্যদের হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি যুহরীর রেওয়ায়ত বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৩৪, ৫/১১ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৬. সহীহুল বুখারী ২৫৬৭, ৬৪৫৮, মুসলিম ২৯৭২, তিরমিযী ২৪৭১, আহমাদ ২৩৭১২, ২৩৮৯৯, ২৪০৪০, ২৪২৪৭, ২৪৯৬৩, ২৫৪৭৩। মুখতাস্রুশ শামাইল ১১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিজনবর্গের কোন কোন মাস এমনভাবে অতিবাহিত হত যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যেতো না। আমি (আবূ সালামাহ) জিজ্ঞেস করলাম, তাদের আহার্য কী ছিলো? তিনি বলেন, দু'টি কালো জিনিস: খেজুর ও পানি। তবে আমাদের আনসারী প্রতিবেশীরা ছিলেন অত্যন্ত সত্যপ্রিয়। তারা বকরী পালতেন এবং বকরীর দুধ উপঢৌকন স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তাঁর পরিবারবর্গ নয় ঘরে বিভক্ত ছিলো।[৩৪৭৭]

٤١٤٦/٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَلْتَوِي فِي الْيَوْمِ مِنَ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ».

৩/৪১৪৬। নাস্‌র বিন আলী বিশর বিন উমার শু'বাহ সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন) নু'মান বিন বশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দিনের বেলা ক্ষুধার তাড়নায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। তিনি তাঁর উদর পূর্তির জন্য এমনকি রদ্দি খেজুরও পেতেন না।[৩৪৭৮]

٤١٤٧/٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِرَارًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ «مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ».

৪/৪১৪৭। আহমাদ বিন মানী' হাসান বিন মূসা শায়বান কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন এমন অবস্থায় ভোরে উপনীত হতো যে, তাদের নিকট এক সা' খাদ্যশস্য বা এক সা' খেজুরও থাকতো না। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।[৩৪৭৯]

٤١٤٨/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ».

৩৪৭৭. সহীহুল বুখারী ২৫৬৭, ৬৪৫৮, মুসলিম ২৯৭২, তিরমিযী ২৪৭১, আহমাদ ২৩৭১২, ২৩৮৯৯, ২৪০৪০, ২৪২৪৭, ২৪৯৬৩, ২৫৪৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৮. মুসলিম ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, আহমাদ ১৬০। মুখতাসারুশ শামাইল ১১০, সহীহাহ ২১০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৭৯. সহীহুল বুখারী ২০৬৯, তিরমিযী ১২১৫, আহমাদ ১১৯৫২। সহীহাহ ২৪০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

৫/৪১৪৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল মুগীরাহ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-মাসঊদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আলী বিন বাযীমাহ আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মুহাম্মাদের পরিবারবর্গ এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হতো যে, তাদের নিকট এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যশস্যও থাকতো না।[৩৪৮০]

٦/٤١٤٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَكْرَمِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَمَكَثْنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا نَقْدِرُ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَعَامٍ».

৬/৪১৪৯। নাস্‌র বিন আলী আমার পিতা (আলী বিন নাস্‌র) শু'বাহ আবদুল আকরাম (মাকবূল) তার পিতা (আবূ হুনায়ফাহ) (মাজহুল বা অপরিচিত) সুলায়মান বিন সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এলেন এবং তিন রাত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেন। তখন আমরা তিন দিন যাবত খাদ্যের সংস্থান করতে পারিনি।[৩৪৮১]

٧/٤١٥٠- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَأَكَلَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا دَخَلَ بَطْنِيْ طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا».

৭/৪১৫০। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে গরম টাটকা খাবার পেশ করা হলো। তিনি আহার করলেন এবং আহার শেষে বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এতো দিন পর্যন্ত আমার উদরে কখনো এরূপ টাটকা উপাদেয় খাদ্য প্রবেশ করেনি।[৩৪৮২]

৩৪৮০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-মাসঊদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি সিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল আকরাম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবুল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। ২. আবূ হুনায়ফাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৩৩১, ৩৩/২৬৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৫৫৫৫, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা)

٣١/١١. بَاب ضِجَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৩১/১১. অধ্যায় : মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের বিছানা

١/٤١٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ ضِجَاعُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيْفٌ».

১/৪১৫১। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী। তার ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো।[৩৪৮৩]

٢/٤١٥٢- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَهُمَا فِيْ خَمِيْلٍ لَهُمَا وَالْخَمِيْلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوْفِ «قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَهَّزَهُمَا بِهَا وَوِسَادَةٍ مَحْشُوَّةٍ إِذْخِرًا وَقِرْبَةٍ».

২/৪১৫২। ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) তার পিতা (আস-সাইব) আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী ও ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট এলেন। তখন তারা তাদের একটি সাদা পশমী চাদরে আবৃত ছিলেন। তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বিবাহের উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি আরও দিয়েছিলেন ইযখির ঘাস ভর্তি একটি বালিশ এবং পানির একটি মশক।[৩৪৮৪]

٣/٤١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى

৩৪৮৩. সহীহুল বুখারী ৬৪৫৬, মুসলিম ২০৮২, তিরমিযী ১৭৬১, ২৪৬৯, আবূ দাউদ ৪১৪৬, ৪১৪৭, আহমাদ ২৩৬৮৯, ২৩৭৭২, ২৩৯৩০, ২৪২৪৭, ২৫২০১, ২৫২৪৫। মুখতাসারুশ শামাইল ২৮২, ২৮৩, সহীহাহ ২১০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্বালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৪. নাসায়ী ৩৩৮৪। তাখরীজুল মুখতার ৪৪২-৪৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

حَصِيْرٍ قَالَ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَقَرَظٍ فِيْ نَاحِيَةٍ فِي الْغُرْفَةِ وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَالِيْ لَا أَبْكِيْ وَهَذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيْهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمْ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى».

৩/৪১৫৩। ∞[মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার][উমার বিন য়ূনুস][ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][সিমাক আল-হানাফী আবূ যুমায়ল][আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস][উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। আমি বসে পড়লাম। তাঁর পরিধানে ছিলো একটি লুঙ্গি। এ ছাড়া আর কোন বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিলো না। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম যে, তাঁর ঘরের এক কোণে ছিলো প্রায় একসা গম, বাবলা গাছের কিছু পাতা এবং ঝুলন্ত একটি পানির মশক। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি কেন কাঁদবো না! এই চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ কেটে দিয়েছে, আর এই হচ্ছে আপনার ধনভাণ্ডার, এতে যা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এই কিসরা (পারস্যরাজ) ও কায়সার (রোম সম্রাট) বিরাট বিরাট উদ্যান ও ঝর্ণা সমৃদ্ধ অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর নবী এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আর আপনার ধনভাণ্ডারের অবস্থা এই। তিনি বলেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে পার্থিব ভোগবিলাস? আমি বললাম, হাঁ।[৩৪৮৫]

٤/٤١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «أُهْدِيَتْ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيَّ فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيْلَةَ أُهْدِيَتْ إِلَّا مَسْكَ كَبْشٍ».

৪/৪১৫৪। ∞[মুহাম্মাদ বিন তারীফ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব][মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)][মুজালিদ (বিন সাঈদ) (তিনি নির্ভরযোগ্য নয়)][আমির][আল-হারিস্র (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন)][আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যাকে যেদিন আমার ঘরে তুলে আনা হলো সেদিন রাতে আমাদের বিছানা ছিলো ছাগলের চামড়া।[৩৪৮৬]

৩৪৮৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০০৮,২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

١٢/٣١. بَاب مَعِيْشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

৩১/১২. অধ্যায় : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের জীবন-জীবিকা।

١/٤١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتّٰى يَجِيْءَ بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ» قَالَ شَقِيْقٌ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.

১/৪১৫৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব আবূ উসামাহ যাইদাহ আল-আ'মাশ শাকীক আবূ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিতেন। তাই আমাদের কেউ শ্রমিকের কাজ করতে যেতেন এবং এক মুদ্দ উপার্জন করে নিয়ে আসতেন (অতঃপর তা থেকে দান-খয়রাত করতেন)। আর আজকের দিনে তাদের কেউ কেউ লাখো দিরহামের মালিক। শাকীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তিনি উক্ত কথা দ্বারা নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৩৪৮৭]

٢/٤١٥٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْ نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا».

২/৪১৫৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আবূ নাআমাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) খালিদ বিন উমায়র (মাকবূল) বলেন, উতবাহ বিন গায্ওয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাতজনের মধ্যে সপ্তমজন ছিলাম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের আহারের জন্য আমাদের সাথে আর কিছু ছিলো না। শেষে আমাদের মাড়ির ছাল উঠে গিয়েছিলো।[৩৪৮৮]

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুজালিদ (বিন সাঈদ) সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. আল-হারিস বিন বিলাল ইবনুল হারিস সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহমান তার থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার সানাদটি মা'রূফ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১০১১, ৫/২১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৭. সহীহুল বুখারী ২২৭৩, ৪৬৬৮, ৪৬৬৯, মুসলিম ১০১৮, নাসায়ী ২৫২৯, ২৫৩০, আহমাদ ২১৮৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ নাআমাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ তবে তার মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করার কথা বলা হয়ে থাকে। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪২৪, ২২/১৮০ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৮৮. মুসলিম ২৯৬৭, আহমাদ ১৭১২৪, ২০০৮৬। মুখতাসারুশ শামাইল ১১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤١٥٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوْعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ قَالَ «فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةٌ».

৩/৪১৫৭। ৺[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][গুনদার][শু'বাহ][আব্বাস আল-জুরায়রী][আবূ উসমান][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]৺ তারা সাতজন চরম অনাহারের শিকার হলেন। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে খেজুর দেয়ার জন্য আমাকে মোট সাতটি খেজুর দিলেন।[৩৪৮৯]

٤١٥٨/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ «{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ} قَالَ الزُّبَيْرُ وَأَيُّ نَعِيْمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُوْنُ».

৪/৪১৫৮। ৺[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবূ উমার আল-আদানী][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতিব][আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওওয়াম][তার পিতা (যুবায়র ইবনুল আওওয়াম) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]৺ তিনি বলেন, যখন "এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (সূরা তাকাসুর ঃ ৮) শীর্ষক আয়াত নাযিল হলো, তখন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের নিকট এমন কী নিআমাত আছে যে সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের নিকট শুধুমাত্র দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানি আছে। তিনি বলেন ঃ তা অচিরেই (তোমাদের হস্তগত) হবে।[৩৪৯০]

٤١٥٩/٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ أَزْوَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ مِنَّا تَمْرَةٌ فَقِيْلَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا وَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا».

৫/৪১৫৯। ৺[উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ][আবদাহ বিন সুলায়মান][হিশাম বিন উরওয়াহ][ওয়াহব বিন কায়সান][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]৺ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের তিন শত লোককে (এক সামরিক অভিযানে) পাঠান। আমরা আমাদের রসদপত্র নিজ নিজ কাঁধে বহন করেছিলাম।

৩৪৮৯. সহীহুল বুখারী ৫৪১১, আহমাদ ৮১০২, ৮৪১৯, ৯১০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** " لكل إنسان تمرة " বাক্যটি ব্যতীত সহীহ। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১২১, ১২২।

৩৪৯০. তিরমিযী ৩৩৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

আমাদের খাদ্য প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের মাথাপিছু একটি করে খেজুর থাকলো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবূ আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুরে একজন লোকের কী হতো? তিনি বলেন, যখন মাথাপিছু একটি করে খেজুরও শেষ হয়ে গেলো, তখন আমরা এর কদর বুঝেত পারলাম। আমরা সমুদ্রতীরে উপনীত হয়ে তথায় একটি বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম, যেটিকে সমুদ্র তরঙ্গ তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা আঠারো দিন ধরে সেই মাছটি আহার করলাম।[৩৪৯১]

١٣/٣١. بَاب فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

৩১/১৩. অধ্যায় : ইমারত নির্মাণ ও ধ্বংস

١/٤١٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خُصٌّ لَنَا وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا أُرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ.

১/৪১৬০। [আবূ কুরায়ব] [আবূ মু'আবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [আবুস সাফার] [আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি বলেন ঃ এটা কী? আমি বললাম, আমাদের কুঁড়েঘর। সেটি আমরা মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি তো দেখছি মৃত্যু তার চেয়েও দ্রুত এসে যাচ্ছে।[৩৪৯২]

٢/٤١٦١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ حَدَّثَنِيْ إِسْحَقُ بْنُ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوْا قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ مَالٍ يَكُوْنُ هَكَذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَلَغَ الْأَنْصَارِيَّ ذَلِكَ فَوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْكَ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ يَرْحَمُهُ اللهُ».

২/৪১৬১। [আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন)] [আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম] [ঈসা বিন আবদুল আ'লা বিন আবূ ফারওয়াহ (মাজহুল বা অপরিচিত)] [ইসহাক বিন আবূ তালহাহ] [আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসারীর গোলাকার ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কী? তারা বলেন, এটা অমুকের তৈরী একটি গোলাকার ঘর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরূপ যে কোন সম্পদ কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ হবে। এ কথা আনসারীর নিকট পৌঁছলে তিনি ঘরখানি ভেঙ্গে ফেলেন। পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই পথে যেতে ঘরটি না দেখতে পেয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে

৩৪৯১. সহীহুল বুখারী ২৪৮৩, মুসলিম ১৯৩৫, তিরমিযী ২৪৭৫, নাসায়ী ৪৩৫১, ৪৩৫২, ৪৩৫৩, ৪৩৫৪, আহমাদ ১৩৮৭৪, ১৩৯০৩, ১৩৯২৬, মুওয়াত্তা' মালিক ১৭৩০, দারিমী ২০১২। গায়াতুল মারাম ২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৯২. তিরমিযী ২৩৩৫, আবূ দাউদ ৫২৩৫। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

জানানো হলো, আপনার কথা তার কানে পৌঁছার পর সে তা ভেঙ্গে ফেলেছে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন।[৩৪৯৩]

٣/٤١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيْهِ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَنَيْتُ بَيْتًا يُكِنُّنِيْ مِنَ الْمَطَرِ وَيُكِنُّنِيْ مِنْ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ خَلْقُ اللهِ تَعَالَى».

৩/৪১৬২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ নুআয়ম ইসহাক বিন সাঈদ বিন আমর বিন সাঈদ ইবনুল আস তার পিতা (সাঈদ বিন আমর) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, আমি রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয়ের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছি। কিন্তু মহান আল্লাহর সৃষ্টির কেউ আমাকে সহযোগিতা করেনি।[৩৪৯৪]

٤/٤١٦٣- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُوْدُهُ فَقَالَ لَقَدْ طَالَ سَقْمِيْ وَلَوْلَا أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا تَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِيْ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي التُّرَابِ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ».

৪/৪১৬৩। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তার ব্যাপারে রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) শারীক আবূ ইসহাক হারিসাহ বিন মুদরাব খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (হারিসাহ) বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখতে এলাম। তখন তিনি বলেন, আমার অসুস্থাবস্থা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে না শুনতাম ঃ "তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করো না", তাহলে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় বান্দা তার প্রতিটি ব্যয়ের জন্য প্রতিদান পাবে, মাটিতে ব্যয় করার বা ইমারত নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত।[৩৪৯৫]

١٤/٣١. بَاب التَّوَكُّلِ وَالْيَقِيْنِ

৩১/১৪. অধ্যায় : তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়)

١/٤١٦٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا».

৩৪৯৩. আবূ দাউদ ৫২৩৭। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/৫৬, দঈফাহ ১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ঈসা বিন আবদুল আ'লা বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৩৬, ২২/৬২৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৯৪. সহীহুল বুখারী ৬৩০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৪৯৫. তিরমিযী ৯৭০, আহমাদ ২০৫৫০। মিশকাত ৫৬৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

১/৪১৬৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ইবনু হুবায়রাহ আবূ তামীম আল-জায়শানী উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে।[৩৪৯৬]

٤١٦٥/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ أَبِيْ شُرَحْبِيْلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءِ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لَا تَيْئَسَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوْسُكُمَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

২/৪১৬৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ সাল্লাম বিন শুরাহবীল আবূ শুরাহবীল (মাকবূল) খালিদের পুত্রদ্বয় হাব্বাহ ও সাওয়া' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) তারা বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কিছু মেরামত করছিলেন। আমরা তাঁকে তাতে সহায়তা করলাম। তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ তোমাদের মাথা সুস্থ থাকবে (তোমরা জীবিত থাকবে), তোমরা রিযিকের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। মানুষকে তো তার মা রক্তাপ্লুত ও ক্ষীণ চামড়াযুক্ত অবস্থায় প্রসব করে, সেই অবস্থায়ও মহান আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন।[৩৪৯৭]

٤١٦٦/٣- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُوْ شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ زُرَيْقٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ».

৩/৪১৬৬। ইসহাক বিন মানসূর আবূ শুআয়ব স্বালিহ বিন যুরায়ক আল-আত্তার (মাজহুল বা অপরিচিত) সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল-জুমাহী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মূসা বিন উলায়্যা বিন রাবাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল

৩৪৯৬. তিরমিযী ২৩৪৪, আহমাদ ৩৭২। তাখরীজুল মুখতার ২১৭, ২১৮, সহীহাহ ৩১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৯৭. আহমাদ ১৫৪২৮। দঈফাহ ৪৭৯৮, দঈফ আল-জামি' ৬২৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সাল্লাম বিন শুরাহবীল আবূ শুরাহবীল সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার থেকে সুলায়মান আল-আ'মাশ এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৫৯, ১২/২৯২ নং পৃষ্ঠা)

করেন)‍ তার পিতা (উলায়্যা বিন রাবাহ্)‍ আমর ইবনুল আস্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের অন্তরের প্রতিটি ময়দানে অনেক পথ রয়েছে। যে ব্যক্তি তার অন্তরের প্রতিটি ময়দানের সকল পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে যে কোন ময়দানে ধ্বংস করতে পরোয়া করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, সে সর্বপ্রকার পথ থেকে মুক্তি পায়।[৩৪৯৮]

٤١٦٧/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ».

৪/৪১৬৭। মুহাম্মাদ বিন তারীফ আবূ মুআবিয়াহ্ আল-আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যতিরেকে মারা না যায়।[৩৪৯৯]

٤١٦٨/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

৫/৪১৬৮। মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ্ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ্ ইবনু আজলান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ শক্তিমান মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যে কল্যাণ আছে। তোমাদের জন্য উপকারী প্রতিটি উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহী হও এবং অলস বা গাফিল হয়ো না। কোন কাজ তোমাকে পরাভূত করলে তুমি বলো, আল্লাহ নির্দ্ধারণ করেছেন এবং নিজ মর্জি মাফিক করে রেখেছেন। "যদি" শব্দ সম্পর্কে সাবধান থাকো। কেননা "যদি" শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।[৩৫০০]

৩৪৯৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৩০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ শুআয়ব স্বালিহ্ বিন যুরায়ক আল-আত্তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, এই হাদীস ব্যতীত তার সম্পর্কে অন্য কোথাও জানা সম্ভব হয়নি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮১০, ১৩/৪৪ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল-জুমাহী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩১২, ১০/৫২৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. মূসা বিন উলায়্যা বিন রাবাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি একজন স্বালিহ ব্যক্তি ছিলেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলে সেক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬২৮৪, ২৯/১২২ নং পৃষ্ঠা)

৩৪৯৯. মুসলিম ২৮৭৭, আবূ দাউদ ৩১১৩, আহমাদ ১৩৭১১, ১৩৯৭৭, ১৪০৭২, ১৪১২৩, ১৪১৭০, ১৪৭৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫০০. মুসলিম ২৬৬৪, আহমাদ ৮৫৭৩, ৮৬১১। যিলালুল জান্নাহ ৩৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١/١٥. بَاب الْحِكْمَةِ

৩১/১৫. অধ্যায় : হিকমত (প্রজ্ঞা)

١/٤١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».

১/৪১৬৯। আবদুর রহ্‌মান বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ইবরাহীম ইবনুল ফাদ্‌ল (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), সাঈদ আল-মাকবূরী, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো ধন। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সে-ই হবে তার অধিকারী।[৩৫০১]

٢/٤١٧٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ».

২/৪১৭০। আল-আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী, সফওয়ান বিন ঈসা, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ হিন্দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), তার পিতা (সাঈদ বিন আবূ হিন্দ), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এমন দু'টি নিয়ামত আছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পতিত ঃ সুস্বাস্থ্য ও সুসময় বা অবসর।[৩৫০২]

٣/٤١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِيْ وَأَوْجِزْ قَالَ «إِذَا قُمْتَ فِيْ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِعْ الْيَأْسَ عَمَّا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ».

৩৫০১. তিরমিযী ২৬৮৭। মিশকাত ২১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ইবরাহীম ইবনুল ফাদ্‌ল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৪, ২/১৬৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০২. সহীহুল বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী ২৩০৪, আহমাদ ২৩৩৬, ৩১৯৭, দারিমী ২৭০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ হিন্দ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৩০৭, ১৫/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

৩/৪১৭১। মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন খুস্রায়ম আবূ আয়্যূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর 'মাওলা' উস্রমান বিন জুবায়র (মাকবূল) আবূ আয়্যূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষেপে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে, তখন এমনভাবে নামায পড়ো, যেন এটাই তোমার শেষ নামায। তুমি এমন কথা বলো না, যার জন্য তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।[৩৫০৩]

٤١٧٢/٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِيَ أَجْزِرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ» قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ.

٤١٧٢/٥ (١)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَاهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ بِأُذُنِ خَيْرِهَا شَاةً.

৪/৪১৭২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাসান বিন মূসা হাম্মাদ বিন সালামাহ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) আওস বিন খালিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিসে বসে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো গোপন রাখলো, সে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনীয় যে কোন রাখালের নিকট গিয়ে বললো, হে রাখাল! তোমার পাল থেকে আমাকে একটি বকরী দাও। রাখাল বললো, তুমি যাও এবং তোমার পছন্দমত পালের মধ্যকার উত্তম বকরীটি নাও। কিন্তু সে গিয়ে বকরীর পালের (পাহারারত) কুকুরের কান ধরে নিয়ে এলো।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৫/৪১৭২(১) আবূ হাসান বিন সালামাহ ইসমাঈল বিন ইবরাহীম মূসা হাম্মাদ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) আওস বিন খালিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩৫০৪]

৩৫০৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৪০০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু মিনদাহ বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২২১, ২৫/২১৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০৪. আহমাদ ৮৪২৫, ৯০০৭, ১০২২৮। দঈফাহ ১৭৬১, দঈফ আল-জামি' ৫২৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আলী বিন যায়দ সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন,

١٦/٣١. بَاب الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعُ

৩১/১৬. অধ্যায় : অহমিকা বর্জন এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন

٤١٧٣/١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَمِيْعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ».

১/৪১৭৩। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, আলী বিন মুসহির, আল-আ'মাশ, ইবরাহীম, আলকামাহ, আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী, সাঈদ বিন মাসলামাহ (দঈফ বা দুর্বল), আল-আ'মাশ, ইবরাহীম, আলকামাহ, আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (সামান্যতম) অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[৩৫০৫]

٤١٧٤/٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ مَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ.

২/৪১৭৪। হান্নাদ ইবনুস সারী, আবুল আহওয়াস, আতা' ইবনু সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), আল-আগার্রু আবূ মুসলিম, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।[৩৫০৬]

তিনি স্বিকাহ স্বালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আওস বিন খালিদ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৩৫০৫. মুসলিম ১৩১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাঊদ ৪০৯১, আহমাদ ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন মাসলামাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৫৭, ১১/৬৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু সাঈদ বিন মাসলামাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৩১৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৮টি জাল, ২৭টি খুবই দুর্বল, ৯৭টি দুর্বল, ১০২টি হাসান, ৮৫টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ৯২, ৯৩, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাঊদ ৪০৯১, আহমাদ ৩৬৩৬, ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪০৪৮, ৪২৯৮, ৬৪৯০, ৬৯৭৬, মু'জামুল আওসাত ১৮৫৪, ৬৯০৬, ৯০৮৮।

৩৫০৬. মুসলিম ২৬২০, আবূ দাঊদ ৪০৯০, আহমাদ ৭৩৩৫, ৮৬৭৭, ৯০৯৫, ৯২২৪, ৯৪১০। রাওদুন নাদীর ৬৭৭, সহীহাহ ৫৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣/٤١٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَارُوْنُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ.

৩/৪১৭৫। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ও হারূন বিন ইসহাক, আবদুর রহমান আল-মুহারিবী, আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।[৩৫০৭]

٤/٤١٧٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً حَتّٰى يَجْعَلَهُ فِيْ أَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ.

৪/৪১৭৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া, ইবনু ওয়াহব, আমর ইবনুল হারিস্র, দাররাজ বিন সামআন, আবুল হায়স্রাম, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এক স্তর বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর নীচু করে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতমে পরিণত করবেন।[৩৫০৮]

٥/٤١٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتّٰى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَاجَتِهَا».

উক্ত হাদীস্রের রাবী আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৫০৮. আহমাদ ২৭৩২৪। দঈফ আল-জামি' ৫৮৮৮। **তাহকীক আলবানী**ঃ দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী দাররাজ আবুস-সামহ সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু আবুল হায়স্রাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মুনকার বলেছেন। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ হতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৭৯৭, ৮/৪৭৭ নং পৃষ্ঠা)

৫/৪১৭৭। ❁ নাস্র বিন আলী ⟩ আবদুস্ সামাদ ও সালম বিন কুতায়বাহ ⟩ শু'বাহ ⟩ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) ⟩ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ❁ তিনি বলেন, মদীনার কোন দাসী নিজ প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরে তাঁকে নিজ ইচ্ছামত মদীনার কোন স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না (তার সাথে যেতেন)।[৩৫০৯]

٤١٧٨/٦- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ عَلَى حِمَارٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِرَسَنٍ مِنْ لِيْفٍ وَتَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ».

৬/৪১৭৮। ❁ আমর বিন রাফি' ⟩ জারীর ⟩ মুসলিম আল-আ'ওয়ার (দঈফ বা দুর্বল) ⟩ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ❁ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুগ্নকে দেখতে যেতেন, জানাযায় শরীক হতেন, ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধার পিঠে সওয়ার হতেন। তিনি বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরে যুদ্ধের দিন একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের দিনও তিনি নাসারন্ধ্রে খেজুর গাছের বাকলের তৈরী লাগাম বাঁধা গাধায় সওয়ার ছিলেন। তার নিচে ছিল খেজুর গাছের বাকলের আঁশ দ্বারা তৈরী গদি।[৩৫১০]

٤١٧٩/٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ مَطَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

৭/৪১৭৯। ❁ আহমাদ বিন সাঈদ ⟩ আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ⟩ আমার পিতা (হুসায়ন বিন ওয়াকিদ) ⟩ মাতার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) ⟩ কাতাদাহ ⟩ মুতাররিফ ⟩ ইয়াদ বিন হিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ❁ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, নম্রতা অবলম্বন করো, এমনকি একজন যেন অপরজনের উপর অহংকার প্রকাশ না করে।[৩৫১১]

৩৫০৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মুখতাসরুশ শামাইল ২৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আলী বিন যায়দএর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৫টি খুবই দুর্বল, ৭টি দুর্বল, ১০টি হাসান, ৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ১১৫৩০, ১২৩৬৯, ১২৮৪৪।

৩৫১০. তিরমিযী ১০১৭। মুখতাসরুশ শামাইল ২৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুসলিম আল-আ'ওয়ার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বলেন, তিনি গায়র স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯৩৯, ২৭/৫৩০ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১১. মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫। সহীহাহ ৫৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٧/٣١. بَاب الْحَيَاءِ

৩১/১৭. অধ্যায় : লজ্জাশীলতা

١/٤١٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عُتْبَةَ مَوْلَى لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُئِيَ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِهِ».

১/৪১৮০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও আবদুর রহমান বিন মাহদী শু'বাহ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক এর 'মাওলা' আবদুল্লাহ বিন আবূ উতবাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্দানশীল কুমারীর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারায় প্রতিভাত হতো বা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেতো।[৩৫১২]

٢/٤١٨١- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ».

২/৪১৮১। ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী ঈসা বিন য়ূনুস মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া (দঈফ বা দুর্বল) আয যুহরী আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রতিটি ধর্মেরই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশীলতা'।[৩৫১৩]

٣/٤١٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪০৫২, ২০/৪০৬ নং পৃষ্ঠা) ২. মাতার সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১২. সহীহুল বুখারী ৩৫৬২, মুসলিম ২৩২০, আহমাদ ১১৩৩৯, ১১৪২৩, ১১৪৫২, ১১৪৬৪। মুখতাসরুশ শামাইল ৩০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫১৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।সহীহাহ ৯৪০, রাওদুন নাদীর ৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, আমভাবে তার হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মূসা বিন সালামাহ তাকে বর্জন করেছেন ও তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৬০৬৮, ২৮/২২১ নং পৃষ্ঠা)

৩/৪১৮২। ❮আবদুল্লাহ বিন সাঈদ❯❮সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াররাক (দঈফ বা দুর্বল)❯❮সালিহ বিন হাস্সান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)❯❮মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী❯❮ইবনু আব্বাস❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ নিশ্চয় প্রতিটি ধর্মের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশলীতা'।[৩৫১৪]

٤١٨٣/٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى «إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».

৪/৪১৮৩। ❮আমর বিন রাফি'❯❮জারীর❯❮মানসূর❯❮রিবঈ বিন হিরাশ❯❮আবূ মাসঊদ উকবাহ বিন আমর❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ মানুষ পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী থেকে যা পেয়েছে তার মধ্যে আছে, "তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো"।[৩৫১৫]

٤١٨٤/٥- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ».

৫/৪১৮৪। ❮ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার ব্যাপারে রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)❯❮হুশায়ম❯❮মানসূর❯❮হাসান❯❮আবূ বাকরাহ❯ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ। আর ঈমানের অবস্থান হলো জান্নাতে। আর অশ্লীলতা হলো অত্যাচার (জুলুম), আর অত্যাচার থাকবে জাহান্নামে।[৩৫১৬]

٤١٨٥/٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ».

৩৫১৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াররাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৩৪৯, ১১/৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. সালিহ বিন হাস্সান সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আল-বুসায়রী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৮০০, ১৩/২৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৫১৫. সহীহুল বুখারী ৩৪৮৩, ৩৪৮৪, ৬১২০, আবূ দাউদ ৪৭৯৭, আহমাদ ১৬৬৪১, ১৬৬৫৮, ২১৮৪০। ইরওয়া' ২৬৭৩, সহীহাহ ৬৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫১৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৭৪৪, সহীহাহ ৪৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

৬/৪১৮৫। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল আবদুর রায্যাক মা'মার সাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে এবং লজ্জা-শরম কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে।[৩৫১৭]

١٨/٣١. بَاب الْحِلْمِ

৩১/১৮. অধ্যায় : সহনশীলতা

٤١٨٦/١- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ».

১/৪১৮৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব সাঈদ বিন আবূ আয়্যূব আবূ মারহূম সাহল বিন মুআয বিন আনাস তার পিতা (মুআয বিন আনাস) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা রেখেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যে কোন হূর নিজের ইচ্ছামত বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন।[৩৫১৮]

٤١٨٧/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَارَةَ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَتَتْكُمْ وُفُوْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ وَمَا يَرَى أَحَدٌ فِيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُوْا فَنَزَلُوْا فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَبَقِيَ الْأَشَجُّ الْعَصَرِيُّ فَجَاءَ بَعْدُ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَشَجُّ «إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمَ وَالتُّؤَدَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ حَدَثَ لِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ».

২/৪১৮৭। আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আল-হামদানী য়ূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) খালিদ বিন দীনার আশ শায়বানী উমারাহ আল-আবদী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের নিকট আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এসেছে। কিন্তু তখনও আমাদের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না। এ অবস্থায় আমাদের কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। ইতোমধ্যে তারা এসে পৌঁছলো এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নিকট হাযির হলো, কেবল আশাজ্জ আল-আসারী তখনো পৌঁছেননি। পরে তিনি এসে পৌঁছে একটি স্থানে অবতরণ করে তার উষ্ট্রী বাঁধলেন, নিজের কাপড় একপাশে রাখলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩৫১৭. তিরমিযী ১৯৭৪। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৫৫, মিশকাত ৪৮৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫১৮. তিরমিযী ২০২১, ২৪৯৩, আবূ দাঊদ ৪৭৭৭, আহমাদ ১৫২১০। রাওদুন নাদীর ৪৮১, ৮৫৪, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

তাকে বললেন ঃ হে আশাজ্জ! তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ঃ সহনশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মধ্যে তা কি প্রকৃতিগত না সৃষ্টিগত? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ প্রকৃতিগত।[৩৫১৯]

٤١٨٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ «إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ».

৩/৪১৮৮। আবূ ইসহাক আল-হারাবী, আল-আব্বাস ইবনুল ফাদল আল-আনসারী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), কুররাহ বিন খালিদ, আবূ জামরাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশাজ্জ আল-আসারীকে বলেন ঃ নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ঃ সহনশীলতা ও লজ্জাশীলতা।[৩৫২০]

٤١٨٩/٤- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ».

৪/৪১৮৯। যায়দ বিন আখযাম, বিশর বিন উমার, হাম্মাদ বিন সালামাহ, য়ূনুস বিন উবায়দ, হাসান, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।[৩৫২১]

৩৫১৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. উমারাহ আল-আবদী সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বিশর বিন হারব থেকেও দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাম্মাদ বিন যায়দ আল-জাহদমী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৪১৭৮, ২১/২৩২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫২০. তিরমিযী ২০১১। রাওদুন নাদীর ৪০৬, আয যিলাল ১৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-আব্বাস ইবনুল ফাদল আল-আনসারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩৫, ১৪/২৩৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আল-আব্বাস ইবনুল ফাদল আল-আনসারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১২৫টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ৩টি জাল, ৪১টি খুবই দুর্বল, ২৬টি দুর্বল, ১৬টি হাসান, ৩৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০১১, আবূ দাউদ ৫২২৫, আহমাদ ১৭৩৭৩, ৪৩৪২৭, মু'জামুল আওসাত ৪১৮, ২৩৭৪, ৫২৫৬, ৫৭২৭, ৭৯৯৬, আল-ফাওয়াইদ ১৩৫৯, ১৩৬০।

৩৫২১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩/٣١. بَاب الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ

৩১/১৯. অধ্যায় : দুশ্চিন্তা ও কান্নাকাটি

٤١٩٠/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ».

১/৪১৯০। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [উবায়দুল্লাহ বিন মূসা] [ইসরাঈল] [ইবরাহীম বিন মুহাজির (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল)] [মুজাহিদ] [মুওয়াররিক আল-ইজলী] [আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দেখি যা তোমরা দেখো না এবং আমি শুনি যা তোমরা শোনো না। আসমান চড়চড় করছে এবং চড়চড় করাই তার কর্তব্য। তাতে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নাই, যেখানে একজন না একজন ফেরেশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় তার কপাল লুটিয়ে দেননি। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে, বরং অধিক কাঁদতে, বিছানায় স্ত্রীদের সম্ভোগ করতে না এবং চীৎকার করে আল্লাহর কাছে দুআ' করতে করতে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে। আল্লাহর শপথ! আহা, আমি যদি একটি গাছ হতাম এবং তা কেটে ফেলা হতো।[৩৫২২]

٤١٩١/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا».

২/৪১৯১। [মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না] [আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস] [হাম্মাম] [কাতাদাহ] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কমই হাসতে এবং প্রচুর কাঁদতে।[৩৫২৩]

٤١٩٢/٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيِّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ

৩৫২২. তিরমিযী ২৩১২। **তাহকীক আলবানীঃ** " ... والله لوددت " বাক্যটি ব্যতীত হাসান; কারণ এই বাক্যটি মুদরাজ। সহীহাহ ১৭২২, মিশকাত ৫৩৪৭।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন মুহাজির সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফয শক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন,তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০, ২/২১১ নং পৃষ্ঠা)

৩৫২৩. সহীহুল বুখারী ৪৬২১, ৬৪৮৬, মুসলিম ৪২৬, ২৩৫৯, নাসায়ী ১৩৬৩, আহমাদ ১১৫৮৬, ১১৮৪৬, ১২১৫৯, ১২৪৪৮, ১২৫৯৭, ১২৭৭৮, ১২৮৬৫, ১৩১১৫, ১৩১৫৯, ১৩২১৯, ১৩৪২৪, ১৩৬৭৩, দারিমী ২৭৩৫। তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ৪৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُعَاتِبُهُمُ اللهُ بِهَا إِلَّا أَرْبَعُ سِنِيْنَ { وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ }.

৩/৪১৯২। ∞ আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ⇒ মুহম্মাদ বিন আবূ ফুদায়ক ⇒ মূসা বিন ইয়া'কূব আয যামঈ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ⇒ আবূ হাযিম ⇒ আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ⇒ তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∞ (আমির বিন আবদুল্লাহ) বলেন, তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদেরকে তিরস্কার করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিলের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিলো। (অনুবাদ) ঃ "এরা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী" (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)।[৩৫২৪]

٤١٩٣/٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُكْثِرُوْا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ».

৪/৪১৯৩। ∞ বাকর বিন খালাফ ⇒ আবূ বাক্র আল-হানাফী ⇒ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার ব্যাপারে কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) ⇒ ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন ⇒ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা অধিক হাসবে না। কারণ অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।[৩৫২৫]

٤١٩٤/٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِسُوْرَةِ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا } فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ «فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ.

৫/৪১৯৪। ∞ হান্নাদ ইবনুস সারী ⇒ আবুল আহওয়াস ⇒ আল-আ'মাশ ⇒ ইবরাহীম বিন আলকামাহ ⇒ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∞ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেন ঃ আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি

৩৫২৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মূসা বিন ইয়া'কূব আয যামঈ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৩১৫, ২৯/১৭১ নং পৃষ্ঠা)

৩৫২৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭৯, সহীহাহ ৫০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। সুফইয়ান আস্র স্রাওরী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭০৯, ১৬/৪১৬ নং পৃষ্ঠা)

Contents

তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। আমি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম (অনুবাদ) ঃ "যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো, তখন কী অবস্থা হবে" (সূরা নিসা ঃ ৪১), তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।[৩৫২৬]

٤١٩٥/٦- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ جِنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ يَا إِخْوَانِيْ «لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوْا».

৬/৪১৯৫। আল-কাসিম বিন যাকারিয়্যা বিন দীনার ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচন রয়েছে) আবূ রাজা' আল-খুরাসানী মুহাম্মাদ বিন মালিক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরের কিনারে বসে কাঁদলেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "হে ভাইসব! তোমাদের অবস্থাও তার মতই হবে, সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো"।[৩৫২৭]

٤١٩٦/٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ابْكُوْا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا».

৭/৪১৯৬। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন বাশীর বিন যাকওয়ান আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবূ রাফি' (তার হিফয শক্তি দুর্বল) ইবনু আবূ মুলায়কাহ আবদুর রহমান ইবনুস সাইব (মাকবূল) সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কান্নাকাটি করো, যদি কাঁদতে না পারো তবে কান্নার ভান করো বা কাঁদতে চেষ্টা করো।[৩৫২৮]

৩৫২৬. সহীহুল বুখারী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, তিরমিযী ৩০২৪. ৩০২৫, আবূ দাঊদ ৩৬৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫২৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৭৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তা দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৭৬, ২৬/৩৫০ নং পৃষ্ঠা)

৩৫২৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ রাফি' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে জড়িত। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হিফয শক্তি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৪২, ৩/৮৫ নং পৃষ্ঠা)

٤١٩٧/٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ حَمَّادُ بْنُ أَبِيْ حُمَيْدٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ثُمَّ تُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ».

৪১৯৭/৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ও ইবরাহীম ইবনুল মুনযির ইবনু আবূ ফুদায়ক হাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ আয যুরাকী (দঈফ বা দুর্বল) আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন মাসউদ তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন মাসউদ) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে পানি বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, এবং তা কপাল বেয়ে পড়ে, তাতে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।[৩৫২৯]

٣١/٢٠. بَاب التَّوَقِّي عَلَى الْعَمَلِ

৩১/২০. অধ্যায় : আমল সম্পর্কে আংশকা

٤١٩٨/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ { وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ } أَهُوَ الَّذِيْ يَزْنِيْ وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ «الرَّجُلُ يَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّيْ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ».

৪১৯৮/১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' মালিক বিন মিগওয়াল আবদুর রহমান বিন সাঈদ আল-হামদানী .... আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (অনুবাদ) ঃ "এবং যারা তাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে" (সূরা মুমিনূন ঃ ৬০), এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদ্যপান করে? তিনি বলেন ঃ না, হে আবূ বাকরের কন্যা, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে রোযা রাখে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, নামায পড়ে এবং আশংকা করে যে, তার এসব ইবাদাত কবূল হলো কি না?[৩৫৩০]

৩৫২৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১২৬, দঈফাহ ৪৪৯০, দঈফ আল-জামি' ৫১৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী হাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ আয যুরাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবুল কাশিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাক্‌র আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল।

৩৫৩০. তিরমিযী ৩১৭৫। সহীহাহ ১৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٤١٩٩/٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ رَبِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ».

২/৪১৯৯। উসমান বিন ইসমাঈল বিন ইমরান আদ-দিমাশকী (মাকবূল) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির আবূ আবদুর রাব্ব (মাকবূল) মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমল হলো পাত্রের মত। পাত্রের তলা অক্ষত থাকলে তার উপরিভাগও অক্ষত থাকে এবং তার তলা নষ্ট হয়ে গেলে তার উপরিভাগও নষ্ট হয়ে যায়।[৩৫৩১]

٤٢٠٠/٣- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا عَبْدِيْ حَقًّا».

৩/৪২০০। কাসীর বনি উবায়দ আল-হিমসী বাকিয়্যাহ ওয়ারকা' বিন উমার আবদুল্লাহ বিন যাকওয়ান আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন বান্দা প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায পড়লে মহান আল্লাহ বলেন, সে-ই আমার প্রকৃত বা যথার্থ বান্দা।[৩৫৩২]

٤٢٠١/٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ».

৪/৪২০১। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ও ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তার ব্যাপারে রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) শারীক বিন আবদুল্লাহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সব ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করো এবং বাড়াবাড়ি ত্যাগ করো। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না? তিনি বলেন ঃ আমিও না, তবে আল্লাহর রহমাত ও করুণা যদি আমাকে ঢেকে নেয়।[৩৫৩৩]

৩৫৩১. আহমাদ ১৬৪১১। সহীহাহ ১৭৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৩২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৩২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি সিকাহ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তাকে সিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি সিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৩৮, ৪/১৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৩৩. আহমাদ ৯৬৮১, ১০০৫৩। সহীহাহ ২৬০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١/٢١. بَاب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

৩১/২১. অধ্যায় : কপটতা ও খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা

٤٢٠٢/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَهُوَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَ.

১/৪২০২। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি শরীকদের (মুশরিকদের) শেরেক হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন কাজ করলো এবং তাতে আমি ব্যতীত অন্য কিছুকে শরীক করলো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে কাজ তার জন্য যাকে সে শরীক করেছে।[৩৫৩৪]

٤٢٠٣/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ أَبِيْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ».

২/৪২০৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ও ইসহাক বিন মানসূর মুহাম্মাদ বিন বাক্র আল-বুরসানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার ব্যাপরে কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আমার পিতা (জা'ফার বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম) যিয়াদ বিন মীনা' (মাকবূল) আবূ সাদ বিন আবূ ফাদালাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কিয়ামতের দিন, যে

উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৩৪. মুসলিম ২৯৮৫, আহমাদ ৭৯৩৯, ৯৩৩৬। আল-আহকাম ৫৩ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১.আবূ মারওয়ান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নাই, পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহর নিকট নিজের সওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা শরীকদের শেরেক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৩৫৩৫]

٣/٤٢٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنْ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ».

৩/৪২০৪। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) কাস্রীর বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) রুবায়হ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ আল-খুদরী (মাকবূল) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ আল-খুদরী) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে আসলেন, আমরা তখন মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করবো না, যা আমার মতে তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ গুপ্ত শেরেক। মানুষ নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে নামায পড়ে।[৩৫৩৬]

٤/٤٢٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْإِشْرَاكُ بِاللهِ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُوْلُ يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَثَنًا وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً».

৩৫৩৫. তিরমিযী ৩১৫৪, আহমাদ ১৭৪৩১। মিশকাত ৫৩১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন বাক্র আল-বুরসানী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৯২, ২৪/৫৩০ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। সুফইয়ান আস্র স্রাওরী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭০৯, ১৬/৪১৬ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৩৬. আহমাদ ১০৮৫৯। মিশকাত ৫৩৩৩, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্বালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্রীর বিন যায়দ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৪১, ২৪/১১৩ নং পৃষ্ঠা)

৪/৪২০৫। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী রাওওয়াদ ইবনুল জাররাহ (স্রাওরীর বর্ণনানুসারে তিনি খুবই দুর্বল) আমির বিন আবদুল্লাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) হাসান বিন যাকওয়ান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন) উবাদাহ বিন নুসায় শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য যেসব বিষয়ের ভয় করি তার মধ্যে অধিক আশংকাজনক হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করা। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র বা প্রতিমার পূজা করবে, বরং আল্লাহ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা এবং গোপন পাপাচার।[৩৫৩৭]

٤٢٠٦/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعْ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللهُ بِهِ».

৫/৪২০৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব বাকর বিন আবদুর রহমান ঈসা ইবনুল মুখতার মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি অন্বেষণের জন্য কাজ করবে, আল্লাহ তার কাজের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাকে সেটাই দেখাবেন।[৩৫৩৮]

٤٢٠٧/٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعْ اللهُ بِهِ».

৩৫৩৭. আহমাদ ১৬৬৭১, ১৬৬৯০। আত তা'লীকুর রাগীব ১/৩৬, দঈফ আল-জামি' ১৩৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী রাওওয়াদ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯২৭, ৯/২২৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আমির বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৫২, ১৪/৬৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. হাসান বিন যাকওয়ান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাক্‌র বিন আবুদ দুনয়া বলেন, তিনি আমার নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১২২৯, ৬/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৩৮. আহমাদ ১০৯৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ আল-আওফী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৬/৪২০৭। ☆হারূন বিন ইসহাক☆মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব☆সুফইয়ান☆সালামাহ বিন কুহায়ল☆জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)☆ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহও তাকে সেটাই দেখাবেন এবং যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির অন্বেষণে আমল করবে, আল্লাহ তার আমল প্রচার করে দিবেন।[৩৫৩৯]

٣١/٢٢. بَاب الْحَسَدِ

৩১/২২. অধ্যায় : হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা

٤٢٠٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَمُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

১/৪২০৮। ☆মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র☆আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ও মুহাম্মাদ বিন বিশর☆ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ☆কায়স বিন আবূ হাযিম☆আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)☆ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু' ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার মনোবলও দিয়েছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তদ্দ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে এবং তা (লোককে) শিক্ষা দেয়।[৩৫৪০]

٤٢٠٩/٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».

২/৪২০৯। ☆ইয়াহইয়া বিন হাকীম ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ☆সুফইয়ান☆আয যুহরী☆সালিম☆তার পিতা (ইবনু উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)☆ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত ঈর্ষা করা জায়েয নেই। (এক) যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে দিন-রাত সর্বক্ষণ তার উপর কায়েম থাকে। (দুই) যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিন-রাত সর্বক্ষণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।[৩৫৪১]

٤٢١٠/٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِيْ عِيْسَى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلَاةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».

৩৫৩৯. সহীহুল বুখারী ৬৪৯৯, মুসলিম ২৯৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৪০. সহীহুল বুখারী ৭৩, মুসলিম ৮১৬, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮। রাওদুন নাদীর ৮৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৪১. সহীহুল বুখারী ৭৫২৯, মুসলিম ৮১৫, আহমাদ ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬৩৬৭ । রাওদুন নাদীর ৮৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৪২১০। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ও আহমাদ ইবনুল আযহার ইবনু আবূ ফুদায়ক ঈসা বিন আবূ ঈসা আল-হান্নাত (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবূ যিনাদ আনাস রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন জ্বালানী কাঠ খেয়ে ফেলে। দান-খায়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয় যেমন পানি আগুনকে বিলীন করে (নিভিয়ে) দেয়। নামায মুমিনের নূর (আলো) এবং রোযা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।[৩৫৪২]

٢٣/٣١. بَاب الْبَغْيِ

৩১/২৩. অধ্যায় : বিদ্রোহ ও দুরাচার

١/٤٢١١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ».

১/৪২১১। হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ও ইবনু উলায়্যাহ উয়ায়নাহ বিন আবদুর রহমান তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ বাকরাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত মারাত্মক আর কোন গুনাহ নাই, যার শাস্তি আল্লাহ ত্বরিতে দুনিয়াতে দেন এবং আখেরাতের জন্যও জমা রাখেন।[৩৫৪৩]

٢/٤٢١٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوْبَةً الْبَغْيُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ».

২/৪২১২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সালিহ বিন মূসা (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) মুআবিয়াহ বিন ইসহাক উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব দ্রুত পাওয়া যায় এবং দুরাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দ্রুত কার্যকর হয়।[৩৫৪৪]

৩৫৪২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৯০১, ১৯০২, দঈফ আল-জামি' ২৭৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ঈসা বিন আবূ ঈসা আল-হান্নাত সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়া'কূব বিন শায়বাহ ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই তবে তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৪৮, ২৩/১৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪৩. তিরমিযী ২৫১১, আবূ দাউদ ৪৯০২,আহমাদ ১৯৮৬১, ১৯৮৮৫। সহীহাহ ৯১৭, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/২২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৪৪ .হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৭৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।

٤٢١٣/٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ».

৩/৪২১৩। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ আল-মাদীনী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) দাঊদ বিন কায়স আবূ সাঈদ (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।[৩৫৪৫]

٤٢١٤/٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا وَلَا يَبْغِيْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ».

৪/৪২১৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস্ব ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সিনান বিন সা'দ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন করো, বিনয়ী হও এবং তোমাদের কেউ যেন কারো প্রতি সীমালংঘন না করে।[৩৫৪৬]

٢٤/٣١. بَاب الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى

৩১/২৪. অধ্যায় : আল্লাহভীতি ও ধার্মিকতা।

٤٢١٥/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ».

১/৪২১৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাশিম ইবনুল কাসিম আবূ আকীল আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) রাবীআহ বিন ইয়াযীদ ও আতিয়্যাহ বিন কায়স আতিয়্যাহ আস-সা'দী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি ছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন বান্দা

উক্ত হাদীস্বের রাবী সালিহ বিন মূসা সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৮৪১, ১৩/৯৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪৫. মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১৯২৭, আবূ দাউদ ৪৮৮২। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৪৬. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বহীহাহ ৫৭০।

ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ত্যাগ না করা পর্যন্ত মোত্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না।[৩৫৪৭]

٢/٤٢١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ».

২/৪২১৬। হিশাম বিন আম্মার, ইয়াহইয়া বিন হামযাহ, যায়দ বিন ওয়াকিদ, মুগীস বিন সুমায়্যা, আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন ঃ সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নাই, নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মঅহমিকা ও কপটতা।[৩৫৪৮]

٣/٤٢١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ «كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ».

৩/৪২১৭। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, আবূ রাজা', বুরদ বিন সিনান, মাকহূল, ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা', আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রাহ ! তুমি আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহলে লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হতে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ হতে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করবে, তাহলে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী ও দয়াপরবশ হও, তাহলে মুসলমান হতে পারবে। তোমার হাসি কমাও, কেননা অধিক হাসি অন্তরাত্মাকে ধ্বংস করে।[৩৫৪৯]

٤/٤٢١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ الْمَاضِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ».

৩৫৪৭. তিরমিযী ২৪৫১। গায়াতুল মারাম ১৭৮, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তার থেকে ইবনু উকায়ল মুনকার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন।

৩৫৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৪৯. তিরমিযী ২৩০৫। সহীহাহ ৫০৬, ৯২৭, ২০৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/৪২১৮। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব মাদী বিন মুহাম্মাদ (দঈফ বা দুর্বল) আলী বিন সুলায়মান (মাজহুল বা অপরিচিত) কাসিম বিন মুহাম্মাদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তদবীরের (বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা) তুল্য কোন জ্ঞান নেই, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার তুল্য ধার্মিকতা নেই এবং সচ্চরিত্র তুল্য কোন আভিজাত্য নেই।[৩৫৫০]

٥/٤٢١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى».

৫/৪২১৯। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ সাল্লাম বিন আবূ মুতী' কাতাদাহ হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আভিজাত্য হলো সম্পদ এবং মহত্ব ও মহানুভবতাই তাকওয়া।[৩৫৫১]

٦/٤٢٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي السَّلِيْلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَّةُ آيَةٍ قَالَ« { وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }».

৬/৪২২০। হিশাম বিন আম্মার ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ আল-মু'তামির বিন সুলায়মান কাহমাস ইবনুল হাসান আবূ সালীল দুরায়ব বিন নুফায়র .... আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি এমন একটি বাক্য বা আয়াত জানি, সকলেই যদি তা গ্রহণ করতো তবে অবশ্যই তাদের জন্য তা যথেষ্ট হতো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কোন্ আয়াত? তিনি বলেন ? তা হলো (অনুবাদ) ঃ "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেন" (সূরা তালাক ঃ ২)।[৩৫৫২]

٢٥/٣١. بَاب الثَّنَاءِ الْحَسَنِ

৩১/২৫. অধ্যায় : সুধারণা ও সুপ্রশংসা

١/٤٢٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ أَوْ الْبَنَاوَةِ قَالَ

৩৫৫০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৯১০, আর রাদ্দু আলাল বালীক ২৯৯, দঈফ আল-জামি' ৬৩০২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী মাদী বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। আবূ সা'দ বিন য়ূনুস ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭২৬, ২৭/৮৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন সুলায়মান সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪০৭৬, ২০/৪৫৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. কাসিম বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪৮২৪, ২৩/৪৪২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৫১. তিরমিযী ৩২৭১। ইরওয়া' ১৮৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৫২ .আহমাদ ২১০৪১, দারিমী ২৭২৫। মিশকাত ৫৩০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ قَالَ «يُوْشِكُ أَنْ تَعْرِفُوْا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوْا بِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ».

১/৪২২১। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াযীদ বিন হারূন][নাফি' বিন উমার আল-জুমাহী][উমায়্যাহ বিন স্বাফওয়ান (মাকবূল)][আবূ বাক্‌র বিন আবূ যুহায়র আস্র স্বাকাফী (মাকবূল)][তার পিতা (আবূ যুহায়র আস-স্বাকাফী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবাওয়াহ বা বানাওয়াহ নামক স্থানে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। রাবী বলেন, নাবাওয়াহ তায়েফের একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন ঃ অচিরেই তোমরা জান্নাতী লোকেদেরকে জাহান্নামীদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে পারবে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বলেন: সুপ্রশংসা ও কু প্রশংসা দ্বারা। তোমরা যে মৃতের প্রশংসা করবে সে জান্নাতী এবং যে মৃতের দুর্নাম করবে সে জাহান্নামী। তোমরা (পৃথিবীতে) পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাক্ষী।[৩৫৫৩]

٤٢٢٢/٢– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُوْمٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّيْ قَدْ أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ أَنِّيْ قَدْ أَسَأْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا قَالُوْا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ».

২/৪২২২। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][জামি' বিন শাদ্দাদ][কুলসূম আল-খুযাঈ (রহিমাহুল্লাহ)]∞ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভালো কাজ করলে কিভাবে জানতে পারবো যে, আমি ভালো কাজ করেছি এবং মন্দ কাজ করলেই বা কিভাবে বুঝবো যে,আমি মন্দ কাজ করেছি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন তোমার প্রতিবেশী বলে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো এবং যখন তারা বলে যে, তুমি মন্দ করেছো তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।[৩৫৫৪]

٤٢٢٣/٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ».

৩/৪২২৩। ∞[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্যাক][মা'মার][মানসূর][আবূ ওয়াইল][আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললো, আমি কিভাবে জানবো, যখন আমি ভালো কাজ করি এবং যখন আমি মন্দ কাজ করি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো।

৩৫৫৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজুত তহাবিয়াহ ৪৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৫৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাখরীজুল মিশকাত ৪৯৮৮, সহীহাহ ১৩২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছো, তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।[৩৫৫৫]

٤٢٢٤/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي ثُبَيْتٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ».

৪/৪২২৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও যায়দ বিন আখযাম মুসলিম বিন ইবরাহীম আবূ হিলাল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) উকবাহ বিন আবূ স্নুবায়ত আবুল জাওযা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ মানুষের উত্তম প্রশংসায় যার দু' কান পূর্ণ করেছেন এবং সেও তা শুনতে পেয়েছে, এমন ব্যক্তিই জান্নাতের অধিবাসী। তিনি যার কান মানুষের দুর্নামে পূর্ণ করেছেন এবং সেও তা শুনতে পেয়েছে, এমন ব্যক্তিই জাহান্নামী।[৩৫৫৬]

٤٢٢٥/٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ «ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ».

৫/৪২২৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আবূ ইমরান আল-জাওনী আবদুল্লাহ ইবনুস্ স্নামিত আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, কোন ব্যক্তি কেবল আল্লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাজ করে এবং লোকজন তার সেই কাজের জন্য তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন ঃ এটা তো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আগাম সুসংবাদ।[৩৫৫৭]

٤٢٢٦/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ «لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ».

৬/৪২২৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ দাউদ সাঈদ বিন সিনান আবূ সিনান আশ শায়বানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাবীব বিন আবূ স্নাবিত আবূ স্নালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন কাজ করি, তা লোকের গোচরীভূত হয়ে যায়, তাতে আমি আনন্দবোধ করি। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দ্বিগুণ স্নাওয়াব। গোপনে করার স্নাওয়াব এবং প্রকাশ হয়ে পড়ার স্নাওয়াব।[৩৫৫৮]

৩৫৫৫. আহমাদ ৩৭৯৮। মিশকাত ৪৯৮৮, আল-আহাদীস্নুস সাহীহাহ ১৩২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৫৬. হাদীস্নটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৭৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্নের রাবী আবূ হিলাল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। বাযযার বলেন, তিনি গায়র হাফিয। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫২৫৬, ২৫/২৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৫৭. মুসলিম ২৬৪২, আহমাদ ২০৮৭২, ২০৯৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৫৮. হাদীস্নটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৩৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

٢٦/٣١. بَاب النِّيَّةِ

৩১/২৬. অধ্যায় : নিয়াত (অভিপ্রায়)

٤٢٢٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

১/৪২২৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্ ইয়াযীদ বিন হারূন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী আলকামাহ বিন ওয়াক্কাস উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ লায়স্ব বিন সা'দ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী আলকামাহ বিন ওয়াক্কাস উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ যাবতীয় কাজের ফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়্যাত (অভিপ্রায়) অনুযায়ী ফলাফল রয়েছে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হয়। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য, সে তাই লাভ করবে অথবা তার হিজরত কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হলে সে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের জন্য গণ্য হবে।[৩৫৫৯]

٤٢٢٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِيْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِيْ حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِيْ غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ».

উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন সিনান আবূ সিনান আশ শায়বানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি স্বিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২২৯৪, ১০/৪৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৫৯ .সহীহুল বুখারী ১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩, মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী ১৬৪৭, নাসায়ী ৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, আবূ দাউদ ২২০১, আহমাদ ১৬৯, ৩০২। ইরওয়া' ২২, সহীহ আবূ দাউদ ১৯১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

٤٢٢٨/٣ (١)- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ أَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا أَبُـوْ أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ أَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২/৪২২৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ সালিম বিন আবুল জা'দ আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এ উম্মাতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তি সদৃশ। (এক) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। (দুই) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ঐ ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এ দু'জন সমান পুরস্কার লাভের অধিকারী। (তিন) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে তার মালে ভ্রষ্টনীতি গ্রহণ করে, তা অন্যায় পথে ব্যয় করে। (চার) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান ও সম্পদ কোনটাই দান করেননি। সে বলে, তার অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত (ভ্রষ্ট) কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এই দু' ব্যক্তি সমান অপরাধী।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৪টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর ২টি সানাদ হলো:]

৩/৪২২৮(১)। ইসহাক বিন মানসূর আল-মারওয়াযী আবদুর রাযযাক মা'মার মানসূর সালিম বিন আবুল জা'দ ইবনু আবূ কাবশাহ (মাকবূল) তার পিতা আবূ কাবশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ আবূ উসামাহ মুফাদ্‌দাল মানসূর (ইবনুল মু'তামির) সালিম বিন আবুল জা'দ ইবনু আবূ কাবশাহ (মাকবূল) তার পিতা আবূ কাবশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[৩৫৬০]

٤٢٢٩/٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ لَيْـثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

৪/৪২২৯। আহমাদ বিন সিনান ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদ বিন হারূন শারীক লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) তাউস আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ লোকেদের (হাশরের দিন) তাদের নিয়্যাত (অভিপ্রায়) অনুসারে উঠানো হবে।[৩৫৬১]

٤٢٣٠/٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

৩৫৬০. তিরমিযী ২৩২৫। আত তা'লীকুর রাগীব ১/২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৬১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ১/২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী লায়স সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

৫/৪২৩০। যুহায়র বিন মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা বিন আদী শারীক আল-আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ লোকজনকে তাদের নিয়াত (উদ্দেশ্য) অনুসারে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে।[৩৫৬২]

٢٧/٣١. بَاب الْأَمَلِ وَالْأَجَلِ

৩১/২৭. অধ্যায় : আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যু

١/٤٢٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ يَعْلَى عَنْ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخُطُوْطًا إِلَى جَانِبِ الْخَطِّ الَّذِيْ وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطًّا خَارِجًا مِنْ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا هَذَا قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ «هَذَا الْإِنْسَانُ الْخَطُّ الْأَوْسَطُ وَهَذِهِ الْخُطُوْطُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ أَوْ تَنْهَسُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيْطُ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ».

১/৪২৩১। আবূ বিশর বাক্‌র বিন খালাফ ও আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সুফইয়ান আমার পিতা (সাঈদ বিন মাসরূক) আবূ ইয়া'লা রাবী' বিন খুসায়ম আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নবী (সাঃ) একটি বর্গাকৃতির চতুর্ভুজ আঁকলেন, এর মধ্যভাগে একটি সরল রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের মধ্যবর্তী এ রেখার দু' দিকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রেখা টানলেন, অতঃপর চতুর্ভুজের বহির্ভাগে একটি সরল রেখা টানলেন যা বর্গক্ষেত্রকে ছেদ করে অন্য প্রান্ত ভেদ করেছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জানো, এটা কী? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ এই মধ্যবর্তী রেখাটি হলো মানুষ। আর সরল রেখার দু' দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আছে, এগুলো হলো বিপদাপদ, যা তাকে অহরহ দংশন করে। সে একটি বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আরেকটি বিপদ তার উপর পতিত হয়। বর্গক্ষেত্রটি হলো তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর (বর্গক্ষেত্র ভেদ করে) বাইরে আসা রেখাটি হলো তার কামনা-বাসনা।[৩৫৬৩]

٢/٤٢٣٢- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ وَبَسَطَ يَدَهُ أَمَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَثَمَّ أَمَلُهُ».

২/৪২৩২। ইসহাক বিন মানসূর নাদর বিন শুমায়ল হাম্মাদ বিন সালামাহ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বাকর আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ এই হলো আদম সন্তান এবং এই হলো তার মৃত্যু, তার ঘাড়ের নিকট। তিনি তাঁর হাত তাঁর সামনের দিকে প্রসারিত করে বললেন ঃ এই পর্যন্ত (হায়াতের চেয়েও বেশি) তার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[৩৫৬৪]

৩৫৬২. মুসলিম ২৮৭৮। আয যিলাল ৮৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৬৩. সহীহুল বুখারী ৬৪১৭, তিরমিযী ২৪৫৪, আহমাদ ৩৬৪৪, দারিমী ২৭২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৬৪. সহীহুল বুখারী ৬৪১৮, তিরমিযী ২৩৩৪, আহমাদ ১১৮২৯, ১১৯৭৯, ১৩২৮৫, ১৩৩৮৪। মিশকাত ৫২৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٢٣٣/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فِيْ حُبِّ اثْنَتَيْنِ فِيْ حُبِّ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ».

৩/৪২৩৩। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'টি জিনিসের ভালোবাসায় বৃদ্ধের মন যুবকই থেকে যায়। বেঁচে থাকার লালসা ও সম্পদের প্রাচুর্য।[৩৫৬৫]

٤٢٣٤/٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ».

৪/৪২৩৪। বিশর বিন মুআয আদ দরীর আবূ আওয়ানাহ কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আদাম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থেকে যায় ঃ সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার লালসা।[৩৫৬৬]

٤٢٣٥/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

৫/৪২৩৫। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আদম সন্তান দু' উপত্যকা ভর্তি সম্পদের অধিকারী হলেও সে এর সাথে

৩৫৬৫. সহীহুল বুখারী ৬৪২০, ১০৪৬, তিরমিযী ২৩৩৮, আহমাদ ৮২১৭, ৮২৫১, ৮২৬৭। আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১০, সহীহাহ ১৯০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৬৬. সহীহুল বুখারী ৬৪২১, মুসলিম ১০৪৭, তিরমিযী ২৩৩৯, আহমাদ ১২৫৮৬, ১৩২৮২। সহীহাহ ১৯০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

তৃতীয়টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। মাটি ছাড়া অন্য কিছু তার দেহ ভর্তি করতে পারে না। কোন ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।[৩৫৬৭]

٤٢٣٦/٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ».

৬/৪২৩৬। আল-হাসান বিন আরাফাহ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল-মুহারিবী মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ আমার উম্মাতের (গড়) আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এ বয়স অতিক্রম করবে।[৩৫৬৮]

٣١/٢٨. بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

৩১/২৮. অধ্যায় : নিয়মিত আমল পছন্দনীয়

٤٢٣٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِيْ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ «مَا مَاتَ حَتّٰى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا».

১/৪২৩৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবুল আহওয়াস্ আবূ ইসহাক আবূ সালামাহ উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে নিয়ে গেছেন, তিনি ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ সময় (নফল) নামায বসে পড়তেন। বান্দা যে নেক আমল নিয়মিত করে তার অল্প হলেও তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল।[৩৫৬৯]

٤٢٣٨/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِيْ امْرَأَةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ

৩৫৬৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৩৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ মারওয়ান আল-উস্রমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৬৮. তিরমিযী ২৩৩১, ৩৫৫০। মিশকাত ৫২৮০, সহীহাহ ৭৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৬৯. নাসায়ী ১৬৫৩, ১৬৫৪, ১৬৫৫, আহমাদ ২৬১৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

النَّبِيُّ ﷺ «مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوْا قَالَتْ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينَ إِلَيْهِ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ».

২/৪২৩৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ উসামাহ] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, আমার নিকট এক মহিলা উপস্থিত থাকা অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ মহিলা কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা, সে রাতে ঘুমায় না। তিনি তার সলাতের কথা উল্লেখ করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আরে থামো! তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করা তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) অবসন্ন হন না, যতক্ষণ না তোমরা অবসন্ন হয়ে পড়ো। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, কোন ব্যক্তির নিয়মিত আমলই তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দীন ছিল।[৩৫৭০]

٤٢٣٩/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ التَّمِيْمِيِّ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ فَقُمْتُ إِلَى أَهْلِيْ وَوَلَدِيْ فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّذِيْ كُنَّا فِيْهِ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّا لَنَفْعَلُهُ فَذَهَبَ حَنْظَلَةُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ «لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً».

৩/৪২৩৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আল-ফাদল বিন দুকায়ন] [সুফইয়ান] [আল-জুরায়রী] [আবূ উসমান] [হানযালা আল-কাতিব আত-তামীমী আল-উসায়্যিদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এমনভাবে নসীহত করলেন, যেন আমরা তা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমি উঠে পরিবার ও সন্তানদের নিকট ফিরে আসি এবং আনন্দ স্ফূর্তি করি। রাবী বলেন, আমি আমাদের এ অবস্থার কথা স্মরণ করছিলাম, অতঃপর (ঘর থেকে) বের হয়ে গিয়ে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, আমি মোনাফেক হয়ে গেছি, মোনাফেক হয়ে গেছি। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরাও তো তাই করি। অতঃপর হানযালা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন ঃ হে হানযালা! তোমরা আমার নিকট উপস্থিত থাকলে যেরূপ থাকো, সর্বদা তদ্রূপ থাকলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় অথবা পথিমধ্যে তোমার সাথে মোসাফাহা করতো। হে হানযালা! সেই অবস্থা সময় সময় হয়ে থাকে।[৩৫৭১]

৩৫৭০. সহীহুল বুখারী ৪৩, ১১৩২, ১১৫১, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, ৬৪৬৪, ৬৪৬৫, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ২৮১৮, নাসায়ী ৭৬২, ১৬৪২,আবূ দাউদ ১৩৭০,১৩৬৮,আহমাদ ২৩৭২৪, ২৩৭৯৮, ২৪৭৮৯, ২৪৮৮৫, ২৪৯৪৫, ২৫০২৮, ২৫১০৪, ২৫১৪৩, ২৫৪১৪, ২৫৫০৭, ২৫৭৭৫, ২৫৮১১, ২৫৮৫৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৪২২। ইরওয়া' ১২৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৭১. মুসলিম ২৭৫০, তিরমিযী ২৪৫২, ২৫১৪, আহমাদ ১৭১৫৭, ১৮৫৬৬। সহীহাহ ১৯৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٢٤٠/٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ».

৪/৪২৪০। আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য আমল করো। কেননা সেই আমলই উত্তম যা নিয়মিত করা যায়, তা পরিমাণে কম হলেও।[৩৫৭২]

٤٢٤١/٥- حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلَاثًا فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا».

৫/৪২৪১। আমর বিন রাফি' ইয়া'কূব বিন আবদুল্লাহ আল-আশআরী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ঈসা বিন জারিয়াহ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক খণ্ড পাথরের উপর নামাযরত এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। তিনি মক্কার এক প্রান্তে পৌঁছে সেখানে কিছুক্ষণ কাটালেন। অতঃপর তিনি ফেরার পথে ঐ লোকটিকে পূর্বাবস্থায় নামাযরত দেখতে পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর দু' হাত একত্র করে বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কথাটা তিনি তিনবার বলেন। কেননা তোমরা অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না।[৩৫৭৩]

৩৫৭২. আহমাদ ৮৩৯৪। সহীহ আবূ দাউদ ১২৩৮।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৭৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৭৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইয়া'কূব বিন আবদুল্লাহ আল-আশআরী সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন।

Contents

٢٩/٣١. بَاب ذِكْرِ الذُّنُوْبِ

৩১/২৯. অধ্যায় : পাপের স্মরণ

١/٤٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبِيْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ».

১/৪২৪২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ওয়াকী' ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আল-আ'মাশ শাকীক আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি, সে সম্পর্কে কি আমাদের জাবাবদিহি করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যারা ইসলাম গ্রহণের পর ভালো কাজ করেছে তাদেরকে জাহিলী যুগের কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে পূর্বাপর সকল কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।[৩৫৭৪]

٢/٤٢٤٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ «إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللهِ طَالِبًا».

২/৪২৪৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) সাঈদ বিন মুসলিম বিন বানাক আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আওফ ইবনুল হারিস (মাকবূল) আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আয়িশাহ! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[৩৫৭৫]

ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৭০৯৩, ৩২/৩৪৪ নং পৃষ্ঠা) ২. ঈসা বিন জারিয়াহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪৬১৯, ২২/৫৮৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ঈসা বিন জারিয়াহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৯০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ৩৪টি খুবই দুর্বল, ১৬৩টি দুর্বল, ১২৭টি হাসান, ৬৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২০, ৪৩, ১১৫১, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৫৮৬২, ৬৪৬২, ৬৪৬৫, ৬৪৬৬, মুসলিম ৭৪৮, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৭, ৭৮৮, তিরমিযী ২৮৫৬, আবূ দাউদ ১৩৬৮, ১৩৭০, মুওয়াত্তা' মালিক ২৭০, ৪২২, আহমাদ ৮৩৯৪, ২৩৬০৩, ২৩৬৪১, ২৩৬৬৮, ২৩৭২৩, ২৫৮৪১, ২৫৯৩৯, ২৬১৭৭।

৩৫৭৪. সহীহুল বুখারী ৬৯২১, মুসলিম ১২০, আহমাদ ৩৫৮৫, ৩৮৭৬, ৪০৭৫, ৪০৯২, ৪৩৯৪, দারিমী ১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৭৫ .আহমাদ ২৩৮৯৪, ২৪৬৫১, দারিমী ২৭২৬। সহীহাহ ৫১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী খালিদ বিন মাখলাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

٤٢٤٤/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَهُ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ }»

৩/৪২৪৪। হিশাম বিন আম্মার হাতিম বিন ইসমাঈল ও আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম মুহাম্মাদ বিন আজলান কা'কা' বিন হাকীম আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন (অনুবাদ) ঃ "কক্ষনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে" (সূরা আল-মুতাফফিফীন ঃ ১৪)।[৩৫৭৬]

٤٢٤٥/٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ خَدِيْجٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوْرًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا».

৪/৪২৪৫। ঈসা বিন যূনুস আর-রামলী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) উকবাহ বিন আলকামাহ বিন খাদীজ আল-মাআফিরী আরতাহ ইবনুল মুনযির আবূ আমির আলহানী সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন ঃ তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।[৩৫৭৭]

৩৫৭৬. তিরমিযী ৩৩৩৪, আহমাদ ৭৮৯২। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৮, ৪/৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৩৫৭৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ১৮১, আত তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭৮, সহীহাহ ৫০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ঈসা বিন যূনুস আর-রামলী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৬৭২, ২৩/৬০ নং পৃষ্ঠা)

٤٢٤٦/٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَقَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِيْهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ قَالَ «التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالَ الْأَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ».

৫/৪২৪৬। হারূন বিন ইসহাক ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, আবদুল্লাহ বিন ইদরীস, তার পিতা (ইদরীস বিন ইয়াযীদ) ও চাচা (দাঊদ বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল), দাদা (ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ) (মাকবূল), আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিনিসের বদৌলতে বেশীর ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন ঃ তাক্বওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন ঃ দু'টি অংগ- মুখ ও লজ্জাস্থান।[৩৫৭৮]

٣١/٣٠. بَاب ذِكْرِ التَّوْبَةِ

৩১/৩০. অধ্যায় : তওবা সম্পর্কে আলোচনা

٤٢٤٧/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا».

১/৪২৪৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, শাবাবাহ, ওয়ারকা', আবুয যিনাদ, আল-আ'রাজ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার হারানো উট প্রাপ্তিতে যতো আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তওবায় মহান আল্লাহ ততোধিক আনন্দিত হন।[৩৫৭৯]

٤٢٤٨/٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدِيْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ».

২/৪২৪৮। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব আল-মাদীনী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), আবূ মুআবিয়াহ, জা'ফার বিন বুরকান (তিনি সত্যবাদী তবে যুহরীর

৩৫৭৮. আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩। সহীহাহ ৯৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী দাঊদ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি স্নিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্নিকাহ নয়। আহমাদ বিন স্নালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৭৯১, ৮/৪৬৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু দাঊদ বিন ইয়াযীদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৬০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, ৮টি খুবই দুর্বল, ২৩টি দুর্বল, ১২টি হাসান, ১৭টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২০০৪, আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩, শারহুস সুন্নাহ ৩৪৯৭, ৩৪৯৮, আদাবুল মুফরাদ ২৯৪।

৩৫৭৯. তিরমিযী ৩৫৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেছেন)ℵইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম ℵআবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা যদি পাপাচার করতে, এমনকি তোমাদের পাপ আকাশের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো, অতঃপর তোমরা তওবা করতে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের তওবা কবুল করতেন।[৩৫৮০]

٤٢٤٩/٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَالْتَمَسَهَا حَتَّى إِذَا أَعْيَى تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ».

৩/৪২৪৯। সুফইয়ান বিন ওয়াকী'ℵআমার পিতা (ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ)ℵফুদায়ল বিন মারযূক (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)ℵআতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)ℵআবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন বান্দা বিজন প্রান্তরে তার বাহনের উট হারিয়ে ফেললো, অতঃপর তার অনুসন্ধান করতে করতে শেষে নিরাশ ও অবসন্ন হয়ে তার কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। এ অবস্থায় হঠাৎ সে তার হারিয়ে যাওয়া বাহনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজের মুখমণ্ডল থেকে তার কাপড় সরিয়ে তার উট তার সামনে উপস্থিত দেখতে পেয়ে যতো আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় ততোধিক আনন্দিত হন।[৩৫৮১]

৩৫৮০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯০৩, ১৯৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি যুহরীর রেওয়ায়ত বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি যুহরী ছাড়া অন্যদের হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি যুহরীর রেওয়ায়ত বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৩৪, ৫/১১ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৮১.
আহমাদ ১১৩৮২। দঈফাহ ৪২৯৪, দঈফ আল-জামি' ৪৬৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা) ২. ফুদায়ল বিন মারযূক সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন,তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭৬৯, ২৩/৩০৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন,

Contents

٤/٤٢٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».

৪/৪২৫০। আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আর-রাকাশী উহায়ব বিন খালিদ মা'মার আবদুল কারীম আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ .... (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিতুল্য।[৩৫৮২]

٥/٤٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ».

৫/৪২৫১। আহমাদ বিন মানী' যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্লাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) আলী বিন মাসআদাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীগণ উত্তম।[৩৫৮৩]

٦/٤٢٥٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ».

৬/৪২৫২। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান আবদুল কারীম আল-জাযারী যিয়াদ বিন আবূ মারয়াম ইবনু মা'কিল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (ইবনু মা'কিল) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৮২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী**ঃ হাসান।

৩৫৮৩. তিরমিযী ২৪৯৯, আহমাদ ১২৬৩৭। তাখরীজুল মিশকাত ২৩৪১০। **তাহকীক আলবানী**ঃ হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্লাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন মাসআদাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সকল হাদীস্রই অরক্ষিত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৪১৩৫, ২১/১২৯ নং পৃষ্ঠা)

ঃ "অনুতপ্ত হওয়াই তওবা"। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি নিজে কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন যে, "অনুতপ্ত হওয়াই তওবা"? তিনি বলেন, হাঁ।[৩৫৮৪]

٤٢٥٣/٧– حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ أَنْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

৭/৪২৫৩। রাশিদ বিন সাঈদ আর-রামলী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম (আবদুর রহমান বিন স্রাবিত) ইবনু স্রাওবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) তার পিতা (স্রাবিত বিন স্রাওবান) মাকহূল জুবায়র বিন নুফায়র আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন।[৩৫৮৫]

٤٢٥٤/٨– حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أَبِيْ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ } فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِيْ هَذِهِ فَقَالَ «هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي».

৮/৪২৫৪। ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব আল-মু'তামির আমার পিতা (সুলায়মান বিন তারখান) আবূ উস্রমান ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো যে, সে এক বেগানা মহিলাকে চুমা দিয়েছে। সে এর কাফ্‌ফরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলো। কিন্তু তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। তখন মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন (অনুবাদ) ঃ "দিনের দু' প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে দূরীভূত করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য উপদেশ" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। লোকটি বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ নির্দেশ কি কেবল আমার জন্য সীমিত? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের যে কেউ এর উপর আমল করবে, তার জন্যই।[৩৫৮৬]

٤٢٥٥/٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثَيْنِ عَجِيْبَيْنِ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ

৩৫৮৪. আহমাদ ৩৫৫৮, ৪০০৪, ৪১১৩। রাওদুন নাদীর ৬৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৮৫. তিরমিযী ৩৫৩৭। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/৭৫, মিশকাত ২৩৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী (আবদুর রহমান বিন স্রাবিত) ইবনু স্রাওবান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৭৫, ১৭/১২ নং পৃষ্ঠা)

.৩৫৮৬ বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ৪৯৬৩, ৪৯৬৪, তিরমিযী ৩১১২, আবূ দাউদ ৪৪৬৮, আহমাদ ৩৬৪৫, ৪০৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

«أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُوْنِي ثُمَّ اسْحَقُوْنِي ثُمَّ ذَرُّوْنِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوْا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ أَوْ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ فَغَفَرَ لَهُ لِذَلِكَ».

৯/৪২৫৫। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন মানসূর] [আবদুর রায্যাক] [মা'মার] [আয যুহরী] [হুমায়দ বিন আবদুর রহমান] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এক ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম (পাপাচার) করলো। তার মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পুত্রদের ওসিয়ত করে বললো, আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা আমাকে আগুনে ভস্মীভূত করবে, অতঃপর ছাই পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, তারপর সমুদ্রে প্রবল বায়ুর মধ্যে সেগুলো নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর শপথ! যদি আমার রব আমাকে পাকড়াও করতে পারেন তাহলে আমাকে এমন ভয়াবহ শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দেননি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তার পুত্ররা তার ওসিয়াত মত কাজ করলো। আল্লাহ তাআ'লা জমীনকে বলেন, তুমি তার দেহ থেকে যা গ্রহণ করেছো, তা ফেরত দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? সে বললো, হে প্রভু! আপনার ভয়। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।[৩৫৮৭]

١٠/٤٢٥٦- قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْئَسَ رَجُلٌ.

১০/৪২৫৬। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন মানসূর] [আবদুর রায্যাক] [মা'মার] [আয যুহরী] [হুমায়দ বিন আবদুর রহমান] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, এমতাবস্থায় তাকে আহারও করায়নি এবং একে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে কীট-পতঙ্গ খেতে পারতো। ফলে সেটি অনাহারে মারা গেলো। যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষকে (নিজের আমলের উপর) ভরসা করাও উচিত নয় এবং (আল্লাহর রহমাত থেকে) নিরাশ হওয়াও উচিত নয়।[৩৫৮৮]

١١/٤٢٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُوْنِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُوْنِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِي أَرْزُقْكُمْ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ

৩৫৮৭. সহীহুল বুখারী ৩৪৮১, ৭৫০৬, মুসলিম ২৭৫৬,আহমাদ ৭৫৯১, ৭৯৮০, মুওয়াত্তা' মালিক ৫৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৮৮. মুসলিম ২২৪৩, আহমাদ ৭৪৯৪, ২৭৮৭০, ৭৭৮৮, ২৭৪১৮, ২৭২৩৩, ২৭২৬২, ২৭৬০২, ১০১২৩, ১০২০৬, ১০৩৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلَى قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ لَمْ يَزِدْ فِيْ مُلْكِيْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلَى قَلْبِ أَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِيْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِيْ إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا ذَلِكَ بِأَنِّيْ جَوَادٌ مَاجِدٌ عَطَائِيْ كَلَامٌ إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

১১/৪২৫৭। ♦[আবদুল্লাহ বিন সাঈদ][আবদাহ বিন সুলায়মান][মূসা ইবনুল মুসায়্যাব আস্ সাকাফী][শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন)][আবদুর রহমান বিন গানম][আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]♦ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যাদের ক্ষমা করেছি তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই গুনাহগার। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আমি যাদের হেদায়াত করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার নিকট সৎপথ প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করবো। আমি যাদের ধনবান করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র। তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের রিযিক দান করবো। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিক্ত ও শুষ্ক (সচ্ছল-অসচ্ছল) নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। পক্ষান্তরে তারা সকলে যদি একত্রে আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক পাপী বান্দার মত হয়ে যায়, তবুও তাতে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের সৌন্দর্যহানি ঘটবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিক্ত ও শুষ্ক সকলে যদি একত্র হয়ে প্রত্যেকে তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের চাহিদামত সবকিছু দান করি, তবুও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে একটি সুঁই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানি যতটুকু হ্রাস পাবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হলো আমার কথা (এবং আমার আযাব হলো আমার নির্দেশ)। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, "হয়ে যাও", অমনি তা হয়ে যায়।[৩৫৮৯]

٣١/٣١. بَاب ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادِ لَهُ

৩১/৩১. অধ্যায় : মৃত্যুকে স্মরণ এবং তার প্রস্তুতি

৩৫৮৯. মুসলিম ২৫৭৭, তিরমিযী ২৪৯৫, আহমাদ ২০৮৬০, ২০৯১১। আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৮, ২৭০, মিশকাত ২৩৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

Contents

١/٤٢٥٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ».

১/৪২৫৮। মাহমূদ বিন গায়লান আল-ফাদল বিন মূসা মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করো।[৩৫৯০]

٢/٤٢٥٩- حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ قَالَ «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُوْلَئِكَ الْأَكْيَاسُ».

২/৪২৫৯। আয যুবায়র বিন বাক্কার আনাস বিন ইয়াদ নাফি' বিন আবদুল্লাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) ফারওয়াহ বিন কায়স (মাজহুল বা অপরিচিত) আতা' বিন রাবাহ ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আনসারী নবী (সাঃ)-এর নিকট এসে তাকে সালাম দিলো। অতঃপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তিনি বলেন ঃ স্বভাব-চরিত্রে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক উত্তম। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কে? তিনি বলেন: তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান।[৩৫৯১]

٣/٤٢٦٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللهِ».

৩/৪২৬০। হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনু আবূ মারয়াম (দঈফ বা দুর্বল) দমরাহ বিন হাবীব আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান

৩৫৯০. তিরমিযী ২৩০৭, নাসায়ী ১৮২৪, আহমাদ ৭৮৬৫। মিশকাত ১৬১০, ইরওয়া' ৬৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৫৯১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. নাফি' বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৩৬২, ২৯/২৭৯ নং পৃষ্ঠা) ২. ফারওয়াহ বিন কায়স সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭১৮, ২৩/১৭২ নং পৃষ্ঠা)

সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ ও অকর্মন্য সেই ব্যক্তি যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বৃথা আশা করে।[৩৫৯২]

٤٢٦١/٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرْجُوْ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَخَافُ ذُنُوْبِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ فِيْ مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ».

৪/৪২৬১। আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম বিন আবূ যিয়াদ সায়্যার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) জা'ফার (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন) সাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কেমন লাগছে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে (ক্ষমার) আশাবাদী ও ভীত-শংকিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এ দু'টি জিনিস (আশা ও শংকা) যে বান্দার অন্তরেই একত্র হয়, সে যা আশা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করবেন এবং সে যা আশংকা করে তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন।[৩৫৯৩]

٤٢٦٢/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِيْ حَمِيْدَةً وَأَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ فُلَانٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِيْ حَمِيْدَةً وَأَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ

৩৫৯২. তিরমিযী ২৪৫৯। মিশকাত ৫২৮৯, রাওদুন নাদীর ৩৫৬, দঈফাহ ৫৩১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায়া কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৫৮৩, ৩০/২২৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু আবূ মারয়াম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭২৪১, ৩৩/১০৮ নং পৃষ্ঠা)

.৩৫৯৩ তিরমিযী ৭৮৩। আহকামুল জানাইয ৩, মিশকাত ১৬১২, সহীহাহ ১০৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সায়্যার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তার থেকে কখনো হাদীস্র গ্রহণ করিনি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬৬৬, ১২/৩০৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার দোষত্রুটি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৯৪৩, ৫/৪৩ নং পৃষ্ঠা)

غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ فِيْهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اخْرُجِيْ ذَمِيْمَةً وَأَبْشِرِيْ بِحَمِيْمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ ارْجِعِيْ ذَمِيْمَةً فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ».

৫/৪২৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ ইবনু আবূ যি'ব মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা' সাঈদ বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মৃত্যুর সময় মানুষের নিকট ফেরেশতা আগমন করেন। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি উত্তম লোক হলে তারা বলেন, হে পবিত্র আত্মা! পবিত্র দেহ থেকে প্রশংসিত অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। রূহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহবান জানাতে থাকে। অতঃপর রূহ বের হয়ে আসলে তারা তা নিয়ে আসমানে আরোহণ করেন। এ রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সে কে? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা ছিল পবিত্র দেহে। প্রশংসিত অবস্থায় তুমি প্রবেশ করো, আল্লাহর রহমাত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে অবিরতভাবে এ সংবাদ প্রদান করা হয় যাবত না তা মহামহিম আল্লাহ যে আসমানে অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছে যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তি পাপাচারী হলে ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মা! নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে আয় এবং উত্তপ্ত গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর এবং অনুরূপ বহু বিষাক্ত বস্তুর। রূহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহবান জানাতে থাকেন। অতঃপর তারা রূহসহ উর্দ্ধাকাশে আরোহণ করেন। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মার জন্য নাই কোন সাদর সম্ভাষণ। তুই নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যা। কারণ তোর জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তা কবরে ফিরে আসে।[৩৫৯৪]

٦/٤٢٦٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِيْ إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ أَوْثَبَتْهُ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ قَبَضَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ فَتَقُوْلُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِيْ».

৬/৪২৬৩। আহমাদ বিন সাবিত আল-জাহদারী ও উমার বিন শাব্বাহ বিন আবীদাহ উমার বিন আলী ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়স বিন আবূ হাযিম আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যখন তোমাদের কারো মৃত্যু কোন এলাকায় নির্ধারিত হয়, তখন কোন প্রয়োজন তাকে সেখানে যেতে বাধ্য করে। সে যখন উক্ত এলাকায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায় তখন মহান আল্লাহ তার জান

৩৫৯৪. আহমাদ ৮৫৫১। মিশকাত ১৬২৭, তাখরীজু মা দাল্লা আলায়হিল কুরআন ১৪৬ নং পৃষ্ঠা, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

কবয করেন। কিয়ামতের দিন জমীন বলবে, হে প্রভু! এই তোমার আমানত যা আমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলে।[৩৫৯৫]

٤٢٦٤/٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللهِ فِيْ كَرَاهِيَةِ لِقَاءِ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

৭/৪২৬৪। ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবূ সালামাহ আবদুল আ'লা সাঈদ কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা সা'দ বিন হিশাম আয়িশাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করা। অতএব আমাদের সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে। তিনি বলেন ঃ তা নয়, এটা মৃত্যুর সময়ের ব্যাপার। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহর রহমাত ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যখন কোন বান্দাকে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।[৩৫৯৬]

٤٢٦٥/٨– حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ».

৮/৪২৬৫। ইমরান বিন মূসা আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার উপর পতিত বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। অবশ্যই কেউ যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায়, তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! যাবৎ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, তাবৎ আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হবে তখন আমাকে মৃত্যুদান করুন"।[৩৫৯৭]

٣٢/٣١. بَاب ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبِلَى

৩১/৩২. অধ্যায় : কবর ও তার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি

৩৫৯৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১২২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৯৬. মুসলিম ১৫৭, ২৬৮৪, ২৬৮৫, তিরমিযী ১০৬৭, নাসায়ী ১৮৩৪, ১৮৩৮, আহমাদ ২৩৬৫২, ২৩৭৬৩, ২৫২০০, ২৫৪৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৯৭. সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, ১৮২২, আবূ দাউদ ৩১০৮, ১১৫৬৮, ১১৬০৪, ১২২৫৩, ১২৩৪৪, ১২৬০৮, ১২৭৫৩, ১৩১৬৭, ১৩২৯৭, ১৩৫৮২। ইরওয়া' ৬৮৩, রাওদুন নাদীর ১৪২, আল-আহকাম ৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

٤٢٦٦/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/৪২৬৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ একটি হাড় ব্যতীত গোটা মানবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। সেটি হলো পাছার হাড় এবং এই হাড় থেকেই কিয়ামতের দিন সৃষ্টির দৈহিক কাঠামো পুনর্গঠিত করা হবে।[৩৫৯৮]

٤٢٦٧/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِيْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ».

২/৪২৬৭। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়াহইয়া বিন মাঈন হিশাম বিন ইউসুফ আবদুল্লাহ বিন বাহীর উসমান (রাঃ) এর মুক্তদাস হানী বলেন, উসমান বিন আফফান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেতো। তাকে বলা হলো, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করেন তখন তো এভাবে কান্নাকাটি করেন না, অথচ কবর দেখলেই কাঁদেন! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ নিশ্চয় কবর হলো আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যকার সর্বপ্রথম মনযিল। কেউ যদি এখান থেকে রেহাই পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো কবরের চেয়েও সহজতর হবে। আর সে যদি এখান থেকে রেহাই না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো ভয়াবহ হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি কখনও এমন কোন দৃশ্য অবলোকন করিনি যার তুলনায় কবর অধিক ভয়ংকর নয়।[৩৫৯৯]

٤٢٦٨/٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِيْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوْفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ

৩৫৯৮. সহীহুল বুখারী ৪৮১৪, ৪৯৩৫, মুসলিম ২৯৫৫, নাসায়ী ২০৭৭, আবূ দাঊদ ৪৭৪৩, আহমাদ ৮০৮৪, ৯২৪৪, ১০০৯৯, মুওয়াত্তা' মালিক ৫৬৫। আয যিলাল ৮৯১, তাখরীজুত তাহাবীয়াহ ৫৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৫৯৯. তিরমিযী ২৩০৮। মিশকাত ১৩২, তাখরীজুল মুখতার ১৬৬, ১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِيْ قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوْفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».

৩/৪২৬৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ ইবনু আবূ যি'ব মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা' সাঈদ বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে এবং সে সৎকর্মপরায়ণ লোক হলে তাকে ভীতিশূন্য ও দুশ্চিন্তামুক্ত অবস্থায় তার কবরে বসানো হয়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কিসের অনুসারী ছিলে? সে বলবে, আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমাদের নিকট এসেছিলেন এবং আমরা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছি। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আল্লাহকে দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে, তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। তাকে বলা হবে, দেখে নাও, যা থেকে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হবে। সে তথাকার পুষ্প উদ্যান ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, এই হলো তোমার স্থায়ী বাসস্থান। তাকে আরো বলা হবে, তুমি ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ইমানসহ মৃত্যুবরণ করেছো এবং ইনশাল্লাহ ঈমানসহ হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে।

পক্ষান্তরে দুষ্কর্মপরায়ণ লোককে ভীতিকর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় উঠিয়ে তার কবরে বসানো হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কিসের অনুসারী ছিলে? সে বলবে, আমি জানি না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই ব্যক্তি কে? সে বলবে, আমি লোকজনকে একটা কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে তথাকার পুষ্প উদ্যান ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে পাবে। তাকে বলা হবে, দেখ যা থেকে আল্লাহ তোকে বঞ্চিত করেছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেয়া হবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে, জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। অতঃপর তাকে বলা হবে, এটা হলো তোর স্থায়ী আবাসস্থল। তুই সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলি, সংশয়ী অবস্থায় মরেছিস এবং আল্লাহর মর্জি সংশয়ী অবস্থায় তোকে উঠানো হবে।[৩৬০০]

٤/٤٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «{ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ } قَالَ نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ { يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ }».

৪/৪২৬৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আলকামাহ বিন মারসাদ সা'দ বিন উবায়দাহ বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "যারা শাশ্বত বাণীতে

৩৬০০. আহমাদ ৮৫৫১। মিশকাত ১৩৮, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/১৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)। তিনি বলেন যে, এ আয়াত কবর আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কবরস্থ ব্যক্তিকে বলা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আর রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এই হচ্ছে আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য (অনুবাদ) ঃ "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে এবং আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)।[৩৬০১]

٤٢٧٠/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫/৪২৭০। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨আবদুল্লাহ বিন নুমায়র⟩⟨উবায়দুল্লাহ বিন উমার⟩⟨নাফি'⟩⟨ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ মারা যাওয়ার পর তার সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তার বসবাসের ঠিকানা তুলে ধরা হয়। সে জান্নাতী হয়ে থাকলে জান্নাতীদের অবস্থান দেখানো হয় এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের অবস্থান দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানোর পর থেকে এটাই হবে তোমার আবাস।[৩৬০২]

٤٢٧١/٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ».

৬/৪২৭১। ⟨সুওয়ায়দ বিন সাঈদ⟩⟨মালিক বিন আনাস⟩⟨ইবনু শিহাব⟩⟨আবদুল্লাহ বিন কা'ব আল-আনসারী⟩⟨তার পিতা (কা'ব বিন মালিক আল-আনসারী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। শেষে উত্থিত হওয়ার দিন তার রূহ তার দেহে ফিরে আসবে।[৩৬০৩]

٤٢٧٢/٧- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِي أُصَلِّي».

৭/৪২৭২। ⟨ইসমাঈল বিন হাফস্ আল-আয়লী⟩⟨আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ⟩⟨আল-আ'মাশ⟩⟨আবূ সুফইয়ান⟩⟨জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে সে সূর্যকে অস্তমিত দেখতে পায়। তখন সে উঠে বসে এবং তার চক্ষুদ্বয় মলতে মলতে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায পড়বো।[৩৬০৪]

৩৬০১. মুসলিম ২৮৭১। রাওদুন নাদীর ১৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬০২. সহীহুল বুখারী ১৩২, মুসলিম ২৭৬৬, তিরমিযী ১২৯০, নাসায়ী ১০৭২, ১০৭০, ২০৭১, আহমাদ ৪৬৪৪, ৫০৯৮, ৫৮৯০, ৬০২৩, মুওয়াত্তা' মালিক ৫৬৪। রাওদুন নাদীর ৭৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬০৩. তিরমিযী ১৬৪১, নাসায়ী ২০৭৩, আহমাদ ১৫৩৪৯, ১৫৩৬০, ১৫৩৬৫, ২৬৬২৫, মুওয়াত্তা' মালিক ৫৬৬। সহীহাহ ৯৯৫, আত তা'লীকুর রাগীব ২/১৯২, তাখরীজুত তাহাবীয়াহ ৫৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬০৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আয যিলাল ৮৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٣١/٣٣. بَاب ذِكْرِ الْبَعْثِ

৩১/৩৩. অধ্যায় : পুনরুত্থানের আলোচনা

٤٢٧٣/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ صَاحِبَيِ الصُّوْرِ بِأَيْدِيْهِمَا أَوْ فِيْ أَيْدِيْهِمَا قَرْنَانِ يُلَاحِظَانِ النَّظَرَ مَتَى يُؤْمَرَانِ».

১/৪২৭৩। ›‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ›‹আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম›‹হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন)›‹আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)›‹আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শিংগাধারী দু' ফেরেশতা তাদের দু' হাতে দু'টি শিংগা নিয়ে অপেক্ষায় আছেন, কখন তাদের প্রতি (ফুৎকারের) নির্দেশ আসে।[৩৬০৫]

٤٢٧٤/٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ بِسُوقِ الْمَدِيْنَةِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ تَقُوْلُ هَذَا وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «{ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ } فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِيْ أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ».

২/৪২৭৪। ›‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ›‹আলী বিন মুসহির›‹মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)›‹আবূ সালামাহ›‹আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› তিনি বলেন, মদীনার বাজারে এক ইহূদী বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম) কে সমগ্র মানবজাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এক আনসারী তার হাত তুলে তাকে সজোরে চড় মেরে বললো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তুমি একথা বলছো! বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে" (সূরা যুমার ঃ ৬৮)। আমি হবো

৩৬০৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** মুনকার তবে " صاحب القرن .... " শব্দে মাহফূয। সহীহাহ ১০৭৯, দঈফ আল-জামি' ১৮৭২।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. হাজ্জাজ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

Contents

মাথা উত্তোলনকারী প্রথম ব্যক্তি। আমি মূসা আলাইহিস সালামকে আরশের একটি পায়া আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতে পাবো। আমি জানি না, তিনি কি আমার আগে তাঁর মাথা তুলেছেন, না আল্লাহ তাআলা তাঁকে অজ্ঞান হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা আলাইহিস সালাম অপেক্ষা উত্তম, সে মিথ্যা বলে।[৩৬০৬]

٤٢٧٥/٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيْهِ بِيَدِهِ وَقَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ قَالَ وَيَتَمَايَلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُوْلُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৩/৪২৭৫। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আমার পিতা (আবূ হাযিম) উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাঁর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে তা মুষ্টিবদ্ধ করবেন, অতঃপর তা সংকুচিত ও প্রসারিত করতে থাকবেন, অতঃপর বলবেন, আমিই মহাপ্রতাপশালী, অমিই রাজাধিরাজ। প্রতাপশালী দাম্ভিকেরা কোথায়? রাবী বলেন, এ কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডানে বামে ঝুঁকছিলেন। শেষে আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিম্বারের নিম্নাংশ তাকে নিয়ে দুলছে, এমনকি আমি বলতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বার থেকে নিচে পড়ে যান কিনা।[৩৬০৭]

٤٢٧٦/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِيْ صَغِيْرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ «حُفَاةً عُرَاةً قُلْتُ وَالنِّسَاءُ قَالَ وَالنِّسَاءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا يُسْتَحْيَا قَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَهَمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ».

৪/৪২৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) হাতিম বিন আবূ স্বাগীরাহ ইবনু আবূ মুলায়কাহ কাসিম আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানবজাতিকে কী অবস্থায় সমবেত করা হবে? তিনি বলেন ঃ নগ্নপদে উলঙ্গ বদনে। আমি বললাম, নারীরাও? তিনি বলেন ঃ নারীরাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কি আমরা লজ্জিত হবো না? তিনি বলেন ঃ

৩৬০৬. মুসলিম ২৩৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্বের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৬০৭. মুসলিম ২৭৮৮। আয যিলাল ৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

হে আয়িশাহ! তখনকার অবস্থা হবে খুবই ভয়ংকর। কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত অবস্থায় থাকবে না।[৩৬০৮]

٤٢٧٧/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِيْ فَآخِذٌ بِيَمِيْنِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ».

৫/৪২৭৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আলী বিন আলী বিন রিফাআহ (তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী ছিলেন) হাসান .... আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার পেশ করা হবে। প্রথম দু'বার বাক-বিতণ্ডা ও ওজর-আপত্তি পেশের জন্য। তৃতীয়বারে প্রত্যেকের আমলনামা উড়ে এসে হাতের নাগালে পৌঁছবে এবং কেউ তা ডান হাতে, কেউ তা বাম হাতে গ্রহণ করবে।[৩৬০৯]

٤٢٧٨/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَأَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ { يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ } قَالَ «يَقُوْمُ أَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ».

৬/৪২৭৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ঈসা বিন য়ূনুস ও আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবনু আওন নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "যেদিন মানবজাতি জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে" (সূরা মুতাফফিফীন ঃ ৬) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের এক একজন নিজ দেহ নিঃসৃত ঘামের মধ্যে দু' কান বরাবর ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।[৩৬১০]

৩৬০৮. সহীহুল বুখারী ৬৫২৭, মুসলিম ২৮৫৯, নাসায়ী ২০৮৩, ২০৮৪, আহমাদ ২৩৭৪৪, ২৪০৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্বালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৬০৯. আহমাদ ১৯২১৬। তাখরীজুত তাহাবীয়াহ ৫৫৬, মিশকাত ৫৫৫৭, ৫৫৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন আলী বিন রিফাআহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১১০, ২১/৭২ নং পৃষ্ঠা)

৩৬১০ .সহীহুল বুখারী ৪৯৩৮, মুসলিম ২৮৬২, তিরমিযী ২৪২২, ৩৩৩৫, ৩৩৩৬, আহমাদ ৪৫৯৯, ৪৬৮৩, ৫২৯৬, ৫৩৬৫, ৫৭৮৯, ৫৮৭৬, ৬০৩৯, ৬০৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্বালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

٤٢٧٩/٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ { يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ } فَأَيْنَ تَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ «عَلَى الصِّرَاطِ».

৭/৪২৭৯। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আলী বিন মুসহির][দাঊদ][আশ শা'বী][মাসরূক][আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট "যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেন ঃ পুলসিরাতের উপর।[৩৬১১]

٤٢٨٠/٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ الْعُتْوَارِيِّ أَحَدِ بَنِيْ لَيْثٍ قَالَ وَكَانَ فِيْ حَجْرِ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعْنِيْ أَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيْزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوْجٌ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ وَمَنْكُوْسٌ فِيْهَا».

৮/৪২৮০। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবদুল আ'লা][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে কাদারিয়া ও শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)][উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ][সুলায়মান বিন আমর বিন আবদ ইবনুল উতওয়ারী][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ পুলসিরাত জাহান্নামের দু' তীরের সাথে যুক্ত থাকবে। তাতে থাকবে সাদান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ কাঁটাসমূহ। লোকজন তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। কতক মুসলমান নিরাপদে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, কতক কাঁটার আঁচড় খেয়ে, কতক কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে থাকার পর নাজাত পাবে এবং কতক মুখ থুবড়ে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে।[৩৬১২]

٤٢٨١/٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنِّي لَأَرْجُوْ أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا } قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِيْهِ يَقُوْلُ { ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا }».

৯/৪২৮১। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][আবূ সুফইয়ান (তালহাহ বিন নাফি')][জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)][উম্মু মুবাশশির (রাদিয়াল্লাহু আনহা)][হাফসাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই আশা করি আল্লাহর মর্জি যারা বদর ও হুদায়বিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত ছিল তাদের

৩৬১১. মুসলিম ২৭৯১, তিরমিযী ৩১২১, আহমাদ ২৩৫৪৯, ২৪১৭৬, ২৪৫০২, ২৫৩০০, দারিমী ২৮০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬১২. আহমাদ ১০৬৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

কেউ জাহান্নামে যাবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি ঃ "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রভুর অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (সূরা মরিয়ম ঃ ৭১)? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তুমি কি শোননি যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ "পরে আমি মোত্তাকীদের উদ্ধার করবো এবং যালেমদের সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো" (সূরা মরিয়ম ঃ ৭২)।[৩৬১৩]

٣١/٣٤. بَاب صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৩১/৩৪. অধ্যায় : মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের বৈশিষ্ট্য

١/٤٢٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ سِيْمَاءُ أُمَّتِيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهَا».

১/৪২৮২। ✧[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ][আবূ মালিক আল-আশজাঈ][আবূ হাযিম][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]✧ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তারা (আমার উম্মাত) শুভ্র হস্তপদ ও উজ্জ্বল চেহারায় আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এটা হবে আমার উম্মাতের নিদর্শন, অন্য কোন উম্মাতের নয়।[৩৬১৪]

٢/٤٢٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ «إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِيْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ».

২/৪২৮৩। ✧[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][আবূ ইসহাক][আমর বিন মায়মূন][আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]✧ তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একটি তাঁবুর মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি আবার বলেন ঃ তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তোমরা জান্নাতীদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীদের অর্ধেক হবে তোমরা। এজন্য যে, জান্নাতে কেবল মুসলিম ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। তোমরা মুশরিকদের তুলনায় কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা লোম সদৃশ অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ায় কালো লোম সদৃশ।[৩৬১৫]

٣/٤٢٨٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَجِيْءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَيَجِيْءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

৩৬১৩.হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আল-জামি' ২৪৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬১৪. মুসলিম ২৪৭, আহমাদ ৮২০৮, ৮৫২৪, ৮৯৪২, ৯০৩৭, ১০৩৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬১৫. সহীহুল বুখারী ৬৫২৮, মুসলিম ২২১, তিরমিযী ২৫৪৭, আহমাদ ৩৬৫৩। রাওদুন নাদীর ৬০৮, ১৮৯, সহীহাহ ৮৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَأَقَلُّ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيُقَالُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوْا فَصَدَّقْنَاهُ قَالَ فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا }».

৩/৪২৮৪। আবূ কুরায়ব ও আহমাদ বিন সিনান আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) একজন নবী আসবেন, তাঁর সাথে থাকবে একজন মাত্র অনুসারী। আবার কোন নবীর সাথে থাকবে দু'জন অনুসারী। আবার কোন নবীর সাথে থাকবে তিনজন বা তার কম-বেশী অনুসারী। তাঁকে বলা হবে, তুমি কি তোমার জাতির নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন ঃ হাঁ। তার জাতিকে ডাকা হবে এবং বলা হবে, তিনি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছিলেন? তারা বলবে, না। তাঁকে বলা হবে, তোমার সাক্ষী কারা? তিনি বলবেন ঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মাত। তখন মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মাতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, নবী কি (তাঁর উম্মাতের নিকট আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছিলেন ? তারা বলবে, হাঁ। তাদের আবার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা তা জানলে কিভাবে? তারা বলবে, আমাদের নবী (সাঃ) আমাদের অবহিত করেছিলেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করেছি। তোমাদের জন্য এ কথার প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী (অনুবাদ) ঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ হতে পারে" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)।[৩৬১৬]

٤٢٨٥/٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ «مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُوْ أَلَّا يَدْخُلُوْهَا حَتَّى تَبَوَّءُوْا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِيْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ».

৪/৪২৮৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন মুস্আব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আল-আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর হিলাল বিন আবূ মায়মূনাহ আতা' বিন ইয়াসার রিফাআহ আল-জুহানী (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা (সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এমন কোন বান্দা নেই যে ঈমান আনার পর তার উপর অবিচল থেকেও জান্নাতের দিকে পরিচালিত হবে না। আমি আশা করি যে, তোমরা ও তোমাদের সৎকর্মপরায়ণ সন্তানেরা জান্নাতে নিজ নিজ স্থানে না

৩৬১৬. সহীহুল বুখারী ৩৩৩৯, তিরমিযী ২৯৬১, আহমাদ ১০৮৭৮। সহীহাহ ২৪৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

পৌঁছা পর্যন্ত অন্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মহান প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৩৬১৭]

٤٢٨٦/٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «وَعَدَنِيْ رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ».

৫/৪২৮৬। হিশাম বিন আম্মার, ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আল-হানী, আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আমার মহান প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তাদের কোনরূপ শাস্তিও হবে না। প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরও সত্তর হাজার করে এবং আরো থাকবে আমার মহান প্রতিপালকের তিন মুঠো পরিমাণ।[৩৬১৮]

٤٢٨٧/٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَأَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ أُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا».

৬/৪২৮৭। ঈসা বিন মুহাম্মাদ আন নাহ্হাস আর-রামলী ও আয়্যূব বিন মুহাম্মাদ আর রাক্কী, দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে কিছু সন্দেহ করেন), ইবনু শাওযাব, বাহ্য বিন হাকীম, তার পিতা (হাকীম বিন মুআবিয়াহ), দাদা (মুআবিয়াহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাত সত্তর সংখ্যা পূর্ণ করবে। আমরা হবো এর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম উম্মাত।[৩৬১৯]

৩৬১৭. আহমাদ ১৫৭৮২। সহীহাহ ২৪০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসআব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৬১২, ২৬/৪৬০ নং পৃষ্ঠা)

৩৬১৮. তিরমিযী ২৪৩৭। সহীহাহ ২১৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৬১৯. তিরমিযী ৩০০১, আহমাদ ১৯৫০৯, ১৯৫২০, ১৯৫৪০ দারিমী ২৭৬০। মিশকাত ৬২৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিসরী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা)

٤٢٨٨/٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ سَبْعِيْنَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ».

৭/৪২৮৮। মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ (তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত) ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বাহয বিন হাকীম তার পিতা (হাকীম বিন মুআবিয়াহ) দাদা (মুআবিয়াহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় তোমরা উম্মাতের সংখ্যা সত্তরে পূর্ণ করেছো। এদের মধ্যে তোমরাই আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম ও মর্যাদাবান উম্মাত।[৩৬২০]

٤٢٨٩/٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحٰقَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ».

৮/৪২৮৯। আবদুল্লাহ বিন ইসহাক আল-জাওহারী হুসায়ন বিন হাফস আল-আসবাহানী সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারসাদ সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জান্নাতীদের একশত বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি কাতার এবং অন্যান্য উম্মাতের হবে চল্লিশটি।[৩৬২১]

٤٢٩٠/٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا فَنَحْنُ الْآخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ».

৯/৪২৯০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ সালামাহ হাম্মাদ বিন সালামাহ সাঈদ বিন ইয়াস আল-জুরায়রী আবূ নাদরাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মাত এবং সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। বলা হবে, উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উম্মাত এবং তাদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মাত (দুনিয়াতে আগমনের দিক থেকে) এবং সর্বাপ্রথম উম্মাত (জান্নাতে প্রবেশের দিক থেকে)।[৩৬২২]

٤٢٩١/١٠- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا جَمَعَ اللهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُذِنَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُوْدِ فَيَسْجُدُوْنَ لَهُ طَوِيْلًا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوْا رُءُوْسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ».

১০/৪২৯১। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল আ'লা বিন আবুল মুসাবির (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আবূ বুরদাহ তার পিতা (আবূ

৩৬২০. তিরমিযী ৩০০১, আহমাদ ১৯৫০৯, ১৯৫২০, ১৯৫৪০, দারিমী ২৭৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অপরিচিত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫১৭৫, ২৫/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৬২১. তিরমিযী ২৫৪৬, আহমাদ ২২৪৩১, ২২৪৯৩, ২২৫৫২, দারিমী ২৮৩৫। মিশকাত ৫৬৪৪, রাওদুন নাদীর ৬০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬২২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মূসা আল-আশআরী) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকে একত্র করার পর মুহাম্মাদ এর উম্মাতকে সিজদারত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ তাঁর উদ্দেশে সিজদারত থাকবে। অতঃপর বলা হবে, তোমরা মাথা উঠাও। আমি তোমাদের সমসংখ্যককে (কাফেরকে) জাহান্নামের ফিদয়া স্বরূপ দিয়েছি।[৩৬২৩]

٤٢٩٢/١١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِأَيْدِيْهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُقَالُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنْ النَّارِ».

১১/৪২৯২। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) কাস্রীর বিন সুলায়ম (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ এই উম্মাত হলো অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এদের দ্বারাই এদের শাস্তি হবে (পারস্পরিক হানাহানির মাধ্যমে)। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে একজন করে মুশরিক সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই হলো তোমার ফিদ্য়া।[৩৬২৪]

٣٥/٣١. بَاب مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩১/৩৫. অধ্যায় : কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমাত লাভের আশা করা যায়

৩৬২৩. মুসলিম ২৭৬৭, আহমাদ ১৯১০৩, ১৯১৬১। দঈফাহ ২৫৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আ'লা বিন আবুল মুসাবির সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও মাতরূক। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার সুনান গ্রন্থে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৬/৩৬৬)**

৩৬২৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯৫৯, ১৩৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্রীর বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৪৪, ২৪/১২১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস ও কাস্রীর বিন সুলায়ম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৯৩টি শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৭৬৮, ২৭৬৯, আহমাদ ১৯০৫০, ১৯০৬৫, ১৯১০২, ১৯১৫৬, ১৯১৬০, ১৯১৭০, ১৯১৭৫।

Contents

١/٤٢٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ فَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/৪২৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন আবদুল মালিক আতা' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার একশত রহমাত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রহমাত তিনি সারা সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করেছেন। এই একটি রহমাতের কারণেই তারা একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এর দ্বারা জীব-জন্তু তার বাচ্চার প্রতি মমতায় উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য রেখেছেন।[৩৬২৫]

٢/٤٢٩٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَالطَّيْرُ وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا اللّٰهُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ».

২/৪২৯৪। আবূ কুরায়ব ও আহমাদ বিন সিনান আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন এক শত রহমাত সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে থেকে তিনি মাত্র একটি রহমাত পৃথিবীতে বিতরণ করেছেন। এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মা তার সন্তানের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে এবং জীবজন্তু, পক্ষীকুল ইত্যাদিও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত তিনি কিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন তিনি এটি দ্বারা একশত রহমাত পূর্ণ করবেন।[৩৬২৬]

٣/٤٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِي».

৩/৪২৯৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইবনু আজলান তার পিতা (আজলান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন তখন নিজ হাতে নিজের ব্যাপারে লিখেছেন ঃ "আমার রহমাত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে"।[৩৬২৭]

৩৬২৫ .সহীহুল বুখারী ৬০০০, ৬৪৬৯, মুসলিম ২৭৫২, তিরমিযী ৩৫৪১, আবূ দাউদ ৩৪৮৪, আহমাদ ৮২১০, ৯৩২৬, ৯৯১০, ১০২৯২,১০৪২৯, দারিমী ২৭৮৫। সহীহাহ ১৬৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬২৬ .হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬২৭ .সহীহুল বুখারী ৪১৯৪, মুসলিম ২৭৫১, তিরমিযী ৩৫৪৩, আহমাদ ৭৪৪৮, ৭৪৭৬, ২৭৩৪৩, ৮৪৮৫, ৮৭৩৫, ৮৯১৪, ৯৩১৪। সহীহাহ ১৬২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٢٩٦/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ».

৪/৪২৯৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবূ আওয়ানাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র ইবনু আবূ লায়লা মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর কী অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কী অধিকার রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, বান্দাহ তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার এই যে, তারা (বান্দা) তদনুযায়ী আচরণ করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।[৩৬২৮]

٤٢٩٧/٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ فَقَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنُّوْرَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَّنُّوْرِ تَنَحَّتْ بِهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي أَلَيْسَ اللهُ بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنْ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِيْ وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَأَكَبَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبْكِيْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ «إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبَى أَنْ يَقُوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

৫/৪২৯৭। হিশাম বিন আম্মার ইবরাহীম বিন আ'য়ান (দঈফ বা দুর্বল) ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আশ শায়বানী (মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হাফস (দঈফ বা দুর্বল) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কারা এই সম্প্রদায়? তারা বলেন, আমরা মুসলমান। এক স্ত্রীলোক তার চুলায় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে সে তার পুত্রকে সরিয়ে নিলো। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

৩৬২৮. সহীহুল বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ৩০, তিরমিযী ২৬৪৩, আবূ দাঊদ ২৫৫৯, আহমাদ ১৩৩৩১, ২১৪৮৬, ২১৪৯৯, ২১৫৩৪, ২১৫৫৩, ২১৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ তা'আলা কি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু নন? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। স্ত্রীলোকটি বললো, সন্তানের প্রতি মা যতোটা দয়াপরবশ, আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিক দয়াপরবশ নন? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। সে বললো, নিশ্চয় মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। একথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা অবনত করে কেঁদে দিলেন, অতঃপর মাথা তুলে তাকে বলেন ঃ যে ব্যক্তি অবাধ্য, উদ্ধত, বিদ্রোহী, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত আল্লাহ তার অপরাপর বান্দাদের শাস্তি দিবেন না।[৩৬২৯]

٦/٤٢٩٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً».

৬/৪২৯৮। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী আমর বিন হাশিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবদু রাব্ব বিন সাঈদ সাঈদ আল-মাকবুরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুর্ভাগা হতভাগা ব্যতীত কেউ জাহান্নামে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! হতভাগা কে? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করেনি এবং তাঁর অবাধ্যাচারিতা ত্যাগ করেনি।[৩৬৩০]

৩৬২৯ .হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ২৩৭৮, দঈফাহ ৩১০৯, দঈফ আল-জামি' ১৬৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবরাহীম বিন আ'য়ান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৫৪, ২/৫৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আশ শায়বানী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইয়াযীদ বিন হারূন আল-আয়লী বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৯৩, ৩/২১৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হাফস্র সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৩০. আহমাদ ৯৩৮৮। মিশকাত ৫৬৯৩, দঈফ আল-জামি' ৬৩৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আমর বিন হাশিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি অপরিচিত, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৪৪৬৩, ২২/২৭৫ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

٤٢٩٩/٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخُوْ حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ أَوْ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ } فَقَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَلَا يُجْعَلْ مَعِيْ إِلَهٌ آخَرُ فَمَنْ اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِيْ إِلَهًا آخَرَ فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ.

٤٢٩٩/٨ (١)- قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ { هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ } قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَلَا يُشْرَكَ بِيْ غَيْرِيْ وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنْ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِيْ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ.

৭/৪২৯৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) সুহায়ল বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) স্রাবিত আল-বুনানী আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত পাঠ বা তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ৫৬), অতঃপর বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, কেবল আমাকেই ভয় করতে হবে। অতএব আমার সাথে যেন অন্য ইলাহ যোগ না করা হয়। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন ইলাহ যোগ করা পরিহার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করার অধিকারী।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৮/৪২৯৯(১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান ইবরাহীম বিন নাস্‌র হুদবাহ বিন খালিদ সুহায়ল বিন আবূ হাযম (দঈফ বা দুর্বল) স্রাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (সূরা মুদ্দাস্সির) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, আমাকেই ভয় করতে হবে, আমার সাথে অন্যকে শরীক করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা পরিহার করেছে আমিই তাকে ক্ষমা করার অধিকারী।[৩৬৩১]

٤٣٠٠/٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُنْكِرُ

৩৬৩১ .তিরমিযী ৩৩২৮, আহমাদ ১২০৩৪, দারিমী ২৭২৪। মিশকাত ২৩৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)
২. সুহায়ল বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম বুখারী বলেন,তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তার সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৬২৬, ১২/২১৭ নং পৃষ্ঠা)

مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبِطَاقَةُ الرُّقْعَةُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ لِلرُّقْعَةِ بِطَاقَةً.

৯/৪৩০০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবনু আবূ মারয়াম লায়স্র (বিন সা'দ) আমির বিন ইয়াহইয়া আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার এক উম্মাতকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর কোন কিছু অস্বীকার করো? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর আমলনামা লেখক আমার ফেরেশতাগণ কি জুলুম করেছে? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার নিকট কি কোন নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। তখন সে বলবে হে আমার রব! এতো বৃহৎ দফতরসমূহের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কী উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতরসমূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতরসমূহের পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, বিতাকা (চিরকুট) অর্থ রুক্আ (টুকরা), মিস্রবাসী রুকআকে বিতাকা বলে।[৩৬৩২]

٣٦/٣١. بَاب ذِكْرِ الْحَوْضِ

৩১/৩৬. অধ্যায় : হাওদ কাওস্রারের আলোচনা

٤٣٠١/١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ لِيْ حَوْضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ وَإِنِّي لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/৪৩০১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর যাকারিয়্যা আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমার জন্য বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঝর্ণা আছে। এর পানি দুধের ন্যায় সাদা এবং এর পানপাত্র তারকাপুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য। কিয়ামতের দিন অন্য সকল নবী-রাসূলের অনুসারীর চেয়ে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অনেক বেশী।[৩৬৩৩]

৩৬৩২ .তিরমিযী ২৬৩৯। মিশকাত ৫৫৫৯, সহীহাহ ১৩৫, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২৪০, ২৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
৩৬৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আয যিলাল ৭২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٤٣٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ حَوْضِيْ لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَنَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ».

২/৪৩০২। ❖[উসমান বিন আবূ শায়বাহ][আলী বিন মুসহির][আবূ মালিক][সা'দ বিন তারিক][রিবঈ (বিন হিরাশ)][হুযায়ফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার হাওদে কাওসারের পরিধি আয়লা থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই হাওযের পানপাত্রের সংখ্যা হবে নক্ষত্ররাজির চেয়েও অধিক। এর পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি এই হাওযের তীর থেকে একদল লোককে তাড়িয়ে দিবো, যেমন কোন লোক অপরিচিতি উটকে তার কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের চিনতে পারবেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমরা উযু করার কারণে তোমাদের উযুর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হবে। তোমাদের ব্যতীত অন্য কারো এরূপ হবে না।[৩৬৩৪]

٣/٤٣٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيْدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ فِيْ مَرْكَبِكَ قَالَ أَجَلْ وَاللهِ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ وَلَكِنْ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِيْ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى أَيْلَةَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ أَكَاوِيْبُهُ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَيَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الدُّنْسُ ثِيَابًا وَالشُّعْثُ رُءُوْسًا الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ» قَالَ فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ لَكِنِّيْ قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِيَ السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّيْ لَا أَغْسِلُ ثَوْبِيَ الَّذِيْ عَلَى جَسَدِيْ حَتَّى يَتَّسِخَ وَلَا أَدْهُنُ رَأْسِيْ حَتَّى يَشْعَثَ.

উক্ত হাদীসের রাবী আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৩৪. মুসলিম ২৪৮, আহমাদ ২২৮৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/৪৩০৩। ﴾মাহমূদ বিন খালিদ আদ-দিমাশকী﴿﴾মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ﴿﴾মুহাম্মাদ বিন মুহাজির﴿﴾আব্বাস বিন সালিম আদ-দিমাশকী﴿﴾আবূ সাল্লাম আল-হাবশী﴿﴾স্নাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴿ (আবূ সাল্লাম) বলেন, উমার বিন আবদুল আযীয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি একটি খচ্চরের পিঠে সাওয়ার হয়ে তার নিকট আসি। আমি তার নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, হে আবূ সাল্লাম! আমি আপনার বাহনের ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহর শপথ! হে আমীরুল মুমিনীন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আপনাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিলো না। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হাওয কাওসার সম্পর্কিত একটি হাদীস্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুক্তদাস স্নাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আমি সেই হাদীস্রখানি আপনার মুখে শুনতে আগ্রহী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুক্তদাস স্নাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার হাওয এডেন থেকে আয়লা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর পাত্রসংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান। যে কেউ এই হাওয থেকে এক ঢোক পানি পান করতে পারবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিরগণ সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য লাভ করবে, যাদের মাথার চুল উস্কখুস্ক, পোশাক ধুলি মলিন, যারা ধনবান পরিবারের মেয়েদের বিবাহ করতে পারেনি এবং যাদের আপ্যায়নের জন্য ঘরের দরজাসমূহ খোলা হয়নি। রাবী বলেন, (এ হাদীস্র শুনে) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কেঁদে দিলেন, এমন কি তার দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। তিনি বলেন, আমি তো ধনীর দুলালী বিবাহ করেছি এবং আমার জন্য সব দরজাই তো উন্মুক্ত। এখন থেকে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবো না এবং মাথার চুল উষ্কখুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তৈল ব্যবহার করবো না।[৩৬৩৫]

٤/٤٣٠٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَعُمَانَ».

৪/৪৩০৪। ﴾নাস্র বিন আলী﴿﴾আমার পিতা (আলী বিন নাস্র)﴿﴾কাতাদাহ﴿﴾আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴿ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার হাওদের দু' তীরের ব্যবধান (ইয়ামানের রাজধানী) স্নানআ' ও মদীনার মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা মদীনার ও আম্মানের মধ্যকার দূরত্বের সমান।[৩৬৩৬]

٥/٤٣٠٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «يُرَى فِيْهِ أَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ».

৫/৪৩০৫। ﴾হুমায়দ বিন মাসআদাহ﴿﴾খালিদ ইবনুল হারিস্র﴿﴾সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ﴿﴾কাতাদাহ﴿﴾আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)﴿ তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সেখানে (হাওয কাওস্রারের তীরে) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের সমান সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পানপাত্রসমূহ দৃশ্যমান থাকবে।[৩৬৩৭]

৩৬৩৫. তিরমিযী ২৪৪৪। সহীহাহ ১০৮২, আস সুন্নাহ লি ইবনু আবূ আসিম ৭০৭, ৭০৮, মিশকাত ৫৫৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৩৬. সহীহুল বুখারী ৬৫৮০, মুসলিম ২৩০৩, আহমাদ ১১৯৫৪, ১২৮৪৯, ১২৮৮১, ১২৯৯২। আয যিলাল ৭১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৩৭. মুসলিম ২৩০৩, ২৩০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٦/٤٣٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ثُمَّ قَالَ لَوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ وَإِخْوَانِي الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا قَالُوْا بَلَى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ فَأُنَادِيْهِمْ أَلَا هَلُمُّوْا فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ وَلَمْ يَزَالُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَأَقُوْلُ أَلَا سُحْقًا سُحْقًا».

৬/৪৩০৬। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [মুহাম্মাদ বিন জা'ফার] [শু'বাহ] [আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] [তার পিতা (আবদুর রহমান)] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে এসে কবরবাসীদের সালাম দিলেন এবং বললেন ঃ "আসসালামু আলায়কুম দারা কাওমিম মু'মিনীন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহ তাআলা বিকুম লাহিকূন" (ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহর মর্জি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমরা আমাদের ভাইদের দেখতে পাবো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার স্নাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই। আমি তোমাদের আগেই হাওযের নিকট উপস্থিত হবো। তারা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকেদের আপনার উম্মাতরূপে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও জন্মলাভ করেনি? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি দেখো না, যদি কোন ব্যক্তির একটি সাদা পা ও সাদা পেশানীযুক্ত ঘোড়া অপর ব্যক্তির কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াটি চিনতে পারবে না? তারা বলেন, হাঁ, নিশ্চয় চিনতে পারবে। তিনি বলেন ঃ তারা কিয়ামতের দিন উযুর বদৌলতে সাদা পেশানী ও সাদা হাত-পাবিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওছারে উপস্থিত হবো। একদল লোক আমার হাওয থেকে বিতাড়িত হবে, যেমন পথভোলা উট বিতাড়িত হয়। আমি তাদেরকে ডেকে বলবোঃ তোমরা এদিকে এসো তোমরা এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এসব লোক আপনার পর (দীনকে) পরিবর্তন করেছে এবং অবিরত তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে। তখন আমি বলবো ঃ সাবধান! দূর হও দূর হও।[৩৬৩৮]

٣٧/٣١. بَاب ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

৩১/৩৭. অধ্যায় : শাফা'আতের আলোচনা

৩৬৩৮. আহমাদ ৯০৩৭। আল-আহকাম ১৯০, ইরওয়া' ৭৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্নিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্নিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্নিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

Contents

١/٤٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا».

১/৪৩০৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে দুআ' আছে যা কবুল করা হয়। আর প্রত্যেক নবী তাঁর দু'আর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছেন আর আমি আমার দু'আ আমার উম্মাতের শাফাআতের জন্য জমা রেখেছি। অতএব আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মারা যাবে তারা আমার শাফাআত প্রাপ্ত হবে।[৩৬৩৯]

٢/٤٣٠٨- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى وَأَبُوْ إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ».

২/৪৩০৮। মুজাহিদ বিন মূসা ও আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম হুশায়ম আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার, তাতে গর্বের কিছু নেই। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার জন্য জমীন বিদীর্ণ হবে (কবর থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠবো), এতে গর্বের কিছু নাই। আমিই হবো সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফাআত কবুল করা হবে। এতেও কোন গর্ব নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে। এতেও গর্বের কিছু নেই।[৩৬৪০]

٣/٤٣٠٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا فَلَا يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوْبِهِمْ أَوْ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوْا

৩৬৩৯. সহীহুল বুখারী ৬৩০৪, মুসলিম ১৯৮, তিরমিযী ৩৬০২, আহমাদ ৭৬৫৭, ২৭৩৪৮, ৮৭৩৬, ৮৮৯৮, ৯০৪৮, ৯২২০, ৯২৬৮, ৯৯৩৮, মুওয়াত্তা' মালিক ৪৯২, দারিমী ২৮০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৪০. তিরমিযী ৩১৪৮, ৩৬১৫। তাখরীজুত তাহাবীয়াহ ১২৭, সহীহাহ ১৫৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আলী বিন যায়দ বিন জুদআন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১৭টি খুবই দুর্বল, ৪০টি দুর্বল, ৫৮টি হাসান, ৬৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২২৭৯, তিরমিযী ৩১৪৮, ৩৬১৫, আবূ দাউদ ৪৬৭৩, দারিমী ৪৯, আহমাদ ১০৫৮৯, ১০৬০৪, ২২৭৮৩, ২২৭৮৪, ২২৭৮৫, ২২৭৮৬, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৫২৪৬, মু'জামুল আওসাত ১৭০, ৫০৮২।

فَحْمًا أُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيْلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ».

৩/৪৩০৯। নাসর বিন আলী ও ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল, সাঈদ বিন ইয়াযীদ, আবূ নাদরাহ, আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আহা দোযখবাসী, যারা জাহান্নামবাসী তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। তবে কতক লোক তাদের ভুলক্রটি ও গুনাহের কারণে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। আগুন তাদের দগ্ধীভূত করবে, ফলে তারা কয়লাবৎ হয়ে যাবে। তখন তাদের শাফাআতের অনুমতি দেয়া হবে। তাদের দলে দলে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে এবং জান্নাতের ঝরণার নিকট ছড়িয়ে রাখা হবে। তখন বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ছিটিয়ে দাও। ফলে তারা প্লাবনের পর উর্বর মাটিতে চারাগাছ গজানোর মত গজিয়ে উঠবে। রাবী বলেন, উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন বন-বাদাড়ে বসবাস করতেন।[৩৬৪১]

٤/٤٣١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنَّ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».

৪/৪৩১০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল), জা'ফার বিন মুহাম্মাদ, তার পিতা মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব), জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত হবে আমার উম্মাতের কবীরা গুনাহগারদের জন্যই।[৩৬৪২]

٥/٤٣١١- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ».

৫/৪৩১১। ইসমাঈল বিন আসাদ, আবূ বাদর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন), যিয়াদ বিন খায়সামাহ, নুআয়ম বিন আবূ হিন্দ, রিবঈ বিন হিরাশ, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাকে শাফাআত করার অথবা আমার

৩৬৪১. মুসলিম ১৮৪, ১৮৫। সহীহাহ ১৫৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৪২. তিরমিযী ২৪৩৬। মিশকাত ৫৫৯৯, রাওদুন নাদীর ৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী যুহায়র বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০১৭, ৯/৪১৪ নং পৃষ্ঠা)

Contents

উম্মাতের অর্ধেক জান্নাতী হওয়ার মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। আমি শাফাআতকে গ্রহণ করেছি। কেননা তা ব্যাপক বিস্তৃত এবং অধিক ফলপ্রসূ। তোমরা কি মনে করো যে, শাফাআত মুত্তাকীদের জন্য? না, বরং তা গুনাহগার, অপরাধে অভিযুক্ত এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে মিশ্রণকারীদের জন্য।[৩৬৪৩]

٤٣١٢/٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْهَمُوْنَ أَوْ يَهُمُّوْنَ شَكَّ سَعِيْدٌ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ تَشَفَّعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ آدَمُ أَبُوْ النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يُرِحْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ وَيَشْكُوْ إِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِيْ أَصَابَ فَيَسْتَحْيِيْ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ ائْتُوْا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَيَسْتَحْيِيْ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ ائْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسَ بِغَيْرِ النَّفْسِ وَلَكِنْ ائْتُوْا عِيْسَى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَنْطَلِقُ قَالَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ فَأَمْشِيْ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيْثِ أَنَسٍ قَالَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ» قَالَ يَقُوْلُ قَتَادَةُ عَلَى أَثَرِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ

৩৬৪৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** " ... لأنها " বাক্যটি ব্যতীত সহীহ। দঈফাহ ৩৫৮৫, দঈফ আল-জামি' ২৯৩২।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ বাদর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি আশাকরি তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৭০২, ১২/৩৮২ নং পৃষ্ঠা)

قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ».

৬/৪৩১২। নাসর বিন আলী খালিদ ইবনুল হারিস সাঈদ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দারা সমবেত হবে। তখন তাদের অন্তরে ইলহাম করা হবে এবং তারা বলবে, কেউ যদি আমাদের প্রভুর নিকট আমাদের জন্য শাফাআত করতো তাহলে তিনি আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে শান্তি দিতে পারতেন। অতএব তারা আদাম (আলাইহিস সালাম) এর নিকট এসে বলবে, আপনি আদম, মানবজাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনি আমাদের এ অবস্থা থেকে নাজাতের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট শাফাআত করুন। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাদের নিকট নিজের কৃত গুনাহের কথা উল্লেখ করে আক্ষেপ করবেন এবং এতে লজ্জিত হবেন। বরং তোমরা নূহ আলাইহিস সালামের নিকট যাও। কেননা তিনি ছিলেন পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত প্রথম রাসূল। অতএব তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি অজ্ঞাতে আল্লাহর নিকট যে নিবেদন করেছিলেন, তা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন। বরং তোমরা দয়াময় রহমানের প্রিয় বান্দা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাও। অতএব তারা তাঁর নিকট আসলে তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। বরং তোমরা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট যাও। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁর সাথে আল্লাহ বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন। অতএব তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনি একটি অন্যায় হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করবেন। তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তাঁর বাক্য, তাঁর দেয়া রূহ ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট যাও। অতএব লোকেরা তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। বরং তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যাও, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তখন তারা আমার নিকট আসবে এবং আমি রওয়ানা হবো। রাবী বলেন, হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সনদে এই শব্দাবলী বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, আমি মুমিনদের দু'টি সারির মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবো। কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তারপর রাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলীতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট (শাফাআতের) অনুমতি প্রার্থনা করবো এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাঁকে দেখামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, বলো, শোনা হবে এবং চাও, দেয়া হবে, শাফাআত করো, কবুল করা হবে। অতএব তিনি যা আমাকে শিখিয়ে দিবেন সেই বাক্যে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। অতঃপর আমি শাফাআত করবো। তবে আমার জন্য শাফাআতের একটি সীমা বেঁধে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতপ্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি পুনরায় আমার প্রভুর নিকট ফিরে আসবো এবং তাঁকে দেখামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, বলো, শোনা হবে; চাও, দেয়া হবে; শাফাআত করো, কবুল করা হবে। তিনি আমাকে যে বাক্য শিখিয়ে দিবেন, আমি সেই বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো, অতঃপর শাফাআত করবো। আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতপ্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি তৃতীয় বারের মত ফিরে যাবো এবং আমার প্রভুকে দেখামাত্র সিজদায় পতিত হবো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাবনত রাখবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও; বলো, শোনা হবে; প্রার্থনা করো, কবুল করা হবে; শাফাআত করো, মঞ্জুর করা হবে। আমি আমার মাথা উঠাবো এবং

তাঁর শিখানো বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো এবং তারপর আমি শাফাআত করবো এবং আমাকে একটা সীমা বেঁধে দেয়া হবে। আল্লাহ শাফাআতকৃতদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি চতুর্থবার গিয়ে বলবো, হে প্রভু! কুরআন যাদের আটক করে রেখেছে তারা ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। রাবী বলেন, কাতাদা (রাঃ) এই হাদীস্র বর্ণনা করে বলেছেন, আনাস বিন মালিক (রাঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ শেষে এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে শুধু বলেছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এবং যার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ নেক আমল থাকবে। আর এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে যে বলেছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ " এবং যার অন্তরে থাকবে বার্লির দানা পরিমাণ নেক আমল (ঈমান)। এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে বলেছে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ নেক আমল থাকবে।[৩৬৪৪]

٧/٤٣١٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلَّاقِ بْنِ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ».

৭/৪৩১৩। সাঈদ বিন মারওয়ান, আহমাদ বিন য়ূনুস, আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), আল্লাক বিন আবূ মুসলিম (মাজহুল বা অপরিচিত), আবান বিন উস্রমান, উস্রমান বিন আফফান (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফাআত করবে। নবীগণ, অতঃপর আলিমগণ, অতঃপর শহীদগণ।[৩৬৪৫]

٨/٤٣١٤- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ».

৮/৪৩১৪। ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী, উবায়দুল্লাহ বিন আমর, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল), তুফায়ল বিন উবায় বিন কা'ব, তার পিতা (উবায় বিন কা'ব) (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি হবো নবীগণের ইমাম, তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী এবং তাদের প্রধান সুপারিশকারী, তাতে কোন গর্ব নেই।[৩৬৪৬]

৩৬৪৪. সহীহুল বুখারী ৪৪৭৬, মুসলিম ১৯৩, আহমাদ ১১৭৪৩। আয যিলাল ৮০৪, ৮১০, ৮৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৪৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৫৬১১, তাখরীজুত তাহাবীয়াহ ২০৮, দঈফাহ ১৯৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** বানোয়াট।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস্র বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৩৬, ২২/৪১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আল্লাক বিন আবূ মুসলিম সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার ঐ হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিন দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪৫৯৬, ২২/৫৪৯ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৪৬. তিরমিযী ৩৬১৩। আয যিলাল ৭৮৭, তাখরীজুল মিশকাত ৫৭৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٤٣١٥/٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ».

৯/৪৩১৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হাসান বিন যাকওয়ান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন) আবূ রাজা' আল-উতারিদী ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমার শাফাআতের বদৌলতে 'জাহান্নামী' নামের একদল জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।[৩৬৪৭]

٤٣١٦/١٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَذْعَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَكْثَرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَايَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ».

১০/৪৩১৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আফফান উহায়ব খালিদ আবদুল্লাহ বিন শাকীক আবদুল্লাহ বিন আবুল জাদআ' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির শাফাআতে তামীম গোত্রের জনসংখ্যার চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বলেন ঃ আমি ব্যতীত। আমি (আবদুল্লাহ বিন আবুল জাদআ') জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট শুনেছি।[৩৬৪৮]

٤٣١٧/١١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَتَدْرُوْنَ مَا خَيَّرَنِيْ رَبِّي اللَّيْلَةَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

১১/৪৩১৭। হিশাম বিন আম্মার সদাকাহ বিন খালিদ ইবনু জাবির সুলায়ম বিন আমির আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কি জানো, আমার প্রভু আজ রাতে আমাকে কোন্ বিষয়ে অবকাশ দিয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বলেন ঃ তিনি (আল্লাহ) আমাকে এই অবকাশ দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যক জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা তাদের নাজাতের জন্য শাফা'আতের অনুমতি

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় শিথিল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৩৫৪৩, ১৬/৭৮ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৪৭. সহীহুল বুখারী ৬৫৬৬, তিরমিযী ২৬০০, আবূ দাউদ ৪৭৪০, আহমাদ ১৯৩৯৬। **তাহকীক আলবানী**ঃ সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাসান বিন যাকওয়ান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাক্র বিন আবুদ দুনয়া বলেন, তিনি আমার নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ১২২৯, ৬/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৪৮. তিরমিযী ২৪৩৮, আহমাদ ১৫৪৩০, ১৫৪৩১, দারিমী ২৮০৮। মিশকাত ৫৬০১, সহীহাহ ২১৭৮।

থাকবে। আমি শাফা'আতের অবকাশ গ্রহণ করলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ' করুন যেন তিনি আমাদেরকে শাফাআত লাভের যোগ্য বানান। তিনি বলেন ঃ এই শাফাআত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।[৩৬৪৯]

٣٨/٣١. بَاب صِفَةِ النَّارِ

৩১/৩৮. অধ্যায় : জাহান্নামের বর্ণনা

٤٣١٨/١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِيْ دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَوْلَا أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُوْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعِيْدَهَا فِيْهَا».

১/৪৩১৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ও ইয়া'লা ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ নুফায়' আবূ দাঊদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ (উত্তাপের দিক থেকে)। যদি সেই আগুনকে দু'বার পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করা না হতো তবে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে না। এ আগুন মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে যে আবার তাকে জাহান্নামে ফেরত না নেয়া হয়।[৩৬৫০]

٤٣١٩/٢– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ فَشِدَّةُ مَا تَجِدُوْنَ مِنْ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيْرِهَا وَشِدَّةُ مَا تَجِدُوْنَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ سَمُوْمِهَا».

২/৪৩১৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বললো, হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে গ্রাস করেছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'বার নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিলেন ঃ একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা দুনিয়াতে যে ঠাণ্ডা

৩৬৪৯. তিরমিযী ২৪৪১। আয যিলাল ৮১৮-৮২০, আত তা'লীকুর রাগীব ৪/২১৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৫০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** এ বাক্য গুলো খুবই দুর্বল তবে " و إنها لتدعو " ... বাক্যটি বাদে সহীহ। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/২৬৬, দঈফাহ ৩২০৮, দঈফ আল-জামি' ২০১৮।

উক্ত হাদীসের রাবী নুফায়' আবূ দাঊদ সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৬৬, ৩০/১০ নং পৃষ্ঠা)

অনুভব করো তা হলো জাহান্নামের হিম শীতলতা থেকে এবং যে গরম অনুভব করো তা হলো জাহান্নামের আগুনের উষ্ণতা থেকে।[৩৬৫১]

٣/٤٣٢٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أُوقِدَتْ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ فَابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ».

৩/৪৩২০। আল-আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ দূরী ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র শারীক আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জাহান্নামের আগুন হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা সাদা রং ধারণ করে আবার তা হাজার বছর ধরে উতপ্ত করার পর লাল রং ধারণ করে। আবার হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা কালো বর্ণ ধারণ করে। এখন তা গভীর অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকার অবস্থায় আছে।[৩৬৫২]

٤/٤٣٢١- حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ اغْمِسُوْهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً فَيُغْمَسُ فِيْهَا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيْ فُلَانُ هَلْ أَصَابَكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا مَا أَصَابَنِيْ نَعِيْمٌ قَطُّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ضُرًّا وَبَلَاءً فَيُقَالُ اغْمِسُوْهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُغْمَسُ فِيْهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ أَيْ فُلَانُ هَلْ أَصَابَكَ ضُرٌّ قَطُّ أَوْ بَلَاءٌ فَيَقُوْلُ مَا أَصَابَنِيْ قَطُّ ضُرٌّ وَلَا بَلَاءٌ».

৪/৪৩২১। আল-খালীল বিন আমর মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আল-হাররানী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার কাদারিয়া ও শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) হুমায়দ আত তাবীল আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়েছে। বলা হবে, তোমরা (ফেরেশতারা) একে জাহান্নামে একটি চুবান দাও। অতএব তাকে জাহান্নামে একটি চুবান দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে অমুক! তুমি কি কখনো সুখের ছোঁয়া পেয়েছো? সে বলবে, না, আমি কখনো সুখের ছোঁয়া পাইনি।

৩৬৫১. সহীহুল বুখারী ৫৩৭, ৩২৬০, মুসলিম ৬১৫, ৬১৭, তিরমিযী ১৫৭, ২৫৯২, নাসায়ী ৫০০, আবূ দাউদ ৪০২, আহমাদ ৭০৯০, ৭২০৫, ৭৪২৪, ৭৫৫৮, ৭৬৬৫, ৭৭৭০, ২৭৪৪৩, ৮৩৭৮, ৮৬৮৩, ৮৮৬১, ৮৮৮১, ৮৯৩৯, ২৭৪৯৪, ৯৬৩৯, ১০১২৮, ১০১৬০, ১০২১৪, ১১১০৪, মুয়াত্তা' মালিক ২৮২৯, দারিমী ১২০৭, ২৮৪৫। সহীহাহ ১৪৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৫২. তিরমিযী ২৫৯১। দঈফাহ ১৩০৫৮, দঈফ আল-জামি' ২১২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম সম্পর্কে আবূ বাক্র আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

অতঃপর (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জীবন কাটিয়েছে। বলা হবে, একে একটু জান্নাত দেখাও। অতঃপর তাকে জান্নাত দেখানো হবে। এরপর তাকে বলা হবে, হে অমুক! তোমাকে কি কখনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছে? সে বলবে, আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি।[৩৬৫৩]

٤٣٢٢/٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتّٰى إِنَّ ضِرْسَهُ لَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَفَضِيْلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ كَفَضِيْلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَى ضِرْسِهِ».

৫/৪৩২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, বাকর বিন আবদুর রহমান, ঈসা ইবনুল মুখতার, মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল), আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ কাফেরদের দেহ হবে অস্বাভাবিক মোটা, এমনকি তার এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়ো। আর তার দেহ হবে তার দাঁতের তুলনায় এতো বিরাট, যেমন তোমাদের কারো দাঁতের তুলনায় তার দেহ অনেক বড় হয়ে থাকে।[৩৬৫৪]

٤٣٢٣/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِيْ بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَئِذٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتّٰى يَكُوْنَ أَحَدَ زَوَايَاهَا».

৬/৪৩২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবদুর রহীম বিন সুলায়মান, দাঊদ বিন আবূ হিন্দ, আবদুল্লাহ বিন কায়স (মাজহুল বা অপরিচিত), হারিস্ব বিন উকায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আবদুল্লাহ)

৩৬৫৩. মুসলিম ২৮০৭, আহমাদ ১২৬৯৯। সহীহাহ ১১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্ব। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৫৪. আহমাদ ১০৮৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** " ... و فضيلة " বাক্য ব্যতীত সহীহ; কারণ এ শব্দগুলো দুর্বল। সহীহাহ ১৬০১।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দ্বঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীস্বের রাবী আতিয়্যাহ আল-আওফী সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

বলেন, এক রাতে আমি আবূ বুরদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে হারিস বিন উকায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন। হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে রাতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে যার শাফা'আতে মুদার গোত্রের লোকসংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও হবে, যে জাহান্নামের জন্য এতো হৃষ্টপুষ্ট হবে যে, এমনকি তার এক কোণা ভরে যাবে।[৩৬৫৫]

٤٣٢٤/٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُوْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ ثُمَّ يَبْكُوْنَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيْرَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْأُخْدُوْدِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيْهَا السُّفُنُ لَجَرَتْ».

৭/৪৩২৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আল-আ'মাশ ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য পাঠানো হবে কেবল কান্নাকাটি। তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের চোখ দিয়ে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু। ফলে তাদের মুখমণ্ডলে বিরাটকায় গর্ত সদৃশ গর্ত সৃষ্টি হবে। তাতে নৌযান ছেড়ে দিলে অব্যশই তা অনায়াসে চলতে পারবে।[৩৬৫৬]

٤٣٢٥/٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ } «وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيْشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ».

৮/৪৩২৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইবনু আবূ আদী শু'বাহ সুলায়মান মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পড়লেন (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা আত্মসমপর্ণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না"

৩৬৫৫. আহমাদ ২২১৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন কায়স সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আসাকির আদ দিমাশকী বলেন, তিনি সালিহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৪৯৫, ১৫/৪৫৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন কায়স এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৮৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ২টি জাল, ৩২টি খুবই দুর্বল, ২০টি দুর্বল, ১৮টি হাসান, ১৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২৪৩৮, ২৪৩৯, দারিমী ২৮০৮, আহমাদ ১৫৪৩০, ১৫৪৩১, ১৭৪০২, ২১৭১১, ২১৭৪৬, ২১৭৯৩, ২১৮২৮, ২২৫৯৪।

৩৬৫৬ .হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** " ثم يبكون الدم ... " إلى " كهيئة الأخدود " ব্যক্যগুলো ব্যতীত সহীহ: কারণ বাক্যগুলো দুর্বল। সহীহাহ ১৬৭৯।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ আর-রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাক্র আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

(সূরা আল ইমরান ঃ ১০২)। যাককূমের একটি বিন্দুও যদি পৃথিবীতে পতিত হতো তাহলে দুনিয়াবাসীর জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেতো। আর এটাই যাদের খাদ্য হবে তাদের কী অবস্থা হবে।[৩৬৫৭]

٤٣٢٦/٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ».

৯/৪৩২৬। মুহাম্মাদ বিন উবাদাহ আল-ওয়াসিতী, ইয়া'কূব বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন), ইবরাহীম বিন সা'দ, আয যুহরী, আতা' বিন ইয়াযীদ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জাহান্নামের আগুন সিজদার চিহ্নসম্বলিত স্থান ব্যতীত আদম সন্তানের সমস্ত দেহ খেয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা সিজদার চিহ্নসমূহ গ্রাস করা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করেছেন।[৩৬৫৮]

٤٣٢٧/١٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ وَجِلِيْنَ أَنْ يُخْرَجُوْا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ فَرِحِيْنَ أَنْ يُخْرَجُوْا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا قَالُوْا نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلَاهُمَا خُلُوْدٌ فِيْمَا تَجِدُوْنَ لَا مَوْتَ فِيْهَا أَبَدًا».

১০/৪৩২৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন বিশর, মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আবূ সালামাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "মৃত্যু" নামক সৃষ্টিকে এনে কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর স্থাপন করা হবে। অতঃপর ডাকা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আবির্ভূত হবে, না জানি তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করা হয়। অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামবাসীরা! তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, হয়তো তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। অতঃপর বলা হবে, তোমরা কি একে চিনো? তারা বলবে, হাঁ, এ হলো "মৃত্যু"। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলে তাকে পুরসিরাতের উপর যবেহ করা হবে। অতঃপর জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের বলা হবে, তোমরা উভয় দল স্ব স্ব স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করো। এখানে কখনো মৃত্যু নেই।[৩৬৫৯]

৩৬৫৭. তিরমিযী ২৫৮৫। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/২৩৬, রাওদুন নাদীর ৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

৩৬৫৮. সহীহুল বুখারী ৮০৬, ৬৫৭৪, ৭৪৩৮, মুসলিম ১৮২, নাসায়ী ১১৪০, আহমাদ ৭৬৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়া'কূব বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭১০৫, ৩২/৩৬৭ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৫৯. সহীহুল বুখারী ৬৫৪৫, আহমাদ ৯১৮৬, দারিমী ২৮১১। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/২৭৮-২৭৯, তাহকীকু রাফউল আসতার ২০ নং পৃষ্ঠা, তাখরীজু শারহুল আকীদাতুত তহাবীয়াহ ৫৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

٣٩/٣١. بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ

৩১/৩৯. অধ্যায় : জান্নাতের বর্ণনা

١/٤٣٢٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمِنْ بَلْهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ } قَالَ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا مِنْ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ.

১/৪৩২৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ আবূ মুআবিয়াহ্ আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ্ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনা তার ধারণাও করতে পারেনি। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যেসব উপকরণাদির কথা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বলেছেন সেগুলোর কথা বাদ দিয়েও বরং তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো ঃ "কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ" (সূরা আস-সাজদা ঃ ১৭)। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্থলে مِنْ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ পড়তেন।[৩৬৬০]

٢/٤٣٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَشِبْرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

২/৪৩২৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ আবূ মুআবিয়াহ্ হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ভুল করেন) আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জান্নাতের এক বিঘত পরিমাণ স্থান সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম।[৩৬৬১]

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৬০. স্বহীহুল বুখারী ৩২৪৪, মুসলিম ২৮২৪, তিরমিযী ৩১৯৭, দারিমী ২৭০৭। সহীহাহ ১৯৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩৬৬১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৩০৮, দঈফ আল-জামি' ৪৬৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাজ্জাজ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ

٣/٤٣٣٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

৩/৪৩৩০। হিশাম বিন আম্মার, যাকারিয়্যা বিন মানযূর (দঈফ বা দুর্বল), আবূ হাযিম, সাহল বিন সা'দ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা, পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।[৩৬৬২]

٤/٤٣٣١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ».

৪/৪৩৩১। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, হাফস বিন মায়সারাহ, যায়দ বিন আসলাম, আতা' বিন ইয়াসার, মুআয বিন জাবাল (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের একশ তলা রয়েছে। এক তলা থেকে অপর তলার ব্যবধান আসমান-জমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। নিশ্চয় এর শীর্ষ স্তরে রয়েছে ফিরদাওস এবং মধ্যবর্তী স্তরও ফিরদাওস। আল্লাহর আরশ ফিরদাওসের উপরে অবস্থিত। এখান থেকে জান্নাতের ঝরণাসমূহ প্রবাহিত। তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তাঁর নিকট ফিরদাওস নামক জান্নাত প্রার্থনা করবে।[৩৬৬৩]

٥/٤٣٣٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ «أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مَشِيْدٌ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ

হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৬২. সহীহুল বুখারী ২৮৯২, ৩২৫০, তিরমিযী ১৬৪৮। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/২৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী যাকারিয়্যা বিন মানযূর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু যাকারিয়্যা বিন মানযূর এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৮১টি শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৭৯৩, ৩২৫০, ৬৪১৫, তিরমিযী ৩০১৩, দারিমী ২৮২০, আহমাদ ২৭৩৮৪, ৯৩৬৫, ২৭২৮৯, ৯৯০০, ১২১৯২, ১৫১৩৬, ১৫১৩৯, ২২২৯০, মু'জামুল আওসাত ৮০৪২।

৩৬৬৩. তিরমিযী ২৫৩০। সহীহাহ ৯২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَحُلَلٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ مَقَامٍ أَبَدًا فِيْ حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِيْ دُوْرٍ عَالِيَةٍ سَلِيْمَةٍ بَهِيَّةٍ قَالُوْا نَحْنُ الْمُشَمِّرُوْنَ لَهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُوْلُوْا إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ».

৫/৪৩৩২। আল-আব্বাস বিন উসমান আদ দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম মুহাম্মাদ বিন মুহাজির আল-আনসারী দহ্হাক আল-মাআফিরী (মাকবূল) সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে কিছু হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তিনি শিথিল) ইবনু আব্বাস এর 'মাওলা' কুরায়ব উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ আছে না কি কেউ জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী? কেননা জান্নাতের বিকল্প বা সমতুল্য কিছু নেই। কাবার প্রভুর শপথ! তার আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হয়। পুষ্পরাজি ঘ্রাণ ছড়ায়। সুরম্য অট্টালিকাসমূহ, বহমান স্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সজ্জিতা পরমা সুন্দরী স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিমায় নিয়ামতে ভরপুর, গগনচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ জান্নাতের জন্য কোমর বাঁধলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা "ইনশাআল্লাহ" বলো। অতঃপর তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাতে যোগদানে উৎসাহিত করেন।[৩৬৬৪]

٤٣٣٣/٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ أَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا».

٤٣٣٣/٧ (١)- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ.

৬/৪৩৩৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) উমারাহ ইবনুল কা'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বপ্রথম দলের লোকেদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের পূর্ণ চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের পরবর্তী দলের চেহারা হবে

৩৬৬৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত তা'লীকুর রাগীব ৪/২৫৩, দঈফাহ ৩৩৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

Contents

আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজির মত। জান্নাতবাসীগণ পেশাব করবে না, পায়খানাও করবে না। তাদের নাকে শ্লেষ্মা হবে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুনী হবে সোনার তৈরী। তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম মিশকের ন্যায় সুগন্ধময় হবে। তাদের জন্য চন্দন কাঠ ও আগরবাতি জ্বালানো থাকবে। তাদের স্ত্রীগণ হবে আয়তলোচনা হূর। তাদের চরিত্র.. বৈশিষ্ট্য হবে একই ব্যক্তির ন্যায়। তারা তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের অবয়বে ষাট হাত লম্বা হবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৭/৪৩৩৩(১)। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) উমারাহ ইবনুল কা'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।[৩৬৬৫]

٤٣٣٤/٨- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوْتِ وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ».

৮/৪৩৩৪। ওয়াসিল বিন আবদুল আ'লা, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ও আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মুহারিব বিন দিসার ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কাওসার হলো জান্নাতের একটি ঝরণা। এর উভয় তীর স্বর্ণপাতে মোড়ানো। এর পানি প্রবাহিত হবে নীলকান্ত মণি ও মুক্তার উপর দিয়ে। তার মাটি কস্তুরীর চেয়েও সুগন্ধযুক্ত, পানি মধুর চেয়েও সুমিষ্ট এবং বরফের চেয়েও অধিক সাদা।[৩৬৬৬]

٤٣٣٥/٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ { وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ وَمَاءٍ مَسْكُوْبٍ }».

৩৬৬৫. সহীহুল বুখারী ৩২৪৫, মুসলিম ২৮৩৪, তিরমিযী ২৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৬৬. তিরমিযী ৩৩৬১। মিশকাত ৫৬৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবালম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামাল** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

Contents

৯/৪৩৩৫। ✧আবূ উমার আদ দরীর✧আবদুর রহমান বিন উসমান (দঈফ বা দুর্বল)✧মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)✧আবূ সালমাহ✧আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)✧ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে। এর ছায়া যে কোন আরোহী শত বছর ধরে অতিক্রম করতে থাকবে, কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়তে পারো (অর্থ) ঃ "সম্প্রসারিত ছায়া" (সূরা ওয়াকিয়াঃ ৩০)।[৩৬৬৭]

١٠/٤٣٣٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِيْ سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيْدٌ أَوَ فِيْهَا سُوقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبْقَى فِيْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِيْ فَيَقُوْلُ بَلَى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِيْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُوْلُ قُوْمُوْا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ قَالَ فَنَأْتِيْ سُوقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرْ الْعُيُوْنُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوْبِ قَالَ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى وَفِيْ ذَلِكَ

৩৬৬৭. সহীহুল বুখারী ৪৮৮১, মুসলিম ২৮২৬, তিরমিযী ২৫২৩, দারিমী ২৭১৬, ২৭১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন উসমান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, মানুষ তার হাদীস বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৮৯৭, ১৭/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন উসমান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৬১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, ১টি জাল, ২০টি খুবই দুর্বল, ৪৪টি দুর্বল, ৪৫টি হাসান, ৫১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩২৫১, ৩২৫৩, ৪৮৮১, ৬৫৫০, মুসলিম ২৮৩০, ২৮৩১, তিরমিযী ২৫২২, ২৫২৩, ৩২৯৩, দারিমী ২৮৩৮, ২৮৩৯, আহমাদ ৭৪৪৬, ৮৯৯০, ২৭৬১৬, ৯৩৬৫, ৯৫২২, ৯৫৬০, ৯৬৩৪, ৯৭১৯, শারহুস সুন্নাহ ৪৩৭০।

السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا.

১০/৪৩৩৬। হিশাম বিন আম্মার, আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ইশরীন (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করতেন), আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযাঈ, হাস্সান বিন আতিয়্যাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জান্নাতে কি বাজারও আছে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অবহিত করেছেন যে, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে সেখানে স্থান পাবে। অতঃপর দুনিয়ার সময় অনুসারে এক জুমুআর দিনে তাদেরকে (তাদের প্রভুকে দেখার) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের মহামহিম আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। জান্নাতের কোন এক উদ্যানে তাদের সামনে তাদের প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণি-মুক্তা, পদ্মরাগমণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বার স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতবাসীও কস্তুরী ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন বা নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন ঃ ঠিক সেরূপ তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রভুর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে না। সেই মজলিসে উপস্থিত এমন কোন লোক থাকবে না যার সামনে মহামহিম আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি অমুক দিন এরূপ এরূপ কাজ করেছ, তা তোমার স্মরণ আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কতক নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তখন বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি। এ অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা থেকে তদের উপর সুঘ্রাণ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুঘ্রাণ তারা ইতোপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন, ওঠো! আমি তোমাদের সম্মানে মেহমানদারির আয়োজন করেছি, সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় গ্রহণ করো। তখন আমরা একটি বাজারে এসে উপস্থিত হবো যা ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে রাখবেন। সেখানে এমন সব পণ্যসামগ্রী থাকবে যা না কোন চোখ দেখেছে, না, কোন কান শুনেছে এবং কখনো অন্তরের কল্পনা জগতে ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইবো তাই তুলে দেয়া হবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেই বাজারে জান্নাতবাসীগণ পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসী সামনে অগ্রসর হয়ে তার চেয়ে অল্প মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসীর সাথে সাক্ষাত করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বোধ থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন। একথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন

যে, তার পরনেও পূর্বাপেক্ষা উত্তম পোশাক শোভা পাচ্ছে। আর এরূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কাউকে দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না।

অতঃপর আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবো এবং স্ব স্ব স্ত্রীর সাক্ষাত পাবো। তারা বলবে, মারহাবা স্বাগতম। কী ব্যাপার! যে আকর্ষণীয় রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তদপেক্ষা উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছো। আমরা বলবো, আজ আমরা আমাদের মহাপ্রতাপশালী মহিমাময় প্রভুর সাথে মজলিসে বসেছিলাম। তাই আমাদের এই পরিবর্তন ঘটেছে এবং এরূপ ঘটাই ছিলো স্বাভাবিক।[৩৬৬৮]

١١/٤٣٣٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ إِلَّا زَوَّجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْثَنِي» قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْنِي رِجَالًا دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ كَمَا وُرِثَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.

১১/৪৩৩৭। হিশাম বিন খালিদ আল-আযরাক আবূ মারওয়ান আদ দিমাশকী খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) খালিদ বিন মা'দান আবূ উমামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ যাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাদের প্রত্যেককেই বাহাত্তরজন স্ত্রীর সাথে বিবাহ দিবেন। তাদের মধ্যে দু'জন হবে আয়তলোচনা হূর এবং সত্তরজন হবে জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিস্রী সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের প্রত্যেকের স্ত্রী অঙ্গ হবে অত্যন্ত কামাতুর এবং পুরুষের অঙ্গ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় অটল। হিশাম বিন খালিদ (রহঃ) বলেন, জাহান্নামীদের থেকে প্রাপ্ত স্ত্রী বুঝতে সেইসব পবিত্রা নারীদের বুঝানো হয়েছে যাদের স্বামীরা জাহান্নামী হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীরা ঈমানদার হওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। যেমন ফেরাউনের স্ত্রী জান্নাতী।[৩৬৬৯]

৩৬৬৮. সহীহুল বুখারী ৮০৬, মুসলিম ১২৭, ১২৮, আবূ দাউদ ১২৯, ১৩৫, তিরমিযী ২৪৩৪, ২৫৪৯, ৩১৪৮, নাসায়ী ১১৪০, দারিমী ২৮০১, ২৮১৭। মিশকাত ৫৬৪৭, দঈফাহ ১৭২২। **তাহকীক আলবানীঃ** দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ঈশরীন সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী ও আবূ হাতিম আর-রাযী স্রিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭১০, ১৬/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩৬৬৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৪৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাবউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৬৬৩, ৮/১৯৬ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার কিছু হাদীস্র আছে যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র কখনো কখনো সন্দেহ করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭০২২, ৩২/১৮৯ নং পৃষ্ঠা)

Contents

٤٣٣٨/١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ فِيْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي».

১২/৪৩৩৮। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুআয বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আমার পিতা (হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ) আমির আল-আহওয়াল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ স্বিদ্দীক আন নাজী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে সন্তান কামনা করলে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে এবং সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক (আবূ দাউদ ও তিরমিযি); এসবকিছু মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হবে।[৩৬৭০]

٤٣٣٩/١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيُقَالُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ بِيْ أَوْ أَتَضْحَكُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يُقَالُ هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

১৩/৪৩৩৯। উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ জারীর মানস্‌র ইবরাহীম আবীদাহ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে এবং সবেশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমি তাকে অবশ্যই চিনি। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। অতএব সে তথায় পৌঁছার পর তার মনে হবে ইতোপূর্বেই তা ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি তা ভরপুর পেলাম। মহান আল্লাহ বলবেন, যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। সে পুনরায় তথায়

৩৬৭০.. তিরমিযী ২৫৬৩, দারিমী ২৭১২। মিশকাত ৪/৫৬৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুআয বিন হিশাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার একটি মাজলিসের ১৭টি হাদীস্র ব্যতীত তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬০৩৮, ২৮/১৩৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আমির আল-আহওয়াল সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার রেওয়ায়াত বর্ণনায় আমি কোন অসুবিধা দেখি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০৫৪, ১৪/৬৫ নং পৃষ্ঠা)

ফিরে যাবে এবং তার মনে হবে যে, জান্নাত ইতোপূর্বেই ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মহিমাময় আল্লাহ বলবেন, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। কেননা, তোমাকে দেয়া হলো পৃথিবী পরিমাণ স্থান এবং তার দশ গুণ অথবা তোমার জন্য রয়েছে পৃথিবীর দশ গুণ। তখন সে বলবে, আপনি মালিক হয়ে আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন। রাবী বলেন, একথা বলার পর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হলো। অতঃপর বলা হতো, এ ব্যক্তিই হবে মর্যাদায় সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী।[৩৬৭১]

٤٣٤٠/١٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَأَلَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ النَّارِ».

১৪/৪৩৪০। হান্নাদ ইবনুস সারী, আবুল আহওয়াস, আবূ ইসহাক, ইয়াযীদ বিন আবূ মারয়াম, আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করলে জান্নাত বলে, "হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও"। আবার কোন ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি লাভের প্রার্থনা করলে জাহান্নাম বলে, "হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি দাও"।[৩৬৭২]

٤٣٤١/١٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُوْنَ }».

১৫/৪৩৪১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আহমাদ বিন সিনান, আবূ মুআবিয়াহ, আল-আ'মাশ, আবূ স্বালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দু'টি করে আবাস রয়েছে। একটি আবাস জান্নাতে এবং একটি জাহান্নামে। অতএব কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর জাহান্নামে প্রবেশ করলে তার জান্নাতের আবাস জান্নাতীরা ওয়ারিস্রী সূত্রে লাভ করবে। এটাই হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য (অনুবাদ ঃ "তারাই হবে ওয়ারিস্র" (সূরা মুমিনূন ঃ ১০)।[৩৬৭৩]

৩৬৭১. সহীহুল বুখারী ৬৫৭১, ৭৫১১, মুসলিম ১৬৩, ১৮৬, তিরমিযী ২৫৯৫, আহমাদ ৩৫৮৪, ৪৩৭৭। মুখতাসরুশ শামাইল ১৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৭২. তিরমিযী ২৫৭২। মুখতাসরুশ শামাইল ৪/২২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩৬৭৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২২৭৯।

হাদীস্র ও ইলমে হাদীস্র সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদীস্রের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

হাদীস্র আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'নতুন', 'কথা' ও 'খবর'। এটি 'কাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।[১] আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে কুরআনকে 'হাদীস্র' বলেছেন।[২] রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাবই হ'ল, উত্তম হাদীস্র।[৩]

মুহাদ্দিস্রগণের পরিভাষায় 'হাদীস্র' বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্রমানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'যা কিছু রাসূল (ﷺ)-এর নামে বর্ণিত আছে, তার সমুদয়কে হাদীস্র বলা হয়'।[৪]

ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান বলেনঃ 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীস্র বলা হয়'।[৫]

আল্লামা তীবি, হাফেজ ইবনু হাজার আসকা'লানী, নবাব সিদ্দীক হাসান খান ও ইমাম সাখাবী প্রমুখ বলেনঃ 'হাদীস্রের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীস্র বলা হয়, তেমনি স্রাহাবী, তাবেঈ ও তবে তাবে' তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস্র বলা হয়'।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী কারীম (ﷺ), স্রাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটিভাবে হাদীস্র নামে অভিহিত, তথাপি শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীস্র শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস্র'। স্রাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আস্রার' এবং তাবেঈ ও তবে তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'।

এছাড়া তিন প্রকারের হাদীস্রের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফূ''। স্রাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকূফ' এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাকতু''।[৭]

হাদীস্রের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ, চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেনঃ 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী কারীম (ﷺ) বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন'।[৮] মুহাদ্দিস্রগণ 'হাদীস্র' ও 'সুন্নাহ' কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৯]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেনঃ 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি-তা ভাল বা মন্দ যা হোক। মুসলিম শরীফের হাদীস্র দ্বারাও তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

(১) হাদীস্র শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের।

---

১. তাজুল আরোস।
২. সূরা যুমার ঃ ২৩, সূরা তুর ঃ ৩৫, আন নাজমঃ ৫৯।
৩. সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল আদব।
৪. আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্রমানী কাওয়ায়িদ ফী উলুমিল হাদীস্রঃ পৃঃ ১৯।
৫. ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান -তায়সীরুল মুস্তালাহ।
৬. তাওজীহুন্নজরঃ পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহঃ পৃঃ ২৪, ফাতহুল মুগীস্রঃ পৃঃ ১২।
৭. ইবনু হাজার আসকা'লানী, হাদয়ুস সারী, লেখক- হাদীস্রের হিফাজত ও সংকলনঃ পৃঃ ২৮।
৮. ইমাম রাগিব, মুফরাদাতঃ ২৪৫।
৯. কাশফুল আসরারঃ ২/২, তাওজীহুন্নজর, পৃঃ ৩।

(২) উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়।

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হল, ফরদ-ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকাম।

(৪) মুহাদ্দিস্রগণের মতে এবং অনেক সময় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ বলা হয়, সেই সব কর্মকে যা শরীয়তের কোন দলীল কিংবা উসূলে শরীয়তের কোন আসল তথা মৌল নীতি দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।'[১০]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীস্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আস্রার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীস্র' ও 'সুন্নাহ'।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস্র আল্লামা আবুল হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'জানা আবশ্যক যে, রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্ম মোটামুটি দু'প্রকার। প্রথম, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয। দ্বিতীয়, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয নয়। অনুসরণীয় কাজগুলি হ'ল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরদ। অনুসরণ জায়িয নয়- এমন কাজ হর, যথাঃ এক সাথে নয় বিবি রাখা, দিন রাত লাগাতার সিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মোট কথা, অনুসরণীয় এবং অনুসরণীয় নয়, এ উভয় প্রকারের কর্মকাণ্ডের উপর হাদীস্র শব্দটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সুন্নাত শব্দটি তেমন নয়। বরং সুন্নাত বলা হয়, তাঁর কেবল অনুসরণীয় কর্মকাণ্ডকে। এ কারণে বলা যায় প্রত্যেক সুন্নাত তো হাদীস্র, কিন্তু প্রত্যেক হাদীস্র সুন্নাত নয়। যেমন লজিকের ভাষায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ তো প্রাণী, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণী মানুষ নয়।'[১১]

হাদীস্রের প্রকারভেদ ঃ

হাদীস্র প্রথমতঃ তিন প্রকার। কাওলী, ফে'লী ও তাকরীরি। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা জাতিয় হাদীস্রগুলিকে কাওলী বলে। তাঁর কাজ সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলিকে ফে'লী বলে। আর তাঁর সমর্থন ও অনুমোদন সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলোকে তাকরীরি বলে। এছাড়া হাদীস্র বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হাদীস্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ স্রহীহ, হাসান, স্রহীহ লিযাতিহী, স্রহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী, দঈফ, মুনকার, মাওযু ইত্যাদি। আবার হাদীস্র বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসাবে হাদীস্রের কয়েকটি শ্রেণী হয়। যথাঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি। অনুরূপ হাদীস্রের সনদ পরম্পরা হিসাবে হাদীস্র কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস্রের আর একটি প্রকার আছে তাকে বলা হয় হাদীস্রে কুদসী। ইমাম শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'উলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে 'সুন্নাহ' তিন প্রকারঃ ১-যাতে, কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে। ২-যাতে, কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ৩-যাতে, কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সুন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সুন্নাহ জানার পর তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন নি'।[১২]

হাদীস্রের কতিপয় পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মারফূ'ঃ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস্রে 'মারফূ'' বলে।

মাওকূফঃ স্রাহাবীদের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ তথা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত কে হাদীস্রে 'মাওকূফ' বলে।

মাকতূ'ঃ তাবেঈগণের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীস্রে 'মাকতূ'' বলে।

আহাদঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীস্রের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'ওয়াহিদ' বলে। ওয়াহিদ এর বহুবচন হ'ল, 'আহাদ'। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী স্রাহাবীদের স্তর ব্যতীত সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়, তাকে মাশহুর বলে।

---

১০. মোস্তফা সাবায়ী, আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহাঃ ১/৪৭, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস্রঃ ১/৩৭, ৪০।

১১. আবুল হাসান বাবুনগরী- তানযীমুল আশ্‌তাত শরহে মিশকাত, ভূমিকা। লেখক- হাদীস্রের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ২৯।

১২. ইমাম শাফেয়ী, আররিসালাঃ ১৬।

আযীযঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোন স্তরে দু'য়ের কম হয়না, তাকে আযীয বলে।

গরীবঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়, তাকে গরীব বলে।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস্র রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীস্রকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাকবূল' বলে। হাদীস্রে মাকবূল দুই প্রকার। যথা– স্বহীহ, হাসান।

মাতরূকুল হাদীস্রঃ যে হাদীস্রের রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে তার হাদীস্রকে মাতরুকুল হাদীস্র বলে।

মাজহূলুল হাল/মাসতূর : যে রাবী থেকে দুই বা ততোধিব রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন মুহাদ্দিস্র (স্রিকাহ) শক্তিশালী বলেননি। কারণ তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত।

স্বহীহঃ যে হাদীস্রের সনদ (বর্ণনা সূত্র) মুত্তাসিল[১৩] এবং সকল রাবী (বর্ণনাকারী) আদালত[১৪] এবং দাবত[১৫] গুণসম্পন্ন আর যা শুযূয[১৬] ও ইল্লাত[১৭] থেকে মুক্ত হয়, তাকে 'স্বহীহ' বলা হয়।

হাসানঃ হাদীস্রে স্বহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাকে হাদীস্রকে 'হাসান' বলে।

স্বহীহ হাদীস্রের স্তরসমূহঃ

স্বহীহ হাদীস্রের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীস্রকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস্রকে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস্রকে শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস্রকে বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস্রকে শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস্রকে শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীস্রকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস্র স্বহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবূল তথা দঈফঃ যে হাদীস্রে স্বহীহ ও হাসান হাদীস্রের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীস্রে 'দঈফ' বলে।

সনদঃ হাদীস্রের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারীর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলে।

মতনঃ হাদীস্রের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

তা'দীলঃ হাদীস্র বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে ভাল গুণাগুণ বর্ণনাকে তা'দীল বলে।

জারহঃ হাদীস্র বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে খারাব গুণাগুণ বর্ণনাকে জারহ বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীস্রের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকাতি'ঃ যে হাদীস্রের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি'' বলে।

---

১৩. মুত্তাস্রিল অর্থ যে সনদের রাবীগণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি।

১৪. আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা অর্থ, তাকওয়া ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হওয়া।

১৫. যাবত অর্থ স্মরণশক্তি, তা শ্রুত হোক কিংবা লিখিত।

১৬. শুযূয অর্থ শক্তিশালী রাবীর বিরোধীতা পাওয়া যাওয়া।

১৭. ইল্লাত অর্থ গুপ্ত দুর্বলতার কোন কারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে, হাদীস্রটি স্বহীহ বলে গণ্য হয়না।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেঈর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওদূঃ যে হাদীসের কোন রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওদূ' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসিক, বেদআতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

ইদতিরাবঃ রাবী কর্তৃক হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে এলোমেলোভাবে বর্ণনাকে ইদতিরাব বলা হয়। কোনোরূপ সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ প্রকারের হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

তাদলীসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করে যে যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরের শায়খের নিকট তা শুনেছেন। অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি- এমন হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়।

ওয়াহিন, লীন, মাকালঃ ওয়াহিন অর্থ মারাত্মক দুর্বল ও লীন অর্থ দুর্বল। আর মাকাল অর্থ সমালোচনা অর্থাৎ যে রাবীর বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

হুজ্জাহঃ হুজ্জাহ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা যায় এমন গুণসম্পন্ন রাবী যে সিকাহ রাবীর পরেই যার স্থান। সিকাহ ও হুজ্জাহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীর চতুর্থ স্তর।

আসারঃ আসার-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটা হাদীসের মুরাদিফ অর্থাৎ- হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই। (খ) সাহাবা ও তাবেঈনদের কথা এবং কার্যাবলীকে আসার বলা হয়।

ইনকিতাঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলা হয়।

মুআল্লালঃ যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লাত' বলে।

হাদীসে কুদসীঃ হাদীসে কুদসী বলতে বুঝায় সেই হাদীসকে যা রাসূল কারীম (ﷺ) আল্লাহর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, অথচ তা কুরআনের আয়াত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিতেন এবং নবী (ﷺ) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। [১৮]

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। কখনো জিবরাঈলের মাধ্যমে আবার কখনো সরাসরি অহি, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে। আর যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের প্রতি অর্পিত হয়'।[১৯]

---

১৮. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৩।

১৯. আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৪।

সুনান ইবনু মাজাহ'র দুর্বল রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. (রাবী নং ৪০৬৯, তাহযীবুল কামাল: ৩০১৪) নাম: আসিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আসিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৩২ হিজরী। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৪৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করাও যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বলতার দিক থেকে প্রসিদ্ধ। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবূ আসিম তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৫০০) (হাদীস্র নং ৯০৭, ১০২০, ১৪৫৬, ১৫৪৬, ১৮৮৮, ২৮৮৭, ২৮৯৪, ২৯২৫, ৩৫২৪, ৪০০২)

২. (রাবী নং ৮৩৬৪ তাহযীবুল কামাল: ৬৯৫৮) নাম: ইয়াযীদ বিন আবান আর-রাকাশী। উপনাম: আবূ আমর, বংশ: আর-রাকাশী, আল-বাস্রী। তিনি কাদারিয়াহ মতাবলম্বী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। তিনি ৫ম স্তরের রাবী মৃত্যু: ১১৯ হিজরী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১২৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৪৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার বাস্রাহ, কূফা ও অন্যান্য স্থনের স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না, আসমাউস স্রিফাত গ্রন্থে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সালিহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, ও স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। মান: দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৬৪)। (হাদীস্র নং ৮৮, ৪৩১, ১০৯১, ১৪৪০, ২১৪৩, ২৭০০, ২৮৯০, ৩৪৪১, ৩৬৮৫, ৩৮৩৪, ৩৯১৫, ৪০৫৮, ৪৩২৪)

৩. (রাবী নং ৩৮৮৫, তাহযীবুল কামালঃ ২৮২২) নাম: সালিহ বিন আবদুল্লাহ বিন সালিহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারেদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৬৪) (হাদীস্র নং ২৮৯২)

৪. (রাবী নং ৮৫৪০, তাঃ ৭১০৭) নাম: ইয়া'কূব বিন ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নয়। যুবায়র বিন বাক্কার বলেন, তিনি ফাদল এর দ্বারা পরিচিত ছিলেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৩৭৪) (হাদীস্র নং ২৮৯২)

৫. (রাবী নং ৯০০, তা: ২৬৭) নাম: ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-কারশী আল-মাক্কী। উপনাম: আবূ ইসমাঈল, উপাধি: আল-খাওযী, বংশ: আল-উমাবী। তিনি শি'ব, খাওয ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৩৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান ইবনুল আশআস্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সহজ সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল আমি তার থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। মান: متروك الحديث । (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/২৪২) (হাদীস্র নং ১৫২১, ২৮৯৬, ৩০৭১)

৬. (রাবী নং ১১১৭, তা: ৭৭৪৭) নাম: ইবনু আতা' বিন আবূ রাবাহ। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৪৬২) (হাদীস্র নং ২৮৯৭)

৭. (রাবী নং ৫৫৪২ তা: ৩৮৪৬) নাম: উস্রমান বিন আতা' বিন আবূ মুসলিম আল-খুরাসানী। উপনাম: আবূ মাসঊদ, উপাধি: ইবনু আবূ মুসলিম, বংশ: আল-খুরাসানী আল-মাকদাসী। তিনি খুরাসান ও মাকদাসে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৫৫ হিজরী ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৫৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম মুসলিম ও ইবনু মাঈন বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৪৪১)। (হাদীস্র নং ২৩৯, ১৪২৮, ২০৭১, ২৯০৫, ৩৩৩৮)

৮. (রাবী নং ৭২৫১, তা: ৫৫৭২) নাম: মুহাম্মাদ বিন কুরায়ব বিন আবূ মুসলিম আল-কুরাশী আল-হাশিমী। বংশ: আল-কুরাশী আল-হাশিমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্ত র: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার দুর্বলতা সহকারে তার হাদীস লিখা যায়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/৩৩৬) (হাদীস নং ২৯০৮)

৯. (রাবী নং ৯০০, তাঃ ২৬৭) নামঃ ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-কারশী আল-মাক্কী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈল, উপাধিঃ আল-খাওযী, বংশঃ আল-উমাবী। তিনি শি'ব, খাওয ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৩৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান ইবনুল আশআস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সহজ সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। মানঃ متروك الحديث । (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/২৪২) (হাদীস নং ১৫২১, ২৯১৫)

১০. (রাবী নং ৪০৭৩, তাঃ ৩০১৭) নামঃ আসিম বিন উমার বিন হাফস বিন আসিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব। উপনামঃ আবূ বাকর, আবূ উমার। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল জারূদ বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। হারূন বিন মূসা বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। মানঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৫১৭) (হাদীস নং ২৫৬২, ২৯২৫)

১১. (রাবী নং ৮৩৬৮, তা ৬৯৯১) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ আল-কারশী আল-হাশিমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। উপাধিঃ ইবনু আবূ যিয়াদ। জন্মঃ তিনি ৪৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৮৮ বছর বয়সে ১৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৭৩ জন শিক্ষক ও ১১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে

হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৩৫) (হাদীস্র নং ১৬৮২, ২১১৬, ২৬৭০, ২৯৩৫, ৩০২৮, ৩০৩১, ৩০৮১, ৩০৮৯, ৩১১০, ৩৫৩২, ৩৫৯৬, ৩৬০১, ৩৬৪৩, ৩৭০৪, ৪০৮২)

১২. (রাবী নং ৬৭০২, তা: ৫৭৬২) নামঃ মুবারাক বিন হাস্সান। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ য়ূনুস। তিনি বাস্রহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও আহমাদ বিন আবূ খায়সামাহ বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে তার নাম উল্লেখ করেছেন। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/১৭৩) (হাদীস্র নং ২৭১০, ২৯৩৯)

১৩. (রাবী নং ৭২২৯, তা: ৫৫২৮) নামঃ মুহাম্মাদ বিন আওন। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। তিনি মারওয়া খুরাসান ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি যা বর্ণনা করেন তা আমভাবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র পরিত্যাজ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/২৪০) (হাদীস্র নং ২৯৪৫)

১৪. (রাবী নং ২৫২৮, তা: ১৫২৯) নামঃ হুমায়দ বিন আবূ সাবিয়্যাহ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৩৭৩) (হাদীস্র নং ২৯৫৭)

১৫. (রাবী নং ১৬১৯, তা: ৫৭৭৩) নামঃ মুস্রান্না ইবনুস্ সাব্বাহ আল-ইয়ামানী। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া, আবূ আবদুল্লাহ। তিনি ইয়ামান ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২০ জন শিক্ষক ও ৬৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, পূর্ব ইমামগণ তাকে দুর্বল

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সাহনূন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও মুহাম্মাদ বিন আম্মার তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/২০৩) (হাদীস্র নং ২৩৮৮, ২৪০১, ২৭৩১, ২৭৪৫, ২৯৬২)

১৬. (রাবী নং ১৫৮৫, তা: ৪৭৯৮) নামঃ কাসিম বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবু বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, আমি তার থেকে হাদীস্র কখনোই গ্রহণ করিনি ও তার থেকে গ্রহণ করার ইচ্ছাও করিনি। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনা করতেন মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। সা'দ বিন আবূ মারয়াম বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল ও জঘন্যতম মিথ্যুক। মানঃ প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/৩৭৫) (হাদীস্র নং ২৯৬৭, ৩০১২)

১৭. (রাবী নং ৫৭৬ তা: ৫২৪) নামঃ আশআস্র বিন সাওওয়ার আল-কিন্দী। উপাধিঃ স্বাহিবুত তাওয়াবীত (সিন্দুক ওয়ালা)। বংশঃ আল-কিন্দী, আন-নাখঈ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫৭ জন শিক্ষক ও ৭০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ৪৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তার হাদীস্রের মাতানে কোন সমস্যা পায়নি তবে তিনি সানাদে সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তাকে কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই তবে কিছু সংখক লোক তাকে বর্জন করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি পাপাচারী ব্যক্তি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/২৬৪)। (হাদীস্র নং ২৫৯, ১৭৫৭, ২৬০৭, ২৯৭৩, ৩০৩৮)

১৮. (রাবী নং ৫৯৯৫, তা: ৪২৯৭) নামঃ উমার বিন কায়স আল-মাক্কী। উপনামঃ আবূ হাফস্র, আবূ জা'ফার, তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ৪৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তার হাদীস্রে দুর্বলতার সুযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী তাকে দুর্বল

বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনুল জারূদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুর রহমান বিন মাহদী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। ইয়া'কূব বিন ইউসুফ আন-নায়সাবূরী বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৪৮৭) (হাদীস নং ১২২২, ২৯৮৯)

১৯. (রাবী নং ২০৭৫ তাঃ ৮৭৯) নামঃ জাবির বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস বিন আবদু ইয়াগুস বিন কা'ব ইবনুল হারিস বিন মুআবিয়াহ বিন ওয়ায়িল বিন মুরায়ী বিন জু'ফী আল-জু'ফী। উপনামঃ আবূ ইয়াযীদ, আবূ মুহাম্মাদ, আবূ আবদুল্লাহ, বংশঃ আল-জু'ফী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১২৮ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১২০ জন শিক্ষক ও ৯০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহামদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী। সাঈদ বিন জুবায়র আল-আসদী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। লায়স বিন আবূ সুলায়ম বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৪৬৫)। (হাদীস নং ৩৫৬, ৭২৭, ৮৫০, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২০৮, ১২২৪, ১৮০২, ১৯১১, ২২৪৩, ২০৪৮, ২৩৪১, ২৬৬৭, ২৯৯১, ৩১৪৬, ৩৯০৫)

২০. (রাবী নং ২৮০৭, তাঃ ১৭৯১) নামঃ দাঊদ বিন ইয়াযীদ আয যাআফিরী। উপনামঃ আবূ ইয়াযীদ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যাযোগ্য ও দুর্বল। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৪৬৭) (হাদীস নং ২৯৯২, ৪২৪৬)

২১. (রাবী নং ২০৮৩, তাঃ ৮৯১) নামঃ জুবারাহ ইবনুল মাগাল্লিস আল-হিম্মানী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৭১ জন শিক্ষক ও ৫৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট কাসিম বিন শায়বাহ এর ন্যায় আদাল, তিনি অন্যত্র তাকে দুর্বল

বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি, তবে হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রে ইদতিরাব রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। মানঃ জাল হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৪৮৯) (হাদীস্র নং ৬৯৬, ৭৪০, ৭৪১, ৮১৩, ৯০৮, ১০৬৮, ১৩১২, ১৩১৫, ১৭৫৪, ১৭৫৫, ১৯৩১, ২৫৯০, ২৯৯৩, ৩০৫৪, ৩২৬০, ৩২৯৬, ৩৩১০, ৩৩১৭, ৩৩৫৬, ৩৩৫৭, ৩৪৭৯, ৪২৯১, ৪২৯২)

২২. (রাবী নং ৮৫৬, তাঃ ২১২) নামঃ ইবরাহীম বিন উস্রমান বিন খাওয়াসিতী। উপনামঃ আবূ শায়বাহ, উপাধিঃ ইবনু খাওয়াসিতী। বংশঃ আস-সুলামী। তিনি ওয়াসিত, বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস্র মানুষেরা বর্জন করেছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। স্রালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তার হাদীস্র পরিত্যাগ করেছেন। নূরুদ্দীন আল-হায়স্রামী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/১৪৭) (হাদীস্র নং ১৪৯৫, ১৫১১, ২৯৯৩, ৩০৫৪)

২৩. (রাবী নং ৮২০৩, তাঃ ৬৮৩৭) নামঃ ইয়াহইয়া বিন আবূ সুফইয়ান। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি শায়খ হিসেবে প্রশিদ্ধ নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৩৫৯) (হাদীস্র নং ৩০০২)

২৪. (রাবী নং ১০৫৯ তাঃ ৪৮৩) নামঃ ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী উপনামঃ আবূ ইসহাক, উপাধিঃ মাক্কী। তিনি মক্কা ও বাস্ররায় বসবাস করতেন। তিনি রায় নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ১০৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ৪৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন আমরা তার দ্বারা দলীল পেশ করি না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন-নায়সাবূরী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা যাবে না। ইমাম বুখারী বলেন, ইবনুল মুবারাক ও ইয়াহইয়া বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি সর্বদা হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মানঃ منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/১৯৮) (হাদীস্র নং ২৪৮, ৩০১, ১০৯১, ১১১৫, ১২৮৯, ২৪৮৬, ২৫৯৯, ২৬৬১, ৩০০৪, ৩০৬৬, ৩৪৯৬)

২৫. (রাবী নং ৪৯৬৮ তাঃ ৩৪৪০) নামঃ আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্র বিন আস্রিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব আল-কারশী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, আবুল কাসিম। উপাধিঃ আস-সুগায়র, বংশঃ আল-কারশী। তিনি

মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি মাদীনায় ১৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬৮ জন শিক্ষক ও ১৭৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ৪২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস বলেন, তিনি স্বিকাহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ১৫/৩২৭) (হাদীস্র নং ৬১২, ১১২৪, ১২৯৫, ১২৯৯, ১৫৯০, ২০১৫, ২১৩৬, ২৩৮৬, ২৩৯৭, ৩০০৫, ৩৭২৮, ৩৭৫৪, ৩৯১০, ৪২৯৭)

২৬. (রাবী নং ৫০২৮, তা: ৩৫০৫) নাম: আবদুল্লাহ বিন কিনায়াহ বিন আব্বাস বিন মিরদান আস-সুলামী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৪৭৮) (হাদীস্র নং ৩০১৩)

২৭. (রাবী নং ৬৬২০, তা: ৪৯৯৮) নাম: কিনানাহ বিন আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/২২৬) (হাদীস্র নং ৩০১৩)

২৮. (রাবী নং ২১২, তা: ৭৪১১) নাম: আবূ সালামাহ আল-হিমস্বী। উপনাম: আবূ সালামাহ। তিনি হাররান ও হিমস্র নামক স্থানে বসবাস করতেন। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। মান: সত্যবাদী (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৭৭) (হাদীস্র নং ৩০২৪)

২৯. (রাবী নং ৪৫৩৪ তা: ৩৪১৬) নাম: আবদুস সালাম বিন আবুল জুনূব আল-মাদীনী। উপাধি: ইবনু আবুল জুনূব। তিনি মদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তার রিওয়ায়ত থেকে কিছু বর্ণনা আছে যার অনুসরণ করা যাবে না তিনি মুনকার করেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মান: متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৬৩)। (হাদীস্র নং ২৩১, ২৬৮৪, ৩০৫৬)

৩০. (রাবী নং ৪৭১৫) নাম: আবদুল্লাহ ইবনুল মুআম্মাল। তিনি মাদীনাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। ১৫ তার সম্পর্কে জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার অনেক হাদীস্র আছে যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক

এর সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/১৮৭) (হাদীস্র নং ৩০৬২)

৩১. (রাবী নং ৬৭৫৪, তাঃ ৫৩০৫) নামঃ মুহাম্মাদ বিন আবুদ দয়ফ। উপাধিঃ ইবনু আবুদ-দায়ফ। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৪০৪) (হাদীস্র নং ২৬০৯, ৩০৮২)

৩২. (রাবী নং ৮৪২৫, তাঃ ৭৬৫৫) নামঃ ইয়াযীদ বিন সুফইয়ান আত তামীমী। উপনামঃ আবুল মুহায্যিম। বংশঃ আত তামীমী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেননি। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, শু'বাহ তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৩২৭) (হাদীস্র নং ৩০৮৬, ৩২২২, ৩৫৮২, ৩৫৮৩, ৩৯৪৭)

৩৩. (রাবী নং ৪৬০৬, তাঃ ৩৫০৬) নামঃ আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারীক, উপনামঃ আবূ উমায়্যাহ, উপাধিঃ ইবনু আবুল মুখারিক, তিনি বাস্রাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১২৬ হিজরী। তার ৬৪ জন শিক্ষক ও ৬৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/২৫৯)। (হাদীস্র নং ৩০৮, ৪২৯, ৬৫৪, ৩০৯১, ৩২৩৫, ৩২৩৭, ৩২৪৫)

৩৪. (রাবী নং ৭৭৫৫ তাহযীবুত তাহযীব : ৬৩৬) নামঃ মূসা বিন উবায়দাহ বিন নাশীত বিন আমর ইবনুল হারিস্র। উপনামঃ আবূ আবদুল আযীয, তিনি মদীনাহ ও যুবায়দাহ নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২৮ জন শিক্ষক ও ১১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي

ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। মানঃ মুনকার। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/১০৪)। (হাদীস্র নং ২৫১, ১২৮৩, ১৩৮৬, ১৫৫৯, ১৫৯৯, ১৭৪৫, ২৭৪৩, ৩১০১, ৩৪৬৯, ৩৫৮৬, ৩৮০৪, ৩৮৩৩, ৪০০১, ৪১২১, ৪১২৪)

৩৫. (রাবী নং ৫১০৬, তা: ৩৫৯১) নামঃ আবদুল্লাহ বিন মিকনাফ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/১৭৬) (হাদীস্র নং ৩১১৫)

৩৬. (রাবী নং ৪৫২৫, তা: ৩৪০৬) নামঃ আবদুর রহীম বিন যায়দ ইবনুল হাওয়ারী আল-আম্মী, উপনামঃ আবূ যায়দ, তিনি বাসরাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৮৪ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার অনেক হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন, তিনি তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম বুখারী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ متروك الحديث। (তাহযীবুল কামাল ১৮/৩৪) (হাদীস্র নং ৪১৯, ২৭০৩, ৩১১৭)

৩৭. (রাবী নং ৩১২৭, তা: ২১০২) নামঃ যায়দ আল-হাওয়ারী আল-আম্মী। উপনামঃ আবুল হাওয়ারী, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ আল-জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার তাকে সালিহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। হাসান বিন সুফইয়ান আন-নাসবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমাদের নিকট তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৫৬)। (হাদীস্র নং ৩৫৬, ৪১৯, ৪৬৯, ৮২৮, ২৭০৩, ৩১১৭, ৩৫৮১, ৩৭১৬, ৪০৮৩)

৩৮. (রাবী নং ২৭৯২, তা: ১৭৭৪) নামঃ দাউদ বিন আজলান। উপনামঃ আবূ সুলায়মান। তিনি খুরাসান ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ সাঈদ বিন আমর ও আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি আবূ ইকাল থেকে একাধিক জাল হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৪১৭) (হাদীস্র নং ৩১১৮)

৩৯. (রাবী নং ৮০৭৯, তাঃ ৬৬১৮) নামঃ হিলাল বিন যায়দ বিন ইয়াসার। উপনামঃ আবূ ইকাল। উপাধিঃ ইবনু বাওলা। তিনি আসকালান ও বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী ও ইমাম বুখারী তার হাদীস্রকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/৩৩৪) (হাদীস্র নং ৩১১৮)

৪০. (রাবী নং ২৫০৫, তাঃ ১৪৯৭) নামঃ হুমরান বিন আ'ইয়ান আল-কূফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শিয়া মতাবলম্বী। আহমাদ বিন শায়বাহ আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৩০৬) (হাদীস্র নং ১৫৩৬, ৩১১৯)

৪১. (রাবী নং ৪০৮৮, তাঃ ৩০৬৬) নামঃ আমির। উপনামঃ আবূ রামলাহ। স্তরঃ ৩য় তিনি স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৮৫) (হাদীস্র নং ৩১২৫)

৪২. (রাবী নং ৩৬৩৩, তাঃ ৭৬০২) নামঃ সুলায়মান বিন ইয়াযীদ বিন কুনফুয আল-আওদী। উপনামঃ আবুল মুস্রান্না। উপাধিঃ আশ-শারীফ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। তার থেকে বর্ণিত কুরবানীর হাদীস্রগুলোকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/২৫২) (হাদীস্র নং ৩১২৬)

৪৩. (রাবী নং ৪০৪৫, তাঃ ৩০৬৯) নামঃ আইযুল্লাহ। উপনামঃ আবূ মুআয। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৯৩) (হাদীস্র নং ৩১২৭)

৪৪. (রাবী নং ৭৯২৮, তাঃ ৬৪৬৬) নামঃ নুফায়' ইবনুল হারিস্র আদ-দারিমী। উপনামঃ আবূ দাউদ, বংশঃ আদ-দারিমী আল-হামদানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি متروك

الحديث। তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, সকলে তার দুর্বলতা ও মিথ্যার ব্যাপারে একমত। মানঃ জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১০) (হাদীস্র নং ১৪৮৫, ২২২৫, ২৪১৮, ৩১২৭, ৪১৪০, ৪৩১৮)

৪৫. (রাবী নং ৫৬৫৪, তাঃ ৩৯৬৫) নামঃ উফায়র বিন মা'দান আশ-শামী। উপনামঃ আবূ মা'দান, আবূ আইয। তিনি হিমস্র ও হাদরামাওতে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৬৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়ী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুহায়ম আদ দিমাশকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব বিন শাবূর বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। মানঃ منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/১৭৬) (হাদীস্র নং ২৭৭৮, ৩১৩০, ৩৬৫২)

৪৬. (রাবী নং ৭২৪১, তাঃ ৫৫৬২) নামঃ মুহাম্মাদ বিন কারাযাহ আল-আনসারী। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি আবূ সাঈদ থেকে ও তার থেকে জাবির আল-জু'ফী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে জা'ফার আল-জু'ফী ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/৩১৫) (হাদীস্র নং ৩১৪৬)

৪৭. (রাবী নং ৬০৯৮, তাঃ ৪৩৩০) নামঃ আমর বিন বুজদান। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাকে চিনিনা। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী তার 'আল-কাশিফ' গ্রন্থে বলেন, তিনি স্রিকাহ, 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আবূ যায়দ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। মানঃ مجهول الحال। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৫৪৯) (হাদীস্র নং ৩১৫৪)

৪৮. (রাবী নং ৪৩৭৭ তাঃ ৩৮২৮) নামঃ আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ বিন আয়িয। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, উপাধিঃ আল-কারদ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নন। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার ও তার পিতার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল ১৭/১৩২) (হাদীস্র নং ৭১০, ৭৩১, ১১০১, ১১০৭, ১২৭৭, ১২৮৭, ১২৯৪, ১২৯৮, ১৮৩০, ৩১৫৬)

৪৯. (রাবী নং ৩২৫৮, তা: ২২২২) নামঃ সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ বিন আয়িয। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্রীক করেননি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্রীক করেননি। মানঃ মাকবূল। (তাহযীবুল কামাল ১০/২৯২) (হাদীস্র নং ৭১০, ৭৩১, ১১০১, ১১০৭, ১২৭৭, ১২৮৭, ১২৯৪, ১২৯৮, ১৮৩০, ৩১৫৬)

৫০. (রাবী নং ৮৪৩৯, তা: ৭০২৬) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবদ আল-মুযানী। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায়নি। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/২০০) (হাদীস্র নং ৩১৬৬)

৫১. (রাবী নং ৭৭৬৮, তা: ৬২৯৬) নামঃ মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস্র আল-কারশী আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আল-কারশী আত-তায়মী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৫১ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল ও منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না তিনি দুর্বল ছিলেন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/১৩৯) (হাদীস্র নং ১৪৩৮, ৩১৭১, ৩১৮৫, ৩২২১)

৫২. (রাবী নং ৮৩০৮, তা: ৬৮৭৬) নামঃ ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব আল-কারশী আত-তামীমী। বংশঃ আল-কারশী আত-তামীমী। তিনি মাদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার কিছু হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে গায়র স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন।

সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৪৪৯) (হাদীস্র নং ১৬০৯, ৩১৮১)

৫৩. (রাবী নং ৫৩৬) নামঃ উসামাহ বিন মালিক বিন কাহতাম। উপনামঃ আবুল উশরা'। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র আমাকে আশ্চর্য করেনা তবে তিনি আমার নিকট হাদীস্র সংমিশ্রণকারী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে তার নাম ও তার পিতা থেকে শ্রবণ করা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত গ্রাম্য লোক। আল-মিয্যী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৮৫) (হাদীস্র নং ৩১৮৪)

৫৪. (রাবী নং ৩৮৯৯, তাঃ ২৮৪৪) নামঃ সালিহ বিন ইয়াহইয়া ইবনুল মিকদাম বিন মা'দীকারিব। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১০৫) (হাদীস্র নং ৩১৯৮)

৫৫. (রাবী নং ৮২৩২, তাঃ ৬৯২৮) নামঃ ইয়াহইয়া ইবনুল মিকদাম। তিনি হিমস্র নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৫৭০) (হাদীস্র নং ৩১৯৮)

৫৬. (রাবী নং ৬৭১২, তা ৫৭৮০) নামঃ মুজালিদ বিন সাঈদ বিন উমায়র বিন বিসতাম। উপনামঃ আবূ সাঈদ, আবূ উমায়র, আবূ আমর। জন্মঃ তিনি ৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৯৬ বছর বয়সে ১৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২২ জন শিক্ষক ও ১০৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তার ব্যাপারে কিছু আহলে ইলমগণ সমালোচনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই, তিনি কূফায় দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি কূফায় স্রিকাহ নই। ইমাম বুখারী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নই। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/২১৯) (হাদীস্র নং ১৬৭৭, ১৯৩৫, ২৩১১, ২৩২৮, ২৩৭৪, ২৬৪৮, ৩১৯৯, ৩২১২, ৩৭৩১, ৪১১১, ৪১৫৪)

৫৭. (রাবী নং ৩৫২৮ তাঃ ৭২৬৮) নামঃ সুলামী বিন আবদুল্লাহ বিন সুলামী আল-হুযালী। উপনামঃ আবূ বাকর, বংশঃ আল-হুযালী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৬৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায়

দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বলেন, তিনি মিথ্যা বলতেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ ৩৩/১৫৯**) (হাদীস্র নং ৯২১, ২০৪৩, ৩২১৭, ৩৯২৬)

৫৮. (রাবী নং ৪৩৬৬ তা: ৩৮২০) নাম: আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম আল-কারশী আল-আদাবী আল-মাদীনী। বংশ: আল-কারশী আল-আদাবী। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৮২ হিজরী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৮৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৫৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার উপর সকলে একমত। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী, ইমাম তিরমীযী, আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী, আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ ১৭/১১৪**)। (হাদীস্র নং ২৩৮, ৫১৯, ১১৮৮, ২৪৪৩, ২৭৬৬, ৩২১৮, ৩৩১৪, ৪০৬০)

৫৯. (রাবী নং ৩২৯৮, তা: ২৩৫১) নাম: সাঈদ বিন মারযুবান আল-বাক্কাল। উপনাম: আবূ সাঈদ, আবূ সা'দ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৫ জন শিক্ষক ও ৬০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্ত ব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র শ্রবণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্বিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, আল-ফাল্লাস তাকে বর্জন করেছেন, তিনি তাদের নিকট দুর্বল। হাফস্র বিন গিয়াস্র তার হাদীস্র বর্জণ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার মাঝে দুর্বলতার রয়েছে। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ ১১/৫২**) (হাদীস্র নং ৩২২০)

৬০. (রাবী নং ৮০৫, তা: ২২৪) নাম: ইবরাহীম ইবনুল ফাদল আল-মাখযূমী। উপনাম: আবূ ইসহাক। বংশ: আল-মাখযূমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুবল ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয় তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/১৬৫) (হাদীস্র নং ২৫৪৫, ৩২২৩, ৩৬৪৭, ৪১২৫, ৪১৬৯)

৬১. (রাবী নং ৫৯৪৯, তাঃ ৪২৩৫) নামঃ উমার বিন যায়দ। তিনি ইয়ামান ও সনআ' নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ রাবীদের থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, তার হাদীস্র স্বিকাহ'র রাবীর বিপরীত হলে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ নুআয়ম আল-আস্ববাহানী বলেন, তিনি মুহারিব ও আবুয যুবায়র থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৩৫০) (হাদীস্র নং ৩২৫০)

৬২. (রাবী নং ৬১২২, তাঃ ৪৩৬১) নামঃ আমর বিন দীনার। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া। তিনি মাদীনাহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩৭ জন শিক্ষক ও ৩৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/১৩) (হাদীস্র নং ২২৩৫, ৩২৫৫, ৩২৮৭, ৩৮৯২)

৬৩. (রাবী নং ৬৫৬৩, তাঃ ৪৯৪৪) নামঃ কাস্বীর বিন সুলায়ম (কাসীর বিন আবদুল্লাহ আস সামী আন নাজী আবূ হাশিম আল-উবালী আল-বাস্রারী)। উপনামঃ আবূ হিশাম, আবূ সালামাহ। তিনি ওয়াসিত আয়লা ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৩১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল-মিযযী, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/১২১) (হাদীস্র নং ১৮৬২, ৩২৬০, ৩৩১০, ৩৩৫৬, ৩৪৭৯, ৪২৯২)

৬৪. (রাবী নং ৪২০৩, তাঃ ৩৬৮২) নামঃ আবদুল আ'লা। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার থেকে একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক হবে না। ইবনু নুআয়ম আল-আস্ববাহানী বলেন, তিনি ইবনু আবূ কাসীর থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৩৪৩) (হাদীস্র নং ৩২৭৩, ৩২৯৫)

৬৫. (রাবী নং ১৫১৫, তাঃ ৪৫৮২) নামঃ আল-আলা' ইবনুল ফাদ্বল বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ সাবিয়্যাহ। উপনামঃ আবূ হুযায়ল। উপাধিঃ ইবনু আবূ সাবিয়্যাহ। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ২২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ রাবীদের থেকে মুনকার সূত্রে এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৪৫৪) (হাদীস্র নং ৩২৭৪)

৬৬. (রাবী নং ৫৪১৭, তাঃ ৩৬৬৫) নামঃ উবায়দুল্লাহ বিন ইকরাশ। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত শায়খ। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র প্রমাণিত নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/১১৭) (হাদীস্র নং ৩২৭৪)

৬৭. (রাবী নং ৪২৮৪, তাঃ ৩৯৩৫) নামঃ আবদুর রহমান বিন আবূ কাসীমাহ। উপাধিঃ ইবনু আবী কাসীমাহ। তিনি দিমাশক ও হিজর নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/৩৫৭) (হাদীস্র নং ৩২৭৬)

৬৮. (রাবী নং ৮১৪৭, তাঃ ৬৬৮০) নামঃ ওয়াহশী বিন হারব বিন ওয়াহশী বিন হারব। তিনি দিমাশক, হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। স্বালিহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার হাদীস্র নিয়ে ব্যাস্ত হওয়ার কিছু নেই। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০৪২৮) (হাদীস্র নং ৩২৮৬)

৬৯. (রাবী নং ৮৮৬, তাঃ ২৪৮) নামঃ ইবরাহীম বিন মুসলিম আল-আবদী। উপনামঃ আবূ ইসহাক, উপাধিঃ আল-হাজারী, বংশঃ আল-আবদী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বিশারদের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ২/২০৩) (হাদীস্র নং ৭৭৭, ১৫০৩, ১৫৯২, ৩২৯১)

৭০. (রাবী নং ৪৪৩৮, তা: ৩৮৯৭) নাম: আবদুর রহমান বিন উসমান বিন উমায়্যাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ আস্-সাকাফী। উপনাম: আবূ বাহর, উপাধি: ইবনু আবূ বাকরাহ, বংশ: আস্-সাকাফী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৯৫ হিজরী। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, সকলে তার হাদীস বর্জন করেছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মান: হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**: ১৭/২৭১) (হাদীস নং ১২৮৯, ২৭৩৯, ৩২৯৩, ৪৩৩৫)

৭১. (রাবী নং ৭৬৮৭, তা: ৬২১২) নাম: মুনীর ইবনুয যুবায়র। উপনাম: আবূ যার্র। তিনি আরদান ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ ছাড়া অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী ও দুহায়ম আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**: ২৮/৫৭৩) (হাদীস নং ৩২৯৪, ৩৩৭২)

৭২. (রাবী নং ৩৬১৩, তা: ২৫৫০) নাম: সুলায়মান বিন আতা' আল-জাযারী। উপনাম: আবূ উমার তিনি হাররান ও জাযীরাহ নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল**: ১২/৪৩) (হাদীস নং ৩৩০৫, ৩৩০৬)

৭৩. (রাবী নং ৬৩৩৬, তা: ৪৬৪৮) নাম: ঈসা বিন আবূ ঈসা আল-হান্নাত আল-গিফারী। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, আবূ মূসা, উপাধি: ইবনু আবূ ঈসা, বংশ: আল-হান্নাত, আল-গিফারী। তিনি মদীনাহ, কূফা ও বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৫১ হিজরী কূফায় ইন্তেকাল করেন। তার ১২ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়া'কূব বিন শায়বাহ ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই তবে তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। মান: متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামাল**: ২৩/১৫)। (হাদীস নং ৩২৩, ৩৩১৫, ৪২১০)

৭৪. (রাবী নং ৬২৫১, তা: ৪৫৩৬) নাম: আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ ইবনুল আস বিন উমায়্যাহ আল-উমাবী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৫ জন শিক্ষক ও ৩৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে

১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তাকে চিনি না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করতেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৪১৬) (হাদীস্র নং ১২৪২, ১৭৭৭, ৩৩১৮, ৪৩১৩)

৭৫. (রাবী নং ৬৯৬৯, তা: ৫২১৬) নাম: মুহাম্মাদ বিন যাযান। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবেনা। ইমাম বুখারী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/২০৬) (হাদীস্র নং ৩৩১৮)

৭৬. (রাবী নং ৪৮৩৩ তাহযীবুল কামাল ৩৩০৫) নাম: আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ। উপনাম: আবূ আব্বাদ, উপাধি: ইবনু আবূ সাঈদ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরে রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৪৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন ঘটাই তিনি তাদের একজন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম বুখারী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি অবগত আছি যে, তার মাঝে মিথ্যা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৩১) (হাদীস্র নং ১৬৪৬, ২৪৪৮, ২৫৯৪, ৩৩২০)

৭৭. (রাবী নং ৮৫১৯ তা: ৭১০৬) নাম: ইয়া‘কূব ইবনুল ওয়ালীদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ হিলাল আল-আযদী। উপনাম: আবূ হিলাল, আবূ ইউসুফ, উপাধি: ইবনু আবূ হিলাল। বংশ: আল-আযদী। তিনি মাদীনায় ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন,

তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমি আমার সাথীদের থেকে শুনেছি তারা তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ জঘন্যতম মিথ্যুক। (**তাহ্‌যীবুল কামালঃ** ৩২/৩৭২) (হাদীস্র নং ১৩৭৩, ৩৩২৬)

৭৮. (রাবী নং ৫৪১৮, তাঃ ৩৬৬৬) নামঃ উবাইদুল্লাহ বিন আবূ রাফি'। উপাধিঃ আবাদিল, ইবনু আবূ রাফি'। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। মানঃ তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্র হাসান। (**তাহ্‌যীবুল কামালঃ** ১৯/১২০) (হাদীস্র নং ৩৩২৮)

৭৯. (রাবী নং ৩৩০৬, তাঃ ২২৪৩) নামঃ সাঈদ বিন বাশীর আল-আয্‌দী। উপনামঃ আবূ হিশাম, আবূ সালামাহ, আবূ আবদুর রহ্‌মান। তিনি দিমাশক, বাস্‌রাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৫৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহ্‌মাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহ্‌লে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্‌যার বলেন, তিনি আমাদের নিকট সালিহ। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবদুর রহ্‌মান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন পরে তা বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছিলেন পরে তা ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহ্‌যীবুল কামালঃ** ১০/৩৪৮) (হাদীস্র নং ১০৯৩, ২১৯১, ৩৩৩৭, ৩৯৫২, ৪০৩০)

৮০. (রাবী নং ৫২৭৪ তাঃ ৩৬০১) নামঃআবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন দাহ্‌হাক বিন আবান আস-সুলামী। উপনামঃ আবুল হারিস্র, বংশঃ আস-সুলামী। তিনি আরদ শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ২৪৫ হিজরী। তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার দ্বারা দলীল প্রদান করা ঠিক নয়। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী ও আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আবূ হাতিম তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মানঃ জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহ্‌যীবুল কামালঃ** ১৮/৪৯৪)। (হাদীস্র নং ১৪১, ৭৭২, ১১৬৫, ১৩১৭, ২০১৪, ২২৪৭, ৩৩৪০)

৮১. (রাবী নং ৫৫৬৪, তাঃ ৩৮৭২) নামঃ উস্‌মান বিন ইয়াহইয়া। তিনি হাদরামাওত নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ (**তাহ্‌যীবুল কামালঃ** ১৭/২১৯) (হাদীস্র নং ৩৩৪০)

৮২. (রাবী নং ৫৫২৮) নামঃ উস্‌মান বিন আবদুর রহ্‌মান। উপনামঃ আবূ আমর, আবূ উমার। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও

২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ মাকবূল। (হাদীস্র নং ৩৩৪২)

৮৩. (রাবী নং ৮৫৬৪, তাঃ ৭১৪৯) নামঃ ইউসুফ বিন আবূ কাস্রীর। উপাধিঃ ইবনু আবূ কাস্রীর। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৪৫১) (হাদীস্র নং ৩৩৪৮, ৩৩৫২, ৩৫৫৬)

৮৪. (রাবী নং ৭৯৫২, তাঃ ৬৪৯১) নামঃ নূহ বিন যাকওয়ান। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র অরক্ষিত। আবূ সাঈদ বিন আমর বিন নাক্কাস বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি একধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছে যেগুলো বাতিল। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/৪৮) (হাদীস্র নং ৩৩৪৮, ৩৩৫২, ৩৫৫৬)

৮৫. (রাবী নং ৬৭৫, তাঃ ৮০২৭) নামঃ উম্মু মুহাম্মাদ বিন হারব আল-খাওলানী। উপনামঃ উম্মু মুহাম্মাদ। তিনি হিমস্র শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজর আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মানঃ مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/৩৯৪) (হাদীস্র নং ৩৩৪৯)

৮৬. (রাবী নং ৪৫৭৬, তাঃ ৩৪৫৮) নামঃ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া। তিনি নারমাহ ও রায় নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/১৬৩) (হাদীস্র নং ৩৩৫০)

৮৭. (রাবী নং ৮৩৩৯, তাঃ ৬৯২০) নামঃ ইয়াহইয়া আল-বাক্কাই। উপনামঃ আবূ মুসলিম, আবুস সালাম, আবুল হাকাম, আবূ সুলায়ম। উপাধিঃ ইবনু আবূ খুলায়দ, আল-বাক্কাই। বংশঃ তিনি বাস্রাহ ও হাদ্দান নামক শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তোমরা তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করিও না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্রিকাহ। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বণনায় সংমিশ্রণকারী। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, ইনশাআল্লাহ তিনি স্রিকাহ। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৫৩৩) (হাদীস্র নং ৩৩৫০)

৮৮. (রাবী নং ৩৩৯২, তা: ২৩৪৯) নামঃ সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আস্-স্রাকাফী। উপনামঃ আবুল হাসান। তিনি বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৪১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি একধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। যুহায়র বিন হারব তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমি আমার সাথীদের বলতে শুনেছি তারা তাকে দুর্বল বলতেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/৪৭) (হাদীস্র নং ৩৩৫১, ৪১৮২)

৮৯. (রাবী নং ৮১৫২, তা: ৬৬৮৭) নামঃ ওয়াস্সাজ বিন উকবাহ বিন ওয়াস্সাজ। উপনামঃ আবূ উকবাহ। তিনি হিমস্, বুরসান ও কাদাস নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/৪৪১) (হাদীস্র নং ৩৩৫৩)

৯০. (রাবী নং ১৮০৫, তা: ৬৭৩৪) নামঃ আল-ওয়ালীদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুওয়াক্কারী। উপনামঃ আবূ বিশর। তিনি শাম ও মুওয়াক্কির নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি গায়র স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার হাদীস্র বর্জণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আওফ আল-হিমসী বলেন, তিনি দুর্বল ও মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৭৬) (হাদীস্র নং ৩৩৫৩)

৯১. (রাবী নং ৬৫৯৪, তা: ৪৯৮৩) নামঃ কা'ব আল-মাদীনী। উপনামঃ আবূ আমির। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি পরিচিত নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/১৯৭) (হাদীস্র নং ৩৩৫৪)

৯২. (রাবী নং ৮৪২, তা: ২০৬) নামঃ ইবরাহীম বিন আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ বিন বাবাহ আল-মাখযূমী। উপাধিঃ ইবনু বাবাহ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি

পরিচিত নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস্ব চুরিকরে শ্রবণ করতেন। মানঃ হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/১৩৮) (হাদীস্ব নং ৩৩৫৫)

৯৩. (রাবী নং ৫১১৬) নামঃ আবদুল্লাহ বিন মায়মূন বিন দাউদ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করলে তার সেই হাদীস্ব দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-মিয্যী বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্যদের একজন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/১৯৮) (হাদীস্ব নং ৩৩৫৫)

৯৪. (রাবী নং ৪২৫৮) নামঃ আবদুর রহমান বিন নাহশাল। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইসহাক বিন রাহওয়ায় তাকে মিথ্যুক বলেছেন। মানঃ মাকবূল। (হাদীস্ব নং ৩৩৫৭)

৯৫. (রাবী নং ৫৭৯৮, তাঃ ৪১০৮) নামঃ আলী বিন উরওয়াহ আদ দিমাশকী আল-কুরাশী। তিনি দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু আসিম বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার সকল হাদীস্ব মিথ্যা, তিনি বানায়োট হাদীস্ব বর্ণনা করেন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৬৯) (হাদীস্ব নং ২৩০৭, ২৮২৩, ৩৩৫৮)

৯৬. (রাবী নং ৪৫০৩) নামঃ আবদুর রহমান বিন নমিরান আল-হাজারী। উপনামঃ আবূ আমর। তিনি হিজর ও মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তার থেকে আল-ওয়ালীদ ব্যতীত কেউ হাদীস্ব বর্ণনা করেনি। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (হাদীস্ব নং ৩৩৬৫)

৯৭. (রাবী নং ৫৫৬১, তাঃ ৩৮৬৭) নামঃ উস্বমান বিন নুআয়ম আর-রুআয়নী। তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে সালিহ বলেছেন। মানঃ مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৫০০) (হাদীস্ব নং ২৮১৪, ৩৩৬৬)

৯৮. (রাবী নং ১৬৭৬, তাঃ ৬১৪৫) নামঃ মুগীরাহ বিন নাহীক। তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে উস্বমান ছাড়া অন্য কাওকে হাদীস্ব বর্ণনা করতে দেখিনি। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৪০৭) (হাদীস্ব নং ২৮১৪)

৯৯. (রাবী নং ৩৭৩৯, তা: ২৬৭৯) নাম: সায়ফ বিন হারূন। উপনাম: আবুল ওয়ারাকা'। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/৩৩২) (হাদীস্র নং ৩৩৬৭)

১০০. (রাবী নং ৭৯৩৩, তা: ৬৪৭০) নাম: নুকায়ব বিন হাজিব। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা আমি জানি না। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১৭) (হাদীস্র নং ৩৩৬৯)

১০১. (রাবী নং ১৯৬, তা: ৭৪০১) নাম: আবূ সাঈদ। উপনাম: আবূ সাঈদ। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৬০) (হাদীস্র নং ৩৩৬৯)

১০২. (রাবী নং ৫১৮৬, তা: ৩৫৭৫) নাম: আবদুল মালিক আয যুবায়রী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৪৩৬) (হাদীস্র নং ৩৩৬৯)

১০৩. (রাবী নং ১৪৫২, তা: ২১৯৩) নাম: সারিয়্যা বিন ইসমাঈল। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ৩৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবু আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। মান: متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/২২৭) (হাদীস্র নং ৩৩৭৯)

১০৪. (রাবী নং ৪৫৪২, তা: ৩৪২৪) নাম: আবদুস সালাম বিন আবদুল কুদ্দূস। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ। উপাধি: ইবনু আবূ সাঈদ। তিনি দিমাশক, শাম ও হাযাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি ও তার পিতা দুজনেই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজীসতানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র বর্ণানায় দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও সালিহ বিন মুহাম্মাদ

বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৮৭) (হাদীস্র নং ৩৩৮৪)

১০৫. (রাবী নং ১৩২১ তাঃ ১৩৩১) নামঃ হুসায়ন ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বিন আবদুর রহমান বিন হাস্সান আল-হাকিমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ ইবনু আবূ সারিয়্যি, বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি আসকালান ও মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী ও আবূ আরূবাহ আল-হাররানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবূ সিররী আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র কেউ গ্রহণ করে না, কারণ, তিনি মিথ্যুক। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৪৬৮)। (হাদীস্র নং ২৬৩, ৩৫৩, ২১৯১, ২৬৯১, ৩৮৮৫)

১০৬. (রাবী নং ৩৬০৮, তাঃ ২৫৩৪) নামঃ সুলায়মান বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যিবরিকান। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাকবূল। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/১৬) (হাদীস্র নং ৩৩৮৯)

১০৭. (রাবী নং ৩০১৮, তাঃ ১৯৯৬) নামঃ যাকারিয়্যা বিন মানযূর বিন স্না'লাবাহ বিন আবূ মালিক। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া, উপাধিঃ ইবনু আবূ মালিক। তিনি মাদীনাহ, হুলব ও রিক্কায় বসবাস করতেন। তিনি পেশায় একজন বিচারক/বিচারপতী ছিলেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন,তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমার সাথীদেরকে বলতে শুনেছি তারা তাকে দুবল হিসেবে উল্লেখ করতেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩৬৯) (হাদীস্র নং ২৪৮১, ২৭৫৬, ৩৩৯২, ৩৭৯৭, ৩৮১০, ৪১১০, ৪৩৩০)

১০৮. (রাবী নং ১৯৭১, তাঃ ৭৭৯৮) নামঃ বুনানাহ বিনতু ইয়াযীদ আল-আবশামিয়্যাহ। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/১৩৮) (হাদীস্র নং ৩৩৯৮)

১০৯. (রাবী নং ২৯৫৬, তাঃ ৭৮৪৪) নামঃ রুমায়স্রাহ। উপনামঃ উম্মু হাফস্র। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/১৮১) (হাদীস্র নং ৩৪০৭)

১১০. (রাবী নং ৩৯২৬, তা: ২৮৬৩) নামঃ সদাকাহ আবূ মুআবিয়াহ। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ ও আবূ মুআবিয়াহ। উপাধিঃ আস সামীন। তিনি দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬৭ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৬ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আওযাঈ বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/১৩৩) (হাদীস্র নং ৩৪০৯, ৪১১৭)

১১১. (রাবী নং ২৩৬০ তা: ১১৭৮) নামঃ হারীশ ইবনুল খিররীত আল-বাস্রারী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীলগ্রহণযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৫৮৩)। (হাদীস্র নং ৩৬১, ৩৪১২)

১১২. (রাবী নং ২৯৩৩, তা: ১৯১২) নামঃ রিশদীন বিন কুরায়ব। উপনামঃ আবূ কুরায়ব। উপাধিঃ ইবনু আবূ মুসলিম। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/১৯৬) (হাদীস্র নং ৩৪১৭)

১১৩. (রাবী নং ৩০২৮, তা: ২০০৩) নামঃ যামআহ বিন সালিহ আল-জুনদী আল-ইয়ামানী। উপনামঃ আবূ ওয়াহব, তিনি ইয়ামান, জুনদ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৭ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করতেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি এমন প্রত্যাখ্যানযোগ্য যে, তার কোন হাদীস্র দলীলযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, হুকুম-আহকাম এর ব্যাপারে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩৮৬)। (হাদীস্র নং ৩২৬, ৪০১, ১০৩০, ১৬৯৩, ১৯৩৪, ৩৪১৯, ৩৭১৯, ৩৯৮৩)

১১৪. (রাবী নং ৭৪৭১, তা: ৫৯৩৪) নামঃ মুসলিম বিন আবদুল্লাহ। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৫২৫) (হাদীস্র নং ৩৪৩১)

১১৫. (রাবী নং ৩৩৫০, তা: ২৩০১) নামঃ সাঈদ বিন আমির। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। মানঃ সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৫১৪) (হাদীস্র নং ৩৪৩৩)

১১৬. (রাবী নং ৭৬৬৭, তা: ৬১৭৬) নামঃ আমর বিন আলী আল-আনাযী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ মিনদাল; বংশঃ আল-আনাযী। জন্মঃ ১০৩ হিজরী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৬৪ বছর বয়সে কূফায় ১৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯৫ জন শিক্ষক ও ৭৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও আবদুল বাকী' বিন কানি' আল-বাগদাদী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী তার ব্যাপারে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৪৯৩) (হাদীস্র নং ১২৪৭, ১৩০০, ১৩১২, ১৫৫১, ১৭৫৫, ১৯৬০, ৩৪৩৫)

১১৭. (রাবী নং ১০৮৭, তা: ৭৭২৫) নামঃ ইবনু আবূ খিযামাহ বিন ইয়া'মার। উপনামঃ আবূ খিযামাহ, উপাধিঃ ইবনু আবূ খিযামাহ। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম তিরমিযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৪৩৭) (হাদীস্র নং ৩৪৩৭)

১১৮. (রাবী নং ৩৯৪৭, তা: ২৮৯৩) নামঃ স্বফওয়ান বিন হুবায়রাহ আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/২১৪) (হাদীস্র নং ১৪৩৯, ৩৪৪০)

১১৯. (রাবী নং ৩৪৪৬, তা: ২৪১৮) নামঃ সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৮০ জন শিক্ষক ও ৮১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র বর্জন করা হয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/২০০)। (হাদীস্র নং ২৮৮, ৪০১, ৪১৬, ৪৮২, ১২১৬, ১২১৭, ১৩২১, ১৩৯৮, ১৪৪০, ১৮০৪, ২১১৪, ২২৬২, ২৫৭৪, ৩৪৪১, ৩৫৭৭, ৩৯৮৮, ৪২৪৯)

১২০. (রাবী নং ৪২৩৫, তা: ৩৭১৩) নামঃ আবদুল হামীদ বিন যিয়াদ বিন সায়ফী বিন সুহায়ব। তিনি মাদীনাহ ও রূম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে কোথাও জানা যায় না, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী

বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৪২৯) (হাদীস্ত্র নং ২৪১০, ৩৪৪৩, ৩৬২৫)

১২১. (রাবী নং ১৯৪৪, তাঃ ৭৫৯) নামঃ বাকর বিন য়ূনুস বিন বুকায়র। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ত্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ত্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্ত্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার হাদীস্ত্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মানঃ হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/২৩২) (হাদীস্ত্র নং ৩৪৪৪)

১২২. (রাবী নং ৬৬০৫, তাঃ ৭৯২১) নামঃ কুলস্থুম বিনতু আমর বিন আবূ আকরাব। উপনামঃ উম্মু কুলস্থুম। উপাধিঃ ইবনু আবী আকরাব। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ত্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ত্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/২৯৪) (হাদীস্ত্র নং ৩৪৪৬)

১২৩. (রাবী নং ৫৫৩৮) নামঃ উস্তমান বিন আবদুল মালিক। উপাধিঃ মুসতাকীম। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ত্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদী বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। মানঃমাকবূল। (হাদীস্ত্র নং ৩৪৪৮, ৩৪৯৫)

১২৪. (রাবী নং ১৪৩৪, তাঃ ১৯৬৩) নামঃ যুবায়র বিন সাঈদ বিন সুলায়মান বিন সাঈদ বিন নাওফাল ইবনুল হারিস্ত্র বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম আল-কারশী। উপনামঃ আবূ হাশিম, আবুল কাসিম। বংশঃ আন নাওফালী আল-কারশী আল-হাশিমী। তিনি মাদীনাহ ও মাদাইন শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্ত্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্ত্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্ত্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইয়াহইয়া বিন মাঈনও তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩০৪) (হাদীস্ত্র নং ২০৫১, ৩৪৫০)

১২৫. (রাবী নং ৪২৩৬, তাঃ ৩৭১৪) নামঃ আবদুল হামীদ বিন সালিম। উপনামঃ আবূ সালিম। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ত্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ত্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আবূ হুরায়রাহ থেকে শ্রবণ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। মানঃ হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৪৩০) (হাদীস্ত্র নং ৩৪৫০)

১২৬. (রাবী নং ৩৩৯৯ তাঃ ২৩৫৭) নামঃ সাঈদ বিন মাসলামাহ, পূর্ণ নামঃ সাঈদ বিন মাসলামাহ বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বিন ইবনুল হাকাম বিন আবুল আস্ত্র বিন উমায়্যাহ আল-কুরাশী আল-উমাবী।

Contents

উপনাম: আবূ উস্‌মান, বংশ: আল-কুরাশী আল-উমাবী। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৪৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে ১১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও প্রচুল ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। মান: তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/৬৩)। (হাদীস্ব নং ৫৯, ৩৪৫৩, ৩৭১২, ৪১৭৩)

১২৭. (রাবী নং ৬০৯৯, তা: ৪৩৩১) নাম: আমর বিন বাকর আস-সাকসাকী। তিনি রামলাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২১ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে একাধিক হাদীস্ব মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্ব সংরক্ষিত নয়, এই হাদীস্ব ব্যতীত অন্য কোথাও তার সম্পর্কে জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৫৪৯) (হাদীস্ব নং ৩৪৫৬)

১২৮. (রাবী নং ২৮৪৭, তা: ১৮১৭) নাম: যাওওয়াদ বিন উলবাহ। উপনাম: আবুল মুনযির। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব গ্রহণের ব্যাপারে শিথিল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার কিছু হাদীস্বের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কিছু হাদীস্ব স্বিকাহ রাবীর বিপরীরত বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়াহ বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। মান: হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৫১৯) (হাদীস্ব নং ৩৪৫৮)

১২৯. (রাবী নং ৩০০৬, তা: ১৯৮৪) নাম: যুরআহ বিন আবদুর রহমান। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ নস্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার সঙ্গি-সাথী সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। মান: مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩৪৭) (হাদীস্ব নং ৩৪৬১)

১৩০. (রাবী নং ৫২৫৪ তা: ৩৫৮০) নাম: আবদুল মুহায়মিন বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী আল-আনসারী। বংশ: আস-সাঈদী। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার পিতা ও দাদার সুত্রে একটি নুসখা রয়েছে যাতে একধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান: তার হাদীস্ব দুর্বল। (তাযীবুল কামাল: ১৮/৪৪০)। (হাদীস্ব নং ১৬৪, ৪০০, ৫০০, ৫৪৭, ৯১৮, ৩৪৬৫)

১৩১. (রাবী নং ৭৮০৯, তা: ৬৩৪০) নামঃ মায়মূন আল-কিন্দী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। তিনি বসবাস বাসরায় করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/২৩১) (হাদীস্র নং ৩৪৬৭)

১৩২. (রাবী নং ৪৮১৪, তা: ৩২৭৬) নামঃ আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ বিন সুলায়মান বিন সামআন আল-মাখযূমী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান। উপাধিঃ ইবনু সামআন। তিনি মাদীনা, বাগদাদ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ স্তরের রাবী। তার ৩৯ জন শিক্ষক ও ৩৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্‌রী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবূ আসিম আন নাবিল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বলদের একজন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি খুববই দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। মালিক বিন আনাস বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তাকে বর্জন করেছেন। মানঃ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৫২৬) (হাদীস্র নং ৩৪৬৮)

১৩৩. (রাবী নং ৪৫১৪, তা: ৩৯৯১) নামঃ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ। উপনামঃ আবূ আমর। তিনি দিমাশক, শাম ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাকর বিন আবূ দাউদ বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বরেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও দুর্বল। আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম বলেন, তিনি মিথ্যুক। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/৪৮২) (হাদীস্র নং ৩৪৭০)

১৩৪. (রাবী নং ৩২৪৯, তা: ২২১২) নামঃ সা'দ বিন তারীফ আল-ইসকাফ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্ত রঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নিন্দিত ব্যক্তি। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। হিশাম বিন আবদুল মালিক তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন পরিচিত হাদীস্র ব্যতীত তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/২৭১) (হাদীস্র নং ৩৪৮২)

১৩৫. (রাবী নং ৫৮৮, তা: ৫৩৭) নাম: আস্‌বাগ বিন নুবাতাহ্ আত তামীমী। উপনাম: আবুল কাসিম। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। সাবত ইবনুল আজামী বলেন, তিনি মিথ্যুক প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবদুর রহমান বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। মানঃ মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৩০৮) (হাদীস্র নং ৩৪৮২)

১৩৬. (রাবী নং ৫৫৫৮, তা: ৩৮৬৩) নাম: উস্রমান বিন মাতার আশ-শায়বানী। উপনাম: আবূ আলী, আবুল ফাদল। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৭ জন শিক্ষক ও ৪১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল দুর্বল তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৪৯৪) (হাদীস্র নং ৩৪৮৬, ৩৪৮৭)

১৩৭. (রাবী নং ৩০১৯, তা: ১৯৯৭) নাম: যাকারিয়া বিন মায়সারাহ। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মান: মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩৭৪) (হাদীস্র নং ৩৪৮৬)

১৩৮. (রাবী নং ১৭৪৩, তা: ৬৪৮২) নাম: নাহ্‌হাস বিন কাহম আল-কায়সী। উপনাম: আবুল খাত্তাব। তিনি বাস্‌রাহ ও কায়স নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনুল কায়্যিম বলেন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন কায়স বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/২৮) (হাদীস্র নং ১৭২৮, ৩৪৮৬)

১৩৯. (রাবী নং ১২৪১, তা: ১২১১) নাম: হাসান বিন আবূ জা'ফার। উপনাম: আবূ সাঈদ। তিনি জুফর ও বাস্‌রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩৭ জন শিক্ষক ও ৪৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ

বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার সময় সন্দেহ করেন, তিনি দুর্বল দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ متروك الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৭৩) (হাদীস্র নং ৩৪৮৭)

১৪০. (রাবী নং ৫৫২৭) নামঃ উস্রমান বিন আবদুর রহমান। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (হাদীস্র নং ৩৪৮৮)

১৪১. (রাবী নং ৪৯৫৪, তাঃ ৩৪২৮) নামঃ আবদুল্লাহ বিন ইস্রমাহ। তিনি হিজায ও নিস্রইয়ায়ন নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তাকে দেখেছি তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মানঃ منكر الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৩১১) (হাদীস্র নং ৩৪৮৮)

১৪২. (রাবী নং ৩৪০২, তাঃ ২৩৬৪) নামঃ সাঈদ বিন মায়মূন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১১/৮৪) (হাদীস্র নং ৩৪৮৮)

১৪৩. (রাবী নং ২৩৮৮ তাঃ ১৩৭৮) নামঃ হুসায়ন বিন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, বংশঃ আল-হিবরানী, স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে শায়খ বলেছেন। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৫৫০)। (হাদীস্র নং ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪৯৮)

১৪৪. (রাবী নং ১৯১, তাঃ ৭৩৮৫) নামঃ যিয়াদ বিন সাঈদ আল-হিময়ারী আশ-শামী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, তিনি হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র মুত্তাসিল নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি কে তা অজ্ঞাত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৪৫)। (হাদীস্র নং ৩২৮, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪৯৮)

১৪৫. (রাবী নং ১২০০ তাঃ ১০২৪) নামঃ হারিস্র বিন আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ যুহায়র, বংশঃ আল-কূফী, আল-হামদানী, আল-খারিফী। তিনি কূফা শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যুহায়র বিন হারব আন-নাসায়ী, আলী ইবনুল মাদীনী ও যুহায়র বিন মুআবিয়াহ আল-জু'ফী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আমির বিন শুরাহবীল আশ-শা'বী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি একজন বড় মিথ্যুক ছিলেন, আল্লাহর শপথ তিনি একজন মিথ্যুক। মানঃ তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে। **(তাহযীবুল কামালঃ**

৫/২৩৯)। (হাদীস্র নং ৯৫, ১৩৭, ৩৭৫, ৩৯৬, ৮৯৪, ৮৯৫, ৯৬৫, ১১৪৭, ১২৯৬, ১৪৩৩, ১৭৯০, ১৯৩৫, ২৭১৫, ২৭৩৯, ৩৫০১, ৩৫৩৩, ৪১৫৪)

১৪৬. (রাবী নং ৩৮৯২, তা: ২৮৩৫) নামঃ স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন ষাইদাহ আল-লায়স্রী। উপনামঃ আবূ ওয়াকিদ উপাধিঃ আস্র স্বগীর। বংশঃ লায়সী। তিনি মদিনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাষী ও আবূ যুরআহ আর রাষী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুলায়মান বিন হারব আল-আষদী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও মুহাম্মাদ বিন উমার আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৮৪) (হাদীস্র নং ২৫৮৬, ২৭৬৯, ৩৫০৮)

১৪৭. (রাবী নং ৭০০৮, তা: ৫২৬৩) নামঃ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন হিশাম আল-বাগদাদী। উপনামঃ আবূ জা'ফার। উপাধিঃ ইবনু বিনতু মাতার। তিনি বাস্রাহ, কারখ, বাগদাদ শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ২৬৫ হিজরীতে কারখ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি একাদশ স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল আব্বাস বিন উকদাহ বলেন, তার বিষয়টি সমালোচিত। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার দু'আফা' গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৩১১) (হাদীস্র নং ৩৫২৫)

১৪৮. (রাবী নং ৭৯৪, তা: ১৪৬) নামঃ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন আবূ হাবীবাহ আল-আনস্বারী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈল। উপাধিঃ ইবনু আবূ হাবীবাহ। বংশঃ আশহালী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার মাঝে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল ২/৪২) (হাদীস্র নং ৫৩২, ১০৩২, ২৫৬৪, ২৫৬৮, ৩৫২৬)

১৪৯. (রাবী নং ১০৯৩, তা: ৭৭৬৫) নামঃ আমর ইবনুল হারিস্র আস্র স্রাকাফী। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৪৮৬) (হাদীস্র নং ৩৫৩০)

১৫০. (রাবী নং ৮২০১ তা: ৬৮১৭) নামঃ ইয়াহইয়া বিন আবূ হায়্যাহ। উপনামঃ আবূ জানাব, বংশঃ আল-কালবী, আল-কূফী, আল-হিজাষী, উপাধিঃ ইবনু আবূ হায়্যাহ। তিনি হিজাষ ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৪৭ হিজরীতে কুনাসায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪৬ জন শিক্ষক ও ৫৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্ত

ব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্থিকাহ নন, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অধিক তাদলীস করার কারণে তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না। হাম্মাদ বিন যায়দ আল-জাহদমী বলেন, তার মিথ্যা কথা বলার ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। উস্রমান বিন সাঈদ আদ-দারিমী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আম্মার, মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। মান: তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/২৮৪)। (হাদীস্র নং ৮৬, ৩৫৪০, ৩৫৪৯)

১৫১. (রাবী নং ১৬৮০, তা: ৬১৫০) নাম: মুফাদ্দাল বিন ফাদালাহ। উপনাম: আবূ মালিক। উপাধি: ইবনু আবী উমায়্যাহ। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্থিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৪১৩) (হাদীস্র নং ৩৫৪২)

১৫২. (রাবী নং ১০৬, তা: ৭২৬৪) নাম: আবূ বাকর আল-আনসী। উপনাম: আবূ বাকর। তিনি দিমাশকে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৬/১৫৪) (হাদীস্র নং ৩৫৪৬)

১৫৩. (রাবী নং ৭৩৩২, তা: ৫৬৯৯) নাম: মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ যিনাদ আস্র-স্রাকাফী। উপাধি: ইবনু আবূ যিয়াদ, বংশ: আস্র-স্রাকাফী। তিনি ফিলিস্তিন ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া তার সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, আমি তার সানাদ ও খবরের ব্যাপারে তার উপর ভরসা করি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অপরিচিত একজন ব্যক্তি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। মান: তার অবস্থা অজ্ঞাত। তাহযীবুল কামাল ২৭/১৭) (হাদীস্র নং ৫৫৭, ৩৫৪৬)

১৫৪. (রাবী নং ৫০৫, তা: ২৮৭) নাম: আহওয়াস্র বিন হাকীম বিন উমায়র ইবনুল আসওয়াদ। তিনি দিমাশক, হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৪০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন

ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হিফযে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আওফ আল-হিমসী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/২৮৯) (হাদীস নং ১৯২১, ৩৫৫২, ৩৫৬৩)

১৫৫. (রাবী নং ৭৫, তাঃ ৭৫৫২) নামঃ আবুল আলা' আশ-শামী। উপনামঃ আবুল আলা'। তিনি শাম বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/১৫৭) (হাদীস নং ৩৫৫৭)

১৫৬. (রাবী নং ৭৪০৩, তাঃ ৫৮৭৩) নামঃ মারওয়ান বিন সালিম আল-গিফারী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ সালামাহ। বংশঃ গিফারী। তিনি জাযীরাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২২ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী বলেন, তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। মানঃ متروك الحديث তাহযীবুল কামাল ২৭/৩৯২) (হাদীস নং ৭১২, ৩৫৬৮)

১৫৭. (রাবী নং ৭৪৮১, তাঃ ৫৯৩৯) নামঃ মুসলিম বিন কায়সান আল-মুলায়ী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ হামযাহ। তিনি মক্কা ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৫১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বলেন, তিনি গায়র সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন, তার হাদীস তিনি বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন তিনি সিকাহ নয়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সামালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। মানঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৫৩০) (হাদীস নং ২২৯৬, ৩৫৭৭, ৪১৭৮)

১৫৮. (রাবী নং ৪৩৬৪) নামঃ ইবনু আনউম আল-ইফরীকী। পূর্ণ নামঃ আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম বিন মুনাব্বিহ ইবনুন নামাদাহ বিন হুওয়াল বিন আমর বিন আওসাত বিন সা'দ বিন যী শা'বায়ন বিন ইয়া'ফুর বিন দব' বিন শা'বান বিন আমর বিন মুআবিয়াহ বিন কায়স আশ-শায়বানী। উপনামঃ আবূ খালিদ, আবূ আয়্যুব। বংশঃ আশ-শা'বানী, আল-ইফরীকী। জন্ম ৭৫ হিজরী, তিনি আফরীকাহ, মিস্র, কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৮১ বছর বয়সে ১৫৬ হিজরীতে আফরীকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ (৭ম স্তরের রাবী)। তার ৬৮ জন

শিক্ষক ও ৭৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল হাসান আল-কাত্তান বলেন, তার অধিক মুনকার করার কারণে দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, আহলে ইলমগণ তাকে হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-মারওয়াযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর বিন আবূ দাঊদ বলেন, তিনি সৎ ব্যক্তি। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে তবে দলীলযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ রাবী থেকে মাওদু'ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি ইবনু লাহীআহ থেকেও খুবই দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/১০২)। (হাদীস্র নং ৫৪, ২২৯, ৫১২, ৭১৭, ৯৭০, ১৮৫৫, ১৮৫৯, ২৪৩৫, ২৬৯৪, ৩৫৯৭, ৩৭৪৮)

১৫৯. (রাবী নং ৪৩৫৯ তাঃ ৩৮১১) নামঃ আবদুর রহমান বিন রাফি'। উপনামঃ আবুল হাজার, আবুল জাহম, বংশঃ আত-তানূখী আল-মিস্রী। মৃত্যুঃ ১১৩ হিজরী। তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন রাবী থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে ৭ জন মুহাক্কিক এর মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র দলীলযোগ্য হবে না। ইবুন হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একধিক হাদীস্র মুনকার ভাবে র্বণনা করেছেন। মুহাম্মাদ বিন মাহবূব আল-বুনানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তাছাড়া তিনি হাদীস্র বর্ণনায় প্রসিদ্ধ নন। মানঃ তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/৮৩)। (হাদীস্র নং ৫৪, ৩৫৯৭, ৩৭৪৮)

১৬০. (রাবী নং ৭০২০, তাঃ ৫২৮৮) নামঃ মুহাম্মাদ বিন শুরাহীল। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর গ্রন্থে বলেন, তিনি কায়স বিন সা'দ থেকে ও তার থেকে মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। তাহযীবুল কামাল ২৫/৩৬৭) (হাদীস্র নং ৪৬৬, ৩৬০৪)

১৬১. (রাবী নং ২৮২১, তাঃ ১৮০৩) নামঃ দালহাম বিন সালিহ আল-কিনদী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বুকায়র বিন আমির ও ঈসা ইবনুল মাসায়্যাব এর চেয়ে আমার নিকট ভালো। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ৮/৪৯৪) (হাদীস্র নং ৫৪৯, ৩৬২০)

১৬২. (রাবী নং ২৮১৬, তাঃ ১৮০০) নামঃ দাক্কা' বিন দাগফাল আস-সাদূসী। উপনামঃ আবূ রাওহ। তিনি বাস্রাহ ও কায়স নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র

বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৪৯১) (হাদীস্র নং ৩৬২৫)

১৬৩. (রাবী নং ২৫৫৪, তা: ১৫৪৩) নামঃ হুমায়দ বিন ওয়াহব। উপনামঃ আবূ ওয়াহব। তিনি আস্‌বাহান, কূফা ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র দ্বারা দালীল গ্রহণযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয়ম এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৪০৭) (হাদীস্র নং ৩৬২৭)

১৬৪. (রাবী নং ৫৪১৯, তা: ৩৬৬৭) নামঃ উবায়দুল্লাহ বিন আলী আস-সুলামী। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৩২৬) (হাদীস্র নং ৩৬৫৭)

১৬৫. (রাবী নং ৫৮২৮ তা: ৪১৫৪) নামঃ আলী বিন ইয়াযীদ বিন আবূ হিলাল আল-হানী। উপনামঃ আবুল হাসান, আবূ আবদুল মালিক, উপাধিঃ ইবনু আবূ হিলাল, ইবনু আবূ যিয়াদ, বংশঃ আল-হানী, আশ-শামী আদ-দিমাশকী। তিনি শাম ও দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১১৩ হিজরী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিস্‌রী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমীযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি منكر الحديث। তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বালকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে একমত যে, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী ও ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/১৭৮)। (হাদীস্র নং ২২৮, ২৪৫, ২৮৯, ২৯৯, ১৮৫৭, ৩৬৬২, ৩৯৫৪)

১৬৬. (রাবী নং ৩৩৭৬, তা: ২৩২৯) নামঃ সাঈদ বিন উমারাহ বিন স্রফওয়ান বিন আমর বিন আবূ কুরায়ব বিন হায় বিন দালজ বিন মারস্রাদ বিন হানী। তিনি রূম, হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/১৩) (হাদীস্র নং ৩৬৭১)

১৬৭. (রাবী নং ১৪১৬৪, তা: ১০৪৭) নাম: হারিস্র ইবনুন নু'মান। তিনি বাস্‌রাহ, বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা পাওয়া যায় না তবে সকলে একমত যে, তিনি ১৪১ থেকে ১৫০ হিজরীর মধ্যে কোন একবছর ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ আল-আষদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/২৯১) (হাদীস্র নং ৩৬৭১, ৪১৮৮)

১৬৮. (রাবী নং ৮২০৪, তা: ৬৮৪৩) নাম: ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান। উপনাম: আবূ স্রালিহ। উপাধি: ইবনু আবী সুলায়মান। তিনি মাদীনাহ, বাস্‌রাহ, বাগদাদ ও মিস্‌রে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় যদিও তার কিছু হাদীস্র অরক্ষিত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আমি তাকে চিনি না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তাকে স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি মিস্‌রের রাবীদের মাঝে স্রিকাহ, তার জারাহ উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তার আদালাত ও জারাহ সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث মান: মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৩৭২) (হাদীস্র নং ৩৬৭৯)

১৬৯. (রাবী নং ২৪৯৫ তা: ১৪৮৫) নাম: হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কিলাবী। উপনাম: আবূ আবদুর রহমান, বংশ: আল-কিলাবী, তিনি হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার বর্ণনা কম। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/২৮০)। (হাদীস্র নং ২৫৩, ১৫৫৩, ৩৬৮০)

১৭০. (রাবী নং ৯৯৯, তা: ৪১৯) নাম: ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-আনাস্‌রী। উপাধি: আবুল জারাত। তিনি মিস্‌রে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তাকে দুর্বলতা স্পর্ষ করেছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তিনি মিস্‌রী না মিস্‌রী নয় তা আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৩৫) (হাদীস্র নং ৩৬৮০)

১৭১. (রাবী নং ২৫৭১, তা: ১৫৬২) নাম: হানযালাহ বিন আবদুর রহমান আস-সাদূসী। উপনাম: আবূ আবদুর রহীম। উপাধি: ইবনু আবূ স্রাফিয়্যাহ। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৩০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় এতো সংমিশ্রণ করেছেন যে, তিনি নিজেই জানেন না যে, তিনি কি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৪৪৭) (হাদীস্র নং ৩৭০২)

১৭২. (রাবী নং ৮১১৭, তা: ৬৬৬৩) নাম: ওয়াসিল ইবনুস সায়িব আর-রাকাশী। উপনাম: আবূ ইয়াহইয়া, বংশ: আর-রাকাশী, তিনি বাসরাহ ও খুরাসানে বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৪৪ হিজরী। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি কূফা থেকে যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তার অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী, ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ منكر الحديث তাহযীবুল কামাল ৩০/৪০১) (হাদীস্র নং ৪৩৩, ৩৭০৭)

১৭৩. (রাবী নং ২২২ তা: ৭৪২১) নাম: আবূ সাওরাহ আল-আনসারী। তিনি আবূ আয়্যূব আল-আনসারী এর ভাতিজা। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আবূ আয়্যূব থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। মানঃ তাহযীবুল কামাল ৩৩/৩৯৪) (হাদীস্র নং ৪৩৩, ৩৭০৭)

১৭৪. (রাবী নং ৫০৮৪) নাম: আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয। উপনাম: আবুল আজফা' আবূ ইয়া'লা। তিনি ফিদাক ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/১৩০) (হাদীস্র নং ২৩৫৭, ৩৭১০)

১৭৫. (রাবী নং ৪৯৪২, তা: ৩৪১৫) নাম: আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন ইসহাক বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্র। তিনি মাদীনাহ ও মিস্ররে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম

জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি একধিক মুতাশাবিহ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/২৭৪) (হাদীস্র নং ৩৭১১)

১৭৬. (রাবী নং ৬০৪১, তা: ৪৪৯১) নাম: ইমরান বিন যায়দ আস্র-স্রা'লাবী। উপনাম: আবূ ইয়াহইয়া ও আবূ মুহাম্মাদ আত-তাবীল। তিনি বাস্রাহ ও কূফয় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি মতানৈক্য। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহমাদ বিন যুহায়র বলেন, তিনি দুর্বল। মান: মাকবুল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৩৩১) (হাদীস্র নং ৩৭১৬)

১৭৭. (রাবী নং ৭৩০৫, তা: ৫৬৬০) নাম: মুহাম্মাদ বিন নুআয়ম বিন আবদুল্লাহ আল-মুজমির। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/৫৫৯) (হাদীস্র নং ৩৭২৪)

১৭৮. (রাবী নং ২৭২, তা: ৭৫১৩) নাম: আবূ উযরাহ। উপনাম: আবূ উযরাহ। স্তর: তিনি প্রথম স্তরের রাবী। তার জন ১ শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে প্রায় ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৮৩) (হাদীস্র নং ৩৭৪৯)

১৭৯. (রাবী নং ৪৮৭৬, তা: ৩৩৫৫) নাম: আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী। উপনাম: আবূ আমির। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৫০ হিজরীতে মাদীনায় ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজীসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের বিষয় নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী আল-আওযাঈ ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুর রাহমান ও ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/১৫০) (হাদীস্র নং ২১৯৩, ৩৭৫৩)

১৮০. (রাবী নং ২৯৬৩, তা: ১৯২৭) নামঃ রাওওয়াদ ইবনুল জাররাহ। উপনামঃ আবূ ইস্সাম। তিনি আসকালান, শাম ও খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৫৪ জন শিক্ষক ও ৫৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/২২৭) (হাদীস্ব নং ৩৭৬৭, ৪২০৫)

১৮১. (রাবী নং ১৯০, তা:) নামঃ আবূ সা'দ আস-সাঈদী। উপনামঃ আবূ সা'দ। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন আলী আস সুলায়মানী বলেন, তিনি জাল (বানোয়াট) হাদীস্ব বর্ণণা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী ও সাবত ইবনুল আজামী তারা সকলে বলেন, তিন মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৪৬) (হাদীস্ব নং ৩৭৬৭)

১৮২. (রাবী নং ১৯, তা: ৭১৯৪) নামঃ আবূ আহমাদ আদ-দিমাশকী। উপনামঃ আবূ আহমাদ। তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও জন ছাত্রের নাম ১ জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ منكر الحديث(**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/১৩) (হাদীস্ব নং ৩৭৭৪)

১৮৩. (রাবী নং ৭১৭৮, তা: ৫৪৬৮) নামঃ মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক আল-কুরাযী। উপাধিঃ ইবনু আবূ মালিক। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ দিকে ইশারা করেছেন যে, তিনি তার চাচা সা'লাবাহ বিন আবূ মালিক ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে যাকারিয়্যা বিন মানযূর ও মুহাম্মাদ বিন রিফাআহ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/১২১) (হাদীস্ব নং ২৪৮১, ৩৭৯৭, ৩৮১০)

১৮৪. (রাবী নং ৬৮৮৯, তা: ৫১০৫) নামঃ মুহাম্মাদ বিন স্বাবিত। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে মূসা বিন উবায়দাহ ব্যতীত কেউ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন এমর্মে আমাদের করো জানা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তাকে আমি চিনি না। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/৫৫৭) (হাদীস্ব নং ৩৮০৪, ৩৮৩৩)

১৮৫. (রাবী নং ৬৩১০, তা: ৪৬২৬) নাম: ঈসা বিন সিনান আল-হানাফী। উপনাম: আবূ সিনান, তিনি বাসরাহ, ফিলিস্তিন ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার সানাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীসের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাযিম আল-কুররা' বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইমাম যাহাবী, আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান: হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ২২/৬০৬) (হাদীস নং ৫৬০, ১৪৪৩, ৩৮০৭)

১৮৬. (রাবী নং ৫৯৪৫, তা: ৪২৩১) নাম: উমার বিন রাশিদ বিন শাজারাহ আল-ইয়ামামী। উপনাম: আবূ হাফস। তিনি ইয়ামামায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বুরাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৩৪০) (হাদীস নং ১৫৮২, ৩৮১৩)

১৮৭. (রাবী নং ৫৩৩৮, তা: ৭৬৪৬) নাম: উবায়দ ইবনুল মুগীরাহ। উপনাম: আবুল ওয়ালীদ, আবুল মুগীরাহ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। মান: ইবনু হিব্বান এককভাবে তাকে সিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৩১৪) (হাদীস নং ৩৮১৭)

১৮৮. (রাবী নং ১৩৭৯, তা: ১৪৪৫) নাম: আল-হাকাম বিন মুসআব। তিনি দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার হাদীস উল্লেখ করে বলেন, হাকাম জাল হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি তার আবাসস্থলে অপরিচিত। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/১৩৫) (হাদীস নং ৩৮১৯)

১৮৯. (রাবী নং ৫৭৭০ তা: ৪০৭০) নাম: আলী বিন যায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ যুহায়র বিন আবদুল্লাহ বিন জুদআন বিন উমার বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তামীম বিন মুররাহ আল-কারশী আত-তামীমী। উপনাম: আবুল হাসান, উপাধি: ইবনু আবূ মুলায়কাহ, বংশ: আত-তামীমী, আল-কারশী। তিনি বাসরাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৩১ হিজরীতে তিনি বাসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১১২ জন শিক্ষক ও ১৫১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা হলেও তা

দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ইমাদুদ্দীন বিন কাস্রীর আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি আমাদের নিকট মুনকার। ওয়াহব বিন খালিদ বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/৪৩৪)। (হাদীস্র নং ১১৬, ২১৯, ২৯৪, ৬০২, ১১৬৩, ১৪২৫, ১৮৫২, ১৯১০, ১৯৮০, ২১৫৩, ২২৭৩, ২৪৭৪, ২৬২৮, ২৮৭৩, ৩৮২০, ৩৯৬২, ৩৪০০, ৪০০৭, ৪০৬৬, ৪১৭২, ৪১৭৭, ৪৩০৮)

১৯০. (রাবী নং ১৮৭, তাঃ ৭৩৭৯) নামঃ আবূ যায়নাব। উপনামঃ আবূ যায়নাব। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৩৬) (হাদীস্র নং ৩৮২৬)

১৯১. (রাবী নং ২৩৩, তাঃ ৭৪৩৮) নামঃ আবূ সালিহ আল-খাওযী। উপনামঃ আবূ সালিহ। তিনি মাদীনাহ, শু'ব ও খাওয নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাইন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৪১৮) (হাদীস্র নং ৩৮২৭)

১৯২. (রাবী নং **তাহযীবুল কামালঃ** ৭৯৫) নামঃ তুবায়' বিন সুলায়মান। উপনামঃ আবূ ওয়াইল। স্তরঃ তিনি তিনি সাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে প্রায় ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও সংমিশ্রণ করেন। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। আল-হাফিয আল-ইরাকী বলেন তিনি ত্রটিপূর্ণ ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আল-মুনযিরী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অমনোযোগী, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৩১২) (হাদীস্র নং ৩৮৩৬)

১৯৩. (রাবী নং ৩৫২৪, তাঃ ২৪৭৩) নামঃ সালামাহ বিন ওয়ারদান। উপনামঃ আবূ ইয়া'লা, বংশঃ আল-লায়স্রী, আল-মাদীনী (তিনি আবদুর রহমান বিন ওয়ারদান এর ভাই)। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৫৫-১৫৬ হিজরী। তিনি শেষ যুগের তাবিঈ (৫ম স্তরের রাবী)। তার ৯ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ, সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ও আবদুর রহমান ইবনুল আশয়াম আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একাধিক হাদীস্র মুনকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল অন্যত্র বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান সুফইয়ান কর্তৃক সালামাহ বিন ওয়ারদান থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেননি। মানঃ তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/৩২৪)। (হাদীস্র নং ৫১, ৩৮৪৮)

১৯৪. (রাবী নং ৫৩৬৫, তাঃ ৩৬৩৫) নামঃ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ যিনাদ। উপনামঃ আবুল হুসায়ন। উপাধিঃ ইবনু আবূ যিয়াদ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের

রাবী। তার ২০ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্রিকাহ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৪২) (হাদীস্র নং ৩৮৫৫)

১৯৫. (রাবী নং ২৩২, তাঃ ৭৪৩১) নামঃ আবূ শায়বাহ। উপনামঃ আবূ শায়বাহ। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, ইবনু মাঈন তাকে ভালো দৃষ্টিতেই দেখতেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৪১০) (হাদীস্র নং ৩৮৫৯)

১৯৬. (রাবী নং ৫২৩৮ তাঃ ৩৫৫৭) নামঃ আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্র সনআনী। উপনামঃ আবুয যুরাকা' তিনি সনআ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৩ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস্র গ্রহণ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে জাল হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। মানঃ মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৪০৫) (হাদীস্র নং ৯১৯, ২০৯১, ২১২৮, ২৮২৭, ৩৮৬১)

১৯৭. (রাবী নং ২২২৯, তাঃ ৭৮০৯) নামঃ হুবাবাহ বিনতু আজলান। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/১৪৭) (হাদীস্র নং ৩৮৬৩)

১৯৮. (রাবী নং ২৪৫৬, তাঃ ৭৯৬৮) নামঃ হাফস্বাহ বিনতু আজলান। উপনামঃ উম্মু হাফস্র। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন (স্বাফিয়্যাহ বিনতু জারীর) শিক্ষক ও ১ জন (জানাবাহ বিনুত আজলান) ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন (স্বাফিয়্যাহ বিনতু জারীর) থেকে ও তার থেকে ১ জন (জানাবাহ বিনুত আজলান) রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ مجهول الحال।(**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/৩৪৭) (হাদীস্র নং ৩৮৬৩)

১৯৯. (রাবী নং ৪৭৫২, তাঃ ৭৮৭১) নামঃ স্বাফিয়্যাহ বিনতু জারীর। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন (উম্মু হাকীম বিনতু সালমাহ) শিক্ষক ও ১ জন (হাফস্বাহ বিনতু আজলান) ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলে, তিনি তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/২০৯) (হাদীস্র নং ৩৮৬৩)

২০০. (রাবী নং ৩৮৬৪, তাঃ ২৮০০) নামঃ স্বালিহ বিন হাস্সান আল-আনসারী। উপনামঃ আবুল হারিস্র, তিনি মাদীনাহ, হিজায, বাস্রাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৮ জন

ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আল-বুসায়রী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মান: متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/২৮) (হাদীস্র নং ১১৮১, ৩৮৬৬, ৪১৮২)

২০১. (রাবী নং ৪৬৯১, তা: ৩২২৬) নাম: আবদুল্লাহ বিন হুসায়ন বিন আতা' বিন ইয়াসার। বংশ: তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। ত হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি শারীক বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও সাহল বিন আবূ সুহায়ল থেকে ও তার থেকে হাতিম বিন ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল বলেছেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৪১৯) (হাদীস্র নং ৩৮৮৫)

২০২. (রাবী নং ৭৯৯২, তা: ৬৫৩১) নাম: হারূন বিন হারূন বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাররার ইবনুল হুদায়র আল-কারশী আত-তায়মী। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ, আবূ মুহাররার, বংশ: আল-কারশী আত-তায়মী আল-হুদায়রী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্র আছে যার অনুসরণ করা যায় না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১১৯) (হাদীস্র নং ৯৬৪, ৩৮৮৬)

২০৩. (রাবী নং ২৬০৯, তা: ১৫৯২) নাম: খারিজাহ বিন মুসআব বিন খারিজাহ আদ-দুবাঈ। উপনাম: আবুল হাজ্জাজ, বংশ: আদ-দুবাঈ, তিনি খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬৬ জন শিক্ষক ও ৫৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাফিয নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি গিয়াস্র বিন ইবরাহীম ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তাকে বর্জন

করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি আমাদের সকল সাথীদের নিকট দুর্বল। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/১৬) (হাদীস্র নং ৪২১, ২১২৮, ৩৮৯২, ৩৯৯৯)

২০৪. (রাবী নং ৭৯০৩, তা: ৬৪১০) নাম: আবুল কাসিম বিন আবূ দমরাহ নাস্র বিন মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-হিমস্রী। উপনাম: আবূ দমরাহ,আবুল কাসিম। উপাধিঃ ইবনু আবী দমরাহ। তিনি নাস্রিয়্যাহ ও হিমস্র শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, আমি তার সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি, তিনি সত্যবাদী নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৩৬৬) (হাদীস্র নং ৩৯৩২)

২০৫. (রাবী নং ৪১৪৫, তা: ৩০৯১) নাম: আব্বাদ বিন কাস্রীর আশ-শামী। তিনি রামলাহ, বাস্রাহ, ফিলিস্তিন ও শাম শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৭১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় আমার নিকট কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। যায়্যাদ ইবনুর রাবী' বলেন, তিনি স্বিকাহ। সাবত ইবনুল আজামী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/১৫০) (হাদীস্র নং ৩৯৪৯)

২০৬. (রাবী নং ৭৫৬৬ তা: ৬০৪৩) নাম: মুআন বিন রিফাআহ আস-সুলামী। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, বংশ: আস-সুলামী। তিনি হিমস্র ও দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৫০ হিজরী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। দুহায়ম আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/১৫৭)। (হাদীস্র নং ২৩৬, ২৪৫, ৩৯৫০)

২০৭. (রাবী নং ২২২৪, তা: ৭৩৪৭) নাম: হাযিম বিন আতা' আল-বাস্রারী। উপনাম: আবূ খালাফ আল-আ'মা, উপাধিঃ আল-আস্রফার। তিনি মাওস্রিল, বস্রাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, কিছু হাদীস্র তিনি মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। মানঃ মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/২৮৬) (হাদীস্র নং ৩৯৫০)

২০৮. (রাবী নং ৬৭০৩, তা: ৫৭৬৩) নাম: মুবারাক বিন সুহায়ম বিন আবদুল্লাহ। উপনাম: আবূ সুহায়ম। তিনি বাস্রাহ ও বানানায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও জন ১৪ ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের

মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তারা সকলে বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/১৭৫) (হাদীস্র নং ৩৯৬৩)

২০৯. (রাবী নং ৬৮২৮, তাঃ ৫১৩০) নামঃ মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস্র বিন যিয়াদ বিন রাবী' আল-হারিস্রী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি মুনকার। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি ইবনুল বায়লামানী থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াকূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৩০) (হাদীস্র নং ২৫০০, ২৫০১, ৩৯৬৮)

২১০. (রাবী নং ৭০৫৯, তাঃ ৫৩৯২) নামঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী। উপাধিঃ ইবনুল বায়লামানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনা দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাচববী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আল-হুমায়দী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। মানঃ منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৫৯৪) (হাদীস্র নং ২৫০০, ২৫০১, ৩৯৬৮)

২১১. (রাবী নং ৪২৭৩, তাঃ ৩৭৭৪) নামঃ আবদুর রহমান বিন আবূ যায়দ আল-বায়লামানী। উপাধিঃ ইবনু আবূ যায়দ, তিনি মাদীনা, হাররান ও বায়লামান শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ৮৫ হিজরী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার হাদীস্র মুনকার। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/৮)। (হাদীস্র নং ২৮৩, ১২৫১, ১৩৬৪, ২৫০০, ২৫০১, ৩৯৬৮)

২১২. (রাবী নং ৪৪৬৬, তাঃ ৩৯৩৩) নামঃ আবদুর রহমান বিন কুরত। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/৩৫৩) (হাদীস্র নং ৩৯৮১)

২১৩. (রাবী নং ৬৩১৯, তাঃ ৪৬৩৭) নামঃ ঈসা বিন আবদুর রহমান। উপনামঃ আবূ উবাদাহ। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি

৩ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ্ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মান: متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল**: ২২/৬২৭) (হাদীস্র নং ৩৯৮৯)

২১৪. (রাবী নং ২৮০২, তা: ১৭৮৬) নাম: দাঊদ বিন মুদরিক। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিন মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মান: مجهول الحال (**তাহযীবুল কামাল**: ৮/৪৫০) (হাদীস্র নং ৪০০১)

২১৫. (রাবী নং ৬১৬৮, তা: ৪৪১৩) নাম: আমর বিন উস্রমান বিন হানী আল-মাদীনী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মান: মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল**: ২২/১৫৭) (হাদীস্র নং ৪০০৪)

২১৬. (রাবী নং ৪০৭৪, তা: ৩০১৯) নাম: আসিম বিন উমার বিন উস্রমান। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মান: مجهول الحال (**তাহযীবুল কামাল**: ১৩/৫২৭) (হাদীস্র নং ৪০০৪)

২১৭. (রাবী নং ২৬৯৩, তা: ১৬৬৩) নাম: খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ মালিক হানী আল-হামদানী। উপনাম: আবূ হাকিম, উপাধি: ইবনু আবূ মালিক, বংশ: আল-হামদানী, তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকারভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী তবে অধিক ভুল করেন। আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও আলী ইবনুল মাদীনী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান: তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তাহযীবুল কামাল ৮/১৯৬) (হাদীস্র নং ৪৮৭, ২৪৩১, ৪০১৯, ৪৩৩৭)

২১৮. (রাবী নং ৫২৬২) নাম: আবদুল ওয়াহিদ বিন সালিহ। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্ত রের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাফস্র উমার বিন শাহীন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবুল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার ব্যাপরে মতভেদ রয়েছে। মান: মাকবূল। (হাদীস্র নং ৪০৩২)

২১৯. (রাবী নং ৫২৩৬, তা: ৩৫৫০) নাম: আবদুল মালিক বিন কুদামাহ আল-জুমাহী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে

ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী ও ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সালিহ। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। মান: মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৩৮০) (হাদীস্র নং ৪০৩৬)

২২০. (রাবী নং ৯১২, তা: ৩৭৭) নাম: ইসহাক বিন আবুল ফুরাত। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও মাসলামাহ ইবনুল কাসিম আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৪৬৮) (হাদীস্র নং ৪০৩৬)

২২১. (রাবী নং ১৬২) নাম: আবূ হুমায়দ। উপনাম: আবূ হুমায়দ। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার জন ১ শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (হাদীস্র নং ৪০৩৮)

২২২. (রাবী নং ৬৯৩৯, তা: ৫১৮১) নাম: মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল-জানাদী। তিনি স্বনআ' ও জানদ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল হাসান আল-আবিরী বলেন, তিনি আহলে ইলমের আহলে স্বনআ'র নিকট পরিচিত নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/১৪৬) (হাদীস্র নং ৪০৩৯)

২২৩. (রাবী নং ৭৩৩৬, তা: ৫৭০৩) নাম: মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন কাস্রীর বিন রিফাআহ বিন সিমাআহ আল-আজালী আর-রিফাঈ। উপনাম: আবূ হিশাম, তিনি কূফা ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি বাগদাদে ২৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৬০ জন শিক্ষক ও ৯১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/২৪) (হাদীস্র নং ১৪২০, ১৫০৪, ১৮৯০, ৪০৪০)

২২৪. (রাবী নং ৩৩৪৪, তা: ২২৯৫) নাম: সাঈদ বিন সিনান আশ-শামী। উপনাম: আবূ মাহদী। তিনি হিমস, ফিলিস্তিন ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে

ইলমের নিকট হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণণায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ নাস্র বিন মাকূলা বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মান: তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৪৯৫) (হাদীস্র নং ১১২০, ২৫৩৭, ৪০৫৪)

২২৫. (রাবী নং ৬২৬৭, তা: ৪৫৫৪) নাম: আওন বিন উমারাহ আল-আবদী। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ। তিনি বাস্রাহ ও কায়স নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ২১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই হাদীস্র ব্যতীত অন্য কোথাও তার সম্পর্কে জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অমনোযোগী ও সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৪৬১) (হাদীস্র নং ২১১১, ৪০৫৭)

২২৬. (রাবী নং ৫১০০, তা: ৩৫৮৭) নাম: আবদুল্লাহ বিন মা'কিল। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আল-মিযযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/১৭০) (হাদীস্র নং ৪০৫৮)

২২৭. (রাবী নং ২৬১০, তা: ১৫৯৪) নাম: খাযিম বিন মারওয়ান আল-আনাযী। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/২৬) (হাদীস্র নং ৪০৫৮)

২২৮. (রাবী নং ১৬৩২, তা: ৫৯৬৫) নাম: মিসওয়ার ইবনুল হাসান। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৫৭৯) (হাদীস্র নং ৪০৫৮)

২২৯. (রাবী নং ৩৪৯, তা: ৭৬৪৪) নাম: আবূ মা'ন। উপনাম: আবূ মা'ন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা জানা যায় না। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৩১২) (হাদীস্র নং ৪০৫৮)

২৩০. (রাবী নং ৭৪৭০, তা: ৫৯৩২) নাম: মুসলিম বিন সফওয়ান। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার

সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৫২২) (হাদীস্র নং ৪০৬৪)

২৩১. (রাবী নং ৭২৯) নামঃ আওস বিন খালিদ। উপনামঃ আবুল জাম্বওয়া', আবূ খালিদ। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবুল ফাতহ আল-আম্বদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (হাদীস্র নং ৪০৬৬, ৪১৭২)

২৩২. (রাবী নং ২৬৬৬, তাঃ ১৬৩২) নামঃ খালিদ বিন উবায়দ। উপনামঃ আবূ ইস্রাম। তিনি মারওয়াহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। মানঃ জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনাকারী। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/১২৫) (হাদীস্র নং ৪০৬৭)

২৩৩. (রাবী নং ১০১৮, তাঃ ৪৪২) নামঃ ইসমাঈল বিন রাফি' বিন উইয়ায়মির। উপনামঃ আবূ রাফি', উপাধিঃ ইবনু আবূ উইয়ায়মির। বংশঃ আল-মুযনী। তিনি মাদীনাহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪৯ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সকল হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী, ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম আয-যহারী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল জারূদ, আল-খাতীবুল বাগদাদী, সুলায়মান বিন বিনতু শুরাহবীল, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মুকাদ্দাসী, মুহাম্মাদ বিন আম্মার ও ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৮৫) (হাদীস্র নং ১৩৩৭, ২১২৭, ২৭৬৩, ৪০৭৭, ৪১৯৬)

২৩৪. (রাবী নং ৫৩৭৮, তাঃ ৩৬৯৪) নামঃ উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াস্সাফী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈল। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। মান: متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/১৭৩) (হাদীস্ন নং ২০১৮, ৪০৭৭)

২৩৫. (রাবী নং ৫৭৬৯, তা: ৪০৬৯) নাম: আলী বিন যিয়াদ আল-ইয়ামামী। উপনাম: আবুল আলা' তিনি ইমামায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মান: হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/৪৩৩) (হাদীস্ন নং ৪০৮৭)

২৩৬. (রাবী নং ৬১০৪, তা: ৪৩৩৪) নাম: আমর বিন জাবির আল-হাদরামী। উপনাম: আবূ যুরআহ। তিনি হাদরামাওত ও মিস্ররে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমারর নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবরাহী বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৫৫৯) (হাদীস্ন নং ৪০৮৮)

২৩৭. (রাবী নং ১৯৫০, তা: ৭২৪১) নাম: বুকায়র বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মারয়াম। উপনাম: আবূ বাকর, উপাধি: ইবনু আবূ মারয়াম। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫৬ জন শিক্ষক ও ৪১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী, আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি চোরায়কৃতভাবে যে হাদীস্ন শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি সংমিশ্রণ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মান: হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/১০৮) (হাদীস্ন নং ৪০৯২, ৪২৬০)

২৩৮. (রাবী নং ১৭৭৮, তা: ৬৭০৬) নাম: আল-ওয়ালীদ বিন সুফইয়ান বিন আবূ মারয়াম। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, তিনি ইয়াযীদ বিন কুতায়ব থেকে ও তার থেকে আবু বাকর বিন আবূ মারয়াম হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাপজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/১৫) (হাদীস্ন নং ৪০৯২)

২৩৯. (রাবী নং ৯১৫, তা: ৩৩৭) নাম: ইসহাক বিন ইবরাহীম আল-হুনায়নী। উপনাম: আবূ ইয়া'কূব। তিনি মাদীনাহ ও তুরসূস নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ৪০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন

নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৩৯৬) (হাদীস্র নং ৪০৯৪)

২৪০. (রাবী নং ৬৫৬৫ তা: ৪৯৪৮) নামঃ কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ বিন যায়দ বিন মিলহাহ আল-মুযনী আল-মাদীনী। বংশঃ আল-মুযনী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বুরাকী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/১৩৬)। (হাদীস্র নং ১৬৫, ২০৯, ২১০, ৩৩৬, ১১৩৮, ১২৭৯, ১৫০৬, ২৩৫৩, ২৪৮৪, ২৬৭৪, ৪০৯৪)

২৪১. (রাবী নং ৬২১৫, তা: ৪৪৬৮) নামঃ আমর বিন ওয়াকিদ আল-কুরাশী। উপনামঃ আবূ হাফস্র। তিনি দিমাশকে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। মানঃ متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/২৮৬) (হাদীস্র নং ৪১০০)

২৪২. (রাবী নং ৮৪২৮, তা: ৭০০১) নামঃ ইয়াযীদ বিন সিনান বিন ইয়াযীদ আত তামীমী আল-জাযারী। উপনামঃ আবূ ফারওয়াহ। উপাধিঃ বংশঃ আত তামীমী। জন্মঃ তিনি ৮১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাযীরাহ ও রাহা নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৭৪ বছর বয়সে ১৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫২ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৫৫) (হাদীস্র নং ২৫৮১, ২৮৩১, ৪১০১, ৪১২৬)

২৪৩. (রাবী নং ৩৬৪৩, তা: ২৫৮৬) নামঃ সামুরাহ বিন সাহ্‌ম। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার থেকে আবূ ওয়াইল ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/১৩৪) (হাদীস্র নং ৪১০৩)

২৪৪. (রাবী নং ৭৯৪৩ তা: ৬৪৮৩) নামঃ নাহশাল বিন সাঈদ বিন ওয়ারদান আল-কারশী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, আবূ আবদুল্লাহ। বংশঃ আল-কারশী। তিনি নায়সাবূর, বাস্রাহ, ওয়ারদান ও খুরাসান শহরে বসবাস

করতেন। স্তর: ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস্র চুরি করে শ্রবণ করার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য, হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন আমর বলেন, দহহাক কর্তৃক জাল হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ বলেন, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুলায়মান বিন দাউদ আত-তায়ালাসী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। মান: متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/৩১)। (হাদীস্র নং ২৫৭, ৪১০৬)

২৪৫. (রাবী নং ৩৭১২, তা: ২৬৪৪) নাম: সুওয়ায়দ বিন আবদুল আযীয। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ। তিনি ওয়াসিত, দিমাশক ও হিমস্র শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬৫ জন শিক্ষক ও ৭৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৮ জন থেকে ও তার থেকে ৪২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয নয়, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণানয় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। দুহায়ম আদ দিমাশকী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি একাধিক হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/২৫৫) (হাদীস্র নং ৪১১৫)

২৪৬. (রাবী নং ৭৬২, তা: ৬১৫) নাম: আয়্যূব বিন সুলায়মান। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী, ইমাম যাহাবী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৪৭৩) (হাদীস্র নং ৪১১৭)

২৪৭. (রাবী নং ২৪৯৬, তা: ১৪৮৬) নাম: হাম্মাদ বিন ঈসা। উপাধি: গারীকুল জুহফাহ। বংশ: আল-জুহানী। তিনি ওয়াসিত, ইরাক, বাস্রাহ, ওয়াদী, জুহফাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ নাস্র বিন মাকূলা বলেন, তার একাধিক হাদীস্র দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/২৮১) (হাদীস্র নং ৪১২১)

২৪৮. (রাবী নং ২৬৭০২) নাম: আল-কাসিম বিন মিহরান। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/৪৫৩) (হাদীস্র নং ৪১২১)

২৪৯. (রাবী নং ৯৯২, তা: ৪২২) নাম: ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-আহওয়াল আত-তায়মী। উপনাম: আবূ ইয়াহইয়া, বংশ: আত-তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২১ জন শিক্ষক ও ২৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এতই ভুল করেন যে, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম মুসলিম তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আমার নিকট ইবনু নুমায়র থেকেও দুর্বল। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৩৮) (হাদীস্র নং ৯২৬, ৪১২৫)

২৫০. (রাবী নং ৮২, তা: ৭৬০০) নাম: আবুল মুবারাক। উপনাম: আবুল মুবারাক। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী, ইমাম তিরমিযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। মান: মাজহুল বা অপরাজিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/২৪৯) (হাদীস্র নং ৪১২৬)

২৫১. (রাবী নং ৩৫০৯, তা: ২৪৫৯) নাম: সালামাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন মিহসান আল-আনসারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম তিরমিযী তার হাদীস্রকে হাসান বলেছেন। আহমান বিন হাম্বাল বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/২৯৫) (হাদীস্র নং ৪১৪১)

২৫২. (রাবী নং ১৬৪, তা: ৭৩৩১) নাম: আবূ হুনায়ফাহ আল-কূফী। উপনাম: আবূ হুনায়ফাহ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/২৬৬) (হাদীস্র নং ৪১৪৯)

২৫৩. (রাবী নং ৬৩১৬, তা: ৪৬৩৬) নাম: ঈসা বিন আবদুল আ'লা বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ আল-কারশী আল-উমাবী। উপাধি: ইবনু আবূ ফারওয়াহ। বংশ: আল-কারশী আল-উমাবী। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৬২৫) (হাদীস্র নং ১৩১৩, ৪১৬১)

২৫৪. (রাবী নং ৩৮৭৩, তা: ২৮১০) নাম: সালিহ বিন যুরায়ক আল-আত্তার। উপনাম: আবূ শুআয়ব। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে অন্য কোথাও জানা সম্ভব হয়নি। মান: مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৪৪) (হাদীস্র নং ৪১৬৬)

২৫৫. (রাবী নং ৭৫৯৫, তা: ৬০৬৮) নাম: মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া আস্‌-সাদাফী। উপনাম: আবূ রাওহ, তিনি দিমাশক, শাম, সাদাফ, রায় ও মিসরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ২৩

জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মূসা বিন সালামাহ তাকে বর্জন করেছেন ও তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করেননি। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২৮/২২১) (হাদীস্র নং ৮৪২, ২২৪৭, ৪১৮১)

২৫৬. (রাবী নং ৫৮৭০ তা: ৪১৭৮) নাম: উমারাহ বিন জুওয়ায়ন আল-আবদী আল-বাস্রারী। উপনাম: আবূ হারূন, বংশ: আল-আবদী, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৩৪ হিজরী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৮৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বিশর বিন হারব থেকেও দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাম্মাদ বিন যায়দ আল-জাহদামী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। মান: متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২১/২৩২)। (হাদীস্র নং ২৪৭, ২৪৯, ৪১৮৭)

২৫৭. (রাবী নং ৬৭৬৬ তা: ৫১৬৯) নাম: মুহাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ ইবরাহীম আল-আনস্রারী। উপনাম: আবূ ইবরাহীম, উপাধি: ইবনু আবূ হুমায়দ, হাম্মাদ। বংশ: আয-যুরাকী, আয-যুহরী, আল-মাদীনী। তিনি মাদীনা ও ইরাকে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪৯ জন শিক্ষক ও ৬৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবু বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি মাদীনার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মান: منكر الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/১১২)। (হাদীস্র নং ২৩৭, ৪১৯৭)

২৫৮. (রাবী নং ৪১০৪, তা: ৩০৫২) নাম: আমির বিন আবদুল্লাহ। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৬৩) (হাদীস্র নং ৪২০৫)

২৫৯. (রাবী নং ৩৮৯৭, তা: ২৮৪১) নাম: স্বালিহ বিন মূসা। তিনি মাদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ২৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। মান: متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৯৫) (হাদীস্ব নং ৪২১২)

২৬০. (রাবী নং ৫১৫৬) নাম: আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ। তিনি দিমাশকে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তার থেকে ইবনু উকায়ল মুনকার সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন। মান: সত্যবাদী। (হাদীস্ব নং ৪২১৫)

২৬১. (রাবী নং ১৬১৭, তা: ৫৭২৬) নাম: মাদী বিন মুহাম্মাদ। উপনাম: আবূ মাসউদ। তিনি গাফিক, মিস্র ও কায়রুওয়ান নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি মিস্রে ১৮৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। আবু সা'দ বিন যূনুস ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। মান: হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৮৫) (হাদীস্ব নং ৪২১৮)

২৬২. (রাবী নং ৫৭৭৫, তা: ৪০৭৬) নাম: আলী বিন সুলায়মান। তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/৪৫৩) (হাদীস্ব নং ৪২১৮)

২৬৩. (রাবী নং ১৫৯৭, তা: ৪৮২৪) নাম: কাসিম বিন মুহাম্মাদ আশ-শামী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মান: (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/৪৪২) (হাদীস্ব নং ৪২১৮)

২৬৪. (রাবী নং ৬৩০২, তা: ৪৬১৯) নাম: ঈসা বিন জারিয়াহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্ব সংরক্ষিত নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার সম্পর্কে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি ইখতিলাফপূর্ণ।

তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৫৮৮) (হাদীস্র নং ৪২৪১)

২৬৫. (রাবী নং ৭৮৫৩, তা: ৬৩৬২) নামঃ নাফি' বিন আবদুল্লাহ। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/২৭৯) (হাদীস্র নং ৪২৫৯)

২৬৬. (রাবী নং ৬৪০৬, তা: ৪৭১৮) নামঃ ফারওয়াহ বিন কায়স। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/১৭২) (হাদীস্র নং ৪২৫৯)

২৬৭. (রাবী নং ৪৭৩৫, তা: ৩১৭৪) নামঃ আবদুল্লাহ বিন বাহীর। উপনামঃ আবূ ওয়াইল। তিনি ইমান ও সনআ' নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সনআর বিচারপতি ছিলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী তাকে এক স্থানে সিকহ ও অন্যত্র বলেন, তিনি মুনকার। হিশাম বিন ইউসুফ বলেন, তিনি যা শ্রবণ করেছেন সে ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। মানঃ সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৩২৩) (হাদীস্র নং ৪২৬৭)

২৬৮. (রাবী নং ৪২০২ তা: ৩৬৯০) নামঃ আবদুল আ'লা বিন আবুল মুসাবির। উপনামঃ আবূ মাসউদ, বংশঃ আয-যুহরী, আল-কূফী, আল-কারশী, উপাধিঃ ইবনু আবুল মুসাবির। তিনি বাগদাদ, কূফা ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৬১ হিজরী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মাতরূক। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার সুনান গ্রন্থে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৩৬৬)। (হাদীস্র নং ৮৭, ৪২৯১)

২৬৯. (রাবী নং ৭৮৯, তা: ১৫৪) নামঃ ইবরাহীম বিন আ'য়ান। তিনি রামলাহ, বাসরাহ ও মিসরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৪জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩২ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বলেন, তিনি মানুষের নিকট ভালো ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৫৩) (হাদীস্র নং ৪২৯৭)

২৭০. (রাবী নং ১০৬২, তাঃ ৪৯৩) নামঃ ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আশ শায়বানী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার থেকে রেওয়ায়ত করা ঠিক হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি অভিযুক্ত। ইয়াযীদ বিন হারূন আল-আয়লী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মানঃ মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/২১৩) (হাদীস্র নং ৪২৯৭)

২৭১. (রাবী নং ৩৬৮৬, তাঃ ২৬২৬) নামঃ সুহায়ল বিন আবদুল্লাহ। উপনামঃ আবূ বাকর। উপাধিঃ ইবনু আবূ হাযম। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম বুখারী বলেন,তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তার সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/২১৭) (হাদীস্র নং ৪২৯৯)

২৭২. (রাবী নং ৫৭০২৬, তাঃ ৪৫৯৬) নামঃ আল্লাক বিন আবু মুসলিম। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার ঐ হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিন দুর্বল। মানঃ (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৫৪৯) (হাদীস্র নং ৪৩১৩)

২৭৩. (রাবী নং ৫০২০, তাঃ ৩৪৯৫) নামঃ আবদুল্লাহ বিন কায়স। তিনি বাস্রাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আসাকির আদ দিমাশকী বলেন, তিনি সালিহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৪৫৯) (হাদীস্র নং ৪৩/২৩)

বিভিন্ন রাবীদের স্তর পরিচিতি

১ম স্তর: الصحابة (সাহাবী)।

২য় স্তর: ثقة ثقة أو ثقة حافظ (সিকাহ সিকাহ অথবা সিকাহ হাফিয)

৩য় স্তর: ثقة أو متقن أو عدل (সিকাহ অথবা নির্ভরযোগ্য অথবা ন্যায়পরায়ণ)

৪র্থ স্তর: صدوق أو لا بأس به (সত্যবাদী অথবা তার মাঝে কোন সমস্যা নেই)

৫ম স্তর: صدوق سيئ الحفظ او يهم (সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল অথবা হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)

৬ষ্ঠ স্তর: مقبول (মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য)

৭ম স্তর: مجهول الحال أو مستور (অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত)

৮ম স্তর: ضعيف (দুর্বল)

৯ম স্তর: لم يوثق أو مجهول (অপরিচিত অথবা তাকে কেউ সিকাহ বলেননি)

১০ম স্তর: متروك أو واهى أو ساقط (প্রত্যাখ্যানযোগ্য অথবা দুর্বল অথবা পরিতাজ্য)

একাদশ স্তর: إتهم بالكذب (মিথ্যার অভিযোগে অবিযুক্ত)

দ্বাদশ স্তর: كذاب (মিথ্যুক)

Contents

গ্রন্থপঞ্জী

১. সহীহুল বুখারী- আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী, দারু তূকিন নাজাত।
২. সহীহ্ মুসলিম- আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নীসাপুরী, দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী-বায়রূত।
৩. জামি' আত তিরমিযী- মুহাম্মাদ বিন ঈসা আবূ ঈসা আত তিরমিযী আস-সুলামী, শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআহ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী-মিসর।
৪. সুনান আবূ দাঊদ- সুলায়মান বিন আশআস্র আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী আল-আযদী, দারুল ফিক্র।
৫. সুনান নাসায়ী- আহমাদ বিন শুআয়ব আবূ আবদুর রহমান আন-নাসায়ী, মাকতাবাতুল মাতবূআত আল-ইসলামিয়্যাহ, হালব।
৬. সুনান ইবনু মাজাহ- মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আবূ আবদুল্লাহ আল-কাযবীনী, দারুল ফিকর, বায়রূত।
৭. মুসনাদ আহমাদ- আহমাদ বিন হাম্বাল, মুওয়াসসাতুর রিসালাহ।
৮. মুআত্তা মালিক- মালিক বিন আনাস, মুওয়াসসাতু যায়দ বিন সুলতান আলে নাহয়ান।
৯. সুনান দারিমী- আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, দারুল কিতাব আল-আরাবী বায়রূত।
১০. সুনান আদ দারাকুতনী- আলী বিন আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী আল-বাগদাদী, মুআসসাসাতুর রিসালাহ বায়রূত লিবানন।
১১. শারহুস সুন্নাহ- আল-হুসায়ন বিন মাসউদ আল-বাগাবী, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দিমাশক, বায়রূত।
১২. মু'জামুল আওসাত- আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমাদ আত তাবারানী, দারুল হারামায়ন আল-কাহিরাহ।
১৩. মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক- আবূ বাক্‌র আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম আস সনআনী। আল-মাকতাবুল ইসলামী, বায়রূত।
১৪. আল-ফাওয়াইদ-আবুল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল জুনায়দ আর রাযী। মাকতাবুর রাশিদ, আর রিয়াদ।
১৫. কিতাবুল ঈয়াল- আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন সুফয়ান বিন কায়স- দারু ইবনিল কায়্যিম, দাম্মাম।
১৬. সহীহ্ আত তারগীব- আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাতুল মাআরিফ
১৭. বায়হাকী ফিস-সুনান ও বায়হাকী ফিশ-শুআব- আবূ বাক্‌র আহমাদ বিন হুসায়ন আল-বায়হাকী
১৮. তাহযীবুল কামাল- ইউসুফ বিন যাকী আবদুর রহমান আবুল হাজ্জাজ মিযযী, মুওয়াসসাতুর রিসালাহ-বায়রূত
১৯. তা'লীকুর রগীব
২০. সহীহ্ তারগীব
২১. ইরওয়া'উল গালীল
২২. সহীহ্ আবী দাঊদ
২৩. তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব
২৪. সিলসিলাতু আহাদীস্র আস-সহীহাহ
২৫. সিলসিলাতু আহাদীস্র আদ-দঈফাহ
২৬. মিশকাতুল মাসাবীহ

২৭. রওদুন নাদীর
২৮. হাকিম ফিল মুসতাদরাক
২৯. আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ
৩০. মুখতাসার শামাইল
৩১. আদাবুয যিফাফ
৩২. গায়াতুল মারাম
৩৩. আল-আদাব
৩৪. দঈফ আল-জামি'
৩৫. আর-রাদ্দু আলা বালীক
৩৬. তাখরীজ আল-মুখতার
৩৭. খুতবাতুল হাজাহ
৩৮. তাখরীজু কালিমুত তায়্যিব
৩৯. দিফাউন আনিল হাদীস্র
৪০. হিজাবুল মারআহ
৪১. আস-স্বহীহ
৪২. আত-তা'লীকু আলার-রাওদ
৪৩. তাখরীজুল ঈমান
৪৪. আত-তা'লীকু আলার রাওদাতুন নাদিয়্যাহ
৪৫. আল-আহকাম
৪৬. স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব
৪৭. আহকামুল জানাইয
৪৮. ইবনুল জারূদ
৪৯. ইবনু হিব্বান
৫০. দঈফ আবূ দাউদ
৫১. যিলালুল জান্নাহ
৫২. আত-তহাবী
৫৩. আল-জামি'
৫৪. স্বহীহ আল-জামি' আস্স-স্বগীর
৫৫. আত-তা'লীকু আলাত তানকীল
৫৬. হুজ্জাতুন নাবী (ﷺ)
৫৭. শুআবুল ঈমান
৫৮. মা'রিফাতুস সাহাবাহ- আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী

Arabic to Bengali
تحقيق
سنن ابن ماجه
مطبعة التوحيد للطباعة والنشر